মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মূলের অনুবাদ।

যশোহর—মল্লিকপুরনিবাসী

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যার

পদ্যছন্দে বঙ্গানুবাদ।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক ঃ—

সীতানাথ রায় এণ্ড সন্স

—ল রায়-প্রেস বুক্‌ডিপজিটরী।

৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

সন ১৩৩৩ সাল।

 মূল্য ৫৲ টাকা।

বিষ্ণুপুরাণ

প্রথম অংশ

রের প্রতি মৈত্রেয়ের প্রশ্ন ও
পরাশরের উত্তর প্রদান।

নম পুরুষ ওহে কমল-লোচন।
জয় তব জয় জগত-জনন॥
কেশ তব পদে করি নমস্কার।
পুরুষ তুমি তোমায় নমস্কার॥
দি গুণের ক্ষোভে সৃষ্টি স্থিতি লয়
চছে অবিরত খ্যাত বিশ্বময়॥
রূপী ব্রহ্ম যিনি ঈশ্বর আকারে।
স্থিতি আদিকর্ত্তা খ্যাত চরাচরে॥
বুদ্ধি আদি করি জগত-বিস্তার।
হতে সমুদ্ভব যিনি সারাৎসার॥
বিষ্ণু খ্যাত যাঁর অক্ষয় আখ্যান।
ভূত মুক্তি সবে করুন প্রদান॥
দব ব্রহ্মা আদি দেবতানিকর।
বিষ্ণু যিনি হন বিশ্বের ঈশ্বর॥
দপে ভক্তিভরে করিয়া প্রণাম।
বর্ণিব যাহা বেদের সমান॥
রাশর বেদবেত্তা বশিষ্ঠের নাতি।
র্মশাস্ত্রে বিশারদ অতএব সুমতি॥
কদিন প্রাতঃক্রিয়া করি সমাপন।
রিলেন মনসুখে আসন গ্রহণ॥
নকালে শিষ্য তাঁর মৈত্রের আখ্যান
রুপদে ভক্তিভরে করিয়া প্রণাম॥
হিলেন গুরুদেব নিবেদি তোমারে।
য়াছি ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার গোচরে॥
যাছি সাঙ্গ বেদ তোমার সদন।
অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র করি পরিশ্রম॥
ধর্ম্মবিশারদ জিজ্ঞাসি তোমায়।
পে হয়েছে বিশ্ব বলহ আমায়॥
পুনশ্চ যেরূপ হবে কহ বর্ণন।
শুনিতে বাসনা বড় করিতেছি ম
ওহে ব্রহ্মন জগতের যাহা উপাদ
চরাচর জন্মে কিসে এই দৃশ্যম
কিসে লীন ছিল বিশ্ব কিসে পা
দেব আদি সমুৎপন্ন কিবা রূপে
সমুদ্র পর্ব্বত পৃথ্বী ইহাদের স্থি
আকাশাদি পরিমাণ গ্রহের সং॥
সূর্য্যের আদি কিবা রূপে করে অবস্থান।
তাদের কিবা রূপ হয় পরিমাণ।
দেবতার বংশ মনু মন্বন্তর আর
ইহাদের বিবরণ চরিত্র রাজার।
কল্পন্ত স্বরূপ চতুর্যুগ বিবরণ।
কল্প ও বিকল্প আদি যুগের ধরণ।
চতুর্ব্বিধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমুদয়।
দেবর্ষি-চরিতগাঁথা ওহে মহোদয়
যেইরূপে ব্যাসদেব বিদিত ভুবন
বেদের যতেক শাখা করে প্রণয়ন॥
এই সব শুনিবারে হতেছে বাসনা।
মহাভাগ শক্তি পুত্র পুরাও কামনা।
প্রসন্ন হও গো দেব আমার উপরে
তোমার কৃপায় যেন পারি জানিবারে॥
এতেক বচন শুনি কহে পরাশর।
মৈত্রেয় ধর্ম্মজ্ঞ তুমি জগত ভিতর॥
স্মরণ করালে ভাল প্রাচীন বিষয়।
হইল বশিষ্ঠ উক্তি মনেতে উদয়॥
বিশ্বামিত্রের প্রেরিত রাক্ষস যখন।
পিতাকে খেয়েছে বলি করিনু শ্রবণ॥
তখন জন্মিল ক্রোধ আমার অন্তরে।
যজ্ঞ আরম্ভিনু আমি রক্ষ বধিবারে॥
সেই যজ্ঞে ভস্ম হ'লে বহু নিশাচর।
বশিষ্ঠ ডাকিয়া কহে আমার গোচর॥

ত কোপ করা বৎস কভু ভাল নয়।
বর সম্বর ক্রোধ [illegible] মহোদয়॥
[illegible]ক্ষসগণের দোষ [illegible] হরি কখন।
[illegible]মার পিতার ভাগ্য আছিল এমন॥
[illegible] হয় মাত্র মূঢ়গণে জানি।
সেরূপ নহেক কভু যিনি হন জ্ঞানী॥
কেবা কারে করে বধ ওরে বাছাধন।
কর্ম্মফল ভুঞ্জে সবে আপন আপন॥
আরো দেখ বহুক্লেশে মানব নিকর।
যশ তপ উপার্জ্জন করে বহু[illegible]।
ক্রোধে কিন্তু সব নষ্ট সত্বরেতে হয়।
স্বর্গে মোক্ষে বাধা দেয় ক্রোধ যে নিশ্চয়
এ হেতু সর্ব্বথা [illegible] বর্জ্জন।
এই কথা [illegible] কীর্ত্তন॥
অতএব ক্রোধবশ [illegible] হও তুমি।
অপকারী রাক্ষসেরা কভু নাহি জানি॥
তাহাদিগে দগ্ধ করা কেবল বিফল।
যজ্ঞে ক্ষান্ত হও তুমি ক্ষম রোষানল॥
ক্ষমা হতে [illegible] নাহি কিছু আর।
সাধুরা ভাবেন উহা সা[illegible] হতে সার॥
পিতামহ এইরূপ উপদেশ দিলে।
তাঁর বাক্যে যজ্ঞে ক্ষান্ত হৈনু সেইকালে।
বশিষ্ঠ প্রসন্ন অতি হলেন আমায়।
উপনীত হেনকালে পুলস্ত্য তথায়॥
ব্রহ্মার তনয়ে দেখি বশিষ্ঠ তখন।
অর্ঘ্যাদি তাঁহারে দিল করিয়া যতন॥
আসন গ্রহন করি পুলস্ত্য আমারে।
কহিলেন শুন শুন বলিহে তোমারে॥
শত্রুভাব থাকা সত্ত্বে তুমি মহামতি।
গুরুবাক্যে ক্ষমা কৈলে রাক্ষসের প্রতি॥
এ হেতু সকল শাস্ত্রে লভিবে বিজ্ঞান।
আরো এক বর তোমা দিতেছি প্রধান॥
ক্রোধিত হয়েও তুমি বংশের আমার।
কর নাই সমুচ্ছেদ ওহে গুণাধার॥
পুরাণ সংহিতা কর্ত্তা এ হেতু হইবে।
পরমার্থ তত্ত্ব তুমি যথার্থ জানিবে॥
দেবতত্ত্বে হবে তুমি অতি বিচক্ষণ।
আমার প্রসাদে আরো করহ [illegible]বণ॥
প্রবৃত্তি করমে আর নিবৃত্তি করমে।
হইবে বিমল বুদ্ধি কহি তব স্থানে॥ *
এত শুনি পিতামহ বশিষ্ঠ ধীমান।
আমারে সম্বোধি কহে ওহে মতিমান॥
পুলস্ত্য তোমারে যাহা কহিল এখন।
ঘটিবে সমস্ত মিথ্যা নহে কদাচন॥
সুবদ্ধি পুলস্ত্য আর বশিষ্ঠ ধীমান।
পূর্ব্বে যাহা বলেছিল মম বিদ্যমান॥
মৈত্রেয় তোমার প্রশ্নে সেই সমুদয়।
স্মৃতিপথে এবে মম হ'তেছে উদয়॥
তব জিজ্ঞাসিত সেই পুরাণ-সংহিতা।
বলিতেছি পূর্ণরূপে সেই পুণ্য গাঁথা॥
বিষ্ণু হ'তে এই বিশ্ব হয়েছে সৃজন।
বিষ্ণুতে সংস্থিত বিশ্ব জানিবে সুজন॥
বিষ্ণুই বিশ্বের স্থিতি সংযমের কর্ত্তা।
তিনিই জগতরূপী তিনিই বিধাতা॥১-৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিষ্ণুস্তোত্র ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

পরাশর কহে শুন যিনি নিরাকার।
কালত্রয়ে নাহি কভু বিনাশ যাঁহার॥
শুদ্ধ পরমাত্মা সদা একরূপে স্থিত।
সকল বিজয়ী বিষ্ণু হরি নামে খ্যাত॥
সৃষ্টিস্থিতি নাশকারী শিব অভিধান।
সেই বাসুদেব বিষ্ণু তাঁহারে প্রণাম॥
হিরণ্যগরভ যিনি সদা সদাশয়।
একরূপী বহুরূপী স্থূলসূক্ষ্মময়॥
যিনি কার্য্যে যিনি হন সকল কারণ।
সেই মুক্তিদাতা বিষ্ণু তাঁহারে বন্দন॥

* যে কর্ম্ম ইহ বা পরলোকের কামনা বিশিষ্ট হয়, তাহাকে প্রবৃত্তি কর্ম্ম কহে আর জ্ঞানবৈরাগ্য পূর্ব্বক কর্ম্মের নাম নিবৃত্তিকর্ম্ম।

শক্ত ... মূলীভূত যিনি।
পরমা ... তাঁহারে নমস্কি॥
বিশ্বাধার অণু ... সর্ব্বপ্রাণিস্থিত।
ভ্রান্তিচক্ষে দৃশ্যরূপে যিনি প্রকাশিত॥
পুরুষ উত্তম জ্ঞানস্বরূপ অক্ষর।
কালের স্বরূপ যিনি অতীব নির্ম্মল॥
বিশ্বসৃষ্টি-স্থিতিকর্ত্তা অচ্যুত আখ্যান।
জ্ঞানশূন্য বলি যাঁর আছে অবিধান॥
সেই বিষ্ণুপদে আগে করিয়া বন্দন॥
করিতেছি যথাযথ পুরাণ কীর্ত্তন॥
পূর্ব্বকালে দক্ষ আদি ঋষিশ্রেষ্ঠগণ।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ব্রহ্মার সদন॥
তাহে যথা বলেছিল দেব পদ্মযোনি।
সেইরূপ যথাযথ বিবরিব আমি॥
দক্ষ আদি সুবিদিত মুনিশ্রেষ্ঠগণ।
পিতামহ পাশে যাহা করেন শ্রবণ॥
পুরুকুৎস নৃপপাশে নর্ম্মদার তীরে।
বর্ণন করেন তাহা অতিব সাদরে॥
নৃপবর কহে সারস্বতের সদন।
সারস্বতমুখে আমি করেছি শ্রবণ॥
পরমাত্মা যিনি সদা আত্মাতে সংস্থিত।
রূপ বর্ণ জন্ম বৃদ্ধি সকল বর্জ্জিত॥
নাহি ক্ষয় নাহি নাশ নাহি পরিণাম।
পরাৎপর শ্রেষ্ঠ বলি যাঁর অভিধান॥
সর্ব্বদা আছেন মাত্র যাঁরে বলা যায়।
সর্ব্বত্র সংস্থিত যিনি বিদিত ধরায়॥
বিশ্বের সমস্ত করে তাঁহাতেই বাস।
এই হেতু বাসুদেব নামের প্রকাশ॥
জন্মশূন্য নিত্যরূপী তিনিই অক্ষয়।
পরব্রহ্ম একরূপী সদত অব্যয়॥
মায়া বা মায়ার কার্য্য নাহিক তাঁহাতে।
এ হেতু নির্ম্মল তিনি জানিবেক চিতে॥
চতুর্ব্বিধ রূপাত্মক সেই ব্রহ্ম হরি
চারিরূপ প্রকাশিয়া শুন তবে বলি
একরূপ ব্যক্ত বলি জানে সর্ব্বজন।
মহদাদি যারে কহে ওহে মহাত্মন॥

অব্যক্ত অপর রূপ মায়া যারে কয়
আর এক রূপ হয় পুরুষ নিশ্চয়॥
বেদ-উক্ত ঈক্ষণাদিকর্ত্তা যেই জন।
পুরুষ তাহার নাম ত্রিগুণ বর্জ্জন॥
চতুর্থ রূপের নাম জানিবে যে কাল।
এই চারিরূপী ব্রহ্ম তিনি সারাৎসার॥
এই চারিরূপমধ্যে যে বস্তু পরম।
সেই শুদ্ধ হেরে যথা সদা জ্ঞানীগণ॥
বিষ্ণুর পরম পদ তাহারেই কয়।
অথবা পরম রূপ জানিহ নিশ্চয়॥
পূর্ব্ব উক্ত প্রধানাদি রূপ সমুদয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুমাত্র হয়॥
ক্রীড়ারত শিশু সম বিষ্ণু মহাত্মন।
পুরুষাদিরূপে সদা প্রকাশিত হন॥
কার্য্য করণাদি শক্তি অব্যক্ত রূ...
সুসূক্ষ্মা প্রকৃতি বলি ঋষির ...
সে রূপ অক্ষয় আর অনন্য আশ্র...
অজর নিশ্চল রূপাবহীন নিশ্চয়
ত্রিগুণ অনাদি উৎ ইয়ত্তাবহীন
বিশ্বের উৎপত্তিস্থল শব্দস্পর্শহী...
কার্য্যসমূহের ... স্থূ...
এইরূপ সেই রূপ শাস্ত্রের বিধান ...
সৃষ্টির পূর্ব্বেত গত প্রলয়ের পরে
এই রূপ ব্যাপি ছিল জগত সংস...
ওহে বিজ্ঞ বেদবেত্তা ব্রহ্মবাদীগণ।
এই রূপ লক্ষ্য করি যা করে কীর্ত্তন॥
পশ্চাতে সে সব শ্লোক হতেছে প্রচার।
জানিবে ক্রমেতে তাহা ওহে গুণাধার॥
প্রলয়ে না ছিল দিবা না রাত্রি আকাশ।
অন্ধকার নাহি ছিল না ছিল প্রকাশ॥
ভূমি কিম্বা অন্য বস্তু কিছু নাহি ছিল।
প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্ম আছিল কেবল॥
প্রকৃতির জান দ্বিজ প্রধান আখ্যান।
তার পর শুন শুন ওহে মতিমান॥
প্রধান পুরুষ দ্বিজ এই দুই রূপ।
নহে কভু নিরুপাদি বিষ্ণুর স্বরূপ॥

বিষ্ণুর যে রূপ দ্বারা সৃষ্টির সময় ।
এই দুই রূপ যুক্ত পরস্পর হয় ॥
আবার বিযুক্ত হয় প্রলয়ের কালে ।
সে রূপ কাল নামে বিদিত ভূতলে ॥
মহা প্রলয়ের কালে এ বিশ্ব সংসার ।
প্রকৃতিতে লীন থাকে ওহে গুণাধার ॥
প্রাকৃত প্রলয় বলে এই হেতু তারে ।
কালরূপ ভগবান অনাদি সংসারে ॥
অনন্ত বলিয়া তিনি বিদিত ভুবন ।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ও এ হেতু তেমন ॥
অর্থাৎ প্রবাহরূপে চলে যথাক্রমে ।
বিচ্ছেদ নাহিক কভু জানিবেক মনে ॥
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ প্রলয়ের কালে ।
সমভাবে থাকে তিন জানে সর্ব্বনরে ॥
পুরুষ প্রকৃতি হ'তে পৃথগ্‌ভাবে রয় ।
বিষ্ণুর সে কাল রূপ থাকয়ে নিশ্চয়
সৃষ্টিকাল পরে যবে হয় উপস্থিত ।
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে হয়েন ক্ষোভিত
পরব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বভূতেশ্বর ।
জগন্ময় সর্ব্ব-আত্মা পরম ঈশ্বর ॥
প্রকৃতি পুরুষে তিনি পশি ইচ্ছাবশে
ক্ষোভিত করেন দোঁহে মনের হরিষে
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে এই সে কারণ ।
সৃষ্টি হেতু পুনরায় সমুদ্যত হন ॥
পরন্তু ব্রহ্মের ইথে ক্রিয়াবত্তা নাই ।
তাহার দৃষ্টান্ত বলি শুনহ সবাই ॥
গন্ধ নিকটস্থ হ'লে মানস যেমন ।
চঞ্চল হইয়া উঠে ওহে মহাত্মন ॥
সে রূপ পরমেশ্বর নিজে ক্ষোভহীন ।২২-৩০
বুঝিবে এ সব ভাব যতেক প্রবীণ ॥
সঙ্কোচ বিকাস দ্বারা সে পুরুষোত্তম ।
ক্ষোভ্য ও ক্ষোভকরূপে অবস্থিতি হন ॥
প্রধান রূপেতে তিনি করেন বসতি ,
ব্যক্তরূপে আকাশাদি ভূতে অবস্থিতি ॥
ব্রহ্মা আদি জীবরূপে ব্যক্তের স্বরূপ
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর তিনি নাহি তাঁর রূপ ॥

সে প্রধান তত্ত্ব হতে সৃষ্টির সময়ে
জনমিল মহতত্ত্ব জানিবে হৃদয়ে ॥
আচ্ছাদিত থাকে বীজ ত্বকেতে যেমন ।
প্রধান-তত্ত্বেতে ঢাকা মহত তেমন ॥
মহতত্ত্ব হ'তে পরে জন্মে অহঙ্কার ।
অহঙ্কার হতে ভূত ইন্দ্রিয় সঞ্চার ॥
প্রধানে আবৃত যথা মহতত্ত্ব রয় ।
মহতে আবৃত তথা অহঙ্কার হয় ॥
সাত্ত্বিক রাজস আর তামস আখ্যানে ।
অহঙ্কার তিনরূপ জানিবেক মনে ॥
তামসাহঙ্কার ক্ষুব্ধ হয়ে তার পর ।
সৃজিল শব্দতন্মাত্র সংসার ভিতর ॥
শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ সৃজন ।
শব্দগুণযুত উহা জানে সর্ব্বজন ॥
শব্দতন্মাত্রেরে আর এই আকাশেরে
রহিয়াছে অহঙ্কার আবরণ করে ॥
আকাশ ক্ষুভিত হয়ে ওহে মহাত্মন ।
স্পর্শতন্মাত্রেরে পরে করিল সৃজন ॥
স্পর্শগুণযুত বায়ু জন্মে তাহা হতে ।
অতি বলবান্ ইহা বিদিত যাহাতে ॥
আকাশ বায়ুকে পরে করে আবরণ ।
বায়ুক্ষোভে রূপমাত্র শেষে উৎপাদন ॥
আরো জন্মে জ্যোতি যার রূপ গুণ হয় ।
বায়ু দ্বারা সেই জ্যোতি আচ্ছাদিত রয় ॥
ক্ষুভিত হইলে জ্যোতি রসমাত্র জন্মে ।
রসগুণযুত জল জনমিল ক্রমে ॥
জ্যোতি আসি এই জল করে আবরণ ॥
জল ক্ষোভে গন্ধমাত্র হইল সৃজন ॥
গন্ধমাত্র হতে পৃথ্বী জনমিল পরে ।
গন্ধই ইহার গুণ বিদিত সংসারে ।৩১-৪০
তন্মাত্রা রয়েছে তত্তদ্‌দ্রব্যের ভিতর ।
তন্মাত্রতা এই হেতু কহে যত নর ॥
রাজসাহঙ্কার হতে ইন্দ্রিয় জনম ।
দশেন্দ্রিয় যারে কহে জগতের জন ॥
সাত্ত্বিকাহঙ্কার হতে সংসার ভিতরে ।
দশেন্দ্রিয় দেবতারা আত্মজন্ম ধরে ॥

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

ত্রৈকল্প-ন্দ্রিয় বলি মনে আখ্যান।
মনের চারিটী দেব জানিবে সন্ধান ॥
তাঁহাদের নাম বলি শুনহ ধীমান্।
চন্দ্র ব্রহ্মা রুদ্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ আখ্যান ॥
সাত্ত্বিক দেবতা হন এই চারিজন।
চারি অংশ হয় জান সে অন্তঃকরণ ॥
মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত এই চারি।
চারি ভাগ এইরূপ শাস্ত্রের বিচারি ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় বলি পাঁচে ইন্দ্রিয় মাঝারে।
কর্ম্মেন্দ্রিয় আর পঞ্চ কহে সর্ব্বজনে ॥
শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা যে আর।
জ্ঞানেন্দ্রিয় বলি পঞ্চ শাস্ত্রের বিচার ॥
বায়ুপস্থ কর পদ বাক্ এই পাঁচে।
কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে থাকে পণ্ডিত সমাজে।
জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দ আদি করয় গ্রহণ।
মলত্যাগ আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের করম ॥
আকাশেতে শব্দগুণ স্পর্শ বায়ুপরে।
তেজে রূপ জলে রস গন্ধ পৃথ্বী ধরে ॥
পৃথক্ হইয়া পঞ্চ রহে সর্ব্বক্ষণ।
পরস্পর নাহি কভু সম্পূর্ণ মিলন ॥
এই হেতু প্রজা সৃষ্টি করিবারে নারে ॥
তার পর বলি যাহা শুনহ সাদরে ॥
মহতত্ত্ব হতে মহাভূতাবধি করি।
অন্যান্য সংযোগ হেতু ঐক্য লাভ করি ॥
প্রধানের অনুগ্রহে পুরুষাধিষ্ঠানে।
অণ্ড উৎপাদন করে সকলে মিলনে ॥
জলবিম্ব সম অণ্ড বর্ত্তুল আকার।
ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু তাহে রহে অনিবার ॥
জলমধ্যে অই অণ্ড করি অবস্থান।
ভূত- সাহার্য্যেতে ক্রমে হয় বর্দ্ধমান ॥
অব্যক্ত জগত-পতি বিষ্ণু সনাতন।
ব্যক্ত হ'য়ে ব্রহ্মরূপে অণ্ডমধ্যে রন ॥
গর্ভবেষ্টনের চর্ম্ম সুমেরু তাঁহার।
জরায়ু অন্যান্য গিরি হৈল মহাত্মার ॥
গর্ভোদক হৈল তাঁর যতেক সাগর।
অণ্ডমধ্যে জন্মে দ্বীপ সাগর ভূধর ॥

দেব দৈত্য নর জ্যোতিঃ যত লোক আছে
বৃহৎ অণ্ডের মধ্যে সকলি বিরাজে ॥
পূর্ব্বাপেক্ষা দশ দশ গুণ বেশী বারি।
বহ্নি বায়ু শূন্য আর ভুত আদি করি ॥
এ সবে অণ্ডের বাহ্য করে আবরণ।
মহতত্ত্ব ভূতাদিরে করে আচ্ছাদন ॥
মহতত্ত্ব সমাবৃত অব্যক্ত দ্বারায়।
বিচারে বুঝহ ইহা কহিনু তোমায় ॥
নারিকেল বাহ্যদলে আবৃত যেমন।
উক্ত সপ্তে সমাবৃত ব্রহ্মাণ্ড তেমন ॥
রজোগুণধারী হ'য়ে বিশ্বেশ্বর হরি।
অণ্ডের মাঝারে থাকি ব্রহ্মরূপ ধরি ॥
সদত নিযুক্ত থাকি সৃষ্টির বিধানে।
অমিত-বিক্রম বিষ্ণু জ্ঞানে সর্ব্বজনে ॥
সত্ত্বগুণ ধরি হরি সৃষ্টি সমুদয়।
যুগে যুগে করে রক্ষা ওহে মহোদয় ॥
ব্রাহ্ম দিন অবসান হয় যত দিনে।
তত দিন করে রক্ষা অতিব যতনে ॥
কল্পশেষে তমগুণী হ'য়ে জনার্দ্দন।
রুদ্ররূপে সর্ব্বভূতে করেন ভক্ষণ ॥
একার্ণব হ'লে বিশ্ব পরম ঈশ্বর।
শয়ন করিয়া রহে নাগশয্যাপর ॥
প্রবুদ্ধ হইয়া পুনঃ ব্রহ্মারূপ ধরি।
পুনশ্চ করেন সৃষ্টি ভবের কাণ্ডারী ॥
একমাত্র ভগবান সেই জনার্দ্দন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম করেন ধারণ ॥
বিষ্ণুই হইয়া স্রষ্টা করেন সৃজন।
পালক ও পাল্য হ'য়ে করেন পালন ॥
সংহর্ত্তা সংহার্য্য হ'য়ে অন্তিম সময়ে।
সংহৃত হইয়া রহে আপন হৃদয়ে ॥
পৃথ্বী অপ তেজ বায়ু আর যে গগন।
সর্ব্বেন্দ্রিয় আদি আর অন্তর করণ ॥
এ সব জগত হয় পুরুষ আখ্যান।
সর্ব্বভূতেশ্বর হরি গুণের নিদান ॥
বিশ্বরূপ হন তিনি ওহে মহাত্মন।
স্বর্গাদি বিভূতি তাঁর শাস্ত্রের বচন ॥

তাঁর সৃজ্য তিনি স্রষ্টা তিনিই পালক।
প্রতিপাল্য সেই হরি তিনিই ভক্ষক ॥
ব্রহ্মা আদি মূর্ত্তিধারা সেই মহোদয়।
বরিষ্ঠ বরদ তিনি বরেণ্য নিশ্চয়। ৪১-৬৬

তৃতীয় অধ্যায়

সৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মশক্তির বিবরণ ও ব্রহ্মার পরমায়ু বর্ণন।

পরাশরে সম্বোধিয়া মৈত্রেয় সুজন।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে মহাত্মন ॥
নির্গুণ অমেয় শুদ্ধ ব্রহ্ম সে অমর।
এই রূপ জানি হৃদে ওহে বিজ্ঞবর ॥
সর্গাদি কর্ত্তৃত্ব হয় কিরূপে তাঁহার।
একথা কিরূপে করি অন্তরে স্বীকার ॥
মৈত্রেয়ের বাক্য করি শ্রবণ গোচর।
পরাশর মিষ্টভাবে করেন উত্তর ॥
যত কিছু ভাববস্তু আছে বিদ্যমান।
অচিন্ত্য তাদের শক্তি জানিবে সন্ধান ॥
অগ্নি আদি ভাবদ্রব্যে দাহিকা শকতি।
স্বভাবত আছে ঋষে যথা নিরবধি ॥
সৃষ্টির শকতি তথা ব্রহ্মে বিদ্যমান।
ইথে তর্ক নাহি কিছু ওহে মতিমান ॥
সৃষ্টির কার্য্যে রত হন যেরূপে ঈশ্বর।
বলিতেছি সেই কথা শুন ঋষিবর ॥
নারায়ণ-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান।
এরূপে জনম লভে ওহে মতিমান ॥
স্বকীয় প্রমাণে আয়ু শত বর্ষ তাঁর।
তার নাম পর হয় ওহে গুণাধার ॥
তদর্দ্ধে পরার্দ্ধ বলি শাস্ত্রের বিধানে।
চরাচর-পরিমাণ শুনহ একণে ॥
পঞ্চদশ নিমেষকে এক কাষ্ঠা কয়।
ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে কলা জানিবে নিশ্চয় ॥
ত্রিংশৎ কলাতে হয় ঘটিকা আখ্যান।
ঘটিকা দুয়েতে হয় মুহূর্ত্ত বিধান ॥
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে জানি অহোরাত্র হয়।
ত্রিংশ অহোরাত্রে মাস আছয়ে নির্ণয় ॥
একমাসে দুই পক্ষ জানিবে সুজন।
ছয় মাস হ'লে এক জানিবে অয়ন ॥
অয়ন দ্বিবিধ হয় দক্ষিণ উত্তর।
অয়ন দুয়েতে মিলি এক সম্বৎসর ॥
দক্ষিণ অয়নে হয় দেবতার রাতি।
উত্তর অয়নে দিবা আছে হেন বিধি ॥
দ্বাদশ সহস্র বর্ষ দেব পরিমানে।
চারি যুগ হয় তাহে সত্যাদি আখ্যানে
যুগের বিভাগ এবে করিব বর্ণন।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে মহাত্মন ॥১-
সত্যের প্রমাণ চারি সহস্র বরষে।
পুরাবেত্তা মহর্ষিরা এইরূপ ভাষে ॥
সহস্র ত্রিতয় বর্ষে ত্রেতাযুগ হয়।
সহস্রেক ন্যূনে তার দ্বাপর নির্ণয় ॥
সহস্রেক বর্ষে মাত্র কলির প্রমাণ।
সন্ধ্যার প্রমাণ এবে কব অবধান ॥
চারি তিন দুই এক শত সম্বৎসর।
পূর্ব্বসন্ধ্যা পরিমাণ চারি যুগে ধর ॥
সন্ধ্যাংশও তার তুল্য জানিবে অন্তরে
শুন শুন ঋষিবর বলি তার পরে ॥
সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী সেই কাল।
সত্য আদি যুগ তারে বলি চিরকাল ॥
সহস্র প্রমাণ চতুর্যুগে যে সময়।
ব্রহ্মার দিবস তাহে সুধীজন কয় ॥
চতুর্দ্দশ মনু হয় তার এক দিনে।
তাঁহাদের কালমান শুন অবধানে ॥
সপ্ত ঋষি ইন্দ্র মনু আর সুরগণ।
মনুপুত্র নৃপবর্গ ওহে মহাত্মন ॥
অধিকার প্রাপ্ত হন সবে এককালে।
এককালে হৃতরাজ্য হয়েন সকলে।
কিঞ্চিৎ অধিক দুই শত পঞ্চাশীতি।
যুগে মন্বন্তর হয় ওহে মহামতি ॥
মনু দেব ইঁহাদের কাল এই হয়।
দিব্যমতে শুন মন্বন্তরের নির্ণয় ॥

ব্যুঢ়াং ক্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

দ্বি-পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসরে।
মন্বন্তর-পরিমাণ এইরূপ ধরে।
মানুষ বরষ মতে যেরূপ প্রমাণ।
শুন শুন বলিতেছি-ওহে মতিমান ॥
ত্রিশ কোটি সপ্তষষ্টি লক্ষ নিরূপণ।
বিংশতি সহস্র বর্ষ আরো মহাত্মন ॥
মন্বন্তর হয় ইথে জানিবে অন্তরে।
ব্রাহ্ম দিন বলি এবে শুনহ সাদরে।
উহার চৌদ্দ গুণ কাল যদি ধরি।
ব্রাহ্ম দিন হয় তাহে জানিবে বিচারি ॥
ব্রহ্মনিদ্রা হেতু পরে ঘটয়ে প্রলয়।
ভূ আদি ত্রিলোক দগ্ধ সেইকালে হয় ॥
... লোকবাসীগণ তাপার্ত্ত হইয়ে।
জনলোকে যায় সবে এ হেন সময়ে ॥
তদন্তে ত্রিলোক যবে একার্ণব হয়।
শেষ-শয্যা ব্রহ্মা করে তখন আশ্রয় ॥
জনলোক-যোগী-চিন্ত্য ব্রহ্মা মহাত্মন।
এরূপ শয়নে করে রজনী যাপন ॥
তদন্তে পুনশ্চ সৃষ্টি পূর্ব্বমত হয়।
ব্রাহ্ম গণনাতে বর্ষ ধরিবে নিশ্চয় ॥
শত বর্ষ পরমায়ু জানিবে ব্রহ্মার।
পরার্দ্ধ অতীত হৈল জানিবে তাঁহার।
পরার্দ্ধের অন্তে যেই মহাকল্প হয়।
তার নাম পাদ্মকল্প ওহে মহোদয় ॥
অতীত হয়েছে তাহা ওহে মহাত্মন।
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ কল্প এবে যে প্রথম ॥
বরাহ ইহার নাম জানিবে অন্তরে।
বলিনু শাস্ত্রের কথা তোমার গোচরে ॥

১১-২৫

চতুর্থ অধ্যায়।

কল্পান্তে সৃষ্টি বিবরণ।

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে মৈত্রেয় সুজন
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবান ॥
নারায়ণাত্মিক ব্রহ্মা সেই ভগবান।
কল্পের আদিতে সৃষ্টি করেন বিধান ॥
কিরূপে করেন সৃষ্টি করুন কীর্ত্তন
শুনিবারে কুতূহলী হইতেছে মন ॥
ঋষির এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
কহিলেন পরাশর মধুর বচনে ॥
যেরূপে প্রজার সৃষ্টি করে প্রজাপতি।
বলিতেছি সেই কথা শুন মহামতি ॥
কল্প অন্তে জাগরিত হইয়া ব্রহ্মন।
চারিদিক শূন্যময় করেন দর্শন ॥
অচিন্ত্য সন্ধর প্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি।
অনাদি ও পর হন তিনি অন্তর্যামী ॥
নার অর্থে জল আর স্থানার্থ অয়ন।
এই হেতু নাম তাঁর হয় নারায়ণ ॥
একার্ণব হলে এই জগত-সংসার।
বাসনা করেন পৃথ্বী করিতে উদ্ধার ॥
জল মধ্যে আছে ধরা করি বিবেচনা।
উদ্ধার করিতে তাঁরে করেন কামনা ॥
সর্ব্বাত্মা স্থিরাত্মা তিনি পরমাত্মা তিনি।
আত্মাধার ধরাধর তিনি অন্তর্য্যামী ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে সেই প্রভু নারায়ণ।
করেছিল নানা রূপ ধারণ যেমন ॥
সেরূপ বরাহ দেহ অবিলম্বে ধরি।
পশিলেন জলমধ্যে দেবদেব হরি ॥
যখন পশেন তিনি সলিল মাঝারে।
সনকাদি বেদবাক্যে স্তুতিবাদ করে ॥
বসুন্ধরা পাতালেতে প্রভুরে নেহারি।
প্রণমিয়া করে স্তব ভক্তিভাব ধরি ॥
সর্ব্বভূত ওহে দেব তোমা নমস্কার।
শঙ্খ-গদাধর তুমি ওহে দয়াধার ॥
পূর্ব্বে তোমা হ'তে আমি হয়েছি উত্থিত।
রসাতলে এবে প্রভু করি অবস্থিত ॥
পাতাল হইতে মোরে করহ উদ্ধার।
উদ্ধারিয়াছিলে পূর্ব্বে ওহে গুণাধার ॥
আমি কিম্বা গগনাদি যত কিছু আছে।
তন্ময় হইয়া সব জগতে বিরাজে ॥
পরমাত্মা তুমি দেব করি নমস্কার।
পুরুষাত্মরূপী তুমি ওহে কৃপাধার ॥

রূপ কালরূপ তুমিই প্রধান।
তোমার চরণযুগে সতত প্রণাম॥
কি বলিব ওহে প্রভু তোমার সদন।
সৃষ্ট্যাদি বিষয় সত তব দরশন॥
ইথে তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের আকারে।
সর্ব্বভূত-কর্ত্তা হও খ্যাত চরাচরে॥
তুমি পাতা তুমি কর্ত্তা ওহে ভগবন।
পুনঃ পুনঃ করি তব চরণে বন্দন॥
একার্ণবীভূত হয় যখন জগত।
ভক্ষণ করিয়া তুমি তখন তাবত॥
মনীষীগণের দ্বারা হয়ে চিন্ত্যমান।
সলিল উপরি তুমি থাকহ শয়ান॥
তোমার পরম তত্ত্ব কেহ নাহি জানে।
অবতারে যেই রূপ নেহারে নয়নে॥
দেবতারা সেইরূপ করেন অর্চ্চন।
একমাত্র তুমি প্রভু পরব্রহ্ম ধন॥
মুমুক্ষু জনেরা তোমা করি আরাধনা।
মুক্তি লাভ করি পূর্ণ করেন কামনা॥
বাসুদেবে পূজা নাহি করে যেই জন।
কোথা তার মুক্তি বল এ তিন ভুবন॥
চক্ষুরাদি মন কিম্বা বুদ্ধি এই তিনে।
যাহা কিছু গ্রহণীয় এ তিন ভুবনে॥
সকলি তোমার রূপ ওহে দয়াময়।
এই যে হেরিছ মোরে আমিও তন্ময়॥
ত্বৎসৃষ্ট ত্বদাশ্রিত আমি ত্বদাধার।
মাধবী আমারে কহে জগত মাঝার॥
মাধবের আমি হই এই সে কারণে।
মাধবী বলিয়া মোরে সর্ব্বজনে ভণে॥
সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভু করি নমস্কার।
জয় জয় সদা জয় হউক তোমার॥
স্থূলময় তুমি দেব অনন্ত অব্যয়।
জয় জয় তব জয় সদা হোক্ জয়॥
অব্যক্ত ও ব্যক্তময় তুমি পরাত্মন।
জয়যুক্ত হও তুমি ওহে বিশ্বাত্মন॥
হে অনঘ! যজ্ঞগাতে তুমি বষট্‌কার।
তুমি যজ্ঞ তুমি অগ্নি তুমিই ওঙ্কার॥

তুমি বেদ ওহে হরে বেদাঙ্গও তুমি।
তুমি গ্রহ তুমি তারা তুমি দিনমণি॥
যজ্ঞের পুরুষ তুমি নক্ষত্রাদিময়।
অখিল জগত তুমি ওহে দয়াময়॥
অধিক বলিব কিবা পুরুষ উত্তম।
যাহা কিছু তব পাশে করিনু কীর্ত্তন॥
অদৃশ্য কঠিন আর মূর্ত্তামূর্ত্ত আদি।
যা কহিনু না কহিনু ওহে গুণনিধি॥
সমস্তই তুমি দেব বিশ্বের মাঝার।
পুনঃ পুনঃ তব পদে করি নমস্কার॥১১-২৪
এত বলি পুনঃ কহে ঋষি পরাশর।
এরূপে ধরণী স্তব করিলে বিস্তার॥
শ্রীমান ধরণীধর প্রভু নিরঞ্জন।
ঘরঘর সামস্বরে করেন গর্জ্জন॥
স্নিগ্ধ শ্যাম পদ্মনেত্র বরাহ মুরতি।
আপন দশনে পরে ধরিলেন ক্ষিতি॥
নীলাচল-সম প্রভু রসাতল হ'তে।
উঠিলেন বিশ্বোপরি আনন্দিত চিতে॥
পাতাল হইতে প্রভু উঠেন যখন।
মুখপদ্ম হ'তে বায়ু হয় নিঃসরণ॥
আহত হইয়া তাহে প্রলয়ের জল।
প্রক্ষালিত করি দিল ঋষি-কলেবর॥
জনলোকে সনন্দাদি যাহারা আছিল।
তাঁহাদের কলেবর ক্ষালিত করিল॥
ক্ষুরাগ্রে ক্ষুভিত হয়ে অধঃস্থিত জল।
মহাবেগে রসাতলে পশিল সকল॥
জনলোকে পুণ্যবান ছিল সিদ্ধগণ।
শ্বাসবায়ুবেগে সবে বিচলিত হন॥
মহীকে ধরিয়া যবে উঠে গদাধর।
জলার্দ্র হইল কুক্ষি কম্পে কলেবর॥
তাঁর রোমে আচ্ছাদিত হয়ে মুনিগণ।
বেদময় দেহে সবে লভিল শরণ॥
জনলোকে সনন্দাদি যত যোগী ছিল।
আনন্দে বিমুগ্ধচিত্ত সকলে হইল॥
নতিনম্রস্কন্ধে পরে তাঁহারা সকলে।
স্তুতিবাদ আরম্ভিল সেই ধরাধরে॥

বিশঙ্ক-হৃদয় প্রভু উদারলোচন।
তাঁহারে করেন স্তব যত যোগীগণ ॥
ব্রহ্ম আদি ঈশ্বরের তুমিই ঈশ্বর।
শঙ্খ চক্র-অসিধারী তুমি গদাধর ॥
হে প্রভো কেশব তব সদা হোক জয়।
তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি হতেছে প্রলয় ॥
এ হেতু ঈশ্বর তোমা কহে সর্ব্বজন।
পর-পদ তোমা ভিন্ন নহে কদাচন ॥
যূপদংষ্ট্র তুমি প্রভু কি বলিব আর।
যজ্ঞীয় পুরুষ তুমি করি নমস্কার ॥
তব পাদচতুষ্টয়ে বেদ অবস্থিত।
দন্তে যজ্ঞ মুখে অগ্নি কহিনু নিশ্চিত ॥
তব রোমরাজি দর্ভ জিহ্বা হুতাশন।
রাত্রি দিবা তব প্রভু যুগল লোচন ॥
সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মপদ মস্তক তোমার।
স্কন্ধের কেশর সূক্ত ওহে গুণাধার ॥
স্রুকতুণ্ড সামস্বর ওহে ধীরনাদ।
তব ঘ্রাণ হয় হবিঃ করি প্রণিপাত ॥
সত্রসন্ধি ওহে প্রভু তোমার শ্রবণ।
ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্ম বলি বিদিত ভুবন ॥ *
সনাতনাত্মন্ দেব ওহে ভগবন্।
প্রসন্ন মোদের পরে থাক সর্ব্বক্ষণ ॥২৫-৩৪
হে অক্ষয় বিশ্বমূর্ত্তে তব পদভরে।
রহিয়াছে ধরা ব্যাপ্ত হয়ে চরাচরে ॥
জগতের আদি স্থিতি তোমারেই জানি।
অধিক কহিব কিবা ওহে গুণমণি ॥
গজেন্দ্র দলিত যবে করে পদ্মবন।
দন্তোপরে পদ্মপত্র পঙ্কিল যেমন ॥
সেইরূপ তব দন্তে থাকি ভূমণ্ডল।
শোভিতেছে ওহে দেব অতি মনোহর ॥

* স্রুকতুণ্ড অর্থাৎ তোমার ঠোঁট হোমের স্রুগী। সামস্বর অর্থাৎ তোমার স্বরই সামবেদের স্বর। ধীরনাদ অর্থাৎ তোমার স্বর অতীব গভীর। সত্রসন্ধি অর্থাৎ সমস্ত যজ্ঞই তোমার শরীরের গ্রন্থিস্থল। ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্ম অর্থাৎ তোমার কর্ণদ্বয়ই বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম।

দ্যাবা ও পৃথ্বীর মধ্যে অন্তরীক্ষ হেরি।
তোমার শরীরে উহা ব্যাপ্ত হে শ্রীহরি ॥
ওহে বিভো তব দীপ্তি ব্যাপিছে সংসার।
বিশ্বের হিতের হেতু তুমি গুণাধার ॥
একমাত্র পরমার্থ তুমি বিশ্বপতে।
অন্য কেহ নাহি আর নাম তব পদে ॥
যাহা দ্বারা ব্যাপ্ত আছে এই চরাচর।
তোমারি মহিমা তাহা ওহে দণ্ডধর ॥
মূর্ত্ত রূপ দৃষ্ট যাহা হতেছে তোমার।
জ্ঞানময় রূপ ইহা ওহে সারাৎসার ॥
জ্ঞানাত্মা তুমিই প্রভু ওহে নিরঞ্জন।
ভূতময় দেখে বিশ্ব যত মূর্খগণ ॥
অজ্ঞানীরা জ্ঞানরূপ অখিল বিশ্বেরে।
স্থূলরূপে নিরন্তর দরশন করে ॥
এ হেতু সংসারে সদা করয়ে ভ্রমণ।
পুনঃ পুনঃ করি তব চরণে বন্দন ॥
জ্ঞানবেত্তা শুদ্ধচেতা যাহারা সংসারে।
তব জ্ঞানরূপ বলি জগতে নেহারে ॥
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্ব তুমি পরম-ঈশ্বর।
প্রসন্ন সতত থাক আমা সবাপর ॥
অমেয় আত্মন্ তুমি কমল লোচন।
ধরারে উদ্ধার কর বাসের কারণ ॥
আমাদিগে সুখী কর গোবিন্দ মুরারী।
সত্ত্বোদ্রিক্ত তুমি দেব জগত-বিহারী ॥
ধরারে উদ্ধার কর উদ্ভবের তরে।
কল্যাণ করহ দান আমা সবাকারে ॥
নিবেদন ওহে ঈশ কমল-লোচন।
সৃষ্টির প্রবৃত্তি তব হউক এখন ॥
সে প্রবৃত্তি হোক তব বিশ্বহেতু তরে।
সুখী কর আমাদিগে নমি পদতলে ॥৩৫-৪
পরাশর কহে পুনঃ শুন তার পর।
এরূপে সংস্তুত হ'য়ে দেব ধরাধর ॥
অবিলম্বে উত্থাপিত করিয়া ধরারে।
বিন্যস্ত করেন তাহা মহার্ণবোপরে ॥
দেহের বিস্তৃতি হেতু ধরণী তখন।
সলিল-মাঝারে নাহি হৈল নিমগন ॥

মহতী নৌকার মত সাগর-উপরে।
ভাসিতে থাকিল তাহা হরিকৃপাবলে॥
ধরারে সমান করি অনাদি ঈশ্বর।
স্থাপিলেন যথাযথ পর্ব্বত সকল॥
পূর্ব্বসৃষ্টিকালে যত পর্ব্বত নিকর।
ভস্মসাৎ হ'য়ে ছিল খ্যাত চরাচর॥
অমোঘবাঞ্ছিত সেই দেব নিরঞ্জন।
তাহাদিগে পৃথ্বীতলে করিলা সৃজন॥
ভুবিভাগ সপ্তদ্বীপে করি তার পরে।
ভূরাদি কল্পনা করে পূর্ব্বের প্রকারে॥
এইরূপে চতুর্লোক করিয়া কল্পন।
ব্রহ্মরূপধারী সেই নিত্য নিরঞ্জন॥
রজোগুণী চতুর্ম্মুখ এক এক করি।
সৃজন করেন সব বিশ্বের উপরি॥
সৃজনের শ্রেষ্ঠ হেতু সৃজ্যের শকতি।
নিমিত্তের মাত্র হন সেই বিশ্বপতি॥
নিমিত্তের মাত্র ভিন্ন সৃজন-করমে।
কিছুর অপেক্ষা কভু না হেরি নয়নে॥
যত বস্তু ওহে ঋষে স্বীয় শক্তিবলে।
বস্তুতাসংপ্রাপ্ত হয় জানিবে সংসারে॥৪৫-৫২

পঞ্চম অধ্যায়।

—০—

দেবাদি সৃষ্টিকথন।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে দ্বিজবর।
কিরূপে সৃজন করে দেব পদ্মাকর॥
দেব দৈত্য তির্য্যক্ নর পিতৃ দেব-ঋষি।
বৃক্ষাদি ভুবাসী ব্যোম সলিল-নিবাসী॥
সবারে কিরূপে ব্রহ্মা করেন সৃজন।
এই সব বিবরিয়া করহ কীর্ত্তন॥
যদ্‌গুণসম্পন্ন করি সৃষ্টির আদিতে।
যৎস্বরূপ যৎস্বভাব করি বিধিমতে॥
করেন সবার সৃষ্টি সেই পদ্মাসন।
বিবরিয়া বল তাহা আমার সদন॥

এত শুনি মিষ্টভাষে কহে পরাশর।
বলিতেছি যেইরূপে সৃজে পদ্মাকর॥
সমাহিত হ'য়ে তুমি করহ শ্রবণ।
কল্পের আদিতে সৃষ্টি আছিল যেমন॥
মনে মনে চিন্তা তাহা করে পদ্মযোনি।
তমোময় সৃষ্টি তাহে জনমে তখনি॥ *
অবুদ্ধি-পূর্ব্বক ইহা হইল সৃজন।
শুন শুন তার পর ওহে মহাত্মন॥
সৃষ্টি হেতু চিন্তাকুল ছিল পদ্মযোনি।
স্থাবরাত্ম সৃষ্টি তাহে জনমে তখনি॥
অন্তরে বাহিরে তার নাহিক প্রকাশ।
সে সৃষ্টি পঞ্চধা দ্বিজ জানিবে আভাষ॥
ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি স্থাবর সে হয়।
মুখ্য স্বর্গ এই হেতু তাহারেই কয়॥
কার্য্য সিদ্ধি নাহি হৈল এ হেন সৃজনে।
তাহা দেখি পুনঃ বিধি চিন্তা করে মনে॥
তাহাতে তির্য্যক্ স্রোত সৃষ্টি উৎপাদন।
এ সৃষ্টি দ্বিতীয় বলি বিদিত ভুবন॥
এ সৃষ্টি জীবিত থাকে আহার-সঞ্চারে।
তির্য্যক্‌স্রোত নাম তাই শাস্ত্রের বিচারে॥
এ সৃষ্টি উৎপথগ্রাহী অবেদী হইল। *
তমঃপ্রায় অহম্মান হইয়া পড়িল॥
অন্তরে প্রকাশমান এই সৃষ্টি হয়।
পরস্পর সমাবৃত পশ্বাদি নিশ্চয়॥
অজ্ঞানেতে জ্ঞানমানী অহঙ্কৃত সবে।
তির্য্যক্‌স্রোত সৃষ্টি হয় এইরূপে ভবে॥
এ সৃষ্টিও অসাধক ভাবিয়া অন্তরে।
পুন বিধি নিজ মনে সৃষ্টিধ্যান করে॥
সাত্ত্বিক তৃতীয় সৃষ্টি তাহাতে হইল।
ঊর্দ্ধবাসী ঊর্দ্ধস্রোতা সকলে জন্মিল॥

---

* অবেদী অর্থাৎ অন্যজ্ঞানবিহীন।

* তমোময় সৃষ্টি পঞ্চবিধ,—তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র। তমঃ—দেহ প্রভৃতিতে আত্মাভিমানের নাম তমঃ। মোহ—পুত্র প্রভৃতিতে স্বাম্যাভিমানকে মোহ কহে। মহা মোহ—শব্দাদি ভোগবাসনা। তামিস্র—তৎপ্রতি- ঘাতে রোষ। অন্ধতামিস্র—বিনাশভয়ে নিরন্তর তৎসংরক্ষণে মনোযোগ।

অন্তরে বাহিরে হয় সবার প্রকাশ।
সদানন্দময় সবে জানিবে আভাষ॥
ইহা দেখি পরিতুষ্ট দেব পদ্মাসন।
দেবসর্গ বলি ইহা বিদিত ভুবন॥
মুখ্যাদি-সম্ভব সবে অসাধক জানি।
উত্তম সাধক সর্গ চিন্তে পদ্মযোনি॥
সত্য-অভিধ্যায়ী ব্রহ্মা করিলে চিন্তন।
মায়া হতে জন্মে যত মানবের গণ॥
অর্ব্বাক্‌স্রোত সৃষ্টি হয় নাম যে ইহার।
কেননা জীবিত থাকে করিয়া আহার॥
প্রকাশ বহুল দ্বিজ এই সৃষ্টি হয়।
তমোগুণী রজোধিক জানিবে নিশ্চয়॥
এ হেতু যাতনা পায় যত নরগণ।
পুনঃ পুনঃ করে কর্ম্ম বিদিত ভুবন॥
প্রকাশ সংযুত হয় বাহিরে অন্তরে।
সাধক বলিয়া সবে খ্যাত চরাচরে॥
ষড়্‌বিধ সৃষ্টির কথা করিলে শ্রবণ।
মহত্তত্ত্ব হয় জান প্রথম সৃজন॥
তন্মাত্রা দ্বিতীয় সৃষ্টি ভূতসর্গ নাম।
বৈকারিকে তিন বলি ঐন্দ্রিয় আখ্যান॥
অবিদ্যা-প্রকৃতি হ'তে এই সৃষ্টিত্রয়।
জন্মিয়াছে জান হৃদে ওহে মহোদয়॥
চতুর্থ সৃষ্টির নাম জানিবে স্থাবর।
মুখ্যসৃষ্টি বলি যাহা খ্যাত চরাচর॥
তির্য্যক্‌স্রোত বলি যাহা শুনিলে পূর্ব্বেতে।
তির্য্যক্‌যোনি তার নাম জানিবেক চিতে॥
এ সৃষ্টি পঞ্চম হয় ওহে মহাত্মন।
ঊর্দ্ধস্রোত ষষ্ঠ সৃষ্টি জানিবে সুজন॥
দেবসর্গ বলি খ্যাত ইহাই ভুবনে।
সপ্তম মানুষসর্গ অর্ব্বাক্‌স্রোত নামে॥
অষ্টম সৃষ্টির নাম অনুগ্রহ হয়।
সাত্ত্বিক তামস ইহা নাহিক সংশয়॥
পূর্ব্ব-উক্ত তিন সৃষ্টি জানিবে প্রাকৃত।
এ পঞ্চ সৃষ্টিরে সবে কহেন বৈকৃত॥
প্রাকৃত বৈকৃত মিলি আট সৃষ্টি হয়।
কৌমার নবম সৃষ্টি শাস্ত্রে হেন কয়॥

সনত-কুমার সৃষ্টি ইহার আখ্যান।
এই সব সৃষ্টি হয় বিশ্বের নিদান॥
নব সৃষ্টি তোমা পাশে করিনু গোচর।
আর কি শ্রবণে বাঞ্ছা কহ অতঃপর॥ ১-২
মৈত্রেয় কহেন ওহে তাপসসত্তম।
সংক্ষেপে দেবাদিসৃষ্টি করিলে বর্ণন॥
বিস্তার শুনিতে বাঞ্ছা হতেছে আমার।
এত শুনি পরাশর কহে পুনর্ব্বার॥
পূর্ব্ব অর্জ্জিত সুকৃত-দুষ্কৃতের ফলে।
পরাভূত হয়ে প্রজা রয়েছে সকলে॥
এ হেতু সংহারকালে যত প্রজাগণ।
সংহৃত হইয়া বটে থাকে মহাত্মন॥
কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি কিন্তু তা সবারে।
পরিত্যাগ নাহি করে জান একেবারে॥
সুরাদি স্থাবর-অন্ত ওহে মহাত্মন।
চতুর্ব্বিধ প্রজা যাহা করেছ শ্রবণ॥
সংস্কার সহিত তারা জন্মে সৃষ্টিকালে।
মানস সবার নাম জানিবে অন্তরে॥
যেই কালে ধ্যান করে দেব পদ্মাসন।
ইহারা লভয়ে জন্ম জানিবে তখন॥
দেব দৈত্য পিতৃ নর সৃজিবার তরে।
শরীর যোজনা বিধি করে তার পরে॥
তমোমাত্রা সমুদ্রিক্ত হইল তখন।
জন্মিল জখন হ'তে অসুর প্রথম॥
তার পর শুন শুন মৈত্রেয় সুমতি।
তমোময়ী তনু ত্যাগ করিলেন বিধি॥
তাহে বিভাবরী সৃষ্টি হইল সংসারে।
তখন রহেন ব্রহ্মা সাত্ত্বিক আকারে॥
সাত্ত্বিক ভাবেতে স্থিত হ'লে পদ্মাসন।
মুখ হ'তে সত্ত্বোদ্রিক্ত জন্মে সুরগণ॥
তার পর সেই ভাব ত্যজিলেন বিধি।
তাহাতে জন্মিল দিন ওহে মহামতি॥
এ হেতু রাত্রিতে বলী অসুর সকল।
দিবাভাগে বলবান দেবতা-নিকর॥
তারপর অন্য তনু ধরে পদ্মাসন।
সত্ত্বমাত্রাত্মিক তনু জানিবে সুজন॥

পিতৃগণ জন্মে তাহে পার্শ্ব হতে তাঁর।
তখন সে দেহ বিধি ত্যজে পুনর্ব্বার॥
দিবারাত্রি-মধ্যবর্ত্তি সন্ধ্যা তাহে হৈল।
পুন অন্য তনু বিধি গ্রহণ করিল॥
রজোমাত্রাত্মিক ঋষে এই তনু হয়।
তাহাতে জন্মিল যত মানব নিচয়॥
রজোমাত্রাত্মিক হয় এই নরগণ।
তার পর সেই দেহ ত্যজে পদ্মাসন॥
তাহাতে জন্মিল জ্যোৎস্না প্রাতঃ বলি যাবে
মানবে বলিষ্ঠ তাই হয় প্রাতঃকালে॥
সন্ধ্যাকালে বলশালী হয় পিতৃগণ।
শুন শুন তার পর ওহে তপোধন॥
ত্রিগুণোপাশ্রয় জ্যোৎস্না সন্ধ্যা দিবা রাতি
ব্রহ্মার শরীর চারি জানিবে সুমতি। ২৫-৩৮
তার পর অন্য তনু ধরে পদ্মাসন।
ক্ষুধা রোষ তাঁর হৃদে জন্মিল তখন॥
ক্ষুধাব্যাপ্ত হ'যে তাহে সেই ভগবান।
ক্ষুৎক্ষামগণের সৃষ্টি করেন বিধান॥
তাহারা ধরিয়া দ্বিজ বিরূপ আকার।
প্রভুবে গ্রাসিতে ত্বরা হয় আগুসার॥
কেহ কেহ সেই কালে কহিল বচন।
"রক্ষা কর নাহি কর এ হেন করম॥"
যাহারা এরূপ বাক্য বলিল বদনে।
রাক্ষস বলিয়া তারা বিদিত ভুবনে॥
কেহ কেহ সেই কালে কহিল বচন।
"ধর ধর অবিলম্বে করহ ভক্ষণ॥"
যাহারা এরূপ বাক্য কহিল বদনে।
যক্ষ নামে খ্যাত তারা এ তিন ভুবনে॥
অপ্রিয় এ সব জনে করি দরশন।
বিধির মস্তককেশ হয় নিপাতন॥
পুনশ্চ উঠিল কেশ মস্তক উপরে।
তাহাতে জন্মিল সর্প সংসার মাঝারে॥
সর্পণ বলিয়া ধরে সর্প অভিধান।
হীনত্ব বলিয়া অহি ধরে এই নাম॥
তাহা দেখি বিশ্বধাতা অতি রোষভরে।
সৃজিলেন ক্রোধাত্মক ভুজঙ্গ-নিকরে॥

মাংসাশী কপিশবর্ণ যত সর্পগণ।
উগ্র হ'যে বিশ্বমাঝে করে বিচরণ॥
বিধির শরীর হ'তে আশু তার পর।
জনম ধরিল যত গন্ধর্ব্ব নিকর॥
গোধয়ন সহ জন্মে ইহারা সকলে। *
এ হেতু গন্ধর্ব্ব নাম খ্যাত চরাচরে॥
স্বীয় শক্তিবলে সেই দেব পদ্মাসন।
এইরূপে সবাকারে করেন সৃজন॥
বয়স হইতে পরে সৃজে পক্ষিজাতি।
বক্ষঃ হ'তে মেষজাতি সৃজিলেন বিধি॥
মুখ হ'তে অজ সৃষ্টি করে পদ্মাসন।
উদর ও পার্শ্ব হ'তে গোজাতি সৃজন॥
অশ্ব গজ মৃগ উষ্ট্র শরভ নিচয়।
অশ্বতর ন্যঙ্কু আর তির্য্যক্ জাতিচয়॥
সবারে সৃজেন ব্রহ্মা পদদ্বয় হ'তে।
ওষধি জন্মিল যত তাঁহার রোমেতে॥
কল্পারম্ভে পশ্বৌষধি করিয়া সৃজন।
করিলেন ত্রেতাযুগে যজ্ঞে নিয়োজন॥
গরু অজ মেষ অশ্ব খর অশ্বতর।
গ্রাম্য পশু এই সব ওহে মুনিবর॥
আরণ্য পশুর নাম করহ শ্রবণ।
ব্যাঘ্রাদি শ্বিক্ষুর হস্তী কপি বিহঙ্গম॥
কূর্ম্ম আদি সরীসৃপ ইহারা সকলে।
আরণ্য বলিয়া খ্যাত জানে সর্ব্বজনে॥ ৩৯-৫১
প্রথম বদন হ'তে বিধি তার পর।
সৃজেন গায়ত্রী ঋক আর স্তোমত্রিবৃৎ॥
অগ্নিষ্টোম ত্রিবৃৎ স্তোম করেন সৃজন।
যজুর্ব্বেদ ক'রে সৃষ্টি দক্ষিণ বদন॥
বৃহৎসাম উক্থ হয় দক্ষিণ বদনে।
পঞ্চদশ ত্রৈষ্টুপছন্দ হয় সেই স্থানে॥
পশ্চিম বদন হ'তে জনমিল সাম।
সতেরো জগতীচ্ছন্দ ওহে মতিমান॥

* গো শব্দে ... এবং ধয়ন শব্দে উচ্চারণ, ইহারা গীত উচ্চারণ অর্থাৎ গান করিতে করিতে জন্মিয়াছিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নাম হইল।

বৈরূপ ও অতিরাত্র হইল সৃজন।
এ সব উৎপন্ন করে পশ্চিম বদন॥
একবিংশ অনুষ্টুপ উত্তর বদনে।
অথর্ব্ব ও সোমসংস্থা জনমিল ক্রমে॥
আরো এই মুখ হ'তে বৈরাজ-সৃজন।
চারিমুখে এইরূপে হয় উৎপাদন॥
উচ্চবচ ভূত যত জন্মে গাত্র হতে।
এইরূপে সব সৃষ্টি হয়েছে জগতে॥
প্রজাপতি দেব দৈত্য পিতৃ নরগণ।
এ সবারে বিধি আগে করিয়া সৃজন॥
কল্পের আদিতে পুনঃ সৃজেন সকল।
পিশাচ গন্ধর্ব্ব যক্ষ গন্ধর্ব্ব অপ্সর॥
রাক্ষস কিন্নর পশু পক্ষী মৃগ আদি।
উরগ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন বিধি॥
স্থাবর জঙ্গম সব করেন সৃজন।
সৃষ্টির বিধান এই করিনু বর্ণন॥
প্রাক্সৃষ্টিকালে যার সেই কর্ম্ম ছিল।
পুনঃ সৃষ্ট হয়ে সেই তাহাই লভিল॥
হিংস্র অহিংস্র মৃদু ক্রুর অধর্ম্ম ধরম।
সত্য মিথ্যা আদি ভাব করিল ধারণ॥
সেই সেই ভাবে রুচি হৈল সবাকার।
সৃষ্টির বিধান এই ওহে গুনাধার॥
দেহের বিষয়ে বিধি এ হেন প্রকারে।
নানাত্ব যোজনা করি সৃজেন সবারে॥
দেবাদি ভূতের নাম বেদমতে করি।
কার্য্যভাগ দিল করি মনেতে বিচারি॥
বেদশ্রুত নাম দিল ঋষি সবাকারে।
যথাযোগ্য কার্য্যে যুক্ত করিল সবারে॥
ঋতুর পুনরাবৃত্তি হইলে যেমন।
পূর্ব্ববৎ ঋতুচিহ্ন হয় দরশন॥
যুগাদিতে দেব-আদি ভাবের উৎপত্তি।
সেইরূপ দৃষ্ট হয় ওহে মহামতি॥
কল্পাদিতে শক্তিযুক্ত হ'য়ে পদ্মাসন।
সৃষ্টিকামে এইরূপে করেন সৃজন॥৫২-৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি ও চতুর্ব্বর্ণের স্থান নির্দ্দেশ।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহামুনে।
অর্ব্বাক্স্রোতের কথা শুনিনু শ্রবণে॥*
পুনশ্চ বলুন উহা করিয়া বিস্তার।
শুনিবারে অভিলাষ হতেছে আমার॥
যে যে গুণযুত করি বর্ণ সমুদয়।
বিশ্বমাঝে সৃষ্টি করে স্রষ্টা মহোদয়॥
বিপ্রাদি বর্ণের সেই কর্ত্তব্য করম।
বিস্তার করিয়া কহ ওহে মহাত্মন॥
পরাশর কহে শুন ওহে দ্বিজবর।
সত্য-অভিধ্যায়ী সেই বিশ্বসৃষ্টিকর॥
প্রথমতঃ সত্ত্বোদ্রিক্ত যত প্রজাগণ।
তাঁহার বদন হ'তে লভয়ে জনম॥
রজোদ্রিক্ত প্রজা জন্মে বক্ষোদেশ হ'তে।
রজস্তমোগুণী যত জনমে উরুতে॥ ১-৪
শুন শুন তার পর ওহে তপোধন।
পাদদ্বয়ে অন্য প্রজা সৃজে পদ্মাসন॥
তাহারা জানিবে শুনে তামস-প্রধান।
চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি হয় এরূপে বিধান॥
মুখ হ'তে বিপ্রগণ ক্ষত্রিয় বক্ষেতে।
উরুতে বৈশ্যের জন্ম শূদ্রেরা পাদেতে॥
যজ্ঞ নিষ্পাদন হেতু দেব পদ্মাসন।
চাতুর্ব্বর্ণ্য এইরূপে করেন সৃজন॥
দেবগণ আপ্যায়িত হইয়া যজ্ঞেতে।
বর্ষণ দ্বারায় তুষ্টি করেন প্রজাতে॥
কল্যাণের হেতু হয় যজ্ঞ প্রয়োজন।
সাধুগণে সেই যজ্ঞ করে আচরণ॥
সৎপথে থাকয়ে যারা থাকয়ে স্বধর্ম্মে।
যাহারা সদত রহে শুদ্ধ আচরনে॥
তাহারাই যজ্ঞ কর্ম্ম করে নিষ্পাদন।
স্বর্গ অপবর্গ লাভ যজ্ঞের কারণ॥

* অর্ব্বাক্স্রোত অর্থাৎ মানুষ। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।

যজ্ঞ হেতু যায় নর মনোমত স্থানে।
সর্ব্বত্র কল্যাণ লভে যজ্ঞের কারণে॥
চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থিত করিবার তরে।
সেই সব প্রজা সৃষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা করে॥
যতেচ্ছ-আবাসরত সেই সব জন।
শ্রদ্ধাচার-সমাযুক্ত শুদ্ধান্তঃকরণ॥
সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিত তাহারা সকলে।
সর্ব্ব-অনুষ্ঠানে রত থাকে সর্ব্বকালে॥
যখন বিশুদ্ধ হয় তাঁহাদের মন।
হরিতে সংস্থিত হয় অন্তর-করণ॥
শুদ্ধজ্ঞান জন্মে সবে সেই হেন কালে।
বিষ্ণুপদ পায় তারা সেই জ্ঞানবলে॥
শ্রীহরির কালান্তক অংশের কাহিনী।
উল্লেখ করেছি পূর্ব্বে ওহে মহামুনি॥
প্রজাতে পাপের যোগ সেই অংশ করে।
তমো লোভ হ'তে জন্মে সে পাপ সংসারে॥
অধর্ম্মস্বরূপ বীজে পাপের জনম।
রাগ-আদি সেই পাপ অতি বিভীষণ॥৫-১৫
তাহাতে তাদের সিদ্ধি সহজে না হয়।
অষ্টসিদ্ধি নাহি জন্মে জানিবে নিশ্চয়॥
পাতকের বৃদ্ধি হ'লে সিদ্ধি হৈলে ক্ষীণ।
প্রজাগণ দুঃখে আর্ত্ত হয় দিন দিন॥
শুন শুন মহমুনে বলি তার পরে।
আর আর সৃষ্টি বিধ যাহা যাহা করে॥
বৃক্ষ গিরি জলাশয় দুর্গ পুর আদি।
প্রভৃতি স্থাপন করি তার পর বিধি॥
শীত-আতপাদি-বাধা প্রশান্তির তরে।
যথাবিধ গৃহ-আদি বিনির্ম্মাণ করে॥
শীতাদির প্রতীকার করি প্রজাগণ।
কৃষাদির সৃষ্টি পরে করে উৎপাদন॥
ভৃতি-জীবিকার সৃষ্টি করে ক্রমে ক্রমে।
বলিতেছি তার পর শুন মহামুনে॥
ব্রীহি যব গম অণু প্রিয়ঙ্গু উদার।
কোরদূষ তিল মাষ মুগ শণ আর॥
চীনক মসুর কুলত্থক নিষ্পাবাদি।
আঢ়ক্য চণক এই সপ্তদশ জাতি।
এ সব ওষধি হয় গ্রাম্য পরিচয়।
গ্রামারণ্য চতুর্দ্দশ শুন মহাশয়॥
ব্রীহি যব মাষ গম প্রিয়ঙ্গু নীবার।
অণু তিল কুলত্থক শ্যামাক যে আর॥
গবেধুক বেনুযব জর্ত্তিল মর্কট।
কহিলাম গ্রামারণ্য তোমার নিকট॥
যজ্ঞ সম্পাদন জন্য এই সব হয়।
ইহাদের হেতু যজ্ঞ ওহে মহোদয়॥১৬-২৬
বৃদ্ধির কারণ সব যজ্ঞের সহিত।
এ হেতু সুধীরা করে যজ্ঞ বিস্তারিত॥
প্রতিদিন যজ্ঞ যদি করে অনুষ্ঠান।
উপকার হয় তাহে ওহে মতিমান॥
পঞ্চসূনা পাপ তাহে শান্তি লাভ করে।
এ হেতু সাধুরা সদা যজ্ঞ কার্য্য করে॥
কালরূপ পাপ বাড়ে অন্তরে যাহার।
মনোযোগ নাহি হয় যজ্ঞেতে তাহার॥
বেদে নিন্দা বেদবাদে তারা নিন্দা করে।
যজ্ঞ নিষ্পাদক কর্ম্মে নিন্দে অহঙ্কারে॥
যজ্ঞ বিঘ্ন করে সেই সব দুরাচার।
দুরাত্মা কুটিলাশয় তারা সদাকাল॥
প্রজাসৃষ্টি এইরূপে করি প্রজাপতি।
জীবিকা সংসিদ্ধ হ'লে সেই দেবপতি॥
যথাস্থান যথাগুণ মর্য্যাদা স্থাপন।
করিলেন সৃষ্টিকর্ত্তা ওহে তপোধন॥
বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম স্থাপি তার পরে।
বর্ণের উচিত স্থান নিরূপণ করে॥
প্রজাপত্য লোক হৈল বিপ্রের কারণ।
ক্রিয়াবান বিপ্রগণ ওহে তপোধন॥
সংগ্রামে বিমুখ নাহি ক্ষত্রিয়েরা হয়।
ঐন্দ্র লোক সেই হেতু তাদের নিশ্চয়॥
স্বধর্ম্মেতে অনুবর্ত্তী যেই বৈশ্যগণ।
দেবলোক তার জন্য হৈল নিরূপণ॥
পরিচর্য্যা অনুবর্ত্তী যেই শূদ্রজাতি।
গান্ধর্ব্ব তাহার জন্য করে প্রজাপতি॥
উর্দ্ধরেতা মুনি যারা সংসার মাঝারে।
জনলোকে থাকে তারা খ্যাত চরাচরে॥

গুরুবাসী নিষ্ঠাগত ব্রহ্মচারীগণ।
সে লোকে করিবে বাস হৈল নিরূপণ ॥
সপ্তর্ষিগণের স্থান তপোলোক জানি।
বাণপ্রস্থ হেতু তাহা করে পদ্মযোনি ॥
গৃহস্থের হেতু হয় প্রাজাপত্য স্থান।
ন্যাসীর কারণে স্মৃত হৈল ব্রহ্মধাম ॥
অমৃত নামক স্থানে যোগীর বসতি।
বিষ্ণুপদ বলি যার রহিয়াছে খ্যাতি ॥
একান্তী সদত ব্রহ্মধ্যায়ী যোগী যারা।
সে পরম স্থানে বাস করিবে তাহারা ॥
জ্ঞানীগণ এই স্থান করে দরশন।
ইহাপেক্ষা নাহি স্থান এ তিন ভুবন ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত গ্রহচয়।
আসিছে যেতেছে তাহা প্রত্যক্ষিত হয় ॥
কিন্তু দ্বাদশার্ণ মন্ত্র করিলে চিন্তন। *
পুনরায় নাহি হয় ভবের বন্ধন ॥
নরক অনেক আছে ওহে মহমাতি।
কতিপয় নাম বলি শুনহ সংপ্রতি ॥
তামিস্র অন্ধতামিস্র ও মহারৌরব।
কালসূত্র অসিপত্রবন ও রৌরব ॥
অবীচিমৎ আদি করি কে করে গণন।
স্বধর্ম্মত্যাগীরা তাহে হয নিপতন ॥
বেদনিন্দা করে যারা যজ্ঞ বিঘ্ন করে।
তাহারা পতিত হয় নরক ভিতরে ॥২৭-৪১

সপ্তম অধ্যায়।

মানসসৃষ্টি, রুদ্রাদি সৃষ্টি ও চতুর্ব্বিধ
প্রলয় বর্ণন।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
প্রজাপতি ধ্যানে থাকি করিলে চিন্তন ॥
তৎশরীরোৎপন্ন দেহ-ইন্দ্রিয় সহিতে।
মানসী প্রজার সৃষ্টি হইল জগতে ॥
স্থাবরান্ত ক্ষেত্রজ্ঞেরা তাঁহার শরীরে।
জন্মিয়াছে এ কথা বলেছি তোমারে ॥
ত্রৈগুণ্য বিষয়স্থিত দেবাদি সকল।
জন্মিয়াছে এইরূপে ওহে মুনিবর ॥
চরাচর সৃষ্টি জন্মে এ হেন প্রকারে।
পরে যাহা ঘটে তাহা বলিব তোমারে ॥
পুত্র-পৌত্র-আদি যত জন্মিল বিধির।
বৃদ্ধি প্রাপ্ত নাহি হৈল দেখি তাহা ধীর ॥
মানস-পুত্রেরে পরে করেন সৃজন।
আত্মতুল্য হয় তারা সবে মহাত্মন ॥
পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ভৃগু দক্ষ আর।
অঙ্গিরা মরীচি অত্রি গুনের আধার ॥
বশিষ্ঠ নামেতে আর ওহে তপোধন।
ইহারা মানস পুত্র লভিল জনম ॥
ব্রহ্মা বলি এই নব বিদিত পুরাণে।
ব্রহ্মার সদৃশ বলি জানে সর্ব্বজনে ॥
সনন্দাদি পূর্ব্বসৃষ্ট পুত্র বিধাতার।
অনাসক্ত তারা ছিল জ্ঞানের আধার ॥
প্রজাসৃষ্টে নিরপেক্ষ তাহারা সকলে।
বীতরাগ বিমৎসর জানিবে অন্তরে ॥
প্রজাসৃষ্টি হেতু সবে নিরপেক্ষ হয়।
তখন কুপিত হন ব্রহ্মা মহোদয় ॥
মহারোষ ব্রহ্মা হৃদে জন্মে সেই কালে।
সেই ক্রোধ ত্রিভুবন দহিবারে পারে ॥
শুন শুন মহামুনে অপূর্ব্ব ঘটন।
ব্রহ্মা হৃদে যদি হৈল রোষ উৎপাদন ॥
ক্রোধাগ্নি-শিখাতে দীপ্ত ত্রিলোক হইল।
ব্রহ্মার ললাটে রোষে ভ্রূকুটি জন্মিল ॥
রুদ্রদেব জন্ম নিল ললাট হইতে।
অর্দ্ধনারী-নরবপু মহা আচম্বিতে ॥
মধ্যাহ্ন তপন সম অঙ্গের কিরণ।
প্রচণ্ড ভীষণ বপু ভীম দরশন ॥
তাঁহারে সম্বোধি কহে দেব পদ্মাকর।
আত্মাকে বিভাগ কর ওহে পুত্রবর ॥
এত বলি মহামতি দেব পদ্মাসন।
রুদ্রের সমক্ষে আশু তিরোহিত হন ॥১-:

* দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র অর্থাৎ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

এইরূপে পদ্মাসন বলিলে বচন।
রুদ্রদেব নিজ দেহ করে বিভাজন ॥
এক ভাগে নর আর অন্য ভাগে নারী।
অপূর্ব্ব ঘটনা পরে শুন তোমা বলি ॥
নরের পুনশ্চ করে একাদশ ভাগ।
বহুবিধরূপে নারী করেন বিভাগ ॥
প্রজাপালনার্থ পরে ব্রহ্মা পদ্মাসন।
আপনি মনুর রূপে লভেন জনম ॥
স্বায়ম্ভুব মনুনাম হলেন ধরায়।
তপ হেতু ধূতপাপ জানিবে তাঁহায় ॥
মনুরূপী ব্রহ্মা পরে প্রীতি সহকারে।
করিলেন পত্নী শতরূপা রমণীরে ॥
মনুর ঔরসে ক্রমে শতরূপা নারী।
প্রসব করেন পরে দিব্য গর্ভধারী ॥
দুই পুত্র দুই কন্যা জন্মিল তাঁহার।
একে একে নাম বলি শুন গুণাধার ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত অভিধান ধরে।
সে উত্তানপাদ অন্য জানিবে অন্তরে ॥
এই দুই পুত্র ভিন্ন দুই কন্যা হয়।
প্রসূতি আকূতি নাম আছে পরিচয় ॥
দক্ষকরে প্রসূতিরে করেন প্রদান।
আকূতিরে করে ভার্য্যা রুচি মতিমান ॥
যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে দাম্পত্য যুগল।
জনমে আকূতি হতে ওহে মুনিবর ॥
যজ্ঞের ঔরসে আর দক্ষিণা জঠরে।
দ্বাদশ তনয় জন্মে জানিবে অন্তরে ॥
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সেই পুত্রগণ।
যাম নামে খ্যাত হয় এ তিন ভুবন ॥
দক্ষের ঔরসে আর প্রসূতি উদরে।
চতুর্বিংশ কন্যা জন্মে কালসহকারে ॥
তাহাদের নাম আমি করিব কীর্ত্তন।
অবধানে তপোধন করহ শ্রবণ ॥১১-২০
শ্রদ্ধা লক্ষ্মী ধৃতি মেধা ক্রিয়া বুদ্ধি তুষ্টি।
লজ্জা বপু শান্তি সিদ্ধি কীর্ত্তি আর পুষ্টি
এই ত্রয়োদশ কন্যা দক্ষ মহাশয়।
ধর্ম্মেরে করেন দান আছে পরিচয় ॥

খ্যাতি নাম্নী কন্যা লয় ভৃগু মহামতি।
সতীরে করেন বিভা ভব পশুপতি ॥
মরীচি সহিত বিভা সম্ভূতির হয়।
অঙ্গিরা করেন বিভা স্মৃতিরে নিশ্চয় ॥
প্রীতি নাম্নী কন্যা লয় মুনি মহামতি।
ক্ষমারে করেন বিভা পুলস্ত্য সুমতি ॥
সন্নতি সহিত বিভা পুলহের হয়।
অনসূয়া কন্যা লয় ক্রতু মহাশয় ॥
ঊর্জ্জারে বিবাহ করে অত্রি মহামুনি।
স্বাহা নাম্নী কন্যা হয় বশিষ্ঠ গৃহিণী ॥
স্বধারে গ্রহণ করে যত পিতৃগণ।
এইরূপে করে সবে তনয়া গ্রহণ ॥
শ্রদ্ধার উদরে জন্মে কাম মহাশয়।
লক্ষ্মী গর্ভে জন্মে দর্প আছে পরিচয় ॥
নিয়মের জন্ম হয় ধৃতির উদরে।
তুষ্টিতে সন্তোষ জন্মে খ্যাত চরাচরে ॥
পুষ্টি হ'তে জন্ম লয় লোভ মহামতি।
শ্রুত জন্মে মেধা হ'তে খ্যাত বসুমতী ॥
ক্রিয়ার উদরে দণ্ড লভয়ে জনম।
নয় নামে আরো পুত্র জন্মে তপোধন ॥
বোধের জননী বুদ্ধি জানিবে অন্তরে।
বিনয়ের মাতা লজ্জা খ্যাত চরাচরে ॥
বপুর আত্মজ নামে হয় ব্যবসায়।
শান্তি-গর্ভে জন্মে ক্ষেম কহিনু তোমায়
সিদ্ধিতে সুখের জন্ম জানিবে অন্তরে।
কীর্ত্তিতে জনমে যশ খ্যাত চরাচরে ॥
এই সব ধর্ম্মপুত্র জানিবে সুজন।
অন্য অন্য কথা পরে করিব বর্ণন ॥
নন্দা নাম্নী নারী হয় কামের রমণী।
তার গর্ভে জন্মে হর্ষ এইমাত্র জানি ॥
অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা আছে পরিচয়।
এক পুত্র এক কন্যা তাহে জন্ম লয় ॥
অমৃত পুত্রের নাম তনয়া নিকৃতি।
নিকৃতি-উদরে জন্মে যুগল সন্ততি ॥
প্রথমের নাম ভয় নরক অপর।
মায়া হয় ভয়-পত্নী ওহে মুনিবর ॥

বেদনা সুন্দরী হয় নরক রমণী।
তার পর যাহা বলি শুন মহামুনি॥
মৃত্যুর জনম হয় মায়ার জঠরে।
ভূত-অপহারী মৃত্যু বিদিত সংসারে।২১-৩০
বেদনার গর্ভে দুঃখ লভয়ে জনম।
মৃত্যু হ'তে ব্যাধি জরা শোক উৎপাদন॥
তৃষ্ণা ক্রোধ নামে আরো জনমে সন্ততি।
দুঃখোত্তর বলি সবে খ্যাত বসুমতী॥
অধর্ম্মলক্ষণ সবে ওহে তপোধন।
ভার্য্যাহীন পুত্রহীন এই সব জন॥
ঊর্দ্ধরেতা এই সবে জানিবে অন্তরে।
শুন শুন বলি পরে তোমার গোচরে॥
এই সব ঘোররূপ যত পুত্রগণ।
প্রলয়ের হেতুমাত্র ওহে তপোধন॥
মরীচি ভৃগ্বাদি দক্ষ অত্রি আদিগণ।
জগতের নিত্যসর্গে ইহাঁরা কারণ॥
মনু আর মনুপুত্র যাঁরা রাজগণ।
সৎপথেতে রত যাঁরা যাঁরা বীর্য্যধন॥
মহাবল এই সব বিদিত সংসারে।
নিত্যস্থিতিকারী সবে জানিবে অন্তরে॥
মৈত্রেয় কহেন শুন ওহে তপোধন।
নিত্যস্থিতি নিত্যসর্গ করিনু শ্রবণ॥
নিত্যাভাব কথা যাহা কহিলে আমারে।
তাদের স্বরূপ কহ নিবেদি তোমারে॥
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
অচিন্ত্যাত্মা ভগবান শ্রীমধুসূদন॥
দক্ষাদি মন্বাদি রূপে অব্যাহতা করে।
সর্গ স্থিতি লয় করে জানিবে অন্তরে॥
তার পর শুন শুন ওহে তপোধন।
প্রলয়েরে চতুর্ব্বিধ করো বিবেচন॥
নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক আত্যন্তিক আর।
নিত্য এই তপোধন চারিটি প্রকার॥
ব্রাহ্ম্য প্রলয়ের হয় নৈমিত্ত আখ্যান।
বিশ্বপতি নিদ্রাগত ইথে ভগবান॥
যখন জগতে হয় প্রাকৃত প্রলয়।
প্রকৃতিতে লয় পায় ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয়॥
জ্ঞান হেতু যোগিগণ ওহে তপোধন।
পরম-আত্মাতে লয় করয়ে ধারণ॥
মহদাদি সৃষ্টি যাহা প্রকৃতি হইতে।
প্রাকৃতী তাহার নাম জানিবেক চিতে॥
অবান্তর লয় হ'লে ওহে মহাত্মন।
চরাচর সৃষ্টি যাহা জনমে তখন॥
দৈনন্দিনী সৃষ্টি হয় তাহার আখ্যান।
তার পর শুন শুনওহে মতিমান॥
অনুদিন জন্মে যাহে সর্ব্ব ভূতগণ।
নিত্যসর্গ বলে তারে পুরাবিদ্‌গণ॥
এইরূপে ভগবান বিষ্ণু মহামতি।
সর্ব্বদেহে এই ভাবে করি অবস্থিতি॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি করেন সাধন।
তাঁহার ঐশিকী শক্তি করিনু বর্ণন॥
ত্রিগুণ শকতি যেঁই করে অতিক্রম।
পরপদ পান তিনি বেদের বচন॥
সংসারে তাঁহার গতি পুনঃ নাহি হয়।
বলিলাম সব কথা ওহে মহোদয়॥ ৩১-৪৫

—৯—

অষ্টম অধ্যায়।

রুদ্রসৃষ্টি, লক্ষ্মীর উৎপত্তি ও তন্মাহাত্ম্য।

পরাশর কহে শুন ওহে মহামুনে।
মানস সৃষ্টির কথা শুনিলে শ্রবণে॥
রুদ্র-সৃষ্টিকথা এবে করহ শ্রবণ।
বিস্তার করিয়া তাহা করিব কীর্ত্তন॥
কল্পের প্রথমে যবে দেব পদ্মযোনি।
পুত্র হেতু চিন্তা করে ওহে মহামুনি॥
অপূর্ব্ব কুমার এক সেই হেন কালে।
আবির্ভূত হৈল আসি পদ্মযোনি-কোলে॥
অদ্ভুত কুমার নীল-লোহিত বরণ।
কোলেতে জন্মিয়া শিশু করয়ে রোদন॥
তাহা দেখি জিজ্ঞাসিল দেব পদ্মযোনি।
কেন কাঁদ ওহে শিশু বল দেখি শুনি॥
ইহা শুনি সম্বোধিয়া অপূর্ব্ব কুমার।
কহে শুন ওহে পিতঃ বচন আমার॥

নাম নাহি হৈল মম এই সে কারণে।
কাঁদিতেছি মনোদুঃখে কহি তব স্থানে॥
অতএব মম নাম কর পদ্মাসন।
তবেত রোদন মম হবে নিবারণ॥
এত শুনি সম্বোধিয়া কহে পদ্মযোনি।
কেঁদো না কেঁদো না বৎস শুন গুণমণি॥
রুদ্র নাম তোমা আমি করিনু প্রদান।
এই কালে সর্ব্বলোকে হবে খ্যাতিমান॥
এত শুনি সেই শিশু কান্দে পুনর্ব্বার।
এক এক করি ক্রমে কান্দে সাতবার॥
তাহা দেখি পুনঃ নাম দেন পদ্মাসন।
সেই সাত নাম এবে করহ শ্রবণ॥
ভব শর্ব্ব ও ঈশান পরে পশুপতি।
ভীম উগ্র মহাদেব ওহে মহামত॥
এইরূপে যথাক্রমে হ'লে অষ্টনাম।
অষ্ট মূর্ত্তি দেন তাঁরে ব্রহ্মা ভগবান॥
সূর্য্য জল মহী বহ্নি অনিল আকাশ।
যজমান সোম অষ্টমূর্ত্তির আভাষ॥
অষ্টমূর্ত্তি অষ্টভার্য্যা হৈল নিরূপণ।
তাহাদের নাম এবে শুন মহাত্মন॥
সুবর্চ্চলা উমা পরে তৃতীয়া সুকেশী।
শিবা স্বাহা দিক্ দীক্ষা রোহিণী রূপসী॥
অষ্টভার্য্যা যথাক্রমে লভিল সন্তান।
তাহাদের নাম বলি শুন মতিমান॥
শনৈশ্চর শুক্র লোহিতাঙ্গ তার পরে।
মনোজব স্কন্দ সর্গ জানিবে অন্তরে॥
সন্তান ও বুধ এই আটটী তনয়।
অষ্টভার্য্যা-গর্ভে ক্রমে সমুৎপন্ন হয়॥১-১০
অষ্টমূর্ত্তিধারী রুদ্র ক্রমে তার পর।
সতীকে করেন বিভা ওহে মুনিবর॥
দক্ষের নন্দিনী সেই সতী নাম ধরে।
দক্ষোপরি রুষি দেবী দেহ ত্যাগ করে॥
মেনকার গর্ভে পরে লভেন জনম।
গিরিরাজ-ঔরসেতে জানে সর্ব্বজন॥
এত অনুরাগ তাঁর ছিল শিবোপরে।
সে জন্মেও পান পতি দেবদেব হরে॥

রুদ্রসৃষ্টি কথা এই করিনু কীর্ত্তন।
অন্যসৃষ্টি কথা এবে করহ শ্রবণ॥
ভৃগুর রমণী যিনি খ্যাতি অভিধান।
প্রথমে জন্মিল তাঁর যুগল সন্তান॥
ধাতা ও বিধাতা নাম ধরে দুই জন।
তার পর এক কন্যা লভয়ে জনম॥
নারায়ণ পত্নী তিনি লক্ষ্মী নাম ধরে।
কহিনু সকল কথা তোমার গোচরে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয় সুমতি।
সন্দেহ হইল এক ওহে মহামতি॥
অমৃত মন্থনে লক্ষ্মী লভেন জনম।
শুনিয়াছি এই কথা ওহে ভগবন্॥
সেই লক্ষ্মী কি রূপেতে ভৃগুর ঔরসে।
খ্যাতি-গর্ভে নিল জন্ম বলহ বিশেষে॥
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
যাহাতে হইবে তব সন্দেহ ভঞ্জন॥
নিত্যরূপা লক্ষ্মী দেবী জগত জননী।
বিনাশ নাহিক তাঁর ওহে মহামুনি॥
সর্ব্বভূতে হরি যথা সদা বিদ্যমান।
সেরূপ সকলে লক্ষ্মী করে অবস্থান॥
অর্থরূপী যবে হন দেব নারায়ণ।
বাণীরূপা হন দেবী জানিবে তখন॥
নয়রূপ হ'লে বিষ্ণু নীতিরূপা তিনি।
বোধরূপ হ'লে লক্ষ্মী বুদ্ধির রূপিণী॥
ধর্ম্মরূপ যবে হন দেব ভগবান।
সৎক্রিয়া রূপেতে দেবী করে অধিষ্ঠান॥
স্রষ্টারূপ হ'লে বিষ্ণু সৃষ্টিরূপা তিনি।
ভূধর হইলে হরি লক্ষ্মী হন ভূমি॥
সন্তোষস্বরূপ যবে হন নারায়ণ।
ইচ্ছারূপা হন দেবী জানিবে তখন॥
যজ্ঞরূপ হ'লে হরি কমলা দক্ষিণা।
হবনীয় হ'লে হন আহুতি ললনা॥
যজ্ঞীয় স্তম্ভের রূপ করিলে ধারণ।
পত্নীশালারূপা দেবী হয়েন তখন॥
যূপ হ'লে চিতিরূপ ধরেন জননী।
কুশ হ'লে হন দেবী সমিধ-রূপিণী॥

সামবেদরূপ যবে হন নারায়ণ।
উদ্গাতিরূপিণী দেবী হয়েন তখন॥
হুতাশনরূপ যদি ধরে ভগবান।
স্বাহারূপে লক্ষ্মী দেবী করে অবস্থান॥
শঙ্কর-স্বরূপ প্রভু করিলে ধারণ।
ভূতিরূপে গৌরীরূপে লক্ষ্মী দেবী রন॥
সূর্য্যরূপ হ'লে প্রভু প্রভারূপা তিনি।
পিতৃরূপ হ'লে হন স্বধাস্বরূপিণী॥
আকাশস্বরূপ যদি হন নারায়ণ।
দেবপুরীরূপে দেবী রহেন তখন॥
চন্দ্ররূপ হ'লে বিষ্ণু শোভারূপা তিনি।
বায়ুরূপ হ'লে হন ধৃতিস্বরূপিণী॥
জগচ্চেষ্টারূপে কিম্বা করে অবস্থান।
তার পর শুন শুন ওহে মতিমান্॥
সমুদ্রস্বরূপ যবে হন নারায়ণ।
বেলারূপা লক্ষ্মী দেবী জানিবে তখন॥
ইন্দ্র হ'লে শচীরূপ ধরেন জননী।
যমরূপ হ'লে হন ধূমোর্ণা-রূপিণী॥
কুবেরস্বরূপ হ'লে ঋদ্ধিরূপা হন।
লতারূপা হন যবে বৃক্ষ নারায়ণ॥
বরুণস্বরূপ হ'লে দেবচিন্তামণি।
লক্ষ্মী হন সেই কালে বরুণ-ঘরণী॥
কুমারস্বরূপ যবে হন নারায়ণ।
দেবসেনা লক্ষ্মী দেবী জানিবে তখন॥
আধারস্বরূপ হ'লে দেবদেব হরি।
শক্তিরূপা সেই কালে কমলা সুন্দরী॥
নিমেষ হইলে হরি লক্ষ্মী কাষ্ঠা হন।
মুহূর্ত্তস্বরূপ হ'লে কলারূপা রন॥
প্রদীপস্বরূপ যদি নারায়ণ হয়।
জ্যোৎস্নারূপা হন দেবী জানিবে নিশ্চয়
দিনরূপ যদি ধরে দেব নারায়ণ।
রাত্রিরূপা হন দেবী জানিবে তখন॥
বররূপ যদি হন দেব ভগবান।
বধূরূপে লক্ষ্মীদেবী করে অধিষ্ঠান॥
নদরূপ হ'লে হরি নদীরূপা তিনি।
ধ্বজরূপ হ'লে তিনি পতাকারূপিণী॥
লোভরূপ যবে হন দেব নারায়ণ।
তৃষ্ণারূপা লক্ষ্মী দেবী জানিবে তখন॥
নারায়ণরূপে যবে রহেন মুরারি।
লক্ষ্মীরূপা হন দেবী জগত-সুন্দরী॥
রাগরূপ যদি হন দেব নারায়ণ।
রতিরূপা হন দেবী জানিবে তখন॥
বিষ্ণু ভিন্ন লক্ষ্মী ভিন্ন কিছু নাহি আর।
কহিলাম তব পাশে ওহে গুণাধার॥
মনুষ্য তির্য্যক্ কিম্বা অমরনিকর।
যাহা কিছু দৃষ্ট হয় এই চরাচর॥
পুরুষ মাত্রেই হয় দেব নারায়ণ।
নারীমাত্রে লক্ষ্মী দেবী ওহে তপোধন॥
লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য এই বলিনু তোমায়।
শুনিলে ভকত জন মোক্ষধাম পায়॥ ১১-৩২

নবম অধ্যায়।

ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ, ব্রহ্মার নিকট দেবগণের গমন, সাগর মন্থন ও ইন্দ্র কর্তৃক লক্ষ্মীর স্তব।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
যেরূপ সন্দেহ তুমি হয়েছ এখন॥
লক্ষ্মীর জনমে আমি ছিনু যে প্রকার।
মরীচি ভঞ্জন করে সন্দেহ আমার॥
সেই কথা বিস্তারিয়া করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন॥
দুর্ব্বাসা রুদ্রের অংশ খ্যাত চরাচরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ঋষি কভু পূর্ব্বকালে॥
নানাস্থান ক্রমে ক্রমে করি পর্য্যটন।
সুরম্য কাননে আসি সমাগত হন॥
হেনকালে দিব্যরূপা এক বিদ্যাধরী।
মন্থর গমনে তথা আসে ধীরি ধীরি॥
পারিজাত মালা তার শোভিতেছে করে।
মাল্যের সৌরভে মন আমোদিত করে

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভীরক্ষিতম্ ।

সৌরভে বিমুগ্ধ যত কাননিবাসী ।
অপূর্ব্ব সে মালা হেরে ভগবান ঋষি ॥
দিব্যমাল্য নেত্রযুগে করি দরশন ।
দুর্ব্বাসা মাগিল তাহা রমণী সদন ॥
বিশালনয়না সেই রমণী সুন্দরী ।
ভক্তিভাবে ঋষিবরে প্রণিপাত করি ॥
দেবমালা সেইক্ষণে সমর্পিলি তাঁরে ।
মাল্য লভি ঋষিবর প্রফুল্ল অন্তরে ॥
শিরোপরি দিব্য মাল্য করিয়া ধারণ ।
উন্মত্ত বেশেতে ঋষি করে পর্য্যটন ॥
মধুলোভে মত্ত হয়ে যত মধুকর ।
মালার উপরে আসি বসে নিরন্তর ॥
এইরূপে ঋষিবর করে বিচরণ ।
দৈবের ঘটনা ঘটে শুন তপোধন ॥
দেবরাজ আরোহিয়া ঐরাবতোপরে ।
অকস্মাৎ উপনীত হন সেই স্থলে ॥
তাঁহারে দেখিয়া ঋষি আনন্দে মগন ।
শির হ'তে সেই মালা করিয়া গ্রহণ ॥
তখনি অমররাজে করেন প্রদান ।
সেই মালা লয়ে করে ইন্দ্র মতিমান ॥
বেষ্টিত করিযা দিল ঐরাবতশিরে ।
অপূর্ব্ব শোভিল মালা মস্তক উপরে ॥
কৈলাস শিখরে শোভে জাহ্নবী যেমন ।
গজশিরে দিব্যমাল্য শোভিল তেমন ॥
বহুক্ষণ সেই শোভা কিন্তু না থাকিল ।
মাল্যগন্ধে গজরাজ উন্মত্ত হইল ॥
শুণ্ড দ্বারা সেই মালা করি আকর্ষণ ।
ভূমিতলে অবিলম্বে কবিল ক্ষেপণ ॥১-১০
তাহা দেখি রোষে অন্ধ হয়ে ঋষিবর ।
দেবরাজে সম্বোধিয়া কহে অতঃপর ॥
শোন শোন দুরাত্মন্ আমার বচন ।
ঐশ্বর্য্য-মদেতে মত্ত হয়েছ এখন ॥
মম দত্ত এই মাল্য লক্ষ্মীর আগার ।
অনাদর অপমান করিলে তাহার ॥
মম দত্ত মাল্য নাহি রাখি শিরোপরে ।
প্রীতমনে প্রণিপাত না করি আমারে ॥

আমারে ভাবিলে তুমি সামান্য ব্রাহ্মণ ।
অবজ্ঞা করিয়া মালা করিলে ক্ষেপণ ॥
ইহার উচিত শাস্তি হইবে তোমার ।
অবিলম্বে ত্রৈলোক্যশ্রী হবে ছারখার ॥
আমারে কুপিত হেরি এই চরাচরে ।
ভীত নাহি হয় হেন না হেরি কাহারে ॥
ঋষিদত্ত অভিশাপ করিয়া শ্রবণ ।
দেবরাজ গজ হ'তে নামিয়া তখন ॥
ঋষির চরণে নতি করি ভক্তিভরে ।
স্তুতিবাদ করে কত বিহিত প্রকারে ॥
স্তব শুনি ঋষিবর কহেন তখন ।
শুন শুন দেবরাজ আমার বচন ॥
দুর্ব্বাসা আমার নাম জানিবে অন্তরে ।
দয়া কিম্বা ক্ষমা মম নাহি কলেবরে ॥
গৌতম করিয়া আদি যত মুনিগণ ।
করেছেন বৃথা তব গর্ব্ব উৎপাদন ॥১১-২১
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ দয়ার আধার ।
সেই হেতু স্তুতিবাদ করেন তোমার ॥
তাহাতে গর্ব্বিত হয়ে অমর-রাজন ।
অবজ্ঞা আমার প্রতি করিলে এখন ॥
ক্রোধ আসি যবে উঠে আমার অন্তরে ।
কুটিল ভ্রূকুটী হয় বদন মণ্ডলে ॥
বিচলিত হয় মম দীর্ঘ জটাজাল ।
কে দেখি না পায় ভয় ব্রহ্মাণ্ড মাঝার ॥
কভু নাহি ক্ষমা আমি করিব তোমারে ।
স্তুতিবাদ কেন আর করিছ আমারে ॥
এত বলি ঋষিবর করিলে প্রস্থান ।
দেবরাজ সুরপুরে করেন পয়ান ॥
সে অবধি ত্রিভুবন শ্রীভ্রষ্ট হইল ।
যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞকর্ম্ম সকলি ত্যজিল ॥
তপস্যা-বিরত হৈল তাপসের গণ ।
ওষধি উচ্ছিন্ন হৈল আর লতাগণ ॥
শ্রদ্ধা না রহিল কারো দানাদি ধরমে ।
দৌর্ব্বল্য ও লোভ আসি ঘেরে সব জনে ॥
কাজে কাজে লুপ্ত হৈল গুণ সমুদায় ।
সত্ত্ব গুণ বিশ্বমাঝে নাহি দেখা যায় ॥

বলবীর্য্যহীন হয়ে সকলে পড়িল।
জয়ের ক্ষমতা কারো দেহে না থাকিল ॥
হীন-পাশে পরাজিত হয় শ্রেষ্ঠজন।
এরূপে ক্রমেতে হয় দুর্দ্দৈব ঘটন ॥ ২২-৩০
ত্রিলোক শ্রীভ্রষ্ট হলে অমরনিকর।
হীনবীর্য্য হীনতেজা হইল দুর্ব্বল ॥
দানবেরা পরাজিত করি সবাকারে।
অত্যাচার আরম্ভিল বিশ্বের মাঝারে ॥
তাহা দেখি সমবেত হয়ে দেবগণ।
হুতাশনে অগ্রভাগে করিয়া গ্রহণ ॥
উপনীত হন আসি ব্রহ্মার গোচরে।
দুর্দ্দশা কহেন যত বিবরিয়া তাঁরে ॥
ব্রহ্মার শরণ লয়ে যত দেবগণ।
আদ্যোপান্ত সব কথা করে নিবেদন ॥
এত শুনি সম্বোধিয়া কহে পদ্মাকর।
শুন শুন মম বাক্য অমর-নিকর ॥
আমা হতে নাহি হবে কোন উপকার।
বিষ্ণুর নিকট সবে হও আগুসার ॥
বিশ্বের কারণ তিনি প্রভু সনাতন।
তাঁহার নিকটে গিয়া লভহ শরণ ॥
তিনি ভিন্ন নাহি হবে ইথে প্রতীকার।
তিনি বিনা নাহি আর ক্ষমতা কাহার ॥
এত বলি দেবগণে লযে নিজ সনে।
ক্ষীরোদ সাগরে ব্রহ্মা চলেন সেক্ষণে ॥
জলধি উত্তরকূলে করিয়া গমন।
বিষ্ণুরে করেন স্তব দেব পদ্মাসন ॥
তুমি দেবদেব অজ অনন্ত অব্যয়।
পৃথিবী আধার তুমি সবার আশ্রয় ॥
দুর্ভেদ্য প্রকাশশূন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর।
গুরুতর দ্রব্য হতে তুমি গুরুতর ॥
সর্ব্বভূতরূপ তুমি মুক্তির কারণ।
পরমাত্মা পরাৎপর নিত্য সনাতন ॥
মুমুক্ষু যোগীরা চিন্তে সদত তোমারে।
সত্তাদিবিহীন তুমি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ॥
শুদ্ধ হতে তুমি প্রভু হও শুদ্ধতর।
অনাদি পুরুষ তুমি পরম ঈশ্বর ॥
সকল দেহীর আত্মা তুমিই কারণ।
কারণ কারণ তুমি ওহে ভগবন্ ॥
তুমি কার্য্য হও দেব জানি হে অন্তরে।
কার্য্যেরও কার্য্য তুমি খ্যাত চরাচরে ॥
কালসূত্রে নহে বদ্ধ তোমার শকতি।
ব্রহ্মাণ্ডের মূল তুমি ওহে মহামতি ॥
তোমার কারণ আর কিছুমাত্র নাই।
তুমি ভোক্তা তুমি ভোজ্য জানিহে গোঁসাই।
স্রষ্টা তুমি সৃজ্য তুমি ওহে ভগবন্।
তোমার পরম পদ বুঝে কোন্ জন ॥
সে পদ বিশুদ্ধ অজ নিত্য ও অক্ষয়।
অব্যক্ত ও নির্ব্বিকার সে পদ অব্যয় ॥
সূক্ষ্ম কিবা স্থূল তাহা বুঝিবারে নারি।
কে বুঝিবে ওহে প্রভু ক্ষরোদ বিহারী ॥
ধরামাঝে হেন শক্তি ধরে কোন্ জন।
তব শক্তি বুদ্ধিবলে করে নিরূপণ ॥
অযুতাংশ তব মায়া বিরাজে সংসারে।
এক অংশ রজোগুণ জানি হে অন্তরে ॥
ঐ গুণে বিশ্বকারিণী শকতি তোমার।
রহিয়াছে বিদ্যমান কিবা চমৎকার ॥
পরব্রহ্ম তুমি দেব দুর্জ্ঞেয় অব্যয়।
তব পদ বুঝিবারে নারে দেবচয় ॥
মহর্ষিরা বুঝিবারে নারেন কখন।
নাহি পারে বুঝিবারে দেব ত্রিলোচন ॥
পাপপুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় যেই কালে।
সেকালে স্বরূপ তব যোগিগণ হেরে ॥
অচিন্ত্য শকতিবলে তুমি ভগবন্।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্ররূপে লভিয়া জনম ॥
সৃষ্টি স্থিতি করিতেছ করিছ সংহার।
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি আশ্রয় সবার ॥
আমরা এখন তব লইনু শরণ।
প্রসন্ন হইযা কর কৃপা বিতরণ ॥
এইরূপে স্তব করি ব্রহ্মা ভগবান।
মৌনভাবে সেই স্থানে করে অবস্থান ॥
তার পর দেবগণ করি সম্বোধন।
বিষ্ণুরে করেন স্তব ওহে সনাতন ॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান।
তথাপি তোমার তত্ত্ব না পান সন্ধান॥
সর্ব্বব্যাপী তুমি হরি জগত আধার।
পুনঃ পুনঃ তব পদে করি নমস্কার॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু দেহ দরশন।
তোমার নিকটে মোরা লইনু শরণ॥ ৩১-৫৮
এইরূপে স্তব করি অমর-নিকর।
হরির করয়ে চিন্তা হৃদয় ভিতর॥
বৃহস্পতি আদি করি দেব ঋষিগণ।
বিষ্ণুরে সম্বোধি কহে ওহে ভগবন॥
যজ্ঞীয় পুরুষ তুমি পুরুষ প্রধান।
অনাদি জগত স্রষ্টা ওহে ভগবান॥
স্রষ্টার সৃজনকর্ত্তা তুমি মহামতি।
অব্যয় ও ত্রিকালজ্ঞ যজ্ঞীয় মূরতি॥
এই দেখ ভগবান দেব পদ্মাসন।
রুদ্রগণ সহ এই দেব ত্রিনয়ন॥
আদিত্যগণের সহ মহাত্মা ভাস্কর।
অগ্নিগণ সহ এই প্রবল অনল॥
অষ্টবসু সাধ্যগণ অশ্বিনী নন্দন।
ত্রিলোকের অধিপতি অমর রাজন॥
সকলে শরণাগত হইয়া তোমার।
প্রণিপাত করিতেছে পদে বারবার॥
আমরাও সবে তব লয়েছি শরণ।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু দেহ দরশন॥
এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়া শ্রবণ।
ভগবান বিষ্ণু হন অতি প্রীতমন॥
আবির্ভূত হন আসি সবার গোচরে।
তাহা দেখি দেবগণ প্রণিপাত করে॥
তেজঃপুঞ্জমূর্ত্তি সবে করি দরশন।
অপূর্ব্ব অঙ্গের ভাব করি নিরীক্ষণ॥
বারম্বার নমে সবে বিস্মিত-লোচনে।
তার পর করে স্তব মধুর বচনে॥
ওহে প্রভু তুমি হও বিশ্বের ঈশ্বর।
তুমি ব্রহ্মা তুমি ইন্দ্র তুমি মহেশ্বর॥
তুমি অগ্নি তুমি সূর্য্য তুমিই পবন।
তুমিহে বরুণ প্রভু তুমিই শমন॥

অষ্টবসু মরুৎ সাধ্য বিশ্বদেব আদি।
সকলি তুমিই প্রভু ওহে বিশ্বপতি॥
অন্তর্যামী তুমি দেব সর্ব্বদেবময়।
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি দয়াময়॥
তুমি যজ্ঞ বষট্‌কার তুমিই প্রণব।
তোমা বিনা নাহি কিছু তুমি সর্ব্বভব॥
তোমার স্বরূপ হয় বিশ্ব সমুদায়।
শরণ লভিনু মোরা এখন তোমায়॥
অসুরেরা পরাভূত করেছে সবারে।
সে হেতু শরণ মোরা লভিনু তোমারে॥
মনঃপীড়া মোহ দুঃখ যাহে নষ্ট হয়।
সেই কাজ কর প্রভু তুমি দয়াময়॥
প্রসন্ন হইয়া তুমি আমা সবা'পরে।
বিপদ উদ্ধার কর নিজ শক্তিবলে॥ ৫৯-৭০
এইরূপ স্তব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দেবগণে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ॥
বর্দ্ধিত হইবে তেজ তোমা সবাকার।
চিন্তা নাহি কর আর হৃদয় মাঝার॥
অসুরগণের সহ মিলিয়া সকলে।
বিবিধ ওষধি আনি ক্ষীরোদ সাগরে॥
জলগর্ভে সেই সব করহ ক্ষেপণ।
মন্দারেরে কর দণ্ড মন্থন কারণ॥
বাসুকিরে রজ্জু করি মিলিয়া সকলে।
সাগর মন্থন কর মন কুতূহলে॥
আমিও সাহায্য বহু করিব সবার।
মানস হইবে পূর্ণ কহিলাম সার॥
ছল করি সন্ধি কর অসুরের সনে।
ভুলাবে সে দুষ্টগণে প্রলোভ বচনে॥
বলিবে তাদের পাশে এরূপ বচন।
"সাগর মন্থনে পাব যে সব রতন॥
সমান সমান অংশ উভয়ে করিব।
সমভাবে দুই দলে বাঁটিয়া লইব॥"
ইথে লুব্ধ হয়ে সেই দুরাত্মানিকর।
অবশ্য সাহায্য হেতু হবে অগ্রসর॥
তাদের সাহায্য ভিন্ন তোমরা সকলে।
কৃতকার্য্য নাহি হবে জানিবে অন্তরে॥

এই হেতু তাহাদিগে করিয়া সহায়।
সাগর মন্থন সবে করহ ত্বরায় ॥
অমৃত উঠিবে ক্রমে সাগর মন্থনে।
বলবীর্য্য হবে বৃদ্ধি সে অমৃত পানে ॥
অমরত্ব লাভ তাহে হবে সবাকার।
নাহিক সন্দেহ ইথে বচন আমার ॥
সহকারী হবে বটে যত দৈত্যগণ।
কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ ॥
অদ্ভুত কৌশল আমি করিয়া বিস্তার।
অমৃতে বঞ্চনা আমি করিব সবার ॥৭১-৮
এরূপে আশ্বস্ত হয়ে যত দেবগণ।
অসুর সহিত করি সন্ধি সংস্থাপন ॥
বিবিধ ওষধি আনি ক্ষীরোদ সাগরে।
দেব দৈত্য দোঁহে মিলি হর্ষ সহকারে ॥
সাগর জলেতে তাহা করিল ক্ষেপণ।
মন্দরেরে দণ্ড কৈল মন্থন কারণ ॥
বাসুকীরে রজ্জু করি মিলিয়া সকলে।
মথিতে আরম্ভ করে ক্ষীরোদ সাগরে ॥
বিষ্ণুর কৌশলক্রমে যত দেবগণ।
বাসুকির পুচ্ছদেশ করিল ধারণ ॥
অসুরেরা মুখভাগ ধারণ করিল।
বিষাক্ত নিশ্বাস অঙ্গে লাগিতে থাকিল ॥
নিস্তেজ মলিন তাহে হৈল দৈত্যগণ।
কিছুমাত্র ক্লেশ নাহি পায় দেবগণ ॥
বাসুকির শ্বাসে মেঘ চালিত হইয়ে।
বর্ষণ করিতে থাকে শীতল করিয়ে ॥
তাহে স্নিগ্ধ হ'তে থাকে যত দেবগণ।
তার পর শুন শুন ওহে তপোধন ॥
সনাতন বিষ্ণু হন মন্দর-আধার।
অবাধে ঘুরিল তাহে গিরি অনিবার ॥
এরূপে সাগরবারি করিলে মন্থন।
প্রথমে সুরভি ধেনু হয় উৎপাদন ॥
তাহা দেখি দেব দৈত্য আনন্দে ভাসিল
উহারে লভিতে সবে বাসনা করিল ॥
তার পর পুনরায় করিলে মন্থন।
শ্রীমতী বারুণী দেবী সমুত্থিত হন ॥

মদিরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই ইনি।
ভীষণ আবর্ত্ত উঠে সাগরে তখনি ॥
বারুণী সৌরভে বিশ্ব হৈল আমোদিত।
এরূপে বারুণী জন্মে জানিবে নিশ্চিত ॥
তারপর পারিজাত উঠে তরুবর।
রূপবতী অপ্সরারা উঠে তার পর ॥
চন্দ্রমা উঠেন পরে সাগর মন্থনে।
শঙ্কর লয়েন তাঁরে অতীব যতনে ॥
শিরোপরি চন্দ্রমারে করিয়া স্থাপন।
মহেশ ভবানীপতি আনন্দে মগন ॥
ক্রমে ক্রমে সমুত্থিত বিষ অতঃপর।
গ্রহণ করিল তাহা ভুজঙ্গ-নিকর ॥
এরূপে সকল দ্রব্য সমুত্থিত হ'লে।
ভগবান ধন্বন্তরি উঠে তার পরে ॥
করেতে অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু ধরি।
উঠিলেন ধন্বন্তরি শ্বেতাম্বরধারী ॥
তাহা দেখি দেব দৈত্য মহা ঋষিগণ।
আনন্দ জলধিনীরে হন নিমগন ॥
হর্ষচিত্ত প্রকাশিল সবার বদনে।
তার পর ঘটে যাহা শুন অবধানে ॥
দক্ষিণ করেতে পদ্ম করিয়া ধারণ।
লক্ষ্মী দেবী তার পর সমুদিত হন ॥৮১-৯৯
চারিদিক আলোকিত হইল কিরণে।
ঋষিরা আরম্ভে স্তব উৎফুল্ল নয়নে ॥
বিশ্বাবসু আদি করি গন্ধর্ব্ব নিকর।
মধুর স্বরেতে গান করে অতঃপর ॥
ঘৃতাচী প্রভৃতি যত অপ্সরার দল।
আনন্দেতে করে নৃত্য অতি মনোহর ॥
ভাগীরথী আদি করি যতেক তটিনী।
আবির্ভূত হয় আসি তথায় অমনি ॥
লক্ষ্মীদেবী সেই জলে করিবেন স্নান।
এই হেতু নদীগণ আসে সেই স্থান ॥
দিক হস্তী সবে আসি সুবর্ণ কলসে।
স্নান করাইয়া দিল দেবীরে বিশেষে ॥
ক্ষীরোদ সাগর তথা হয়ে মূর্ত্তিমান।
অম্লান কমলমালা করিল প্রদান ॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

বিশ্বকর্ম্মা নানাবিধ আনি বিভূষণ।
দেবীর অঙ্গেতে সব করিল অর্পণ ॥
ত্রিলোকমোহিনী লক্ষ্মী এ হেন প্রকারে।
বিভূষিতা হয়ে মাল্যে আর অলঙ্কারে ॥
হরি-বক্ষঃস্থলে শেষে লভিল আশ্রয়।
তাহা দেখি আনন্দিত সবার হৃদয় ॥
কেবল অসুরগণ বিষাদে মগন।
বিষাদের চিহ্ন সবে করে প্রদর্শন ॥
তার পর অসুরেরা ধন্বন্তরি করে।
অমৃতের কমণ্ডলু নয়নে নেহারে ॥
সকলে কাড়িয়া তাহা করিল গ্রহণ।
তাহা দেখি ভগবান দেব নারায়ণ ॥
মোহিনী আকার ধরি তখনি অচিরে।
করিলেন বিমোহিত দানব-নিকরে ॥
সুধাকুম্ভ নিজে হরি করিয়া গ্রহণ।
কৌশলে অমরগণে করেন অর্পণ ॥
দেবগণ সবে সেই সুধা করি পান।
অমরত্ব পেয়ে করে চরিতার্থ জ্ঞান ॥
তাহা দেখি রোষাবিষ্ট হয়ে দৈত্যগণ।
অসি চর্ম্ম ক্রমে সবে করিল ধারণ ॥
ধাবিত হইল সবে দেবগণোপরে।
কিন্তু এবে কিবা সাধ্য জিনিবারে পারে ॥
সুধাপানে দেবগণ হয়েছে অমর।
হয়েছে বলিষ্ঠ তাহে সর্ব্ব কলেবর ॥
কাজে কাজে পরাজিত হয়ে দৈত্যগণ।
দ্রুতগতি চারিদিকে করে পলায়ন ॥
সগণে সকলে গেল পাতাল নগরে।
তাহা দেখি দেবগণ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
নারায়ণ পদে সবে করিয়া প্রণাম।
নিজ নিজ অধিকারে করিল পয়াণ ॥
গ্রহণ করিল পুনঃ নিজ অধিকার।
কাহারো হৃদয়ে শঙ্কা না থাকিল আর ॥
প্রসন্ন মূরতি ধরি দেব দিনমণি।
আপন নির্দ্দিষ্ট পথে উঠিল তখনি ॥
গ্রহ নক্ষত্রাদি যত জ্যোতিষ-নিকর।
বিহিত নিয়মে সবে চলে অতঃপর ॥
সমুজ্জ্বল প্রভা অগ্নি করিল ধারণ।
ধর্ম্মকর্ম্মে রত হৈল যত জীবগণ ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মনে।
এইরূপে লক্ষ্মী যদি উদিল ভুবনে ॥
ত্রিলোকে মলিন ভাব না রহিল আর
সবার হৃদয়ে জাগে আনন্দ অপার ॥
পর শচীপতি অমর রাজন।
সিংহাসনে পুনরায় করি আরোহণ ॥
পুনশ্চ শ্রীযুক্ত হয়ে পুলকিত মনে।
লক্ষ্মীরে করেন স্তব বিহিত বিধানে ॥১-১৮
ইন্দ্র কহে ওগো দেবি ভুবন-ঈশ্বরী।
নিরন্তর কর বাস বিষ্ণুবক্ষোপরি ॥
কমলে সম্ভব দেখি হয়েছে তোমার।
তুমি সিদ্ধি স্বধা স্বাহা সন্ধ্যা রাত্রি আর ॥
তুমি প্রভা তুমি শ্রদ্ধা মেধাস্বরূপিণী।
সরস্বতী যজ্ঞবিদ্যা তুমি গো জননী ॥
মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা আত্মবিদ্যা আর।
সকলি তুমি গো দেবি শাস্ত্রের বিচার ॥
তুমি দেব কৃপা কর যাহার উপরে।
অবহেলে সেই জন মুক্তিলাভ করে ॥
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা আর দণ্ডনীতি।
সকলি তুমি গো দেবি শাস্ত্রে হেন বিধি ॥
সর্ব্বস্থানে সদা তুমি কর অবস্থান।
তোমার আশ্রয় হন বিষ্ণু ভগবান ॥
তোমা বিনা কোন নারী অবনীমণ্ডলে।
যজ্ঞময় হরিদেহ লভিবারে পাবে ॥
বারেক ত্যজিয়াছিলে এ তিন ভুবন।
সর্ব্বস্ব সে হেতু দেবি হইল নয়ন ॥
পুনশ্চ স্থাপিত সব করিলে আমার।
অসাধ্য সাধিতে পারে কৃপাতে তোমার।
পুত্র দারা বন্ধু গৃহ ক্ষেত্র ধান্য ধন।
তোমার কটাক্ষে সব হয় উৎপাদন ॥
তুমি কৃপা নাহি কর যাহার উপরে।
আরোগ্য ঐশ্বর্য্য তার না হয় সংসারে ॥
সুখলাভ কভু নাহি পায় সেই জন।
কভু নাহি হয় তার অরাতি নিধন ॥

ওগো দেবি তুমি হও সবার জননী।
সকলের পিতা সেই হরি চিন্তামণি ॥
তোমা দোঁহে ব্যাপি আছ এ বিশ্ব সংসার
যদি তুমি আমা সবে কর পরিহার ॥
পুত্র দারা ধন কোষ ধান্য কলেবর।
যত কিছু আছে নষ্ট হইবে সকল ॥
তুমি যদি ত্যাগ কর আমা সবাকারে।
দয়া সত্য শৌচ নাহি রহিবে সংসারে ॥
সুশীলতা দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণ নিকর।
কিছু না রহিবে আর সংসার ভিতর ॥
প্রসন্না হইয়া যদি কর কৃপাদান।
নির্গুণ ব্যক্তিরা হয় সদ্গুণে প্রধান ॥
বারেক করুণা কর যাহার উপরে।
ধনী মানী বুদ্ধিমান সে জন সংসারে ॥
কুলীন বিক্রমশালী পূজনীয় হয়।
তাহার সমান নাহি ত্রিভুবনে রয় ॥
পরাঙ্মুখী তুমি হও যাহার উপরে।
বহুগুণে গুণী হ'লে সে জন সংসারে ॥
অমনি নির্গুণ হয় প্রতিষ্ঠা না পায়।
তাহার সমান দুঃখী না রহে ধরায় ॥
তোমার মাহাত্ম্য দেবি কে করে বর্ণন।
বিধাতা তাহাতে নাহি হয়েন সক্ষম ॥
তোমার চরণে দেবি করি নমস্কার।
করপুটে মাগি ভিক্ষা সবে বার বার ॥
আর যেন আমা সবে না কর বর্জ্জন।
নয়ন না হেরে যেন তব অদর্শন ॥ ১৩১
এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়া শ্রবণ।
প্রসন্না হইয়া দেবী কহেন তখন ॥
অভিমত বর লহ ওহে সুরপতি।
তোমার উপরে তুষ্ট হইয়াছি অতি ॥
দেবরাজ কহে শুন জগত জননী।
যদি তুষ্ট আমা প্রতি হয়ে থাক তুমি ॥
পরিত্যাগ নাহি করো কভু ত্রিভুবন।
আরো এক নিবেদন করহ শ্রবণ ॥
মম কৃত স্তব যেই পড়িবে সাদরে।
আশ্রয় করিবে তুমি সদত তাহারে ॥

এত শুনি লক্ষ্মী কহে শুনহ রাজন্।
কভু না ছাড়িব আমি এ তিন ভুবন ॥
প্রাতঃকালে স্তব পাঠ যে জন করিবে।
তার সর্ব্ব মনোরথ অবশ্য পুরিবে ॥
এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয়া জগত-জননী।
খ্যাতিগর্ভে জন্ম লভে ওহে মহামুনি ॥
একবার অন্তর্হিত হয়ে তার পরে।
পুনশ্চ জনম লভে ক্ষীরোদসাগরে ॥ ১৪০
যবে যবে অবতীর্ণ হন নারায়ণ।
সহায়া হইয়া দেবী লভেন জনম ॥
বামন আকারে যবে হন চিন্তামণি।
পদ্ম হ'তে সমুৎপন্ন হয়েন জননী ॥
ভৃগুরামরূপী যবে হন নারায়ণ।
ধরণীরূপেতে লক্ষ্মী লভেন জনম ॥
রামরূপ দেবদেব ধরিলে সংসারে।
লক্ষ্মী দেবী লভে জন্ম জানকী আকারে ॥
কৃষ্ণরূপে যবে ভূমে আসে নারায়ণ।
রুক্মিণী রূপেতে দেবী লভেন জনম ॥
এইরূপে ভগবান দেবরূপী হ'লে।
দেবমূর্ত্তি লক্ষ্মী দেবী ধরে সেই কালে ॥
মনুষ্য মূরতি যবে হন নারায়ণ।
মানবী আকার দেবী ধরেন তখন ॥
কমলার জন্ম যদি অধ্যয়ন করে।
অথবা শ্রবণ করে ভক্তি সহকারে ॥
কমলা অচলা রহে তাহার বসতি।
লক্ষ্মী-আবির্ভাব তথা রহে নিরবধি ॥
তিন কুল সমুজ্জ্বল করে সেই জন।
যাহার গৃহেতে হয় পঠন শ্রবণ ॥
প্রতিদিন যদি পড়ে ভক্তি সহকারে।
কভু নাহি লক্ষ্মী দেবী ছাড়েন তাহারে ॥
লক্ষ্মীর জনম আর পুনঃ অন্তর্দ্ধান।
কীর্ত্তন করিনু সব ওহে মতিমান্ ॥ ১৪৭

দশম অধ্যায়

ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণের বংশবিস্তার।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
জিজ্ঞাসিয়াছিনু যাহা তোমার সদন॥
সকলি বলিলে তুমি পরম যতনে।
নিবেদন করি পুনঃ তোমার চরণে॥
ভৃগু আদি যত ছিল তাপসনিকর।
তাহাদের বংশকথা কহ বিজ্ঞবর॥
পরাশর কহে শুন ওহে মহামুনে।
বলিতেছি সেই কথা শুন অবধানে॥
ভৃগুর ঔরসে আর খ্যাতির উদরে।
দুই পুত্র এক কন্যা জনমে সংসারে॥
ধাতা ও বিধাতা হয় পুত্রের আখ্যান।
লক্ষ্মী দেবী কন্যা হন খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
সেই কালে মেরু লভে যুগল নন্দিনী।
নিয়তি আযতি নাম ওহে মহামুনি॥
ধাতা সহ নিয়তির হৈল পরিণয়।
বিধাতা সহিত বিভা আয়তির হয়॥
ধাতার ঔরসে ক্রমে নিয়তি-উদরে।
প্রাণ নামে এক পুত্র জনমে সংসারে॥
মৃকুণ্ড নামেতে হয় আযতি নন্দন।
বিধাতা ঔরসে জন্ম ওহে মহাত্মন্॥
মৃকুণ্ডুর জন্মে পুত্র মার্কণ্ডেয় নাম।
বেদশিরা নামে পুত্র লভিলেন প্রাণ॥
ইহা ভিন্ন আরো পুত্র প্রাণের জনমে।
কৃতিমান্ আদি করি বিদিত ভুবনে॥
রাজবান নামে পুত্র লভে কৃতিমান।
বংশের তিলক ইনি খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
রাজবান হ'তে ভৃগুবংশের বিস্তার।
হয়েছে সংসারমাঝে ওহে গুণাধার॥
ভৃগুবংশবিবরণ করিনু কীর্ত্তন।
মরীচিবংশের কথা করহ শ্রবণ॥
পৌর্ণমাস নামে পুত্র মরীচির হয়।
সম্ভূতির গর্ভে জন্মে সেই মহোদয়॥

পৌর্ণমাস লভে ক্রমে যুগল নন্দন।
বিরজা সর্ব্বগ নাম জানে সর্ব্বজন॥
ইহাদের বংশকথা কহিব ক্রমেতে।
অঙ্গিরার বংশ এবে শুন একচিতে॥
স্মৃতি নাম্নী রূপবতী অঙ্গিরা-রমণী।
প্রসব করেন তিনি পাঁচটি নন্দিনী॥
সিনীবালী কুহূ রাকা অনুমতি আর।
অনসূয়া এই পাঁচ ওহে গুণাধার॥
অনসূয়া সহ বিভা অত্রি ঋষি করে।
তিন পুত্র জন্মে ক্রমে তাহার উদরে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র সোম নাম দুর্ব্বাসা দ্বিতীয়।
দত্তাত্রেয় মহামতি জানিবে তৃতীয়॥
পুলস্ত্যের পত্নী ছিল প্রীতি অভিধান।
তাহার উদরে জন্মে দম্ভোলি ধীমান॥
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূরব জনমে।
দম্ভোলি বিখ্যাত অগস্ত্য আখ্যানে॥
ক্ষমা নাম্নী রূপবতী পুলহরমণী।
তিন পুত্র ক্রমে ক্রমে প্রসবিল ধনী॥
কর্দ্দম অবরীয়ান সহিষ্ণু আখ্যান।
এই তিন পুত্র খ্যাত ওহে মতিমান॥
ক্রতুর ঘরণী ছিল নামেতে সন্নতি।
বালখিল্য ঋষিগণ তাঁহার সন্ততি॥
ঊর্দ্ধরেতা মহাতেজা এই ঋষিগণ।
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেহ করেন ধারণ॥ ১-১২
বশিষ্ঠ-ঔরসে আর ঊর্জ্জার উদরে।
সপ্ত পুত্র ক্রমে ক্রমে নিজ জন্ম ধরে॥
রজ গাত্র ঊর্দ্ধবাহু অনঘ বসন।
সুতপা ও শুক্র এই সাতটী নন্দন॥
ইহারা তৃতীয় মন্বন্তরের সময়।
সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত ছিল মহোদয়॥
সর্ব্ব-অগ্রে দেবদেব ব্রহ্মা পদ্মযোনি।
সৃজন করেন পুত্র সে অগ্ন্যভিমানী॥
সেই পুত্র স্বাহাগর্ভে যত্ন সহকারে।
ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র উৎপাদন করে
পাবক ও পাবমান শুচি তার পর।
এই তিন পুত্র হয় ওহে বিজ্ঞবর॥

ইহারা প্রত্যেকে লভে পোনের নন্দন।
পঞ্চচত্বারিংশ হয় এই সে কারণ॥
একোনপঞ্চাশ অগ্নি এইরূপে হয়।
শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে মহোদয়॥
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ আদি পিতৃগণ।
স্বধাগর্ভে দুই কন্যা করেন সৃজন॥
মেনা ও বৈধারিণী কন্যার আখ্যান।
অনূঢ়া হইয়া দোঁহে করে অবস্থান॥
ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধরি দুই জ্ঞানবতী।
চিরদিন মনসুখে করেন বসতি॥
যেরূপে লভয়ে পুত্র দক্ষ কন্যাগণ।
সকলি তোমার পাশে করিনু কীর্ত্তন॥
শ্রবণ করিলে ইহা শ্রদ্ধা সহকারে।
পুত্রহীন নাহি হয় এ ভবসংসারে॥১৩-২৭

একাদশ অধ্যায়।

ধ্রুবোপাখ্যান।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
স্বায়ম্ভুব মনু লভে যুগল নন্দন॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদ দোঁহাকার নাম।
শুনিয়াছ পূর্ব্বে ইহা ওহে মতিমান্॥
উত্তানপাদের এবে শুনহ চরিত।
দুই নারী ছিল তাঁর জগতে বিদিত॥
সুনীতি সুরুচি হয় দোঁহার আখ্যান।
সুরুচিতে কিন্তু রত রাজা মতিমান্॥
কালক্রমে ধ্রুব জন্মে সুনীতি উদরে।
উত্তম সুরুচিগর্ভে জনমিল কালে॥
প্রেয়সীর গর্ভজাত উত্তম নন্দন।
এ হেতু রাজার হয় অতি প্রিয়তম॥
সুরুচির প্রীতি হেতু সদা নরপতি।
উত্তমেরে কোলে লয়ে করেন বসতি॥
এক দিন সিংহাসনে বসিয়া রাজন।
উত্তমেরে অঙ্কোপরি করিয়া স্থাপন॥
নানামতে মনসুখে করেন আদর।
হেনকালে আসে ধ্রুব নৃপতি-গোচর॥
শিশুমতি ধ্রুব আসি পিতার সদনে।
বাসনা করয়ে হৃদে অঙ্কে আরোহণে॥
ধ্রুবের এতেক ভাব করি দরশন।
কারুণ্যরসেতে ভাসে নৃপতির মন॥
প্রেয়সী সুরুচি কিন্তু আছিল সেখানে।
ধ্রুবেরে না কোলে নিল এই সে কারণে॥
প্রিয়ার ভয়েতে নাহি করিল আদর।
শিশুর বাসনা উঠে অঙ্কের উপর॥
ধ্রুবেরে উৎসুক হেরি সুরুচি তখন।
গর্ব্বিত বচনে কহে করি সম্বোধন॥
মম গর্ভে নহে শিশু তোমার জনম।
তবে কেন হেন আশা কর অকারণ॥
মম পুত্র যেই ক্রোড় করেছে আশ্রয়।
তব উপযুক্ত তাহা কভু নাহি হয়॥
তোমারে নেহারি আমি নিতান্ত অজ্ঞান।
সে হেতু দুরাশা কর অবোধ সন্তান॥
রাজপুত্র বট তুমি নাহিক সংশয়।
মম গর্ভে নহে কিন্তু তোমার উদয়॥
অট্টালিকা রাজ্য আদি আর সিংহাসন।
যাহা কিছু তুমি শিশু করিছ দর্শন॥
মম পুত্র অধিকারী জানিবে সবার।
দাঁড়ায়ে বিফলে কষ্ট কেন পাও আর॥
দুর্ল্লভ আশার বশ হও কি কারণ।
মম পুত্র সম কেন করেছ মনন॥
জনম ধরেছ তুমি সুনীতি উদরে।
মনে কি পড়ে না তাহা বলহ আমারে॥
সুরুচির হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কোপে দুঃখে সমাকুল হইয়া নন্দন॥
পিতার নিকট হ'তে কাঁদিতে কাঁদিতে
উপনীত হয় আসি জননী-পাশেতে॥
রোষেতে বিষাদ তার কাঁপিছে অধর।
সুনীতি পুত্রেরে হেরি এরূপ কাতর
অঙ্কের উপর তারে করিয়া ধারণ।
মধুর বচনে কহে করি সম্বোধন॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।

কেন এত রোষাকুল নেহারি তোমারে ।
ব্যাকুল হয়েছ কেন আপন অন্তরে ॥
তোমা ধনে অনাদর কৈল কোন্ জন ।
বল তাহা বিবরিয়া আমার সদন ॥
তব পাশে অপরাধ যদি কেহ করে ।
রাজার অবজ্ঞা হয় জানিবে অন্তরে ॥
এরূপে প্রবোধ কত দিলেন সুনীতি ।
দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করে ধ্রুব মহামতি ॥
রোদন করেন কত বিষণ্ণবদনে ।
ধীরে ধীরে কহে পরে আকুল লোচনে ॥
সুরুচি বলিয়াছিল যেরূপ বচন ।
জননী-সকাশে তাহা করে নিবেদন ॥
পুত্রের বিষাদ ভাব দেখিয়া নয়নে ।
সপত্নীর কটু বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ॥
শোকাবেগ সম্বরিতে নারিল সুনীতি ।
নয়ন সলিলে ক্রমে ভাসে বসুমতী ॥
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে পরে গদগদ বচনে ।
সম্বোধিয়া কহে সতী ধ্রুব পুত্রধনে ॥
শুন শুন বৎস এবে আমার বচন ।
সুরুচি বলেছে কটু ওরে বাছাধন ॥
হতভাগ্য বলিয়াছে তোমা হেন ধনে ।
মিথ্যা নহে সেই কথা কহি তব স্থানে ॥
সংসার মাঝারে যারা হয় পুণ্যবান ।
না বিঁধে তা সবে কভু শত্রুবাক্যবাণ ॥
শত্রুর কটূক্তিরূপ দারুণ যাতনা ।
কভু কোন কালে বাছা তাহারা সহে না
অতএব পরিতাপ নাহি কর আর ।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-ফল ভুঞ্জ অনিবার ॥
যেমন করেছ কর্ম্ম পূবব-জনমে ।
সেইরূপ ফলভোগ করহ এক্ষণে ॥
জন্মার্জ্জিত পাপ পণ্য কে করে লঙ্ঘন ।
লঙ্ঘিতে কাহার সাধ্য বল বাছাধন ॥
জন্মার্জ্জিত পুণ্য যদি থাকে বিদ্যমান ।
সিংহাসন ছত্র গজ পায় সে ধীমান্ ॥
ঐশ্বর্য্যের অধিকারী সেই জন হয় ।
এত ভাবি হও বৎস প্রশান্ত হৃদয় ॥

সুরুচি বিস্তর পুণ্য করেছে অর্জ্জন ।
সে হেতু রাজার প্রিয়া হয়েছে এখন ॥
পুণ্যশীল উত্তমেরে ধরেছে উদরে ।
ভাগ্যহীনা আমি বাছা এ ভব সংসারে ॥
পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছি না জানি ।
কিসে হ'ল প্রিয়তমা রাজার রমণী ॥
মম সম ভাগ্যহীনা যেই নারীজন ।
রাজার প্রেয়সী সেই হয় কি কখন ॥
মন্দভাগ্য তুমি বাছা এ ভব-সংসারে ।
সে হেতু ধরেছ জন্ম আমার উদরে ॥
অতএব শোকাকুল নাহি হও আর ।
জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভুঞ্জ অনিবার ॥ ২০
বুদ্ধিমান যারা হয় এ বিশ্বসংসারে ।
সর্ব্ব অবস্থাতে তাঁরা সন্তুষ্ট অন্তরে ॥
সুরুচির বাক্যে যদি হয়েছ কাতর ।
তবে মম কথা শুন ওরে গুণধর ॥
সর্ব্বভূতহিতকামী হয়ে সর্ব্বক্ষণ ।
সুশীল সতত হয়ে ধর্ম্মপরায়ণ ॥
সর্ব্বফলপ্রদ পুণ্য করিতে সঞ্চয় ।
অনুক্ষণ হও বৎস সযত্ন হৃদয় ॥
মনে ভাবি দেখ বাছা সলিল যেমন ।
নিম্নস্থান পেলে করে আশ্রয় গ্রহণ ॥
সম্পদ সেরূপ বাছা জানিবে অন্তরে ।
নম্র হ'লে সেই পাত্রে সমাশ্রয় করে ॥
উপদেশ যদি দিল এরূপে সুনীতি ।
সম্বোধিয়া তাঁরে কহে ধ্রুব মহামতি ॥
সান্ত্বনা কারণ মাতঃ তুমি গো আমারে ।
উপদেশ দিলে বটে বিহিত প্রকারে ॥
কিন্তু মা ধারণে তাহা না হই সক্ষম ।
বিদীর্ণ করিছে হৃদি সুরুচি বচন ॥
এখন নিবেদি মাতঃ তোমার চরণে ।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট পূজ্য যাহা এ বিশ্ব ভুবনে ॥
সে পরম পদ লাভ যেইরূপে হয় ।
করিব সে চেষ্টা আমি জানিবে নিশ্চয় ॥
যদ্যপি রাজার প্রিয়া সুরুচি উদরে ।
নাহি জন্মি জন্মিয়াছি তোমার জঠরে ॥

তথাপি প্রভাব মাতঃ দেখিবে আমার।
উত্তম লভুক রাজ্য সিংহাসন আর ॥
কিছুই আপত্তি মম নাহিক তাহাতে।
অন্যদত্ত রাজ্যভোগ নাহি বাঞ্ছি চিতে ॥
যে পদ লভিতে পিতা না হন সক্ষম।
সে দুর্ল্লভ পদ পাব করিয়া যতন ॥
নিজ কর্ম্মবলে তাহা লভিব নিশ্চয়।
ইথে কিছু হৃদে মাগো করোনা সংশয় ॥
এত বলি জননীরে ধ্রুব মহামতি।
বিদায় লইযা ক্রমে করিলেন গতি ॥
নগবের বহির্ভাগে করিযা গমন।
পশিলেন একচিত্তে গহন কানন ॥
ইতিপূর্ব্বে অত্রি আদি সপ্তর্ষিমণ্ডল।
এ ঘটনা হৃদিমাঝে করিযা গোচর ॥
ধ্রুবের উপরে কৃপা করিবার তরে।
আসিযাছিলেন সবে কানন ভিতরে ॥
এ হেতু অধিক কষ্ট ধ্রুব নাহি পায়।
বনমাঝে ঋষিগণে দেখিবারে পায ॥
একান্তে বিস্তৃত করি কুশের আসন।
তদুপরি স্থাপি কৃষ্ণাজিন আস্তরণ ॥
উপবিষ্ট আছে সবে প্রসন্ন বদনে।
ধ্রুব গিয়া ভক্তিভাবে বন্দিল চরণে ৩০
প্রণমিযা করপুটে কহিল তখন।
শুন শুন নিবেদন মহাশযগণ ॥
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মম নাম।
জননী সুনীতি মম খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
নিতান্ত নির্ব্বেদ মম জন্মেছে অন্তরে।
এ হেতু এসেছি আমি কানন্ন ভিতরে ॥
আপনা সবারে আমি করিনু আশ্রয়।
কৃপা কর মম প্রতি হইযা সদয় ॥
ধ্রুবের এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সম্বোধিযা কহে তাঁরে সপ্ত ঋষিগণ ॥
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু তুমি হে কুমার।
এ হেন বযসে কিবা নির্ব্বেদ তোমার ॥
বিশেষতঃ পিতা তব আছে বিদ্যমান।
কিছুমাত্র চিন্তা তব নাহি মতিমান্ ॥

আকার তোমার বৎস নেহারি যেমন।
পীড়িত বলিয়া তাহে নাহি লয় মন ॥
বন্ধুর বিয়োগে যদি হ'তে হে কাতর।
থাকিত না তাহা হ'লে মূর্ত্তি মনোহর ॥
অতএব কিবা তব নির্ব্বেদ-কারণ।
প্রকাশ করিয়া কহ নৃপতি নন্দন ॥
মহর্ষিরা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে।
বলিলেন ধ্রুব সব তাঁদের গোচরে ॥
বিমাতার কটুবাক্য করি নিবেদন।
জননীর উপদেশ করিল কীর্ত্তন ॥
সমুদায় পরিজ্ঞাত হয়ে ঋষিগণ।
বিষাদ-সলিলে সবে হয নিমগন ॥
কহিতে লাগিল তারা সবে পরস্পর।
ক্ষত্রিয জাতিব কিবা তেজ ভয়ঙ্কর ॥
পঞ্চমবর্ষীয এই ক্ষত্রিয়-নন্দন।
কটুবাক্য সহিবারে না হয় সক্ষম ॥
এত বলি সম্বোধিয়া রাজার কুমারে।
কহিলেন শুন শিশু বলি হে তোমারে ॥
নির্ব্বেদ লভিযা তুমি যেই বাঞ্ছা করি।
আসিযাছ বনমাঝে কহ ব্যক্ত করি ॥
সাধ্যমত সহায়তা করিব তোমার।
সন্দেহ হ'তেছে আরো দেখিয়া আকার ॥
কিছু যেন জিজ্ঞাসিতে করিছ মনন।
বল বল কিছু নাহি ভযের কারণ ॥
নিঃশঙ্ক অন্তরে কহ নিজ অভিলাষ।
কোন ভয় নাহি বৎস করহ প্রকাশ ॥
এত শুনি ধ্রুব কহে ওহে ঋষিগণ।
ঐশ্বর্য্যে বাসনা মম না আছে কখন ॥
রাজ্যলাভে ইচ্ছা কভু নাহিক অন্তরে।
বাসনা আমার যাহা কহি সবাকারে ॥
সর্ব্বলোক সুদুর্ল্লভ পরম যে স্থান।
সে পদ লভিতে বাঞ্ছা ওহে মতিমান ॥ ৪০
সে পরম পদ আমি যেইরূপে পাই।
তাহার উপায় কর তোমরা গোঁসাই ॥
অনুকূল হয়ে সবে আমার উপরে।
উপায় নির্দ্দেশ কর নিবেদি সবারে ॥

মহর্ষি মরীচি শুনি ধ্রুবের বচন ।
মধুর ভাষণে কহে করি সম্বোধন ॥
হরি আরাধনা বিনা সে পরম স্থান ।
কভু নাহি লাভ হয় ওহে মতিমান্ ॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ ।
হরি আরাধনে চিত্ত কর নিয়োজন ॥
অত্রি ঋষি সম্বোধিয়া কহেন ধ্রুবেরে ।
ওহে রাজসুত বলি শুনহ তোমারে ॥
হরিরে সন্তুষ্ট করে যেই মহাত্মন্ ।
অক্ষয় লোকেতে সেই করয়ে গমন ॥
মহর্ষি অঙ্গিরা বলে শুনহ কুমার ।
ভগবান বিষ্ণু হন সর্ব্বলোকসার ॥
ব্যাপিয়া আছেন তিনি এ ভব-সংসারে ।
শ্রেষ্ঠলোক লাভে বাঞ্ছা থাকিলে অন্তরে ॥
আরাধনা কর তাঁর নৃপতি নন্দন ।
মনোরথ হবে সিদ্ধ আমার বচন ॥
পুলস্ত কহেন শুন ওহে মহামতি ।
পরব্রহ্মরূপ বিষ্ণু সবাকার পতি ॥
তাঁর আরাধনা করে যেই মহাত্মন্ ।
মোক্ষপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
ক্রতু বলে শুন বৎস রাজার কুমার ।
যজ্ঞীয় পুরুষ সেই হরি গুণাধার ॥
পরব্রহ্ম বলি তাঁরে চিন্তে যোগিগণ ।
অসাধ্য কি থাকে তাঁর করিলে সেবন ॥
পুলহ কহেন শুন ধ্রুব মহামতি ।
ইন্দ্রদেব দেবরাজ যিনি শচীপতি ॥
হরি আরাধনা করি সেই দেবরাজ ।
ইন্দ্রত্ব লভিয়াছেন অমর-সমাজ ॥
একান্ত অন্তরে তুমি ওহে মহাত্মন্ ।
সেই হরি আরাধনে হও নিমগন ॥
বশিষ্ঠ কহেন শুন ওহে মহামতি ।
হরি আরাধনা করে যে জন সুমতি ॥
দুর্ল্লভ কিছুই নাহি জগতে তাহার ।
পরম দুর্ল্লভ পদ করতলে তার ॥
এইরূপ উপদেশ করিয়া শ্রবণ ।
রাজসুত ধ্রুব কহে করি সম্বোধন ॥

নিবেদন ঋষিগণ সবার চরণে ।
কৃপা করি উপদেশ দিলে এইক্ষণে ॥
কিন্তু এক কথা বলি ওহে ঋষিগণ ।
কিরূপেতে আরাধিব সেই নারায়ণ ॥
কিরূপে তাঁহারে বল তুষিবারে হয় ।
উপদেশ দিয়া কর কৃতার্থ হৃদয় ॥ ৪১-৫
ধ্রুব যদি এইরূপ কহিল বচন ।
সম্বোধিয়া কহে তারে সপ্ত ঋষিগণ ॥
যেইকালে আরাধনা করিবে হরিরে ।
বলিতেছি সেই কথা তোমার গোচরে ।
বিষ্ণুদেবে আরাধিতে হইলে মনন ।
প্রথমে তাঁহাতে চিত্ত করি সমর্পণ ॥
ধ্যান করিবেক তাঁরে এ মন্ত্র উচ্চারি ।
"হিরণ্যগর্ভ পুরুষ তুমি ওহে হরি ॥
বাসুদেব তুমি শুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ ।
সবার সমান তুমি অব্যক্ত স্বরূপ ॥
নমস্কার তোমা প্রভু করি বার বার ।"
এরূপ পড়িবে মন্ত্র ওহে গুণাধার ॥
তব পিতামহ মনু স্বায়ম্ভুব যিনি ।
এই মন্ত্র জপ সদা করিতেন তিনি ॥
তাহে তুষ্টি লাভ করি বিষ্ণু সনাতন ।
মহাসিদ্ধি মনুবরে করেন অর্পণ ॥
অতএব সেই মন্ত্র জপ গুণধর ।
অবশ্য হবেত প্রীত দেব গদাধর ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

—০—

ধ্রুবের তপস্যা ও বরলাভ ।

এইরূপ উপদেশ করিয়া শ্রবণ ।
মহামতি ধ্রুব যিনি রাজার নন্দন ॥
ভক্তিভরে প্রণমিয়া সবার চরণে ।
ধীরে ধীরে উপনীত যমুনা-পুলিনে ॥

---

* মন্ত্র যথা—হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে ।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে ।

যমুনার তীরবর্ত্তী দিব্য মধুবন
সেই বনে প্রবেশিল ধ্রুব মহাত্মন্ ॥
মধু নামে দৈত্য পূর্ব্বে ছিল সেই স্থানে।
মধুবন নাম তাই হয়েছে ভুবনে ॥
বলিষ্ঠ শত্রুঘ্ন দশরথের কুমার।
মধুসুত লবণেরে করিয়া সংহার ॥
স্থাপন করেন তথা মথুরা নগরী।
অধিষ্ঠান করে তথা নিরন্তর হরি ॥
হরি অধিষ্ঠান হেতু মথুরা নগর।
পাপহর তীর্থ বলি খ্যাত চরাচর ॥
সেই স্থানে রাজসুত ধ্রুব মহামতি।
একাগ্র অন্তরে সদা করি অবস্থিতি ॥
সপ্তর্ষিগণের পূর্ব্ব উপদেশমতে।
আরম্ভে কঠোর তপ ঐকান্তিক চিতে ॥
তপস্যা যখন করে ধ্রুব মহাত্মন্।
অন্তরে নেহারে যেন প্রভু নারায়ণ ॥
মনে মনে হেন বোধ করে মহামতি।
হৃদিমাঝে শোভে যেন গোলকের পতি ॥
এইরূপে ধ্যানে মগ্ন একান্ত হইলে।
নারায়ণ প্রীত হযে তাহার উপরে ॥
বিশ্বরূপ অবিলম্বে করিযা ধাবণ।
ধ্রুবের হৃদযে আসি দিল দরশন ॥
বসুমতী আর সহ্য করিতে নারিল।
ঘন ঘন অবিরত কাঁপিতে থাকিল ॥
বামপদে ভর করি ধ্রুব মহামতি।
বসুধা উপরে যবে করে অবস্থিতি ॥
ধরার অর্দ্ধাংশ নত সেইকালে হয়।
কার সাধ্য সেই ভার অবহেলে সয় ॥
দক্ষিণ পদেতে ভর দেয যেই কালে।
অন্য অর্দ্ধ নত হয়ে সেই কালে পড়ে ॥
অঙ্গুষ্ঠ উপরে ভর করি তার পর।
দাঁড়ায়ে তপস্যা করে ধ্রুব গুণধর ॥
সেইকালে ধরা সতী সহিবারে নারি।
বিচলিত হ'তে থাকে সহ যত গিরি ॥১-১০
নদ নদী আদি করি আর যে সাগর।
ক্ষোভিত হইয়া উঠে ক্রমে চরাচর ॥

ধরার অবস্থা দেখি যত দেবগণ।
নিতান্ত শঙ্কিত হয়ে করেন চিন্তন ॥
যাম নামা দেবগণ ভাবিয়া অন্তরে।
সঙ্গে করি যত উপদেবতা সকলে ॥
ইন্দ্র সহ পরামর্শ করি তার পর।
উপনীত হয় আসি ধ্রুবের গোচর ॥
ধ্রুবের সমাধি ভঙ্গ করিবার তরে।
নানামতে চেষ্টা করে বিহিত প্রকারে ॥
মহাত্মা ধ্রুবের মাতা ধর্ম্মিষ্ঠা সুনীতি।
পুত্রের সহিতে সদা করিতেন স্থিতি ॥
পুত্রের যাবত কার্য্য করি দরশন।
কঠোর তপেতে তাবে দেখি নিমগন ॥
অশ্রুপূর্ণ মুখে তাঁরে সম্বোধিয়া পরে।
কহিলেন শুন বৎস বলি হে তোমারে ॥
করিছ দারুণ তপ ওরে বাছাধন।
ইহাতে হ'তেছে তব শরীর পতন ॥
অতএব ক্ষান্ত হও বচনে আমার।
বহু দুঃখে লভিয়াছি তোমা গুণাধার ॥
অনাথা আমার মত কে আছে সংসারে।
অভাগিনী আমি পুত্র জানিবে অন্তরে ॥
নিযত সস্নেহে হেরি তব দিব্য রূপ।
একমাত্র তুমি অবলম্বন স্বরূপ ॥
বিমাতার কটুবাক্য করিযা শ্রবণ।
মোরে ত্যাগ করা নহে উচিত কখন ॥
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু তুমি রে তনয়।
তপস্যার সমুচিত নহেত সময় ॥
নিষ্ফল নির্ব্বন্ধ ত্যাগ কর শিশুমতি।
গৃহে ফিরি মম বাক্যে কর অবস্থিতি ॥
বাল্যকালে ক্রীড়া করে যত শিশুগণ।
তার পর গুরুপাশে করি অধ্যয়ন ॥
বিনয় সম্ভোগ করে অধ্যয়ন পরে।
সম্ভোগান্তে তপ করে ভক্তি সহকারে ॥
মানবের রীতি এই ওরে বাছাধন।
তবে কেন তুমি তপ কর আচরণ ॥
তপে কিবা প্রযোজন ক্রীড়ার সময়ে।
মোরে হত্যা করা কি রে বাসনা হৃদয়ে ॥

তুমি মম পুত্র হও ওরে বাছাধন।
আমারে সন্তুষ্ট রাখা তোমার ধরম ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাই তোমার।
বয়সের যোগ্য কর্ম্ম কর গুণাধার ॥
মোহবশ হয়ে তুমি দুরূহ করমে।
প্রবৃত্ত হ'য়েছ বল কিসের কারণে ॥
যদি তুমি মম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কঠোর তপস্যা ত্যাগ না কর এখন ॥
তোমার সমক্ষে প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়।
বিবেচিয়া কর যাহা উচিত যা হয় ॥১১-২১
এরূপে বিলাপ করে সুনীতি সুন্দরী।
ধ্রুব নাহি চাহে কিন্তু একবার ফিরি ॥
তপেতে নিমগ্ন আছে ধ্রুব মহোদয়।
একাগ্র হইয়া আছে তাহার হৃদয় ॥
দেখিয়া দেখিতে নাহি পায় জননীরে।
আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে শুন হেনকালে ॥
অসংখ্য রাক্ষসদল বিকৃত আকার।
অস্ত্র করে আসে সবে অভিমুখে তাঁর ॥
তাঁহা দেখি ভীতা হয়ে সুনীতি সুন্দরী।
ধ্রুবে কহে মিষ্টভাষে সম্বোধন করি ॥
দেখ দেখ বৎস অই কর দরশন।
ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা করে আগমন ॥
অস্ত্র শস্ত্র সমুদ্যত করি সবে করে।
ভয়ঙ্কর বেশে সব আসে এই স্থলে ॥
অতএব ত্বরা করি উঠ বাছাধন।
এ স্থান ত্যজিয়া শীঘ্র কর পলায়ন ॥
এত বলি ভীতা হয়ে সুনীতি সুন্দরী।
পলায়ন করে ত্বরা তথা পরিহরি ॥
সেইকালে রাক্ষসেরা করি আগমন।
অগ্নিব্যাপ্ত মুখে আসি ধ্রুবের সদন ॥
অস্ত্র শস্ত্র সঞ্চালন করে দ্রুতগতি।
নিক্ষেপিল কত অস্ত্র ভীষণ মূরতি ॥
ঘোররূপা শিবাগণ করি আগমন।
চতুর্দ্দিক বেড়ি করে ধ্রুবেরে বেষ্টন ॥
অগ্নিশিখাময় মুখ করিয়া ব্যাদান।
ভয়ঙ্কর শব্দ সবে করে অবিরাম ॥

"বধ কর বধ কর করহ ছেদন।
মার মার কাট কাট করহ ভক্ষণ ॥"
এরূপ চীৎকার করে রাক্ষসের দল।
ভয় হয় হৃদে শুনি সে বিকৃত স্বর ॥
সিংহ ব্যাঘ্র রূপ সবে করিয়া ধারণ।
ধ্রুবেরে নিয়ত করে ভয় প্রদর্শন ॥
এইরূপে ঘটে কত ভীষণ ব্যাপার।
ধ্রুব নাহি টলে কিন্তু কিবা চমৎকার ॥
তপেতে নিবিষ্টচেতা আছে শিশুমতি।
বিষ্ণুরূপ দরশন করে নিরবধি ॥
কিছুতে সমাধিভঙ্গ না হয় তাঁহার।
কাজে কাজে যত মায়া হইল সংহার ॥ ৩১
ধ্রুবের কঠোর তপে যত দেবগণ।
একান্ত সন্তপ্ত হয়ে উঠিল তখন ॥
বিশ্বের কারণ সেই হরির গোচরে।
উপনীত হয়ে স্তব করে ভক্তিভরে ॥
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্।
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহাত্মন ॥
কঠোর তপস্যা করে থাকি মধুবনে।
অতীব সন্তপ্ত তাহে আমরা এক্ষণে ॥
অতএব তোমা প্রভু লভিনু শরণ।
রক্ষা কর কৃপা করি ওহে ভগবন্ ॥
কলাযোগে চন্দ্র যথা দিন দিন বাড়ে।
ধ্রুবও বাড়িছে তথা তপস্যার জোরে ॥
ঊর্দ্ধপথে দিন দিন উঠিছে সুমতি।
তপ হেরি হৃদিমাঝে জন্মিয়াছে ভীতি ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু নিবার তাহারে।
কৃপা করি রক্ষা কর আমা সবাকারে ॥
দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁহাদিগে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ ॥
নাহি ভয় নাহি ভয় অমর নিকর।
ইন্দ্রত্ব না বাঞ্ছা করে ধ্রুব গুণধর ॥
সূর্য্যত্ব বা কুবেরত্ব নাহি সেই চায়।
তাহার বাসনা পূর্ণ করিব ত্বরায় ॥
নিরুদ্বেগে যাও সবে নিজ নিজ স্থান।
এত বলি করে প্রভু বিদায় প্রদান ॥

এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
স্বয়া দেবগণ করিল গমন ॥ ৩৩-৪০
ধ্রুবের তপস্যা হেরি গোলোকের পতি।
চতুর্ভুজ রূপে দেখা দেন দ্রুতগতি ॥
তপে তুষ্ট নারায়ণ দিয়া দরশন।
কহিলেন সম্বোধিয়া ওরে বাছাধন ॥
বিষয় বাসনা ত্যাগ করি নিরন্তর।
তপেতে নিমগ্ন আছ হয়ে একান্তর ॥
ইহাতে পরম প্রীতি লভিয়াছি আমি।
অভিমত বর এবে লহ গুণমণি ॥
প্রীতিপূর্ণ হরিবাক্য করিয়া শ্রবণ।
নয়ন মেলিয়া দেখে ধ্রুব মহাত্মন্ ॥
শঙ্খচক্রগদাধারী কিরীটী মুরারি।
যে জন ছিলেন হৃদে দিবাবিভাবরী ॥
তিনি বিরাজিত আসি সম্মুখে এখন।
আহ্লাদে উন্মত্ত হেরি ধ্রুব মহাত্মন্ ॥
রোমাঞ্চিত কলেবর হয়ে সেইক্ষণে।
স্তুতিবাদ আরম্ভিল দেব নারায়ণে ॥
ওহে ভগবন্ প্রভু করি নিবেদন।
নিতান্ত বালক আমি অতি অকিঞ্চন ॥
কিরূপে তোমার স্তব করিব না জানি।
মন কিন্তু উচাটন ওহে চিন্তামণি ॥
যদি তুষ্ট হয়ে থাক তপেতে আমার।
এই বর দেও তবে ওহে গুণাধার ॥
তব স্তব করিবারে শক্তি যেন পাই।
এই মাত্র মাগি ভিক্ষা জানিবে গোঁসাই ॥
এই তত্ত্ব নাহি জানে ব্রহ্মা আদি সবে।
বালক হইয়া বল জানিব কি তবে ॥
ভক্তিরসে অভিষিক্ত এবে মম মন।
তব স্তব করিবারে উৎসুক এখন ॥
কিছুতে সুস্থির নাহি আমার অন্তর।
জ্ঞানশক্তি দেও প্রভু তুমি গদাধর ॥ ১১-৫০
এরূপে বিনীতভাবে ধ্রুব মহাত্মন্।
অভিলাষ প্রকাশিলে প্রভুর সদন ॥
শঙ্খপ্রান্তভাগ দ্বারা দেবদেব হরি।
ধ্রুবেরে করিল স্পর্শ অতি দ্রুত করি ॥

শঙ্খস্পর্শমাত্র হৈল প্রসন্ন অন্তর।
দিব্যজ্ঞান উপজিল চিত্তের ভিতর ॥
প্রণত হইয়া পরে করযোড় করি।
নারায়ণে করে স্তব ওহে মুর-অরি ॥
তুমি জল অগ্নি আর অনিল গগন।
পঞ্চভূত ও তন্মাত্র ইন্দ্রিয় ও মন ॥
মহতত্ত্ব অহঙ্কার আদিমা প্রকৃতি।
সকলি তুমিই নাথ ব্রহ্মাণ্ডের পতি ॥
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব ভিন্ন তোমা হ'তে নয়।
শুদ্ধ সূক্ষ্ম জগদ্ব্যাপী তুমি হে নিশ্চয় ॥
গুণসকলের তুমি সাক্ষার স্বরূপ।
পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ওহে বিশ্বরূপ ॥
বুদ্ধ্যাদি-অতীত তুমি আছ সর্ব্বভূতে।
ব্রহ্ম নামে অভিহিত তুমিই জগতে ॥
যোগিগণ চিন্তনীয় তুমি সর্ব্বময়।
সর্ব্বাত্মা তুমি গো দেব তুমি জগন্ময় ॥
অসংখ্য মস্তক তব অসংখ্য চরণ।
কে পারে গণিতে তব অসংখ্য নয়ন ॥
দশাঙ্গুলপবিমিত হৃদয়-গগনে।
অবস্থিত থাক বটে খ্যাত সর্ব্বস্থানে ॥
তথাপি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছ বিদ্যমান।
তুমি ভূত ভবিষ্যৎ তুমি বর্ত্তমান ॥
হইয়াছে তোমা হ'তে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
তোমা হ'তে ব্রহ্মা মনু লভেছে জনম ॥
পৃথিবীর অধঃ ঊর্দ্ধ যত কোন স্থানে।
বিরাজিত আছ তুমি জানে সর্ব্বজনে ॥
বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা তুমি ভূতের সৃজক।
সবার কারণ তুমি জগত-পালক ॥
ব্রহ্মাণ্ড তোমারি রূপ করিয়া ধারণ।
সবার নয়নে দৃশ্য হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ-নিকর।
তব অন্তর্গত বলি খ্যাত চরাচর ॥
সাম ঋক্ যজুর্ব্বেদ যজ্ঞ যজ্ঞানল।
যজ্ঞপশু হবনীয় পদার্থ-নিকর ॥
ছন্দ অশ্ব ছাগ মেষ ধেনু মৃগগণ।
মহিষাদি তোমা হ'তে লভেছে জনম ॥

বিষ্ণুপুরাণ,

জন্মিয়াছে বিপ্রগণ তোমার বদনে।
ক্ষত্রিয়েরা বাহু হ'তে জানে সর্ব্বজনে ॥
উরু হ'তে বৈশ্যগণ লভেছে জনম।
চরণ হইতে জন্মে যত শূদ্রগণ ॥
তব চক্ষু হ'তে জন্ম লভেছে ভাস্কর।
কর্ণ হ'তে বায়ু আর দিক্ দিগন্তর ॥
মন হ'তে চন্দ্রদেব লভেছে জনম।
মুখ হ'তে সমুৎপন্ন দেব হুতাশন ॥
আকাশমণ্ডল হয় নাভিদেশ হ'তে।
সমুৎপন্ন স্বর্গভূমি তোমার শিরেতে ॥
তব পদদ্বয় হ'তে উদ্ভব ধরার।
জগতের বীজ তুমি ওহে গুণাধার ॥
ক্ষুদ্র বীজমধ্যে যথা বট তরুবর।
অলক্ষিতভাবে থাকে ওহে গদাধর ॥
সেরূপ প্রলয়-কালে ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়।
তোমাতে প্রবিষ্ট হয় ওহে দয়াময় ॥
আবার ঐ ক্ষুদ্রবীজ অঙ্কুরিত হ'লে।
বটবৃক্ষ হয় যথা কাল সহকারে ॥
সৃষ্টির প্রারম্ভে তথা ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়।
তোমা হ'তে জন্মে পুনঃ ওহে গুণময় ॥
ত্বক্ পত্রে জড়ীভূত কদলী যেমন।
ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়া আছ তুমিও তেমন ॥
নির্গুণা সগুণা তব দ্বিবিধ শকতি।
নির্গুণা স্বরূপ তব ওহে বিশ্বপতি ॥
তোমা হ'তে ভিন্ন হয় সগুণা নিশ্চয়।
তুমি সৎ তুমি চিৎ সদানন্দময় ॥
তোমার নির্গুণা শক্তি একমাত্র হয়ে।
সৎরূপে সন্ধিনী নামে আছে পরিচয়ে ॥
সম্বিৎ রূপেতে আর আনন্দরূপেতে।
হ্লাদিনী আখ্যান ধরি রয়েছে তোমাতে
নির্গুণ পুরুষ হও তুমি ভগবন্।
সগুণা আশ্রয় তব না পায় কখন ॥
আনন্দদায়িনী কভু সগুণা শকতি।
তাপদাত্রী হয় কভু ওগো বিশ্বপতি ॥
আশ্রয় করিতে তোমা এই হেতু নারে।
গুণের বিকৃতি নাহি তোমার শরীরে ॥

কার্য্যকালে হও তুমি সকলস্বরূপ
কারণাবস্থাতে প্রভু তুমি একরূপ ॥
স্থূল সূক্ষ্ম মহাভূত আর চরাচর।
অদ্বিতীয় আদি তুমি ওহে গদাধর ॥
প্রকৃত পুরুষ তুমি স্বরাট সম্রাট।
অক্ষর তুমি গো নাথ তুমিই বিরাট ॥
যোগিগণ সদা ধ্যান করেন তোমারে।
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি জগত-সংসারে ॥
সর্ব্বরূপধারী তুমি ওহে দয়াময়।
তোমা হ'তে সমুদ্ভূত পদার্থ-নিচয় ॥
পদার্থস্বরূপ তুমি সবার ঈশ্বর।
তোমার মহিমা গায় নাহি হেন নর ॥
সবার হৃদয়ে তুমি করি অবস্থান।
হেরিতেছ সর্ব্ব দৃশ্য ওহে ভগবান ॥
কাহার মনের ভাব তব অগোচর।
অন্তর্য্যামী তুমি প্রভু খ্যাত চরাচর ॥
পুনঃ পুনঃ নতি করি তোমার চরণে।
মনোরথ কর পূর্ণ কৃপা বিতরণে ॥
এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়া শ্রবণ।
সম্বোধিয়া কহে ধ্রুবে দেব নারায়ণ ॥
যখন নয়নে বৎস হেরিলে আমারে।
তপস্যা হয়েছে পূর্ণ জানিবে অন্তরে ॥
কখন বিফল নহে আমার দর্শন।
আমার সাক্ষাৎ পায় যেই সাধুজন ॥
সমস্ত পদার্থ লাভ সে জনের হয়।
অতএব মাগ বর যাহা মনে লয় ॥
হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধ্রুব কহে সম্বোধিয়া ওহে ভগবন্ ॥
সবার ঈশ্বর তুমি সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।
তব অগোচর কিছু নাহি চিন্তামণি ॥
মনোরথ যাহা মম রয়েছে অন্তরে।
জানিতেছ তাহা তুমি হৃদয়-মাঝারে ॥
তবু তাহা বলিতেছি তব সন্নিধান।
অবহিতে শুন প্রভু ওহে গুণধাম ॥
যে পদার্থ লাভ হেতু দুর্ব্বিনীত মন।
বাসনা করিছে সদা ওহে ভগবন্ ॥

নিতান্ত দুর্লভ তাহা এ ভবসংসারে।
তথাপি নিবেদি প্রভু তোমার গোচরে ॥
প্রসন্ন যদ্যপি হও তুমি ভগবন্।
দুর্লভ হ'লেও তাহা পায় অকিঞ্চন ॥
তোমার প্রসাদে ইন্দ্র অমরের পতি।
অতুল ঐশ্বর্য্যভোগ করে নিরবধি ॥ ৫১-৮০
বিমাতা সুরুচি মম সমক্ষে পিতার।
কহিয়াছিলেন মোরে করি তিরস্কার ॥
"অরে রে নির্ব্বোধ শিশু আমার জঠরে।
জন্ম নাহি লভিয়াছ এ ভবসংসারে ॥
তবে কেন বৃথা আশা সিংহাসনে কর।
অধিকার নাহি তব ইহার উপর ॥
এ হেন নিষ্ঠুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সে কালে হৃদয় মম হৈল বিদারণ ॥
সেই হ'তে করিয়াছি বৈরাগ্য আশ্রয়।
বাসনা করেছি যাহা শুন দয়াময় ॥
সর্ব্বোত্তম সে পরম দিব্য যেই স্থান।
বিশ্বের আধার যাহা ওহে ভগবান ॥
সেই স্থান লাভ হয় যে হেন প্রকারে।
করিব পরম যত্ন একান্ত অন্তরে ॥
এই বাঞ্ছা হৃদিমাঝে আছে চিরকাল।
দয়া করি কর পূর্ণ ওহে গুণাধার ॥
কাতর বচনে ধ্রুব এরূপ বলিলে।
সান্ত্বনা করিয়া হরি কহেন তাহারে ॥
প্রার্থনা করিছ যাহা ওরে বাছাধন।
অবশ্য পাইবে তাহা আমার বচন ॥
এ জন্মে তপেতে তুষ্ট করিলে আমারে।
হেন বোধ নাহি করো আপন অন্তরে ॥
জন্মান্তরে তুমি মম করেছ সাধন।
তাহাতে সন্তুষ্ট আমি ছিনু সর্ব্বক্ষণ ॥
পূর্ব্বজন্মে ছিলে তুমি বিপ্রের কোঙর।
ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়ে ছিলে মম ভক্তিপর ॥
জনক-জননী-সেবা করিতে সর্ব্বদা।
তার পর ঘটে যাহা শুনহ একদা ॥
বন্ধুতা হইল তব রাজপুত্র সনে।
রাজপুত্র ধনবান আছিলেন ধনে ॥
বিপুল বিভব তাঁর করি দরশন।
নয়নে নেহারি তাঁর মূর্ত্তি মনোরম ॥
রাজপুত্র হ'তে বাঞ্ছা করেছিলে মনে।
জন্মিয়াছ রাজকুলে এই সে কারণে ॥
যে কুলে জন্মেছ তুমি ওরে বাছাধন।
সামান্য পুণ্যের ফল নহে তা কখন ॥
বিনা বরে হেন জন কে আছে ধরায়।
স্বায়ম্ভুব-বংশে জন্মে বলহ আমায় ॥
তব তপে তুষ্ট ছিনু পূরব জনমে।
মনুবংশে জন্মিয়াছ সেই সে কারণে ॥
একমনে মোরে যেই করে আরাধন।
মোক্ষপদ অবহেলে পায় সেই জন ॥
মন সমর্পণ যেই করয়ে আমারে।
স্বর্গ আদি অতি তুচ্ছ তাহার গোচরে
পরম পদের বাঞ্ছা হয়েছে তোমার।
লভিবে সে স্থান তুমি প্রসাদে আমার
ত্রিলোক অতীত স্থান যাহা উচ্চতর।
তথায় থাকিবে তুমি ওহে গুণধর ॥
নক্ষত্র গ্রহাদি তোমা করিবে আশ্রয়।
থাকিবে তোমার নিম্নে গ্রহ সমুদয় ॥
সপ্ত ঋষি দেবগণ রহে যেই স্থানে।
তাহার উপরে তুমি থাকিবে বিমানে ॥
দেবগণ মধ্যে কেহ চারিযুগ ধরি।
থাকিবেক সেই স্থানে সুখভোগ করি।
মন্বন্তর কাল রবে কোন কোন জন।
স্বল্পকাল রবে কিন্তু তুমি মহাত্মন্ ॥
তোমার জননী যিনি সুনীতি সুন্দরী।
থাকিবেন তব পাশে অবস্থান করি ॥
বর দান করিতেছি তব জননীরে।
তারকারূপিণী হয়ে সানন্দ আকারে ॥
করিবেন নিরন্তর বিমানেতে স্থিতি।
তার পর শুন শুন ওহে মহামতি ॥
প্রভাতে অথবা সন্ধ্যাকালে যেই জন।
তব নাম মনসুখে করিবে কীর্ত্তন ॥
পুণ্যলোকে যাবে তারা নাহিক সংশয়।
আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয় ॥৮-১ ৯৫

পরাশর কহে শুন ওহে মহামুনে।
এইরূপে বর লভি হরির সদনে॥
তদবধি ধ্রুব পায় সর্ব্বোত্তম স্থান।
যাহার সমান স্থান নাহি বিদ্যমান॥
সম্মান মহাত্ম্য তাঁর করি দরশন।
বিস্মিত হইয়াছিল দেবাসুরগণ॥
মহাত্মা ধ্রুবের তপ তপস্যার ফল।
কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য বিস্ময় আকার॥
ধ্রুবে অগ্রবর্ত্তী করি সপ্তর্ষিমণ্ডল।
বিমানেতে অবস্থিতি করে নিরন্তর॥
পুণ্যবতী নারী নাহি সুনীতি সমান।
কার সাধ্য তাঁর গুণ সদা করে গান॥
শ্রেষ্ঠ লোক লাভ করি সুনীতি সুন্দরী।
সুখে অবস্থিতি করে দিবাবিভাবরী॥
সে নারী আশ্রয়রূপা ত্রিলোকের হয়।
কহিনু ধ্রুবের কর্ত্তি ওহে মহোদয়॥
প্রতিদিন অধ্যয়ন করে যেই জন।
পাতক তাহার দেহে না থাকে কখন॥
অন্তিমে সে জন গিয়া অমর নগরে।
সম্মান ভাজন হয়ে অবস্থিতি করে॥
যেই জন এই কীর্ত্তি করে অধ্যয়ন।
স্থানভ্রষ্ট নাহি হয় সে জন কখন॥
পূর্ণমনোরথ হয়ে সেই মহামতি।
দীর্ঘকাল মহাসুখে করে অবস্থিতি॥ ১০২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—৫—

বেণরাজা ও পৃথুরাজের উপাখ্যান।

পরাশর কহে শুন ওহে মহামুনে।
ধ্রুবের চরিত যাহা শুনিলে শ্রবণে॥
দুই পুত্র জন্মে তাঁর অতি মহাত্মন্।
শিষ্টি আর ভব্য নাম জানে সর্ব্বজন॥
ভব্যের ঔরসে জন্মে জনেক তনয়।
শম্ভু নামে খ্যাত সেই আছে পরিচয়॥
শিষ্টির ঔরসে আর সুচ্ছায়া উদরে।
পাঁচ পুত্র জন্মে ক্রমে কাল সহকারে॥
রিপু বিপ্র ও বৃকল বৃকতেজা আর।
বিপুঞ্জয় এই পাঁচ মহাবলাধার॥
রিপুর ঔরসে পরে বৃহতী-উদরে।
চাক্ষুষ নামেতে মনু নিজ জন্ম ধরে॥
অষ্টম মনুর জন্ম বীরিণী-জঠরে।
চাক্ষুসের ঔরসেতে খ্যাত চরাচরে॥
বৈরাজ নামেতে যেই ছিল প্রজাপতি।
কন্যা তাঁর ছিল এক অতি রূপবতী॥
অষ্টম মনুর ভার্য্যা সেই কন্যা হয়।
তাহার গর্ভেতে জন্মে দশটি তনয়॥
উরু পুরু সত্যবাক কবি শতদ্যুম্ন।
অগ্নিষ্টোম অতিরাত্র তপস্বী সদ্যুম্ন॥
অভিমন্যু এই দশ তাহাদের নাম।
মহাতেজঃপুঞ্জ সবে খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তার মাঝে উরু মহামতি।
আগ্নেয়ী নামেতে তার ভার্য্যা রূপবতী॥
ছয়টি তনয় জন্মে আগ্নেয়ী-উদরে।
তাহাদের নাম বলি শুন অতঃপরে॥
অঙ্গ সাতি ক্রতু শিব অঙ্গিরা সুমনা।
এই ছয় পুত্র হয় অতি মহামনা॥
প্রভাবসম্পন্ন সবে খ্যাত চরাচর।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অঙ্গ হয় অতি মহাবল॥
সুনীথা অঙ্গের ভার্য্যা খ্যাত সর্ব্বস্থানে।
তার গর্ভে জন্মে পুত্র বেণ অভিধানে॥
বেণের দক্ষিণ বাহু করিয়া মন্থন।
এক পুত্র উৎপাদন করে ঋষিগণ॥
পৃথু নামে সেই পুত্র খ্যাত চরাচরে।
দোহন করেন তিনি ধরণী দেবীরে॥
ধরা দেবী ধেনুরূপ করিলে ধারণ।
পৃথিবী দোহন করে পৃথু মহাত্মন॥
শাসন করিয়া পরে যত প্রজাগণে।
করিয়াছিলেন সুখী ভুবনের জনে॥
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ করিয়া শ্রবণ।
কি হেতু বেণের বাহু হইল মন্থন॥

সেই কথা শুনিবারে বাসনা অন্তরে।
কীর্ত্তন করহ তাহা আমার গোচরে ॥১-১০
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
সুনীথা অঙ্গের ভার্য্যা জানে সর্ব্বজন ॥
মৃত্যুর নন্দিনী তিনি আছে পরিচয়।
তাঁর গর্ভে বেণ রাজা নিজ জন্ম লয় ॥
স্বভাবত দুশ্চরিত্র বেণ নরপতি।
দুর্ব্বৃত্ত দুর্দ্দান্ত ছিল খ্যাত বসুমতী ॥
রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজন।
ঘোষণা করিয়া দিল সর্ব্বত্র তখন ॥
যজ্ঞ হোম দান আদি কেহ না করিবে।
করিলে উচিত দণ্ড অবশ্য পাইবে ॥
সবাকার প্রভু আমি আমি যজ্ঞপতি।
সকলি আমারে সবে দিবে নিরবধি ॥
আমি ভিন্ন যজ্ঞভোক্তা আর কেহ নাই।
ঘোষণা করিল ইহা রাজ্যে সর্ব্বঠাঁই ॥
ঘোষণা শুনিযা যত মহা-ঋষিগণ।
বেণের নিকটে আসি কহিল তখন ॥
নিবেদন করি নৃপ তোমার গোচরে।
শুন যাহা বলি তব মঙ্গলের তরে ॥
মোদের বচনে হবে প্রজার মঙ্গল।
সুখী হবে তুমি নৃপ সুস্থ কলেবর ॥
দীর্ঘসত্র অনুষ্ঠান করিযা সকলে।
করিব হরির পূজা ভেবেছি অন্তরে ॥
সে যজ্ঞে থাকিবে এক অংশ আপনার।
আরো এক কথা বলি শুন গুণাধার।
তুষিতে যদ্যপি পারি শ্রীহরি দেবেরে।
মনোরথ পূর্ণ তব হইবে অচিরে ॥
যেই রাজ্যে যজ্ঞকর্ম্ম হয অনুষ্ঠান।
হরিপূজা যেই রাজ্যে হয বিদ্যমান ॥
সেই রাজ্যে থাকে যেই প্রজা সমুদয়।
পূর্ণমনোরথ তারা হইবে নিশ্চয ॥ ১১-১৯
মহর্ষিগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
গর্ব্বিত বচনে বেণ কহেন তখন ॥
কি কথা বলিলে মোরে তাপস-নিকর।
আমা হ'তে কেবা শ্রেষ্ঠ জগত-ভিতর ॥
সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বারাধ্য একমাত্র আমি।
আমার আরাধ্য কেবা তাহা নাহি জানি ॥
যজ্ঞেশ্বর হরি যাহা করিলে বর্ণন।
কভু নাহি জানি আমি কেবা সেই জন ॥
আমি রাজা রাজ্যেশ্বর সর্ব্ব দেবময়।
আমা ছাড়া আর কেবা পূজনীয হয় ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র বায়ু মম মহেশ্বর।
অনল বরুণ ধাতা সূর্য্য শশধর ॥
ইত্যাদি করিয়া যত আছে দেবগণ।
শাপদানে বরদানে যাহারা সক্ষম ॥
তাহারা সকলে আছে আমার শরীরে।
অতএব মম আজ্ঞা পালহ সকলে ॥
দান যজ্ঞ হোম নাহি করো আচরণ।
মম আজ্ঞা রক্ষা কর সবার ধরম ॥
পতি-সেবা নারীধর্ম্ম যেমন জগতে।
তোমাদের ধর্ম্ম তথা শুন একচিতে ॥
তোমাদের ধর্ম্ম এই ওহে ঋষিগণ।
যতনে আমার আজ্ঞা করিবে পালন ॥
বেণের গর্ব্বিত বাক্য শুনিযা শ্রবণে।
পুনশ্চ ঋষিরা কহে বিনীত বচনে ॥
অনুমতি দেহ সবে ওহে নরপতি।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি আমরা সম্প্রতি ॥
ধর্ম্মক্ষয করা নহে উচিত তোমার।
এই যে হেরিছ নৃপ ব্রহ্মাণ্ড বিশাল ॥
যজ্ঞ দ্বারা হইয়াছে ইহার সৃজন।
যজ্ঞ হেতু রহিয়াছে এ বিশ্বভুবন ॥
এরূপে বিনয় করে তাপস নিকর।
তথাপি আদেশ নাহি দিল নৃপবর ॥
তখন কুপিত হয়ে মহা ঋষিগণ।
পরস্পর কহে সবে এরূপ বচন ॥
"নরাধম অতি পাপী এই নরপতি।
অবিলম্বে বিনিপাত করহ সম্প্রতি ॥
অনাদি নিধন যিনি নিত্য ভগবান।
যজ্ঞেশ্বর বলি যিনি খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
তাঁর নিন্দাবাদ যেই করে দুরাচার।
অচিরে তাহারে ত্বরা করহ সংহার ॥

সে জন নহেক যোগ্য হ'তে রাজ্যেশ্বর।
সংহার করহ তবে অতীব সত্বর॥"
এত বলি মন্ত্রপূত কুশ লয়ে করে।
ঋষিরা আঘাত করে বেণ-কলেবরে॥
হরিনিন্দা ইতিপূর্ব্বে করেছে রাজন।
একরূপ তাহাতেই হয়েছে নিধন॥
মহর্ষিরা কুশাঘাত যেমন করিল।
অমনি গতাসু হয়ে ভূতলে পড়িল॥
এইরূপে নৃপতির হইলে নিধন।
অরাজক হৈল রাজ্য রাজার কারণ॥
একদিন অকস্মাৎ ধূলির পটল।
ঘেরিয়া ফেলিল ক্রমে গগন-মণ্ডল॥
তাহা দেখি সমীপস্থ মানব-নিকরে।
সম্বোধিয়া ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল পরে॥
কি কারণে ধূলি রাশি ছাদিল গগন।
বল বল শীঘ্র করি করিব শ্রবণ॥
শুনিয়া তাহারা কহে ওহে ঋষিগণ।
অরাজক হেতু আসি যত দস্যুগণ॥
নির্ভয়ে করিছে সদা নানা অত্যাচার।
দলবদ্ধ হয়ে তারা ভ্রমে অনিবার॥
তাহাদের যাতায়াতে ধূলির পটল।
সমুত্থিত হয়ে ঢাকে গগন-মণ্ডল॥
সেই হেতু চারিদিক হেন অন্ধকার।
অরাজক হেতু রাজ্য হয় ছারখার॥ ২০-৩২
তাহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মন্ত্রণা করিয়া সব মহা-ঋষিগণ॥
রাজার সৃজন হেতু অতীব যতনে।
মথিতে লাগিল ঊরু নৃপতির ক্রমে॥
যতনে বেণের ঊরু করে বিলোড়ন।
সহসা পুরুষ এক লভিল জনম॥
বিকট মূরতি তার খর্ব্ব কলেবর।
প্রণমিয়া ঋষিগণে কহে অতঃপর॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে মুনিগণ।
কি হেতু আমারে সবে করিলে সৃজন॥
কি কাজ করিতে হবে কর অনুমতি।
পালিব সে আজ্ঞা আমি সাদরে সম্প্রতি॥

মহর্ষিরা এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
"নিষীদ বলিয়া বাক্য করে উচ্চারণ॥ *
এ হেতু নিষাদ নাম সে জনের হয়।
নিষাদ বলিয়া তার আছে পরিচয়॥
তাহার সন্ততি যত জনমিল পরে।
নিষাদ নামেতে খ্যাত হৈল চরাচরে॥
অদ্যাপি তাহারা ভূমে করে অবস্থিতি।
বিন্ধ্যপর্ব্বতেতে বাস আছে নিরবধি॥
নৃপতির ঊরুদেশ করিয়া মন্থন।
রাজযোগ্য নর নাহি হয় উৎপাদন॥
তাহা দেখি ঋষিগণ করিয়া যতন।
পুনশ্চ দক্ষিণ বাহু করিল মন্থন॥
তাহাতে পৃথুর জন্ম তখনি হইল।
মহাতেজ পৃথুদেহ ধারণ করিল॥
পৃথুরাজা মূর্ত্তিমান অগ্নির সমান।
আশ্চর্য্য ঘটনা পরে শুন মতিমান॥
ধরাতলে পৃথুরাজ লভিলে জনম।
শূন্য হ'তে নানা দ্রব্য করে আগমন॥
আজগব নামে ধনু নানাবিধ শর।
অক্ষয় কবচ আর আসে দ্রুততর॥
এইরূপে পৃথুরাজ লভিলে জনম।
প্রজাগণ হৈল সবে আনন্দে মগন॥
পৃথুর প্রভাবে পিতা বেণ নরপতি।
পুন্নাম নরকে ত্রাণ পায় দ্রুতগতি॥
যখন জনম লভে পৃথু নরবর।
সমুদ্র ইত্যাদি আর নদী সমুদয়॥
মূর্ত্তিমান হয়ে সবে করি আগমন।
নানাবিধ রত্ন ধন করে সমর্পণ॥
অভিষেক হেতু জল আনিল সত্বর।
একত্র হইয়া যত অমর-নিকর॥
ব্রহ্মা সহ সেই স্থানে করে আগমন।
স্থাবর জঙ্গম আদি আসে সব জন॥৩৩-৪৫
এ প্রকারে একত্রিত হইয়া সকলে।
রাজ্যে অভিষিক্ত করে পৃথু নরবরে॥

---

* নিষীদ অর্থাৎ উপবিষ্ট হও, এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই নিষাদ নাম হইয়াছে।

সেই কালে তথা থাকি দেব পদ্মাসন।
চক্রচিহ্ন পৃথুকরে করে দরশন ॥
দক্ষিণ করেতে চিহ্ন দেখি পদ্মযোনি।
জানিলেন বিষ্ণুঅংশ হয় নৃপমণি ॥
আনন্দের সীমা তাহে না রহিল আর।
এই চিন্তা মনে মনে করে গুণাধার ॥
চক্রচিহ্ন এইরূপ থাকে যার করে।
একছত্র রাজা হয় সে জন সংসারে ॥
তাঁহার প্রভাবে কেবা করয়ে লঙ্ঘন।
দেবগণ কভু নাহি হয়েনা সক্ষম ॥
এইরূপে রাজপদ পেয়ে নরপতি।
ন্যায়মতে সুশাসন করে বসুমতী ॥
প্রতনির্ব্বিশেষে প্রজা করেন পালন।
তাঁহে অনুরক্ত ক্রমে যত প্রজাগণ ॥
প্রজার রঞ্জন হেতু সেই নরপতি।
মহারাজ বলি ভূমে লভিলেন খ্যাতি ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে তপোধন
প্রবল প্রতাপ তাঁর করি দরশন ॥
সাগরাভিমুখী যত সলিল-নিকর।
স্তম্ভিত হইয়া রহে ওহে মুনিবর ॥
ভীত হয়ে গিরিকুল অতীব যতনে।
পথ দান করে সদা নৃপতি-নন্দনে ॥
বলিষ্ঠ অসংখ্য তাঁর ছিল সেনাগণ।
পরাজিত কভু তাহা না হ'তো কখন ॥
বসুমতী তাঁর রাজ্যে বিনা আকর্ষণে।
উৎপাদিত শস্যরাশি পরম যতনে ॥
কামদুঘা হয়ে ভূমে যত ধেনুগণ।
প্রজার কামনা সদা করিত পূরণ ॥
যুবারূপে জন্মেছিল পৃথু নররায়।
এ হেতু যজ্ঞেতে তাঁর সদা মতি ধায় ॥
জনমিয়া যজ্ঞকর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
যজ্ঞ অধিষ্ঠাতা হন ব্রহ্মা ভগবান ॥
যে দিন সে স্থান হ'তে সোমলতাগণ।
সে যজ্ঞে আকৃষ্ট হয় ওহে তপোধন ॥
সে দিন সেস্থান হ'তে মহাবুদ্ধিমান।
দুইটি পুরুষ জন্মে খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥

তাহা দেখি ঋষিগণ হর্ষ সহকারে।
সূত ও মাগধ নাম দিলেন দোঁহারে ॥
তার পর তাহাদিগে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন মোদের বচন ॥
এই যে পৃথিবী নাম পৃথু মহামতি।
দুজনে ইহার স্তব করহ সম্প্রতি ॥
পৃথুরাজ যেই কর্ম্ম করিবে সাধন।
সে গুণ সদা দোঁহে করিবে কীর্ত্তন ॥
সূত ও মাগধ ইহা শুনিয়া শ্রবণে।
করযোড়ে কহে পরে বিনয় বচনে ॥
পৃথুর করম আর গুণ সমুদয়।
কিছু নাহি জানি মোরা ওহে ঋষিচয় ॥
কীর্ত্তিমান হয় এই পৃথু নরপতি।
তেমন প্রতিষ্ঠা নাহি লভিছে সম্প্রতি ॥
কিরূপে করিব স্তব আমরা ইহার।
তাহার উপায় বল নিকটে দোঁহার ॥৪৬-৫৪
পুরুষদ্বয়ের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাহাদিগে সম্বোধিয়া কহে ঋষিগণ ॥
বেণপুত্র মহারাজ পৃথু মহামতি।
সসাগরা ধরিত্রীর এক অধিপতি ॥
অসংখ্য মহৎ কার্য্য এই মতিমান।
করিবেন ধরামাঝে ক্রমে অনুষ্ঠান ॥
সদ্‌গুণ রহিবে যত ইঁহার শরীরে।
এখন তোমরা স্তব করহ ইহারে ॥
ভবিষ্যৎ গুণ-কর্ম্ম করিয়া কীর্ত্তন।
নৃপতির স্তুতিবাদ করে দুই জন ॥
এরূপ ঋষিরা কহে পুরুষ দোঁহারে।
পশিল রাজার তাহা শ্রবণ-বিবরে ॥
তাহা শুনি প্রীত হয় পৃথু মহাত্মন্।
মনে মনে এই কথা করেন চিন্তন ॥
সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠা লাভ অবশ্যই হয়।
আজি এই সূত আর মাগধ উভয় ॥
গুণের প্রশংসা মম করিবে সাদরে।
শুনিব সে সব কথা শ্রবণ-বিবরে ॥
যাহা যাহা দোঁহে আজি করিবে কীর্ত্তন।
তাহার অন্যথা নাহি হবে কদাচন ॥

যেরূপে আমার গুণ করিবে কীর্ত্তন।
সেইরূপ কার্য্য আমি করিব সাধন॥
যাহা যাহা দোষ বলি করিবে কীর্ত্তন।
তার অনুষ্ঠান নাহি করিব কখন॥
এইরূপ চিন্তা পৃথু করে মনে মনে।
সূত ও মাগধ স্তব করে দুই জনে॥
নৃপতির ভাবি গুণ করিয়া কীর্ত্তন।
স্তুতিবাদ আরম্ভিল তারা দুই জন॥
তাহারা কহিল এই পৃথু নরপতি।
প্রবল-প্রতাপ হবে আর সত্যবাদী॥
সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হবে বরান্য প্রবর।
দুষ্টের দমনকর্ত্তা হবে নৃপবর॥
কৃতজ্ঞ দয়ালু হবে ধর্ম্মপরায়ণ।
প্রিয়বাদী মানদাতা সম্মান-ভাজন॥
হিতকারী হবে সদা বিপ্রের উপর।
যাজ্ঞিক হইবে অতি সজ্জনবৎসল॥
শত্রু মিত্রে সমভাব করিবে দর্শন।
সমব্যবহারী হবে সবার সদন॥
সূত মাগধের মুখে এই স্তব শুনি।
শ্রবণ করিল সেই পৃথু নরপতি॥
সেই সব হৃদিমাঝে করিয়া ধারণ।
সেই অনুসারে কর্ম্ম করেন সাধন॥
সাহাতে অতুল শ রটিল তাঁহার।
সুপ্রণালী মতে রাজ্য শাসে গুণাধার॥
প্রভূত দক্ষিণ যজ্ঞ করে নরপতি।
কত লোক আসে তাহে রাজার বসতি॥
বেণ রাজা ঋষিকোপে ত্যজিলে জীবন।
উপদ্রব করে কত যত দস্যুগণ॥
সেই হেতু পৃথিবীর ওষধি সকল।
বিনষ্ট হইয়াছিল ওহে মুনিবর॥
সে হেতু ক্ষুধার্ত্ত হয়ে যত প্রজাগণ।
কাতর ভাবেতে আসে পৃথুর সদন॥
নমস্কার করি তাঁরে নিবেদন করে।
শুন শুন নরপতি নিবেদি তোমারে॥
তব রাজত্বের গর্ব্বে এই বসুমতী।
অরাজক হয়ে ছিল ওহে নরপতি॥
লস্যমাত্র নাহি ছিল এ বিশ্বসংসারে।
ক্ষয় প্রাপ্ত হই মোরা সে হেতু সকলে॥
আপনারে করি বিধি পৃথিবী-ঈশ্বর।
দিয়াছেন রক্ষাভার আপনা উপর॥
অতএব ধরা হ'তে ঔষধি সকল।
উদ্ধার করহ ত্বরা ওহে নরবর॥
কৃপা করি এই কার্য্য করিয়া সাধন।
রক্ষা কর ওহে নৃপ মোদের জীবন॥ ৬৭
প্রজাগণ এইরূপে করিলে বিনয়।
রোষবশে অন্ধ হয়ে পৃথু মহোদয়॥
দিব্য রাজগণ ধনু করিয়া ধারণ।
অসংখ্য অসংখ্য শর করিয়া গ্রহণ॥
ধরার সংহার হেতু হন ধাবমান।
ভীতা হয়ে সদা সতী করেন পলায়ন॥
ধেনুরূপ পৃথ্বী দেবী করিয়া ধারণ।
ব্রহ্মলোকে প্রথমতঃ করে পলায়ন॥
তথা হ'তে নানা স্থানে করেন পয়াণ।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় পৃথু মতিমান্॥
যথায় যথায় দেবী করেন গমন।
অস্ত্র-করে তথা যান রাজা মহাত্মন্॥
এইরূপে ক্রমাগত নানাস্থানে ফিরি।
নিরুপায় হয়ে পড়ে ধরণী সুন্দরী॥
বিনীতভাবেতে লয় রাজার শরণ।
কাঁপিতে কাঁপিতে কহে করি সম্বোধন॥
শুন শুন নিবেদন ওহে নরপতি।
জান না কি নারীহত্যা মহাপাপ অতি॥
অবলা রমণী আমি ওহে গুণাধার।
কি হেতু আমারে তুমি করিবে সংহার॥
ধরার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রোষবশে নরপতি কহেন তখন॥
শুন শুন নরপতি বচন আমার।
অনেক পাপীর প্রাণ করিলে সংহার॥
অসংখ্য লোকের যদি শুভ তাহে হয়।
সে স্থলে বধিলে পাপ নাহিক নিশ্চয়॥
অধর্ম্মের লেশমাত্র কিছু তাহে নাই।
ধর্ম্মের ধরম এই কহি তব ঠাঁই॥

পৃথ্বী কহে শুন নৃপ তুমি গুণাধার।
যদ্যপি আমারে তুমি করহ সংহার॥
কিরূপে মঙ্গল বল হবে সুসাধন।
প্রজাগণে কেবা আর করিবে ধারণ॥
এত শুনি কোপবশে নৃপচূড়ামণি।
কহিলেন শুন দুষ্টে কলুষ কারিণী॥
অগ্রাহ্য করেছ তুমি আমার শাসন।
শরাঘাতে এই হেতু করিব নিধন॥
প্রজার ধারণ হেতু কিবা আছে ভয়।
যোগবলে সবাকারে ধরিব নিশ্চয়॥৬৮-৭৫
এত শুনি ভয়ে ভীতা ধরণী সুন্দরী।
কাঁপিতে কাঁপিতে কহে সম্বোধন করি॥
শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন।
সু-উপায়ে সিদ্ধ হয় যতেক করম॥
প্রজাহিত হেতু কেন হতেছ কাতর।
বলিতেছি সু-উপায় শুন নৃপবর॥
যে সব ওষধি আমি করেছি হরণ।
উদরে হয়েছে জীর্ণ ওহে মহাত্মন্॥
কিরূপে তোমারে বল করিব প্রদান।
কল্পনা করেছি যাহা শুন মতিমান্॥
কল্পনা করিয়া বৎস দেহ নরবর।
তাহারে আশ্রয় আমি করি অতঃপর॥
ক্ষীররূপে দিব আমি ওষধি সকল।
মানস সফল হবে ওহে নৃপবর॥
মম দুগ্ধ সর্ব্বস্থানে প্রসৃত হইলে।
জন্মিবে প্রচুর শস্য রাজ্যের ভিতরে॥
ধরার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধনুকের অগ্র দিয়া পৃথু মহাত্মন্॥
করিয়াছিলেন ভগ্ন বহু গিরিবর।
উচ্চ নিম্ন সেই হেতু পর্ব্বত-নিকর॥
ভূমণ্ডল ছিল পূর্ব্বে বিষম আকার।
গ্রামের বিভাগ নাহি ছিল গুণাধার॥
সম্যক কৃষির কাজ না হতো কখন।
সুচারু সম্পন্ন নাহি হতো গোচারণ॥
পৃথুর রাজত্ব হতে সেই সমুদায়।
সুশৃঙ্খলামতেতে হয় অখিল ধরায়॥

যে যে স্থান সমতল করিল রাজন্।
তথায় তথায় বাস করে প্রজাগণ॥ ৭৬-৮৪
ফল মূল আদি পূর্ব্বে করিয়া ভোজন।
বহুকষ্টে প্রজাগণ ধরিত জীবন॥
পৃথুর রাজত্ব হতে সেই দুঃখ গেল।
সুখের উদয় ভূমে তদবধি হৈল॥
স্বায়ম্ভুব মনু যিনি বিদিত ভুবন।
বৎসরূপ করি তাঁরে পৃথু মহাত্মন্॥
আপন হস্তকে পাত্র করিয়া কল্পন।
গোরূপিণী ধরণীকে করিল দোহন॥
জন্মিল প্রচুর শস্য তাহে সর্ব্বস্থানে।
কোন কষ্ট না রহিল এ বিশ্ব ভুবনে॥
সেই সব শস্য দ্বারা যত প্রজাগণ।
অদ্যাপিও করিতেছে জীবন ধারণ॥
ধরিত্রীর প্রাণরক্ষা করিল নৃপতি।
পিতার স্বরূপ হয় সেই মহীপতি॥
এ হেতু পৃথিবী নাম ধরার হইল।
পৃথুর উপরে তুষ্ট দেবতা সকল॥
এরূপে যখন হৈল পৃথিবী দোহন।
তার পর দেব ঋষি দৈত্য যক্ষগণ॥
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব ভূত ভুজঙ্গ নিকর।
তরু লতা আদি করি যত চরাচর॥
এক এক দ্রব্যে পাত্র করিয়া কল্পন।
অভিমত বস্তু সবে করিল দোহন॥
পৃথিবী সামান্যা নহে ওহে মহামুনে।
জনম হয়েছে তার বিষ্ণুর চরণে॥
অখিল বিশ্বকে ধরা করেন ধারণ।
নিরন্তর সবাকারে করিছে রক্ষণ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
পৃথুর মাহাত্ম্য এই কহিনু তোমায়॥
তাঁর তুল্য বলবীর্য্যশালী নরপতি।
মহান্ পুরুষ নাহি ওহে মহামতি॥
করিতেন নিরন্তর প্রজার রঞ্জন।
আদিরাজ বলি খ্যাত এই সে কারণ॥
পবিত্র চরিত তাঁর এ বিশ্ব মাঝার।
সে জন কীর্ত্তন করে ওহে গুণাধার॥

দুষ্কৃত না রহে আর তাহার শরীরে।
মহাপুণ্যবান সেই এ ভব-সংসারে ॥
যেই জন ভক্তিভরে করযে শ্রবণ।
অখিল দুঃস্বপ্ন তার হয বিনাশন ॥ ৮৫-৯৪

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

-※-

প্রচেতাগণের বিবরণ।

পরাশর কহে শুন ওহে মহামতি।
দুই পুত্র লাভ করে পৃথু নরপতি ॥
তার মাঝে জ্যেষ্ঠ পুত্র নামে অন্তর্দ্ধান।
পালী হয় তার পর ওহে মতিমান্ ॥
শিখণ্ডিনী সহ বিভা জ্যেষ্ঠের হইল।
হবির্দ্ধান নামে পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥
অগ্নিকন্যা রূপবতী আগ্নেয়ী আখ্যান।
তাহারে করিল বিভা সেই অন্তর্দ্ধান ॥
ছয় পুত্র ক্রমে জন্মে আগ্নেয়ী-উদরে।
তাহাদের নাম এবে কহিব তোমারে ॥
প্রাচীনবর্হির হয প্রথম নন্দন।
শুক্র জয় কৃষ্ণ ব্রজ তার পর হন ॥
অজিন নামেতে পরে জন্মিল তনয়।
আগ্নেয়ীর ছয পুত্র আছে পরিচয় ॥
প্রাচীনবর্হির গুণ জগতে বিদিত।
তাঁহা হতে প্রজাগণ হইল বর্দ্ধিত ॥
তপকালে ধরাতলে নানা স্থানে স্থানে।
কুশরাশি বিস্তারিত করেন যতনে ॥
প্রাচীনাগ্র ছিল সেই কুশ সমুদয়।
এ হেতু প্রাচীনবর্হি তাঁর নাম হয ॥
কঠোর তপস্যা তিনি করিয়া সাধন।
সবর্ণারে পত্নীরূপে করেন গ্রহণ ॥
সবর্ণা সুন্দরী হয সাগর-নন্দিনী।
দশ পুত্র ক্রমে লাভ করে সেই ধনী ॥
প্রচেতা বলিয়া খ্যাত সেই পুত্রগণ।
ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ সেই সব জন ॥
সমভাবে ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া সকলে।
অবস্থান করি তারা সাগর-সলিলে ॥
কঠোর তপস্যা করে অযুত বৎসর।
সে তপ হেরিযা কাঁপে যত চরাচর ॥
মৈত্রেয জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবান।
সমুদ্রে রহিল কেন প্রচেতসগণ ॥
এই কথা জানিবার হতেছে বাসনা।
বর্ণন করিযা দেব পুরাও কামনা ॥
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
সর্ব্বলোকপিতামহ দেব পদ্মাসন ॥
প্রচেতাদিগের পিতা প্রাচীনবর্হিরে।
সম্বোধি কহিল প্রজা সৃষ্টি করিবারে ॥
শুনিযা প্রাচীনবর্হি করি সম্বোধন।
পুত্রগণে এই কথা কহিল তখন ॥
"শুন শুন বৎসগণ বচন আমার।
ভগবান ব্রহ্মা যিনি কমল-আধার ॥
আদেশিল তিনি মোরে প্রজার কারণ।
স্বীকৃত হযেছি তাহে ওহে পুত্রগণ ॥
প্রবৃত্তি আমার ইথে নাহি কিন্তু আর।
তোমরা করহ সৃষ্টি বচনে আমার ॥
আমার প্রীতির জন্য করহ সৃজন।
পিতৃবাক্য রক্ষা করা পুত্রের ধরম ॥
ব্রহ্মার আদেশ পালা উচিত সবার।
অতএব কর সৃষ্টি বচনে আমার ॥ ১-১১
এতেক বচন শুনি প্রচেতসগণ।
বিনীত-বচনে কহে পিতারে তখন ॥
কিরূপ করিলে কার্য্য প্রজাসৃষ্টি হবে।
উপদেশ দেহ পিতঃ তাহা আমা সবে ॥
এতেক শুনিয়া পিতা কহেন তখন।
সনাতন নারায়ণে করিলে সেবন ॥
অখিল কামনা পূর্ণ তাহাতেই হয়।
অসাধ্য সাধন হয় তাহাতে নিশ্চয় ॥
অতএব প্রজাবৃদ্ধি করিবার তরে।
অর্চ্চনা করহ সর্ব্বভূতেশ্বরেশ্বরে ॥
প্রসন্ন হইলে সেই হরি দয়াময়।
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধ নাহিক সংশয় ॥

চতুর্ব্বর্গ লাভে বাঞ্ছা করে যেই জন।
অবশ্য সেবিবে সেই হরির চরণ॥
পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দেব পদ্মযোনি।
আরাধনা করি সেই হরি চিন্তামণি॥
হরির প্রসাদে করে প্রজার সৃজন।
অতএব মম বাক্য রাখ বৎসগণ॥
আরাধনা যদি সবে করহ তাঁহার।
প্রজা বৃদ্ধি হবে তাহে কহিলাম সার॥
পিতৃ-উপদেশ হেন করিয়া শ্রবণ।
সাগর-সলিলে মগ্ন হয়ে পুত্রগণ॥
সর্ব্বাশ্রয় হরিপদে রাখিয়া অন্তর।
হরিস্তব পাঠ করি মুখে নিরন্তর॥
অযুত বরষ তপ করে আচরণ।
শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে তপোধন॥২০
শুনিয়া মৈত্রেয় পুনঃ জিজ্ঞাসে সাদরে।
প্রচেতারা মগ্ন হয়ে সাগরের জলে॥
যেরূপে বিষ্ণুর স্তব করেন কীর্ত্তন।
বাসনা হতেছে তাহা করিতে শ্রবণ॥
অতএব সেই স্তব বলহ গোঁসাই।
শুনিয়া তাপিত মন শ্রবণ জুড়াই॥
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
জলধিতে মগ্ন হয়ে প্রচেতসগণ॥
বিষ্ণুর উদ্দেশে কহে ওহে ভগবান্।
আদিম পুরুষ তুমি বিশ্বের নিদান॥
আদ্যজ্যোতিঃ হও তুমি জগত-ঈশ্বর।
তোমা হতে জন্মিয়াছে এই চরাচর॥
সকল পদার্থে তুমি কর অধিষ্ঠান।
উপমা জগতে তব নাহি বিদ্যমান॥
রূপহীন সত্য বটে তুমি গদাধর।
সন্ধ্যা রাত্রি রূপ বলি খ্যাত চরাচর॥
কালের স্বরূপ তুমি জানি গো অন্তরে।
কেবা জানে তব তত্ত্ব সংসার-ভিতরে॥
তব অনুগ্রহে দেব আর পিতৃগণ।
সতত সুধান্ন সবে করেন ভোজন॥
তুমিই ধারণ প্রভু কর সোমরূপ।
সকল ভূতের তুমি প্রাণের স্বরূপ॥

সূর্য্যরূপ তুমি প্রভু করিয়া ধারণ।
প্রখর কিরণ-জাল করি বিতরণ॥
বিনাশ করিছ সদা যত অন্ধকার।
তোমা হতে শীত গ্রীষ্ম ঋতুর সঞ্চার॥
কঠিন পৃথিবীরূপ করিয়া ধারণ।
জগতেরে সযতনে করিছ পালন॥
সকল দেহীর তুমি বীজের স্বরূপ।
বিশ্বযোনি তুমি প্রভু তুমি জলরূপ॥
দেবতার মুখরূপ হয়ে নিরন্তর।
ভোজন করহ হব্য ওহে বিশ্বধর॥
পিতৃমুখ-রূপে হব্য করহ ভোজন।
অগ্নিরূপী তুমি দেব কহে সর্ব্বজন॥
পুনঃ পুনঃ নতি করি তোমার চরণে।
প্রসীদ প্রসাদ দেব আমা সব জনে॥২১-৩১
জীবের শরীর তুমি করিয়া আশ্রয়।
চেষ্টাযুক্ত করিতেছ দেহ সমুদয়॥
অতএব ওহে দেব করি নমস্কার।
জগতের সার তুমি বিশ্বের আধার॥
অবকাশদাতা তুমি অনন্ত মূরতি।
আকাশস্বরূপ তুমি ওহে বিশ্বপতি॥
শব্দ আদি রূপ তুমি করিয়া ধারণ।
ইন্দ্রিয় রূপেতে থাক ওহে নিরঞ্জন॥
সকল বিষয় ভোগ কর নিরন্তর।
জ্ঞান মূল তুমি হরি ক্ষর ও অক্ষর॥
ইন্দ্রিয় দ্বারায় করি বিষয় গ্রহণ।
আত্মারে করিছ তৃপ্ত তুমি সর্ব্বক্ষণ॥
অন্তর-স্বরূপ প্রভু জানি হে তোমারে।
বিশ্বাত্মা বলিয়া গায় তোমারে সংসারে॥
প্রকৃতিরূপেতে বিশ্ব করিয়া সৃজন।
নিরন্তর সযতনে করিছ পালন॥
তোমা হতে বিশ্ব লয় পাবে পুনর্ব্বার।
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার॥
স্বভাবতঃ শুদ্ধ তুমি অথচ নির্গুণ।
ভ্রমবশে কহে সবে তোমারে সগুণ॥
অজ শুদ্ধ নিরঞ্জন তুমি নির্ব্বিকার।
পর ব্রহ্মরূপ তুমি নির্গুণ আকার।

সে পরম পদ তুমি পরম ঈশ্বর।
স্থূলসূক্ষ্মশূন্য তুমি অজর অমর॥
দৈর্ঘ্য নাহি তব প্রভু নাহিক বিস্তার।
অব্যয় অভ্রান্ত স্পর্শশূন্য নিরাকার॥
কিছুতে বিশেষ তব না হয় লক্ষিত।
সর্ব্বভূতাশ্রয় তুমি জগতে বিদিত॥
তুমি প্রভু হও সর্ব্বগুণের আধার।
তোমার চরণে দেব করি নমস্কার॥
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় যত আছে বিদ্যমান।
সবাকার অগোচর তুমি ভগবান॥
প্রণমিয়া তব পদে লভিনু শরণ।
বাসনা করহ পূর্ণ ওহে নিরঞ্জন॥ ৩১-৪৩
পরাশর কহে শুন ওহে মহামুনে।
এইরূপে করে স্তব প্রচেতসগণে॥
নিমগ্ন হইয়া সবে সাগর ভিতর।
এইরূপে করে তপ অযুত-বৎসর॥
তাহাতে প্রসন্ন হয়ে দেব নারায়ণ।
সবাকার পুরোভাগে দিলেন দর্শন॥
নীলোৎপল সম বর্ণ সুন্দর আকারে।
বিরাজ করিছে দেব গরুড় উপরে॥
তাহা দেখি ভক্তিভাবে করিলে প্রণাম।
সম্বোধিয়া সবাকারে কহে ভগবান॥
শুন শুন বৎসগণ আমার বচন।
তপে তুষ্ট হযে আমি করি আগমন॥
অভিমত বর লহ তোমরা সকলে।
যা চাহিবে দিব তাহা প্রসন্ন অন্তরে॥
এতেক বচন শুনি প্রচেতসগণ।
প্রীতমনে প্রণমিয়া করে নিবেদন॥
প্রসন্ন হইযা যদি থাক ওহে হরি।
এই বর দেহ নাথ করুণা বিস্তার॥
পিতার আদেশ মোরা ধরি শিরোপরে।
প্রজাবৃদ্ধি করি যেন এ বিশ্ব-সংসারে॥
এরূপ প্রার্থনা শুনি প্রভু ভগবান।
তথাস্তু বলিয়া বর করেন প্রদান॥
প্রীতমনে অন্তর্হিত হ'লে তার পর।
যথাস্থানে চলি গেল প্রচেতা-নিকর॥ ৪৯

পঞ্চদশ অধ্যায়।

প্রচেতাগণ কর্ত্তৃক ধরাতলে বৃক্ষ বিধান, কণ্ডু মুনির উপাখ্যান, দক্ষ কর্ত্তৃক মৈথুনধর্ম্মে প্রজাসৃষ্টি, ধর্ম্মবংশ এবং কশ্যপ হইতে আদিত্যাদি ও দৈত্য-গণের উদ্ভব।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
যখন তপস্যা করে প্রচেতসগণ॥
সে কালে প্রাচীনবর্হি জনক সবার।
বনবাসী হন রাজা করি পরিহার॥
নারদ-সকাশে লাভ করি তত্ত্বজ্ঞান।
রাজ্য ত্যজি বনমাঝে করেন পয়াণ॥
কাজে কাজে সেইকালে রক্ষক বিহনে।
প্রজাগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় দিনে দিনে॥
বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন রাজ্য সমুদয়।
সমুন্নত হৈল ক্রমে যত তরুচয়॥
গগনের পথ ক্রমে ঢাকিয়া পড়িল।
পবনের গতি ক্রমে অবরুদ্ধ হৈল॥
এইরূপ দুরবস্থা রাজ্যেতে ঘটিলে।
বিষম যাতনা পায় প্রজারা সকলে॥
অযুত বরষ ক্রমে করিল যাপন।
তার পর শুন শুন ওহে তপোধন॥
সাগর হইতে উঠি প্রচেতা-সকলে।
পৃথিবীর হেন দশা নয়নে হেরিলে॥
দারুণ কোপের বশ হ'লেন তখন।
তাঁদের বদনে হয় অনল নির্গম॥
বাহিরিল আরো বায়ু বদন হইতে।
বৃক্ষাদি পড়িল সেই বায়ুর আঘাতে॥
অগ্নি দ্বারা সেই সব হৈল ভস্মসাৎ।
উন্মূলিত হৈল ক্রমে যতেক উৎপাত॥
এইরূপে বৃক্ষশূন্য হ'লে ধরাপর।
একদিন ভগবান দেব-শশধর॥
প্রচেতাগণের কাছে করিয়া গমন।
সান্ত্বনা করিযা কহে মধুর বচন॥

শুন শুন মম বাক্য তোমরা সকলে।
রোষ সম্বরণ কর আপন অন্তরে ॥
পাদপাদিগণে দগ্ধ করিও না আর।
সন্ধি সংস্থাপন কর বচনে আমার ॥
যেরূপে হইবে সন্ধি করহ শ্রবণ।
তাহার উপায় আমি করিব কীর্ত্তন ॥
ভবিষ্যৎ জানি আমি নাহিক সংশয়।
পাদপগণের এবে শুন পরিচয় ॥
তাহাদের আছে কন্যা পরমা সুন্দরী।
মারিষা তাহার নাম অনুপমা নারী ॥
অমৃত-কিরণ আমি করি বরিষণ।
সদা সে কন্যারে করি লালন-পালন ॥
সে কন্যারে পত্নীরূপে তোমরা সকলে।
গ্রহণ করহ ত্বরা সাদর অন্তরে ॥
পরম সুখেতে কাল করিবে হরণ।
আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ ॥
তোমাদের অর্দ্ধ আর মম অর্দ্ধ তেজে।
জনমিবে পুত্র এক মানব-সমাজে ॥
মারিষা-উদরে জন্ম হইবে তাহার।
দক্ষ নামে খ্যাত হবে সেই গুণাধার ॥
প্রজাপতি দক্ষ হবে মহাতেজা অতি।
তাহার সমান নাহি রহিবে ভূপতি ॥
অগ্নিতুল্য তেজোময় হয়ে সেই জন।
পুনর্ব্বার প্রজাকুল করিবে বর্দ্ধন ॥
আশঙ্কা যদ্যপি কর তোমরা অন্তরে।
দশজনে এক নারী লবে কি প্রকারে ॥
সে আশঙ্কা নাশ হেতু পূর্ব্ব বিবরণ।
বলিতেছি সবা পাশে করহ শ্রবণ ॥ ১-১০
পূর্ব্বকালে কণ্ডু নামে ঋষি এক জন।
গোমতী নদীর তীরে করিযা আসন ॥
কঠোর তপস্যা করে একান্ত অন্তরে।
দেবরাজ তাহা হেরি কাঁপে কলেবরে ॥
তপস্যা ভঙ্গের হেতু অমর রাজন্।
প্রম্লোচা অপ্সরীরে করিল প্রেরণ ॥
কণ্ডু পাশে উপনীত হয়ে বিদ্যাধরী।
হাবভাব করে কত কামভাব ধরি ॥
তাহা দেখি ঋষিবর অস্থির অন্তর।
তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়া অতঃপর ॥
বিষয় সুখেতে রত হ'লেন তখন।
কামিনী সহিত হন বিহারে মগন ॥
মন্দর-দ্রোণীতে গিয়া কামিনীর সনে।
বিহারে উন্মত্ত হন পুলকিত মনে ॥
শতাধিক বর্ষ প্রায় এইরূপে যায়।
এক দিন বিদ্যাধরী কহিল তাঁহায় ॥
শুন শুন মহাঋষে আমার বচন।
এবে আমি সুরধামে করিব গমন ॥
প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা দেহ গো আমারে।
সমুৎসুক আমি অতি হ'য়েছি অন্তরে ॥
তাহার প্রার্থনা শুনি কণ্ডু তপোধন।
সম্মত হইতে নারি কহেন তখন ॥
শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার।
নারিনু করিতে পূর্ণ প্রার্থনা তোমার ॥
আরো কিছু দিন থাক মম এই স্থানে।
তার পর যাবে প্রিয়ে অমর-ভবনে ॥
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অগত্যা অপ্সরী হৈল সম্মত তখন ॥
পুনরায় প্রেমপাশে মজ্জি মুনিবর।
সুখেতে কাটিল কাল ক্রমে অতঃপর ॥
পুনরায় শতবর্ষ অতীত হইলে।
একদিন বিদ্যাধরী কহিল তাঁহারে ॥
শুন শুন মুনিবর মম নিবেদন।
এখানে থাকিতে আর নাহি হয় মন ॥
অনুজ্ঞা প্রদান কর করুণা বিতরি।
অচিরে গমন আমি সুরপুরে করি ॥
এতেক বচন শুনি কণ্ডু মুনিবর।
পুনরায় সম্বোধিয়া করিল উত্তর ॥
শুন শুন মম বাক্য তুমি গো শোভনে
আরো কিছু দিন প্রিয়ে থাক মম সনে।
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কামিনী নারিল তাহা করিতে লঙ্ঘন ॥
পুনরায় তার সহ কণ্ডু ঋষিবর।
যাপন করেন সার্দ্ধ শতেক বৎসর ॥

তার পর পুনরায় সেই বিদ্যাধরী।
নিবেদন করে পুনঃ সম্বোধন করি॥
অনুমতি দেহ এবে ওহে তপোধন।
সুরপুরে অবিলম্বে করিব গমন॥
ইহা শুনি কহে ঋষি সম্বোধন করি।
আরো কিছু দিন হেথা থাক লো সুন্দরী॥
হাস্য পরিহাসে কাল করহ যাপন।
তোমাতে আসক্ত অতি হইয়াছে মন॥
এত বলি ঋষিবর একান্ত অন্তরে।
হাবভাব করে কত বিদ্যাধরী-প'রে॥
শুনিয়া বিশালনেত্রা সেই বিদ্যাধরী।
যাইতে নারিল আজ্ঞা অতিক্রম করি॥
অভিশাপভয়ে নাহি করিল গমন।
দ্বিশত বৎসর প্রায় করিল যাপন॥ ১১-২০
তার পর পুনঃ সেই দিব্য বিদ্যাধরী।
অনুমতি চাহে যেতে অমর নগরী॥
কিন্তু নাহি পূর্ণ হৈল বাসনা তাহার।
তবু ঋষি বাঞ্ছা করে সম্ভোগ আবার॥
অভিশাপ-ভয়ে সেই অপ্সরা তখন।
নারিল করিতে ঋষি আদেশ লঙ্ঘন॥
বিদ্যাধরী-সহবাসে সেই মুনিবর।
পরম সুখেতে কাল যাপে অতঃপর॥
এইরূপে বহু কাল করিলে যাপন।
একদিন মহা-ঋষি কণ্ডু তপোধন॥
বাহির হয়েন ত্বরা পর্ণশালা হ'তে।
হেনকালে বিদ্যাধরী কহে আচম্বিতে॥
এখন কোথায় ঋষে করিছ গমন।
উত্তর করেন ঋষি তাহারে তখন॥
যাইছেন অস্তাচলে দেব দিনমণি।
দেখ দেখ অই দেখ ওগো নিতম্বিনী॥
সন্ধ্যা উপাসনা হেতু চলিনু এক্ষণে।
অবিলম্বে আসি দেখা দিব তব সনে॥
সুখ ভোগে পুনঃ দোঁহে করিব যাপন।
এত বলি সমুদ্যত করিতে গমন॥
তাহা দেখি দিব্যাঙ্গনা সহাস্য বদনে।
সম্বোধিয়া কহে সেই কণ্ডু তপোধনে॥
বহুবর্ষ সমতীত হয়েছে এখন।
এবে বুঝি সন্ধ্যাকাল ওহে তপোধন॥
এত দিনে সন্ধ্যা বুঝি পড়িয়াছে মনে।
ভাল ভাল ভাল ঋষে হেরিনু নয়নে॥ ৩০
এত শুনি মুনি হৃদে উপজে বিস্ময়।
সুন্দরীরে সম্বোধিয়া সবিস্ময়ে কয়॥
একি কথা কহ তুমি সুন্দরী লো মোরে।
তব সহ দেখা আজি হয় প্রাতঃকালে॥
নদীতীরে তব সহ হয় দরশন।
আসিলে আমার সহ মম তপোবন॥
মধ্যাহ্ন ক্রমেতে আসি দেখা দিল পরে।
সায়ংকাল ক্রমে দেখ আসিছে সংসারে॥
তবে কেন উপহাস করিছ এখন।
ত্বরা করি কহ মোরে ইহার কারণ॥
এত শুনি বিদ্যাধরী কহে মুনিবরে।
যা বলিলে সত্য বটে ঋষি গো আমারে॥
যদবধি কিন্তু আমি এসেছি হেথায়।
বহু শত বর্ষ গেছে ওহে ওহে রায়॥
এতেক বচন শুনি কণ্ডু তপোধন।
বিস্ময় বচনে কহে করি সম্বোধন॥
কত কাল মম সহ আছ এইখানে।
যথার্থরূপেতে তাহা বলহ শোভনে॥
এত বলি মৌনভাব ধরে ঋষিবর।
বিদ্যাধরী ধাঁরে ধারে করিল উত্তর॥
নয়শত সাতবর্ষ আরো ছয় মাস।
তব সহ ওহে স্বয়ে করিতেছি বাস॥
এত শুনি পুনঃ কহে কণ্ডু তপোধন।
পরিহাস কর কি লো বলহ এখন॥
অথবা বলিছ সত্য বুঝিবারে নারি।
সত্য করি বল মোরে ত্বরায় সুন্দরী॥
নিশ্চয় বিশ্বাস মম হ'তেছে অন্তরে।
একদিন মাত্র আছি লইয়া তোমারে॥
এত শুনি সুরাঙ্গনা কহিল তখন।
বলিতে পারি কি মিথ্যা তোমার সদন॥
বিশেষতঃ জিজ্ঞাসিছ যখন আমারে।
কিরূপে বলিব মিথ্যা তোমার গোচরে॥

কেমনে করিব কিম্বা কহ পরিহাস।
সত্য কথা যাহা তাহা করিনু প্রকাশ॥
বিদ্যাধরী মুখে শুনি এতেক বচন।
আপনারে নিন্দা করে মহা-তপোধন॥
মনে মনে খেদ করি কহে মুনিরায়।
হায় হায় গেল মম তপস্যা কোথায়॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু ছয়।
এই সব রিপুগণে করি পরাজয়॥
বহু ক্লেশে পেয়েছিনু সেই ব্রহ্মজ্ঞান।
অমূল্য সে ধন হায় গেল কোন স্থান॥
মাযাবিনী এই নারী করি আগমন।
হরণ করিল মম অমূল্য রতন॥
কোন ব্যক্তি সৃজিযাছে নারী কুহকিনী।
বলিতে না পারি তাহা কিছু নাহি জানি
কামরূপ মহাগ্রাহ এ বিশ্ব-সংসারে।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ পুন ধিক্ তারে॥
তাহা হ'তে এ দুর্দ্দশা ঘটেছে আমার।
ব্রত-নিয়মাদি সব গেল ছারখার॥
করেছিনু সেই সব কর্ম্ম আচরণ।
সে ফলে বঞ্চিত হায় হইনু এখন॥
এরূপে আক্ষেপ ঋষি করি বহুক্ষণ।
অপ্সরারে সম্বোধিয়া কহেন তখন॥
দুষ্কৃতকারিণী তুই শুন রে শ্রবণে।
আমার সম্মুখ হ'তে যাহ রে এক্ষণে॥
কর্ত্তব্য যা ছিল তোর হযেছে পূরণ।
শীঘ্র করি দূর হও করহ গমন॥
তোর হাবভাব দেখি দেব শচীপতি।
বিমোহিত হয যবে ওরে দুষ্টমতি॥
সে কুহকে পড়ি চিত্ত টলিবে আমাব।
বিচিত্র নহেক ইহা বিশ্বের মাঝার॥
কোপানলে ভস্মীভূত করিব তোমারে।
হেন বাঞ্ছা এবে মম হ'তেছে অন্তরে॥
তোর সনে কিন্তু দুষ্টে আছি বহুকাল।
এই হেতু স্নেহে তাহা না করিনু আর॥
অথবা কি দোষ তব না হেরি কখন।
তোর প্রতি কোপ করা শুদ্ধ অকারণ॥

সকলি আমার দোষ নাহিক সংশয়।
কেন না ইন্দ্রিযগণে করিলাম জয়॥
ইন্দ্রিয়গণেরে জয় করিতাম যদি।
না হতো যাতনা হেন এবে নিরবধি॥
যাহা হোক শোন দুষ্টে আমার বচন।
দেবেন্দ্রের হিতকার্য্য করিতে সাধন॥
করেছিস তপোভঙ্গ পাপিষ্ঠে আমার।
এ হেতু ধিক্কার তোরে দিই বার বার॥
মোহের মঞ্জুষা তুই পাপ-আচরিণী।
ঘৃণার আস্পদ তুই মহা-মায়াবিনী ॥৩১-৪৩
এরূপে ভর্ৎসনা করে কণ্ডু তপোধন।
ভীতা হয়ে বিদ্যাধরা কাঁপে ঘন ঘন॥
সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদধারা বাহিরায়।
তাহা দেখি সম্বোধিয়া কহে মুনিরায়॥
শোন শোন দুরাত্মনে পাতকচারিণী।
শীঘ্র শীঘ্র দূর হও পালারে এখনি॥
এত বলি তিরস্কার করিলে তখন।
বহির্গত হয নারী ত্যজিয়া আশ্রম॥
বাহির হইয়া উঠে তখনি গগনে।
মনে বাঞ্ছা যাবে ত্বরা অমর-ভবনে॥
বৃক্ষপল্লবাদি দ্বারা অপ্সরা তখন।
আপনার স্বেদজল করিল মোচন॥
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে গিয়া বার বার।
স্বেদজল অঙ্গ হ'তে করে পরিহার॥
এত বলি সোম কহে করহ শ্রবণ।
তার পর হয যেই অপূর্ব্ব ঘটন॥
কণ্ডুর ঔরসে গর্ভ হয়েছিল তায।
নিঃসৃত হইল তাহা স্বেদের আকার॥
স্বেদরূপী হয় গর্ভ হয নিঃসরণ।
সেই গর্ভ বৃক্ষগণ করিল ধারণ॥
সে গর্ভ রক্ষিত হয় আমার কিরণে।
তৎপরে বর্দ্ধিত গর্ভ হয় কালক্রমে॥
বৃক্ষোপরি সেই গর্ভ করে অবস্থিতি।
তাহাতে জনমে কন্যা সুন্দর আকৃতি॥
মারিষা তাহার নাম করহ শ্রবণ।
তোমাদিগে সেই কন্যা দিবে বৃক্ষগণ॥

অপ্সরা-উদর হ'তে সে কন্যা-রতন।
হইয়াছে বহির্গত ওহে ঋষিগণ ॥
বৃক্ষ হ'তে সমুৎপন্ন হইয়াছে পরে।
আমার অপত্য সম জানিবে তাহারে ॥
কণ্ডুর অপত্য হয় সেই সে নন্দিনী।
গ্রহণ করহ সবে সে কন্যার পাণি ॥
হৃদি হতে কোপ দূর করিয়া এখন।
তোমরা কন্যার পাণি করহ গ্রহণ ॥
কণ্ডু আর এই স্থানে নাহি বিদ্যমান।
বিষ্ণুর পরম পদে করেছে পয়াণ ॥
তপক্ষয় যবে ঋষি করিল দর্শন।
সে কালে পুরুষোত্তমে করিয়া গমন ॥
কঠোর তপেতে মগ্ন হলো পুনরায়।
জিতেন্দ্রিয় ঊর্দ্ধবাহু যোগযুক্তব য় ॥
ব্রহ্মাক্ষয় স্তোত্র সদা করি অধ্যয়ন।
বিষ্ণুর পরম পদে করেছ গমন ॥
আর কোন ভয় নাই জানিবে অন্তরে।
সে কন্যা গ্রহন সবে করহ অচিরে ॥
চন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সম্বোধিয়া কহে তাঁরে প্রচেতসগণ ॥
শুন শুন ভগবন নিবেদি তোমারে।
কণ্ডু ঋষি স্তবপাঠ করে যে প্রকারে ॥
ব্রহ্মাক্ষর স্তোত্র ঋষি করি অধ্যয়ন।
যেরূপে শ্রীহরি দেবে করে আরাধন ॥
সেই স্তব শুনিবারে হ'তেছে বাসনা।
বর্ণন করিয়া মম পুরাও কামনা ॥
এত শুনি চন্দ্র কহে শুনহ সকলে।
যেইরূপে কণ্ডু ঋষি স্তবপাঠ করে ॥
নিবেদন ওহে প্রভো তুমি সনাতন।
আদি অন্তরূপী তুমি দেব নারায়ণ ॥
তোমা হ'তে পার হয় সংসার সাগর।
পরমার্থরূপী তুমি ওহে গদাধর ॥
আকাশাদি হ'তে তুমি অসীম নিশ্চয়।
যোগীর হৃদয়ে তুমি থাক দয়াময় ॥
ব্রহ্মনিষ্ঠ বিপ্রগণ তোমার কৃপায়।
সংসার সাগর পারে অবহেলে যায় ॥
পরব্রহ্ম তুমি হরি করণ-কারণ।
তাহার কারণ তুমি ওহে নিরঞ্জন ॥
তোমার কারণ আর কিছুমাত্র নাই।
ব্রহ্মাণ্ডের হেতু মাত্র তুমি গো গোঁসাই ॥
কর্ত্তা কর্ম্মরূপে তুমি ওহে গদাধর।
লালন পালন কর বিশ্ব নিরন্তর ॥
সবার নিয়ন্তা তুমি পালনের কর্ত্তা।
সর্ব্বভূত রক্ষাকর্ত্তা সবাকার হর্ত্তা ॥
বিনাশবর্জ্জিত তুমি নাহি তব ক্ষয়।
সর্ব্বব্যাপী ও অচ্যুত তুমিই নিশ্চয় ॥
'সদাকাল সমভাবে কর অবস্থান।
হ্রাস বৃদ্ধি কভু তব নাহি বিদ্যমান ॥
পরব্রহ্মা নরোত্তম তুমি নির্ব্বিকার।
অধীন উপরে হোক্ করুণা তোমার ॥
রাগাদি বিলুপ্ত হোক্ তোমার প্রসাদে।
জাগুক সতত মম শান্তভাব হৃদে ॥
এইরূপে স্তব জপ করি তপোধন।
বিষ্ণুর পরম পদে করেছে গমন ॥৪৪-৫৬
মারিষার কথা যাহা বলেছি সবারে।
তাহার বৃত্তান্ত এবে শুনহ সাদরে ॥
মারিষা রাজার রাণী পূর্ব্বজন্মে ছিল।
ভাগ্য দোষে কিন্তু তার পুত্র না জন্মিল ॥
কালক্রমে হৈল তার পতির নিধন।
কঠোর তপস্যা করে-মারিষা তখন ॥
তাহে মহাপ্রীত হ'য়ে দেব ভগবান।
আবির্ভূত হন আসি রাণী বিদ্যমান ॥
মধুর বচনে পরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন বৎসে আমার বচন ॥
তব তপে মহাতুষ্ট হইযাছি আমি।
অভিমত বর এবে লহ বিনোদিনী ॥
হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রাজরাণী কহে প্রভো ওহে ভগবন্ ॥
বাল্যাবস্থা হ'তে আমি ওহে দয়াধার।
বৈধব্য যাতনা ভোগ করি অনিবার ॥
মম সম অভাগিনী নাহিক সংসারে।
বাঁচিয়া কি ফল প্রভু বলহ আমারে ॥

বিড়ম্বনা মাত্র প্রভো আমার জীবন।
প্রসন্ন আমার প্রতি হও ভগবন্ ॥
যদি তুষ্ট হয়ে থাক আমার উপরে।
এই বর দেহ তবে কৃপাদৃষ্টি করে ॥
অযোনিসম্ভবা হয়ে জন্ম যেন লই।
সুরূপা যুবতী যেন অনুক্ষণ রই ॥
প্রশংস্য অনেক পতি যেন লাভ করি।
প্রজাপতি সম পুত্র যেন গর্ভে ধরি ॥
একমাত্র পুত্র হবে আমার উদরে।
প্রজাপতি তুল্য হবে এ ভব সংসারে ॥
এইরূপ বর মাগি মারিষা সুন্দরী।
পদতলে পড়ে ধনী প্রণিপাত করি ॥
উত্থাপিত করি তারে দেব নারায়ণ।
কহিলেন শুন ভদ্রে আমার বচন ॥
অযোনিসম্ভবা তুমি হয়ে জন্মান্তরে।
জনম ধরিবে ভূমে কামিনী আকারে ॥
তোমারে দেখিয়া ভূমে যত নরগণ।
আনন্দ জলধিনীরে হবে নিমগন ॥
দশ পতি হবে তব উদার প্রকৃতি।
একমাত্র পুত্র পাবে যেন প্রজাপতি ॥
সেই পুত্র হতে হবে অসংখ্য সন্তান।
এত বলি তিরোহিত হন ভগবান ॥
অতএব শুন শুন আমার বচন।
মারিষারে তোমা সবে করহ গ্রহণ ॥৬০-৭১
এত বলি শশধর বিরত হইলে।
সম্বরিয়া ক্রোধ সেই প্রচেতা সকলে ॥
পাদপগণের পাশে করিয়া গমন।
মারিষারে পত্নী রূপে করিল গ্রহণ ॥
প্রচেতাগণের দ্বারা মারিষা জঠরে।
দক্ষ প্রজাপতি জন্মে কাল সহকারে ॥
পূর্ব্ব জন্মে ছিল দক্ষ যোগী বিপ্রবর।
ইহ জন্মে হন আসি প্রচেতা কোঙর ॥
প্রজাসৃষ্টি বাঞ্ছা করি দক্ষ প্রজাপতি।
কয়েক মানস পুত্র সৃজে মহামতি ॥
ব্রহ্মার আদেশ পরে করিয়া গ্রহণ।
নানাভাগে ভাগ করে যত প্রাণীগণ ॥

উত্তম অধম চর দ্বিপদ অচর।
চতুষ্পদ রূপে ভাগ করে বিজ্ঞবর ॥
এরূপে মানস সৃষ্টি করি তার পরে।
কতিপয় কন্যা দক্ষ উৎপাদন করে ॥
ধর্ম্মকে দশটী কন্যা করেন প্রদান।
কশ্যপেরে তের কন্যা দেন মতিমান ॥
চন্দ্রমারে সপ্তবিংশ করেন অর্পণ।
সপ্তবিংশ ভার্য্যা চন্দ্র করেন গ্রহণ ॥
পর্য্যায়ক্রমেতে ভোগ করেন সবারে।
এই সব দক্ষ কন্যা খ্যাত চরাচরে ॥
দক্ষকন্যাগণ হতে যত দেবগণ।
নাগ খগ জন্মে আর অপ্সরা গোগণ ॥
দানবাদি জন্মে যত দক্ষকন্যা হ'তে।
তারপর বলি যাহা শুন অবহিতে ॥
তদবধি নরনারী সংযোগ দ্বারায়।
হয়েছে প্রজার সৃষ্টি জানিবে ধরায় ॥
সংকল্প মাত্রেতে আর দর্শন মাত্রেতে।
সন্তান জন্মিত সব ইহার পূর্ব্বেতে ॥
স্পর্শন মাত্রেতে আর জন্মিত সন্তান।
ইহার কারণ বলি শুন মতিমান ॥
তপঃসিদ্ধ পূর্ব্বে ছিল যত নরগণ।
বাক্যমাত্রে সেই হেতু দিতেন জনম ॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে।
নিবেদন করি দেব তোমার সকাশে ॥
পূর্ব্বে আমি এইরূপ করেছি শ্রবণ।
ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হ'তে দক্ষের জনম ॥
আবার শুনিনু দেব তোমার বদনে।
প্রচেতারা জন্ম দেয় দক্ষ মহাত্মনে ॥
কিরূপে সম্ভবে ইহা বুঝিবারে নারি।
সন্দেহ ভঞ্জন এবে কর কৃপা করি ॥
দ্বিতীয়তঃ আরো বলি শুন মহাত্মন্।
চন্দ্রের দৌহিত্র দক্ষ জানে সর্ব্বজন ॥
তিনিই আবার কন্যা দেন শশধরে।
ইহা বা সম্ভবে কিসে বলহ আমারে ॥ ৮১
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
সর্ব্বভূত যথাক্রমে লভয়ে জনম ॥

উৎপত্তি বিনাশ হয় পর্য্যায় ক্রমেতে।
মুর্খেরা বুঝিতে নারে বিমোহিত চিতে॥
তত্ত্ববিৎ মহা-ঋষি যেই সব জন।
বিমোহিত তাঁরা ইথে না হন কখন॥
প্রতিযুগে দক্ষ আদি মহাত্মা নিকর।
উৎপন্ন বিনষ্ট হন খ্যাত চরাচর॥
বুদ্ধিমান যাঁরা যাঁরা এ ভব-সংসারে।
ইথে মোহ নাহি হয় তাঁদের অন্তরে॥
বিশেষতঃ পূর্ব্বে রীতি আছিল যেমন।
বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ।
জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বলি বিশেষ নিয়ম।
দক্ষাদি মাঝেতে নাহি আছিল তখন॥
প্রাধান্যের হেতু ছিল তপস্যার বল।
তপোভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওহে গুণাকর॥
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
কিরূপে জনমে বল দেব-দৈত্যগণ॥
গন্ধর্ব্ব উরগ আর রাক্ষসেরা সবে।
কিরূপে জনম লভে কহ এই ভবে॥
বিশেষিয়া শুনিবারে হতেছে বাসনা।
বর্ণন করিয়া মম পূরাও কামনা॥
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবন্॥
প্রজাসৃষ্টি হেতু দক্ষে করে নিয়োজন।
সংকল্প দ্বারায় দক্ষ সৃজেন প্রথম॥
দেব দৈত্য ঋষি সর্প গন্ধর্ব্বনিকর।
এ সবারে আগে সৃষ্টি করে বিজ্ঞবর॥৮৭
তাহা দ্বারা প্রজা কিন্তু না হলো বর্দ্ধন।
তাহা দেখি দক্ষ রাজা করিয়া চিন্তন॥
নারী সহযোগে প্রজা সৃজিবার তরে।
করিলেন অভিলাষ আপন অন্তরে॥
বীরণ নামেতে এক ছিল প্রজাপতি।
অসিক্নী তাহার কন্যা অতি রূপবতী॥
পত্নীরূপে তারে দক্ষ করিয়া গ্রহণ।
তনয় সহস্র পঞ্চ করে উৎপাদন॥
হর্য্যশ্ব নামেতে খ্যাত সে সব তনয়।
ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সমুদয়॥

তাহাদিগে সম্বোধিয়া দক্ষ মহাত্মন্।
প্রজাসৃষ্টি হেতু আজ্ঞা দিলেন তখন॥
পিতার আদেশ সবে শুনিয়া শ্রবণে।
উদ্যোগী হয়েন ক্রমে প্রজা উৎপাদনে॥
হেনকালে দেব ঋষি নারদ সুমতি।
তাঁহাদের পুরোভাগে আসি দ্রুতগতি॥
কহিলেন শুন শুন ওহে বীরগণ।
সৃষ্টি কার্য্যে আগে নাহি করিও যতন॥
পৃথিবীর অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্যভাগ আর।
পরিমাণ জ্ঞান আগে এই সবাকার॥
তাহা না জানিয়া যত্ন করিলে সৃজনে।
মূঢ়তা প্রকাশ হবে ভেবে দেখ মনে॥
এই সব পরিজ্ঞাত না হলে কখন।
সৃজন কর্ম্মেতে নাহি হইবে সক্ষম॥
তোমরা অপ্রাতহত গতি সর্ব্বস্থানে।
অতএব যত্ন কর আমার বচনে॥ ৮৮-৯৪
দেবর্ষিরা এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হর্য্যশ্বেরা সবে মিল স্থির করি মন॥
পৃথিবীর পরিমাণ জানিবার তরে।
প্রস্থান করিল নানা দিক দিগন্তরে॥
কিন্তু জলনিধিগামী নদীর মতন।
আর নাহি ফিরি তারা করে আগমন॥
নিরুদ্দেশ এইরূপে হ'লে পুত্রগণ।
প্রজাপতি দক্ষ রায় করিয়া চিন্তন॥
জন্মাল সহস্র পুত্র অসিক্নী উদরে।
শবলাশ্ব নামে তারা বিখ্যাত সংসারে॥
তার পর পুত্রগণে করি সম্বোধন।
প্রজাসৃষ্টি হেতু আজ্ঞা দিলেন তখন॥
পিতার আদেশে সবে প্রজার সৃজনে।
হইলেন সমুদ্যত অতীব যতনে॥
পুনশ্চ নারদ আসি তাঁদের সদন।
পূর্ব্ববৎ কহিলেন করি সম্বোধন॥
পরিজ্ঞাত হয়ে আগে পৃথ্বী পরিমাণ।
প্রজাসৃষ্টি কর পরে সবে মতিমান্॥
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শবলাশ্বগণ করে মন্ত্রণা তখন॥

আপনা আপনি সবে কহে পরস্পর।
বলিলেন যেই কথা দেবর্ষি-প্রবর॥
ন্যায়-অনুগত ইহা নাহিক সংশয়।
এ বাক্য লঙ্ঘন করা সমুচিত নয়॥
ভ্রাতৃগণ যেই পথে করেছে গমন।
সে পথ আশ্রয় মোরা করিব এখন॥
এস সবে নিরূপণ করি ধরামান।
পুনশ্চ ফিরিয়া আসি পিতৃ বিদ্যমান॥
তার পর প্রজাসৃষ্টি করিব যতনে।
এত বলি সবে চলি গেল নানাস্থানে॥
জলনিধি গত যথা নদী সমুদায়।
প্রত্যাগত নাহি কভু হয় পুনরায়॥
সেরূপ ফিরিল নাহি শবলাশ্বগণ।
তাহা দেখি চিন্তাকুল দক্ষ মহাত্মন্॥
তদবধি এক ভ্রাতা কদাচ ভুবনে।
অন্য ভ্রাতৃ হেতু নাহি যায় অন্বেষণে॥
যদি অন্বেষণে কভু করয়ে গমন।
প্রায়ই তাহার হয় জীবন পতন॥
এ হেতু বিরত হবে হেন অনুষ্ঠানে।
নির্দ্দিষ্ট আছয়ে ইহা পণ্ডিত বিধানে॥১০।
নিরুদ্দেশ এইরূপে হলে পুত্রগণ।
দক্ষ রাস মনে মনে করেন চিন্তন॥
বিনষ্ট হয়েছে সবে নাহিক সংশয়।
মনে মনে এইরূপ করিয়া নিশ্চয়
দেবর্ষির প্রতি শাপ করিয়া প্রদান।
পুনরায় করে সৃষ্টি সেই মতিমান্॥
ষষ্টিসংখ্যা কন্যা দক্ষ করে উৎপাদন।
দশ কন্যা ধর্ম্মকরে করেন অর্পণ॥
সপ্তবিংশ করে দান দেব শশধরে।
অরিষ্টনেমিরে চারি দিলেন সাদরে॥
বহুপুত্র করে দুটী করেন প্রদান।
আঙ্গিরস করে দুটী দেন মতিমান্॥
কৃশাশ্বেরে দুই কন্যা করেন অর্পণ।
তার পর শুন শুন ওহে তপোধন॥
দশ কন্যা পত্নীরূপে লইয়া সাদরে।
যে যে পুত্র ধর্ম্মরাজ উৎপাদন করে॥

তাহাও তোমার কাছে করিব কীর্ত্তন।
অবধানে মন দিয়া করহ শ্রবণ॥
দশটী ধর্ম্মের পত্নী কহিনু তোমারে।
তাহাদের নাম আগে শুনহ সাদরে॥
বসু যামী লম্বা ভানু সাধ্যা অরুন্ধতী।
সঙ্কল্পা মুহূর্ত্তা বিশ্বা আর মরুত্বতী॥
বিশ্বার উদরে জন্মে বিশ্বদেবগণ।
সাধ্যাগণ সাধ্যাগর্ভে লভরে জনম॥
মরুদগণ জন্মে মরুত্বতীর উদরে।
বসুগর্ভে বসুগণ নিজ জন্ম ধরে॥
ভানুর উদরে জন্মে যত ভানুগণ।
মুহূর্ত্তার গর্ভে জাত মুহূর্ত্তজগণ॥
জন্ম লয় ঘোষ আসি লম্বার উদরে।
যামাগর্ভে নাগশ্রেণী নিজ জন্ম ধরে॥
পৃথিবীতে আছে যত দ্রব্য সমুদায়।
অরুন্ধতীগর্ভে জন্মে কহিনু তোমায়॥
সঙ্কল্পার গর্ভে পরে সংকল্প জনমে।
সর্ব্বাত্মক বলি যেই বিদিত ভুবনে॥ ১।
জনমে ধর্ম্মের ক্রমে আটটী নন্দন।
অষ্টবসু বলি তারা বিদিত ভুবন॥
আপ ধ্রুব সোম ধর অনিল অনল।
প্রত্যুষ প্রভাস অষ্ট ওহে মুনিবর॥
তেজঃপুঞ্জ কলেবর ইহাঁরা সকলে।
ইহাদের বংশ শুন বলি হে আমারে॥
শ্রম শ্রান্ত ধুরি আর বৈতণ্ড আখ্যান।
চারি পুত্র লাভ করে আপ মতিমান॥
ধ্রুব হতে তিন পুত্র লভয়ে জনম।
কাল লোক এই দুই আর প্রকালন॥
ভগবান্ বর্চ্চা হন সোমের তনয়।
পরম তেজস্বী বলি আছে পরিচয়॥
দ্রবিণ ও হুতহব্যবাহ এই নামে।
ধর হতে দুই পুত্র জনমে ভুবনে॥
পিবানাম্নী পত্নী পান অনিল সুজন।
তাহার গর্ভেতে দুই জনমে নন্দন॥
মনোজব অবিজ্ঞাতগতি দোঁহা নাম।
তার পর শুন শুন ওহে মতিমান্॥

শরস্তম্ব হতে জন্মে দেবসেনাপতি।
অনলের পুত্ররূপে সেই মহামতি॥
জগতে বিদিত তাঁর কুমার আখ্যান।
তাঁহার অনুজ হয় তিন মতিমান্॥
শাখ ও বিশাখ আর নৈগমেব পরে।
এ তিন অনুজ হয় জানিবে অন্তরে॥
কৃত্তিকাগণের দ্বারা হইয়া পালিত।
কুমার অপত্যরূপে হয়েন রক্ষিত॥
এই হেতু কার্ত্তিকেয় হয় তাঁর নাম।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে মতিমান্॥
ধর্ম্মাত্মা প্রত্যুষ যিনি মহা-ঋষিবর।
মহাত্মা দেবল হন তাঁহার কোঙর॥
মহর্ষি দেবল লভে যুগল নন্দন।
ক্ষমাশীল বিদ্যাশীল সেই দুই জন॥
প্রভাস অষ্টম বসু ওহে মহামুনি।
বৃহস্পতি ভগ্নী হয় তাঁহার রমণী॥
যোগসিদ্ধা এই নারী বিদিত সংসারে।
ব্রহ্মচর্য্যা সদা সতী করিত সাদরে॥
ব্রহ্ম-আচরিণী হয়ে সদা সর্ব্বক্ষণ।
অখিল জগৎ সতী করিত ভ্রমণ॥
প্রভাস ঔরসে ক্রমে তাঁহার উদরে।
বিশ্বকর্ম্মা দেবশিল্পী নিজ জন্ম ধরে॥
বিশ্বকর্ম্মা হ'তে সৃষ্টি যত অলঙ্কার।
বিমান নির্ম্মাণ করে সেই গুণাধার॥
বিমান সকল তিনি করিয়া গঠন।
দেবগণে সেই সব করেন অর্পণ॥
তাঁর শিল্প কৌশলাদি করিয়া আশ্রয়।
জীবিকা নির্ব্বাহ করে কত নরচয়॥
অদ্যাপি প্রমাণ তার হতেছে দর্শন।
এইরূপে বিশ্বকর্ম্মা লভিলে জনম॥
অজৈকপাৎ অহির্ব্বুধ্ন ত্বষ্টা রুদ্র আর।
ইহাঁদের জন্ম হয় ওহে গুণাধার॥
বিশ্বরূপ নামে পুত্র ত্বষ্টার জনমে।
মহাযশা বলি সেই বিদিত ভুবনে॥
ত্বষ্টার অনুজ যাঁর রুদ্র অভিধান।
যথাক্রমে পান তিনি একাদশ নাম॥

হর বহুরূপ আর ত্র্যম্বক পরেতে।
চতুর্থ অপরাজিত জানিবেক চিতে॥
বৃষাকপি শম্ভু আর কপর্দ্দী আখ্যান।
রৈবত ও মৃগব্যাধ ওহে মতিমান্॥
শর্ব্ব ও কপালী এই একাদশ নামে।
রুদ্রদেব খ্যাত হন বিদিত ভুবনে॥
তেজস্বীর অগ্রগণ্য জানিবে সবায়।
বলিলাম গূঢ়তত্ত্ব মহর্ষে তোমায়॥
ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপ ঘরণী।
তাহাদের নাম বলি শুন মহামুনি॥
অদিতি ও দিতি দনু অরিষ্টা সুরসা।
সুরভি বিনিতা খসা তাম্রা ক্রোধবশা॥
ইরা কদ্রু মুনি এই ত্রয়োদশ নাম।
এহাদের বংশ বলি শুন মতিমান্॥
চাক্ষুষ নামেতে যবে হয় মন্বন্তর।
সেই কালে ভগবান বিষ্ণু গদাধর॥
দেবরাজ ইন্দ্র আর অর্য্যমা ও ধাতা।
ত্বষ্টা পূষা বিবস্বান বরুণ সবিতা॥
মিত্র অংশ ভগ আদি যত দেবগণ।
তুষিত নামেতে খ্যাত ছিল সব জন॥
বৈবস্বত মন্বন্তর হলে তার পরে।
ইহাঁরা মন্ত্রণা সবে করে পরস্পরে॥
"অদিতির গর্ভে যদি না করি প্রবেশ।
মঙ্গল মোদের কভু না হবে বিশেষ।
অতএব চল সবে অদিতি উদরে।"
এইরূপ কহি তাঁরা সবে পরস্পরে
মারীচ হইতে সবে অদিতি-উপরে।
দ্বাদশ আদিত্য নামে নিজ জন্ম ধরে॥১৩৩
দক্ষের সাতাশ কন্যা ওহে মতিমান্।
ভার্য্যারূপে লয় চন্দ্র যিনি ভগবান্॥
তাঁহাদের গর্ভে জন্মে বহুপুত্রগণ।
নক্ষত্র নামেতে তারা বিদিত ভুবন॥
অরিষ্টনেমির যেই চারি ভার্য্যা ছিল।
ষোড়শ তনয় তার উদরে জন্মিল॥
বহুপুত্র দুই ভার্য্যা করেছে গ্রহণ।
চারিটী বিদ্যুৎ হয় তাদের নন্দন॥

আঙ্গিরসের দু-ভার্য্যা বলেছি তোমারে
ঋগ্‌বেদ সকল জন্মে তাদের উদরে ॥
কৃশাশ্বের দুই ভার্য্যা দক্ষের নন্দিনী।
দেবাস্ত্র প্রসব করে সেই দুই ধনী ॥
এই ত তোমার কাছে করিনু কীর্ত্তন।
এইরূপে হয় যত সৃজন নিধন ॥
সৃজন সংহার পুনঃ হয় বারবার।
কহিনু নিগুঢ় কথা ওহে গুণাধার ॥
ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভাগে ক্রমে যত দেবগণ।
হয়েছে বিভক্ত জান ওহে তপোধন ॥
ইচ্ছা করি জন্ম লন তাঁহারা সকলে।
এইরূপে পুনঃ পুনঃ হতেছে সংসারে ॥
বারেক উদিত যথা হয়ে দিনমণি।
পুনঃ অস্তগত হন ওহে মহামুনি ॥
সেইরূপ একবার লভিয়া জনম।
পুন তিরোহিত হন যত দেবগণ ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুন শুন তপোধন বলি হে তোমায় ॥
দিতির বংশের কথা করহ শ্রবণ।
বিস্তার করিয়া তাহা করিব কীর্ত্তন ॥
মহর্ষি কশ্যপ হতে দিতির উদরে।
দুই পুত্র এক কন্যা জনমিল পরে ॥
হিরণ্যকশিপু হয় প্রথম নন্দন।
হিরণ্যাক্ষ তার পর ওহে তপোধন ॥
সিংহিকা কন্যার নাম জানিবে অন্তরে
বিপ্রচিত্তি তারে বিভা করেন সাদরে ॥
হিরণ্যকশিপু লভে চারিটি নন্দন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ ॥
অনুহ্রাদ হ্রাদ আর তৃতীয় প্রহ্লাদ।
চতুর্থ পুত্রের নাম জানিবে সংহ্রাদ ॥
প্রহ্লাদ শ্রীহরিভক্ত বিদিত ভুবনে।
সদা মতি ছিল তার দেব নারায়ণে ॥
হিরণ্যকশিপু তাহা করি দরশন।
প্রহ্লাদ উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া তখন ॥
প্রহ্লাদে ফেলিয়া দিল অনল-মাঝারে।
অগ্নি কিন্তু দগ্ধ নাহি করিল তাহারে।

অগ্নির কি আছে সাধ্য করিতে দাহন।
হরির প্রসাদে পুত্র লভিল জীবন ॥
তার পর পাশবদ্ধ করিয়া তাহারে।
দৈত্যপতি দিল ফেলি সাগর-মাঝারে ॥
তাহা দেখি ভয়ে ভীত হয়ে বসুমতী।
কাঁপিতে থাকিল সদা ওহে মহামতি ॥
হরির প্রসাদে পুত্র বিপদ হইতে।
প্রহ্লাদ উত্তীর্ণ হয় জানিবেক চিতে ॥
হিরণ্যকশিপু পরে হয়ে ক্রুদ্ধমন।
প্রহ্লাদ উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
বিফল হইল কিন্তু সে অস্ত্র সকল।
ভেদিতে সক্ষম নাহি হৈল কলেবর ॥
দৈত্যের আদেশে পরে যত দূতগণ।
বিষাক্ত ভুজঙ্গ যত করি আনয়ন ॥
আচ্ছন্ন করিয়া দিল প্রহ্লাদ-শরীরে।
কিন্তু ব্যর্থ হয় তাহা জানিবে অন্তরে ॥
ভুজঙ্গ-দংশনে নাহি ত্যজিল জীবন।
ইহা দেখি দৈত্যপতি হয়ে ক্রুদ্ধমন ॥
শৈলরাশি ফেলি দিল পুত্রের উপরে।
হরিরে স্মরিয়া পুত্র প্রাণে নাহি মরে ॥
ধর্ম্মরূপী হয়ে প্রভু দেব নারায়ণ।
দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদের করেন রক্ষণ ॥
তার পর দূতগণ রাজার আদেশে
প্রহ্লাদে উৎক্ষিপ্ত করে গগণ-প্রদেশে ॥
যখন ভূতলে পুত্র হয় নিপতন।
বিশ্বম্ভরা দেবী তাঁরে করেন ধারণ ॥
তাহা দেখি দৈত্যরাজ কুপিত অন্তরে।
প্রহ্লাদের বধ হেতু পরামর্শ করে ॥
সংশোষক বায়ুদেবে করি আনয়ন।
পুত্রের নিধনে তারে করে নিয়োজন ॥
হরির প্রভাবে কিন্তু কিছু না হইল।
বায়ু নিজে ক্ষীণ হয়ে অমনি পড়িল ॥
দিক্‌হস্তিগণে পরে আনি নরপতি।
প্রহ্লাদের বিনাশার্থ দেন অনুমতি ॥
প্রহ্লাদের বক্ষোপরি দিক্-হস্তিগণ।
উঠিল রোষের বশে করিতে নিধন ॥

মদহীন হৈল কিন্তু অমনি সবার।
হীনতেজা হয়ে সবে করয়ে চীৎকার ॥
তার পর দৈত্যপতি হয়ে ক্রুদ্ধমন।
অভিচার কার্য্য হেতু করিয়া মনন ॥
পুরোহিতগণে ডাকি দিল অনুমতি।
তবু নাহি মরে তাহে প্রহ্লাদ সুমতি ॥
সম্বর অসুর করি মায়ার বিস্তার।
করিতে উদ্যত হৈল প্রহ্লাদে সংহার ॥
হরির প্রসাদে কিন্তু হইল বিফল।
কোথা গেল মায়াজাল কোথা দৈত্যবর ॥
তার পর দৈত্যরায় কুপিত-অন্তরে।
হলাহল বিষ আনি দিল প্রহ্লাদেরে ॥
তাহাও উদরে জীর্ণ হরির কৃপায়।
তাঁহার অসাধ্য কিবা এ তিন ধরায় ॥
এত বলি পুনঃ কহে ঋষি পরাশর।
শুন শুন বৎস তোমা কহি অতঃপর ॥
প্রহ্লাদ কেবল ভক্ত ছিল নারায়ণে।
হেন বিবেচনা কভু নাহি কর মনে ॥
সর্ব্ব ভূতে সম দৃষ্টি আছিল তাঁহার।
দেখিতেন সর্ব্ব জীবে সম আপনার।
ধরম-বিষয়ে সদা ছিল তাঁর মতি।
সাধুর দৃষ্টান্ত তিনি ওহে মহামতি ॥
শৌচ আদি যত গুণ আছে বিদ্যমান।
তাহার আকর সেই প্রহ্লাদ ধীমান ॥
সুমতি প্রহ্লাদ হয়ে ধর্ম্মপরায়ণ।
করিয়াছিলেন সুখে জীবন যাপন ॥ ১৫৬

ষোড়শ অধ্যায়।

—※—

মৈত্রেয়ের প্রহ্লাদচরিত বিষয়ক প্রশ্ন।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্
মানবগণের বংশ করিলে কীর্ত্তন ॥
সনাতন বিষ্ণু হন জগত-কারণ।
তোমার প্রসাদে তাহা বুঝিনু এখন ॥
কিন্তু এক কথা বলি ওহে মুনিরায়।
অনল দহিতে নাহি পারিল যাঁহায় ॥
অস্ত্রাঘাতে যিনি নাহি ত্যজেন জীবন।
শৈলের পীড়নে যাঁর না হয় মরণ ॥
পাশবদ্ধ হয়ে যিনি পড়িলে সাগরে।
বিচলিত হয় ধরা ভীত-কলেবরে ॥
প্রতাপ মাহাত্ম্য যাঁর করিলে কীর্ত্তন।
সেই ত প্রহ্লাদ হয় পুরুষ-রতন ॥
দৈত্যের বংশেতে জন্মে প্রহ্লাদ কুমার।
তাহার চরিত কহ করিয়া বিস্তার ॥
একান্ত বাসনা মম করিতে শ্রবণ।
বল বল সেই কথা ওহে মহাত্মন্ ॥
দানবেরা অস্ত্রাঘাত কি কারণে করে।
কেন বা নিক্ষিপ্ত হয় সাগর-মাঝারে ॥
শৈল দ্বারা সমাচ্ছন্ন হন কি কারণ।
বধিতে নিযুক্ত কেন হয় সর্পগণ ॥
পর্ব্বত শিখর হ'তে দানব-নিকর।
কেন তারে দেয় ফেলি ভূমির উপর ॥
কি কারণে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিল তাঁহারে।
কেন বা দলিত হয় করিপদতলে ॥
সংশোষক বায়ু বল কিসের কারণ।
প্রহ্লাদেরে বধিবারে হয় নিয়োজন ॥
দৈত্যগুরুগণ বল কি কি অভিচার।
করেছিল প্রহ্লাদেরে করিতে সংহার ॥
মায়াজাল বিস্তারিয়া অসুর সম্বর।
বধিতে প্রহ্লাদে কেন হয় অগ্রসর ॥
প্রহ্লাদেরে বধিবারে কিসের কারণ।
হলাহল করে দান দানব-রাজন ॥
এই সব জানিবারে হ'তেছে বাসনা।
প্রহ্লাদ-মাহাত্ম্য শুনি অন্তরে কামনা ॥
তাঁহারে বধিতে নাহি পারে দৈত্যগণ।
আশ্চর্য্য নহেক ইহা ওহে তপোধন ॥
ভক্তিরত হয় যেই দেব নারায়ণে।
কেবা ক্ষমবান হয় তাহার নিধনে ॥
পরম বৈষ্ণব সেই প্রহ্লাদ সুজন।
যেই বংশে জন্মগ্রহণ করে হেন জন ॥

সে বংশে বিদ্বেষভাব হরি প্রতি হয়।
অসঙ্গত অসম্ভব ইহা মহোদয় ॥
যাহা হোক এক কথা জিজ্ঞাসি এখন।
পরম ধার্ম্মিক সেই প্রহ্লাদ সুজন ॥
বিষ্ণুভক্ত বিমৎসর সে জন সংসারে।
তবে কেন দৈত্যগণ নিপীড়িত করে ॥
বিপক্ষ যদ্যপি হন মহাত্মা-নিকর।
তথাপি সন্তুষ্ট রবে তাদের উপর ॥
কভু না করিবে তাঁহাদিগে অত্যাচার।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে গুণাধার ॥
কিন্তু সেই স্বপক্ষীয় মানবের দল।
হেন অত্যাচার করে প্রহ্লাদ উপর ॥
ইহাতে অন্তরে মম হতেছে সংশয়।
অতএব বিস্তারিয়া কহ মহোদয় ॥
বিস্তারূপেতে ইহা করিয়া কীর্ত্তন।
আমার সংশয় যত করহ ছেদন ॥১-১৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ চরিত।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
প্রহ্লাদ চরিত এবে করিব কীর্ত্তন ॥
উদার-স্বভাব সেই মহাত্মা সুমতি।
তাহার চরিত বলি শুনহ সম্প্রতি ॥
হিরণ্যকশিপু জন্মে দিতির উদরে।
মহাবীর্য্য বলবান বিদিত সংসারে ॥
ব্রহ্মবরে মহাগর্ব্বী হয়ে সেই জন।
ত্রিলোকের আধিপত্য করয়ে গ্রহণ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি কুবের ভাস্কর।
বরুণ শমন আদি অমর-নিকর ॥
দূরীভূত করি দৈত্য এই সব জনে।
সর্ব্বত্র একাধিপত্য স্থাপিলেন ক্রমে ॥
তাহাদের কার্য্য নিজে করয়ে সাধন।
অত্যাচার করে কত কে করে বর্ণন ॥
দেবগণ যজ্ঞভাগ আর নাহি পায়।
দৈত্য-অত্যাচারে তাহা সকলে হারায় ॥
যজ্ঞভাগ নিজে লয় দৈত্যের রাজন।
তাহার ভয়েতে ভীত যত দেবগণ ॥
স্বর্গ পরিত্যাগ করি অমর-নিকর।
ধরাতলে ভ্রমে ধরি নরকলেবর ॥
এইরূপে ত্রিভুবন করি পরাজয়।
অভীষ্ট বিভবভোগ করে দুরাশয় ॥
গন্ধর্ব্বেরা তাঁর পাশে করি আগমন।
ভীতভাবে গান করে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
সুরাপানে মত্ত রবে হ'তো দুরাচার।
গন্ধর্ব্ব পন্নগগণ সিদ্ধ আদি আর ॥
সেই কালে সবে আসি তাঁহার সদন।
সঙ্গীত করিত কেহ কেহ বা কীর্ত্তন ॥
কেহ কেহ বাদ্যধ্বান করিত যতনে।
কেহ বা রাজার জয় গাইত বদনে ॥
পুরমধ্যে অট্টালিকা ছিল মনোহর।
স্ফটিকনির্ম্মিত উহা অতীব সুন্দর ॥
সেই স্থানে অপ্সরারা করি আগমন।
মনসুখে নৃত্য সবে করিত যখন ॥
সেইকালে দৈত্যপতি বয়স্যের সনে।
নিয়ত থাকিত সদা মদিরা সেবনে ॥
সুরাপানে মত্ত হয়ে দেখিতে নর্ত্তন।
মহাসুখে সেই কাল করিত হরণ ॥ ১-৯
পরাশর কহে শুন ওহে মহামুনে।
হিরণ্যকশিপুবীর্য্যে প্রহ্লাদ জনমে ॥
বাল্যকালে গুরুগৃহে করি অবস্থান।
পাঠ্যগ্রন্থ সব পাঠ করিত ধীমান ॥
একদা গুরুর সহ প্রহ্লাদ সুমতি।
উপনীত হন আসি যথা দৈত্যপতি ॥
দানব আছিল রত মদিরা সেবনে।
প্রহ্লাদ আসিয়া তার বন্দিল চরণে ॥
মধুর স্বরেতে দৈত্য করি সম্বোধন।
কহিলেন প্রহ্লাদেরে শুন বাছাধন ॥
এত দিন বাস করি গুরুর আগারে।
শিক্ষা করিয়াছ যাহা শ্রদ্ধা সহকারে ॥

তার মাঝে যেটী হয় শ্রুতি সুখকর।
পাঠ কর শুনি তাহা ওহে গুণধর ॥
পিতার এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রহ্লাদ বিনীতভাবে কহেন তখন ॥
শুন পিতঃ বলি এবে তোমার গোচরে।
সার কথা যাহা আছে হৃদয়-মন্দিরে ॥
সেই কথা তব পাশে করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন তাহা করি নিবেদন ॥
আদি মধ্য অন্ত নাই যিনি ভগবান।
কবণ কারণ যিনি ওহে মতিমান ॥
নমস্কার করি আমি সতত তাঁহারে।
সেই হরি আছে সদা হৃদয়-মন্দিরে ॥
পুত্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রোষবশে দৈত্যরাজ আরক্ত লোচন ॥
বিকম্পিত ঘন ঘন হয় ওষ্ঠাধর।
উপাধ্যায়ে সম্বোধিয়া কহে তার পর ॥
অধম-ব্রাহ্মণ ওরে কি ভাব তোমার।
এ কি শিক্ষা দিলে পুত্রে সকলি অসার ॥
শত্রু বলে যারে ভাবি সদা সর্ব্বক্ষণ।
তায় স্তুতি শিক্ষা দিলে এ ভাব কেমন ॥
শিখাযেছ এই সব কিসের কারণে।
কিঞ্চমাত্র শঙ্কা নাহি হলো তব মনে ॥
আমায় অবজ্ঞা করা সমুচিত নয়।
কেন হেন শিক্ষা দিলে হ'তেছে সংশয় ॥
কোপাবিষ্ট হয়ে দৈত্য এরূপ বলিলে।
আচার্য্য নিতান্ত ভীত হয়ে সেইকালে ॥
বিনীতবচনে কহে করি সম্বোধন।
ওহে মহারাজ শুন আমার বচন ॥
কেন রোষ কর নৃপ আমার উপরে।
আমি নাহি শিক্ষা দিই তোমার কুমারে ॥
হেন শিক্ষা নাহি আমি দিয়াছি কখন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
আচার্য্যের বাক্য শুনি দৈত্য-অধিপতি।
প্রহ্লাদে সম্বোধি কহে ওহে মহামতি ॥
গুরুদেব শিক্ষা নাহি দিয়াছে তোমারে।
কহিছেন এই কথা আমার গোচরে ॥
কে তোমা দিয়াছে তবে হেন উপদেশ
প্রকাশ করিয়া মোরে বলহ বিশেষ ॥
এতেক শুনিয়া কহে প্রহ্লাদ ধীমান্।
শুন পিতা নিবেদন করি তব স্থান ॥
যাঁহার পরম পদ যোগীরা অন্তরে।
দিবানিশি করে ধ্যান যত্ন সহকারে ॥
যাঁহা হ'তে এ ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে উদ্ভব।
শব্দ-অগোচর যিনি সর্ব্বভূতভব ॥
সেই ভগবান বিষ্ণু নিয়ত আমারে।
দিয়াছেন উপদেশ কহিনু তোমারে ॥
পুত্রের এতেক বাক্য করিযা শ্রবণ।
হিরণ্যকশিপু হয় রোষে নিমগন ॥
সম্বোধি পুত্রেরে কহে শোন্ দুরমতি।
আমা ভিন্ন ঈশ্বর কে বল্ শীঘ্রগতি ॥
হেন বুঝি হয় তব আসন্ন মরণ।
নতুবা অসার বাক্য কহ কি কারণ ॥
শুনিয়া প্রহ্লাদ কহে কি বলিব আর।
সনাতন ব্রহ্ম বিষ্ণু জগতের সার ॥
কেবল আমারে সৃষ্টি করেছেন তিনি।
হেন বোধ নাহি কর ওহে নৃপমণি ॥
তাঁ হ'তে সকল জীব হয়েছে সৃজন।
পরম ঈশ্বর যিনি বিদিত ভুবন ॥
শুনিয়া তাঁহার নাম শ্রবণ বিবরে।
হৃষ্ট হয় কেন পিতা আপন অন্তরে ॥
কোপ করা কভু তব সমুচিত নয়।
সম্বরিয়া কোপ হও প্রসন্ন হৃদয ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য প্রহ্লাদ বচনে।
অবজ্ঞা করিয়া কহে অনুচরগণে ॥
শুন শুন দূতগণ আমার বচন।
দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ কোন পাপপরায়ণ ॥
পশিয়াছে দুরমতি শিশুর অন্তরে।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু সবারে ॥
ভূতাবিষ্ট নাহি হ'লে বদনে কখন।
এরূপ অসাধু ভাষা না হয নির্গম ॥
পিতার এরূপ বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
মহাত্মা প্রহ্লাদ কহে বিনীত-বচনে ॥

সর্ব্বভূত-আত্মারূপী হরি সনাতন।
মম হৃদে আছে শুধু নহেত এমন॥
কি আমি কি তুমি কিম্বা অন্য অন্য প্রাণী
সবার অন্তরে আছে হরি চিন্তামণি॥
সবার অন্তরে সদা করি অবস্থান।
নানা চেষ্টাযুক্ত সবে করে মতিমান্॥
এত শুনি দূতগণে করি সম্বোধন।
দৈত্যপতি কহে শুন ওহে দূতগণ॥
এই দুষ্ট বালকেরে আমরা ত্বরায়।
বাহির করিয়া দেও আমার কথায়॥
পুনশ্চ লইয়া যাও গুরুর ভবনে।
সন্ধান করহ সবে পরম যতনে॥
কোন্ জন হেন শিক্ষা করয়ে প্রদান।
যতনে সকলে কর তাহার সন্ধান॥
এইরূপ আজ্ঞা দিলে দানবের পতি।
অনুচরগণ করে গুরুগৃহে গতি॥
প্রহ্লাদে লইয়া গেল গুরুর ভবনে।
পুনশ্চ প্রহ্লাদ বিদ্যা শিখেন যতনে॥
বহু দিন গেলে পরে একদা রাজন।
পুত্রেরে নিকটে পুন করি আনয়ন॥
কহিলেন শুন বৎস আমার ভারতী।
যাহা যাহা শিখিয়াছ গুরুর বসতি॥
তার মাঝে সার যাহা করেছ অভ্যাস।
আমার নিকটে তাহা করহ প্রকাশ॥
শুনিয়া প্রহ্লাদ পুনঃ করি নিবেদন॥
নিবেদন করি পিতঃ তোমার সদন॥
যাহা হতে জন্মিয়াছে পুরুষ প্রকৃতি।
চরাচর বিশ্ব আর ওহে দৈত্যপতি॥
একমাত্র যিনি হন সবার কারণ।
সেই বিষ্ণু সনাতন নিত্য নারায়ণ॥
জগতের সার তিনি কহিলাম সার।
প্রসন্ন হউন্ তিনি এ ভিক্ষা আমার॥
এতেক বচন শুনি দৈত্যের রাজন।
ক্রোধভরে দৈত্যগণে কহেন তখন॥
শুন শুন দূতগণ বচন আমার।
অবিলম্বে-দুরাত্মারে করহ সংহার॥
ইহার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
স্বপক্ষের হানি করে এই দুরজন॥]
কুলাঙ্গার নাহি আর সমান ইহার।
ইহার জীবনে বল কিবাফল আর॥১০-৩১
এরূপ আদেশ শুনি যত দূতগণ।
অস্ত্র শস্ত্র অবিলম্বে করিয়া ধারণ॥
আঘাত করিতে থাকে প্রহ্লাদ-শরীরে।
কিছুমাত্র ক্লেশ কিন্তু না হয় প্রহারে॥
বরঞ্চ নূতন যেন হলো কলেবর।
তাহা দেখি কহে পুনঃ দৈত্যের ঈশ্বর॥
নির্ব্বোধ বালক ওরে শুনহ বচন।
এখনো আমার বাক্য কবহ পালন॥
বিপক্ষের স্তুতিবাদ কর পরিহার।
এখনো দিতেছি আমি অভয় তোমার॥
বিফল বিনয় ত্যাগ কর বাছাধন।
এখনো নিবৃত্ত হও আমার বচন॥
প্রহ্লাদ শুনিয়া কহে সহাস্য বদনে।
শুন পিত নিবেদন তোমার চরণে॥
সর্ব্বভয়-বিনাশন বিষ্ণু ভগবান্।
যখন অন্তরে মম আছে বিদ্যমান॥
ভয়েব সম্ভব বল কি আছে তখন।
যেই জন নারায়ণে করয়ে স্মরণ॥
জন্ম মৃত্যুজন্য ক্লেশ নাহি রহে তার।
কহিলাম সার কথা নিকটে তোমার॥
পুত্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দৈত্যপতি কোপাবিষ্ট হইয়া তখন॥
সম্বোধিয়া কহে যত ভুজঙ্গমগণে।
প্রহ্লাদে দংশন কর আমার বচনে॥
তীক্ষ্ণবিষ দন্ত দ্বারা করিয়া দংশন।
অচিরে ইহার প্রাণ করহ নিধন॥
রাজার এতেক আজ্ঞা শুনিয়া শ্রবণে।
তক্ষক অন্ধক আর কুহকাদি গণে॥
বিষধর আব যত ভুজঙ্গমগণ।
প্রহ্লাদের সর্ব্ব অঙ্গে করিল দংশন॥
কিন্তু তাহে কোন কষ্ট না হয় তাঁহার।
বিষ্ণু প্রতি একচিত্ত ছিল গুণাধার॥

হরিনাম হৃদিমাঝে করিয়া স্মরণ ।
বরঞ্চ পরম সুখ ভুঞ্জেন তখন ॥
ইহা দেখি সর্পগণ দৈত্যসন্নিধানে ।
উপনীত হয়ে কহে বিনীত-বচনে ॥
শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন ।
প্রহ্লাদের সর্ব্ব অঙ্গে করিয়া দংশন ॥
বিশীর্ণ হয়েছে দেখ দন্ত সমুদায় ।
স্ফুটিত হয়েছে মণি হের দৈত্যরায় ॥
হইয়াছে সন্তাপিত ফণা সবাকার ।
হৃদয় কম্পিত হের হয় অনিবার ॥
আমাদের নাহি সাধ্য করিতে নিধন ।
অন্য আজ্ঞা দিবে যাহা করিব পালন ॥
ভুজঙ্গগণের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ।
আহ্বান করিল দৈত্য দিক্ হস্তীগণে ॥
তাহাদিগে সম্বোধিয়া কহিল তখন ।
দন্তাঘাতে প্রহ্লাদেরে করহ নিধন ॥
এই দুষ্ট নহে পুত্র এখন আমার ।
অবিলম্বে এই দুষ্টে করহ সংহার ॥
আমার বিপক্ষ যত বৈষ্ণবনিকর ।
বিধির উপায় তারা করি নিরন্তর ॥
প্রহ্লাদে পৃথক্ করিয়াছে আমা হ'তে ।
অতএব পুত্র জ্ঞান নাহিক ইহাতে ॥
যে পদার্থ যাহা হ'তে হয় উৎপাদন ।
কভু হয় সেই দ্রব্য বিনাশ-কারণ ॥
বোধ হয় ইহা সবে বুঝহ অন্তরে ।
অধিক বলিব কিবা তোমা সবাকারে ॥
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ প্রদীপ্ত অনল ।
অরণি হইতে জন্মে খ্যাত চরাচর ॥
অরণি-বিনাশ-হেতু হয় পুনর্ব্বার ।
অতএব রক্ষা কর বচন আমার ॥
পর্ব্বত-শিখর তুল্য দিক্‌হস্তীগণ ।
দানব-রাজের বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥
প্রহ্লাদের আঘাত করি বিশাল দর্শনে
সবেগে ফেলিল তাঁরে ধরণী শয়নে ॥
কিন্তু তাঁর মন ছিল হরির উপর ।
কোন কষ্ট নাহি পায় তাঁহার অন্তর ॥

গজদন্ত প্রহ্লাদের বক্ষোপরি পড়ি ।
বিশীর্ণ হইয়া গেল অতি দ্রুত করি ॥
তখন প্রহ্লাদ কহে আপন পিতারে ।
শুন পিতঃ নিবেদন করি হে তোমারে ॥
আপনার নিয়োজিত দিকহস্তীগণ ।
বজ্রাগ্র সমান যার সুতীক্ষ্ণ দশন ॥
সেই দন্ত প্রতিহত হইয়া শরীরে ।
ভগ্ন হয়ে পড়ি গেল ধরণী উপরে ॥
ইথে মম পরাক্রমে কিছুমাত্র নাই ।
তাহার কারণ শুন বলি তব ঠাঁই ॥
ভগবান্ নারায়ণে করিলে স্মরণ ।
এইরূপ কত হয় আশ্চর্য্য ঘটন ॥
প্রহ্লাদের এই বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ।
দৈত্যপতি সম্বোধিয়া কহে দৈত্যগণে ॥
শুন শুন দূতগণ আমার বচন ।
প্রকাণ্ড বিবর এক করহ গঠন ॥
স্থাপিয়া তাহার মধ্যে কাষ্ঠ সমুদায় ।
অগ্নি দিয়া দগ্ধ কর এই দুরাত্মায় ॥
এতেক আদেশ শুনি যত দৈত্যগণ ।
অবিলম্বে কাষ্ঠরাশি করি আহরণ ॥
মহাত্মা প্রহ্লাদে তাহে সমাচ্ছন্ন করি ।
অনল জ্বালিল তাহে অতি দ্রুত করি ॥
প্রহ্লাদ অগ্নির মাঝে থাকিয়া তখন ।
দৈত্যরাজে সম্বোধিয়া কহেন বচন ॥
দেখ দেখ পিতা চেয়ে দেখহ নয়নে ।
উদ্দীপ্ত হইয়া অগ্নি উঠিছে পবনে ॥
তথাপি দহিতে মোরে না হয় সক্ষম ।
পরম আনন্দে মম মন নিমগন ॥
দশ দিক সমাচ্ছন্ন পদ্ম-আস্তরণে ।
হইতেছে হেন বোধ সদা মম মনে ॥
সুশীতল দশদিক্ করি দরশন ।
দেখ দেখ পিতঃ দেখ মিলায়ে নয়ন ॥
প্রহ্লাদ এরূপ বাক্য যদ্যপি বলিল ।
পুরোহিত দৈত্যরাজে সম্বোধি কহিল ॥
শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন ।
প্রহ্লাদ বালক অতি তোমার নন্দন ॥

সম্বর সম্বর রোষ এ হেতু নৃপতি।
করুণা প্রকাশ কর প্রহ্লাদের প্রতি॥
কুপিত হয়েছ যেই দেবতা উপরে।
সফল হইতে তাহা অবশ্যই পারে॥
বালক উপরে কিন্তু কোপ অনুচিত।
কর নৃপ এবে যাহা বলিব বিহিত॥
প্রহ্লাদে লইয়া মোরা আপন ভবনে।
বিনীত করিতে চেষ্টা করিব যতনে॥
শত্রু-হিংসা যাহে শিশু করে সর্ব্বক্ষণ।
করিব সে কাজ মোরা করিয়া যতন॥
আমাদের উপদেশ শুনিয়া শ্রবণে।
তবু যদি ভক্তি করে দেব নারায়ণে॥
বিষ্ণুপক্ষ যদি নাহি করে পরিহার।
অবিচার দ্বারা এরে করিব সংহার॥
এরূপ বলিল যদি পুরোহিতগণ।
দূতগণ দ্বারা দৈত্য-নৃপতি তখন॥
প্রহ্লাদেরে নিষ্কাশিয়া অগ্নিকুণ্ড হ'তে।
সমর্পিল পুরোহিতগণের করেতে॥
মহাত্মা প্রহ্লাদ তবে গুরুগৃহে গিয়া।
শিখেন বিবিধ বিদ্যা যতন করিয়া॥
প্রতিদিন অধ্যয়ন করি সমাপন।
প্রহ্লাদ বালকগণে করি সম্বোধন॥
এই বলি উপদেশ দিতেন সবারে।
সার কথা বলি শুন সবার গোচরে॥
পরমার্থ তত্ত্ব যাহা করিব বর্ণন।
অনন্যমনেতে তাহা করহ শ্রবণ॥
বাল্যাবস্থ প্রাণিগণ হইয়া প্রথমে।
যৌবন কালেতে ভোগ করি ক্রমে ক্রমে
পরিশেষে পরিহার করয়ে জীবন।
জীবের এরূপ গতি হয় দরশন॥
আমি তুমি অন্য প্রাণী এ তিন ভুবনে।
অইরূপ গতি লভে এই সে কারণে॥
মৃত্যু হলে প্রাণীগণ জন্মে পুনরায়।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ তার বহু দেখা যায়॥
শুক্র শোণিতাদি যত আছে উপাদান।
তাহা ভিন্ন জন্ম নাহি হয় কোন স্থান॥

সুতরাং জঠরে বাস অতি কষ্টতর।
সহজে বুঝিতে তাহা পারে যত নর॥
গর্ভ হতে বিনির্গত হইলেও পরে।
সুখলাভ জীবগণ করিবারে নারে॥
সংসার-মাঝারে যারা হয় মূঢ়জন।
তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা হলে উপশম॥
তাহাকেই সুখ বলি করয়ে স্বীকার।
কিন্তু তাহা ভ্রান্তিমাত্র ভবের মাঝার॥
দুঃখের নিদান মাত্র অই সব হয়।
তাহার কারণ বলি শুন শিশুচয়॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি সব নিবারণতরে।
যাহা যাহা আহরণ জীবগণ করে॥
কতদূর কষ্টভোগ তাহাতেই হয়।
অজ্ঞাত নাহিক কারো এ সব বিষয়॥
ব্যায়ামাদি দ্বারা বটে শরীরের গ্লানি।
দূরীকৃত হয়ে থাকে মনে মনে জানি॥
কিন্তু উহা কোনকালে নহে সুখকর।
সংসার দুঃখের মূল কষ্টের আকর॥
প্রণয়-কুপিতা হয় যদ্যপি রমণী।
চরণে পতিত হয় কামার্ত্ত তখনি॥
তাহাতে রমণী করে চরণ-প্রহার।
তৃপ্তি বোধ করে নর তাহে অনিবার॥
কিন্তু ভাই বল দেখি ওহে শিশুগণ।
সুখকর সেই কাজ হয় কি কখন॥
আপাততঃ রমণীয় সৌন্দর্য্য দেখায়।
সুখকর বলি বোধ করা যায় তায়॥
কিন্তু বিবেচনা যদি করহ অন্তরে।
অসার পদার্থ মাত্র দেহের ভিতরে॥
মাংস পূজ বিষ্ঠা মূত্র স্নায়ু ও শোনিত
মজ্জা অস্থি ইত্যাদিতে শরীর পূরিত
এ ছার অলীক দেহ হলে প্রীতিকর।
নরকও হ'তে পারে সুখের আকর॥
ফলত সংসারে যাহা কর দরশন।
সুখকর কিছুমাত্র নহেক কখন॥
সুখকর বোধ যাহা হয় কোন কালে
দুঃখকর হয় তাহা সময়-অন্তরে॥

শীতের সময় বটে সুখদ অনল।
তৃষ্ণা পেলে সুখকর হয় বটে জল ॥
সুখকর হয় অন্ন ক্ষুধার সময়ে।
কিন্তু ভাবি দেখ দেখি আপন হৃদয়ে ॥
শীত আদি সমতীত হইলে তখন।
বিপরীত ভাব সবে করয়ে ধারণ ॥
শুন শুন মিত্রগণ কহি সবাকারে।
মানব বেষ্টিত থাকে পুত্র-পরিবারে ॥
স্ত্রী-পুত্রাদি সহ সদা সম্বন্ধ যে হয়।
কষ্টকর তাহা অতি নাহিক সংশয় ॥
পুত্র প্রতি স্নেহ হয় যেই পরিমাণে।
দুঃখ ভোগ হন তত জানিবেক মনে ॥
এই হেতু বিদেশস্থ যত প্রাণীগণ।
পুত্রের চিন্তায় হয় আকুলিতমন ॥
জন্ম মৃত্যু কষ্টকর জানিবে সংসারে।
সে কথা বলিব কিবা তোমা সবাকারে ॥
শমন-যন্ত্রনা যাহা মরণের পর।
বলা নাহি যায় তাহা কত কষ্টকর ॥
জনমের পূর্ব্বে তথা জঠর যাতনা।
কার সাধ্য শিশুগণ করয়ে বর্ণনা ॥
আবার জঠরে বাস হয় যেই কালে।
কিবা সে দারুণ কষ্ট কে বলিতে পাবে ॥
সুতরাং হেরিছ যেই জগত-সংসার।
সুখলেশ নাহি ইথে দুঃখের আগার ॥
সংসার-সাগরে ত্রাণ পাইবাব তরে।
উপায় নাহিক হেরি কি কব সবারে ॥
একমাত্র বিষ্ণু যিনি নিত্য সনাতন।
যদি জীবগণ লয় তাঁহার শরণ ॥
তবে ত উত্তীর্ণ হয় সংসার-সাগরে।
সার কথা বুঝ সবে আপন অন্তরে ॥৫৩-৭০
আরো এক কথা বলি শুন ভ্রাতৃগণ।
হেন বোধ নাহি যেন করিও কখন ॥
"আমরা বালক কাজে এ সব বিষয়ে।
আবশ্যক কিবা আছে ভাবিয়া হৃদয়ে ॥"
হেন বোধ নাহি যেন করিও কখন।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ ॥

কিবা যুবা কিবা বৃদ্ধ কিবা অন্য নর।
সবার হৃদযে আছে হরি গদাধব ॥
আত্মারূপে সর্ব্বদেহে করে অবস্থান।
জরা বা যৌবন তাঁর নাহি বিদ্যমান ॥
অই সব ধর্ম্মে দেহ আক্রমিত হয়।
এ হেতু সংসার-ত্যাগী বিবেকী নিচয় ॥
যাহাতে সদত হয় কল্যাণ বিধান।
যতনে সে চিন্তা সদা করিবে ধীমান্ ॥
সময় প্রতীক্ষা করি যত নরগণ।
অনর্থক ধ্বংস করে আপন জীবন ॥
"আমি শিশু সুখে করি আহার বিহার।
আমি যুবা বিষয়েতে রত অনিবার ॥
আমি বৃদ্ধ অতিশয় করমে অক্ষম।"
হেন বোধ করা নহে উচিত কখন ॥
মূঢ়তা বশতঃ যারা এইরূপ ভাবে।
বৃথা কাল অতিক্রম করে এই ভবে ॥
পরিণামে দুঃখ পায় সেই সব জন।
অনুতাপ করি কহে এরূপ বচন ॥
"হায় হায় মূঢ়তম মোরা সবে অতি।
যখন প্রবল ছিল ইন্দ্রিয়-সংহতি ॥
হৃদয়ের বৃত্তি সব ছিল তেজীয়ান।
করিলাম নাহি যত্ন লভিতে কল্যাণ ॥
আহা হা কুকর্ম্ম কত করিনু সাধন।
তাহাব উচিত ফল পেতেছি এখন ॥"
দুরাশার বশ হয়ে নরগণ প্রায়।
মঙ্গলের চেষ্টা হেতু কভু নাহি ধায় ॥
ফলত মানবগণ শৈশবের কালে।
ক্রীড়ারত হয়ে কাল কাটায় কুতুহলে ॥
যৌবনে বিষয় বাঞ্ছা করি ঘন ঘন।
বিফলে সময় যত করয়ে যাপন ॥
শক্তির অভাব হয় বার্দ্ধক্য-দশায়।
কল্যাণ লভিতে কভু মন নাহি যায় ॥
অতএব যাহে হয় মঙ্গল সাধন।
একমনে সবে তাহে করহ যতন ॥
বাল্য বা যৌবন কিম্বা বার্দ্ধক্যের ভাবে।
জীবাত্মা কখন বদ্ধ নহে এই ভবে ॥

যাহা যাহা সবাপাশে করিনু কীর্ত্তন।
মিথ্যা বলি যদি বোধ কর সব জন॥
সনাতন নারাযণে স্মরহ অন্তরে।
ভববন্ধে হবে মুক্ত কহিনু সবারে॥
তাঁহার স্মরণে কষ্ট কিছুমাত্র নাই।
স্মরণে কল্যাণ হয় জানিবে সবাই॥
যাঁরা যাঁরা তাঁরে চিন্তা করে অনুক্ষণ।
তাঁহাদের যত পাপ হয় বিনাশন॥
অতএব শুন শুন তোমরা সকলে।
সতত রাখহ মতি বিষ্ণুর উপরে॥
তাহা হ'লে কোন ক্লেশ নাহি রবে কার।
হরিব স্মরণে হয ভব-পারাবার॥
তিনরূপ তাপে বিশ্ব আছে আচ্ছাদিত।
এ হেতু জীবের দুঃখ জানিবে নিশ্চিত॥
তাপত্রয়মধ্যে হয় এক আধ্যাত্মিক।
দ্বিতীয আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক॥
মহাত্মা যে জন হয এ ভব-সংসারে।
দ্বেষ নাহি করে তারা কভু কারোপরে॥
অধিক বিদ্বান্ কিম্বা ধনী যদি হয়।
তবু দ্বেষ করা কভু সমুচিত নয়॥
দ্বেষ যদি কেহ করে কাহার উপরে।
নিজের অশুভ হয় জানিবে অন্তরে॥
জাতক্রোধ হযে যারা সংসার-মাঝার।
অন্যের উপরে করে দ্বেষ ব্যবহার॥
তাহাদিগে জ্ঞানশিক্ষা করিবে প্রদান।
এই ত উচিত কার্য্য কহে বুদ্ধিমান্॥
যে উপায়ে দোষরাশি হয় সংশোধন।
তোমা সবাকার পাশে করিনু কীর্ত্তন॥
পরমার্থ-তত্ত্ব যাহা সাধুগণ চায।
সে কথা বলিব এবে তোমা সবাকায॥
সর্ব্বভূত-আত্মা বিষ্ণু যিনি ভগবান্।
অখিল পদার্থে তাঁর আছে অধিষ্ঠান॥
যত কিছু দ্রব্য আছে ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে।
ভগবান্ বিষ্ণু আছে সবার ভিতরে॥
এই হেতু যত বস্তু হয় দরশন।
তন্ময় বলিয়া ভাবে যত সুধীজন॥

অতএব এস ভাই আমরা সকলে।
আসুরিক ভাব আর না রাখি অন্তরে॥
বিশুদ্ধ এ ভাব করি সকলে আশ্রয়।
পরমার্থ লাভ তাহে হইবে নিশ্চয॥
অনল অনিল মেঘ বরুণ ভাস্কর।
উরগ কিন্নর যক্ষ রক্ষ শশধর॥
পশু পক্ষী নর আদি যাহা কিছু আছে।
বিষ্ণু হ'তে ভিন্ন কেহ নহে বিশ্বমাঝে॥
আত্মারূপী হরি হ'তে ভিন্ন কেহ নয।
আরো এক কথা বলি শুন মিত্রচয॥
পরমার্থ সুখ যাহা নিত্য সেই ধন।
কেহ না করিতে পারে তাহার নিধন॥
ক্রোধ লোভ ঈর্ষা দ্বেষ অথবা মৎসর।
ইত্যাদি যতেক শত্রু বিশ্বের ভিতর॥
কিম্বা জরা নেত্ররোগ আর অতিসার।
প্লীহা আদি রোগ যত বিশ্বের মাঝার॥
পরমার্থ সুখে ক্ষয করিবারে নারে।
অধিক বলিব কিবা সবার গোচরে॥
নির্ম্মল ও নিত্য হন বিষ্ণু সনাতন।
যদ্যপি হৃদয়ে তাঁরে করহ ধারণ॥
মহাসিদ্ধি লাভ তাহে হইবে নিশ্চয।
সংসার নহেত ভাই কভু সারময়॥
ইহার মাযায মুগ্ধ হইযা সকলে।
কভু না সন্তুষ্ট থেকো আপন অন্তরে॥
সর্ব্বভূতে সমদর্শী হওয়া সমুচিত।
শমভাবে সর্ব্বজনে দেখিবে নিশ্চিত॥
এইরূপ যদি সবে কর আচরণ।
বিষ্ণুর অর্চ্চনা তাহে হইবে সাধন॥
প্রসন্ন যদ্যপি হন সেই ভগবান্।
দুর্ল্লভ কিছুই নাহি থাকে বিদ্যমান॥
প্রসন্ন করিতে যদি পারহ তাঁহারে।
ধর্ম্মে অর্থে কামে তবে কিবা কাজ করে॥
তাঁর প্রসন্নতা-পাশে এই সমুদায়।
অতি তুচ্ছ হয় জেনো কহিনু সবায়॥
অতএব যদি সবে ওহে চন্দ্রচয়।
সে অনন্ত ব্রহ্মতরু করহ আশ্রয়॥

অনায়াসে পাবে সবে অনুত্তম ফল।
নাহিক সন্দেহ ইথে বালক-সকল ॥৭১-৯১

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদবধে বিবিধ চেষ্টা।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
প্রহ্লাদের এই কথা করিয়া শ্রবণ ॥
ভয়ে ভীত হয়ে যত বালক-নিকর।
উপনীত হয়ে দৈত্যপতির গোচর ॥
একে একে সব কথা করে নিবেদন।
তাহা শুনি ক্রোধে অন্ধ দানব-রাজন ॥
পাচকদিগকে ডাকি কহেন সবারে।
আমার বচন সবে ধরহ অন্তরে ॥
প্রহ্লাদ আমার পুত্র অতি দুরমতি।
কুপথে প্রবৃত্তি তার জন্মিয়াছে অতি ॥
উহার অজ্ঞাতে শীঘ্র তোমরা সকলে।
আহারীয় দ্রব্যে বিষ মাখিযা অচিরে ॥
অসন্দিগ্ধ চিত্তে দেও করিতে আহার।
অবশ্য হইবে তাহে দুষ্টের সংহার ॥
রাজার এতেক আজ্ঞা পেয়ে সুরগণ।
প্রহ্লাদে বিষাক্ত খাদ্য করিল অর্পণ ॥
মহাত্মা প্রহ্লাদ তাহা ভক্তি সহকারে।
আহার করিল হরি স্মরিয়া অন্তরে ॥
বৈকল্য কিছুই নাহি জন্মিল তাঁহার।
হরিনামে সেই বিষ হইল সংহার ॥
সুস্থদেহে অবিকারে প্রহ্লাদ তখন।
হরি স্মরি মনসুখে করেন যাপন ॥
ইহা হেরি সুরগণ সভয় অন্তরে।
উপনীত হয়ে দৈত্যপতির গোচরে ॥
বিনম্র-বদনে কহে করি সম্বোধন।
শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন ॥
তীব্র বিষ দিয়াছিনু যতেক আহারে।
প্রহ্লাদ করিল জীর্ণ উদর মাঝারে ॥

এতেক বচন শুনি দানব রাজন।
পুরোহিতগণে ডাকি কহেন তখন ॥
আপনারা ত্বরান্বিত হইয়া সকলে।
উপায় বিধান কর প্রহ্লাদ-সংহারে ॥
রাজার বচন শুনি পুরোহিতগণ।
বিনম্র প্রহ্লাদ পাশে করিয়া গমন ॥
সম্বোধি কহিল ওহে রাজার কুমার।
লোকপিতামহ ব্রহ্মা এ সৃষ্টি যাঁহার ॥
তাঁহার উত্তম বংশ বিদিত ভুবনে।
সে বংশে জন্মেছ তুমি জানে সর্ব্বজনে ॥
হিরণ্যকশিপু হয় দৈত্যের নন্দন।
তুমি বৎস গুণাধার তাঁহার নন্দন ॥
তব পিতা দেবতুল্য অনন্ত মহান্।
জীবের আশ্রয় তিনি ওহে মতিমান্ ॥
পরিণামে তুমি হবে সবার আশ্রয়।
তবে কেন বিপরীত কর গুণময় ॥
বিপক্ষের স্তব আব না করি কীর্ত্তন।
সযতনে রক্ষা কর পিতার বচন ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা জানিবে তোমার।
পিতাপেক্ষা গুরুজন কেহ নাহি আর ॥
এরূপ কহিল যদি পুরোহিতগণ।
প্রহ্লাদ সম্বোধি সবে কহেন তখন ॥
শুন মহাশয়গণ নিবেদি সবারে।
জনম ধরেছি আমি অত্যুত্তম কুলে ॥
একচ্ছত্র নরপতি জনক আমার।
ত্রিভুবন-অধিপতি বিশ্বের মাঝার ॥
আমার অজ্ঞাত ইহা নহেত কখন।
মহাগুরু পিতা নাহি জানে কোন্ জন ॥
পিতারে সন্তুষ্ট রাখা পরম যতনে।
সমুচিত হয় ইহা জানি আমি মনে ॥
কিন্তু আমি মনে মনে জানি গো নিশ্চয়।
তাঁর পাশে এই দাস অপরাধী নয় ॥
ভগবান্ অনন্তের নাম উচ্চারিলে।
সে নাম বিফল বলি কহেন সকলে ॥
কোন্ ব্যক্তি এইরূপ অযুক্ত কাহিনী।
কীর্ত্তন করিতে পারে বল দেখি শুনি ॥

তোমাদের এই বাক্য যুক্তিযুক্ত নয়
অযুক্ত বলিয়া সদা মম হৃদে লয় ॥ ১০-১৮
এত বলি মৌনভাবে থাকি কিছুক্ষণ।
সহাস্য-বদনে পুনঃ কহেন বচন ॥
শুন মহাশয়গণ নিবেদি সবারে।
হরিনাম উচ্চারিলে বদন-বিবরে ॥
নিষ্ফল বলিয়া তাঁরে করিছ কীর্ত্তন।
কিন্তু সবা-পাশে এবে করি নিবেদন ॥
দুঃখিত না হন যদি সকলে অন্তরে।
হরিনামফল কহি সবার গোচরে ॥
অনন্ত শ্রীবিষ্ণু সেই দেব ভগবান্।
তাঁহার প্রসাদে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম ॥
মোক্ষ লাভ হয় জান হরি নামোচ্চারে।
তবে কেন কহ সবে নিষ্ফল তাহারে ॥
দক্ষ ও মরীচ আদি মহা-ঋষিগণ।
সনাতন হরিধনে করিয়া চিন্তন ॥
কেহ ধর্ম্ম কেহ অর্থ করেছে সঞ্চয়।
অভিলাষ পূর্ণ করো হয়েছে নিশ্চয়।
সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান পুত্র পরিজন।
মাহাত্ম্য করম-কাণ্ড ইত্যাদি বন্ধন ॥
এ সব ছেদন করি নামের প্রসাদে।
মজেছেন কেহ কেহ মহামোক্ষপদে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁহা হ'তে হয়।
সে নামে নিষ্ফল বল কিসে মহাশয় ॥
আপনারা গুরু হও মহাশয় জন।
বলিছেন আপনারা যে সব বচন ॥
ভাল হোক্ মন্দ হোক্ মম অভিমতে।
যুক্তিযুক্ত বলি বোধ নাহি হয় চিতে ॥
প্রহ্লাদ এরূপ যদি কহিল বচন।
সম্বোধিয়া কহে তাঁরে পুরোহিতগণ ॥
শুন রে নির্ব্বোধ শিশু মোদের কাহিনী।
নৃপপাশে না বলিবে এইরূপ বাণী ॥
এই বোধ করি মোরা নিজ নিজ মনে।
রক্ষিনু তোমার প্রাণ অনল দাহনে ॥
কিন্তু তব ঘটিতেছে এরূপ দুর্ম্মতি।
বুঝিতে নারিছ তাহা অবোধ সন্ততি ॥
যাহা হোক্ এই ভ্রান্তি কর পরিহার।
উপায় করিব নৈলে করিতে সংহার ॥
এতেক বচন শুনি তত্ত্বজ্ঞ প্রহ্লাদ।
সম্বোধিয়া কহে সবে করি প্রণিপাত ॥
শুন মহাশয়গণ করি নিবেদন।
বিচারের কর্ত্তা সেই হরি সনাতন ॥
তাঁহা হ'তে হয় মাত্র রক্ষা সবাকার।
একমাত্র বিষ্ণু হ'তে সবার সংহার ॥
তিনি ভিন্ন ইহলোকে হেন কোন্ জন।
বিনাশ করিতে পারে অথবা রক্ষণ ॥
এত বলি মৌনভাব প্রহ্লাদ ধরিলে।
পুরোহিতগণ ক্রুদ্ধ হয়ে মন্ত্রবলে ॥
অগ্নিময়ী মূর্ত্তি এক করিল সৃজন।
অগ্নি সম প্রভা তার লোহিত বরণ ॥
অভিচার দ্বারা জন্ম লভিল মূরতি।
ভয়ঙ্কর বেশ তার বিকট আকৃতি ॥
ধরা দেবী কাঁপে তার চরণের ভরে।
উপনীত হয় আসি প্রহ্লাদ গোচরে ॥
করেতে ভীষণ শূল করিয়া গ্রহণ।
প্রহ্লাদেরে যজ্ঞস্থলে করিল ক্ষেপণ ॥
কিছুমাত্র ব্যথা তাহে প্রহ্লাদ না পায়।
বরঞ্চ সে শূল খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় ॥
প্রহ্লাদ-হৃদয়ে স্পর্শ যেমন করিল।
খণ্ডিত হইয়া শূল অমনি পড়িল ॥
শতধা হইল শূল দেখিতে দেখিতে।
হরির অসংখ্য বল কি আছে জগতে ॥
সে হরি হৃদয়ে বাস করিছে যখন।
সামান্য শূলের কথা কি কব তখন ॥
বজ্রও হৃদয়ে লগ্ন যদি কভু হয়।
ভগ্ন হবে সেইক্ষণে নাহিক সংশয় ॥
এই হেতু মহোদয় প্রহ্লাদ ধীমান্।
এ সমস্ত বিপদে যে পায় পরিত্রাণ ॥
কদাচ নহেক ইহা আশ্চর্য্য-বিষয়।
হরির প্রভাবে বল কিবা নাহি হয় ॥
এইরূপে প্রহ্লাদেরে করিতে নিধন।
যে মূর্ত্তি সৃজন করে পুরোহিতগণ ॥

পুরোহিতগণে ধ্বংস করি সে মূরতি।
তিরোহিত হয়ে গেল ওহে মহামতি ॥
মন্ত্রপূত অগ্নিময়ী সে মূর্ত্তি দ্বারায়।
পুরোহিতগণ সবে দগ্ধ হয়ে যায় ॥
মহাত্মা প্রহ্লাদ তাহা করি দরশন।
সনাতন হরি স্মরি কহেন তখন ॥
অনন্ত তুমি হে প্রভো কৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপী
জগৎস্রষ্টা জনার্দ্দন তুমি বিশ্বরূপী ॥
সর্ব্বভূতে নিরন্তর কর অবস্থান।
পুরোহিতগণে প্রভু কর প্রাণদান ॥
যত দিন প্রাণ আমি করেছি ধারণ।
শুধু যদি করে থাকি তোমারে চিন্তন
শত্রুর অনিষ্ট চিন্তা মম আজীবনে।
যদি নাহি করে থাকি কভু মনে মনে
তাহা হ'লে সেই পুণ্যে পুরোহিতগণ।
জীবিত হউন্ প্রভো এই আকিঞ্চন ॥
যাহারা আমারে বধ করিবার তরে।
ধাবমান হয়েছিল ক্ষণপূর্ব্বকালে ॥
মম ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ দিয়াছিল যারা।
অনলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিনু যার দ্বারা ॥
যেই সব দিক্‌গজ মহাপরাক্রম।
পদতলে করেছিল আমার পীড়ন ॥
ভুজঙ্গ দংশন যারা করেছিল মোরে।
অনিষ্ঠ করিতে আমি তাদের উপরে ॥
প্রবৃত্তি না করে থাকি যদ্যপি কখন।
সে পুণ্যে জীবিত হোক্ পুরোহিতগণ
এরূপ প্রার্থনা যদি করিল ধীমান্।
পুরোহিতগণ সবে করে গাত্রোত্থান ॥
নিরাময় হয়ে যবে পুলকিতমনে।
প্রহ্লাদে সম্বোধি কহে বিনয় বচনে ॥
দীর্ঘজীবী হও তুমি ওহে বাছাধন।
অপ্রতিহত বলবীর্য্য কর ধারণ ॥
পুত্রপৌত্রগণে তুমি পরিপূর্ণ হও।
ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়ে মনসুখে রও ॥
এইরূপে আশীষিয়া পুরোহিতগণ।
হিরণ্যকশিপু পাশে করিয়া গমন ॥
আদ্যোপান্ত সব কথা কহিল তাঁহারে
তার পর ঘটে যাহা শুন অতঃপরে ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর উক্তি
ও প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক হরিস্তব।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
পুরোহিতমুখে শুনি যত বিবরণ ॥
অগ্নিময়ী মহামূর্ত্তি হ'য়েছে বিফল।
এই কথা করি দৈত্য শ্রবণ-গোচর ॥
মহাত্মা প্রহ্লাদে পরে করিয়া আহ্বান।
কহিলেন শুন বৎস ওহে মতিমান্ ॥
তোমার প্রভাব অতি অদ্ভুত নিশ্চয়।
বুঝিবারে নারি তব চেষ্টা সমুদয় ॥
অচিন্ত্য ঘটনা যাহা হৈল অনুষ্ঠিত।
তব মন্ত্রবলে ইহা হয়েছি নিশ্চিত ॥
অথবা স্বভাবসিদ্ধ গুণের প্রভাবে।
হইয়াছে এ ঘটনা বুঝিতেছি ভাবে ॥
দৈত্যপতি এইরূপে কহিলে বচন।
তাঁহার চরণে পড়ি প্রহ্লাদ তখন ॥
কহিলেন সম্বোধিয়া বিনয় বচনে।
মধুর ভাষণে আর আনত বদনে ॥
শুন শুন পিতা তোমা করি নিবেদন।
এই যে করেছি আমি অদ্ভুত করম ॥
মন্ত্রবল বিবেচনা না কর অন্তরে।
স্বতঃসিদ্ধ গুণ নহে কহিনু তোমারে ॥
আমার হৃদয়ে যাঁর আছে অধিষ্ঠান।
সেই সনাতন বিষ্ণু দেব ভগবান্ ॥
তাঁহার প্রভাবে সব হ'তেছে সাধন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন ॥
পরের অশুভ চিন্তা যে জন না করে।
পাপ নাহি পশে কভু তাহার শরীরে ॥
কার্য্য মন বাক্য দ্বারা যেই মহাজন।
পরের উপরে করে সতত পীড়ন ॥

বিবিধ অশুভ ঘটে জানিবে তাহার।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে গুণাধার॥
কার্য্য মন কিম্বা বাক্য দ্বারায় কথন।
পরের অনিষ্ট নাহি করেছি সাধন॥
দিবানিশি চিন্তা করি সেই ভগবানে।
অন্য চিন্তা স্থান কভু নাহি পায় মনে॥
শারীরিক মানসিক দৈবী কিম্বা আর।
কিছুমাত্র বিঘ্ন তাই না হয় আমার॥
এই হেতু ওগো পিতঃ করি নিবেদন।
সর্ব্বভূতময় সেই দেব নারায়ণ॥
তাঁহারে বিদিত হয়ে ভক্তি সহকারে।
করিবে তাঁহার ধ্যান এ ভব-সংসারে॥ ১-৯
প্রহ্লাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রাসাদস্থ দৈত্যরাজ ক্রোধে নিমগন॥
কহিলেন সম্বোধিয়া অনুচরগণে।
পালহ আমার আজ্ঞা সকলে যতনে॥
প্রাসাদ উন্নত যাহা শতেক যোজন।
তদুপরি দুরাত্মারে করি আরোপণ॥
তথা হ'তে ফেলি দেও ভূমির উপর।
জীবন সংহার কর অতি দ্রুততর॥
শিলাপৃষ্ঠে যদি দুষ্ট হয় নিপতন।
সর্ব্বাঙ্গ বিচূর্ণ হবে ওহে দূতগণ॥
রাজার আদেশ পেয়ে কিঙ্কর নিকর।
প্রহ্লাদেরে নিল তুলি প্রাসাদ-শিখর॥
তথা হ'তে ফেলি দিল ভূমির উপরে।
প্রহ্লাদ হরিরে স্মরে হৃদয়-মন্দিরে॥
সনাতন নারায়ণে করিয়া চিন্তন।
প্রহ্লাদ প্রাসাদ হ'তে হয় নিপতন॥
যেমন পতিত হয় ভূমির উপরে।
ভগবতী বিশ্বম্ভরা কোলে কর ধরে॥
কাজে কাজে কিছুমাত্র কষ্ট নাহি হয়।
তাহা দেখি দৈত্যগণে লাগিল বিস্ময়॥
প্রহ্লাদের সুস্থকায় করি দরশন।
দৈত্যপতি সম্বরেরে ডাকিয়া তখন॥
কহিলেন শুন শুন ওহে বীরবর।
শরীরে যদ্যপি তব থাকে মায়াবল॥
সেই মায়াবলে তুমি এই দুরাচারে।
বধ কর বধ কর কহিনু তোমারে॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সম্বর অসুর কহে করি সম্বোধন॥
কি বলিব মহারাজ তোমার চরণে।
মম মায়াবল আজি হেরহ নয়নে॥
অসংখ্য-অসংখ্য মায়া করিয়া সৃজন।
এই দুষ্ট বালকেরে করিব নিধন॥
মহাত্মা প্রহ্লাদ হন সমদর্শী অতি।
তাঁহারে করিতে বধ সম্বর দুর্ম্মতি॥
নানাবিধ মায়াজাল করিল বিস্তার।
শুন শুন তার পর ঘটে যাহা আর॥
পরম তত্ত্বজ্ঞ সেই প্রহ্লাদ ধীমান্।
একমনে ভাবে সদা কোথা ভগবান্॥
এইরূপে চিন্তা করে শ্রীমধুসূদনে।
অন্য চিন্তা স্থান নাহি পায় তাঁর মনে॥
প্রহ্লাদেরে নেহারিয়া নিতান্ত কাতর।
ভয়হারী দর্পহারী দেব গদাধর॥
শিখাব্যাপ্ত সুদর্শনে করি সম্বোধন।
মায়ার সংহারে আজ্ঞা দিলেন তখন॥
আজ্ঞামাত্র সুদর্শন হয় ধাবমান।
মায়ারে বিনাশ করে স্মরি ভগবান্॥ ২০
তাহা দেখি দৈত্যপতি ভাবিয়া অন্তরে।
সংশোষক বায়ুদেবে ডাকি মিষ্টস্বরে॥
কহিলেন শুন বায়ু আমার বচন।
দুরাত্মা প্রহ্লাদে শীঘ্র করহ নিধন॥
আজ্ঞা পেয়ে সংশোষক অতি ধীরে ধীরে।
প্রবেশ করিল ত্বরা প্রহ্লাদ-শরীরে॥
মহাশীত-উষ্ণ ভাব করিয়া ধারণ।
প্রহ্লাদের কলেবর করয়ে শোষণ॥
মহাত্মা প্রহ্লাদ কিন্তু সেই অবস্থায়।
সদা ভাবে নারায়ণ আছহ কোথায়॥
হরিরে হৃদয় মাঝে করিয়া ধারণ।
একমনে রহে সাধু প্রহ্লাদ তখন॥
তাহা দেখি নারায়ণ অতি ত্বরা করে।
অধিষ্ঠান করি দ্রুত প্রহ্লাদ-অন্তরে॥

করিলেন অবিলম্বে বায়ুর সংহার।
তাহা দেখি সবে লাগে বিস্ময় সঞ্চার ॥
এরূপে সম্বর-মায়া হয়ে গেলে ক্ষয়।
এইরূপে সংশোষক যদি হৈল লয় ॥
প্রহ্লাদ পুনশ্চ গেল গুরুর ভবনে।
শিক্ষা করে নীতিশাস্ত্র গুরুর সদনে ॥
শুক্রাচার্য্যকৃত যেই নীতিশাস্ত্রসার।
আচার্য্য তাঁহারে শিক্ষা দেন অনিবার ॥
বিনীত প্রহ্লাদে হেরি কিছুদিন পরে।
নিতীশাস্ত্রে পারদর্শী দেখিয়া তাহারে ॥
হিরণ্যকশিপু-পাশে করিয়া গমন।
আচার্য্য কহিল শুন নৃপতি সুজন ॥
শুক্রাচার্য্যকৃত যত নীতিশাস্ত্রসার।
প্রহ্লাদ শিখেছে তাহা ওহে গুণাধার ॥
আচার্য্যের বাক্য শুনি নৃপতি তখন।
প্রহ্লাদে সম্বোধি কহে শুন বাছাধন ॥
শত্রু মিত্র উদাসীন আভ্যন্তর চর।
অমাত্য বাহিক মন্ত্রী অথবা ইতর ॥
পৌরবর্গ সশঙ্কিত এ সবার সনে।
ব্যাভার করিবে কিবা কহ মম স্থানে ॥
নৃপতির কি কর্ত্তব্য তাদের সহিত।
আমার নিকটে তাহা বলহ ত্বরিত ॥
কালত্রয়-ব্যবহার কিরূপ বা হয়।
কিরূপে করিতে হয় দুর্গ-পরাজয় ॥
কিরূপে শাসন হয় আরণ্যকগণ।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হয় কিসে নিরূপণ ॥
ক্ষুদ্র শত্রু বশীভূত হয় কি প্রকারে।
এই সব রাজনীতি বলহ আমারে ॥
যেরূপ করেছ বৎস ইহা অধ্যয়ন।
আমার নিকটে তাহা করহ কীর্ত্তন ॥
তব মনোগত ভাব জানিবার তরে।
একান্ত বাসনা মম হতেছে অন্তরে ॥ ৩২
বিনয়-ভূষণ সাধু প্রহ্লাদ তখন।
পিতার এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥
সম্বোধিয়া কহে তাঁরে করি যোড়কর।
শুন নিবেদন করি দানব-প্রবর ॥
গুরুদেব নীতিশাস্ত্র দিয়াছেন মোরে।
শিখিয়াছি আমি তাহা যত্ন সহকারে ॥
কিন্তু তাহে প্রীতিবোধ না হয় আমার।
মনোগত কথা এই কহিলাম সার ॥
সাম দান ভেদ দণ্ড এ চারি উপায়।
সাধনে আমার মন কভু নাহি ধায় ॥
মিত্রাদি সাধনে নাহি প্রবৃত্তি কখন।
রোষ নাহি কর পিত শুনিয়া বচন ॥
সাধনেতে কিবা ফল সাধ্যের অভাবে।
শুন শুন বলিতেছি এই বিশ্ব ভবে ॥
সর্ব্বভূত-আত্মা বিভু যিনি জগন্ময়।
শত্রুমিত্র-সম্বন্ধাদি তাঁহে নাহি হয় ॥
শত্রুমিত্র সম্বন্ধীয় যে কোন কথায়।
লেশমাত্র নাহি তাঁহে কহিলাম সার ॥
কি আমি কি তুমি কিম্বা অন্য প্রাণীগণ।
সকল পদার্থে আছে হরি নারায়ণ ॥
অতএব শত্রু মিত্র বিভিন্ন বিচার।
সম্ভবিতে পারে কিসে কহ গুণাধার ॥
অজ্ঞানপূরিত হেন গর্হিত বচন।
অনুচিত বলা তব জানিবে রাজন্ ॥
যাহাতে মঙ্গল হয় ওহে মতিমান্।
সেই কাজে অনুক্ষণ হও যত্নবান্ ॥
খদ্যোতেরে অগ্নি ভাবে বালক যেমন।
সেইরূপে ভ্রমে পড়ি জগতের জন ॥
অজ্ঞানবশতঃ যত মানবের গণ।
বিজ্ঞান বুদ্ধির বশ হয় অনুক্ষণ ॥
সে বিজ্ঞানবুদ্ধি হয় অবিদ্যাতে পত্ত।
অজ্ঞানমূলক উহা জানিবে নিশ্চিত ॥ ৪০
যাহা দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হয় এ সংসারে।
প্রকৃত করম তারে কে বলিতে পারে ॥
অনুষ্ঠিত হয় যাহা মুক্তির কারণ।
প্রকৃত করম তাহা কহে সাধুগণ ॥
শিল্প আদি যত কার্য্য হয় দরশন।
আযাসের জন্য মাত্র হয় আচরণ ॥
অতএব সার ধর্ম্ম জানিয়া অন্তরে।
নম্রমুখে যাহা কহি তোমার গোচরে ॥

অবহিত হয়ে তাহা করহ শ্রবণ।
বিনয়ে তোমার পাশে এই নিবেদন ॥
অদৃষ্টের বশীভূত সকলে সংসারে।
তাহার প্রমাণ শুন নিবেদি তোমারে ॥
রাজ্য ধনে বাঞ্ছা নাহি যে জনের রয়।
অদৃষ্টবশেতে কিন্তু ঘটে সমুদয় ॥
অদৃষ্টবশেতে তার ঘটে রাজ্য ধন।
মহত্ত্ব লাভেতে বাঞ্ছা করে সর্ব্বজন ॥
সবার বাসনা কিন্তু পূর্ণ নাহি হয়।
প্রত্যক্ষ দেখিছ বিশ্বে ওহে মহোদয় ॥
স্নুতরাং উদ্যম নহে উন্নতি কারণ।
অদৃষ্ট সবার মূল জানিবে রাজন্ ॥
অবিবেচক অনভিজ্ঞ যাহারা সংসারে।
অথবা অসুরগণ এ বিশ্ব-মাঝারে ॥
রাজ্যভোগ করে সবে অদৃষ্ট-কারণ।
অতএব শুন শুন করি নিবেদন ॥
মহত্তা শ্রীলাভে বাঞ্ছা যদি কভু হয়।
পুণ্যলাভে যত্নবান্ হইবে নিশ্চয় ॥
অভিলাষ করে যারা মুক্তির কারণ।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী হবে সেই জন ॥
দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী কীট আদি।
সরীসৃপ অন্য অন্য জীবের সংহতি ॥
শ্রীহরির ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র সবে।
বিশ্বরূপ নাম তাঁর এই হেতু ভবে ॥
নিখিল জগৎ এই স্থাবর জঙ্গম।
তন্ময়স্বরূপ যেই করে দরশন ॥
আত্মারূপী বিষ্ণুদেবে সেই জন হেরে।
হরির প্রসাদ হয় তাহার উপরে ॥
যাহার উপরে তুষ্ট দেব নারায়ণ।
কোন ক্লেশ সেই জন না পায় কখন ॥
মহাত্মা প্রহ্লাদ যদি এরূপ বলিল।
হিরণ্যকশিপু রোষে প্রজ্জ্বলিত হৈল ॥
আসন হইতে দৈত্য গত্রোত্থান করি।
পদাঘাত করে ত্বরা বক্ষের উপরি ॥
করে কর নিষ্পেষণ করিয়া রাজন।
দূতগণে সম্বোধিয়া কহিল তখন ॥

বিপ্রচিত্তে রাহো অহে বলাধ্যক্ষ আর।
ত্বরা করি সবে রাখ বচন আমার ॥
দুরাত্মারে নাগপাশে করিয়া বন্ধন।
সাগর-সলিলে ত্বরা কবহ ক্ষেপণ ॥
নতুবা সমস্ত লোক আর দৈত্যগণ।
দুরাত্মার মতে মত দিবে অনুক্ষণ ॥
বিপক্ষের স্তুতিবাদ করে দুরাচার।
নিষেধ করিনু আমি কত শতবার ॥
তথাপি নিবৃত্তি নাহি হলো কোনমতে।
ইহারে বধিলে হবে মঙ্গল জগতে ॥
এইরূপে আজ্ঞা দিলে দানবরাজন।
প্রহ্লাদেরে নাগপাশে কবিয়া বন্ধন ॥
দৈত্যগণ ফেলি দিল দুস্তর সাগরে।
উদ্বেল হইয়া উঠে সাগর সে কালে ॥
প্রহ্লাদ যেমন জলে হয় নিপতন।
অমনি সাগর ক্ষুব্ধ হইল তখন ॥
সাগর উদ্বেল হলে বিশ্ব সমুদায়।
সলিলে প্লাবিত হয়ে সেইক্ষণে যায় ॥
তাহা দেখি দৈত্যরাজ করি সম্বোধন।
কহিলেন পুনরায় ওহে দৈত্যগণ ॥
অসংখ্য অসংখ্য শৈল আনিয়া অচিরে।
সমাচ্ছন্ন কর এই দুষ্ট দুরাচারে ॥
অগ্নিতে মরিল নাহি দুরাত্মা পামর।
মারিতে পারিল নাহি উরগ-নিকর ॥
শস্ত্র বিষ বায়ু মায়া আর অভিচার।
এ সকলে না মরিল এই দুরাচার ॥
উচ্চস্থান হ'তে পড়ি না হলো মরণ।
কাজে কাজে এ উপায় করহ এখন ॥
ইহার জীবনে বল কিবা ফল আর।
অতএব ত্বরা করি করহ সংহার ॥
সহস্র বরষ যদি সাগর-মাঝারে।
পর্ব্বতে আচ্ছন্ন করি রাখ দুরাচারে ॥
অবশ্য বিনষ্ট হবে নাহিক সংশয়।
সুযুক্তির সার এই কহিনু নিশ্চয় ॥
দৈত্যপতি এইরূপ কহিলে বচন।
শৈল লয়ে দানবেরা করিল গমন ॥

তাহা দিয়া সমাচ্ছন্ন করিল সাগর।
তাহার নিম্নেতে রহে প্রহ্লাদ প্রবর ॥
শৈলে সমাচ্ছন্ন হৈল সহস্র যোজন।
শুন শুন তার পর ওহে তপোধন ॥৬২
প্রহ্লাদ এরূপে থাকি সাগর-মাঝারে।
সায়ংকালে হৃদে ধ্যান নারায়ণে করে ॥
হরিরে উদ্দেশ করি কহিল তখন।
তুমি প্রভু নরোত্তম কমল-লোচন ॥
তিম্মচক্রী তুমি দেব সবার ঈশ্বর।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি খ্যাত-চরাচর ॥
শ্রীব্রহ্মণ্যদেব তুমি বিপ্রহিতকারী।
গোহিতকারক তুমি মুকুন্দ মুরারি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া তুমি বিদিত সংসারে।
জগতের শুভকারী জানিগো তোমারে ॥
সৃষ্টিকালে ব্রহ্মরূপা তুমি ভগবন্।
পালনকালেতে হও বিষ্ণু নারায়ণ ॥
প্রলয় সময়ে ধর রুদ্রের আকার।
তোমারি স্বরূপমাত্র এ বিশ্বসংসার ॥
দেব দৈত্য যক্ষ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
পিশাচ রাক্ষস কীট পশু পক্ষী নর ॥
পিপীলিকা সরীসৃপ ভূমি বায়ু জল।
স্থাবর গগন আদি অথবা অনল ॥
পঞ্চভূত॰॰ কিম্বা বুদ্ধি আত্মা কাল।
তোমা হ'তে ভিন্ন কেহ নহে কোন কাল
তুমি জ্ঞান তুমি সত্য অজ্ঞান প্রবৃত্তি।
বেদোদিত কার্য্য তুমি তুমিই নিবৃত্তি ॥
কর্ম্মভোক্তা কর্ম্মফল কর্ম্মোপকরণ।
এ সব তুমিই প্রভু ওহে ভগবন্ ॥
সর্ব্বভূতে তব ব্যাপ্তি আছে বিদ্যমান।
সেই ব্যাপ্তি মহীয়সী ও হ ভগবান্ ॥
সে ব্যাপ্তি প্রকাশ করে ঐশ্বর্য্য তোমার।
যোগীরা তোমারে চিন্তে হৃদয়-মাঝার ॥
তব প্রীতি হেতু যত যাজ্ঞিকনিকর।
যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে নিরন্তর ॥
তুমি হব্যকব্যভুক্ অদ্বিতীয় তুমি।
পিতৃরূপী দেবরূপী ওহে চিন্তামণি ॥

তব সূক্ষ্মরূপে ব্যাপ্ত রয়েছে সংসার।
আত্মরূপী তুমি দেব জগতের সার ॥
অলক্ষিতভাবে আছ সবার অন্তরে।
কার সাধ্য তব রূপ চিন্তিবারে পারে ॥
তব গুণাশ্রয়া শক্তি সর্ব্বভূতে রয়।
বাক্য মন-অগোচর সে শক্তি নিশ্চয় ॥
জ্ঞানবলে মাত্র জ্ঞানী পরিচ্ছেদ করে।
নমস্কার করি আমি সে নিত্য শক্তিরে ॥
তোমা হ'তে ভিন্ন প্রভু নাহি কিছু আর।
সর্ব্বদ্রব্য হ'তে ভিন্ন কিন্তু হে অ বার ॥
তব নাম রূপ কেবা করে নিরূপণ।
অস্তিত্ব স্বীকারমাত্র করে জ্ঞানীগণ ॥
তব রূপ দেবগণ হেরিবারে নারি।
অবতার পূজা করে ওহে বনমালী ॥
সর্ব্বভূত-অন্তরেতে করি অবস্থান।
শুভাফল ফল দেখ ওহে ভগবান ॥
সর্ব্বসাক্ষী জগন্ময় পরম ঈশ্বর।
সকলের চিন্তনীয় ওহে দয়াকর ॥
ওতপ্রোতভাবে এই অখিল সংসার।
তোমাতে গ্রথিত আছে ওহে গুণাধার ॥
সবার আধার তুমি জগতের আদি।
বিশ্বব্যাপী হরি বলি আছে তব খ্যাতি ॥
বাসুদেব বলি তব আছে অভিধান।
সর্ব্বদ্রব্য প্রতিষ্ঠিত তোমাতে ধীমান্ ॥
পদার্থস্বরূপ তুমি পদার্থ আশ্রয়।
সর্ব্বগত ও অনন্ত তুমি দয়াময় ॥
পৃথগ্ ভূত নহি আমি কভু তোমা হ'তে।
তোমা হ'তে সৃষ্ট যত পদার্থ জগতে ॥
আমারি সৃজিত ইহা ওহে দয়াময়।
অভিন্নতা হেতু আমি হই সর্ব্বময় ॥
পরব্রহ্মরূপ আমি নিত্য সনাতন।
পরমাত্মা সর্ব্বাশ্রয় ওহে ভগবন্ ॥
অক্ষয় পুরুষ আমি কহিনু তোমারে।
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর নাহিক সংসারে॥৮৬

বিংশ অধ্যায়

প্রহ্লাদের ভগবদ্দর্শন ও হিরণ্যকশিপু বধ।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
এইরূপে মহামতি প্রহ্লাদ সুজন॥
নারায়ণে আত্মা হ'তে অভিন্ন আকারে
তন্ময় বলিয়া হৃদে অনুধ্যান করে॥
অনন্ত অব্যয় আর পরমাত্মা বলি।
আত্মারে করয়ে জ্ঞান দিবা বিভাবরী॥
এইরূপ ধ্যানযোগ হেতু ক্রমে ক্রমে।
পাপরাশি হৈল ক্ষীণ জানিবেক মনে॥
প্রসন্ন হইল ক্রমে তাঁহার অন্তর।
তাঁর দেহে আবির্ভূত হরি গদাধর॥
হরি আবির্ভাব দেহে হইল যেমন।
অমনি শিথিল হৈল উরগ-বন্ধন॥
তরঙ্গমালার সহ দুস্তর সাগর।
বিচলিত হয়ে উঠে অতি দ্রুততর॥
বিচলিত বিক্ষোপিত হয় গ্রহগণ।
মহামতি মহাযোদ্ধা প্রহ্লাদ তখন॥
দানবনিক্ষিপ্ত শৈল ফেলি দিয়া দূরে।
উঠিলেন অবিলম্বে সলিল উপরে॥
শৈলের বাহিরে পুন করি আগমন।
জগত আকাশ আদি করেন দর্শন॥
তখন প্রহ্লাদ বলি ভাবে আপনারে।
সংযত পবিত্র হয়ে একান্ত অন্তরে॥
স্তববাক্যে নারায়ণে করি সম্বোধন।
কহিলেন ওহে প্রভো পুরুষ-উত্তম॥
পরমার্থ স্থূল সূক্ষ্ম তুমিই অব্যক্ত।
কালাতীত ক্ষর তুমি তুমি প্রভু ব্যক্ত॥
সবার ঈশ্বর তুমি তুমি নিরঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ নমস্কার ওহে সনাতন॥
নির্গুণ তুমি গো প্রভু তোমা নমস্কার।
তব তত্ত্ব কেবা জানে তুমি গুণাধার॥
তুমি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত তুমি মহামূর্ত্ত।
নমস্কার নমস্কার তুমি সূক্ষ্মমূর্ত্ত॥
প্রকাশস্বরূপ তুমি ওহে নিরঞ্জন।
অপ্রকাশরূপী হও তোমারে বন্দন॥
তুমি হে করালরূপ ওহে ভগবান্।
তোমার চরণে করি সতত প্রণাম॥ ১-১০
শান্তমূর্ত্তি তুমি দেব তুমি হও জ্ঞান।
সদসৎ ও অচ্যুত তুমিই অজ্ঞান॥
সদ্ভাব ও অসদ্ভাব তুমি হও নিত্য।
প্রপঞ্চ-অতীত তুমি নির্ম্মল অনিত্য॥
একমাত্র হও তুমি ওহে ভগবন্।
অথচ অনেকরূপ কহে সুধীগণ॥
বাসুদেব নাম তব হও জ্যোতির্ম্ময়।
সর্ব্বভূতরূপী তুমি ওহে দয়াময়॥
সর্ব্বভূত হ'তে ভিন্ন তুমি নিরঞ্জন।
চিদ্রূপ তোমার নাম আদিম-কারণ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহা করি দরশন।
তোমা হ'তে সমুৎপন্ন ওহে নারায়ণ॥
কিবা আর নিবেদিব জগত আধার।
তোমার চরণে সদা করি নমস্কার॥
এইরূপ স্তব যদি করিল প্রহ্লাদ।
পীতাম্বরধারী বিষ্ণু হলেন সাক্ষাত॥
সুমতি প্রহ্লাদ তাঁরে করি দরশন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করি চরণ বন্দন॥
কহিলেন শুন শুন ওহে ভগবান।
বিপত্তি-নাশন তুমি বিশ্বের নিদান॥
লভিলাম এবে আমি তোমার শরণ।
প্রসন্ন হইয়া পুনঃ দেহ দরশন॥
প্রহ্লাদের স্তুতিবাদ শুনি ভগবান্।
কহিলেন শুন বৎস ওহে মতিমান্॥
তোমার প্রগাঢ় ভক্তি করি দরশন॥
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন॥
অভিমত বর এবে লহ যে দ্যুমণি।
যা চাহিবে দিব তাহা সত্য মম বাণী॥
প্রীতভাবে নারায়ণ এরূপ বলিলে।
মহাত্মা প্রহ্লাদ কহে সম্বোধন করে॥
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্।
প্রসন্ন যদ্যপি হয়ে থাক হে এখন॥

এই বর বত্তে প্রভু দেহ গো আমারে।
জনম ধরেছি আমি যেই যেই কুলে ॥
সেই সেই বংশজাত লোক-সমুদায়।
ভক্তিরত হয় যেন সতত তোমায় ॥
আমার অচলা ভক্তি তোমার উপরে।
সদা যেন থাকে প্রভু সমান প্রকারে ॥
হৃদি হ'তে ভক্তি যেন দূর নাহি হয়।
এই ভিক্ষা তব পাশে ওহে দয়াময় ॥
প্রহ্লাদ এরূপ বর যদ্যপি চাহিল।
নারায়ণ সম্বোধিয়া তাহারে কহিল ॥
শুন শুন ওহে বৎস তুমি মহামতি।
আমার উপরে তব সুদৃঢ় ভকতি ॥
অন্যথা না হবে তার জীবনে কখন।
অন্য বর আরো তুমি করহ গ্রহন॥১১-২০
শুনিয়া প্রহ্লাদ কহে ওহে ভগবান্।
যেই কালে করি আমি তব স্তোতগান ॥
সেই কালে দৈত্যপতি জনক আমার।
মম প্রতি দ্বেষভাব করিবা প্রচার ॥
যেই পাপে সমালিপ্ত হয়েছেন তিনি।
সে পাপ হউক নাশ ওহে চিন্তামণি ॥
মম ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ করিয়া প্রদান।
যে পাপ করেছ পিতা ওহে ভগবান্ ॥
অস্ত্রাঘাত করি পুনঃ আমার শরীরে।
অপর গর্হিত কাজ করিয়া সাদরে ॥
যেই সব পাপ পিতা করেছে অর্জ্জন।
সেই পাপ ওহে প্রভু করহ ছেদন ॥
এতেক বচন শুনি গোলকের পতি।
কহিলেন শুন বৎস তুমি মহামতি ॥
প্রার্থনা করিলে যাহা নিকটে আমার।
আমার প্রসাদে সিদ্ধ হবে গুণাধার ॥
আর কিবা বর বাঞ্ছা হতেছে অন্তরে।
প্রকাশ করহ তাহা দিব হে তোমারে ॥
প্রহ্লাদ কহেন শুন ওহে ভগবন্।
আর কি চাহিব প্রভু তোমার সদন ॥
দৃঢ় ভক্তি রবে মম তোমার উপরে
এই বর দিলে যাহা কৃপাদৃষ্টি করে

তাহাতেই চরিতার্থ হইয়াছি আমি।
আর কিছু নাহি বাঞ্ছা ওহে চিন্তামণি ॥
তব প্রতি ভক্তিমান্ হয় সেই জন।
দূরে থাক কাম অর্থ অথবা ধরম ॥
মোক্ষপদ সদা তার রহে করতলে।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে ॥
প্রহ্লাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সম্বোধন করি তাঁরে কহে নারায়ণ ॥
নিতান্ত ভকতি তব আমার উপরে।
এ হেতু নির্ব্বাণ পাবে কহিনু তোমারে ॥
এত বলি তিরোহিত হইলেন তিনি।
প্রহ্লাদ পিতার পাশে চলিল অমনি ॥
পিতৃপাশে গিয়া পদে করিলে বন্দন।
দৈত্যপতি সবিস্ময়ে করেন দর্শন ॥
মস্তক আঘ্রাণ তাঁর করিয়া সাদরে।
আলিঙ্গন পুনঃ পুনঃ করি স্নেহভরে ॥
কহিলেন আহা বৎস এস বাছাধন।
এখনো রয়েছে দেখি তোমার জীবন ॥
এত বলি অশ্রুবেগ বিসর্জ্জন করে।
অনিবার্য্য বেগেবাষ্প পড়ে বক্ষোপরে ॥৩০
পুলকিত হৈল অঙ্গ আনন্দে তাহার।
অনুতাপ করে কত স্মরি অত্যাচার ॥
কত অত্যাচার কৈল প্রহ্লাদ-উপরে।
স্মরিয়া সে সব কথা অনুতাপ করে ॥
এইরূপ পিতা পুত্রে হইলে মিলন।
প্রহ্লাদ ধার্ম্মিকবর করিয়া যতন ॥
ভক্তিপরায়ণ হয়ে পিতার উপরে।
ভক্তিরত হয়ে আরো উপাধ্যায়োপরে ॥
শুশ্রূষা করিতে থাকে সদা সর্ব্বক্ষণ।
শুন শুন তার পর ওহে তপোধন ॥
অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু নারায়ণ।
ভীষণ নৃসিংহরূপ করিয়া ধারণ ॥
হিরণ্যকশিপু প্রাণ করিলে সংহার।
প্রহ্লাদ নৃপতিপদ করি অধিকার ॥
পুত্র-পৌত্র আদি লাভ করি মহামতি।
অতুল ঐশ্বর্য্য পেয়ে দানব-সন্ততি ॥

পরম সুখেতে করে সময় যাপন।
তার পর যাহা ঘটে শুন তপোধন॥
প্রহ্লাদ ক্ষীণাধিকার হয়ে তার পরে।
পাপপুণ্যশূন্য হয়ে জগত সংসারে॥
ভগবচ্চিন্তার বলে সেই মহাত্মন্।
দুর্লভ মুকতিপদ করেন গ্রহন॥
পরাশর কহে শুন ওহে মহামুনে।
কহিলাম সবিস্তার তোমার সদনে॥
প্রহ্লাদ-চরিত-কথা শুনে যেই জন।
অখিল পাতক তার হয় বিনাশন॥
যেবা কেহ এই কথা পড়িলে শুনিলে।
অখিল পাতকে মুক্ত সে হয় অচিরে॥
দিবারাত্রিকৃত পাপ না রহে তাহার।
বিশেষ করিয়া বলি শুন গুণাধার॥
পৌর্ণমাসী অমাবস্যা অষ্টমী দ্বাদশী।
এই সব দিলে পাঠ হয় পুণ্যরাশি॥
গোদানের ফল লাভ সে জনের হয়।
শাস্ত্রের বিধান এই নাহিক সংশয়॥
শ্রবণ করেন যিনি হয়ে একমন।
বিপদে আক্রান্ত তিনি না হন কখন॥
যেইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু নারায়ণ।
প্রহ্লাদে বিপদ হ'তে করেন মোচন॥
সে রূপ বিপদ হ'তে সেই সাধুবরে।
অবশ্যই নারায়ণ পরিত্রাণ করে॥৩১-৩৯

একবিংশ অধ্যায়।

দৈত্যবংশ বর্ণন, কশ্যপ হইতে পশু পক্ষী ও সরীসৃপাদির সৃষ্টি এবং বায়ুর উৎপত্তি।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
দৈত্যবংশ সবিস্তার করিব কীর্ত্তন॥
সংহ্রাদের দুই পুত্র জন্মগ্রহ করে।
শিবি ও বাস্কল নাম বিদিত সংসারে॥
প্রহ্লাদের এক পুত্র নাম বিরোচন।
বিরোচন হ'তে জন্মে বলি মহাত্মন্॥
বলির ঔরসে জন্মে শতেক তনয়।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণ মহাশয়॥
হিরণ্যাক্ষ ছয় পুত্র উৎপাদন করে।
তাহাদের নাম এবে কহিব তোমারে॥
ঝর্ঝর শকুনি আর ভূতসন্তাপন।
মহানাভ মহাবাহু এই পাঁচ জন॥
কালনাভ ষষ্ঠ পুত্র কহিনু তোমারে।
মহাবলপরাক্রান্ত ইহারা সকলে॥
দনু হ'তে যারা যারা লভয়ে জনম।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ॥
দ্বিমূর্দ্ধা শম্বুর অয়োমুখ ও শম্বর।
কপিল তারক একচক্র তার পর॥
স্বর্ভানু পুলোমা বৃষপর্ব্বা তার পরে।
বিপ্রচিত্তি সর্ব্বশেষে নিজ জন্ম ধরে॥
স্বর্ভানুর প্রভা নাম্নী এক কন্যা হয়।
বৃষপর্ব্বা তিন কন্যা লভয়ে নিশ্চয়॥
শর্ম্মিষ্ঠা উপদানবী হয়শিরা নামে।
সে তিন নন্দিনী খ্যাত এ তিন ভুবনে॥
বৈশ্বানর দুই কন্যা করে উৎপাদন।
পুলোমা কালকা নাম ওহে তপোধন॥
কশ্যপের পত্নী হয় সেই কন্যাদ্বয়।
ষাইট হাজার পুত্র তাহাদের হয়॥
পুলোমার পুত্রগণ পুলোম নামেতে।
বিখ্যাত হইয়া রহে অখিল জগতে॥
কালকেয় নামে খ্যাত কালকা-নন্দন।
তার পর শুন শুন ওহে তপোধন॥
বিপ্রচিত্তি ঔরসেতে সিংহিকা-উদরে।
যারা যারা জন্ম লয় শুন এই বারে॥
ব্যংশ শল্য নভ আর নমুচি অঞ্জিক।
বাতাপি ইল্বল কালনাভ ও নরক॥
অস্থম স্বর্ভানু আর বক্রযোগী পরে।
ইহারা জনম লয় সিংহিকা উদরে॥
অসংখ্য অসংখ্য পুত্র ইহাদের হয়।
এই হেতু দনুবংশ বর্দ্ধিত নিশ্চয়॥

নিবাতকবচগণ বিদিত ভুবনে।
মহাত্মা-প্রহ্লাদকুলে তাহারা জনমে ॥
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
এই ত তোমার পাশে করিনু কীর্ত্তন ॥
কশ্যপ হইতে দিতি-অদিতি-উদরে।
যারা-যারা-জন্মে তাহা কহিনু তোমারে ॥
কশ্যপের অপর স্ত্রী যাহারা আছিল।
তাহাদের বংশে যারা জনম লভিল ॥
সেই কথা এবে আমি করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন ॥
তাম্রা নাম্নী যেই নারী কশ্যপের ছিল।
তার গর্ভে ছয় কন্যা জনম লভিল ॥
শুকী শ্যেনী ভাসী শুচি সুগ্রীবী গৃধ্রিকা
তাম্রার উদরে জন্মে এ ছয় কন্যকা ॥
তার মধ্যে শুকীগর্ভে শুকের জনম।
পেচক বায়স পক্ষী হয় উৎপাদন ॥১-১৫
শ্যেনীগর্ভে শ্যেনগণ জনমিল পরে।
ভাসী হ'তে ভাসগণ নিজ জন্ম ধরে ॥
গৃধ্রিকা-উদরে জন্মে যত গৃধ্রগণ।
শুচিগর্ভে জন্মে জলচর বিহঙ্গম ॥
অশ্ব উষ্ট্র গর্দ্দভেরা ক্রমে তার পরে।
এক এক করি জন্মে সুগ্রীবী উদরে ॥
এত বলি পুনঃ কহে ঋষি পরাশর।
শুনহ মৈত্রেয় এবে তাপস প্রবর ॥
বিনতা নামেতে ছিল কশ্যপ-ঘরণী।
দুই পুত্র হয় তার ওহে মহামুনি ॥
গরুড় অরুণ নাম বিদিত ভুবন।
গরুড় বিহঙ্গরাজ পন্নগ-অশন ॥
সহস্র ভুজঙ্গ জন্মে সুরসা উদরে।
অসংখ্য মস্তক সবে ধরে দেহোপরে ॥
সহস্র নাগের জন্ম কদ্রু গর্ভে হয়।
বহুশিরোযুক্ত সবে আছে পরিচয় ॥
গরুড়ের বশীভূত সেই নাগগণ।
তার মাঝে শ্রেষ্ঠ যারা করহ শ্রবণ ॥
শেষ শঙ্খ মহাপদ্ম বাসুকি তক্ষক।
এলাপত্র ও কম্বল শ্বেত কর্কোটক ॥
ধনঞ্জয় আদি করি বিষধরগণ।
সর্ব্বত্র প্রধান বলি আছে নিরূপণ ॥
ক্রোধন-প্রকৃতি নাহি তাদের সমান।
তাহারা নির্দ্দিষ্ট বলি সর্পের প্রধান ॥
গাভী ও মহিষ জন্মে সুরভি-উদরে।
চতুর্ব্বিধোদ্ভিদ জন্মে ইহার জঠরে ॥
বৃক্ষ লতা বল্লী তৃণ উদ্ভিদ এ চারি।
প্রসব করিল সেই ইরা নাম্নী নারী ॥
খসার উদরে জন্মে যক্ষরক্ষোগণ।
মুনির জঠরে হয় অপ্সরা জনম ॥
অরিষ্টা প্রসব করে গন্ধর্ব্ব-নিকর।
এইরূপে জন্মে যত সন্ততি-সকল ॥
কশ্যপের বংশ বলি সবাকারে কয়।
শুন শুন তার পর ওহে মহোদয় ১৬-২৫
উহাদের পুত্র পৌত্র জন্মে অগণন।
তদ্দারা ব্যাপিত হয় এ বিশ্ব-ভুবন ॥
চাক্ষুষ মন্বন্তরেতে যেমন প্রকারে।
সৃষ্টি হয়েছিল তাহা কহিনু তোমারে ॥
প্রাচেতস দক্ষ হ'তে যেরূপে সৃজন।
হয়েছিল তাহা আমি করিনু কীর্ত্তন ॥
স্বারোচিষ আদি করি প্রতি মন্বন্তরে।
সৃষ্টি হয়ে থাকে ঋষে এ হেন প্রকারে ॥
প্রচলিত বৈবস্বত এই মন্বন্তর।
ইহার প্রারম্ভে ব্রহ্মা কমল আকর ॥
বারুণ যজ্ঞের কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান।
সাতটী মানস পুত্র জন্মান ধীমান্ ॥
মরীচি প্রভৃতি হয় তাঁহাদের নাম।
তাঁহাদের দ্বারা প্রজা হয় বদ্ধমান ॥
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
দিতির উদরে যারা লভয়ে জনম ॥
দৈত্য বলি খ্যাত হয় তাহারা সকলে।
কিন্তু যারা জন্ম লয় অদিতি উদরে ॥
দেবতা বলিয়া খ্যাত তাঁহা সবাকার।
তার পর বলি যাহা শুন গুণাধার ॥
বায়ু দেব জন্ম লভি দিতির উদরে।
দেব বলি গণ্য হন যেরূপ প্রকারে ॥

তোমার নিকট তাহা করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন এবে ওহে তপোধন॥
কশ্যপের ভার্য্যা দিতি জ্ঞানে সর্ব্বনব।
পুত্রের বিয়োগে তিনি হইয়া কাতর॥
পতির শুশ্রূষা করে বহুদিন ধরি।
একমনে করে সেবা দিবা বিভাবরী॥
কশ্যপ পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহারে।
কহিলেন সম্বোধিয়া সুমধুর স্বরে॥
প্রসন্ন হয়েছি ভদ্রে তোমার উপর।
অভিলাষ যাহা এবে মাগ সেই বর॥
এত শুনি দিতি কহে করি সম্বোধন।
নিবেদন ওহে নাথ তোমার সদন॥
প্রসন্ন যদ্যপি থাক আমার উপরে।
এই বর দেহ তবে কৃপাদৃষ্টি করে॥
ইন্দ্রহন্তা মহাতেজা উত্তম নন্দন।
আমার গর্ভেতে যেন লভয়ে জনম॥
শুনিয়া কশ্যপ কহে শুন বরাননে।
লভিবে সেরূপ পুত্র কহি তব স্থানে॥
কিন্তু এক কথা আছে করহ শ্রবণ।
নিক্ষেপ করিবা শব অমর রাজন॥
যদি গর্ভ প্রতিহত করিবারে নারে।
ইন্দ্রহন্তা তবে হবে জানিবে পুত্ররে॥
এ হেতু পবিত্রা আর শৌচ-আচরিণী।*
হইয়া নিয়ত তুমি রহ বিনোদিনী॥
এইরূপে গর্ভ তুমি করহ ধারণ।
তা হলে অবশ্য হবে বাসনা পূরণ॥
এত বলি ঋষিবর করিল পযাণ।
দিতিও ধরিল গর্ভ ওহে মতিমান্॥
গর্ভ ধরি সুপবিত্রা শৌচ-আচারিণী।
হইয়া কাটায় কাল কশ্যপ গৃহিণী॥
এ দিকেতে চিন্তা করি অমর-রাজন।
বিনয়ে দিতির পাশে করেন গমন॥
তাঁহার বিনাশ হেতু কশ্যপ-ঘরণী।
হয়েছেন গর্ভবতী ইহা মনে জানি॥
বিনয়ে দিতির পাশে করি আগমন।
নিরন্তর রন্ধ্র তাঁর করে অন্বেষণ॥
কোনরূপ ছিদ্র কিন্তু দেখিতে না পায়।
একপে উনিশ বর্ষ সেখানে কাটায়॥
একদা না করি দিতি চরণ ক্ষালন।
নিদ্রা হেতু শয্যাতলে করেন গমন॥
তাহা দেখি মনসুখে দেব শচীপতি।
দিতির কুক্ষিতে পশি অতি দ্রুতগতি॥
বজ্র দ্বারা সপ্ত খণ্ড সেই গর্ভ করে।
গর্ভস্থ বালক তাহে কান্দে উচ্চস্বরে॥
বজ্রেতে বিদীর্ণ হয়ে বালক তখন।
করুণ-স্বরেতে গর্ভে করয়ে রোদন॥
দেবরাজ পুনঃ পুনঃ নিবারণ করে।
কেঁদো না কেঁদো না বলি সেই বালকেরে॥
পুনশ্চ কুপিত হয়ে অমর রাজন।
প্রত্যেক খণ্ডকে করে সপ্তধা ছেদন॥
একোনপঞ্চাশ ভাগ হইল সন্তান।
বায়ু নামে খ্যাত তারা ওহে মতিমান্॥
একোনপঞ্চাশ বায়ু এইরূপে হন।
ইন্দ্রের সহায় সবে জানিবে নিশ্চয়॥২৬-৪০

* শৌচ আচরিণী অর্থাৎ শৌচবতী হইয়া থাকিবে।

গর্ভবতী অবস্থায় কিরূপ আচরণ করিলে শৌচবতী বলা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

সন্ধ্যয়োর্নৈব ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি।
ন স্নাতব্যং ন ভোক্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা॥
বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকে গাত্রভঙ্গং তথৈব চ।
ন মুক্তকেশী তিষ্ঠেচ্চ নাশুচিঃ স্যাৎ কদাচন॥

গর্ভবতী নারী উভয় সন্ধ্যা সময়ে আহার করিবে না, বৃক্ষমূলে বসিয়া স্নান বা আহার করিবে না, সর্ব্বদা কলহ পরিত্যাগ করিবে এবং গাত্রভঙ্গ করিবে না, আর মুক্তকেশী বা অশুচি হইয়া অবস্থান করিতে নাই।

বিষ্ণুপুরাণ,

দ্বাবিংশ অধ্যায়

অধিপতি দেবগণের নিরূপণ ও নারায়ণের
শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ধারণের মাহাত্ম্য।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
যেই কালে পৃথু লভে রাজ-সিংহাসন॥
সেই কালে পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্।
যাঁরে যেই আধিপত্য করেন প্রদান॥
সেই কথা তব পাশে করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন॥
তপ যজ্ঞ ঋক্ষ গ্রহ বিপ্র লতা আর।
চন্দ্রকে দিলেন আধিপত্য এ সবার॥
রাজাদের অধিপতি কুবের সুমতি।
বরুণ হলেন ঋষে সলিলের পতি॥
আদিত্যগণের হন বিষ্ণু অধীশ্বর।
বসুগণ অধিপতি হলেন অনল॥
প্রজাপতি-অধীশ্বর দক্ষ মহাশয়।
মরুদ্গণ অধিপতি ইন্দ্রদেব হয়॥
ইন্দ্রই হ'লেন আরো দেবতার পতি।
দৈত্য দানবের পতি প্রহ্লাদ সুমতি॥
পিতৃ-অধিপতি পরে হ'লেন শমন।
ঐরাবত গজপতি বিদিত ভুবন॥
গরুড় বিহঙ্গপতি হইলেন পরে।
উচ্চৈঃশ্রবা অধিপতি বিদিত সংসারে॥
গোগণের অধিপতি বৃষভ হইল।
নাগগণ-আধিপত্য অনন্ত পাইল॥
সিংহকে করেন ব্রহ্মা পশুর ঈশ্বর।
বনস্পতি-অধিপতি প্লক্ষ তরুবর॥
এইরূপে সবাকারে করিয়া প্রদান।
তার পর পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্॥
বৈরাজ নামেতে যেই ছিল প্রজাপতি।
তাহার পুত্রের নাম সুধন্বা সুমতি॥
সুধন্বারে করি পূর্ব্বদিকের ঈশ্বর।
দক্ষিণ অর্পেন শঙ্খপদের উপর॥
কর্দ্দম নামেতে যেই ছিল প্রজাপতি।
শঙ্খপদ তাঁর পুত্র ওহে মহামতি॥ ১-১০
প্রজাপতি যিনি খ্যাত রজসা নামেতে।
কেতুমান্ তাঁর পুত্র বিদিত জগতে॥
পশ্চিম দিকের ভার পায় সেই জন।
তার পর শুন বলি ওহে তপোধন॥
পর্জ্জন্য নামেতে যেই ছিল প্রজাপতি।
হিরণ্যরে মারে জেনো তাঁহার সন্ততি॥
উত্তর দিকের পতি সেই জন হয়।
এরূপে কর্ত্তৃত্ব দেন ব্রহ্মা মহোদয়॥
তদবধি এই সব মহোদয়গণ।
সসাগরা ধরণীরে করিছে পালন॥
পরাশর কহে শুন ওহে মহামুনে।
কহিনু যাঁদের কথা তোমার সদনে॥
তাঁরা আর অন্য অন্য লোক সমুদয়।
বিষ্ণু-অংশ হতে জাত ওহে মহোদয়॥
মৃত্যু-মুখে পড়িয়াছে যে সব নৃপতি।
ভবিষ্যতে হবে যারা পৃথ্বী-অধিপতি॥
সকলে বিষ্ণুর অংশ জানিবে অন্তরে।
তাহা হ'তে নহে ভিন্ন ইহারা সকলে॥
মানব দানব দৈত্য রক্ষঃ পশুগণ।
গো বৃক্ষ পর্ব্বত গ্রহ আর বিহঙ্গম॥
যাঁরা যাঁরা ইহাদের হন অধীশ্বর।
বিষ্ণু হ'তে ভিন্ন কেহ নহে মুনিবর॥
ফলতঃ ভূপাল কিম্বা দিক্পাল আর।
বিষ্ণুর বিভূতি সবে ওহে গুণাধার॥
বিষ্ণু-আবির্ভাব ভিন্ন কে আছে সংসারে।
পালনের শক্তি বল নিজ দেহে ধরে॥ ২০
সেই বিষ্ণু রজোগুণ করিয়া ধারণ।
সংসারে যতেক দ্রব্য করেন সৃজন॥
সত্ত্বগুণ ধরি সদা পালিছে সংসারে।
তমোগুণ ধরি পুনঃ সকলি সংহারে॥
সৃজন পালন আর সংহারের কালে।
চারি চারি রূপ তাঁর প্রকাশে সংসারে॥
রজোগুণ সহকারে সৃষ্টির সময়।
এক অংশে ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হয়॥

এক অংশে মরীচ্যাদি মহর্ষি আকারে।
এক অংশে কালরূপে প্রকাশ সংসারে ॥
এক অংশে সর্ব্ব ভূত রূপেতে প্রকাশ।
হইয়া থাকেন সেই জগত নিবাস ॥
সত্ত্বগুণ ধরি তিনি পালনের কালে।
এক অংশে প্রকাশেন বিষ্ণুর আকারে ॥
মন্বাদি আকার তিনি এক অংশে হন।
এক অংশে কালরূপে দেন দরশন ॥
এক অংশে সর্ব্বভূত আত্মার-আকারে।
আবির্ভূত হয়ে পালে ব্রহ্মাণ্ড সংসারে ॥
তমোগুণ ধরে বিষ্ণু প্রলয় যখন।
এক অংশে রুদ্ররূপী সেইকালে হন ॥
এক অংশে অগ্নি আর অন্তক-আকার।
এক অংশে সেই বিষ্ণু হয়ে থাকে কাল।
সর্ব্বভূতরূপী হন এক অংশে তিনি।
সংহার করেন বিশ্ব ওহে মহামুনি ॥
এইরূপে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কালে।
চারি চারি রূপে দেখা দেন সবাকারে ॥
অতএব ভগবান্ ব্রহ্মা পদ্মযোনি।
দক্ষ আদি প্রজাপতি ওহে মহামুনি ॥
কাল আর জগতীস্থ প্রাণী সমুদয়।
তাঁহার বিভূতি মাত্র ওহে মহোদয় ॥
প্রথম যখন হয় জগত সৃজন।
তদবধি সেই বিষ্ণু জগত-কারণ ॥
প্রলয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত পরেতে।
সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত থাকে একচিতে ॥
সৃষ্টির প্রথমে পিতামহ ভগবান্।
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য্য করিলে বিধান ॥
মরীচি প্রভৃতি যত মহা-ঋষিগণ।
সন্তান সন্ততি সবে করে উৎপাদন ॥
তাঁহাদের দ্বারা প্রাণী জন্মিয়া সংসারে।
প্রতিক্ষণে প্রজাসংখ্যা সম্বর্দ্ধিত করে ॥
সকলের মূল কাল ওহে তপোধন।
কাল ভিন্ন কেহ নারে করিতে করম ॥
কাল ভিন্ন কিবা ব্রহ্মা কিবা প্রজাপতি।
কিম্বা অন্য প্রাণীগণ ওহে মহামতি ॥
কোন কার্য্য কোন জন করিবারে নারে।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে ॥
পালন-সংহার কালে এরূপ নিধন।
নির্দ্ধারিত আছে যাহা করিনু কীর্ত্তন ॥
ফল কথা শুন শুন ওহে মহামুনে।
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজ্যবস্তু যতেক ভুবনে ॥
বিনাশ্য পদার্থ কিম্বা বিনাশক আর।
বিষ্ণুর মুরতি মাত্র কহিলাম সার ॥
এইরূপে কালত্রয়ে সেই চিন্তামণি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্ররূপে ওহে মহামুনি ॥
ত্রিগুণা শক্তির সহ মিলিত হইবে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় করে জানিবে হৃদয়ে ॥
তাঁহার স্বরূপ শাস্ত্রে হয় জ্ঞানময়।
নিত্য ও নির্গুণ বলি আছে পরিচয় ॥
নির্দ্দিষ্ট হয়েছে উহা চতুর্ব্বিধাকারে।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার গোচরে ॥ ৪১
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
একমাত্র হন সেই বিষ্ণু সনাতন ॥
তথাপি স্বরূপ তাঁর চতুর্ব্বিধ হয়।
কিরূপে সম্ভবে ইহা কহ মহোদয় ॥
পরাশর কহে শুন শুন ওহে তপোধন।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা করিব কীর্ত্তন ॥
বাঞ্ছিত পদার্থ লাভ করিবার তরে।
যেরূপ উপায় করে মানব-নিকরে ॥
সেই উপায়ের নাম জানিবে সাধন।
বাঞ্ছিত বস্তুকে সাধ্য কহে সুধীগণ ॥
প্রাণায়াম আদি যাহা যোগীগণ করে।
এ হেতু সাধন তাহা জানিবে অন্তরে ॥
পরব্রহ্ম সাধ্য বস্তু নাহিক সংশয়।
তাঁহার দর্শনে হয় ভববন্ধ ক্ষয় ॥
প্রাণায়াম আদি করি যতেক সাধন।
শাস্ত্র উক্ত জ্ঞান হয় তার আলম্বন ॥
বিষ্ণুর স্বরূপ হয় সেই শাস্ত্রজ্ঞান।
কহিলাম তব পাশে ওহে মতিমান্ ॥
যোগীগণ মোক্ষলাভ করিবার তরে।
যে জ্ঞান আশ্রয় করে অতি সমাদরে ॥

প্রথম স্বরূপ হয় সেই শাস্ত্রজ্ঞান।
দ্বিতীয় স্বরূপ যাহা শুন মতিমান্ ॥
অনুভবাত্মক জ্ঞান যাহা মহামুনি।
দ্বিতীয় স্বরূপ তাহা এই মাত্র জানি ॥
যোগীগণ ক্লেশ মুক্তি করিবার তরে।
ঐ জ্ঞান আশ্রয় করে অতি সমাদরে ॥
উহাই পরব্রহ্মের হয় অবলম্বন।
এরূপ কীর্ত্তিত আছে ওহে তপোধন ॥
অনুভবাত্মক জ্ঞান হ'লে তার পর।
অদ্বৈত-বিজ্ঞান যাহা জন্মে মুনিবর ॥
তৃতীয় স্বরূপ বলি জানিবে তাহারে।
এরূপ বিজ্ঞান লাভ করিবার পরে ॥
পরাৎপর পরব্রহ্ম যিনি দয়াময়।
হৃদিমাঝে তাঁর স্ফূর্ত্তি যাহা দ্বারা হয় ॥
চতুর্থ স্বরূপ বলি জানিবে তাহারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
সে স্বরূপ হয় বাক্য-মন অগোচর।
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বব্যাপী ওহে মুনিবর ॥
জন্ম মরণাদি শূন্য হয় অলক্ষণ।
ভয়শূন্য দুর্ব্বিভাব্য শুদ্ধ অনুপম ॥
অসংমিশ্রিত বলিয়া জানিবে তাহারে।
সে স্বরূপ পরব্রহ্ম বুঝিবে অন্তরে ॥
স্থূলজ্ঞান রুদ্ধ যদি করে যোগীগণ।
পরব্রহ্মে লীনত্ব হয় ওহে তপোধন ॥
দিব্যজ্ঞান যদি লাভ করিবারে পারে।
পুনঃ না সে জন আসে সংসার-মাঝারে।
ফল কথা শুন শুন ওহে তপোধন।
যোগশীল মহোদয় হয় যেই জন ॥
বিষ্ণুর স্বরূপ যদি জানিবারে পারে।
অনায়াসে সেই জন মোক্ষ লাভ করে ॥
ক্ষয়হীন অবিনাশী নিত্য নিরমল।
ভেদশূন্য বিষ্ণু যিনি খ্যাত চরাচর ॥
তাঁহার স্বরূপ যদি জানিবারে পাবে।
অবশ্য সে জন মুক্তি লভয়ে সংসারে ॥
পরম-পুরুষ বিষ্ণু ব্রহ্ম সনাতন।
পাপ-পুণ্য-ক্লেশশূন্য ওহে তপোধন ॥

অত্যন্ত নির্ম্মল তিনি জানিবে অন্তরে।
দ্বিবিধ তাঁহার রূপ কহিনু তোমারে ॥
মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হয় তাহার আখ্যান।
মূর্ত্তকে ক্ষয় বলে ওহে মতিমান্ ॥
অমূর্ত্ত মূর্ত্তির নাম জানিবে অক্ষর।
শুন শুন তার পর ওহে মুনিবর ॥
পরব্রহ্মগণে বলি জানিবে অক্ষর।
ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষয় করে ওহে ঋষিবর ॥
একস্থানে স্থিতি করি চন্দ্রমা যেমন।
জ্যোৎস্না দ্বারা আলোকিত করয়ে ভুবন ॥
সেইরূপ পরব্রহ্ম একমাত্র হ'লে।
তচ্ছক্তি ব্যাপয়া আছে অখিল সংসারে ॥
কোন স্থানে জ্যোৎস্নাধিক্য দেখায় যেমন।
কোথা বা অল্পতা হয় ওহে তপোধন ॥
সেইরূপ স্থানভেদে ব্রহ্মের শকতি।
হ্রাস বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ওহে মহামতি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ওহে মতিমান্।
ব্রহ্মের সম্পূর্ণ শক্তি আছে বিদ্যমান ॥
দেবগণ যেই শক্তি করেন ধারণ।
উহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন ওহে তপোধন ॥
এইরূপে নিম্নমতে ওহে মহামতি।
ন্যূনশক্তি দেব হ'তে ধরে যক্ষ আদি ॥
যক্ষাদি হইতে ন্যূন ধরে নরগণ।
নর হ'তে পশু পক্ষী তির্য্যক্ জাতিগণ ॥
তির্য্যগ্জাতি হ'তে বৃক্ষগুল্মাদি-নিচয়।
ন্যূনতর শক্তি ধরে ওহে মহোদয় ॥
এতবলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুন শুন তপোধন বলি হে তোমায় ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড এই দৃশ্য চরাচর।
ইহার প্রবাহ যাহা হের নরবর ॥
নিত্য বস্তু বলি ইহা করয়ে কীর্ত্তন।
পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিনাশ হয় দরশন ॥
বারম্বার আবির্ভাব তিরোভাব হয়।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয় ॥
ব্রহ্মের দ্বিতীয় রূপ বিষ্ণু সনাতন।
যোগারম্ভে যেইরূপ চিন্তে যোগীগণ ॥

সালম্বন ও সবীজ এই যোগ হয় ।
সনাতন বিষ্ণু হন সর্ব্বশক্তিময় ॥
ব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র জানিবে বিষ্ণুরে ।
তাঁহা হতে সমুৎপন্ন জ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডেরে ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তাঁহাতে গ্রথিত ।
ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মূর্ত্তি জানিবে নিশ্চিত ॥
সুদর্শন আদি অস্ত্র ধারণের ছলে ।
অখিল জগত বিষ্ণু ধরিছেন করে ॥
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্ ।
সনাতন বিষ্ণু হন নিত্য নিরঞ্জন ॥
অখিল জগৎ এই দৃশ্য চরাচর ।
অস্ত্রের স্বরূপ হয়ে ওহে মুনিবর ॥
কিরূপে সংস্থিত আছে বিষ্ণুর শরীরে ।
বিশেষিয়া কহ তাহা আমার গোচরে ॥
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন ।
মহর্ষি বশিষ্ঠ যিনি বিদিত ভুবন ॥
যেরূপে কীর্ত্তন পূর্ব্বে করেছেন তিনি ।
বলিব বিস্তারে এবে সে সব কাহিনী ॥
কৌস্তুভ নামেতে মণি বিদিত সংসারে ।
সেই মণি শোভা পায় হরিবক্ষঃস্থলে ॥
মণিধারণের ছলে হরি ভগবান্ ।
আত্মারে ধারণ করে ওহে মতিমান ॥
নির্গুণ নির্লিপ্ত হয় সে আত্মা নির্ম্মল ।
কৌস্তুভ ছলেতে তাহা ধরেন ঈশ্বর ॥
শ্রীবৎস ছলেতে বিষ্ণু ধরেন প্রকৃতি ।
গদারূপে ধরে বুদ্ধি ওহে মহামতি ॥
শক্তিরূপে ধরে দুইরূপ অহঙ্কার ।
চক্ররূপে ধরে মন সেই দয়াধার ॥
পঞ্চ ভূত দশেন্দ্রিয় এই সবাকারে ।
পঞ্চরূপা বৈজয়ন্তী মালার আকারে ॥
অসিরূপে ধরে বিদ্যা সেই জনার্দ্দন ।
বর্ম্মরূপে অবিদ্যারে করেন ধারণ ॥
এরূপে জীবের হিত সাধনের তরে ।
ভগবান্ বিষ্ণু অস্ত্র ধারণের ছলে ॥
আত্মা বুদ্ধি সর্ব্বভূত মন অহঙ্কার ।
প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানাজ্ঞান আর ॥

এই সবাকারে দেহে করিয়া ধারণ ।
করিছেন এ অখিল ব্রহ্মাণ্ড পালন ॥
বিদ্যা-বিদ্যা সদসৎ কলা কাষ্ঠা আদি ।
দিনে মুহূর্ত্ত বর্ষ ওহে মহামতি ॥
তাহা হ'তে এই সব ভিন্ন কভু নয় ।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে মহোদয় ॥
ভূলোক ও তপোলোক সত্যলোক আর
সব অন্তর্গত শ্বাসে জানিবে তাঁহার ॥
সর্ব্বাত্মা স্বরূপ সেই হরি চিন্তামণি ।
পূর্ব্ব হ'তে পূর্ব্বতর ওহে মহামুনি ॥
সকল বিদ্যায় হন তিনিই আধার ।
দেবতারূপেতে স্থিত সেইগুণাধার ॥
পশু পক্ষী নর আর কীটাদি আকারে ।
নিরন্তর সেই হরি অবস্থান করে ॥
অনন্ত ও ভূতমূর্ত্তি আর সর্ব্বেশ্বর ।
এ সব তাঁহার নাম ওহে মুনিবর ॥
ঋক্ যজু সামাথর্ব্ব বেদচতুষ্টয় ।
ইতিহাস নানাশাস্ত্র বেদাঙ্গনিচয় ॥
গীত বাদ্য বাক্যালাপ মূর্ত্তামূর্ত্ত আদি ।
সকলি তাঁহার অংশ ওহে মহামতি ॥
"আমি হই সেই বিষ্ণু নিত্য সনাতন ।
কোন বস্তু নহে ভিন্ন তাঁ হ'তে কখন ॥"
এইরূপে জ্ঞান লাভ যেই জন করে ।
সে জন না মজে কভু সংসার-সাগরে ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায় ।
এইত কহিনু সব মহর্ষে তোমায় ॥
বিষ্ণুপুরাণের অংশ ইহাই প্রথম ।
সবিস্তারে তব পাশে করিনু কীর্ত্তন ॥
মনোযোগ সহকারে শুনিলে শ্রবণে ।
পাতক তাহার দেহ কভু না আক্রমে ॥
অখিল পাতকে পায় সে জন নিষ্কৃতি ।
বিশেষ করিয়া বলি শুন মহামতি ॥
দ্বাদশ বরষ ধরি যেই মহাত্মন্ ।
কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতে হয়ে একমন ॥
পবিত্র পুষ্কর তীর্থে গিয়া ভক্তিভরে ।
স্নান আদি সেই স্থানে যথাবিধি করে ॥

সেই ফল সেই জন করে উপার্জ্জন।
সেই ফল হয় ইহা করিলে শ্রবণ ॥
দেব ঋষি পিতৃ আর গন্ধর্ব্ব-নিকর।
দক্ষ আদি প্রজাপতি ওহে মুনিবর ॥
ইহাঁদের জন্মকথা করিলে শ্রবণ।
তাঁদের প্রসাদ লভে সেই মহাত্মন্ ॥৫১৮৯
সর্ব্বপুরাণের সার শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।
দ্বিজ কালী বিরচিয়া সুখে ভাসমান ॥
প্রথম অংশের কথা হৈল সমাপন।
হৃদিপদ্মে হরিপদ করহ ধারণ ॥
ভবঘোরে না মজিও ওরে মূঢ় নর।
কি ফল ধরিয়া বল ছার কলেবর ॥

প্রথম অংশ সম্পূঃ

বিষ্ণুপুরাণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়

-*-

প্রিয়ব্রত পুত্রবিবরণ ও ভরতবংশবর্ণন

পরাশরে সবিনয়ে করি সম্বোধন।
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
বিশ্বসৃষ্টিবিষয়ক যতেক কাহিনী।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিনু ওহে মহামুনি ॥
সবিস্তারে সেই সব করিলে কীর্ত্তন।
পুনশ্চ বাসনা যাহা করিতে শ্রবণ ॥
নিবেদন করি তাহা তোমার গোচর
মন দিয়া শুন তাহা ওহে মুনিবর ॥
প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নরপতি।
কহিলে যাদের কথা ওহে মহামতি।
তন্মধ্যে উত্তানপাদ নৃপতিপ্রবর।
ধ্রুব নামে পুত্র পায় অতি গুণাকর।
আপনার মুখে সেই ধ্রুবের চরিত।
সবিস্তারে যথাযথ হলেন বিদিত ॥
কিন্তু প্রিয়ব্রত রাজা কয় পুত্র পায়।
সে সব কাহিনী নাহি কহিলে আমায় ॥
সে সব শুনিতে এবে হতেছে বাসনা।
প্রসন্ন হইয়া কহি পুরাও কামনা ॥
এত শুনি পরাশর হয়ে হৃষ্টমন।
কহিলেন শুন বৎস করিব কীর্ত্তন ॥
কর্দ্দম নামেতে যেই ছিল প্রজাপতি।
এক কন্যা ছিল তাঁর অতি রূপবতী ॥
প্রিয়ব্রত তার পাণি করেন গ্রহণ।
দুই কন্যা তার গর্ভে লভয়ে জনম ॥
আরো দশ পুত্র হয় ওহে মহামতি।
তাহাদের নাম আমি কহিব সম্প্রতি ॥
সম্রাট্ ও কুক্ষি হয় কন্যা-দোঁহা-নাম।
তনয়গণের নাম শুন মতিমান্ ॥
অগ্নীধ্র ও অগ্নিবাহু মেধা বপুষ্মান্।
মেধাতিথি ভব্য পুত্র আর দ্যুতিমান্ ॥
সবন জ্যোতিষ্মান্ এই দশজন।
প্রিয়ব্রত ঔরসেতে লভয়ে জনম ॥

তার মাঝে মেধা পুত্র অগ্নিবাহু আর
তিনজন জাতিস্মর ওহে গুণাধার ॥
মহাভাগ তিন জন যোগপরায়ণ।
এ হেতু রাজত্ব তারা না করে গ্রহণ ॥
নির্ম্মল ও নির্ম্মৎসর হয়ে তিন জন।
ফলাকাঙ্ক্ষা হৃদি হ'তে করিয়া বর্জ্জন ॥
করিতেন নিরন্তর ক্রিয়া অনুষ্ঠান।
শুন শুন তার পর ওহে মতিমান্ ॥ ১-১০
রাজ্যলাভে পরাঙ্মুখ হেরি তিনজনে।
মহারাজ প্রিয়ব্রত ভাবি নিজ মনে ॥
অন্য সাত পুত্রগণে করিয়া আহ্বান।
বিভাগ করিয়া পৃথি করেন প্রদান ॥
সপ্তদ্বীপা সসাগরা এইত অবনী।
বিভাগ করিয়া সবে দিল নৃপমণি ॥
সেই অনুসারে ক্রমে অগ্নীধ্র নন্দন।
জম্বুদ্বীপ আধিপত্য করিল গ্রহণ ॥
মেধাতিথি হৈল প্লক্ষদ্বীপের ঈশ্বর।
শাকদ্বীপ অধিপতি ভব্য গুণধর।
শাল্মলদ্বীপের রাজা হৈল বপুষ্মান্ ॥
কুশদ্বীপ অধিপতি হন জ্যোতিষ্মান্।
দ্যুতিমান্ ক্রৌঞ্চদ্বীপে হৈল নরপতি ॥
পুষ্করদ্বীপের রাজা সবন সুমতি ॥
অগ্নীধ্র লভিল পরে নয়টি নন্দন।
তাহাদের নাম বলি শুন তপোধন ॥
কিম্পুরুষ হরিবর্ষ ভদ্রাশ্ব রম্যক।
ইলাবৃত কেতুমাল কুরু হিরণ্যক ॥
নাভি এই নয় পুত্র যেন প্রজাপতি।
অতুল-বিক্রম সবে খ্যাত বসুমতী ॥
জম্বুদ্বীপ নয় ভাগ করি তার পরে।
অগ্নীধ্র সে নয় পুত্রে সম্প্রদান করে ॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুত নাভি সেই অনুসারে।
হিমগিরি-দক্ষিণাংশ অধিকার করে ॥
হেমকূট নামে গিরি খ্যাত চরাচর।
কিম্পুরুষ হলেন তার দক্ষিণ ঈশ্বর ॥
নিষধের দক্ষিণাংশ হরিবর্ষ পায়।
সুমেরুর চতুষ্পার্শে ইলাবৃত রায় ॥১১-২০

নীলাচল নামে গিরি খ্যাত চরাচর।
রম্যক হলেন রাজা তাহার উত্তর ॥
শ্বেতগিরি-উত্তরাংশ হিরণ্যক পায়।
শৃঙ্গবান-উত্তরাংশে কুরু নররায় ॥
সুমেরুর পূর্ব্বভাগে ভদ্রাশ্ব নৃপতি।
কেতুমাল পশ্চিমাংশে হলেন ভূপতি ॥
তদবধি ওহে ঋষে এই সব স্থান।
তাঁহাদের নামে খ্যাত হয় ধরাধাম ॥
নাভিবর্ষ হরিবর্ষ ইলাবৃতবর্ষ।
হিরণ্যকবর্ষ আর কিম্পুরুষবর্ষ ॥
কেতুমালবর্ষ আর ভদ্রাশ্ববরষ।
কুরুবর্ষ আর ঋষে রম্যকবরষ ॥
হিমালয় দক্ষিণাংশে নাভি অধীশ্বর।
নাভিবর্ষ এই হেতু কহে বটে নর ॥
কিন্তু তার পৌত্র যিনি ভরত আখ্যান।
তাঁর অধিকার হ'তে হয় অন্য নাম ॥
ভারতবরষ বলি তদবধি খ্যাতি।
প্রসিদ্ধ হয়েছে বিশ্বে ওহে মহামতি ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষে বলি হে তোমায় ॥
এইরূপে মহারাজ অগ্নীধ্র সুমতি।
রাজ্য অংশ সমর্পিয়া পুত্রগণ প্রতি ॥
তপস্যা সাধন হেতু গণ্ডকীর-তীরে।
উপনীত হন আসি অতি ভক্তিভরে ॥
কিম্পুরুষ আদি করি অষ্ট পুত্র আর।
যে যে অংশে পেয়েছিল ওহে গুণাধার ॥
সেই সেই অংশে সবে সিদ্ধি লাভ করে।
জরা মৃত্যু ভয় নাহি সেই সেই স্থলে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিম্বা নাহি বুদ্ধিবিপর্য্যয়।
উত্তম মধ্যম ভেদ তথা নাহি রয় ॥
অধম গণনা কভু নাহি সেই স্থলে।
সত্যাদি যুগের ভাগ নাহি কোন কালে
এই হেতু তথা তথা সে সব নন্দন।
পরম সুখেতে কাল করেন হরণ ॥
তাঁহাদের ভ্রাতা নাভি হয়ে রাজ্যেশ্বর।
ঋষভ নামেতে পান তনয় প্রবর ॥

মেরুদেবী নাভিপত্নী তাঁহার জঠরে।
ঋষভ নামেতে পুত্র নিজ জন্ম ধরে॥
একশত পুত্র পায় ঋষভ সুজন।
ভরত সবার জ্যেষ্ঠ ওহে তপোধন॥
ঋষভ রাজত্ব করি-ধর্ম্ম-অনুসারে।
অসংখ্য অসংখ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতেরে করি রাজ্য দান।
পুলস্ত্য-আশ্রমে নিজে করেন পয়াণ॥
বানপ্রস্থ বিধানেতে ঋষভ সুমতি।
কঠোর তপেতে তথা করিলেন স্থিতি॥
জীর্ণ শীর্ণ ক্রমে তাঁর হৈল কলেবর।
শিরা সব দেখা দিল অঙ্গের উপর॥
বাক্যালাপ নাহি হবে কভু কারো সনে
এই বাঞ্ছা নরপতি করি নিজমনে॥
মুখেতে উপলখণ্ড করিয়া অর্পণ।
কঠোর তপেতে ক্রমে হন নিমগণ॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সেই নরপতি।
লভিলেন তপোযোগে পরমা সুগতি॥
নাভিবর্ষ ভরতেরে করেন প্রদান।
এ হেতু ভারতবর্ষ হয় তাঁর নাম॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্র এক ভরতের হয়।
সুমতি তাহার নাম ওহে মহোদয় ২১-৩৩
প্রজার পালন করি ন্যায় অনুসারে।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান বহু করি ভক্তিভরে॥
সুমতিরে রাজ্যভার করি সমর্পণ।
গণ্ডকী-তীরেতে যান ভরত রাজন॥
সেই স্থানে যোগবলে ত্যজিয়া পরাণ
পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মে মতিমান্॥
যাঁহার পবিত্র কুলে লভেন জনম।
যোগশীল সেই বিপ্র ওহে তপোধন॥
এ জন্মে যে কার্য্য করে ভরত সুজন।
বিশেষিয়া পরে তাহা করিব কীর্ত্তন॥
ভরতের পুত্র সেই মহাত্মা সুমতি।
তেজস তাহার পুত্র ওহে মহামতি॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন হয় পরে তেজস-নন্দন।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সুত পরমেষ্ঠি মহাত্মন্॥

পরমেষ্ঠি পুত্র হয় নামে প্রতিহার।
প্রতিহর্ত্তা তার পুত্র অতি গুণাধার॥
প্রতিহর্ত্তা হতে ভুব লভেন জনম।
উদ্গীথ ভুবের পুত্র জানে সর্ব্বজন॥
উদ্গীথ লভেন পুত্র প্রস্তাব আখ্যান।
প্রস্তাবের পুত্র বিভু খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
বিভু হতে জন্ম লভে পৃথু নরবর।
পৃথুর তনয় নক্ত খ্যাত চরাচর॥
নক্তের তনয় হয় গয় মহাত্মন্।
নর নামে পুত্র গয় করে উৎপাদন॥
বিরাট্ নরের পুত্র জানিবে অন্তরে।
মহাবীর্য্য তার পুত্র বিদিত সংসারে॥
মহাবীর্য্য হতে জন্ম তনয় ধীমান্।
ধীমানের হয় পুত্র মহান্ত আখ্যান॥
মনস্য মহান্তপুত্র জানে সর্ব্বজন।
মনস্য হইতে ত্বষ্টা লভয়ে জনম॥
ত্বষ্টার ঔরসে জন্মে বিরজ তনয়।
বিরজের পুত্র রজ আছে পরিচয়॥
রজ হতে শতজিৎ লভয়ে জনম॥
শতজিৎ পায় ক্রমে শতেক নন্দন।
এত যে প্রজার বৃদ্ধি ভারত-আগারে।
তাঁহারা ইহার মূল জানিবে অন্তরে॥
তাঁহাদের বংশে জন্মে সেই যেই জন।
তাঁহারা ভারতপুরী করয়ে ভুঞ্জন॥
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সৃষ্টির কাহিনী।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামুনি॥
বরাহ কল্পের পূর্ব্বে ওহে গুণাধার।
রৈবত সে মনু করে রাজত্ব বিস্তার॥
সেই কথা এবে বলি করহ শ্রবণ।
দেবতার পরিমাণে করিয়া গণন॥
একাত্তর যুগ ঋষে হয় যতকালে।
ততদিন ছিল রাজ্য তাঁর অধিকারে॥ ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জম্বুদ্বীপ ও সাগর পর্ব্বতাদির
বিবরণ।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
স্বায়ম্ভুব-মনু-সৃষ্টি করিনু শ্রবণ ॥
কিন্তু দ্বীপ বর্ষ গিরি কানন সাগর।
নদী আদি কোন স্থানে বহে ঋষিবর ॥
ভাস্করের হয় কিবা নিরূপিত স্থান।
দেবতার স্থান কোথা ওহে মতিমান্ ॥
কিরূপেতে হয় জগতের পরিমাণ।
কিরূপে সংস্থিত আছে ওহে ভগবান্ ॥
উহার আধার কিবা ওহে তপোধন।
বাসনা হতেছে ইহা করিতে শ্রবণ ॥
কৃপা করি এই সব করিয়া বিস্তার।
আমার নিকটে কহ ওহে গুণাধার ॥
এত শুনি পরাশর কহেন তখন।
যাহা যাহা জিজ্ঞাসিলে আমার সদন।
কোন্ ব্যক্তি আছে বল জগত-সংসারে।
এ সব বর্ণিয়া শেষ করিবারে পারে ॥
সংক্ষেপে তোমার কাছে করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন এবে ওহে তপোধন ॥
জম্বু প্লক্ষ কুশ ক্রৌঞ্চ শাল্মল পুষ্কর।
শাক এই সপ্তদ্বীপে পূর্ণ চরাচর ॥
লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ জল।
সপ্তদ্বীপে বেড়ি আছে এ সপ্ত সাগর ॥
জম্বুদ্বীপ আছে সর্ব্বদ্বীপের মাঝারে।
সুমেরু তাহার মাঝে অতি শোভা ধরে ॥
মরি কিবা সেই গিরি কনকে নির্ম্মাণ।
শুন বলি ঋষে এবে তার পরিমাণ ॥
যোজন প্রমাণে উচ্চ চুরাশী হাজার।
ভূগর্ভে প্রবিষ্ট আছে ষোড়শ হাজার ॥
নিম্নের বিস্তার হয় জানিবে তেমন।
বত্রিশ হাজার তার হয় ঊর্দ্ধতন ॥
পৃথিবীস্বরূপ পদ্ম ওহে ঋষিবর।
তাহার কর্ণিকা হয় এই গিরিবর ॥ ১-১০
নিষধ ও হেমকুট আর হিমালয়।
ইহার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রয় ॥
নীল শ্বেত দুই গিরি আর শৃঙ্গবান্।
উত্তরদিকেতে আছে ওহে মতিমান্ ॥
বরষপর্ব্বত বলি ইহারা গণিত।
সুমেরুর একপার্শ্বে নিষধ সংস্থিত ॥
অন্য পার্শ্বে নীলগিরি করে অবস্থান।
ইহাদের পরিমাণ শুন মতিমান্ ॥
নিষধের দৈর্ঘ্য হয় লক্ষৈক যোজন।
নীলগিরি সেইরূপ ওহে মহাত্মন্ ॥
এ দুই পর্ব্বত ভিন্ন অন্যান্য অচল।
দৈর্ঘ্যে কিছু ন্যূন হয় খ্যাত চরাচর ॥
তাদের ন্যূনতা দশ সহস্র যোজন।
শাস্ত্রমাঝে এইরূপ আছে নিরূপণ ॥
হেমকুট আর শ্বেত দুই গিরিবর।
বহু গিরি অপেক্ষাও অতি দীর্ঘতর ॥
নবতি সহস্র দীর্ঘ যোজন প্রমাণে।
অশীতি সহস্র জান গিরি শৃঙ্গবানে ॥
হিমালয় হয় আশী সহস্র যোজন।
শাস্ত্রমাঝে এইরূপ আছে নিরূপণ ॥
দীর্ঘেতে বিভিন্ন বটে বর্ষগিরিদ্বয়।
বিস্তার উচ্চতা কিন্তু একরূপ হয় ॥
দ্বি সহস্র যোজন হয় উচ্চতা বিস্তার।
এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে শাস্ত্রের মাঝার ॥
সুমেরুর দক্ষিণের শেষ সীমাস্থানে।
কিম্পুরুষ বর্ষ আছে জানে সর্ব্বজনে ॥
ভারত ও হরিবর্ষ তথা বিদ্যমান।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিধান ॥
সুমেরুর উত্তরেতে প্রথম সীমায়।
রম্যক হিরণ্য কুরু ত্রিবর্ষ তথায় ॥
ইহারা প্রত্যেকে নব সহস্র যোজন।
তার পর শুন শুন ওহে তপোধন ॥
ইলাবৃত বর্ষ যথা তার মধ্যস্থলে।
সুমেরু বিরাজ করে খ্যাত চরাচরে ॥

চারিদিকে উহা নব সহস্র যোজন।
শাস্ত্রমাঝে এইরূপ আছে নিরূপণ ॥
ইলাবৃত বর্ষ যথা পূর্ব্বদিকে তার।
মন্দর বিরাজ করে অপূর্ব্ব বাহার ॥
দক্ষিণ দিকেতে শোভে শ্রীগন্ধমাদন।
পশ্চিমে বিপুল গিরি ওহে তপোধন ॥
সুপার্শ্ব পর্ব্বত শোভে উত্তর দিকেতে।
ইলাবৃত-সীমাগিরি ইহারা শাস্ত্রেতে ॥
কদম্ব পিপ্পল জম্বু বট এই চারি।
ঐ চারি পর্ব্বতে শোভে আহা মরি মরি।
প্রতি বৃক্ষ উচ্চে একাদশ-শ যোজন।
গিরি-কেতুরূপী যেন চারি তরুগণ ॥
অতিদীর্ঘ জম্বুবৃক্ষ আছে বিদ্যমান।
জম্বুদ্বীপ নামে খ্যাত এ হেতু সে স্থান ॥
প্রকাণ্ড গজের তুল্য জন্মে তাহে ফল।
সেই সব ফল পড়ে ভূধর-উপর ॥
সেই ফল হতে রস হইয়া বাহির।
জন্মিয়াছে জম্বুনদী অতি স্বচ্ছনীর ॥ ১১-২০
অতীব উত্তম জল ঐ নদীর হয়।
সুখী হয় তাহে তীরবর্ত্তী লোকচয় ॥
সেই জল পান করি তীরবাসী জন।
জরাহীন হয়ে করে সময় যাপন ॥
স্বেদহীন দেহ হয় ইন্দ্রিয় সকল।
সুগন্ধ-অন্বিত হয় দিব্য কলেবর ॥
বিশুদ্ধ বায়ুর যোগে সেই নদীতীরে।
মৃত্তিকা সুবর্ণ হয় জানে সর্ব্বনরে ॥
সেই স্বর্ণে নিরমিয়া নানা বিভূষণ।
শরীরে ধারণ করে যত দেবগণ।
সুমেরুর পূর্ব্বে আর পশ্চিম দিকেতে।
ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল জানিবেক চিতে ॥
এ দুই বর্ষের মধ্যে ইলাবৃত রয় ॥
শুন শুন তার পর ওহে মহোদয় ॥
সুমেরুর পূর্ব্বে শোভে চৈত্ররথ বন।
দক্ষিণেতে শোভা পায় শ্রীগন্ধমাদন ॥
পশ্চিমে বৈভ্রাজ শোভে নন্দন উত্তরে।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি আছে চারি সরোবরে ॥

অরুণোদ মহাভদ্র অসিতোদ আর।
মানস এ চারি সর শোভার আধার ॥
শীতাম্ভ কুরবী চক্রমুণ্ড বাল্যবানু।
বৈকঙ্ক প্রভৃতি গিরি ওহে মতিমান্ ॥
সুমেরুর পূর্ব্বদিকে কেশর-অচল।
বলিয়া বিখ্যাত সবে ওহে মুনিবর।
ত্রিকুট শিশির আর পতঙ্গ নিষধ।
রুচক প্রভৃতি করি বহুল পর্ব্বত ॥
দক্ষিণদিকের হয় কেশর অচল।
পশ্চিমদিকের এবে শুন মুনিবর ॥
বৈদূর্য্য কপিল আর শ্রীগন্ধমাদন।
শিখিবাসা ও জারুধি ওহে তপোধন ॥
পশ্চিম দিকের হয় কেশর-অচল।
শঙ্খকূট হংস নাশ আদি গিরিবর ॥
কেশর-অচল সয়ব সুমেরু-উত্তরে।
ইহা ভিন্ন গিরি আছে সুমেরু-জঠরে ॥
অন্যান্য অঙ্গেতে আছে অনেক ভূধর।
ব্রহ্মপুরী আছে এক সুমেরু-উপর ॥
তার পরিমাণ চৌদ্দ সহস্র যোজন।
আটদিকে আছে ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥
আট দিকে আট পুরী অতি মনোহর।
ইন্দ্র আদি লোকপাল আছে নিরন্তর ॥
গঙ্গাদেবী সনাতন বিষ্ণুপদ হতে।
নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে চন্দ্র মণ্ডলেতে ॥
শ্রীচন্দ্রমণ্ডল দেবী করিয়া প্লাবন।
ব্রহ্মার পুরীতে পরে হন নিপতন ॥
চারি ভাগ হন দেবা পড়ি সেই স্থানে।
সীতা ও অলকনন্দা বংক্ষু ভদ্রা নামে ॥
সুমেরুর পূর্ব্বে আছে যত গিরিবর।
তাহা অতিক্রমি সীতা ওহে মুনিবর ॥
ভদ্রাশ্ব প্লাবিত করি অতি ধীরে ধীরে।
মিলিত হয়েছে পূর্ব্ব লবণ সাগরে ॥
দক্ষিণস্থ গিরিগণে করি অতিক্রম।
শ্রীঅলকনন্দা করি ভারত প্লাবন ॥
পড়িছে দক্ষিণ দিকে লবণ সাগরে।
বংক্ষু বিষয় এবে শুনহ সাদরে ॥

পশ্চিমভাগস্থ গিরি করি অতিক্রম।
কেতুমালবর্ষ ক্রমে করিয়া প্লাবন ॥
পড়িছে পশ্চিমে গিয়া লবণ সাগরে।
ভদ্রার কাহিনী শুন কহিব তোমারে।
উত্তরস্থ গিরি যত করি অতিক্রম।
কুরুবর্ষ ধীরে ধীরে করিযা প্লাবন ॥
উত্তরে পড়িছে গিয়া লবণ সাগরে।
শাস্ত্রের লিখন এই কহিনু তোমারে ॥
নীলগিরি ও নিষধ যেই আযতন।
মাল্যবান্ তথা আর শ্রীগন্ধমাদন ॥
ঐ দুয়ের মধ্যে থাকি সুমেরু ভূধর।
ধরাব কর্ণিকারূপে শোভে নিরন্তর ॥
উহার মর্য্যাদাগিরি আছে যেই স্থান।
ভারত তাহার বহির্ভাগে বিদ্যমান ॥
ভদ্রাশ্ব বরষ তথা আর কেতুমাল।
এই সব ভূপদ্মের পত্রের আকার ॥
সুমেরু দক্ষিণ সীমা করিযা স্পর্শন।
দেবকুট ও জঠর হতেছে শোভন ॥
ইহাদের আযতন বড় কম নয।
নীল ও নিষধ তুল্য হইবে নিশ্চয ॥
সাগরের পূর্ব্ব আর পশ্চিম সীমায়।
কৈলাস ও গন্ধমাদন অতি শোভা পায ॥
এইরূপে সুমেরুর পশ্চিম সীমাতে।
নিষধ ও পারিপাত্র জানিবেক চিতে ॥
সাগরের পূর্ব্ব আর পশ্চিম সীমায়।
ত্রিশৃঙ্গ জারুধি দুই গিরি শোভা পায় ॥
সুমেরুর সীমাগিরি আর যে কেশর।
বলিনু তোমার পার্শে ওহে গুণধর ॥
যে সব সুমেরু গিরি ওহে তপোধন।
সুমেরুর চারিদিকে হতেছে শোভন ॥
দুই দুই দিক্ স্পর্শি তাহাবা সকলে।
বিরাজ করিছে সবে জানিবে অন্তরে ॥
পর্ব্বত প্রদেশ হয় অতি মনোহর।
সুরম্য কানন তাহে শোভে নিরন্তর ॥
বিচিত্র বিচিত্র পুর আছে বিদ্যমান।
সিদ্ধ নিষেবিত দ্রোণী আছে স্থানে স্থান ॥

লক্ষ্মী বিষ্ণু বহ্নি সূর্য্য আদি দেবগণ।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ দৈত্যগণ ॥
সেই মনোহর স্থানে রহে নিরন্তর।
স্বর্গভূমি বলি উহা খ্যাত চরাচর ॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ পুণ্যবান্ যেই সব জন।
তাঁহাদের স্বর্গভূমি শাস্ত্রের বচন ॥
সতত নিরত যারা পাপ-অনুষ্ঠানে।
শত জন্মে যেতে নারে সেই দিব্য স্থানে ॥
ওহে বৎস যিনি সর্ব্বভূতের আধার।
সনাতন সেই বিষ্ণু দেব সারাৎসার ॥
হয়শিরারূপে আসি ভদ্রাশ্ব বরষে।
অদ্যাপি আছেন বৎস মনের হরিষে ॥
কেতুমালে হন হরি বরাহ-আকার।
কূর্ম্মরূপী সেই বিষ্ণু ভারত-মাঝার ॥
কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে আবির্ভূত হয়ে।
আছেন অদ্যাপি হরি জানিবে হৃদয়ে ॥
তাঁর বিশ্বরূপ বৎস কর দরশন।
সর্ব্বস্থলে প্রকাশিত আছে সর্ব্বক্ষণ ॥
কিম্পুরুষ আদি অষ্ট বর্ষের মাঝারে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক নাহি জানিবে অন্তরে ॥
আযাস উদ্বেগ তথা কিছু মাত্র নাই।
নিগূঢ় কাহিনী এই কহি তব ঠাঁই ॥
তথা অধিবাস করে যেই সব জন।
দ্বাদশ সহস্র বর্ষ তাদের জীবন ॥
নিরাতঙ্ক সুস্থ তারা হয়ে নিরন্তর।
পরম সুখেতে রহে ওহে গুণধর ॥
দৈবজলে কিবা কাজ সেই সব স্থানে।
তাহার কারণ বলি তোমার সদনে ॥
ভূমিগত জল দ্বারা কৃষ্যাদি করম।
কর্ম্মাক্ রূপেতে সদা হয সম্পাদন ॥
প্রতি বর্ষে সাত সাত কুলগিরিবর।
বিরাজ করিছে কিবা অতি মনোহর ॥
শত শত নদী সেই পর্ব্বত হইতে।
বাহির হইয়া সদা বহে চারি ভিতে ॥
পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।
দ্বিজ কালী বিরচিয়া সুখে ভাসমান ॥

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষ বর্ণন।

ভারতের বিবরণ করিব বর্ণন।
অবহিতে শুন বৎস হয়ে একমন॥
হিমগিরি উত্তরেতে দক্ষিণে সাগর।
ভারত ইহার মধ্যে ওহে গুণধর॥
যোজন সহস্র নব ইহার বিস্তার।
কর্ম্মভূমি নাম ধরে বিখ্যাত সংসার॥
এই বর্ষে স্বর্গ মোক্ষ লভে নরগণ।
অন্য বর্ষে নাহি তাহা শাস্ত্রের বচন॥
সপ্ত কুলাচল আছে এ হেন ভারতে।
তাহাদের নাম বলি শুন অবহিতে॥
মহেন্দ্র মলয় সহ্য ঋক্ষ শক্তিমান্।
পারিপাত্র বিন্ধ্যাগিরি ওহে মতিমান্॥
তির্য্যগ্ভাব স্বর্গ মোক্ষ মধ্য অন্ত আর।
নরকাদি করি সব ওহে গুণাধার॥
ইহার আয়ত্ত হয় জানিবে সকল।
নরগণ ভুঞ্জে হেথা স্বীয় কর্ম্মফল॥
নয় ভাগে সুবিভক্ত এ ভারত হয়।
অষ্ট দ্বীপ আছে ইথে শুন পরিচয়॥
তাম্রবর্ণ নাগ সৌম্য ইন্দ্র কশেরুমান্।
গন্ধর্ব্ব বারুণ সাত আর গভস্তিমান্॥
সাগরসংযুক্ত করি এই ভারতেরে।
নব-দ্বীপ বলি কহে খ্যাত চরাচরে॥
উত্তর দক্ষিণে ইহা সহস্র যোজন।
ইহার পশ্চিমে রহে যতেক যবন॥
পূর্ব্বদিকে কিরাতেরা করে অবস্থান।
বিপ্র আদি চারি বর্ণ রহে মধ্যস্থান॥
চারিবর্ণমধ্যে যত ব্রাহ্মণ-নিকর।
করিবে যজ্ঞীয় কার্য্য সবে নিরন্তর॥
যুদ্ধকার্য্য করে সদা যত ক্ষত্রগণ।
বৈশ্যগণ রহে কৃষিবাণিজ্যে মগণ॥
শূদ্রগণ দ্বিজসেবা করে ভক্তিভরে।
কহিলাম শাস্ত্রকথা তোমার গোচরে॥
পারিপাত্র গিরি হ'তে বেদস্মৃতি আদি।
নির্গত হইয়া বহে কতগুলি নদী॥
নির্ম্মদা সুরসা আদি বিন্ধ্যগিরি হ'তে।
নির্গত হইয়া সদা বহিছে ভারতে॥১-১০
পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা তাপী আদি কত নদী
ঋক্ষ হ'তে বাহিরিয়া করিতেছে গতি॥
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেম্বা আর।
সহ্য হতে বাহিরিয়া বলে খরধার॥
কৃতমালা তাম্রপর্ণী আদি কত নদী।
মলয় পর্ব্বত হ'তে বহে নিরবধি॥
ত্রিদামা ঋষিকুল্যা মহেন্দ্র হইতে।
বাহিরিয়া প্রবাহিত হতে'ছ ভারতে।
কুমারিকা আদি করি নদী বহুরত।
শক্তিমান্ গিরি হ'তে বহে নিরন্তর॥
শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা আদি বহুনদী।
হিমাচল হ'তে তারা বহে নিরবধি॥
ইহাদের শাখা নদী উপনদী আর।
অসংখ্য অসংখ্য আছে ওহে গুণাধার॥
মধ্যদেশ কামরূপ কলিঙ্গ পঞ্চাল।
দাক্ষিণাত্য কুরুওড্র পারসিক আর॥
মাগধ সৌরাষ্ট্র শূর অর্ব্বুদ আভীর।
সিন্ধু স্থূল শাল্ব মদ্র শাল্মক সৌবীর॥
ইত্যাদি দেশীয় লোক হর্ষ সহকারে।
বাস করে সেই সব তটিনীর তীরে॥
পারিপাত্রবাসী যত লোক সমুদায়।
অই সব নদীতটে জীবন কাটায়॥
নদীর বিমল জল সুখে করি পান।
সদানন্দে যাপে কাল ওহে মতিমান্॥
সত্য আদি চারি যুগ ভারত মাঝারে।
বিদ্যমান আছে সদা জানিবে অন্তরে॥
পরলোকে শুভ হবে এই সে কারণ।
এই বর্ষে তপ করে যত যোগীগণ॥
যাজ্ঞিকেরা সদা করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
ধার্ম্মিকেরা নানাবস্তু দীনে করে দান॥ ২
জম্বুদ্বীপে যজ্ঞকার্য্য করি আচরণ।
যেরূপে মানবে করে হরির পূজন॥

অন্য অন্য দ্বীপে তাহা দৃষ্ট নাহি হয়।
কর্ম্মভূমি বলি খ্যাত ভারত নিশ্চয় ॥
ভোগভূমি বলি ইহা আছে নিরূপণ।
জম্বুদ্বীপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ এ হেতু গণন ॥
অসংখ্য অসংখ্য জন্ম ধরিবার পরে।
বহুপুণ্যে জন্মে নর ভারত মাঝারে ॥
"স্বর্গ ও মোক্ষের হয় ভারত কারণ।
এ ভারতে জন্ম লয় যেই নরগণ ॥
ধন্য ধন্য তাঁরা সবে সংসার-মাঝারে।"
দেবগণ নিজমুখে এইরূপ বলে ॥
"ভারত মাঝারে জন্ম করিয়া ধারণ।
কামনা হৃদয় হ'তে দিয়া বিসর্জ্জন ॥
অনুষ্ঠিত কার্য্য অর্পে হরির উপরে।
লীন হয় তারা সবে হরির শরীরে ॥
স্বর্গ ভোগ অন্তে মোরা জন্মিব কোথায়।
নিরূপণ করি তাহা বলা নাহি যায় ॥
ইন্দ্রিয় বিহীন হয়ে জন্মিলে ভারতে।
সার্থক সে জন্ম হয় ভাবি হেন চিতে ॥
এ হেতু প্রার্থনা করি ঈশ্বর-সদন।
ভোগ অন্তে হয় যেন ভারতে জনম ॥
এইরূপে কহে সদা অমর-নিকর।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণধর ॥
জম্বুদ্বীপ-বিবরণ করিনু কীর্ত্তন।
লবণ-সাগর আছে করিয়া বেষ্টন ॥
লবণ-সমুদ্রে হয়ে বলয়-আকার।
জম্বুদ্বীপে আছে বেড়ি ওহে গুণাধার ॥ ২১

চতুর্থ অধ্যায়।

—*—

সপ্তদ্বীপ বর্ণন ও লোকালোক পর্ব্বত কথন।

জম্বুদ্বীপে বেড়ি যথা লবণ সাগর।
রহিয়াছে বিরাজিত ওহে গুণকর ॥
প্লক্ষদ্বীপ সেইরূপ লবণ সাগরে।
বেড়িয়া রয়েছে সদা জানিবে অন্তরে ॥
দ্বি-লক্ষ যোজন হয় প্লক্ষের বিস্তার।
রাজা ছিল তথা প্রিয়ব্রতের কুমার ॥
মেধাতিথি তাঁর নাম অতি মহাশয়।
সপ্তদশ পুত্র জন্মে শুন পরিচয় ॥
শিশির আনন্দ শিব ধ্রুব শান্তভয়।
ক্ষেমক এই ছয় পুত্র আর সুখোদয় ॥
প্লক্ষদ্বীপে সাতভাগ করিয়া রাজন।
সাত পুত্রে একে একে করিলে অর্পণ ॥
তাঁহাদের নামে হয় বর্ষের আখ্যান।
সপ্ত গিরি সপ্ত বর্ষে আছে বিদ্যমান ॥
তাহাদের নাম আমি করিব বর্ণন।
অবহিতে শুন বৎস হয়ে একমন ॥
গোমেদ ভুন্দুভি চন্দ্র সোমক নারদ।
সুমনা বৈভ্রাজ সপ্ত বিরাজে পর্ব্বত ॥
এই দ্বীপে বর্ষগিরি ইহাদের নাম।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ করে অবস্থান ॥
পরম সুখেতে রহে সে সব পর্ব্বতে।
অতীব পবিত্র স্থান জানিবেক চিতে ॥
আধি ব্যাধি নাহি তথা সদা সুখোদয়।
পরম সুখেতে সবে নিরন্তর রয় ॥ ১-১০
সপ্ত নদী বাহিরায়া সপ্তগিরি হ'তে।
কল কল রবে ধায় খরধার স্রোতে ॥
অনুতপ্তা শিখিক্রমু বিপাশা অমৃতা।
ত্রিদিবা এই ছয় আর পরেতে সুকৃতা ॥
সপ্তনদী নাম এই করিনু কীর্ত্তন।
ইহাদের নাম যদি করয়ে শ্রবণ ॥
অখিল পাতক তার বিনাশিত হয়।
শাস্ত্রের বচন বৎস মিথ্যা কভু নয় ॥
উক্ত সপ্ত গিরি আর সপ্ত নদী বিনা।
কত গিরি নদী আছে কে করে গণনা ॥
এই দ্বীপে যারা যারা করে নিবসতি।
নদীজল পান করি পুলকিত অতি ॥
অনুকূল ভাবে বহে অই নদীচয়।
যুগভাগ নাহি তথা জানিবে নিশ্চয় ॥
ত্রেতাযুগ সম কাল সদা দেখা যায়।
শাস্ত্রের নিগূঢ় কথা কহিনু তোমায় ॥

প্লক্ষ হ'তে শাকাবধি যত দ্বীপ আছে।
যত প্রজা বাস করে তাহাদের মাঝে॥
বরষ সহস্র পঞ্চ হয়ে নিরাময়।
জীবন কাটায সবে নাহিক সংশয়॥
এই সব দ্বীপে রহে চতুর্ব্বিধ প্রাণী।
তাহাদের নাম বলি শুন গুণমণি॥
আর্য্যক কুরব ভাবী বিরস যে আর।
এই চারি নাম হয় ওহে গুণাধার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি নামে।
এই চারি জাত খ্যাত জানিবেক মনে॥
সেই দ্বীপে মহাজম্বুবৃক্ষের সমান।
সুবিশাল প্লক্ষতরু আছে বিদ্যমান॥
এই হেতু প্লক্ষদ্বীপ অবিধান ধরে।
দ্বীপবাসী চারি বর্ণ ভক্তি সহকারে॥
নানাবিধ যজ্ঞ কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান।
হরির করয়ে পূজা ওহে মতিমান্॥
এই দ্বীপ যেইরূপ পরিমাণ ধরে।
ইক্ষুদধি সেই ভাবে রহিযাছে বেড়ে॥
প্লক্ষদ্বীপ-কথা এই করিনু কীর্ত্তন।
শাল্মল দ্বীপের কথা শুনহ এখন॥ ১১-২১
প্রিযব্রতপুত্র যিনি নাম বপুষ্মান্।
এই দ্বীপে রাজা ছিল সেই মাতিমান্॥
সপ্ত পুত্র সেই নৃপ উৎপাদন করে।
তাহাদের নাম বলি তোমার গোচরে॥
জীমূত বৈদ্যুত শ্বেত মানস হরিত।
সুলভ এই ছয় জন সপ্তম রোহিত॥
সাত অংশে ভাগ করি আপনি রাজন।
সপ্ত পুত্রে নিজ রাজ্য করেন তর্পণ॥
পুত্রনাম অনুসারে রাজ্যনাম হয়।
ইক্ষুদধি বেড়ি আছে এ দ্বীপ নিশ্চয॥
সপ্তবর্ষগিরি আছে এ দ্বীপ মাঝারে।
তাহাদের নাম এবে কহিব তোমারে॥
কুমুদ উন্নত দ্রোণ বলাহক আর।
ককুদ্মান্ মাহিদ কঙ্ক ওহে গুণাধার॥
এই সপ্ত গিরি হ'তে সপ্ত তরঙ্গিনী।
নির্গত হইয়া বহে ওহে গুণমণি॥

তাহাদের নাম এবে করিব বর্ণন।
অবহিতে ওহে বৎস করহ শ্রবণ॥
বিতৃষ্ণা নিবৃত্তি তোয়া চন্দ্রা শুক্লা যোনী
বিমোচিনী এই সপ্ত জানিবে তটিনী॥
পরম পবিত্র হয উহাদের জল।
পিয়ে যদি নাশে তবে পাতক-নিকর॥
শ্বেত আদি সপ্তবর্ষে বর্ণচতুষ্টয়।
কপিলাদ্রি চারি নামে হয পরিচয॥*
এই সপ্তবর্ষে যত যাজ্ঞিক-নিকর।
বিবিধ যজ্ঞীয় কর্ম্ম করি নিরন্তর॥
বায়ুরূপী শ্রীহরিরে করয়ে পূজন।
অধিক বলিব কিবা তোমার সদন॥
এই দ্বীপ অতি রম্য জানিবে অন্তরে।
দেবগণ আবির্ভূত রহে এই স্থলে॥
প্রকাণ্ড শাল্মলী এক আছে বিদ্যমান।
সর্ব্বজনগণে বৃক্ষ সুখ করে দান॥
এ হেতু শাল্মলী দ্বীপ নামে পরিচয।
পরিমাণ বলি এবে শুন যাহা হয়॥
প্লক্ষদ্বীপ যেইরূপ ধরে পরিমাণ।
তদপেক্ষা দুই গুণ ওহে মতিমান্॥
চারিদিকে বেড়ি আছে মদিরা-সাগর।
বলিনু তোমার পাশে ওহে গুণধর॥
কুশদ্বীপ সুবিস্তৃত জানিবে অন্তরে।
বেড়িয়া রয়েছে উহা মদিরা-সাগরে॥
শাল্মলী দ্বীপের হয যেই পরিমাণ।
তাহাতে দ্বিগুণ কুশ জানিবে ধীমান্॥
জ্যোতিষ্মান পূর্ব্বে ছিল হয়ে অধীশ্বর।
প্রিয়ব্রত-পুত্র তিনি অতি গুণধর॥
জ্যোতিষ্মান সপ্ত পুত্র করে উৎপাদন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ॥
উদ্ভিদ শৈরথ ধৃত লম্বন রেণুমান।
প্রভাকর ও কপিল সাতটি সন্তান॥

* শ্বেত, লোহিত, জীমূত, হরিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ এই সপ্তবর্ষে ব্রাহ্মণ কপিল নামে, ক্ষত্রিয় অরুণ নামে, বৈশ্য পীত নামে ও শূদ্র কৃষ্ণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যথাকালে এই দ্বীপ সাত অংশ করি।
সপ্ত পুত্রে দেন রাজা কৃপাদৃষ্টি করি ॥
সপ্ত পুত্র নিজ রাজ্য লয়ে নিজ করে।
বিখ্যাত করেন নিজ নাম অনুসারে ॥
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ আর নরগণ।
দানব গন্ধর্ব্ব আর শত শত জন ॥
এই সব বর্ষে বাস করে নিরন্তর।
তার পর শুন শুন ওহে গুণধর ॥
এই সব বর্ষে বাস যারা যারা করে।
চারিবর্ণে সুবিভক্ত তাহারা সকলে ॥
সর্মা শুর্ম্মা আর স্নেহ মন্দেহ পর্বেতে।
এই চারি বর্ণ রহে জানিবেক চিতে ॥
এই চারিবর্ণ লোক যথা ক্রমান্বয়ে।
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র জানিবে হৃদয়ে ॥
এই স্থানে যাজ্ঞিকেরা হয়ে একান্তর।
জনার্দ্দনে চিন্তা করি হৃদয় ভিতর ॥
প্রাবব্ধ করম ভোগ করি তার পরে।
পরম পদেতে যায় জানিবে অন্তরে ॥২২
কুশদ্বীপে আছে সপ্ত বর্ষগিরিবর।
তাহাদের নাম বলি শুন গুণধর ॥
বিদ্রুম পুষ্কর হেমশৈল দ্যুতিমান।
কুশেশ মন্দর হরি ওহে মতিমান্ ॥
সপ্ত নদী বাহিরিয়া সপ্ত গিরি হ'তে।
হইতেছে প্রবাহিত সবে চারি ভিতে ॥
ইহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।
শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন ॥
পবিত্রতা সম্মতি শিবা সর্ব্বপাপহরা।
ধুতপাপা বিদ্যুদম্ভা মহী রোগহরা ॥
আরো কত ক্ষুদ্র নদী ক্ষুদ্র গিরিবর।
এই দ্বীপে শোভা পায় ওহে গুণবর ॥
দ্বীপমাঝে কুশস্তব আছে বিদ্যমান।
কুশদ্বীপ এই হেতু ধরে অভিধান ॥
শাল্মল দ্বীপের পরিমাণ যত হয়।
তদপেক্ষা দুই গুণ ইহার নিশ্চয় ॥
বেষ্টিত রয়েছে ইহা ঘৃতের সাগরে।
ক্রৌঞ্চদ্বীপ বিবরণ শুন অতঃপরে ॥

ক্রৌঞ্চদ্বীপ বেড়ি আছে ঘৃতের সাগর।
দ্যুতিমান্ ছিল পূর্ব্বে ইহার ঈশ্বর ॥
কুশাপেক্ষা-দুই গুণ ইহার বিস্তার।
শুন শুন তার পর ওহে গুণাধার ॥
পিবব অন্ধকারক দুন্দুভি কুশল।
উষ্ণ মুনি ও মন্দগ ওহে গুণবর ॥
নই সাত পুত্র লভে রাজা দ্যুতিমান।
সাত অংশ করি রাজ্য করেন প্রদান ॥
পুত্রগণ রাজ্য লাভ করিয়া সাদরে।
নিজ নিজ নামে খ্যাত করেন অচিরে ॥
এই সব বর্ষ হয় অতি মনোহর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কথা রহে
সপ্ত বর্ষগিরি তথা আছে বিদ্যমান।
তাহাদের নাম বলি শুনহ ধীমান্ ॥
বামন অন্ধকারক পুণ্ডরীকবান।
দেবাবৃৎ দুন্দুভি ক্রৌঞ্চ আর চৈত্র নাম ॥
এই সব গিরি দ্বারা দ্বীপ সমুদয়।
বিভক্ত হয়েছে বৎস জানিবে নিশ্চয় ॥৫১
বর্ষ কর্ষগিরি আর কানন মাঝারে।
দেবতা ও অন্য সবে সুখে বাস করে ॥
বিপ্র আদি চতুর্ব্বর্ণ করে অবস্থিত।
পুষ্করাদি নামে তারা লভিয়াছে খ্যাত ॥*
ক্রৌঞ্চদ্বীপে সপ্ত গিরি যাহা বিদ্যমান।
সপ্ত নদী তাহা হতে হয় বহমান ॥
গৌরি সন্ধ্যা পুণ্ডরীকা মনোজবা খ্যাতি।
এই পাঁচ নদী আর রাত্রি কুমুদ্বতী ॥
পরম পবিত্র হয় ইহাদের জল।
ইহাদের তীরে থাকে যেই সব নর ॥
পরম সুখেতে থাকে তাহারা সকলে।
মনের বিষাদ নাহি ঘটে কোনকালে ॥
দ্বীপবাসী সবে করি যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে যিনি ভগবান্ ॥
ইহারে বেড়িয়া আছে দধির সাগর।
দ্বীপমাঝে ক্রৌঞ্চ নামে আছে গিরিবর ॥

* তত্রত্য ব্রাহ্মণের পুষ্কর, ক্ষত্রিয়-পুষ্কর বৈশ্যগণ ধন্য ও শূদ্রজাতি তিষ্য নামে খ্যাত।

এই হেতু ক্রৌঞ্চ দ্বীপ ইহার আখ্যান।
শাকদ্বীপ বিবরণ কর অবধান॥
শাকদ্বীপে বেড়ি আছে দধির সাগরে।
ক্রৌঞ্চাপেক্ষা দুই গুণ এ দ্বীপ বিস্তারে॥
প্রিয়ব্রত সুখ যাঁর ভব্য অভিধান।
ইথে-নরপতি ছিল সেই মতিমান॥
সপ্ত পুত্র লভে সেই ভব্য নরপতি।
তাহাদের নাম বলি শুনহ সুমতি॥
মনীরক কুসুমোদ জলদ কুমার।
সমৌদকি মহাক্রম আর সুকুমার॥৭১-৬০
শাকদ্বীপে সাত অংশ করিয়া রাজন।
কালক্রমে সাত পুত্রে করেন অর্পণ॥
তাহাদের নামে খ্যাত সপ্ত অংশ হয়।
সপ্ত বর্ষ বলি উহা বিখ্যাত নিশ্চয়॥
সপ্ত বর্ষ গরি আছে উহার মাঝারে।
তাহাদের নাম এবে কহিব তোমারে॥
অম্বিকেয় শাম অস্ত কেশরী উদয়।
জলাধার রৈবতক সপ্ত গিরি হয়॥
এই দ্বীপে শাক নামে আছে তরুবর।
সিদ্ধগন্ধর্ব্বেরা তথা রহে নিরন্তর॥
এই হেতু শাকদ্বীপ ইহার আখ্যান।
পরম পবিত্র স্থান ওহে মতিমান্॥
উক্ত শাকবৃক্ষে আছে যত পত্রচয়।
তন্ময় অনিল যদি গাত্রে স্পৃষ্ট হয়॥
পরম সন্তোষ বোধ লভয়ে অন্তরে।
হেন বৃক্ষ নাহি আর হেরি কোন স্থলে॥
জনপদ কত দ্বীপে আছে বিদ্যমান।
বিপ্র আদি চারি বর্ণ করে অবস্থান॥
সপ্তগিরি হতে সপ্ত নদী বাহিরিয়া।
যাইতেছে চারিভিতে আনন্দে বহিয়া॥
তাহাদের নাম এবে করহ শ্রবণ।
শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন॥
রেণুকা ধেনুকা ইক্ষু গভস্তী কুমারী।
নলিনী এছয় আর সপ্ত সুকুমারী॥
আরো কত ক্ষুদ্র নদী ক্ষুদ্র গিরিবর।
এই দ্বীপে শোভা পায় ওহে গুণধর॥

স্বর্গবাসীগণ সবে আসি এই স্থলে।
নদীজল পান করি মনকুতুহলে॥
পরম সুখেতে কাল করেন হরণ।
হেন স্থান নাহি আর এ তিন ভুবন॥
এই দ্বীপে সপ্তবর্ষে নাহিক বিবাদ।
অবর্ম্ম নাহিক তথা নাহিক বিবাদ॥
এই স্থানে চারিবর্ণ আছে বিদ্যমান।
তাঁহাদের নাম বলি শুন মতিমান্॥
মগধ মানস আর তৃতীয় মন্দগ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় আর জানিবেক মগ॥
ইহার মাঝারে মগ জানিবে ব্রাহ্মণ।
মগধ ক্ষত্রিয় হয় ওহে বাছাধন॥
মানসেরে বৈশ্য বলি জানিবে অন্তরে।
মন্দগ যে শূদ্রজাতি শাস্ত্রের বিচারে॥৭০
শাকদ্বীপে সূর্য্যরূপে বিষ্ণু ভগবান্।
বিরাজিত হয়ে আছে সদা বিদ্যমান॥
যত লোক সেই স্থানে করে নিবসতি।
সংযত হইয়া সবে যথা আছে বিধি॥
বিবিধ যজ্ঞীয় কার্য্য করি অনুষ্ঠান।
সূর্য্যের করযে পূজা ওহে মতিমান্॥
শাকদ্বীপে বেড়ি আছে ক্ষীরোদ সাগর।
পুষ্করদ্বীপের কথা শুন অতঃপর॥
শাকদ্বীপ বিস্তারেতে বলেছি যেমন।
পুষ্কর দ্বিগুণ তার আছে নিরূপণ॥
প্রিয়ব্রতসুত যাঁর সবন আখ্যান।
ইহার নৃপতি তিনি ছিল বিদ্যমান্॥
মহাবীত ও ধাতকি এই দুই নামে।
দুই পুত্র নৃপতির জানে সর্ব্বজনে॥
পুষ্কর দ্বীপেরে ভাগ করিয়া রাজন।
দুই পুত্রে যথাকালে করেন অর্পণ॥
পুত্রদ্বয় রাজ্যলাভ করি তার পরে।
নিজ নিজ নামে রাজ্য জগতে বিস্তারে॥
দুই বর্ষ এইরূপে করেন স্থাপন।
বর্ষদ্বয় মাঝে আছে গিরি মনোরম॥
সেই গিরি হয় বৎস বলয়-আকার।
শুন এবে বলি তার যেমন বিস্তার॥

বিস্তারেতে অর্দ্ধ লক্ষ জানিবে যোজন।
ঊর্দ্ধদিকে অইরূপ আছে নিরূপণ ॥
বলয়-আকাররূপে করি অবস্থান।
দ্বীপেরে করিছে ভাগ ওহে মতিমান্ ॥
এই দ্বীপে বাস করে যেই সব জন।
রোগহীন তারা সবে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
রাগদ্বেষহীন হয়ে তাহারা সকলে।
পরম সুখেতে সবে নিবসতি করে ॥
অযুত বরষ তারা ধরয়ে জীবন।
উচ্চ নীচ তথা কভু না হয় গণন ॥
ছোট বড় কভু তথা দৃষ্ট নাহি হয়।
বিনাশ্য নাশক কিম্বা নাহিক নিশ্চয় ॥
ঈর্ষা ভয় রোষ লোভ কিছুমাত্র নাই।
অথবা অসূয়া নাহি কাহ তব ঠাঁই ॥
মহাবীত বর্ষ আছে গিরির বাহিরে।
ধাতকি বরষ আছে গিরি-অভ্যন্তরে ॥
সত্যধর্ম্মে রত সদা তথাকার জন।
অন্য কোন গিরি তথা না হয় দর্শন ॥
অন্য কোন নদী তথা নাহি বিদ্যমান।
ধর্ম্ম অবলম্বি সবে করে অবস্থান ॥
বর্ণাশ্রমভাগ তথা না হয় দর্শন।
গুরুসেবা সেই স্থানে না হয় কখন ॥
ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি নাহি সেই স্থলে।
ধর্ম্ম উপার্জ্জন তথা নাহি কোন কালে
ভৌমস্বর্গ নাম ধরে এই বর্ষদ্বয়।
সর্ব্বঋতু এই স্থানে সদা দৃষ্ট হয় ॥
জরাগ্রস্ত কভু নাহি হয় কোন জন।
অপূর্ব্ব সুরম্য স্থান অতি মনোরম ॥
ন্যগ্রোধ পাদপ এক আছয়ে পুষ্করে।
পুষ্কর উহার নাম জানে সর্ব্বনরে ॥
ঐ হেতু সে দ্বীপ ধরে পুষ্কর আখ্যান।
এই দ্বীপে সদা রহে ব্রহ্মা ভগবান্ ॥
এই দ্বীপে বেড়ি আছে সলিল-সাগর।
সাগরের পরিমাণ শুন বিজ্ঞবর ॥
পুষ্কর দ্বীপের হয় সেই পরিমাণ।
সলিল-সাগর হয় তাহার সমান ॥

জম্বু আদি সপ্তদ্বীপ কহিনু তোমারে।
বেড়ি আছে লবণাদি সাতটী সাগরে ॥
এই সব দ্বীপ আর সাতটী সাগর।
ইহাদের পরিমাণ শুন অতঃপর ॥
ক্রম দুই গুণ বেশী উত্তর উত্তর।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই করিনু গোচর ॥
সমভাবে আছে সদা সাগরের জল।
উদ্বেল না হয় কভু ওহে বিজ্ঞবর ॥
স্বীয় সীমা অতিক্রম না করে কখন।
সমভাবে অবস্থিত আছে সর্ব্বক্ষণ ॥
অগ্নিযোগে স্থালীগত সলিল যেমন।
স্ফীত হয়ে ঊর্দ্ধে উঠে হয় দরশন ॥
শশাঙ্ককিরণ যোগে সাগর তেমতি।
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে ওহে মহামতি ॥
চন্দ্রের উদয় আর অস্তের কারণ।
শুক্ল কৃষ্ণ এই দুই পক্ষ নিবন্ধন ॥
পোনের অঙ্গুলীমিত জলবৃদ্ধি হয়।
সেই পরিমাণে পুনঃ হয় তার ক্ষয় ॥
ক্ষয় বৃদ্ধি হয় শুদ্ধ এই সে কারণ।
অপর কারণ নাহি জানিবে কখন ॥
ভক্ষ্য বস্তু প্রাপ্তি হেতু পুষ্করদ্বীপেতে।
বিশেষ নাহিক হয় যতন করিতে ॥
বিনা যত্নে তত্র স্থিত যত প্রজাগণ।
বিবিধ অপূর্ব্ব দ্রব্য করয়ে ভোজন ॥
ষড়্‌বিধ রসের স্বাদ লভয়ে সকলে।
পরম আনন্দে সবে রহে কুতূহলে ॥
সলিল-সাগর-কাছে বিবিধ প্রদেশে।
দেখা যায় জনগণ সতত নিবসে ॥
সেই লোকালয় ক্রমে করি অতিক্রম।
স্বর্ণময়ী ভূমি আছে অতি মনোরম ॥
পুষ্কর অপেক্ষা তার দ্বিগুণ প্রমাণ।
কোনমাত্র জন্তু নাহি আছে সেই স্থান ॥
সেই স্বর্ণময়ী ভূমি কৈলে অতিক্রম।
লোকালোকগিরি তথা হয় দরশন ॥
অযুত যোজন হয় উহার বিস্তার।
ঊর্দ্ধদিক সেইরূপ জানিবে তাহার ॥

পর্ব্বতের বহির্ভাগে সদা অন্ধকার।
আলোক নাহিক কিছু ভীষণ আকার॥
এইরূপে জগতের আধার-রূপিণী।
সসাগরা সপ্তদ্বীপা ধরিত্রী জননী॥
অণ্ডকটাহেরসহ সমবেত হয়ে।
রহিয়াছে একভাবে জানিবে হৃদয়ে॥
পরিমাণে পঞ্চাশৎ কোটি যে যোজন।
সপ্তদ্বীপ ধরাদেবী করেন ধারণ॥
অপূর্ব্ব পুরাণ এই শ্রীবিষ্ণু পুরাণ॥
দ্বিজ কালী বিরচিয়া সুখে ভাসমান॥

পঞ্চম অধ্যায়।

—*—

সপ্তপাতালবিবরণ ও অনন্তের গুণবর্ণন।

পরাশর কহে বৎস করহ শ্রবণ।
পৃথিবীর বিবরণ করিনু বর্ণন॥
পাতালের বিবরণ করিব বিস্তার।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে গুণাধার॥
সপ্তধা পাতাল আছে কহি তব স্থানে।
তাহাদের নাম বলি শুন অবধানে॥
অতল বিতল আর পাতাল নিতল।
গর্ভস্তিমৎ মহাতল আর সে সুতল॥
প্রত্যেকের পরিমাণ অযুত যোজন।
শাস্ত্রমাঝে এইরূপ আছে নিরূপণ॥
সেই অনুসারে সপ্ত পাতালের মান।
সপ্ততি যোজন হয় ওহে মতিমান॥
শুক্ল কৃষ্ণারুণ পীত স্বর্ণময় ভূমি।
এই সপ্তপাতালেতে আছে ইহা জানি॥
অসংখ্য অসংখ্য হর্ম্ম্য বিরাজে তথায়।
দৈত্য নাগ দানবাদি আছে সমুদায়॥
সমস্ত পাতাল ভ্রমি দেব-ঋষিবর।
স্বর্গবাসিগণপাশে গিয়া তার পর॥
পাতালের মহাশোভা করেছে বর্ণন।
স্বর্গ হতে হয় উহা অতি মনোরম॥
অসংখ্য অসংখ্য মণি চিত্ত-প্রীতিকর।
সমগ্র পাতালমাঝে শোভে নিরন্তর॥
উহার উজ্জ্বল প্রভা কিবা শোভা ধরে।
পন্নগ ভূষণ উহা জানিবে অন্তরে॥
হেন রমণীয় স্থান নাহি কোথা আর।
মানসরঞ্জন স্থল অতি চমৎকার॥
দৈত্যদানবের কন্যা কত রূপবতী।
পাতালেতে নিরন্তর করে নিবসতি॥
অসন্তোষ নাহি তথা কাহারো অন্তরে।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে॥
মুক্ত পুরুষেরা যদি সেই স্থানে রয়।
বিষয়-সুখেতে হয় প্রমত্ত-হৃদয়॥
পাতালেতে প্রবেশিয়া সূর্য্যের কিরণ।
প্রভামাত্র প্রকাশিত করে অনুক্ষণ॥
শশাঙ্কের শৈত্যগুণ নাহি বিদ্যমান।
সুধাকর শোভামাত্র করে সমাধান॥
ভোগশীল দানবেরা থাকি সেই স্থানে।
ভোগ্য বস্তু ভোগ করি বিহিত বিধানে॥
সুপেয় পানীয় সবে সদা করি পান।
এরূপ সন্তুষ্ট মনে করে অবস্থান॥
অতিক্রান্ত কাল তারা বুঝিবারে নারে।
প্রমত্ত হইয়া সদা রহে সুখঘোরে॥
নদ নদী কত শোভে অসংখ্য কানন।
সরসী কমলদলে হতেছে শোভন॥
মধুর আলাপ কত কোকিলেরা করে।
হেন স্থান নাহি আর জগত-সংসারে॥১০
মনোহর গন্ধদ্রব্য বসন ভূষণ।
পাতাল সতত শোভে অতি মনোরম॥
বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি বাজিছে সদাই।
মনোহর নৃত্য গীত হয় ঠাঁই ঠাঁই॥
দানব পন্নগ আর যত দৈত্যগণ।
এই সব ভোগ করে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
পাতালের নিম্নভাগে ওহে মহামতি।
শেষ নামে খ্যাত আছে তামসী মূরতি॥
বিষ্ণুর মূরতি উহা জানিবে অন্তরে।
অনন্ত তাঁহার নাম সিদ্ধগণ বলে॥
কে আছে এমন জন এ তিন ভুবন।
অনন্তের গুণরাশি করয়ে কীর্ত্তন॥

দেবতা দেবর্ষিগণ ভক্তি সহকারে।
নিরন্তর পূজা করে অনন্ত দেবেরে॥
অনন্ত সহস্রশিরা শাস্ত্রে হেন কয়।
স্বস্তিক ভূষণে তিনি ভূষিত নিশ্চয়॥
সহস্রেক ফণাস্থিত মণির দ্বারায়।
আলোকিত করি যত দিক্ সমুদায়॥
জগতের হিতহেতু যত দৈত্যগণে।
করিছেন হীনবীর্য্য একান্ত যতনে॥
মদেতে ঘূর্ণিত তাঁর নয়নযুগল।
কর্ণযুগে শোভা পায় অপূর্ব্ব কুণ্ডল॥
মস্তকে করেন তিনি কিরীট ধারণ॥
শ্বেতাচল সম সদা হন সুশোভন॥
জাহ্নবীপ্রপাত যুক্ত কৈলাস সমান।
অনন্ত উন্নতভাবে করে অবস্থান॥
অপূর্ব্ব লাঙ্গল তাঁর শোভে বামকরে।
মুষল বিরাজ কিবা বামকরে করে॥
শ্রীদেবী বারুণী আর হয়ে মূর্ত্তিমতী।
পূজিছে সতত তাঁরে করিয়া ভকতি॥
মুখরাজি হতে তাঁর প্রলয়-সময়ে।
একাদশ রুদ্রদেব বহির্গত হয়ে॥
জগৎ সংসার এই করয়ে সংহার।
তব পাশে গূঢ়তত্ত্ব কহিলাম সার॥
সঙ্কর্ষণ নাম ধরে সেই রুদ্রগণ।
বিষানলে দীপ্ত তারা সদা সর্ব্বক্ষণ॥
এ হেন অনন্তদেব আপনার শিরে।
ধারণ করিয়া আছে ধরিত্রী দেবীরে॥
পাতালের নিম্নে তাঁর হয় অবস্থান।
দেবগণ করে তাঁর পূজা অনুষ্ঠান॥
তাঁর রূপ বর্ণিবারে নারে দেবগণ।
স্বরূপ জানিতে নাহি হয়েন সক্ষম॥
সসাগরা সদ্বীপ ধরণী তাঁহার।
ফণামণি দ্বারা ধরি অরুণ আকার॥
কুসুমমালার ন্যায় করে অবস্থিতি।
তাঁর গুণ বলে হেন কাহার শকতি॥
যেকালে অনন্তদেব ইচ্ছা করি মনে
জৃম্ভণ করেন মদঘূর্ণিতলোচনে॥

সসাগরা সপর্ব্বতা পৃথিবী তখন।
বিচলিত হয়ে উঠে অদ্ভুত ঘটন॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সিদ্ধ কিন্নর চারণ।
তাঁর গুণ বর্ণিবারে না হন সক্ষম॥
কেহ না গুণের অন্ত করিবারে পারে।
এ হেতু অনন্ত নাম জানিবে বিচারে॥
ভক্তিভবে পাতালেতে নাগবধূগণ।
সর্ব্বাঙ্গে করেন তাঁর চন্দন লেপন॥
তাঁহার নিশ্বাসবায়ু হয়ে বহমান।
দিক সমুদায়ে সদা করে কম্পমান॥
তাঁর আরাধনা করি গর্গ ঋষিবর।
জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা হন জগত ভিতর॥
পাতালের বিবরণ তোমার সদনে।
বিস্তারে কীর্ত্তন কৈনু ভক্তিযুতমনে॥
দেবাসুর-নরকৃত জগত-সংসার।
অনন্তের শিরোপরি করিছে বিহার॥
অনন্ত আপন শিরে করেন ধারণ।
কে পারে তাঁহার গুণ করিতে বর্ণন॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
শুনিলে পবিত্র হয় নর-কলেবর॥
পুরাণের সার ইহা শাস্ত্রের বচন।
দ্বিজ কালী বিরচিয়া সুখে নিমগন॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নরকবর্ণন ও হরিস্মরণ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত কথন।

পরাশর কহে বৎস করহ শ্রবণ।
ধরাতলে পাপ করে যেই প্রাণিগণ॥
যে সব নরকে পড়ে সেই সব নর।
বলিতেছি তব পাশে শুন গুণধর॥
রৌরব শূকর রোধ তাল বিনশন।
মহাজ্বাল তপ্তকুণ্ড কৃমিশ সবন॥
বিমোহন রুধিরান্ধ কৃষ্ণ বৈতরণী।
লালাভক্ষ্য পূয়বহ অবীচি অশনি॥

বহ্নিজ্বাল কালসূত্র অসিপত্রবন।
অপ্রতিষ্ঠ ও সন্দংশ আর শ্বভোজন॥
বহ্নিকুণ্ড মহাকুণ্ড ক্ষারকুণ্ড আর।
বিষ্ঠাকুণ্ড মূত্রকুণ্ড অতীব দুর্ব্বার॥
অশ্রুকুণ্ড মজ্জাকুণ্ড অতি বিভীষণ।
মাংসকুণ্ড নখকুণ্ড ঘোর দরশন॥
গাত্রমলকুণ্ড লোলকুণ্ড নাম ধরে।
অসৃককুণ্ড কেশকুণ্ড কৃমিকুণ্ড পরে॥
অস্থিকুণ্ড তাম্রকুণ্ড লৌহকুণ্ড আর।
বিষকুণ্ড ঘর্ম্মকুণ্ড ঘর্ম্মের আধার॥
সুরাকুণ্ড তৈলকুণ্ড পূঁযকুণ্ড আদি।
শবকুণ্ড শূলকুণ্ড আছে নিরবধি॥
মসীকুণ্ড চূর্ণকুণ্ড যতেক নিরয়।
কুম্ভীপাককুণ্ড আদি কত শত হয়॥
কূর্ম্মকুণ্ড জ্বালাকুণ্ড অতি ভয়ানক।
দগ্ধকুণ্ড ভস্মকুণ্ড নামেতে নরক॥
গোলকুণ্ড শরকুণ্ড তেজকুণ্ড নামে।
কত শত কুণ্ড আছে শমন-সদনে॥
কর্ণকুণ্ড কূপকুণ্ড মুখকুণ্ড আর।
জালন্ধরকুণ্ড আদি অতীব দুর্ব্বার॥
গজদংষ্ট্রকুণ্ড আছে অতি ভয়ঙ্কর।
যাহাতে যাতনা পায় পাতক নিকর॥
পূতিকুণ্ড বসাকুণ্ড আর শ্লেষ্মকুণ্ড।
জিহ্বাকুণ্ড মুখকুণ্ড আর গয়কুণ্ড॥
ইত্যাদি নরক বহু বিরাজে তথায়।
পাপীরা তাহাতে পড়ি বহু কষ্ট পায়॥
পাপীরা যমের কাছে দিলে দরশন।
ডাকিবেন যমরাজ সরোষে তখন॥
আরক্ত লোচন যম ভীষণ মূরতি।
রক্তবস্ত্র পরিধান সুনীল আকৃতি॥
তখন দ্বাবিংশ হস্ত হইবে তাঁহার।
প্রচণ্ড তপন সম প্রদীপ্ত আকার॥
বিকট সুদীর্ঘ নাসা দেখে ভয় পায়।
করাল বদন হবে রাক্ষসের প্রায়॥
ভীষণ দশনপংক্তি বিকট আকৃতি।
কাঁপিবে পাপীর হৃদি দেখিয়া মূরতি॥১৫

যমপাশে জরা মৃত্যু আছেন দাঁড়ায়ে।
চিত্রগুপ্ত পুরোভাগে খাতাপত্র লয়ে॥
যমের আদেশে গুপ্ত সুগভীর স্বরে।
ডাকিবেন পাপিগণে ধর্ম্মের গোচরে॥
প্রলয়-মেঘের সম সুগভীর রবে।
বলিবেন কটুভাষা পাপিগণ সবে॥
শোন্ শোন্ পাপিগণ ওরে দুরাচার।
করেছিস মত্ত হয়ে কত অহঙ্কার॥
নিরন্তর মত্ত হয়ে মানব আলয়ে।
করেছিস্ কুকরম ধরম ত্যজিয়ে॥
এখন তাহার ফল করহ ভুঞ্জন।
জান না রয়েছে হেথা শমন রাজন॥
কামে মত্ত হয়ে তোরা মানবভবনে।
কুকর্ম্ম করেছ কত না যায় কহনে॥
তাহার উচিত ফল ভুঞ্জহ এখন।
এখন তোদের রক্ষা করে কোন্ জন॥
একান্ত পাপাত্মা তোরা শক্তি জানি যার।
[illegible] করিলি কেন হেন অত্যাচার
যতেক কুকর্ম্ম [illegible]
সকলি করেছিস্ তোরা আনন্দে নিশ্চিন্ত॥
তাহার উচিত শাস্তি পাইবি এখন।
এখন তোদের রক্ষা করে কোন্‌জন॥
মিছা কেন কান্দ এবে কর হাহাকার।
পাপের উচিত ফল পাবে এইবার॥
তোমাদের অত্যাচারে কত সাধুগণ।
অনলে সলিলে পাশি ত্যজেছে জীবন॥
এখন ধর্ম্মের কাছে আছ উপনীত।
পাপের উচিত ফল পাইবে নিশ্চিত॥
কুকর্ম্ম করেছ যবে থাকি সেই ভবে।
ভাব নাই মনে হেথা আসিতে হইবে॥
কেন বৃথা পরিতাপ কর দুরাচার।
পাপের উচিত ফল ভোগ এইবার॥
পর সর্ব্বনাশ কত করেছ আনন্দে।
কুকর্ম্ম করেছ কত মজি নানারঙ্গে॥
চৌর্য্যবৃত্তি দস্যুবৃত্তি করি প্রবঞ্চন।
মনসুখে দারাসুত করেছ পালন॥

কোথা দারা কোথা পুত্র বান্ধব কোথায়।
একাকী এখন কেন এসেছ হেথায় ॥
তোদের দুর্দ্দশা এবে করি নিরীক্ষণ।
কে আর আপন বলি করিবে রোদন ॥
এখন রোদনে ফল নাহি কিছু আর।
আগেতে উচিল ছিল করিতে বিচার ॥
যেমন দুষ্কর্ম্ম তোরা করেছিস্ ভবে।
সঞ্চিত ফল তার এখানেতে পাবে ॥
পাপের উচিত ফল পাবি এইক্ষণ।
ধর্ম্মরাজ ইথে দোষী নহে কদাচন ॥
পক্ষপাতী নহে ইনি জানিবি নিশ্চিত।
দিবেন পাপের শাস্তি যেমন বিহিত ॥
ধরায় যেমন পাপ করিয়াছ সবে।
তাহাকে তেমন শাস্তি যমরাজ দিবে ॥
বিচারে কাহারো নাহি আছে পরিত্রাণ।
কিবা ধনী কিবা দুঃখী সকলি সমান ॥
চিত্রগুপ্ত বাক্য সব করিয়া শ্রবণ।
থর থর ভয়ে কাঁপে যত পাপিগণ ॥
কাহারো নয়ন ভাসে অবিরল জলে।
কেহ কান্দে শুষ্ককণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি বলে
কি করিবে কোথা যাবে না হেরি উপায়
হাহাকার করে সবে ব্যাকুলিতকায় ॥
আপন পাতকরাশি করিয়া স্মরণ।
পরিতাপানলে দহে যত পাপিগণ ॥
যমদূতগণ যত ভীমবেশ ধরি।
যমের আদেশে তথা আসে সারি সারি ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি পাপীগণে লয়ে।
রজ্জুতে বান্ধিয়া ফেলে দারুণ নিরয়ে ॥
যতেক নরক তথা আছে বিদ্যমান।
চুরাশী তাহার মাঝে সবার প্রধান ॥
বিষ্ঠা কৃমি পূঁয আদি তাহাতে পূরণ।
তাহাতে পতিত হয় যত পাপিগণ ॥
তাহাতে যাতনা পেয়ে কত কাল ধরি।
অবশেষে ধরে জন্ম মানবের পুরী ॥
কেহ কীট কেহ তরু কেহ সর্প হয়।
মশা মাছি হয়ে কেহ জনম লভয় ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুন শুন ওহে বৎস বলিব তোমায় ॥
নরকের বিবরণ শুনিলে শ্রবণে।
বিস্তার বর্ণিত আছে অন্যান্য পুরাণে ॥
পাপের যতেক শাস্তি আছয়ে বর্ণিত।
বলিব সে সব কথা হও সুবিদিত ॥১৬-২৫
বঞ্চক হিংসক ক্রুর হয় যেই জন।
অগ্নিকুণ্ডে হয় দগ্ধ সেই অভাজন ॥
তাহার দেহেতে আছে যত রোমচয়।
তত বর্ষ অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত হয় ॥
তিনবার পশুজন্ম হইবে তাহার।
রৌদ্রকুণ্ডে যাবে শেষে কহিলাম সার ॥
ব্রাহ্মণ অতিথি যদি করে আগমন।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া থাকে সেই সাধুজন ॥
সেই বিপ্রে যেই জন জল নাহি দেয়।
তপ্তকুণ্ডে পড়ে সেই নাহিক সংশয় ॥
কূটসাক্ষ্য যেই জন করয়ে প্রদান।
মিথ্যাবাক্য কহে সদা ওহে মতিমান্ ॥
রৌরব নরকে পড়ি সেই দুরাচার।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিলাম সার ॥
ভ্রূণহত্যা গুরুহত্যা গো-হত্যা যে করে।
রোধনামা নরকেতে সেই জন পড়ে ॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
অথবা যে জন করে সুবর্ণ হরণ ॥
শূকর নরকে পড়ি সেই দুরাচার।
বিষম যাতনা পেয়ে করে হাহাকার ॥
যেই জন শ্রাদ্ধ করি শাস্ত্রের বিধানে।
বসন বঞ্জিত ক্ষারে করে সেই দিনে ॥
ইন্দ্রের পতন নাহি যতদিনে হয়।
ক্ষারকুণ্ডে ততদিন সেই জন রয় ॥
অবশেষে ধরে জন্ম রজকী-উদরে।
সাতবার আসে সেই মানবের পুরে ॥
স্বয়ং দান করি হরে যেই অভাজন।
পরদানে সদা হয় লোভপরায়ণ ॥
ব্রহ্মস্ব হরণ করে দেবধন হরে।
বিষ্ঠাকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে ॥

বিষ্ঠাভোগ করে সেই অযুত বৎসর।
কৃমিরূপে মহাকষ্ট পায় নিরন্তর॥
পরেতে তড়াগস্থান করিয়া হরণ।
তথায় তড়াগ করে যেই দুষ্টজন॥
পুণ্যরাশি দূরে থাক মহাপাপ হয়।
মূত্রকুণ্ডে বহুকাল নিপতিত রয়॥
সহস্র বরষ তথা মূত্র পান করি।
গোধিকা হইয়া জন্ম মানবের পুরী॥
সাতবার এইরূপে ধরিয়া জনম।
কত কষ্ট পায় সেই দুরাত্মা দুর্জ্জন॥
একাকী বসিয়া যেবা নির্জ্জন প্রদেশে।
সুমধুর খাদ্য খায় মনের হরিষে॥
শ্লেষ্মকুণ্ড-নরকেতে পড়ে সেই জন।
সহস্র বরষ তথা করয়ে যাপন॥
ভারতভূমেতে শেষে আসে দুরাচার।
প্রেতযোনিরূপে তথা করয়ে বিহার॥
নিজকৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জে সেই জন।
শ্লেষ্মা মূত্র পূয আদি খায় অনুক্ষণ॥
অতিথি হেরিয়া যেবা ফিরায় লোচন।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে মজে সেই জন॥
পিতৃকুল তার যত আছে স্বর্গপুরে।
তদ্দত্ত সলিল নাহি আকিঞ্চন করে॥
চক্রকুণ্ড নামে আছে নরক দুর্ব্বার।
তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার॥
অযুত বরষ তথা করিয়া যাপন।
দরিদ্রের ঘরে আসি লভয়ে জনম॥
সাতবার এইরূপ শরীর ধরিয়া।
দারুণ যাতনা পায় ধরাধামে গিয়া॥
বিপ্রকরে ধনদান করি যেই জন।
পুনশ্চ লোভেতে করে সে ধন হরণ॥
মসীকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়।
অযুত বরষ তথা মহাকষ্ট পায়॥
সপ্তজন্ম কৃকলাস হয় সেই জন।
পরিশেষে নররূপ করয়ে ধারণ॥
দরিদ্র হইয়া সেই বহুকষ্ট পায়।
তাহার যাতনা হেরি বুক ফেটে যায়॥

পরনারী প্রতি যেই লোভপরায়ণ।
সেই জন মহাপাপী নারকী দুর্জ্জন॥
অথবা যে জন বলে করে বলাৎকার।
মহাপাপী বলি সেই ধরায় প্রচার॥
শুক্রকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন।
শত বর্ষ তথা থাকি করয়ে যাপন॥
ইষ্টদেব প্রতি কিম্বা কোন বিপ্রজনে।
অস্ত্রাঘাত করে যেই সকুপিত মনে॥
আঘাত লাগিয়া যদি রক্ত বাহিরায়।
অসৃক্‌কুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়॥
সপ্তবার ধরাতলে ব্যাধের আগারে।
জন্মিবে সে জন জেনো শাস্ত্রের বিচারে
হরিগুণ গান শুনি যেই মূঢ়মতি।
উপহাস করে তাহা অভিমানে অতি॥
অশ্রুকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়।
শতবর্ষ থাকি তথা মনস্তাপ পায়॥
অবশেষে ধরাধামে চণ্ডাল-আলয়ে।
তিনবার ধরে জন্ম মহাদুঃখী হয়ে॥
আত্মীয় জনেরে হিংসা করে যেই জন।
আত্মীয় হেরিয়া সদা ফিরায় বদন॥
গাত্রমলকুণ্ড নামে নরক দুর্ব্বার।
তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার॥
অযুত বরষ তথা যাতনা পাইয়া।
খররূপে ধরে জন্ম ধরাধামে গিয়া॥
অবশেষে সপ্ত জন্ম শৃগাল উদরে।
তবে ত পাপের ক্ষয় শাস্ত্রের বিচারে॥
বধির দেখিয়া হাস্য করে যেই জন।
কর্ণমলকুণ্ডে হয় তাহার পতন॥
নরক-যাতনা পেয়ে হাজার বৎসর।
বধির হইয়া জন্মে দরিদ্রের ঘর॥
সপ্তজন্ম এইরূপে জন্মে দুরাচার।
শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদের বিচার॥
লোভবশে রোষবশে যেই দুরজন।
জীবের জীবন ধন করে বিনাশন॥
মহাপাপী সেই জন অবনী-ভিতরে।
লক্ষবর্ষ মজ্জাকুণ্ডে নিবসিত করে॥

শশক হইয়া ভূমে জন্মে সাতবার।
মৎস্যরূপী সপ্তজন্ম হবে পুনর্ব্বার ॥
আপন তনয়া ধনে যেই অভাজন।
বাল্যাবধি রক্ষা করি করিয়া যতন ॥
অবশেষে অর্থলোভী হইযা অন্তরে।
মনোমত ধন লযে তারে বিক্রী করে ॥
মাংসকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেই জন।
কত যে যাতনা পায কে করে বর্ণন ॥
যত রোম ধরে দেহে সেই দুরাচার।
তত বর্ষ কুণ্ডভোগ হইবে তাহার ॥
যমদূত সদা তারে করযে পীড়ন।
বিষ্ঠাকৃমি-রূপে কুণ্ডে রহে অনুক্ষণ ॥
ষাইট হাজার বর্ষ নরকে থাকিয়া।
ব্যাধের আগারে জন্মে ধরাধামে গিযা ॥
সপ্তজন্ম ব্যাধরূপে যাতায়াত করি।
সপ্তবার জন্মে পরে ভেকরূপ ধরি ॥
অবশেষে তিন জন্ম শূকর হইযা।
বোবা হযে জন্মে পরে ধরাতলে গিযা ॥
সপ্তজন্ম মূক হয়ে থাকে সেই জন।
তবে ত পাপের ক্ষয শাস্ত্রের বচন ॥
শ্রাদ্ধদিনে ক্ষৌরকর্ম্ম যেই জন করে।
নখকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে ॥
হাজার বরষ তথা করে অবস্থিতি।
অবশেষে ধরাতলে পশুরূপে গতি ॥
কেশসহ শিবলিঙ্গ পূজে যেই জন।
কেশকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন ॥
শিব শাপে অবশেষে যবন হইযা।
যবনের গৃহে জন্মে ধরাধামে গিযা ॥
পৃথিবীতে গযাক্ষেত্র অতি পুণ্যস্থান।
শতজন্ম পাপ যায় দিলে পিণ্ডদান ॥
তাদৃশ পবিত্র ক্ষেত্রে বিষ্ণুর চরণে।
পিণ্ড নাহি দেয যেই ভক্তিপূত মনে ॥
অস্থিকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেই জন।
দারুণ যাতনা পায কে করে বর্ণন ॥
অঙ্গহীন হয়ে শেষে ধরাধামে যায।
দরিদ্রের গৃহে জন্মি মহাকষ্ট পায় ॥

কামবশে মত্ত হযে যেই অভাজন।
গর্ভবতী নারী সহ করয়ে রমণ ॥
তাম্রকুণ্ড নরকেতে সেই দুরাচার।
পড়িযা যাতনা পায বরষ হাজার ॥
অনূঢ়া-সংস্পৃষ্ট অন্ন করিলে ভোজন।
লৌহকুণ্ডে শতবর্ষ থাকে সেই জন ॥
তাহারে তাড়না করে যমের কিঙ্কর।
অবশেষে ধরে জন্ম রজকী-উদর ॥
মহাকষ্ট পায আসি ভারত আগারে।
দেখিযা তাহার দুঃখ হৃদয বিদরে ॥
স্বেদহস্তে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শে যেই জন।
ঘর্ম্মকুণ্ড নরকেতে করযে গমন ॥
ব্রাহ্মণ হইযা করে শূদ্রান্ন আহার।
শতবর্ষ সুরাকুণ্ডে বসতি তাহার ॥
অনিবেদ্য দ্রব্য সেবা করয়ে ভোজন।
কৃমিকুণ্ড নরকেতে যায সেই জন ॥
হাজার বরষ তথা মহাকষ্ট পায়।
শূকররূপেতে শেষে ধরাতলে যায ॥
বিপ্র হযে শূদ্রশব করিলে বাহন।
পূযকুণ্ড নরকেতে সে করে গমন ॥
যমদূতে প্রহারিবে তারে অনিবার।
যাতনা পাইযা সদা করে হাহাকার ॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগণে করিলে নিধন।
দংশকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন ॥
অনাহারে রাখি তথা যমের কিঙ্কর।
হস্ত পদ বান্ধি দেয যাতনা বিস্তর ॥
মধুলোভে মধুচাক ভাঙ্গে যেই জন।
গরলকুণ্ডেতে সেই করযে গমন ॥
তথায় গরলমাত্র করিয়া আহার।
কত যে যাতনা পায় কি কহিব আর
ব্রাহ্মণেরে দণ্ডাঘাত করে যেই জন।
বজ্রদংষ্ট্র নরকেতে তাহার পতন ॥
বজ্রাঘাত সদা করে যমদূতচয়।
তাহার যাতনা হেরি বিদরে হৃদয় ॥
অর্থলোভে প্রজাগণে যেই নরবর।
বিনা অপরাধে দেয় দণ্ড বহুতর ॥

বৃশ্চিককুণ্ডেতে তার হয় অবস্থিতি।
মহাকষ্ট পায় তথা সেই নরপতি॥
যেই দ্বিজ ধর্ম্মাধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন।
অস্ত্র লয়ে অশ্বোপরি করি আরোহণ॥
ক্ষত্রিয়-ব্যভার করে আনন্দিত মতি।
বসাকুণ্ডে সেই জন করে অবস্থিতি॥
তাহার কেশেতে ধরি যমদূতগণ।
নানামতে করে শাস্তি কে করে বর্ণন।
অন্যায় করিয়া যেবা কোন জনে ধরি।
আবদ্ধ করিয়া রাখে কারাগারে পূরি
গোলকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন।
কৃমিরূপী হয়ে তথা থাকে অনুক্ষণ॥
যমের কিঙ্কর আসি করিয়া তাড়না।
গদাঘাতে দেয় কত দারুণ যাতনা॥
পরনারী বক্ষোপরি কুচ মনোহর।
হেরিয়া কামেতে মুগ্ধ হয় যেই নর॥
কাককুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন।
কাকেতে উপাড়ি খায় তাহার নয়ন॥
নিজকৃত কর্ম্মফল পেয়ে দুরাচার।
যাতনাতে অনুক্ষণ করে হাহাকার॥
যেই জন লোভবশে স্বর্ণ চুরি করে।
কফকুণ্ড নরকেতে সেই দুষ্ট পড়ে॥
তাহার শরীরে থাকে যত রোমচয়।
বিষ্ঠাভোগী হয়ে তথা তত বর্ষ রয়॥
দরিদ্র হইয়া শেষে জন্মে সাতবার।
অবশেষে ধরে দেহ হয়ে সর্পাকার॥
তাম্র লৌহ আদি ধাতু করিলে হরণ।
বাজকুণ্ড নরকেতে হয় নিপতন॥
বাজের পুরীষ সদা করয়ে আহার।
বাজেতে উপাড়ি লয় নয়ন তাহার॥
দেব কিম্বা দেবদ্রব্য করিলে হরণ।
কফকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন॥
কদাচারে সদা তথা করে অবস্থিতি।
রোমসংখ্য বর্ষ তথা করে নিবসতি॥
গৈরিক বসন কিম্বা রজত-ভূষণ।
লোভবশে করে চুরি যেই অভাজন॥

পাষাণ কুণ্ডেতে পড়ে সেই দুরাচার।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভূমে জন্মে পুনর্ব্বার॥
যে জন ভোজন করে বেশ্যার ওদন।
লালাকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন॥
কাংস্যপাত্র চুরি করে যেই দুরাচার।
রোমসংখ্য বর্ষ ভোগ শিলাকুণ্ডে তার॥
অবশেষে অন্ধ হয়ে জন্মে ধরাপ'রে।
যাতনা সতত দেয় যমের কিঙ্করে॥
বিপ্র হয়ে ম্লেচ্ছধর্ম্মী হয় যেই জন।
অসিকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন॥
যমদূত তারে কষ্ট দেয় অনিবার।
রোমসংখ্য বর্ষ তথা থাকে দুরাচার॥
তিনবার জন্মে পরে পশুরূপী হয়ে।
কৃষ্ণসর্প হয়ে জন্মে কাননেতে গিয়ে॥
অবশেষে তালবৃক্ষ হয় তিনবার।
তবে ত পাপের ক্ষয় শাস্ত্রের বিচার॥
ধান্য আদি শস্য চুরি করে যেই জন।
তাম্বুল সর্ষপ আদি করয়ে হরণ॥
তাহার শরীরে থাকে যত রোমচয়।
চূর্ণকুণ্ড নরকেতে তত বর্ষ রয়॥
পরদ্রব্য লয় যেই করিয়া বঞ্চনা।
চক্রকুণ্ডে পড়ি পায় দারুণ যাতনা॥
সহস্র বরষ তথা করিয়া যাপন।
কলুর ঘরেতে পরে লভয়ে জনম॥
তিনবার হবে কলু সেই পাপিবর।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পাবে যাতনা বিস্তর॥
বংশহীন হবে শেষে সেই মূঢ়মতি।
অন্তিমে করম বশে লভিবে দুর্গতি॥
আত্মীয় বান্ধব হেরি যেই অভাজন।
অভিমানে ঘৃণাবশে ফিরায় বদন॥
তাহার দুর্গতি হয় চক্রকুণ্ডে পড়ে।
একযুগ পায় কষ্ট তাহার ভিতরে॥
পঙ্গহীন হয়ে শেষে জন্মে সাতবার।
সপ্ত জন্ম বংশে কেহ নাই থাকে তার
বিষ্ণুর শয়ন কালে যেই দুরাচার।
কচ্ছপের মাংস সুখে করয়ে আহার॥

কূর্ম্মকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন।
অযুত বরষ তথা করয়ে যাপন ॥
কচ্ছপ হইয়া শেষে জন্মে সাতবার।
কত যে যাতনা পায় কি কহিব আর ॥
ঘৃত চুরি মৎস্য চুরি করে সেই জন।
ভস্মকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন ॥
সহস্র বরষ তথা অবস্থান করি।
সাত বার জন্মে শেষে মূষারূপ ধরি ॥
তবে ত পাপের ক্ষয় হইবে তাহার।
কহিলাম সত্য সত্য শাস্ত্রের বিচার ॥
সুগন্ধি হরণ করে যেই অভাজন।
গন্ধকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন ॥
দারুণ যাতনা পায় নরক-ভিতরে।
যমদূত অগ্নি দিয়া পুড়াইয়া মারে ॥
যেই জন হিংসা করি কিম্বা বল করি।
অপরের ভূমি কিম্বা বাটী লয় হরি ॥
তাহার পাপের কথা না যায় বর্ণনা।
তপ্ত তৈল কুণ্ডে পড়ি সে পায় যাতনা ॥
তৈলেতে তাহার দেহ ভাজা ভাজা হয়।
অনাহারে থাকি তথা কত কষ্ট সয় ॥
মন্বন্তর কাল তথা করয়ে যাপন।
যমদূতগণ করে সতত তাড়ন ॥
অবশেষে অসিপত্র নরকেতে ফেলে।
চৌদ্দ ইন্দ্রপাত কাল থাকে সেই স্থলে ॥
রোষবশে ব্রহ্মহত্যা করে যেই জন।
অসিপত্র কুণ্ড মধ্যে তাহার পতন ॥
সতত পাড়ন করে যমের কিঙ্কর।
আর্ত্তনাদ করে কত অতি ঘোরতর ॥
মন্বন্তর কাল তথা করিয়া যাপন।
শূকররূপেতে ভূমে ধরয়ে জনম ॥
পরের গৃহেতে যেবা অগ্নি করে দান।
ক্ষুরধার কুণ্ডে তার হয় অবস্থান ॥
অযুত বরষ পরে প্রেতরূপ ধরি।
দারুণ যাতনা পায় মূত্র পান করি ॥
সপ্তজন্ম এইরূপে করি অবস্থান।
মানবরূপেতে ভূমে করয়ে পয়াণ ॥

শূলরোগে অভিভূত হয় সেই জন।
সপ্তজন্ম এইরূপে করিবে যাপন ॥
অবশেষে সপ্তজন্ম কুষ্ঠরোগী হয়।
দারুণ যাতনা পায় বিদরে হৃদয় ॥
তবে ত পাপের ক্ষয় হইবে তাহার।
কহিলাম সার কথা শাস্ত্রের বিচার ॥
বিপ্রজনে তুচ্ছ করে যেই অভাজন।
অথবা পরের নিন্দা করে অনুক্ষণ ॥
সূচীমুখ নরকেতে হয় তার গতি।
তিন যুগ মহাকষ্টে করে অবস্থিতি ॥
অবশেষে সপ্তজন্ম ভুজঙ্গম হয়।
ভস্মকীট হয়ে পরে সপ্তজন্ম রয় ॥
বৃশ্চিকরূপেতে পরে ধরিয়া জনম।
দারুণ যাতনারাশি পায় অনুক্ষণ ॥
অভিমানে মত্ত হয়ে পরের আগারে।
প্রবেশিয়া গৃহভঙ্গ যেই জন করে ॥
ছাগরূপে মেষরূপে ধরয়ে জনম।
কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন ॥
মৃত্যুকালে যমদূত প্রপীড়িত করে।
দারুণ যাতনা পেয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
তিন যুগ মহাকষ্ট পেয়ে নিরন্তর।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জন্মে মানব-ভিতর ॥
সপ্তজন্ম গোপগৃহে জনম লভিয়া।
দারুণ যাতনা পায় ব্যাধিতে ডুবিয়া ॥
অবশেষে দারা পুত্র বন্ধু আদি জন।
বিহীন হইয়া কষ্ট পায় অনুক্ষণ ॥
লঘুদ্রব্য চুরি করে যেই দুরাচার।
বজ্রমুখ নরকেতে বসতি তাহার ॥
এক যুগ দুঃখ ভোগ করিয়া তথায়।
মানবরূপেতে পুনঃ যাইবে ধরায় ॥
অশ্ব চুরি গজ চুরি করে যেই জন।
গজদংষ্ট্র নরকেতে যায় সেই জন ॥
যমদূত গজদন্তে করয়ে প্রহার।
শত বর্ষ তথা থাকি করে হাহাকার ॥
তিন জন্ম হবে শেষে গজরূপ ধরি।
ম্লেচ্ছরূপে তিনবার যাবে নরপুরী ॥

তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যদি কোন নর ।
জলাশয়ে জল হেতু যায় দ্রুততর ॥
তাহার ব্যাঘাত করে যেই দুরাচার ।
ভোমুখ নরকে হবে গমন তাহার ॥
মন্বন্তর কাল তথা করিয়া বসতি ।
দারুণ যাতনা পাবে সেই মূঢ়মতি ॥
অবশেষে ধরাতলে করিয়া গমন ।
দরিদ্র-গৃহেতে পুনঃ লভিবে জনম ॥
রোগী হয়ে চিরদুঃখ পাইবে তথায় ।
হেরিয়া তাহার দুঃখ বক্ষ ফেটে যায় ॥
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করে যেই জন ।
অগম্যা রমণীসঙ্গ করে অনুক্ষণ ॥
যেই বিপ্র তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যা নাহি করে ।
পরদান লয় যেই গিয়া তীর্থপুরে ॥
শূদ্রের গৃহেতে যেই করয়ে রন্ধন ।
বৃষলীর পতি হয়ে করয়ে রমণ ॥
ভিক্ষুকেরে হিংসা করে যেই অভাজন ।
ভ্রূণহত্যা মহাপাপ করে অনুক্ষণ ॥
ঘোর পাপে লিপ্ত হয় সেই দুরাচার ।
যমদূত নানামতে করয়ে প্রহার ॥
কখন কণ্টকে ফেলে কভু ফেলে জলে ।
পাষাণে নিক্ষেপ করে কভু তপ্ততৈলে ॥
অগ্নিতে পুড়ায়ে মারে তাহারে কখন ।
তপ্ত লৌহে পড়ি কষ্ট পায় সেই জন ॥
লক্ষ বর্ষ এইরূপে থাকি দুরাচার ।
শকুনি হইয়া জন্মে একশত বার ॥
ধরিবেক সাতবার শূকর জনম ।
সাতবার হয়ে পড়ে কালভুজঙ্গম ॥
অবশেষে বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি দুরাচার ।
ষাইট হাজার বর্ষ করে হাহাকার ॥
অবশেষে কুষ্ঠরোগী হয়ে ধরাতলে ।
জনম ধরিবে পুনঃ দরিদ্রের ঘরে ॥
তাহার বংশের যত সন্তান-সন্ততি ।
যক্ষ্মারোগী হয়ে ধ্বংস পাবে শীঘ্রগতি ॥
জনেক তাহার বংশে না রহিবে আর ।
অকালে প্রাণের পত্নী হইবে সংহার ॥

তবেত তাহার পাপ হবে বিমোচন ।
কহিলাম সত্য কথা শাস্ত্রের বচন ॥
মহাপাপী যেই জন অবনী ভিতরে ।
পরের অনিষ্ট চেষ্টা অনুক্ষণ করে ॥
অন্তিম কালেতে তারা না পায় উদ্ধার ।
দুস্তর নরকে পড়ি করে হাহাকার ॥
অশেষ যাতনা পায় শমনের পুরে ।
অনন্ত সহস্র মুখে বর্ণিবারে নারে ॥
একেবারে সমুদিত শত দিবাকর ।
সন্তাপে পুড়ায়ে মারে পাপী-কলেবর ॥
সুতপ্ত বালুকাকুণ্ডে ফেলিয়া তাহারে ।
যমদূত দেয় কষ্ট দণ্ডের প্রহারে ॥
কুম্ভীপাকে পড়ি কেহ করে হাহাকার ।
যমদূত দণ্ডাঘাত করে অনিবার ॥
শাণিত অসির পরে পড়ি কোন জন ।
রক্ষ রক্ষ বলি করে সঘনে রোদন ॥
কেহ কেহ বরফেতে পড়ি ।
বিষম যাতনা পেয়ে যায় গড়াগড়ি ॥
স্থানে স্থানে পাপিগণে সারমেয়গণ ।
মনের সুখেতে ছিঁড়ি করিছে ভক্ষণ ॥
স্থানে স্থানে পাপিগণ মশকদংশনে ।
দারুণ যাতনা পেয়ে কান্দে প্রাণপণে ॥
মলমূত্রহ্রদে কেহ থাকে অনিবার ।
উদ্ধার কারণে যত্নে দিতেছে সাঁতার ॥
কেহ কেহ মলমধ্যে হয়ে নিমগন ।
রাশি রাশি কৃমি কীট করিছে ভক্ষণ ॥
কেহ কেহ অতি তপ্ত বালুকাতে পড়ি ।
যাতনা পাইয়া তাহে যায় গড়াগড়ি ॥
তাপেতে সুসিদ্ধ তার হয় কলেবর ।
বদন তুলিয়া ডাকে কোথা হে ঈশ্বর ॥
তথাপি উদ্ধার নাহি পায় পাপিগণ ।
পাপের উচিত ফল কে করে খণ্ডন ॥
স্থানে স্থানে কত পাপী শোণিতের কূপে
পড়িয়া ঈশ্বরে ডাকে মনের সন্তাপে ॥
পূয রক্ত মজ্জা আদি করিছে আহার ।
তথাপি যমের হাতে নাহিক নিস্তার ॥

প্রখর তপন তাপে কোন কোন জন।
দগ্ধীভূত হয়ে সদা করিছে রোদন ॥
বরষিছে শিলারাশি কাহার উপর।
পড়িছে কাহার শিরে খড়্গ নিকর ॥
কাহার উপরে হয় অনল বর্ষণ।
কেহ কেহ কণ্টকেতে হতেছে পতন ॥
ক্ষারকুণ্ডে পড়ি কত পাতকী-নিকর।
ক্ষারজল পান করি বিষণ্ণ অন্তর ॥
ত্রাহি ত্রাহি বলি সদা ডাকিছে সঘনে।
পাপীদের আর্ত্তনাদ কে শুনিবে কাণে ॥
তপ্ত লৌহপিণ্ড কারো মুখমধ্যে যায়।
রক্ষ রক্ষ বলি তারা কান্দে উভরায় ॥
স্থানে স্থানে লক্ষ লক্ষ পাপাত্মানিকর।
মলকুণ্ডে পড়ি কষ্ট পায় বহুতর ॥
রোষবশে যমদূত আসিয়া সঘনে।
বিঁধিছে লোহার কাঁটা কাহারো লোচনে
এইরূপে কত কষ্ট পায় পাপিগণ।
কার সাধ্য আছে তাহা করিতে বর্ণন ॥
নরকে পড়িয়া পায় যেরূপ যাতনা।
সহস্র বরষে তাহা কে করে বর্ণনা ॥
নিজকৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীবগণ।
কে পারে খণ্ডিতে বল বিধির লিখন ॥
যে সব নরক-কথা কহিনু তোমারে।
ইহা ভিন্ন কত আছে কে গণিতে পারে ॥
পাপকার্য্য কত আছে কে করে গণন।
নরকে পাপের ফল ভুঞ্জে জীবগণ ॥
কার্য্য দ্বারা মন দ্বারা বাক্য দ্বারা আর।
পাপকার্য্য করে যারা ওহে গুণাধার ॥
নিরয়-মাঝারে হয় তাদের পতন।
আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ ॥
নরকবাসীরা সবে অধঃশিরা হয়ে।
দেবগণে দেখে সদা বিষণ্ণ হৃদয়ে ॥
দেবগণ অধোভাগে করেন দর্শন।
নারকীরা নরকেতে আছে নিপতন ॥
সৎকার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা যথাক্রমে।
স্থাবর হইতে যত কৃমিরা জনমে ॥

কৃমি হতে পক্ষী পরে লভয়ে জনম।
পক্ষী হতে সমুৎপন্ন হয় পশুগণ ॥
পশু হতে মনুষ্যেরা পরেতে জনমে।
নর হতে জন্ম হয় ধার্ম্মিকের ক্রমে ॥
ধার্ম্মিক পুরুষ হতে দেবের জনম।
দেব হতে জন্মে ক্রমে মুক্ত নরগণ ॥
পর্য্যায়ক্রমেতে সবে হয় ভাগ্যবান্।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্ ॥
সুরপুরে প্রাণী থাকে যেই পরিমাণে।
নরকেতে সেইরূপ জানিবেক মনে ॥
পাপ অনুষ্ঠান করি যেই মূঢ়জন।
প্রায়শ্চিত্ত নাহি করে ওহে বাছাধন ॥
নরক হইতে তার নাহিক নিষ্কৃতি।
শাস্ত্রের বচন এই জানিবে সুমতি ॥
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহাত্মন্।
কিরূপে পাপীরা যায় শমন-সদন ॥
সে পথ কিরূপ হয় শুনিব শ্রবণে।
পুণ্যাত্মা কিরূপে যায় শমন-সদনে ॥
এত শুনি পরাশর কহে পুনরায়।
শুন বৎস মন দিয়া কহিব তোমায় ॥
যমমার্গ সুভীষণ অতীব দুর্গম।
সুখে কিন্তু যায় তাহে পুণ্যবানগণ ॥
জীবন ধরিয়া যারা সংসার মাঝার।
সুকার্য্য ভকতিভাবে করে অনিবার ॥
তাহাদের পক্ষে পথ নহেক দুর্গম।
মহাসুখে যায় তারা শমন-সদন ॥
পাপে পরিপূর্ণ যারা অতি নীচাশয়।
দুঃসহ যাতনা পায় সেই নরচয় ॥
লক্ষৈক যোজন হয় পথের বিস্তার।
ভয়ঙ্কর দুরগম অতি দুর্ণিবার ॥
জপ তপ দান ধর্ম্ম করে যেই জন।
মহাসুখে সেই পথে সে করে গমন ॥
সদা পাপে থাকে রত যেই দুরাচার।
তার পক্ষে যমমার্গ অতীব দুর্ব্বার ॥
দেহত্যাগ করে যবে পাপাত্মা-নিকর।
প্রেতমূর্ত্তি ধরে তারা অতি ভয়ঙ্কর ॥

অবশেষে যমদূত আরক্ত-লোচনে।
তাদের লইয়া যায় শমন-সদনে॥
কত কষ্ট পায় পথে সেই পাপিগণ।
অনন্ত অশক্ত তাহা করিতে বর্ণন॥
অসহ্য যাতনা পায় কৃতান্ত নগরে।
সে যাতনা কিবা আর কহিব তোমারে॥
পিপাসায় কণ্ঠশুষ্ক তাহাদের হয়।
ঘন ঘন থর থর কাঁপে পাপিচয়॥
যমদূতগণ যারা ভীষণ-আকার।
পথেতে পাপাত্মাগণে করয়ে প্রহার॥
দারুণ যাতনা আর নারি সহিবারে।
হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
তাহাদের আর্ত্তনাদ করিলে শ্রবণ।
বজ্র সম বাজে কাণে অতি বিভীষণ॥
কিছুতে না করে দয়া যমদূতগণ।
কাঁটার ভিতর দিয়া করে আকর্ষণ॥
আরক্ত-লোচনে করে মূষল প্রহার।
যাতনা পাইয়া চেষ্টা করে পলাবার॥
পলাতে না পারে সদা করে হাহাকার।
দূতেরা আঘাত তাহে করে অনিবার॥
যমমার্গ দুরগম কি করি বর্ণন।
অবহিতে মন দিয়া করহ শ্রবণ॥
দুর্গম যমের পথ অতি ভয়ঙ্কর।
কোথা ধূলি কোথা বালি কোথাও অনল
কোথা কাদা বহ্নিকণা কোথা অগ্নি জ্বলে
তীক্ষ্ণধার-পাষাণাদি পড়ে পদতলে॥
কোথাও জলদজাল মূষলের ধারে।
বরষিছে ঘন ঘন পাপীর উপরে॥
স্থানে স্থানে তরবারি অতি খরশান।
দেখিলে ভয়েতে কাঁপে পাপির পরাণ॥
স্থানে স্থানে বরষিছে কর্দ্দম বিষম।
জ্বলন্ত অগ্নির শিখা হয় বরিষণ॥
স্থূল স্থূল লৌহসূচি আছে স্থানে স্থানে।
বিঁধিছে ভীষণ বেগে পাপির চরণে॥
কণ্টকের গাছ কত ভীষণ-আকার।
স্থানে স্থানে অতি ঘোর ভীম অন্ধকার॥

মড় মড় শব্দ করি যত বৃক্ষগণ।
পাপির উপরে সদা হতেছে বর্ষণ॥
মাঝে মাঝে যমদূত মহাবলাধার।
করিতেছে পাপিগণে মুদ্গর প্রহার॥
চারি দিকে চাহে পাপী দিশাহারা হয়ে।
হাহাকার করি কান্দে ব্যাকুল-হৃদয়ে॥
যেরূপ ভীষণ পথ বলা নাহি যায়।
কি করিবে পাপীগণ ভেবে নাহি পায়॥
স্থানে স্থানে শূল পোতা কঙ্করের গাদি।
বিরল মাটীতে ঢাকা আছে নিরবধি॥
স্থানে স্থানে মহাকায় মত্তগজগণ।
নিরন্তর যমপথে করিছে ভ্রমণ॥
তাহাদের পদতলে যত পাপিচয়।
দলিত হইয়া কান্দে ব্যাকুল হৃদয়॥
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করে অনিবার।
"কোথা পিতঃ রক্ষ" বলি করে হাহাকার
স্থানে স্থানে পাপিগণে গলেতে বান্ধিয়া।
নিরন্তর যমদূত নিতেছে টানিয়া॥
কণ্টক ফুটিছে পৃষ্ঠে আহা মরি মরি।
অঙ্কুশ আঘাত করে তাহার উপরি॥
দুই চক্ষে বহে বারি নাহিক বিরাম।
থর থর কাঁপে অঙ্গ কাঁপিছে পরাণ॥
ছিদ্র করি রজ্জু বান্ধি নাসিকা-বিবরে।
নিতেছে কাহাকে টানি শমন-গোচরে॥
স্থানে স্থানে বালিরাশি অতি বিভীষণ।
পবন-হিল্লোলে উঠি ছাইছে গগন॥
সেই সব ধূলিজাল পশিয়া বদনে।
কত যে দিতেছে কষ্ট না যায় কহনে॥
খর্জ্জুর কণ্টক কত অতি তীক্ষ্ণধার।
চরণে বিন্ধিয়া কষ্ট দিতেছে কাহার॥
অবিরল রক্তধারা হতেছে বর্ষণ।
হাহাকার করি পাপী কান্দে ঘন ঘন॥
স্থানে স্থানে শিলাবৃষ্টি পতিকা উপর।
মূষল সমান ধারে পড়ে নিরন্তর॥
কোথাও দুরন্ত শীত বলা নাহি যায়।
লাগিলে শরীরে যেন প্রাণ বাহিরায়॥

দুরন্ত নিদাঘ কোথা পুড়াইয়া মারে।
অগ্নি সম লাগে যেন পাপীর শরীরে ॥
সুতপ্ত সীসক-রাশি আছে স্থানে স্থান।
তাহাতে পড়িয়া জ্বলে পাপীর পরাণ ॥
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ বাক্য নাহি সরে।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় ধরাতলে পড়ে ॥
দূতের প্রহারে কেহ খোঁড়া হয়ে যায়।
দ্রুতগতি একপদে যমপুরে ধায় ॥
রক্তমাখা কারো অঙ্গ চক্ষে বহে বারি।
তাড়িত হইয়া চলে শমন-নগরী ॥
নাসা কর্ণ ছিন্ন হয়ে গেতেছে কাহার।
কান্দিয়া কান্দিয়া চলে যমের আগার ॥
কি কহি পথের কথা করিলে স্মরণ।
পরাণ কান্দিয়া উঠে কাতর জীবন ॥
যে কষ্ট পথেতে পায় পাপাত্মা-নিকর।
স্মরিলে ত্রাসেতে কাঁপে জীবের অন্তর ॥
যেরূপে পাপাত্মাগণ যমের আলয়ে।
দুর্গতি পাইয়া যায় ব্যথিত-হৃদয়ে ॥
দুর্গম ভীষণ পথ অতীব দুর্ব্বার।
তাহাতে পাপাত্মাগণ না পায় উদ্ধার ॥
কিন্তু এক কথা বলি তোমার সদন।
যাহারা সতত ধর্ম্মে আছে নিমগন ॥
পরদুঃখ বিনাশিতে যারা নিরন্তর।
একচিত্ত একমনে সচেষ্ট অন্তর ॥
ভক্তিভাবে দেবপূজা করে যেই জন।
কুপথে কখন যার নাহি যায় মন ॥
কটুভাষা মিথ্যা কথা যেই নাহি জানে।
কাম ক্রোধ হীন যেই জনমে ভুবনে ॥
পরনিন্দা পরগ্লানি না করে কখন।
সমভাবে সর্ব্বজীবে করে দরশন ॥
দীন দুঃখী অনাথেরে বহুধন দেয়।
ছলে বলে কভু নাহি পরধন লয় ॥
কাণা খোঁড়া দেখি নাহি করে উপহাস
যাহার যশের ধ্বজা জগতে প্রকাশ ॥
অভিমান কভু নাহি যাহার হৃদয়ে।
সমভাবে করে দয়া যত জীবচয়ে ॥

অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানে যেই জন।
পিতৃ-মাতৃ গুরুজনে ভক্তি অনুক্ষণ ॥
অন্নদান বিদ্যাদান বস্ত্রদান করে।
ধরম করমে সদা দিবানিশি চরে ॥
এমন মহাত্মা যেই অবনী মাঝার।
মহাসুখে যায় সেই যমের আগার ॥
দানশীল যেই জন ধর্ম্মপরায়ণ।
তাহারা পরমসুখী শাস্ত্রের বচন ॥
আনন্দ-সাগরে তারা ভাসিতে ভাসিতে।
যমমার্গ দিয়া যায় শমন-পুরীতে ॥
কণ্টকে আবৃত পথ যথায় দুর্গম।
সুকোমল তৃণ সম হেরে সেই জন ॥
সুতপ্ত সীসক ঢালা আছয়ে যথায়।
কমলে বিস্তৃত হেন অনুভব তায় ॥
পাপিগণ হেরে যথা অঙ্গার বর্ষণ।
ধার্ম্মিকে নেহারে তথা কুসুমপতন ॥
যেই জন ধরাধামে করে অন্নদান।
পরম সুখেতে তিনি যমপুরে যান ॥
সুস্বাদু যতেক দ্রব্য অতি অনুপম।
পথিমধ্যে যেতে যেতে ভুঞ্জে সেই জন ॥
পথিমধ্যে যথা আছে দুর্ব্বার কঙ্কর।
কুসুম সদৃশ হেরে ধার্ম্মিক-প্রবর ॥
বারিদাতা দুগ্ধদাতা ধর্ম্মাত্মা-নিচয়।
ভুঞ্জিতে ভুঞ্জিতে সুধা যান যমালয় ॥
যেই জন ধরাতলে বস্ত্রদান করে।
ভূষণে ভূষিত হয়ে যায় যমপুরে ॥
অন্ধকারে পূর্ণ পথ যথায় দুর্গম।
আলোকে পূরিত তারা করেন দর্শন ॥
অলঙ্কার দান করে যেই মহীতলে।
উড়ায়ে যশের ধ্বজা যায় যমপুরে ॥
গাভীদান বিপ্রগণে করে যেই জন।
সেই সাধু সুখে যান শমন-সদন ॥
ভূমিদান করে যেবা গৃহদান করে।
যমদূত লয় তারে শিরে ছাতা ধরে ॥
স্বর্গীয় অপ্সরা যত আসিয়া ত্বরায়।
দিব্যরথে লয়ে তারে যমপুরে যায় ॥

পথিমধ্যে কত লীলা করিতে করিতে।
আনন্দে লইয়া যায় যমের পুরেতে ॥
অশ্বদান রথদান করে যেই জন।
অশ্বে রথে চড়ি যায় শমন-সদন ॥
ফলদান ফুলদান যেই জন করে।
পরমতৃপ্তিতে যায় যমের আগারে ॥
তাম্বুল প্রদান করে যেই সাধুজন।
হৃষ্টপুষ্ট কলেবরে সে করে গমন ॥
গুরুজনে যেই জন অতি ভক্তি করে।
যমদূত তার কাছে থাকে করযোড়ে ॥
বিদ্যাদান শিক্ষাদান করে যেই জন।
দুর্গম পথেরে সেই নেহারে সুগম ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মহামতি।
যমপথে সাধুগণ সুখে করে গতি ॥
যমদূত পিছু পিছু ধীরে ধীরে যায়।
সাধ্য কিবা কোন কথা বলিবে তাহায় ॥
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
তব পদে অধীনের এক নিবেদন ॥
মহাপাপ কারে বলে শুনিতে বাসনা।
অতএব তাহা বলি পুরাও কামনা ॥
কি ফল তাহাতে হয় করহ বর্ণন।
শুনিতে কৌতুকী মম হইয়াছে মন ॥
এত শুনি পরাশর সহাস্য বদনে।
কহিলেন শুন শুন অবহিতমনে ॥
শিব শক্তি বিষ্ণু সূর্য্য আর গজানন।
ইহাঁদের ভিন্ন বোধ করে যেই জন ॥
ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত সেই জন হয়।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু নিশ্চয় ॥
জননী বিমাতা আর গুরুর নন্দন।
এ সবে প্রভেদ জ্ঞান করে যেই জন ॥
ম্লেচ্ছগণে বিপ্রসম অনুভব যার।
ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত সেই দুরাচার ॥
আদ্যাশক্তি দুর্গাদেবী জগত-জননী।
সর্ব্বদেবময়ী যিনি নিত্যা সনাতনী ॥
তাঁর নিন্দাবাদ করে যেই দুরজন।
ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত সেই নরাধম ॥

পৃথিবী খনন করে অম্বুবাচী দিনে।
ভক্তিমাত্র নাহি যার পিতৃ-মাতৃজনে ॥
পুত্র দারা নাহি পালে করিয়া যতন।
ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত সেই নরাধম ॥
বংশরক্ষা হেতু যেই বিবাহ না করি।
সতত ভ্রমণ করে তীর্থে তীর্থে ফিরি ॥
শিবলিঙ্গে ভক্তিভরে যেই নাহি পূজে।
ব্রহ্মহত্যাপাপী সেই মানব-সমাজে ॥
ব্রহ্মঘাতী সুরাপায়ী হয় যেই জন।
চৌর্য্যবৃত্তি করি করে সংসার পালন ॥
মহাপাপী বলি তারা বিদিত ধরায়।
তাদের পাপের ফল বলা নাহি যায় ॥
বিপ্রজনে নিন্দা করে যেই অভাজন।
বেতন লইয়া যেই করয়ে রন্ধন ॥
বেদাদি বিক্রয় করে উদরের তরে।
ব্রহ্মহত্যাপাপী সেই বিদিত সংসারে ॥
প্রলোভন প্রদর্শিয়া যেই দুরাচার।
বিপ্রজনে লয়ে যায় আপন আগার ॥
অবশেষে প্রবঞ্চনা করে যেই জন।
ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত সেই নরাধম ॥
জল হেতু ধেনু যবে যায় সরোবরে।
বাধা দেয় যেই জন পথের ভিতরে ॥
অথবা ব্রাহ্মণ যবে স্নানের কারণ।
জলাশয়ে দ্রুতপদে করিছে গমন ॥
তখন তাহারে বাধা দেয় যেই জন।
ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত সেই নরাধম ॥
শাস্ত্র আদি নাহি জানি যেই দুরাচার।
নানামতে তর্ক করে করি অহঙ্কার ॥
ব্রহ্মহত্যাপাপী তারে সকলেই কয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ মিথ্যা কভু নাহি হয় ॥
বিপ্রজনে নিন্দা করে যেই অভাজন।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে থাকে অনুক্ষণ ॥
শাস্ত্রদ্বেষী হয়ে সদা মিথ্যা কথা কয়।
ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত যেই দুরাশয় ॥
আপনি পণ্ডিত বলি করে অভিমান।
ধনগর্ব্বে গর্ব্বী হয়ে করে অবস্থান ॥

ব্রহ্মঘাতী বলি সেই বিদিত ভুবনে।
কহিলাম সত্য সত্য তোমার সদনে ॥
পরের সুখেতে বাধা দেয় যেই জন।
কুকাজ নিয়ত যেই করে আচরণ ॥
প্রত্যহ পরের দান গ্রহণের তরে।
সতত আছয়ে সদা নিরীক্ষণ করে ॥
ব্রহ্মহত্যাপাপী তাহা শাস্ত্রের বচন।
বিধির লিখন ইহা না যায় খণ্ডন ॥
দণ্ডাঘাতে গোতাড়না করে যেই জন।
গরুকে উচ্ছিষ্ট দেয় করিতে ভক্ষণ ॥
বিপ্র হয়ে বৃষোপরি আরোহিয়া যায়।
বৃষলীর অন্ন সুখে যেই জন খায় ॥
শত গাভী হত্যা কৈলে যেই পাপ হয়।
ততোধিক পাপে লিপ্ত সে জন নিশ্চয় ॥
গজ প্রতি পদাঘাত করে যেই জন।
অগ্নিদেবে পদাঘাতে করয়ে তাড়ন ॥
স্নান অন্তে পদধৌত যেই নাহি করে।
আহার করিতে যায় ঘরের ভিতরে ॥
দিবাভাগে দুইবার করয়ে আহার।
গোহত্যাপাতকী তারা শাস্ত্রের বিচার ॥
যেই বিপ্র তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যা নাহি করে।
তর্পণ না করে যেই পিতৃদেবতরে ॥
গোহত্যাপাতকী তায় শাস্ত্রের বচন।
পাপফলে নরকেতে করয়ে গমন ॥
বিপ্র-আজ্ঞা দেব-আজ্ঞা যেই নাহি পালে।
জলে জীবে যায় লঙ্ঘি লঙ্ঘয়ে অনলে ॥
পুষ্প অন্ন নৈবেদ্যাদি করয়ে লঙ্ঘন।
যেই জন মিথ্যাবাক্যে করে প্রতারণ ॥
দেবতা গুরুর নিন্দা শুনিয়া শ্রবণে।
উপবিষ্ট থাকে তথা পুলকিতমনে ॥
গোহত্যাপাতকে লিপ্ত হয় সেই নর।
দেহান্তে সে জন যায় নরক ভিতর ॥
দেবমূর্তি গুরুদেব কিম্বা বিপ্রজন।
হেরিলে প্রণাম নাহি করে যেই জন ॥
বিদ্যার্থীরে বিদ্যাদান যেই নাহি করে।
গোহত্যাপাতকী সেই বিদিত সংসারে ॥

শূদ্র হয়ে বিপ্রপত্নী করয়ে হরণ।
বিপ্র হয়ে শূদ্রাসহ করয়ে রমণ ॥
বিপ্র হয়ে যেই জন করে সুরাপান।
বৃষলী-সঙ্গমে যার মোহিত পরাণ ॥
বিমাতা গুরুর পত্নী কিম্বা গর্ভবতী।
শাশুড়ী পুত্রের বধূ তনয়া যুবতী ॥
মাতার জননী কিম্বা আপন ভাগিনী।
ভ্রাতৃজায়া পিতামহী আর মাতুলানী ॥
শিষ্যকন্যা শিষ্যভগ্নী শিষ্যের বনিতা
সগর্ভা রমণী কিম্বা ভ্রাতার দুহিতা ॥
ইহাদের সঙ্গে রতি করে যেই জন।
ব্রহ্মঘাতী গুরুঘাতী সেই নরাধম ॥
কুম্ভীপাক নরকেতে পড়ি দুরাচার।
কত যে যাতনা পায় কি কহিব আর ॥
শত যুগ নরকেতে করি অবস্থিতি।
চণ্ডাল হইয়া করে ধরাতলে গতি ॥
নারায়ণ সন্নিধানে গঙ্গার উদরে।
কুরুক্ষেত্রে হরিপদে অথবা পুষ্করে ॥
কাশীধামে হরিদ্বারে সাগর-সঙ্গমে।
বৃন্দাবনে প্রভাসেতে ত্রিবেণী-সদনে ॥
নৈমিষ-কাননে কিম্বা গোদাবরী তীরে।
পরদত্ত দান গ্রহ যেই বিপ্র করে ॥
গোহত্যাপাতক তার হইবে নিশ্চয়।
কুম্ভীপাক নরকেতে সাতযুগ রয় ॥
দণ্ডাঘাতে যমদূত করয়ে তাড়না।
হাহাকার করে তারা পাইয়া যাতনা ॥
যেই কষ্ট দুরাচার অবনী-ভিতরে।
সুরাপান করি বেশ্যা সহিতে বিহারে ॥
মহাপাপে পাপী হয় সেই দুরাচার।
তপ্তকুণ্ড নরকেতে ভ্রমে অনিবার ॥
বিপ্র হয়ে লোভবশে শূদ্রের আগারে।
অন্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে ॥
সুরাপান সম পাপ হইবে তাহার।
বিধির লিখন ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥
কত যে যাতনা পায় ডুবিয়া নিরয়ে।
হাহাকার করে সদা তাপিত হৃদয়ে ॥

চৌর্য্যবৃত্তি মহাপাপ বিদিত ধরায়।
নরকে মজিয়া চোর কত কষ্ট পায় ॥
ফল চুরি ফুল চুরি আর যে কস্তুরী।
দধি দুগ্ধ ঘৃত কিম্বা মধু লয় হরি ॥
রুদ্রাক্ষ অথবা ধান্য করয়ে হরণ।
স্বর্ণচুরি সম পাপে লিপ্ত সেই জন ॥
তাম্র সীসা আদি ধাতু যেই চুরি করে।
পট্টবাস কর্পূরাদি অপরের হরে ॥
স্বর্ণচুরি সম পাপ হইবে তাহার।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিলাম সার ॥
যেই জন করে চুরি সুগন্ধি চন্দন।
আপন দুহিতা সহ করয়ে রমণ ॥
মদ্যপায়ী নারী সহ রতিক্রীড়া করে।
সহোদরা পুত্রবধূ লইয়া বিহরে ॥
রজস্বলা নারীসহ করয়ে রমণ।
বিশ্বস্ত বন্ধুর নারী করয়ে হরণ ॥
ভ্রাতৃভার্য্যা লয়ে যদা আনন্দে বিহরে।
অসিকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে ॥
স্বর্ণচুরি সম পাপ সেই দুরাচার।
শতযুগ নরকেতে করে হাহাকার ॥
নিরয়ে পড়িয়া সেই এই মহাপাপে।
নিরন্তর পায় কষ্ট মনের সন্তাপে ॥
তাহার পাপের শাস্তি কে বর্ণিতে পারে
অনন্ত সহস্র মুখে বলিবারে নারে ॥
শত প্রায়শ্চিত্ত যদি করে সেই জন।
তথাপি তাহার পাপ না হয় মোচন ॥
শূদ্রের সহিতে থাকি যেই দ্বিজবর।
শঙ্করের পূজা করি প্রফুল্ল-অন্তর ॥
কিম্বা শালগ্রামশিলা করয়ে পূজন।
দুস্তর নরকে সেই হয় নিপতন ॥
দারুণ যাতনা পায় শমনের পুরে।
হাহাকার করে সদা পড়িয়া কাঁপরে ॥
চন্দ্র সূর্য্য যতদিন ধরাতলে রয়।
তাবত তাহার বাস নরকেতে হয় ॥
এইরূপে হরি কিম্বা হরকে পূজিলে।
নরকেতে পড়ে বিপ্র লয়ে নিজকুলে ॥

প্রলয় অবধি থাকে নরক-ভিতর।
বলিলাম গূঢ়কথা তোমার গোচর ॥
যেই বিপ্র পরহিংসা পরদ্বেষ করে।
শূদ্রা নারী লয়ে সদা সুখেতে বিহরে ॥
সতত ভোজন করে শূদ্রের ওদন।
বিশ্বাসঘাতকী কাজ করে যেই জন ॥
মহা পাপী বলি সেই খ্যাত চরাচর।
অন্তিমে সে জন যায় নরক ভিতর ॥
ব্রহ্মহত্যাপাপে পাপী সেই দুরাচার।
কিছুতে তাহার আর নাহিক উদ্ধার ॥
কোনকালে মোক্ষপদ সেই নাহি পায়।
মহাপাপী বলি সেই বিদিত ধরায় ॥
বেদনিন্দা বিষ্ণুনিন্দা করে যেই জন।
গুরুনিন্দা দেবনিন্দা করে অনুক্ষণ ॥
তাহাদের পরিত্রাণ নাই কোনকালে।
দারুণ যাতনা পায় নিরয় মাঝারে ॥
মহাপাপী বলি তারা খ্যাত চরাচর।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচর ॥
সৎকাজে বিরোধী হয় যেই দুরাচার।
কোনকালে সে জনের নাহিক উদ্ধার ॥
বেদে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাহি করে যেই জন।
মহাপাপী তারে কহে শাস্ত্রের বচন ॥
শমনের কাছে সেই মহাকষ্ট পায়।
নরক ভোগের পর ধরাতলে যায় ॥
দেবনিন্দা গুরুনিন্দা করে যেই জন।
তাহার গৃহেতে অন্ন করিলে ভোজন ॥
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই মহামতি।
তপ্তকুণ্ড নিরয়েতে থাকে নিরবধি ॥
প্রায়শ্চিত্তে শান্তি নাহি হয় মহাপাপ।
নরকে পড়িয়া পাপী পায় মনস্তাপ ॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
বেদ বিক্রী করি করে আত্মার পোষণ ॥
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই দুরাচার।
বিষম নরকভোগ করে অনিবার ॥
ঘন ঘন যমদূত করয়ে প্রহার।
দারুণ যাতনা পেয়ে করে হাহাকার ॥

কোটী কল্প করে বাস তাহার ভিতরে।
রক্ষ রক্ষ বলি সদা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কোটী কল্প কাল সেই নরকেতে রয়।
অবশেষে কৃমি হয়ে থাকে নাচাশয় ॥
শতযুগ কৃমিরূপে করি অবস্থিতি।
ক্ষুধাবশে মল মূত্র ভুঞ্জে নিরবধি ॥
অবশেষে ধরাতলে কানন-ভিতরে।
ভুজঙ্গ-আকৃতি ধরি বিচরণ করে ॥
কল্পকাল সর্পরূপী হয়ে সেই জন।
কত যে যাতনা পায় কে করে বর্ণন ॥
পরিশেষে পশু হয়ে জন্মে দুরাচার।
সহস্র বৎসর ধরি ভ্রমে অনিবার ॥
নানারূপে নানাকষ্ট সহিয়া সহিয়া।
মানব জনম লয় ধরাতলে গিয়া ॥
ম্লেচ্ছকুলে জন্ম ধরে সেই দুরাচার।
নিজ কর্ম্মফলে দুঃখ পায় অনিবার ॥
সপ্ত জন্ম এইরূপে কত কষ্ট পেয়ে।
অবশেষে ধরে জন্ম গোপের আলয়ে ॥
তথা যদি সদা শুদ্ধ একান্ত অন্তরে।
দ্বিজসেবা দেবসেবা আচরণ করে ॥
তবে ত গোপের দেহ করি বিসর্জ্জন।
দরিদ্র বিপ্রের কুলে লভয়ে জনম ॥
দুঃখে শোকে নানা কষ্ট পায় দুরাচার
অন্ন লাগি দ্বারে দ্বারে ভ্রমে অনিবার ॥
তবে ত তাহার পাপ হয় বিমোচন।
শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের লিখন ॥
দ্বিজ হয়ে যদি পুনঃ পাপাচার করে।
দারুণ নরক মাঝে পুনরায় পড়ে ॥
পুনরায় নানাকষ্ট পায় অনিবার।
সহজে তাহার আর নাহিক উদ্ধার ॥
পুনরায় পূর্ব্বমত নরক ভুগিয়া।
গর্দ্দভরূপেতে জন্মে ধরাতলে গিয়া ॥
দশ জন্ম খররূপে দেহ পাত করি।
কুকুর হইয়া জন্মে সেই পাপাচারী ॥
বিষ্ঠা মূত্র নিরন্তর করিয়া ভোজন।
মাঠে ঘাটে থাকি করে জীবন রক্ষণ ॥

দশ জন্ম এইরূপে থাকি দুরাচার।
শূকরী-জঠরে জন্ম ধরে পুনর্ব্বার ॥
মহাকষ্ট পায় পাপী শূকর হইয়া।
মল মূত্র সদা খায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ॥
একজন্ম সেইরূপে করিয়া যাপন।
মূষিকরূপেতে শেষে ধরয়ে জনম ॥
শতবর্ষ মহাকষ্ট পায় নিরন্তর।
ভুজঙ্গ-উদরে পাপী জন্মে তদন্তর ॥
বারো জন্ম সর্পদেহ ধরি দুরাচার।
কত কষ্ট পায় তাহা কি কহিব আর ॥
অবশেষে শূদ্রগৃহে মানব-আলয়ে।
জন্মগ্রহ করে পাপী মহাদুঃখী হয়ে ॥
হীনঘরে জন্মি কত মহাকষ্ট পায়।
তাহার দুর্দ্দশা হেরি বুক ফেটে যায় ॥
অবশেষে বৈশ্যকুলে লভিয়া জনম।
মহাদুঃখ মহাকষ্টে কাটায় জীবন ॥
দুইবার এইরূপে গতাযাত করি।
অবশেষে জন্মে আসি ক্ষত্রদেহ ধরি ॥
মহাবল মহামত্ত হয়ে নিরন্তর।
অস্ত্র শস্ত্র লয়ে ভ্রমে দেশদেশান্তর ॥
পরের সুখের বাধা করে দুরাচার।
মহাপাপে পরিলিপ্ত হয় পুনর্ব্বার ॥
নবজন্ম ঘুচে শেষে পশুজন্ম পায়।
পশু হয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
পশুদেহ বিসর্জ্জিয়া চণ্ডালের ঘরে।
পুনরায় নররূপে জন্মে ধরাতলে ॥
সপ্তজন্ম এইরূপে নানাকষ্ট পায়।
পাপের উচিত ফল কে বল খণ্ডায় ॥
যদ্যপি চণ্ডাল হয়ে ধর্ম্মে থাকে মন।
বিপ্রের গৃহেতে পুনঃ ধরিবে জনম ॥
বিপ্রকুলে জন্ম ধরি সুখ নাহি পায়।
দুঃখে শোকে সেই জন দিবস কাটায়।
বিষম ব্যাধিতে শেষে হয়ে জ্বালাতন।
দিবানিশ অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন ॥
কাজে কাজে পরদত্ত দানগ্রহ করে।
পুনরায় পাপে ডোবে নিজকর্ম্মফলে ॥

প্রতিগ্রহজন্য পাপ নহে খণ্ডিবার।
নরকে পতন তার হয় পুনর্ব্বার॥
অধিক বলিব কিবা তোমার সদন।
পরশুভদ্বেষী সদা হয় যেই জন॥
পরের বিভব দেখি ঈর্ষ্যা করি মরে।
সতত অসূয়া যার অন্তর মাঝারে॥
রৌরব নরকে পড়ে সেই দুরজন।
মহাপাপী তারে বলে শাস্ত্রের বচন॥
বহুকাল নিরয়েতে করি অবস্থান।
কত যে দুর্গতি পায় কে করে সন্ধান॥
অবশেষে ধরাধামে চণ্ডালের হবে।
কুরূপী কুলটা হয়ে জন্মগ্রহ করে॥
দেহ ত্যজি যবে যায় যমের আলয়।
বিধিমতে যমদণ্ড সহিবারে হয়॥
দণ্ডের আঘাত করে যমের কিঙ্কর।
শূল মারে অসি মারে কেহ বা মুদ্গর॥
কখন টানিয়া লয় জ্বলন্ত অঙ্গারে।
কখন ফেলিয়া দেয় তপ্ততৈলোপরে॥
এইরূপে কত কষ্ট পায় দুরাচার।
অসহ্য যাতনা পেয়ে করে হাহাকার॥
ব্রাহ্মণে অনলে কিম্বা আর ধেনুগণে।
নিন্দা করে সেই জন নিজ মনে মনে॥
অথবা আহার নাহি দেয় যেই জন।
কুকুর-যোনিতে সেই ধরিবে জনম॥
বহু কষ্ট পাবে সেই ভ্রমি বনে বনে।
দেহান্তে চলিয়া যাবে শমন সদনে॥
তথায় নরক ভোগ হবে বহুতর।
দারুণ যাতনা দিবে যমের কিঙ্কর॥
শতযুগ পূযকুণ্ডে করিয়া বসতি।
কল্পকাল বিষ্ঠাকুণ্ডে রবে নিরবধি॥
চণ্ডাল হইয়া শেষে ধরিবে জনম।
দরিদ্র হইয়া কষ্ট পাবে অনুক্ষণ॥
দেহ অন্তে সেই জন নিজ কর্ম্মদোষে।
বিষম নরকগামী হবে অবশেষে॥
বিষ্ঠাকুণ্ডে কল্পকাল সেই জন রয়।
মলমূত্র খেয়ে সদা কত কষ্ট সয়॥

নরক ভোগের পর ধরাধামে আসি।
ব্যাঘ্ররূপে বনমাঝে রহে দিবানিশি॥
তিন জন্ম এইরূপে ব্যাঘ্রের আকারে।
দারুণ যাতনা পাবে বনে বনে ফিরে॥
পুনরায় নরকেতে পড়ি সেই জন।
কঠোর যাতনা পেয়ে হবে জ্বালাতন॥
পরনিন্দা পরগ্লানি যেই জন করে।
পুরুষ বচন কহে সবার উপরে॥
দাতাজনে দান দিতে করে নিবারণ।
তাহাদের পাপফল করহ শ্রবণ॥
দেহান্তে তা-দিগে বান্ধি যম অনুচর।
টানিয়া লইয়া যায় যমের গোচর॥
যমের আদেশে তথা যমদূতগণ।
সুতপ্ত লৌহের দণ্ড মারে অনুক্ষণ॥
তীক্ষ্মমুখ সূচী বিদ্ধ নয়নেতে করে।
জ্বালাতে কাতর হয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কোথা হতে কাক আসি যমের আজ্ঞায়।
চক্ষুতে নয়নদ্বয় উপাড়িয়া খায়॥
কুক্কুর আসিয়া কত অতি বিভীষণ।
ঘন ঘন পাপাত্মারে করয়ে দংশন॥
কৃষ্ণবর্ণ রক্তচক্ষু যমদূতচয়।
কত যে যাতনা দেয় কেবা বল সয়॥
দারুণ যাতনা পেয়ে মহাপাপিগণ।
রক্ষ রক্ষ বলি সদা করয়ে রোদন॥
নিজের করম দোষ ভাবিয়া অন্তরে।
ঘন ঘন মরে পাপী মনাগুণে পুড়ে॥
তাহাদের দুঃখ যদি কর দরশন।
পাষাণ হৃদয় হলে হয় বিদারণ॥
পরদ্রব্য চুরি করে যেই দুরাচার।
দুর্গতি তাদের যত কি বলিব আর॥
যমের কিঙ্কর যত ভীষণ-আকার।
ঘুরায় তাদের বান্ধি শূন্যে অনিবার॥
ঘুরাতে ঘুরাতে ক্রমে দারুণ বেগেতে।
নরকে ফেলিয়া লাগে চরণে দলিতে॥
সুতপ্ত লৌহের দণ্ডে করয়ে প্রহার।
যাতনা পাইয়া পাপী করে হাহাকার॥

তার পর যমদূত পাপীরে তুলিযা।
এরূপে হাজার বর্ষ মহাকষ্ট দিয়া ॥
পুনরায় বান্ধে শিলা গলেতে তাহার।
রুধির-নরকমাঝে ফেলে পুনর্ব্বার ॥
সাতনলা বিন্ধে তার হৃদয-মাঝারে।
শতযুগ পায় কষ্ট নরক ভিতরে ॥
অবশেষে কিছুকাল আবাব নরকে।
ফেলিযা যাতনা দেয পাতকীদিগকে ॥
প্রধান চুরাশী কুণ্ড করেছি বর্ণন।
তাহাতে পাপের ভোগ করে পাপিগণ
অবশেষে কর্ম্মফলে নবদেহ ধরি।
নীচকুলে জন্মে গিযা মানবের পুরী ॥
আমিষ খাইযা করে জীবন ধারণ।
কত কষ্ট পায তাহা কে করে বর্ণন ॥
আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ।
ব্রাহ্মণেরে যদি বৃত্তি দেয কোন জন ॥
সেই বৃত্তি যদি কেহ লোভে হরি লয।
তাহে পড়ে বিপ্রচক্ষে অশ্রুবারিচয ॥
নেত্রজল যত ফোঁটা পড়ে ধরাতলে।
তত যুগ রহে পাপী নরক ভিতরে ॥
প্রজ্বলিত বহ্নিকুণ্ডে হয নিপতন।
দিবানিশি পুড়ে মরে সেই পাপিগণ ॥
অবশেষে মলকুণ্ডে পড়ি দুরাচার।
মলমূত্র খেযে সদা করে হাহাকার ॥
দারুণ যাতনা দেয যমের কিঙ্কর।
আর্ত্তনাদ করি কান্দে পাতকীনিকর ॥
যে দশা তাহার হয কি কহিব আর।
হীনকুলে জন্মে আসি সেই দুরাচার ॥
ভূতলে মানব-দেহ করিয়া ধারণ।
কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন ॥
ঘৃণা করে নিন্দা করে মানব-সমাজে।
মনের বিরাগে ঘুরে কাননের মাঝে ॥
সেই দুষ্ট স্বীয বৃত্তি করয়ে হরণ।
পরের যশের হানি করে যেই জন ॥
অন্ধকূপ নরকেতে পড়ি দুরাচার।
বহু যুগ তথা থাকি করে হাহাকার ॥
মল মূত্র কৃমি আদি ভোজন করিয়ে।
কোনরূপে রহে পাপী যমদণ্ড সয়ে ॥
অবশেষে সর্পরূপে জন্মে সাতবার।
পঞ্চজন্ম কাকরূপী হয় দুরাচার ॥
তবে ত তাহার পাপ হয বিমোচন।
বলিনু পাপের কথা শাস্ত্রের বচন ॥
বঞ্চনা করিযা যেই দ্বিজধন হরে।
গুরুধন লয় কিম্বা নানাছল করে ॥
কৃতঘ্নতা মহাপাপে মজে সেই জন।
বিষম নিরযকুণ্ডে তাহার পতন ॥
পাপের বিষম ফল কি কহিব আর।
নরকে বিষম শাস্তি অতীব দুর্ব্বার ॥
গুরুতর পাপকার্য্য কৈলে আচরণ।
গুরুতর প্রাযশ্চিত্ত করিবে সাধন ॥
স্বল্পমাত্র পাপ যদি করে অনুষ্ঠান।
লঘু প্রায়শ্চিত্ত তাহে বিধির বিধান ॥
তপ আদি নানারূপ প্রাযশ্চিত্ত করে।
বিবিধ পাপের ধ্বংস করে বটে নরে ॥
কিন্তু যদি বিষ্ণুদেবে করযে স্মরণ।
তার সম প্রায়শ্চিত্ত না আছে কখন ॥
পাপ-আচরণ করি যেই কোন নর।
অনুতাপ করে পরে ওহে গুণধর ॥
অধিকন্তু নারাযণে করযে স্মরণ।
তাহার যতেক পাপ হয বিমোচন ॥
প্রাতঃকালে রাত্রিযোগে মধ্যাহ্নসমযে।
সন্ধ্যাকালে কিম্বা যেই একান্ত হৃদযে ॥
সনাতন বিষ্ণুদেবে করযে স্মরণ।
নিষ্পাপ হইযা মুক্তি লভে সেই জন ॥
সকল যাতনা দূর বিষ্ণুর স্মরণে।
স্বর্গ মোক্ষ লাভ হয শাস্ত্রে হেন ভণে ॥
বিষ্ণুরে স্মরণ করে যেই মহাত্মন্।
কোনরূপ বিঘ্ন তার না হয় কখন ॥
যেই জন রাখি মন বিষ্ণুর উপরে।
জপ হোম আদি কার্য্য অনুষ্ঠান করে।
যতেক বিপদ তার হয় বিনাশন।
ইন্দ্রত্বাদি পদ পায় সেই সাধুজন ॥

জপ হোম আদি কাজ করি অনুষ্ঠান।
যেইরূপ স্বর্গসুখে লভে মতিমান্॥
মোক্ষপদ-পাশে তাহা অতি তুচ্ছ গণি।
শাস্ত্রের বচন এই নিগূঢ় কাহিনী॥
স্বর্গলাভ যদি করে কোন মহাত্মন্।
পুনশ্চ তাহার হয় সংসারে জনম॥
কিন্তু মোক্ষ লাভ যদি হয় ভাগ্যবশে।
সংসার বন্ধন ঘুচে জানিবে নিঃশেসে॥
ভক্তিভরে বাসুদেবে কবিলে স্মরণ।
দুর্ল্লভ মুকতিপদ পায় সেই জন॥
এ হেতু স্মরিবে বিষ্ণু দিবা-বিভাবরী।
ঘুচিবে জঞ্জাল যত শাস্ত্রেব বিচারি॥
সুকাজ করিয়া পাপ হলে বিমোচন।
সবকে নিষ্কৃতি পায সেই সাধুজন॥
মানস-সন্তোষকর হয স্বর্গধাম।
নরক মানস-দুঃখ করযে প্রদান॥
স্বরগের হেতুভূত পুণ্যেব বাখানি।
নরকের হেতুমাত্র পাতকেবে জানি॥
বিশেষ বিচারি যদি করহ দর্শন।
পুণ্য পাপে ভেদ নাহি হয দরশন॥
অদৃষ্টই কার্য্যভেদে ওহে মহাত্মন্।
দুঃখ সুখ ঈর্ষা ক্রোধ সবাব কাবণ॥
ফল কথা ইহলোকে হেরি যে নয়নে।
সুখ দুঃখাত্মক দ্রব্য আছয়ে ভুবনে॥
অন্তরের পরিণাম সুখদুঃখরূপে।
গণনীয় হযে থাকে জানিবেক ভবে॥
জ্ঞানেরে নির্দ্দেশ করি পরব্রহ্ম বলি।
জ্ঞানবলে ভববন্ধ দূরে যায় চলি॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড এই জ্ঞানাত্মক হয।
জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি মহোদয।
ফলতঃ অবিদ্যা আর বিদ্যা এই দ্বয়।
জ্ঞানেব স্বরূপ হয় শাস্ত্র হেন কয়॥
এই আমি তব পাশে করিনু কীর্ত্তন।
পৃথিবী পাতাল-দ্বীপ বর্ষ বিবরণ॥
নরক সাগর গিরি নদী সমুদায়।
ইহাদের বিবরণ কহিনু তোমায়॥

আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন।
তাহাই তোমার পাশে করিব কীর্ত্তন॥
মধুর ভারতী গাঁথা শ্রীবিষ্ণু পুবাণে।
বিরচিল দ্বিজ কালী পুলকিত মনে॥৪৮

সপ্তম অধ্যায়।

—※—

ভুবর্লোকাদির পরিমাণ ও সংস্থিতি।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
ভূলোকের বিববণ কবিনু শ্রবণ॥
কিন্তু ভুবর্লোক আদি আর গ্রহগণ।
কিরূপে সংস্থিত আছে না জানি কখন॥
তাহাদের পরিমাণ কিরূপ বা হয।
শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা এই সমুদয॥
অতএব কৃপা করি কবিযা বর্ণন।
মনের বাসনা মম করহ পূরণ॥
এত শুনি পরাশর কহে পুনবায।
শুন যাহা জিজ্ঞাসিলে কহিব তোমায॥
সূর্য্যের কিরণে আর চন্দ্রের কিরণে।
যতদূর আলোকিত নেহারি ভুবনে॥
সমুদ্র পর্ব্বত-নদীযুক্ত ধরণীব।
পরিমাণ ততদূর জানিবে হে ধীর॥
ভূমণ্ডল যেইরূপ ধরয়ে বিস্তার।
আকাশমণ্ডল তথা শাস্ত্রেব বিচার॥
ভূমি হতে একলক্ষ যোজন উপরে।
ভাস্করমণ্ডল তথা অবস্থিতি করে॥
সূর্য্য হতে ঊর্দ্ধে গেলে লক্ষৈক যোজন।
চন্দ্রমামণ্ডল তথা হয দরশন॥
তথা হতে এক লক্ষ যোজন উপরে।
নক্ষত্রমণ্ডল সদা অবস্থিতি করে॥
তথা হতে ঊর্দ্ধে গেলে লক্ষৈক যোজন।
বুধগ্রহ সেই স্থানে হয় দরশন॥
বুধ হতে ঊর্দ্ধভাগে লক্ষৈক যোজনে।
শুক্র গ্রহ অবস্থিত কহি তব স্থানে॥
শুক্র হতে এক লক্ষ যোজন উপর।
মঙ্গল আছেন সদা ওহে বিজ্ঞবর॥

তথা হতে দুই লক্ষ যোজন উপরে।
শনৈশ্চর মহাগ্রহ অবস্থিতি করে ॥
শনৈশ্চর হতে গেলে দ্বিলক্ষ যোজন।
দেবগুরু বৃহস্পতি হয় দরশন ॥
তথা হতে একলক্ষ যোজন উপরে।
সপ্তর্ষিমণ্ডল আছে কহিনু তোমারে ॥
তথা হতে যদি যাও লক্ষৈক যোজন।
ধ্রুবলোক সেই স্থানে হয় দরশন ॥
জ্যোতিশ্চক্রের আধার ধ্রুবলোক হয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥
ত্রৈলোক্যের বিবরণ কহিনু তোমারে।
সংক্ষেপে যেমন জানি শাস্ত্রের বিচারে ॥
যজ্ঞফলভোগ হেতু ওহে মতিমান্।
বসুমতী আছে জেনো নির্দ্ধাপিত স্থান ॥
যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত আছে এই ধরাধামে।
শাস্ত্রের বিধান এই কহি তব স্থানে ॥
কোটি যোজনের ঊর্দ্ধে ধ্রুবলোক হতে।
মহর্লোক বিরাজিত জানিবেক চিতে ॥
তথা হতে ঊর্দ্ধে গেলে দ্বিকোটি যোজন।
জনলোক বিরাজিত হয় দরশন ॥
সনকাদি সিদ্ধ যাঁরা ব্রহ্মার তনয়।
সেই স্থানে বাস করে তারা সমুদয় ॥
জনলোক হতে চারিগুণ ঊর্দ্ধে গেলে।
দিব্য তপোলোক দৃষ্ট হয় সেই স্থলে ॥
বৈরাজ নামেতে আছে যত দেবগণ।
তপোলোকে বাস তারা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
তথা হতে ছয় গুণ ঊর্দ্ধভাগে গেলে।
সত্যলোক বিরাজিত আছে সেই স্থলে ॥
পাতকের লেশমাত্র সেই লোকে নাই।
ব্রহ্মলোক নামে খ্যাত এ হেতু সে ঠাঁই ॥
পাদচারে গতিবিধি হয় যেই স্থানে।
তাহাই ভূর্লোক বলি বিদিত ভুবনে ॥
কীর্ত্তন করেছি তাহা তোমার সদন।
সবিস্তারে সেই কথা করেছ শ্রবণ ॥
ভূমি হতে সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত যে স্থান।
ভূর্লোক বলিয়া জান তাহার আখ্যান ॥

সূর্য্যলোক হতে পুনঃ ধ্রুবলোকাবধি।
স্বর্গ বলি খ্যাত তাহা আছে হেন বিধি ॥
দৈনন্দিন প্রলয়েতে যে লোক নিকর।
বিনাশিত হয়ে থাকে ওহে গুণধর ॥
কৃতক বলিয়া খ্যাত সেই সমুদয়।
ইহা ভিন্ন অকৃতক ধ্বংস যার নয় ॥
ত্রিলোক কৃতক বলি আছে নিরূপণ।
তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতেরা কহেন এমন ॥
জন তপ সত্য এই তিনলোকে পরে।
অকৃতক বলি তাঁরা কহেন বিচারে ॥
কৃতক ও অকৃতক এ-দোঁহা মাঝারে।
মহর্লোক বিদ্যমান জানিবে অন্তরে ॥
দৈনন্দিন প্রলয়ে তা বিনষ্ট না হয়।
সন্তাপিত হয় মাত্র জানিবে নিশ্চয় ॥
সেইকালে তত্রস্থিত যত প্রাণিগণ।
সেই লোক অবিলম্বে করিয়া বর্জ্জন ॥
ভীত হয়ে অন্য লোক করয়ে আশ্রয়।
কাজে কাজে এই লোক হয় শূন্যময় ॥
ওহে বৎস কিবা আর কহিব এখন।
সপ্তলোকবিবরণ করিনু কীর্ত্তন ॥
সপ্তপাতালের কথা কহিনু তোমারে।
ব্রহ্মাণ্ড-বিষয় যত কহিনু বিস্তারে ॥
কপিত্থের বীজ যথা ওহে বাছাধন।
আবরণে সমাবৃত থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
অণ্ডকটাহেতে তথা ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়।
রহিয়াছে সমাচ্ছন্ন নাহিক সংশয় ॥
যোজন পঞ্চাশকোটি ওহে মতিমান্।
সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের হয় পরিমাণ ॥
এই ব্রহ্মাণ্ডের পর ওহে বাছাধন।
সার্দ্ধ বারো কোটি সংখ্য ধরিয়া যোজন ॥
অণ্ডকটাহেতে ঢাকা আছে নিরন্তর।
বলিতেছি তার পর শুন গুণধর ॥
অণ্ডকটাহের পর দিকসংখ্য যোজন।
জলমাত্র হয় দৃষ্ট ওহে মহাত্মন্ ॥
তার পর সেইরূপ ধরি পরিমাণে।
বহ্নি সংস্থাপিত আছে জানিবেক মনে ॥

তার পর দশসংখ্য ধরিয়া যোজন।
বায়ু অবস্থিত আছে হয় দরশন ॥
বায়ু হ'তে ক্রমে দশ যোজনের পরে।
আকাশ সংস্থিত আছে জানিবে অন্তরে
আকাশের পর দশ যোজন অবধি।
অহঙ্কার নিরন্তর করে অবস্থিতি ॥
তার পর দশসংখ্য যোজন যে স্থান।
মহতত্ত্ব সদা তথা আছে বিদ্যমান ॥
মহতত্ত্বে আবরিয়া আছেন প্রকৃতি।
প্রকৃতির সংখ্যা করে কাহার শকতি ॥
এ হেতু অনন্ত হয় প্রকৃতি আখ্যান।
তাঁহা হ'তে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি বিদ্যমান ॥
সমুদায় পদার্থের তিনিই কারণ।
পণ্ডিতেরা এইরূপ করে নিরূপণ ॥
ব্রহ্মাণ্ডের কথা এই কহিনু তোমারে।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে কে গণিতে পারে
কাষ্ঠে অগ্নি তিলে তৈল রয়েছে যেমন।
প্রকৃতিতে অবস্থিত পুরুষ তেমন ॥
পুরুষ সে প্রকৃতিতে করি অবস্থান।
আত্মারূপে আবির্ভূত ওহে মতিমান্ ॥
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে হইয়া মিলিত।
বিষ্ণুশক্তি দ্বারা সদা আছে আবরিত ॥
সর্ব্বভূত-আত্মকপা সে বিষ্ণু শকতি।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি ॥
একমাত্র সে প্রকৃতি ওহে বাছাধন।
পৃথগভাব ক্ষোভ আর মিলন কারণ ॥
জলের শীতলতা গুণ অনিল যেমন।
সতত ধারণ করে ওহে মহাত্মন্ ॥
সেইরূপ সনাতন বিষ্ণুর শকতি।
ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে শাস্ত্রের ভারতী ॥
প্রকৃতি পুরুষাত্মিকা সেই শক্তি হয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥
বীজ হ'তে মূল-শাখা-আদি-সমন্বিত।
প্রকাণ্ড পাদপ যথা হ'লে উৎপাদিত ॥
ক্রমে ক্রমে তাহা হ'তে তরু অগণন।
সমুৎপন্ন হয়ে থাকে জানহে যেমন ॥

সেইরূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে।
মহতত্ত্ব হতে পৃথ্বী অবধি ক্রমেতে ॥
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব যত সমুৎপন্ন হয়।
সেই তত্ত্ব হতে ক্রমে জন্মে দেবচয় ॥
তাঁহাদের পুত্র পৌত্র অসংখ্য জনমে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদনে ॥
বীজ হতে বৃক্ষ অগ্রে হলে উৎপাদন।
মূল তার বিনাশিত না হয় যেমন ॥
সেইরূপ পঞ্চভূত হতে প্রাণিগণ।
সৃষ্ট হলে পঞ্চভূত না হয় নিধন ॥
বরঞ্চ সমানভাবে থাকে চিরকাল।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার ॥
কাল ও আকাশ আদি পঞ্চভূত হতে।
সমুৎপন্ন হয় বৃক্ষ যেমন ধরাতে ॥
সেইরূপ ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ।
অখিল বিশ্বের হন কেবল কারণ ॥
উপযুক্ত উপাদান পাইলে যেমন।
ব্রীহিবীজ হতে হয় মূলের জনম ॥
ক্রমে নীল পত্র আর অঙ্কুর জনমে।
কাণ্ড কোষ পুষ্প ক্ষীর তণ্ডুলাদি ক্রমে ॥
সেরূপ দেবতা আদি জীব-কলেবর।
বিষ্ণুশক্তি সহ বাড়ে ওহে গুণধর ॥
একমাত্র বিষ্ণু হন নিত্য সনাতন।
পরব্রহ্মরূপ তিনি ওহে বাছাধন ॥
তাঁহা হতে সৃষ্ট এই অখিল সংসার।
পরিণামে লীন হবে তাঁহাতে আবার ॥
জগত স্বরূপ তিনি শ্রীপরমধাম।
সদসৎ পরম পদ তাঁহার আখ্যান ॥
আছেন অভিন্নরূপে এই চরাচরে।
আদিম প্রকৃতি তিনি জানিবে অন্তরে ॥
ব্যক্তব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ সেই নারায়ণ।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই ওহে বাছাধন ॥
সকল পদার্থ স্থিত জানিবে তাঁহাতে।
তাঁহাতে বিলীন হয় অন্তিমকালেতে ॥
তিনি যজ্ঞ যজ্ঞকর্ত্তা তিনি যজ্ঞফল।
যজ্ঞীয় পুরুষ তিনি খ্যাত চরাচর ॥

যজ্ঞীয় পদার্থ যত স্রুক আদি করি।
সকলি তিনিই হন ভবের কাণ্ডারী ॥
তাঁহা হ'তে অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই।
শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব কহি তব ঠাঁই ॥
শ্রীবিষ্ণু পুরাণ কথা অতি মনোহর।
শুনিলে সে জন হয় পবিত্র অন্তর ॥ ২৭

অষ্টম অধ্যায়।

—*—

চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহগণের অবস্থিতির নিয়ম।

পুনরায় পরাশর করি সম্বোধন।
কহিলেন মৈত্রেয়েরে ওহে বাছাধন ॥
ব্রহ্মাণ্ড বৃত্তান্ত আমি কহিনু তোমারে।
শুন এবে গ্রহগণ রহে যে প্রকারে ॥
যেরূপে সূর্য্যাদি গ্রহ করে অবস্থিতি।
বলিতেছি সেই কথা কর অবগতি ॥
তাহাদের পরিমাণ যেইরূপ হয়।
বলিতেছি তব পাশে সেই সমুদয় ॥
যোজন সহস্র নব ওহে মতিমান্।
সূর্য্যের রথের হয় এই পরিমাণ ॥
ঐ রথের ঈষাদণ্ড ওহে মহোদয়।
রথাপেক্ষা দুইগুণ জানিবে নিশ্চয় ॥
এক কোটি সপ্তপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন।
অক্ষদণ্ড হয় তার আছে নিরূপণ ॥
অক্ষদণ্ডে বর্ষময় কালচক্র আছে।
চাতুর্ম্মাস্য চক্রনাভি কহি তব কাছে ॥
উদ-আদি বর্ষসংখ্যা আর হয় তার।
ছয় ঋতু নেমিরূপ কহিলাম সার ॥
সেই কালচক্র ক্ষয় না হয় কখন।
দ্বিতীয় অক্ষের মান শুনহ এখন ॥
সার্দ্ধপঞ্চচত্বারিংশ সহস্র যোজন।
দ্বিতীয় অক্ষের মান আছে নিরূপণ ॥
দ্বিযুগকাষ্ঠের অর্দ্ধ ওহে মহামতি।
প্রথমাক্ষ দণ্ডে যুক্ত আছে নিরবধি ॥
ঐ অক্ষদণ্ডের তুল্য তার পরিমাণ।
তার পর শুন শুন কহি তব স্থান ॥
যুগদ্বয় অর্দ্ধ অংশ দ্বিতীয় দণ্ডেতে।
বিদ্যমান আছে যাহা বিদিত জগতে ॥
রহিয়াছে ধ্রুব তাহা করিয়া ধারণ।
কহিনু তোমার পাশে নিগূঢ় বচন ॥
মানস অচলোপরে দ্বিতীয় অক্ষেতে।
ঐ চক্র স্থাপিত আছে জানিবেক চিতে ॥
গায়ত্রী বৃহতী উষ্ণিক জগতী ত্রিষ্টুপ।
এই পঞ্চ আর পংক্তি সপ্ত অনুষ্টুপ ॥
এই সাত ছন্দ সেই সূর্য্যের রথেতে ॥
সপ্ত অশ্ব বলি খ্যাত জানিবেক চিতে ॥
মানস উত্তর-গিরি ওহে বাছাধন।
ইন্দ্রপুরী তার পূর্ব্বে হয় সুশোভন ॥
দক্ষিণ দিকেতে শোভে অমর-নগরী।
পশ্চিম ভাগেতে আছে বরুণের পুরী ॥
চন্দ্রপুরী উত্তরেতে আছে বিদ্যমান।
শুন এবে ইহাদের যেরূপ আখ্যান ॥
শ্রীবস্বোকসারা নাম্নী ইন্দ্রের নগরী।
সংযমনী নাম ধরে শমনের পুরী ॥
বরুণের পুরী শোন হয় সুখা মান।
বিভাবরী চন্দ্রপুরী খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
জ্যোতিশ্চক্রসমন্বিত দেব দিবাকর।
দক্ষিণভাগস্থ যবে হন গুণধর ॥
নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ভীষণ বেগেতে।
গমন করেন তিনি সেই সময়েতে ॥
সেই সূর্য্যদেব হ'তে ওহে গুণমণি।
বিভাগ হয়েছে জেনো দিবা ও যামিনী ॥
যোগবলে সিদ্ধিলাভ কৈলে যোগিগণ।
তাঁহাদিগে পথ তিনি করেন অর্পণ ॥
তাঁহার প্রকাশ হেতু যে দ্বীপে যখন।
মধ্যাহ্ন সময় হয় ওহে বাছাধন ॥
সেইকালে সে দ্বীপের বিপরীত ভাগে।
অর্দ্ধরাত্রি দৃষ্টি হয় কহি তব আগে ॥
উদয়ের কালে কিম্বা অস্তের সময়।
পুরোবর্ত্তী তাঁরে সদা নিরীক্ষিত হয় ॥
ওহে মহামতি বৎস সূর্য্য যে সময়।
দিক্ ও বিদিক্ আদি করে জ্যোতির্ম্ময় ॥

সেইকালে তত্রস্থিত অধিবাসিগণ।
দিবাকরে সমুদিত করে নিরীক্ষণ॥
তিরোহিত হন কিন্তু সূর্য্য যেইকালে।
তথাকার লোক হেরে অস্তমিত তাঁরে।
বস্তুতঃ তাঁহার কভু নাহিক উদয়।
নাহি অস্তগন কভু জানিবে নিশ্চয়॥
ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বদিকে দেব দিনমণি।
ভ্রমিছেন নিরন্তর ওহে গুণমণি॥
কেবল তাঁহার মনে হয় দরশন।
উদিত বলিয়া জ্ঞান করে সব জন॥
আবার যখন তাঁর অদর্শন হয়।
অস্তমিত বলি জ্ঞান করে নরচয়॥
দেবেন্দ্রপুরীতে সূর্য্য হলে প্রকাশিত।
যমপুরী-কিরণেতে হয় আলোকিত॥
অগ্নি বায়ু ও নৈঋত এই কোণত্রয়।
বরুণনগরী আর আলোকিত হয়॥
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ক্রমে উদয় হইতে।
সূর্য্যকর বৃদ্ধি পায় পর্য্যায় ক্রমেতে॥
মধ্যাহ্নের পর কিন্তু ক্রমে পুনর্ব্বার।
কিরণের হ্রাস হয় ওহে গুণাধার॥
তার পর হীমপ্রভ হ'লে দিবাকর।
অস্তমিত হন ক্রমে ওহে গুণধর॥
সূর্য্যের উদয় দ্বারা ওহে মহাত্মন্।
পূর্ব্বদিক নির্ব্বাপিত করে জনগণ॥
পশ্চিম নির্দ্দিষ্ট হয় সূর্য্য-অস্তমনে।
কহিনু তোমার পাশে জানিবেক মনে।
সম্মুখে যেরূপ কর বিতরে ভাস্কর।
পার্শ্বভাগে সেইরূপ ওহে গুণধর॥
পশ্চাতেও সেইরূপ করেন বর্ষণ।
কিন্তু এক কথা বলি শুন বাছাধন॥
বিধাতার সভা আছে সুমেরু উপরে।
সূর্য্য তাহা আলোকিত করিবারে নারে
তাঁহার কিরণজাল ঐ সভার তেজে।
প্রতিহত হয়ে পড়ে কহি তব কাছে॥
সুমেরু রয়েছে জম্বুদ্বীপের মাঝার।
সত্য বটে এই কথা ওহে গুণাধার॥

সূর্য্যের উদয় আর অস্তের কারণ।
তথাপি উত্তরস্থিত হয় নিরূপণ॥
অতএব সুমেরুর দক্ষিণদিকেতে।
দিবারাত্রি ব্যবহৃত জানিবেক চিতে॥
শুন এবে ওহে বৎস আমার বচন।
দিবাকর অস্তগত হয়েন যখন॥
প্রবেশে তাঁহার প্রভা অনল-মাঝারে।
তাই অগ্নি সমুজ্জ্বল হয় রাত্রিকালে॥
উদয় হয়েন যবে সূর্য্য পুনরায়।
অগ্নিপ্রভা সূর্য্যমধ্যে সেইকালে যায়॥
এই হেতু সূর্য্যতেজ হয় খরতর।
শুন শুন ওহে বৎস বলি তার পর॥
সূর্য্য অগ্নি দোঁহা-প্রভা হইয়া মিলন।
দিবা রজনীর করে তৃপ্তি সম্পাদন॥
দিবাকর সুমেরুর দক্ষিণার্দ্ধে গেলে।
প্রবেশ করয়ে দিবা তখন সলিলে॥
উত্তরার্দ্ধে গেলে রাত্রি সলিল-ভিতর।
প্রবেশ করিয়া থাকে ওহে গুণবর॥
দিবাভাগে যামিনীর প্রবেশ কারণ।
এ হেতু সলিল হয় শোণিত-বরণ॥
রাত্রিযোগে দিবসের প্রবেশকারণে।
শুক্লবর্ণ হয় জল জানিবেক মনে॥
পুষ্করদ্বীপের মাঝে ওহে মহাত্মন্।
যেইকালে সূর্য্যদেব করেন গমন॥
ত্রিংশাংশের একভাগ ধরায় তখন।
অতিক্রম করা হয় জ্ঞানে সর্ব্বজন॥
মৌহূর্ত্তিকী গতি হয় ইহার আখ্যান।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্॥
ভগবান্ দিবাকর এ হেন প্রকারে।
কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমিছে সংসারে॥
দিবারাত্রি ভাগ হয় এই সে কারণ।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
মকর রাশিতে সূর্য্য যান যেইকালে।
উত্তর-অয়ন হয় আরম্ভ সেকালে॥
কুম্ভ মীন রাশিদ্বয়ে ক্রমে তার পর।
সঙ্কাত হইয়া থাকে ওহে গুণধর॥

মীনরাশিগত সূর্য্য হয়েন যখন ।
দিবা রাত্রি তুল্য হয় জানিবে তখন ॥
মেষ রাশিগত যবে হন তার পর ।
দিবামান বৃদ্ধি হয় উত্তর উত্তর ॥
এইরূপে বৃষ আর মিথুন রাশিতে ।
দিবাকর মাস বৎস জানিবে ক্রমেতে ॥
মিথুনরাশিতে ভোগ হলে সমাপন ।
শেষ হয়ে যায় দিবা বৃদ্ধি-পরিমাণ ॥
তার পর কর্কটেতে করিলে গমন ।
সেইকালে হয়ে থাকে দক্ষিণ অয়ন ॥
কুলালচক্রের ন্যায় সূর্য্যে সেইকালে ।
বায়ু সম মহাবেগে বিচরণ করে ॥
অল্পকালমধ্যে তাই ওহে মহাত্মন ।
সমধিক স্থান তাঁর হয় অতিক্রম ॥
দক্ষিণ অয়ন বৎস হয় সেইকালে ।
দ্বাদশ মুহূর্ত্তমধ্যে ভাস্কর সেকালে ॥
ছয় রাশি ভোগ করি ওহে বাছাধন ।
সপ্তম রাশিতে ক্রমে অস্ত গত হন ॥
কুলালচক্রের ন্যায় রাত্রিযোগে-পরে ।
অবস্থিত হয়ে জ্যোতিশ্চক্রের মাঝারে ।
আঠারো মুহূর্ত্ত করি মৃদু মৃদু গতি ।
ছয় রাশি ভোগ করে ওহে মহামতি ॥
সপ্তম রাশিতে পরে দেব দিবাকর ।
পুনশ্চ উদিত হন ওহে গুণধর ॥
এরূপে দক্ষিণাংশ অতীত হইলে ।
মৃদুগতি ভগবান্ দিনমণি ধরে ॥
অধিক সময়মধ্যে অল্প দূর যান ।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্ ॥
দিবসের পরিমাণ উত্তর-অয়নে ।
আঠারো মুহূর্ত্ত হয় জানিবেক মনে ॥
আঠারো মুহূর্ত্ত ফিরে এ হেন সময়ে ।
ছয় রাশি ভোগ করে সানন্দ হৃদয়ে ॥
সপ্তম রাশিতে অস্ত যান দিনমণি ।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণমণি ॥
দ্বাদশ মুহূর্ত্ত আর যামিনীযোগেতে ।
ছয় রাশি ভোগ করি যথা নিয়মেতে ॥

সপ্তম রাশিতে হন উদিত ভাস্কর ।
সর্ব্বত্র এ গতি হয় দর্শন-গোচর ॥
রাত্রি ও দিবামানের যেরূপ নিয়ম ।
সূর্য্যের গতির দ্বারা হৈল নিরূপণ ॥
অন্য কোন কোন দেশে এ হেন প্রকারে ।
ব্যবহৃত হয়ে থাকে জানিবে অন্তরে ॥
এ দেশে দক্ষিণায়ন হয় যেইকালে ।
শেষ সীমার দিবার মান সেইকালে ॥
তের মুহূর্ত্তের কিঞ্চিৎ অধিক যে হয় ।
সতেবর কিঞ্চিৎ ন্যূন যামিনী নিশ্চয় ॥
দিনমান যেইরূপ উত্তর-অয়নে ।
বলিতেছি সেই কথা শুন অবধানে ॥
সপ্তদশ মুহূর্ত্তের কিঞ্চিৎ কম হয় ।
তের মুহূর্ত্তের বেশী যামিনী নিশ্চয় ॥
কুলালচক্রের নাভিদেশেতে যেমন ।
একস্থানে থাকি মাটী করয়ে ভ্রমণ ॥
সেইরূপ ধ্রুব জ্যোতিশ্চক্রের মাঝারে ।
একস্থানে থাকি সদা বিচরণ করে ॥
কুলাচক্রের ন্যায় সূর্য্য ভগবান্ ।
উভয় কাষ্ঠের মধ্যে করি অবস্থান ॥
ভ্রমিছেন দিবা রাতি মণ্ডল-আকারে ।
মৃদু শীঘ্র দুই গতি তাঁহার সংসারে ॥
যে অয়নে দিবাভাগে দেব দিবাকর ।
মৃদু গতি ধরে থাকে ওহে গুণধর ॥
সে অয়নে রাত্রিকালে শীঘ্রগতি হয় ।
রাত্রিতে করিলে মৃদু গতির আশ্রয় ॥
সে অয়নে দিবাভাগে হয় শীঘ্রগতি ।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি ॥
এইরূপে একরূপ প্রমাণানুসারে ।
দিবভাগে বিচরণ করি কুতুহলে ॥
ছয় রাশি ভোগ করে দেব দিনমনি ।
আরো ছয় রাশি ভুঞ্জে যখন যামিনী ॥
রাশির প্রমাণ দ্বারা ওহে বাছাধন ।
দিবারাত্রি হ্রাস বৃদ্ধি হয় দরশন ॥
রাশি ভোগ দ্বারা হলে উত্তর-অয়ন
রাত্রি অল্প দিন বৃদ্ধি হয় দরশন ॥

দক্ষিণ-অয়ন উপস্থিত হলে পরে।
রাত্রি দীর্ঘ দিন অল্প হয় সেইকালে ॥
ঊষাদণ্ড রাত্রি মধ্যে গণনীয় হয়।
উদয়-দণ্ডেরে গণি দিবাতে নিশ্চয় ॥
এই উভয়দণ্ডেরে প্রাতঃসন্ধ্যা বলে।
সায়ংসন্ধ্যা যারে কহে শুন অতঃপরে ॥
দিবসের শেষ আর রাত্রির প্রথম।
দণ্ডদ্বয় সায়ংসন্ধ্যা আছে নিরূপণ ॥
সন্ধ্যাকালদ্বয় যবে উপস্থিত হয়।
মন্দেহ রাক্ষস আসি সে হেন সময় ॥
সূর্য্যদেব গ্রাস হেতু সমুদ্যম করে।
কহিনু তোমার পাশে জানিবে অন্তরে।
মন্দেহ নামক যত রাক্ষসের গণ।
বিধাতার শাপ হেতু ওহে বাছাধন ॥
প্রতিদিন করে তারা প্রাণ পরিহার।
জীবন লভয়ে বৎস পরে পুনর্ব্বার ॥
সর্ব্বদা তাদের সনে অতি ভয়ঙ্কর।
সূর্য্যের সংগ্রাম হয় ওহে গুণধর ॥
গায়ত্রী ওঙ্কার কিম্বা করি উচ্চারণ।
উৎক্ষিপ্ত করয়ে জল যদি বিপ্রগণ ॥
সেই জল বজ্র সম হয়ে সেইক্ষনে।
ভস্মীভূত করি ফেলে সে রাক্ষসগণে ॥
প্রাতে আর সন্ধ্যাকালে ওহে বাছাধন।
সাত্ত্বিক বিপ্রেরা মন্ত্র করি উচ্চারণ ॥
আহুতি প্রদান কৈলে অনল মাঝারে।
সূর্য্যপ্রভা সমুজ্জ্বল হয় চরাচরে ॥
বিষ্ণুর স্বরূপ হন দেব দিবাকর।
ওঙ্কারে বুঝায় বিষ্ণু ওহে গুণবর ॥
এ হেতু ওঙ্কার যদি হয় উচ্চারণ।
মন্দাখ্য রাক্ষস করে জীবন বর্জ্জন ॥
ফল কথা বিষ্ণুতেজ ওঙ্কারদ্বারায়।
প্রেরিত হইয়া সূর্য্যে যদি মিলি যায় ॥
তাহা হলে রাক্ষসেরা হয় বিনাশন।
কহিনু তোমার পাশে ওহে বাছাধন ॥
সন্ধ্যা উপাসনা তাই কভু না লঙ্ঘিবে।
লঙ্ঘিলে মহৎ ক্ষতি হবে এই ভবে ॥

সন্ধ্যা-উপাসনা নাহি করে যেই জন।
সূর্য্যবধপাপী হয় সেই নরাধম ॥
বালখিল্য ঋষি আর ব্রাহ্মন নিকর।
সন্ধ্যা-উপাসনা আদি করি নিরন্তর ॥
জগৎপালনরত দেব দিবাকরে।
করিছে সতত রক্ষা একান্ত অন্তরে ॥
যেরূপ সময় ভেদ সূর্য্যের দ্বারায়।
হয়েছে সংসার মাঝে কহিব তোমায় ॥
পঞ্চদশ নিমেষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে কলা শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত বাখানি।
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে দিবা আর রাত্রি গণি ॥
যথাক্রমে দিবারাত্রি হ্রাস বৃদ্ধি পায়।
সন্ধ্যার নাহিক হ্রাস কহিনু তোমায় ॥
অথবা নাহিক বৃদ্ধি হয় কোন কালে।
সমভাগে সন্ধ্যাদ্বয় বিরাজে সংসারে ॥
সূর্য্যের উদয়াবধি ত্রিমুহূর্ত্ত কাল।
প্রাতঃ বলি খ্যাত আছে ওহে গুণাধার ॥
ঐ কালকে দিবসের পঞ্চমাংশ জান।
তার পর ত্রিমুহূর্ত্ত সঙ্গব বাখানি ॥
সঙ্গবান্তে ত্রিমুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন আখ্যান।
তার পর ত্রিমুহূর্ত্ত অপরাহ্ণ জান ॥
তদন্তে মুহূর্ত্তত্রয় সায়াহ্ন নামেতে।
বিদিত হইয়া আছে জানিবেক চিতে ॥
সমুদায়ে পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত হইল।
সৌর এক দিন হয় শাস্ত্রের বিচারে ॥
কিন্তু অয়নের ভেদে ওহে বাছাধন।
ঐ দিনের তারতম্য হয় দরশন ॥
উত্তর অয়ন যবে হয় উপস্থিত।
যামিনীরে গ্রাস করে দিবস নিশ্চিত ॥
দিবসের গ্রাসে রাত্রি দক্ষিণ অয়নে।
নিরূপিত আছে ইহা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥
শরৎ আর বসন্ত দুয়ের মাঝারে।
তুলা ও মেষের হয় সঞ্চার যে কালে ॥
বিষুব বলিয়া তার জানিবে আখ্যান।
সেই কালে হয় দিবা যামিনী সমান ॥

কর্কট রাশিতে সূর্য্য করিলে গমন।
তখন জানিবে হয় দক্ষিণ অয়ন ॥
মকর রাশিতে তিনি যান যেইকালে।
বত্তর-অয়ন হয় জানিবে অন্তরে ॥
দিবা-যামিনীর কথা করিনু কীর্ত্তন।
পঞ্চদশ দিবারাত্রি হলে সমাপন ॥
এক পক্ষ হয় তাহে ওহে মহামতি।
দুই পক্ষে একমাস শাস্ত্রে ভারতী ॥
দুই মাসে এক ঋতু আছে নিরূপণ।
তিন ঋতু হলে এক জানিবে অয়ন ॥
দুই অয়নেতে এক বৎসর বাখানি।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণমণি ॥
চাতুর্মাস্য বৈপরীত্য হবার কারণে।
বর্ষ হয় পঞ্চবিধ জানিবেক মনে ॥
প্রথম বর্ষের নাম হয় সম্বৎসর।
দ্বিতীয়কে পরিবর্ষ কহে যত নর ॥
ইদ্বৎসর তৃতীয়ের জানিবে আখ্যান।
অনুবর্ষ হয় বৎস চতুর্থের নাম ॥
পঞ্চম নির্দ্দিষ্ট আছে নামেতে বৎসর।
এ সব বর্ষের যুগ কহে যত নর ॥
পৃথিবীর উত্তরেতে ধবলপর্ব্বতে।
তিন শৃঙ্গ বিরাজিছে জানিবেক চিতে
দক্ষিণ উত্তর মধ্য তাদের আখ্যান।
এ হেতু সে গিরি ধরে শৃঙ্গবান নাম ॥
সেই তিন শৃঙ্গ দিয়া দেব দিনমণি।
গমন করেন সদা ওহে গুণমণি ॥
শরৎ বসন্ত এই দুয়ের মাঝারে।
তুলা মেষ রাশিগত হন যেইকালে ॥
সেইকালে দিবা রাত্রি দোঁহা-পরিমাণ
পোনের মুহূর্ত্ত হয় ওহে মতিমান্ ॥
মেষের শেষেতে যবে থাকে দিনমণি।
তুলার সপ্তম স্থানে যবে নিশামণি ॥
বৈশাখী পূর্ণিমা হয় জানিবে তখন।
তার পর শুন বলি ওহে মহাত্মন্ ॥
তুলার সপ্তমে যবে থাকে দিবাকর।
মেষের শেষেতে রহে দেব শশধর ॥

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হয় জানিবে তখন।
পবিত্র পূর্ণিমা তিথি বিদিত ভুবন ॥
বিষুব সংক্রান্তি যাহা ওহে মহামতি।
পবিত্র বলিয়া তাহা ধরাতলে খ্যাতি ॥
সংযতাত্মা নরগণ এই সব কালে।
দেব পিতৃ উদ্দেশেতে কত দান করে ॥
ব্রাহ্মণেরে যত দান করে নরগণ।
এই কালে দানে হয় পুণ্য-উপার্জ্জন ॥
বিষুব সংক্রান্তিকালে যদি দান করে।
কৃতার্থ সে জন হয় এ ভব সংসারে ॥
পূর্ব্বোক্ত পূর্ণিমাদ্বয় ওহে মহাত্মন্।
সূর্য্যগতিবশে হয়ে থাকে হে যেমন ॥
বিষুব সংক্রান্তি যথা সূর্য্যগতিবশে।
সেরূপ জানিবে দিবা রাত্রি মলমাসে ॥
মলমাস কলা কাষ্ঠা ক্ষণ দিবা নিশি।
অমাবস্যা ওহে ঋষে আর পৌর্ণমাসী ॥
সূর্য্যের গতির দ্বারা হয় নিরূপণ।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন্ ॥
অমাবস্যাদিনে প্রাতে চন্দ্র দৃষ্ট হলে।
সিনীবালী কহে তারে শাস্ত্রে হেন বলে ॥
যে অমাবস্যায় চন্দ্র দৃষ্ট নাহি হয়।
কুহু নাম তার ইহা বুধগণ কয় ॥
যে পূর্ণিমাদিনে চন্দ্র পরিপূর্ণ থাকে।
রাকা বলি ডাকে তারে জগতের লোকে ॥
যে পূর্ণিমা চতুর্দ্দশী-সমন্বিতা হয়।
অনুমতী তার নাম ওহে মহোদয় ॥
সূর্য্যের গতিতে হয় উত্তর-অয়ন।
দক্ষিণ অয়ন হয় ওহে তপোধন ॥
মাঘ আদি ছয় মাস উত্তর অয়ন।
তার পর ছয় মাস দক্ষিন অয়ন ॥
এখন শুনহ বৎস বলি হে তোমারে।
লোকালোক-গিরিকথা জানহ অন্তরে ॥
কর্দ্দম নামেতে যেই ছিল প্রজাপতি।
চারি পুত্র তাঁর হয় ওহে মহামতি ॥*

* কর্দ্দম প্রজাপতির চারিপুত্র সুধামা, শঙ্খপাদ, হিরণ্যরোমা ও কেতুমান নামে প্রথিত। তাঁহারা

নির্দ্দন্দ্ব হইয়া সেই পুত্র চারিজন।
উক্ত গিরি চতুষ্পার্শ্ব করেন পালন॥
সূর্য্যপথ অজবীথী অভিধান ধরে।
তাহার দক্ষিণে আর অগস্ত্য-উত্তরে॥
পিতৃযান বিদ্যমান ওহে মতিমান্।
অনলপথের বহির্ভাগে বর্ত্তমান॥
ঋত্বিক্ কার্য্যরত অগ্নিহোত্রী ঋষিগণ।
পিতৃযানে অবস্থিত থাকি অনুক্ষণ॥
প্রতিযুগে জ্ঞানযোগে তথাকার জনে।
পালন করেন ঋষে জানিবেক মনে॥
বেদমন্ত্র তাঁরা সবে করিয়া স্থাপন।
তত্রস্থিত জনগণে করেন পালন॥
পিতৃযান যেই স্থানে আছে বিদ্যমান।
তাহার পূর্ব্বেতে যারা করে অবস্থান॥
যথাকালে তারা সবে ত্যজিয়া জীবন।
পশ্চিম দিকেতে পুনঃ লভয়ে জনম॥
পশ্চিম দিকেতে কিন্তু যারা যারা রয়।
মরিলে তাদের জন্ম পূর্ব্বদিকে হয়॥
সূর্য্যের দক্ষিণ দিক করিয়া আশ্রয়।
এরূপে তাহারা রহে যাবত প্রলয়॥
সূর্য্যপথ আছে এক নাগবীথী নাম।
তাহার উত্তর ভাগে আছে পিতৃযান॥
সপ্তর্ষিমণ্ডল হতে দক্ষিণ ভাগেতে।
বিদ্যমান আছে উহা জানিবেক চিতে॥
ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় কিম্বা জনগণ।
সেই স্থানে অবস্থিতি করে অনুক্ষণ॥
মৃত্যু তাঁহাদিগে নাহি আক্রমিতে পারে।
অতীব মহাত্মা তাঁরা জানিবে অন্তরে॥
আটাশী হাজার উর্দ্ধরেতা ঋষিগণ।
লোভাদি বিষয় ভোগ করিয়া বর্জ্জন॥*

অভিমানশূন্য, নিষ্পাপ, নির্দ্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া লোকালোক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর তাহার চারিদিক পালন করিতেছেন।

* বিষয় ভোগ অর্থাৎ লোভ, মৈথুন, ইচ্ছা, দ্বেষ, অপত্যোৎপাদন, কামনা ও শব্দাদি।

সূর্য্যের উত্তর দিকে করে অবস্থান।
যাবৎ প্রলয় নাহি হয় বর্ত্তমান॥
তার পর অমরত্ব লভিয়া সকলে।
প্রলয় অবধি সুখে থাকে স্বর্গপুরে॥
ত্রিলোক বিনষ্ট নাহি যত দিনে হয়।
ব্রহ্মহত্যাপাপ বৎস ততদিন রয়॥
অশ্বমেধফলভোগ হয় ততদিন।
শাস্ত্রেতে কীর্ত্তন করে যতেক প্রবীণ॥
যেই স্থানে ধ্রুব সদা করে অবস্থান।
তার নিম্নভাগ হতে ওহে মতিমান॥
পৃথিবী পর্য্যন্ত সব হয়ে যায় ক্ষয়।
দৈনন্দিন নামে যবে ঘটয়ে প্রলয়॥
ধ্রুবলোক অবস্থিত ঋষিগণোপরে।
বিষ্ণুর পরম পদ জানিবে উহারে॥
তৃতীয় লোক বলিয়া উহার আখ্যান।
পাপ কিম্বা পুণ্যক্ষয়ে ওহে মতিমান॥
সে পরম পদ লাভ করে যোগিগণ।
তথা গেলে শোক নাহি করে আক্রমণ॥
লোকসাক্ষী ধর্ম্মরত মহাত্মা-নিকর।
সাংখ্যযোগবলে হয়ে একান্ত অন্তর॥
সে পরম পদ লাভ করিয়া হরিষে।
সুখে অবস্থিতি করে সে পুণ্যপ্রদেশে॥
দিবাকর যথা দৃষ্ট শূন্যমার্গে হন।
যোগদর্শী মহাত্মারা জানিবে তেমন॥
বিবেকাত্ম জ্ঞানযোগে তাঁহারা সকলে।
সেই স্থান দরশন করে কুতূহলে॥
বিষ্ণুধাম ধ্রুবলোকে ওহে গুণধর।
ওতপ্রোত ভাবে আছে বিশ্ব চরাচর॥
মেঢ়ীভূত হয়ে নিজ ধ্রুব মহাত্মন।
ভগবান সূর্য্যদেবে করিছে ধারণ॥
সমুদায় জ্যোতিঃ আছে ধ্রুবের মাঝারে
জ্যোতির্ম্মধ্যে মেঘজাল আছে থরে থরে
মেঘমধ্যে বৃষ্টি আছে ওহে মহামতি।
বৃষ্টিমধ্যে জলরাশি করে অবস্থিতি॥
দেবাদি সমস্ত জীব সে জল দ্বারায়।
তৃপ্তি পুষ্টিলাভ করে কহিনু তোমায়॥

যজ্ঞ আদি অনুষ্ঠান করি নরগণ।
দেবতার পরিতুষ্টি করিলে সাধন ॥
সলিল বর্ষণ করি দেবতা-নিকর।
মঙ্গল বিধান করে নরের উপর ॥
বিষ্ণুধাম ধ্রুবলোক করিনু কীর্ত্তন।
ত্রিলোক আধার উহা অতি মনোরম
বাহির হইয়া গঙ্গা ধ্রুবলোক হ'তে।
দেবনারী গাত্র স্পর্শ করিয়া ক্রমেতে
লুপ্ত করি সবাকার অঙ্গ বিলেপন।
পিঙ্গলবর্ণ ক্রমে করেছে ধারণ ॥
বিষ্ণু পদাঙ্গুষ্ঠে অণ্ডকটাহ প্রথমে।
বিদীর্ণ হইলে গঙ্গা সেই পথে ক্রমে ॥
প্রবাহিত হয়ে গেছে ওহে মহাত্মন্।
অপূর্ব্ব ঘটনা পরে করহ শ্রবণ ॥
মহামতি ধ্রুব পরে ভক্তি সহকারে।
ধারণ করেছে তাঁরে আপনার শিরে।
এইরূপে প্রবাহিত হয়ে সুরধুনী।
তরঙ্গমালার দ্বারা ওহে মহামুনি ॥
ঋষিদের জটাজুট করি ভাসমান।
চন্দ্রমা-মণ্ডলে ক্রমে করেছে পয়াণ ॥
জলেতে প্লাবিত করি শশাঙ্কমণ্ডল।
নিপতিত হন পরে সুমেরু উপর ॥
জগৎ পবিত্র হেতু ওহে মহামতি।
চারিভাগে সুবিভক্ত হন ভগবতী ॥
সীতা ও অলকানন্দা চক্ষুভদ্রা আর
এই চারি নাম তাঁর জগতে প্রচার ॥
ভগবান্ পশুপতি অলকনন্দারে।
শত বর্ষ ধরি ছিল আপনার শিরে ॥
তারপর জটাজুট করিয়া ছেদন।
বাহির করিয়া দেন দেব ত্রিনয়ন ॥
বাহির হইয়া দেবী গিয়া সুরপুরে।
প্লাবিত করেন সব সানন্দ অন্তরে ॥
তার পর ধরাতলে করিয়া গমন।
তারিলেন পাপিগণে ওহে মহাত্মন্ ॥
সগর-সন্তানগণে করিয়া উদ্ধার।
করিলেন বিশ্বমাঝে মহিমা প্রচার ॥

তাঁহার সলিল হয় পবিত্র যেমন।
বর্ণন করিতে তাহা পারে কোন জন ॥
গঙ্গাজলে স্নান করে সেই মহামতি।
বিনাশে তাহার যত পাতক-সংহতি ॥
মহাপুণ্য লাভ করে সেই মহাত্মন্।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যাঁরা ওহে মতিমান্।
পিতৃগণে গঙ্গাজল করেন প্রদান ॥
তিন বর্ষ তৃপ্ত তার থাকে পিতৃগণ।
বহু পুণ্য উপার্জ্জন করে দাতাজন ॥
কত বিপ্র কত রাজা সায়ে গঙ্গাজল।
মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করি নিরন্তর ॥
যতনে হরির করি তৃপ্তি সম্পাদন।
উভলোকে মহৈশ্বর্য্য করেছে অর্জ্জন ॥
গঙ্গাজলে স্নান করি যত যতিজন।
পাপরাশি দূর করি ওহে তপোধন ॥
হরি প্রতি নিজ মন বাখিয়া যতনে।
করিয়াছে নির্ব্বাণ লাভ জানিবেক মনে ॥
প্রতিদিন গঙ্গা নাম করিলে শ্রবণ।
গঙ্গাজল লাভ হেতু করিলে মনন ॥
অথবা দর্শন কৈলে জাহ্নবী দেবীরে।
কিম্বা তার জল স্পর্শ করিলে সাদরে ॥
অথবা জাহ্নবীজল যদি করে পান।
কিম্বা গঙ্গাজলে করে বিধানেতে স্নান ॥
প্রতিদিন গঙ্গা নাম করিলে কীর্ত্তন।
অখিল পাতক তার হয় বিমোচন ॥
পরম পবিত্র হয় যে জন সংসারে।
শাস্ত্রের বিচার এই কহিনু তোমারে ॥
গঙ্গা হ'তে দূরে থাকি শতেক যোজন।
গঙ্গা গঙ্গা নাম যদি করে উচ্চারণ ॥
জন্মত্রয়-কৃত পাপ বিনাশে তাহার।
গঙ্গার মাহাত্ম্য আছে জগতে প্রচার ॥
নির্গত হইয়া গঙ্গা ধ্রুবলোক হ'তে।
করিয়াছে ত্রিলোক পূত জানিবেক চিতে ॥
বিষ্ণু পুরাণের কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥ ১১৭

নবম অধ্যায়।

—*—

বিষ্ণুর শিশুমারাকৃতি দিব্যরূপ বর্ণন।

পরাশর কহে বৎস শুন তার পরে।
শিশুমারাকৃতি কথা কহিব তোমারে॥
শ্রীহরির দিব্য মূর্ত্তি শিশু মারাকৃতি।
গগনে বিরাজ করে ওহে মহামতি॥
ধ্রুব তার পুচ্ছদেশে করে অবস্থান।
সে মূর্ত্তি আকাশপথে ভ্রমে অবিরাম॥
ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র-আদিত্যাদি করি।
গ্রহগণে ভ্রমিতেছে চারিদিকে ফিরি॥
যখন সে মূর্ত্তি করে গগণে ভ্রমণ।
নক্ষত্র মণ্ডল ধায় চক্রের মতন॥
তার পিছু পিছু ধায় নক্ষত্র মণ্ডল।
শুন শুন তার পর ওহে গুণধর॥
সূর্য্য চন্দ্র তারা ঋক্ষ আর গ্রহগণ।
ধ্রুবদেহে বদ্ধ আছে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
শিশুমার সম রূপ গগনমণ্ডলে।
বিদ্যমান আছে যাহা কহিনু তোমারে॥
আধারস্বরূপ হয়ে দেব নারায়ণ।
তাহার হৃদয়ে বাস করে অনুক্ষণ॥
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহামতি।
নারায়ণে আরাধিয়া করিয়া ভকতি॥
শিশুমার-পুচ্ছদেশ করি আলম্বন।
করিছেন অবস্থিতি ওহে তপোধন॥
নারায়ণ হন শিশুমারের আধার।
ধ্রুবের আধার হয় সেই শিশুমার॥
সূর্য্যের আধার ধ্রুব জানিবে অন্তরে।
বিশ্বের আধার সূর্য্য খ্যাত চরাচরে॥
আটমাস দিবাকর নিক্ষেপি কিরণ।
পৃথিবীর যত রস করি আকর্ষণ॥
সলিল বর্ষণ করে চারিমাস পরে।
তাহাতে প্রচুর শস্য জনমে ভূতলে॥
সেই শস্য দ্বারা হয় জীবন ধারণ।
পৃথিবীর সবে রহে পুলকিতমন॥

প্রখর কিরণজালে ভূমিগত জল।
আকর্ষণ করি ক্রমে দেব দিবাকর॥
সেই জল দ্বারা পুষ্ট করে শশধরে।
তার পর শুন শুন বলিহে তোমারে॥
শশাঙ্কের বায়ুময় নাল দ্বারা পরে।
সেই জল পড়ে ক্রমে মেঘের উপরে॥
ধুম অগ্নি বায়ু এই তিনের বিকার।
মিলিত হইয়া করে মেঘের সঞ্চার॥
বায়ু সহ যোগ ভিন্ন মেঘ হ'তে জল।
কভু না পতিত হয় ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর॥
এহেতু মেঘের হয় অভ্র অভিধান্।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্॥
বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হ'লে তার পরে।
মেঘ হ'তে বারিধারা পড়ে ধরাতলে॥
নদ নদী সরোবর অথবা সাগর।
আকর্ষে সবার জল দেব দিবাকর॥
কভু যদি নাহি থাকে মেঘের সঞ্চার।
তথাপি কিরণ দ্বারা সূর্য্য বিশ্বাধার॥
মন্দাকিনীজল বহে করি আকর্ষণ।
পৃথ্বীতলে সেই জল করেন বর্ষণ॥
সেই জল স্পর্শমাত্র মানব শরীরে।
কভু নাহি পাপ থাকে জানিবে অন্তরে॥
সেই জলে স্নান কার্য্য করিলে সাধন।
কভু না নিরয়গামী হয় সেই জন॥
নির্ম্মল আকাশে সূর্য্য উদিত থাকিলে।
মন্দাকিনীজল তাঁর কিরণের বলে॥
আকৃষ্ট হইয়া পড়ে ধরার উপর।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচর॥
সূর্য্যের প্রকাশসত্ত্বে সেই সব জল।
বিষম নক্ষত্রে পড়ে ধরার উপর।
নিক্ষেপ করয়ে তাহা দিক্ হস্তীগণ।
যুগ্মনক্ষত্রেতে যাহা হয় বরিষণ॥
সূর্য্যরশ্মি দ্বারা তাহা ভূমিতলে পড়ে।
পরম পবিত্র উহা জানিবে অন্তরে॥
নরগণ যদি সেই জলে করে স্নান।
পাপ হ'তে অবিলম্বে লভে পরিত্রাণ॥

মেঘ হ'তে যেই জল পড়ে ধরাতলে।
ধান্যাদি ওষধি সেই সলিলেতে বাড়ে ॥
সেই সব ধান্য আর ওষধি সকল।
জীবের জীবিকারূপ ওহে গুণধর ॥
ভূমিতলে যেই শস্য হয় উৎপাদন।
তাহা দিয়া যজ্ঞ করে জ্ঞানী মহাজন ॥
সেই যজ্ঞ হেতু তৃপ্তি দেবগণ পায়।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু তোমায় ॥
যজ্ঞ বেদ বিপ্র আদি বর্ণচতুষ্টয়।
দেবগণ পশু পক্ষী অন্য জীবচয় ॥
বৃষ্টিকে আশ্রয় করি রয়েছে সকলে।
বৃষ্টি হ'তে ভক্ষ্য দ্রব্য জানিবে ভূতলে ॥
সূর্য্যদেব হন সেই বৃষ্টির আধার।
সূর্য্যের আধার হন ধ্রুব গুণাধার ॥
শিশুমার দিব্য মূর্ত্তি ওহে মহাত্মন্।
ধ্রুবের আধার হন জানে সর্ব্বজন ॥
নারায়ণ হন শিশুমারের আধার।
শিশুমার হৃদে থাকি গুণাধার ॥
অখিল জগৎ সদা করিছে পালন।
তোমার নিকটে সব করিনু কীর্ত্তন ॥ ২৫

দশম অধ্যায়।

—※—

সূর্য্যের রথাধিষ্ঠিত দেবাদির বিবরণ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
সূর্য্যরথাশ্রিত দেবগণ বিবরণ ॥
জ্যোতিশ্চক্র-অন্তর্গত কাষ্ঠদ্বয় মাঝে।
বিস্তৃত বিশাল এক পথ যে বিরাজে ॥
বিস্তার তাহার হয় আশী-শ যোজন।
রথোপরি সূর্য্যদেব করি আরোহণ ॥
সেই পথ আলম্বন করিয়া সাদরে।
একবার আরোহণ করেন বৎসরে ॥
বারেক করেন পুনঃ অব-আরোহণ।
উহারে বার্ষিক গতি কহে সুধীগণ ॥

প্রতি মাসে তাঁর রথে ওহে মহামতি।
ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য ও ঋষি করে স্থিতি
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যক্ষ রক্ষ নাগগণ।
প্রতি মাসে ভিন্ন ভিন্ন জানিবে সুজন ॥
যেইকালে ভগবান্ দেব দিবাকর।
জ্যোতিশ্চক্র আলম্বিয়া ওহে ঋষিবর ॥
গমনে প্রবৃত্ত হন সে হেন সময়ে।
মহর্ষিরা স্তব করে সানন্দ হৃদয়ে ॥
গন্ধর্ব্বেরা পুরোভাগে করি অবস্থিতি।
মনসুখে গীত করে ওহে মহামতি ॥
মনসুখে নৃত্য করে অপ্সরার গণ।
সূর্য্য অনুগামী হয় নিশাচরগণ ॥
বহন করয়ে রথ পন্নগ তাঁহার।
যক্ষেরা চালায় রথ ওহে গুণাধার ॥

* চৈত্র প্রভৃতি দ্বাদশমাসে পর্য্যায়ক্রমে ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, বিভাবসু, অংশু, ভগ, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামক দ্বাদশ আদিত্য, ক্রতুস্থলী, পুঞ্জিকস্থলী, মেনকা, রম্ভা, প্রম্লোচা, উম্লোচা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, তিলোত্তমা ও রম্ভা এই দ্বাদশ অপ্সরা, পুলস্ত্য, পুলহ, দক্ষ, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু, গৌতম, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, ক্রতু, যমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র এই দ্বাদশ ঋষি, বাসুকি, কঙ্কনীর, তক্ষক, শুক্র, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ধনঞ্জয়, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ, রথকৃৎ, অথৌজা, রথস্বন, রথচিত্র, স্রোত, আপূরণ, সুরুচি, পরাবসু, তার্ক্ষ্য, ঊর্ণায়ু, ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ এই দ্বাদশ যক্ষ, হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয়, সহজন্য, সর্প, ব্যাঘ্র, বাত, শ্যেনজিৎ, বিদ্যুৎ, স্ফূর্জ্য, ব্রহ্মপেত ও যজ্ঞাপেত এই দ্বাদশ রক্ষ এবং তুম্বুরু, নারদ, হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, সুসেন, রুচি, চিত্রসেন, অরিষ্টনেমি, ধৃতরাষ্ট্র, ও সূর্য্যবর্চ্চা এই দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব ভাস্করমণ্ডলে অবস্থিতি করেন। এই প্রকারে ঐ সপ্তগণ বিষ্ণুশক্তি দ্বারা আবৃত হইয়া ঐ সকল মাসে দিবাকরমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

চারিদিকে থাকি বালখিল্য ঋষিগণ।
বদনে সূর্য্যের জয় করয়ে কীর্ত্তন॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির কারণ হইযে।
এইরূপে সপ্তগণ সানন্দ হৃদযে॥
ভাস্কর মণ্ডলে সদা করে অবস্থিতি।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি।
সেই জন এই কথা করযে শ্রবণ।
অথবা ভকতি করি করে অধ্যযন॥
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয।
অন্তিমে সে জন যায বৈকুণ্ঠ আলয॥
সুযশ তাহার গায যত দেবগণ।
অপ্সরারা করে তারে সতত সেবন॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
বিরচিযা দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর॥

একাদশ অধ্যায়।

দিবাকরে বিষ্ণুশক্তির আবির্ভাব কথন।

মৈত্রেয জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
কহিলে হে সপ্তগণ শীতাদি-কারণ॥
গন্ধর্ব্ব উরগ রক্ষ মহর্ষি-নিকর।
যক্ষ ও অপ্সরা আদি ওহে বিজ্ঞবর॥
ইহাদের বিবরণ করিনু শ্রবণ।
কিন্তু নিবেদন করি ওহে ভগবন্॥
সূর্য্যের বিষয সব অজ্ঞাত আমার।
এখনো রয়েছে ওহে গুণের আধার॥
হিমাদি বর্ষণ যদি করে সপ্তগণ।
সূর্য্য হ'তে তবে বল হয় কি করম॥
উদিত ও অস্তগত হন কি কারণে।
এই সব বিশেষিযা কহ মম স্থানে॥
পরাশর কহে শুন ওহে মহামতি।
বলিব তোমার পাশে অপূর্ব্ব ভারতী
সপ্তগণ হ'তে শ্রেষ্ঠ সূর্য্য ভগবান্।
তাহার কারণ বলি কর অবধান॥

ঋক্ যজু সামসংজ্ঞ যে বিষ্ণুশকতি।
তাহার স্বরূপ হন সূর্য্য মহামতি॥
তাঁহা হ'তে সন্তাপিত হতেছে সংসার।
নিষ্পাপ করেন বিশ্ব সূর্য্য গুণাধার॥
জগতের রক্ষা হেতু দেব নারাযণ।
ঋক্ যজু সামরূপ করিযা ধারণ॥
ভাস্কর মণ্ডলে সদা করেন বসতি।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে মহামতি॥
যে মাসেতে যে আদিত্য আবির্ভূত হয।
ত্রিবেদাত্ম বিষ্ণুশক্তি সে হেন সময॥
সেই সেই আদিত্যেতে করে অবস্থান।
তার পর শুন বলি ওহে মতিমান্॥
পূর্ব্বাহ্নে ঋগ্বেদ দ্বারা দেব দিবাকর।
সন্তাপিত হযে থাকে ওহে মুনিবর॥
যজুর্ব্বেদ দ্বারা হন মধ্যাহ্ন-সমযে।
সাযাহ্নেতে সামদ্বারা জানিবে হৃদয়ে॥
এই ত্রয়ীময়ী ঋযে বিষ্ণুর শকতি।
সূর্য্যের অঙ্গস্বরূপ শাস্ত্রের ভারতী॥
প্রতি মাসে সূর্য্য সেই শক্তির দ্বারায।
আক্রান্ত হইযা থাকে কহিনু তোমায॥
কেবল সূর্য্যকে শক্তি করেছে আশ্রয।
হেন বোধ নাহি কর ওহে মহোদয॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রদেব যে শক্তি দ্বারায।
সমাক্রান্ত হযে আছে কহিনু তোমায়॥
সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা দেব পদ্মাসন।
ঋক্‌বেদময রূপ করিযা ধারণ॥
জগতের সৃষ্টি করে জানিবে অন্তরে।
তার পর শুন শুন বলি হে তোমারে॥
যজুর্ব্বেদময রূপ করিযা ধারণ।
শ্রীবিষ্ণু করেন সদা জগত পালন॥
সামবেদময় রূপ ধরি কুতূহলে।
সংহার করেন রুদ্র জগত-সংসারে॥
বিষ্ণুশক্তি দ্বারা সূর্য্য এহেন প্রকারে।
আক্রান্ত হইয়া সদা সংসার-ভিতরে॥
প্রথম কিরণজাল করি বরিষণ।
বিশ্বের তিমির জাল করয়ে নিধন॥

মহর্ষিরা নিরন্তর থাকি তাঁর পাশে ।
করিছেন স্তুতিবাদ মনের হরিষে ॥
গন্ধর্ব্বেরা পুরোভাগে করি অবস্থান ।
সঙ্গীত করিছে সদা ওহে মতিমান্ ॥
হরিষে করিছে নৃত্য অপ্সরা সকল ।
সদা অনুগামী হয় নিশাচর সকল ॥
পন্নগ ও বালখিল্য যত ঋষিগণ ।
তাঁর চতুর্দ্দিকে বাস করে সর্ব্বক্ষণ ॥
উদয় অথবা অস্তগমন তাঁহার ।
কেবল কল্পনা মাত্র কহিলাম সার ॥
সপ্তগণ সদা ন্যায়ে করিনু কীর্ত্তন ।
বিষ্ণুশক্তি হ'তে ভিন্ন নহে কদাচন ॥
প্রতিমূর্ত্তি যথা থাকে দর্পণ ভিতরে ।
বিষ্ণুশক্তি সেইরূপ আছে দিবাকরে ॥
প্রতিমাসে সূর্য্যদেবে করিয়া আশ্রয় ।
বৈষ্ণবী শকতি থাকে নাহিক সংশয় ॥
সূর্য্যদেব সদা থাকি গগনমণ্ডলে ।
দিবারাত্রি সংবিভাগ করি কুতূহলে ॥
দেবতা মনুষ্য আর যত পিতৃগণ ।
সবার সন্তোষ সুখে করেন সাধন ॥
সূর্য্যরশ্মি দ্বারা চন্দ্র হয় রশ্মিময় ।
বর্দ্ধিত হয়েন আরো জানিবে নিশ্চয় ॥
দেবগণ কৃষ্ণপক্ষ হয় যেইকালে ।
পান করে শশধরে মনকুতূহলে ॥
নিঃশেষরূপেতে সবে ক্রমে করে পান ।
পুনঃ কৃষ্ণপক্ষ ক্ষয় হ'লে মতিমান্ ॥
পুনর্ব্বার সূর্য্য দ্বারা দেব শশধর ।
সংবর্দ্ধিত হয়ে থাকে ওহে বিজ্ঞবর ॥
প্রাণিগণে পরিতুষ্ট করিবার তরে ।
শস্য বৃদ্ধি করণার্থ অদর্শনা ভরে ॥
পৃথিবীসংস্থিত রস করে আকর্ষণ ।
তাহা হ'তে তৃপ্ত হয় দেব-পিতৃগণ ॥
মনুষ্য অথবা আর প্রাণী সমুদয় ।
তাঁহা হ'তে তৃপ্ত হয় জানিবে নিশ্চয় ॥
পক্ষতৃপ্তি দান সূর্য্য করে দেবগণে ।
পিতৃগণে মাসতৃপ্তি দেন সযতনে ॥
নিত্যতৃপ্তি নরগণে করেন প্রদান ।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্ ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুললিত অতি ।
বিরচিল দ্বিজ কালী করিয়া ভকতি ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

—০—

চন্দ্র প্রভৃতির রথ বর্ণন ও গ্রহগণের স্থিতি ।

মৈত্রেয়েরে সম্বোধিয়া ঋষি পরাশর ।
মধুর বচনে কহে ওহে মুনিবর ॥
শশাঙ্কের রথ হয় ত্রিচক্রে মণ্ডিত ।
দুই দিকে দশ অশ্ব আছয়ে যোজিত ॥
কুন্দপুষ্প সম অশ্ব ধবলবরণ ।
সেই রথে চন্দ্রদেব করেন ভ্রমণ ॥
ধ্রুবকে আশ্রয় করি গ্রহ সমুদায় ।
শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে কহিনু তোমায় ॥
সূর্য্যরশ্মি হ্রাস বৃদ্ধি হইবে যেমন ।
তাহারাও হ্রাস বৃদ্ধি লভিবে তেমন ॥
সূর্য্যের যতেক অশ্ব সাগর হইতে ।
উদিত হইয়াছিল জানিবেক চিতে ॥
বারেক উহারা রথে হইয়া যোজিত ।
কল্পকাল বহি লয় জানিবে নিশ্চিত ॥
বিযুক্ত না হয় আর এ কালমাঝারে ।
শাস্ত্রের ভারতী এই কহিনু তোমারে ॥
চন্দ্রমারে পান কৈলে যত দেবগণ ।
সূর্য্য দ্বারা পুনঃ তিনি হয়েন বর্দ্ধন ॥
দেব-পিতৃগণ পান করিবার পরে ।
এককলা থাকে মাত্র জানিবে অন্তরে ॥
সেই কলাক্রমে সূর্য্যরশ্মির দ্বারায় ।
বর্দ্ধিত হইয়া পুনঃ উঠয়ে ধরায় ॥
কৃষ্ণপক্ষে যেই দিনে যেই পরিমাণে ।
দেবগণ পান করে দেব চন্দ্রধনে ॥
শুক্লপক্ষে সেই দিনে সেই পরিমাণে ।
সূর্য্যদ্বারা পুষ্ট চন্দ্র হন ক্রমে ক্রমে ॥
আবার পুনশ্চ সবে করে তারে পান ।
এইরূপে ক্ষয় বৃদ্ধি হয় দৃশ্যমান ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ কোটি দেবগণের মাঝারে।
কেহ না বিমুখ পনে করিতে তাঁহারে॥
পীত হ'লে অবশিষ্ট কলা যাহা রয়।
ভাস্করমণ্ডলে তাহা প্রবেশে নিশ্চয়॥
অমাকলা পশে সেই ভাস্কর-মণ্ডলে।
ভাস্কররশ্মিতে অমাকলা বাস করে॥
কৃষ্ণপক্ষে শেষদিন তাই মহোদয়।
অমাবস্যা নামে খ্যাত ধরাতলে হয়॥
অমাবস্যা হয় মাসে যে দিন উদয়।
প্রথমে চন্দ্রমা করে জলেতে আশ্রয়॥
বীরুধ আশ্রয় চন্দ্র করে তার পরে।
শেষেতে আশ্রয় লয় দেব দিবাকরে॥
এই হেতু অমাবস্যা দিনে কদাচন।
ভ্রমেও করিতে নাই বৃক্ষাদি ছেদন॥
পত্রমাত্র যদি কেহ কাটে সেই দিনে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তারে তখনি আক্রমে॥
শুন শুন তপোধন অমাবস্যাকালে।
চন্দ্রের পোনের কলা নিঃশেষিত হ'লে॥
অপরাহ্ণে তাঁরে ত্যাগ করে পিতৃগণ।
তার পর শুন শুন ওহে তপোধন॥
পীত হ'লে অবশিষ্ট কলা যাহা রয়।
নিষ্কৃতি নাহিক তার ওহে মহোদয়॥
সূর্য্যরশ্মি হ'তে সুধা অমাবস্যা দিনে।
নিঃসৃত যখন হয় শুন অবধানে॥
পিতৃগণ মহাসুখে তাহা করে পান।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্॥
সৌম্য বর্হিসদ আর অগ্নিষ্বাত্তা নামে।
তিনরূপ পিতৃগণ বিদিত ভুবনে॥
মাসব্যাপী তৃপ্তি তাহে তাঁহাদের হয়।
তৃপ্তির কারণ মাত্র চন্দ্রমা নিশ্চয়॥
তাঁহা হ'তে শুক্লপক্ষে তৃপ্ত দেবগণ।
কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণ পরিতুষ্ট হন॥
অমৃত-সলিলকণা করি বিতরণ।
ওষধির তৃপ্তি চন্দ্র করেন সাধন॥
পশু পক্ষী নর আদি যত জীবগণ।
সকলে লভয়ে তৃপ্তি চন্দ্রের কারণ॥

চন্দ্রের তনয় বুধ বিদিত ভুবনে।
তাঁহার রথের কথা শুন অবধানে॥
বায়ু আর অগ্নি দ্বারা সে রথ নির্ম্মাণ।
অষ্ট অশ্ব আছে তাহে ওহে মতিমান্॥
সে সব অশ্বের হয় পিঙ্গল বরণ।
সেই রথে বুধ সদা করে বিচরণ॥
অসংখ্য তূণীর আর নানা পতাকায়।
শুক্রের অপূর্ব্ব রথ অতি শোভা পায়॥
ধরাজাত অষ্ট অশ্ব ওহে তপোধন।
শুক্রের সে রথ সদা করিছে বহন॥
স্বর্ণময় রথ হয় মঙ্গলের জানি।
অষ্ট অশ্ব তাহে যেন পদ্মরাগমণি॥
সেই রথে কুজদেব করি আরোহণ।
দিবানিশি মনসুখে করেন ভ্রমণ॥
কাঞ্চন রথেতে চড়ি দেব বৃহস্পতি।
ভ্রমিছেন রাশিচক্র ওহে মহামতি॥
অষ্ট অশ্ব আছে তাহে পাণ্ডব বরণ।
শনির রথের কথা করহ শ্রবণ॥
শূন্যজাত অষ্ট অশ্ব সেই রথে হয়।
ধবলবরণ তারা ওহে মহোদয়॥
সেই রথে আরোহণ করি শনৈশ্চর।
মন্দ মন্দ গতি যাঁর ভ্রমে নিরন্তর॥
ধূসর বরণ রথে করি আরোহণ।
রাহুদেব দিবানিশি করে বিচরণ॥
ভৃঙ্গ সম কৃষ্ণবর্ণ অষ্ট অশ্ব তায়।
যোজিত রয়েছে সদা কহিনু তোমায়॥
বারেক যোজিত হয়ে সেই অশ্বগণ।
নিরন্তর রাহুদেবে করিছে বহন॥
সূর্য্য হ'তে পর্ব্বকালে হয়ে নিঃসরণ।
সেই রাহু করে খাসে চন্দ্রকে গ্রহণ॥
সৌরপর্ব্বে চন্দ্র হ'তে নিঃসৃত হইয়ে।
সূর্য্যকে গ্রহণ করে প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
কেতু যবে আরোহণ করে রথোপরে।
অষ্ট অশ্ব বায়ুবেগে বহে সেই কালে॥
লাক্ষারস সম বর্ণ সেই অশ্বগণ।
নবগ্রহ-রথকথা করিনু কীর্ত্তন॥

গ্রহ তারা নক্ষত্রাদি এই সমুদয়।
ধ্রুবেতে নিবদ্ধ হয়ে ওহে মহোদয় ॥
বাতরশ্মি দ্বারা সবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
নির্দ্দিষ্ট পথেতে ঋষে করিছে ভ্রমণ ॥
তারা নক্ষত্রাদি গ্রহ যেই সংখ্যা ধরে।
বাতরশ্মি ততসংখ্য জানিবে অন্তরে ॥
এক এক বাতরশ্মি দ্বারায় সকলে।
ধ্রুবেতে নিবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে ॥
তাদের সংযোগে ধ্রুব করে বিচরণ।
কহিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন ॥
তৈলযন্ত্র স্বয়ং যথা বিচরণ করে।
ভ্রমণ করায় চক্রে জানে সর্ব্বনরে ॥
সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় যত গ্রহগণ।
বাতরজ্জু দ্বারা বদ্ধ হয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥
ভ্রমণ করিছে সদা আকাশ মাঝারে।
ভ্রমণ করায় পুনঃ জানিবে ধ্রুবেরে ॥
বাতচক্র দ্বারা হয় উহারা প্রেরিত।
সে হেতু ভীষণ গতি হয় যে লক্ষিত ॥
জ্যোতির্ম্ময় গ্রহগণে করেন বহন।
এহেতু প্রবহ নাম ধরেন পবন ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
মন দিয়া শুন বৎস বলিহে তোমায় ॥
শিশুমার মূর্ত্তি পূর্ব্বে করেছি কীর্ত্তন।
তাহে যে যে গ্রহ আছে ওহে মতিমান্ ॥
বিস্তারে সে সব কথা কহিব তোমারে।
শুনিলে পুণ্যের বৃদ্ধি পাতক সংহারে ॥
দিবাভাগে পাপ কার্য্য করি আচরণ।
শিশুমার মূর্ত্তি রাত্রে যে করে দর্শন ॥
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়।
সমূলে বিনাশ পায় নাহিক সংশয় ॥
শিশুমারাশ্রিত গ্রহ যেই পরিমাণে।
দরশন করে ঋষে আপন নয়নে ॥
তত বর্ষ সেই জন থাকয়ে জীবিত।
শাস্ত্রের ভারতী এই জানিবে নিশ্চিত ॥
সে মূর্ত্তির হনুদেশে ওহে তপোধন।
উত্তানপাদের স্থিতি আছে অনুক্ষণ ॥
যজ্ঞ অবস্থিত সদা করিছে অধরে।
অবস্থিত আছে ধর্ম্ম মস্তক উপরে ॥
হৃদয়ে করেন স্থিতি দেব নারায়ণ।
পূর্ব্বপাদদ্বয়ে স্থিত অশ্বিনী-নন্দন ॥
পশ্চিম শকথিদ্বয়ে বরুণ ভাস্কর।
শিশ্নদেশে অবস্থিত আছে সম্বৎসর ॥
গুহ্যে মিত্র অবস্থিতি করে সর্ব্বক্ষণ।
পুচ্ছদেশে অগ্নি আদি আছে চারিজন ॥*
এই চারি তারা কভু অস্ত নাহি যায়।
আকাশমণ্ডলে সদা ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
এই আমি তব পাশে ওহে তপোধন।
কহিনু পৃথিবী গ্রহ দ্বীপ বিবরণ ॥
সমুদ্র পর্ব্বত বর্ষ নদী সমুদায়।
ইহাদের বিবরণ কহিনু তোমায় ॥
অধিবাসে আছে যারা সেই সেই স্থানে।
কহিনু তাদের কথা তোমার সদনে ॥
তাদের স্বরূপ এবে করিব কীর্ত্তন।
অবহিতে মন দিয়া করহ শ্রবণ ॥
বিষ্ণুদেহ সমুৎপন্ন সলিল হইতে।
পৃথিবী উদ্ভূত ঋষে বিষ্ণুদেহ হ'তে ॥
ভুবন পর্ব্বত দিক্ সাগর কানন।
জ্যোতিষ্ক মণ্ডল কিম্বা নদ নদীগণ ॥
বিষ্ণুর স্বরূপমাত্র এই সমুদায়।
তাঁ হ'তে অতীত কিছু নাহিক কোথায় ॥
যত কিছু বস্তু নেত্রে হয় দরশন।
বিষ্ণুর মূরতিভেদ ওহে তপোধন ॥
কিন্তু নিজে বস্তুভূত নহে কভু তিনি।
কহিনু তোমার পাশে নিগূঢ় কাহিনী ॥
সমুদ্র পর্ব্বত পৃথ্বী ইত্যাদি করিয়ে।
যাহা কিছু আছে বিশ্বে জানিহ হৃদয়ে ॥
হরি হ'তে পৃথগ্ ভাব সেই সবাকার।
বিজ্ঞানে নির্দ্দিষ্ট আছে ওহে গুণাধার ॥

* অগ্নি, মহেন্দ্র, কশ্যপ ও ধ্রুব পুচ্ছদেশে অবস্থিত। এই চতুষ্টয়ের অস্তগমন নাই।

কর্ম্মক্ষয় হ'লে পরে ওহে মতিমান্।
যখন জনমে আসি সুবিশুদ্ধ জ্ঞান॥
বস্তুভেদবিষয়ক জ্ঞান সেই কালে।
তিরোহিত হয়ে যায় জানিবে অন্তরে॥
সঙ্কল্প-তরুর বন পায় তিরোধান।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্॥
ইহলোক আদি মধ্য অন্তহীন আর।
আছে কি না কোন বস্তু ওহে গুণাধার
এরূপ সংশয়ারূঢ় হইয়া অন্তরে।
তর্ক করা বৃথামাত্র কহিনু তোমারে॥
ফল কথা কালক্রমে ওহে মহোদয়।
বস্তু মাত্র অন্যরূপ বল দৃষ্ট হয়॥
পৃথিবী হইতে ঘট জন্মিছে যখন।
ঘট হ'তে কপালিকা ওহে তপোধন॥
কপালিকা হ'তে রজ সমুদ্ভূত হয়।
রজ হ'তে পরমাণু হতেছে নিশ্চয়॥
তখন সে পরমাণু ঘটাদি আখ্যানে।
কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হবে ভাব দেখি মনে॥
এ হেতু বিজ্ঞান সম নাহি কিছু আর।
বিজ্ঞান সবার শ্রেষ্ঠ কহিলাম সার॥
বিভিন্ন-মানস ব্যক্তি যাহারা ভূতলে।
বহুধা কল্পনা তারা করে বিজ্ঞানেরে॥
নিজ কর্ম্ম ভেদে হয় সেরূপ কল্পন।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বচন॥
সে পরম জ্ঞানরূপী বিষ্ণু ভগবান্।
বিশোক শব্দাদিহীন পরেশ আখ্যান॥
একমাত্র বাসুদেব জানিবে তাঁহারে।
সত্যকেই জ্ঞান বলি শাস্ত্রের বিচারে॥
অসত্য অজ্ঞান বলি খ্যাত চরাচর।
কহিনু তোমার পাশে করিয়া বিস্তার॥
ভুবন-আশ্রিত আসে যত ব্যবহার।
কীর্ত্তন করিনু তাহা নিকটে তোমার॥
যজ্ঞ পশু ঋত্বিক্ বহ্নি সোমরস কাম।
ইহাদের অন্তর্গত কার্য্য অনুষ্ঠান॥
যদি কেহ করে তবে ওহে তপোধন।
পৃথিব্যাদি লোক লাভ করি সেই জন
সেই অনুরূপ ফল উপভোগ করে।
কর্ম্মবশ্য লোক তিনি জানিবে সংসারে॥
কিন্তু হে বিজ্ঞানবলে যেই সব জন।
নিরূরে জানিতে পারে ওহে তপোধন॥
হরিতে বিলীন হয় তাহারা সকলে।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু তোমারে॥
পুরাণের সার এই শ্রীবিষ্ণু পুরাণ।
দ্বিজ কালী বিরচিয়া সুখে ভাসমান॥ ৪৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—*—

জড়ভরতোপাখ্যান ও সৌবীর রাজের প্রতি ভরতের তত্ত্বোপদেশ।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
পৃথিবীর স্থিতি আমি করিনু শ্রবণ॥
নদ নদী গ্রহগণ অথবা সাগর।
ইহাদের স্থিতি হৈল শ্রবণ-গোচর॥
ত্রিলোক-আধার হয়ে বিষ্ণু সনাতন।
যেরূপে আছেন স্থিত করিনু শ্রবণ॥
জানায় পরমার্থ যতেক বিষয়।
কিন্তু এবে নিবেদন ওহে দয়াময়॥
বলিয়াছিলেন পূর্ব্বে ওহে ভগবন্।
করিবারে ভরতের চরিত কীর্ত্তন॥
এখন শুনিতে তাহা বাসনা অন্তরে।
কৃপা করি কহ প্রভো অধীন গোচরে॥
বাসুদেবে ভক্তি রাখি ভরত নৃপতি।
যেইরূপে শালগ্রামে করিলেন স্থিতি॥
পবিত্র প্রদেশে পরে করি অবস্থান।
বিপ্রবংশে পুনর্জ্জন্ম লভে মতিমান্॥
জন্মান্তরীন সংস্কার বশেতে নৃপতি।
যে কার্য্য করেন বিপ্রগৃহে করি স্থিতি॥
সে সব বিস্তারে এবে করহ কীর্ত্তন।
শুনিয়া সার্থক করি এ ছার জীবন॥
এত শুনি মিষ্টভাষে কহে পরাশর।
শুন বৎস তোমা পাশে দিতেছি উত্তর॥

ভরত নৃপতি ভক্তি রাখি নারায়ণে।
বহুকাল অবস্থিত ছিল শালগ্রামে ॥
অহিংসাদি যত গুণ আছে মহোদয়।
সর্বাল করিয়াছিল ভরতে আশ্রয় ॥
সদগুণে ভূষিত রাজা হয়ে নিরন্তর।
নারায়ণে পূজা করি হয়ে একান্তর ॥
চিত্তের ঐকাগ্র্য লাভ হয়েছিল তাঁর।
হরি নাম তাঁর মুখে ছিল অনিবার ॥
যজ্ঞেশ অচ্যুত কৃষ্ণ গোবিন্দ মাধব।
কোথা বিষ্ণু হৃষীকেশ অনন্ত কেশব
এই সব কথা ভিন্ন তাঁহার বদনে।
অন্য কথা নাহি ছিল শয়নে স্বপনে ॥
সমিৎ কুশ পুষ্প আদি করি আহরণ
করিতেন সদা তিনি দেবতা-পূজন ॥
বিষয় আসক্তি-হীন হয়ে নিরন্তর।
করিত এ সব কার্য্য সেই নৃপবর ॥
এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে।
স্নানার্থ গেলেন রাজা মহানদী তীরে
যথাবিধি স্নান তথা করিয়া সাধন।
সন্ধ্যা উপাসনা শেষ করেন রাজন ॥
সহসা ঘটনাক্রমে একটী হরিণী।
পিপাসার্ত্ত হয়ে আসে তথায় তখনি ॥
প্রসব-উন্মুখী ছিল হরিণী সেকালে।
জলপান হেতু আসে মহানদীতীরে ॥
বন হতে বাহিরিয়া হরিণী তখন।
নীর পান হেতু তথা করি আগমন ॥
জলপান আরম্ভিল মহানদীতীরে।
সহসা প্রবল এক সিংহ সেইকালে ॥
গর্জ্জন করিয়া উঠে অতীব ভীষণ।
হরিণীর কর্ণে শব্দ পশিল যেমন ॥
অমনি তখনি তার হয় গর্ভপাত।
গর্ভস্থ শাবক জলে পড়ে অকস্মাৎ ॥
অত্যুচ্চ প্রদেশে ছিল হরিণী তখন।
নদীতে পড়িল তাই তাহার নন্দন ॥
নদীতে পড়িয়া শিশু তরঙ্গমালায়।
হাবুডুবু খেয়ে হয় ব্যাকুলিতকায় ॥

ভরত হেরিয়া তাহা সদয় অন্তরে।
অমনি সাঁতারি ধরে হরিণ শিশুরে ॥
গর্ভস্রাব-কষ্ট হেতু এদিকে হরিণী।
ভূতলে পড়িয়া প্রাণ ত্যজিল তখনি ॥
অগত্যা হরিণশিশু করিয়া গ্রহণ।
আপন আশ্রমে গেল নৃপতি তখন ॥
যতনে পোষণ করে হরিণ-শিশুরে।
নৃপযত্নে সেই শিশু দিনে দিনে বাড়ে ॥
প্রথমে আশ্রমজাত তৃণ সমুদায়।
ভক্ষণ করিয়া তথা ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
ক্রমে ক্রমে দূরস্থানে করিত গমন।
পুনশ্চ আশ্রমে ফিরি করে আগমন ॥
কোন দিন প্রাতঃকালে গিয়া বহুদূরে।
আশ্রমে আসিত ফিরি পুনঃ সন্ধ্যাকালে ॥
এরূপে কখন দূরে কভু সন্নিধানে।
বেড়াত হরিণ শিশু পুলকিতমনে ॥
তাহা দেখি স্নেহাসক্ত হইয়া নৃপতি।
রাজ্য বন্ধু ত্যজি ক্রমে ত্যজিয়া সন্ততি ॥
হরিণশিশুরে সদা করিত পালন।
তাহার চিন্তায় রাজা থাকিত মগন ॥
আশ্রম হইতে দূরে গমন করিলে।
ফিরিয়া আসিতে পুনঃ বিলম্ব হইলে ॥
বিষণ্ণ বদনে রাজা করিত চিন্তন।
"কেন না আসিল মৃগশাবক এখন ॥
হয় ত ব্যাঘ্রের হাতে কিম্বা সিংহকরে।
নিপাতিত হয়ে গেছে শমন-নগরে ॥
খুরাগ্র দ্বারায় সেই হরিণ নন্দন।
আহ্লাদে যখন করে ভূতল খনন ॥
তখন হর্ষের সীমা না থাকে আমার।
কোথা গেল সেই শিশু স্নেহের আধার ॥
কখন আসিয়া সেই স্নেহের রতন।
শৃঙ্গেতে করিবে মম বাহু কণ্ডুয়ন ॥
এক্ষণে অরণ্য হতে সুস্থকলেবরে।
যদ্যপি নির্বিঘ্নে আসে আশ্রমেতে ফিরে।
কিবা সুখী হই আমি তাহাতে তখন।
বলিতে সে কথা নাহি হতেছি সক্ষম ॥

কুশাগ্র কাশাগ্র যত রয়েছে আশ্রমে।
সকলি খেয়েছে শিশু আপন দশনে॥
সামগ বিপ্রের ন্যায় তাহাতে এখন।
শোভিছে সে কুশ কাশ অতি মনোরম॥"
মৃগশিশু লাগি রাজা বিষণ্ণ অন্তরে।
করিত এরূপ চিন্তা বিবিধ প্রকারে॥
নিকটে হরিণশিশু থাকিত যখন।
আনন্দের সীমা নাহি থাকিত তখন॥
থাকিতেন নরপতি প্রসন্নবদনে।
রাখিতেন সদা তারে নয়নে নয়নে॥
স্নেহাসক্তি হেতু সেই মৃগেতে তখন।
নৃপতির হৈল ক্রমে সমাধি ভঞ্জন॥
রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যভোগে কিছুমাত্র তাঁর।
অনুরাগ না রহিল ওহে গুণাধার॥
মৃগশিশু যবে হতো অতীব চঞ্চল।
চঞ্চল হতেন সেই নৃপতি-প্রবর॥
দূরবর্ত্তী হলে নৃপ হৈত দূরগামী।
সুস্থির হইলে স্থির হতো নৃপমণি॥
এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে।
মৃত্যু আসি উপনীত ভরত-গোচরে॥
মৃত্যুকাল সমাগত দেখিয়া রাজন।
মৃগশিশু পানে রাজা করে দরশন॥
মৃত্যুকালে পুত্র যথা সজল নয়নে।
পিতারে চাহিয়া দেখে বিষণ্ণ-বদনে॥
মৃগশিশু সেইরূপ অতি ঘন ঘন।
দেখিতে লাগিল নৃপে ওহে তপোধন॥
মৃগশিশু প্রতি দৃষ্টি করি নররায়।
দেখিতে২ ক্রমে ত্যজিলেন কায়॥ ১-৩০
মৃত্যুকালে অন্য চিন্তা না করি রাজন।
মৃগশিশু চিন্তা করি ত্যজিল জীবন॥
দেহত্যাগ করি নৃপ হয়ে জাতিস্মর।
জন্মিলেন মৃগরূপে কানন ভিতর॥
জম্বুমার্গ নামে ছিল গহন কানন।
সেই বনে নরনাথ লভিল জনম॥
জাতিস্মর হয়ে জন্ম লভিল নৃপতি।
কাজেই রহিল তাঁর পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি॥
সংসার বিহীন তিনি হয়ে একেবারে।
পরিত্যাগ করি ক্রমে আপন মাতারে॥
শালগ্রামে সমাগত হয়ে পুনর্ব্বার।
রহিলেন শুষ্ক তৃণ করিয়া আহার॥
এইরূপে শুষ্ক তৃণ করিয়া ভোজন।
শালগ্রামে কিছুকাল করিল যাপন॥
মৃগত্বের হেতুভূত করম হইতে।
নিষ্কৃতি হইল তাঁর জানিবে ক্রমেতে॥
তখন হরিণদেহ করি বিসর্জ্জন।
জাতিস্মর বিপ্ররূপে লভিল জনম॥
যোগীর পবিত্র বংশে জনমিয়া তিনি।
বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওহে মহামুনি॥
দেখিতেন হৃদিমাঝে সদা সর্ব্বক্ষণ।
প্রকৃতি-অতীত আত্মা শোভিছে কেমন
আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগে সেই গুণমণি।
অভিন্ন দেখিত কিবা দেব আদি প্রাণী॥
যজ্ঞ-উপবীত তাঁর হইল যখন।
গুরুদেব উপদেশ দিতেন তখন॥
কিন্তু বেদ পাঠে কিম্বা কর্ম্ম দরশনে।
শ্রদ্ধা না রহিল তাঁর কিছুমাত্র মনে॥
পুনঃ পুনঃ কেহ তাঁরে করিয়া আহ্বান।
কোন কথা জিজ্ঞাসিলে ওহে মতিমান্।
অসংস্কারযুক্ত যত বাক্য উচ্চারিয়ে।
উত্তর দিতেন তার জানিবে হৃদয়ে॥
ভস্মাচ্ছন্নকলেবর হয়ে সর্ব্বক্ষণ।
থাকিতেন ক্লিন্নদন্তে ওহে তপোধন॥
মলিন বসন সদা থাকিত শরীরে।
সকলে করিত ঘৃণা এই হেতু তাঁরে॥
মনে মনে ছিল তাঁর এরূপ ধারণা।
যদ্যপি সকলে সদা করে সম্মাননা॥
যোগসিদ্ধি বিঘ্ন হবে তাহাতে নিশ্চয়।
অপমানে যোগসিদ্ধি অবশ্যই হয়॥
সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্।
বলেছেন এইরূপ ওহে মতিমান্॥
"সাধুসমূহের পথ করিয়া বর্জ্জন।
অপমান হয় যাহে করিবে যতন॥

যোগসিদ্ধি তাহা হ'লে হইবে নিশ্চয়।
ব্রহ্মার বচন ইহা ওহে সদাশয় ॥
ব্রহ্মার বচন মনে করিয়া স্মরণ।
ভরত থাকিত সদা জড়ের মতন ॥
সমাজে উন্মত্ত সম দেখাতেন তিনি।
পাগল বলিত সবে ওহে গুণমণি ॥
ভোজনে নিয়ম কিছু না ছিল তাঁহার।
নিকটে পাইত যাহা করিত আহার ॥
তণ্ডুলের কণা কিম্বা শাক বন্যফল।
যাহা পায় তাহা দিয়া পূরিত উদর।
এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে।
পিতা তার পরলোকে গমন করিলে ॥
ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র বন্ধু যতেক তাঁহার।
স্থূলকায় হেরি তাঁরে ওহে গুণাধার ॥
কদন্ন ভোজনমাত্র সমর্পিয়া তাঁরে।
করাত ক্ষেত্রের কর্ম্ম বিবিধ প্রকারে ॥
ভরত সকল কার্য্য করিত সাধন।
কার্য্যের শৃঙ্খলা কিন্তু না জানে কখন ॥
এ হেতু নিযুক্ত হৈত যে কোন করমে।
করিতেন ক্রমাগত তাহা অবিশ্রামে ॥
বেতন কখন নাহি করিত গ্রহণ।
খাদ্য দিলে যথাসাধ্য করিতেন শ্রম ॥
এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে।
ভরত ভ্রমিত সদা কানন-ভিতরে ॥
একদা সৌবীররাজ নাম রহূগণ।
শিবিকা উপরে সুখে করি আরোহণ ॥
ইক্ষুমতী নদীতীরে কপিল-সদনে।
যাইতেছেন ত্বরা করি সচিন্তিত মনে ॥
"দুঃখময় এ সংসারে শ্রেয় কিবা হয়।"
যাইতেছেন এই ভাবি নৃপ মহোদয় ॥
মোক্ষধর্ম্মবেত্তা সেই কপিল সুজন।
এই প্রশ্ন তাঁর পাশে করিবে রাজন ॥
এত ভাবি চলিছেন শিবিকারোহণে।
যাইবেন দ্রুতগতি কপিল-আশ্রমে ॥
বাহক-অভাব কিন্তু পথিমাঝে হৈল।
তাহা দেখি রহূগণ ভৃত্যেরে কহিল ॥

ত্বরায় বাহক এক কর অন্বেষণ।
কিন্তু যেন দিতে তারে না হয় বেতন ॥
আদেশ পাইয়া ভৃত্য খুঁজি বহুস্থানে।
ভরতে আনিল ধরি নৃপতি-সদনে ॥
তাহারে নিযুক্ত কৈল ভরত নৃপতি।
আশ্চর্য্য ঘটনা দেখ ওহে মহামতি ॥ ৫০ ॥
জ্ঞানের আধার সেই বিপ্র জাতিস্মর।
পাপক্ষয় হেতুমাত্র ওহে দ্বিজবর ॥
ভৃত্যের আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
রাজার শিবিকা স্কন্ধে করিল বহন ॥
কিন্তু তাহা দ্বারা কার্য্য সুচারু না হৈল।
বরং বিপরীত ক্রমে ঘটিয়া উঠিল ॥
দ্রুতপদে বাহকেরা চলিছে সকলে।
ভরত চলিল কিন্তু মৃদুগতি ধরে ॥
পাছে পদতলে পড়ি পিপীলিকাগণ।
অকালে আপন প্রাণ করে বিসর্জ্জন ॥
এত ভাবি ধীরে ধীরে চলিছেন তিনি।
কাজেই বিষম হৈল ওহে গুণমণি ॥
শিবিকা বিষম গতি করিল ধারণ।
তাহা দেখি নৃপবর কহিছে তখন ॥
শুন শুন বাহকেরা বচন আমার।
বিষম গতিতে কেন চল বারবার ॥
এত শুনি বাহকেরা কহিল তখন।
আমাদের অপরাধ নাহিক রাজন ॥
নূতন নিযুক্ত প্রভু করিলে যাহারে।
দ্রুতগতি সেই জন চলিবারে নারে ॥
কাজেই বিষম গতি হতেছে দর্শন।
উপায় নাহিক আর কি করি রাজন ॥
এত শুনি নরপতি ডাকিয়া জড়েরে।
কহিলেন শুন শুন বলি হে তোমারে ॥
শ্রান্ত কি হয়েছ তুমি করিয়া বহন।
হৃষ্ট পুষ্ট তোমারে ত দেখি বিলক্ষণ ॥
শ্রম সহ্য করা তব নাহি কি অভ্যাস।
বল বল সত্য করি ত্বরা মম পাশ ॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ছদ্মবেশী জড় বিপ্র কহিল তখন ॥

আমি ত নহিক স্থূল ওহে নরপতি ।
শিবিকা বহি না কভু ওহে মহামতি ॥
আয়াস সহিতে আমি হয়েছি অক্ষম ।
হেন বিবেচনা নাহি করিও রাজন ॥
ইহলোক বহনীয় কিছু নাহি হেরি ।
কি আর অধিক নৃপ তব পাশে বলি ॥
জড়ের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
পুনশ্চ তাহারে কহে সৌবীর রাজন ॥
যে যে কথা কহিলে হে মিথ্যা সমুদায় ।
প্রত্যক্ষে হেরিয়াছি স্থূল চক্ষেতে তোমায় ॥
এখনো শিবিকা স্কন্ধে আছে বিদ্যমান ।
তব বাক্য মিথ্যা বলি হয় অনুমান ॥
পরিশ্রান্ত হও নাই বলিতেছ তুমি ।
তাহাই বা যুক্তিযুক্ত কি বলিয়া মানি ॥
কেন না যদ্যপি ভার করয়ে বহন ।
অবশ্য তাহাতে শ্রান্ত হয় জীবগণ ॥
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ।
পুনশ্চ ব্রাহ্মণ কহে মৃদুল বচনে ॥
শুন শুন মহারাজ বলিহে তোমায় ।
প্রত্যক্ষ দর্শন যদি কর নররায় ॥
বলিষ্ঠ দুর্ব্বল বলি জানিবে তাহাতে ।
ইহা না সম্ভবে কভু বুঝি দেখ চিতে ॥
বিশেষ পরীক্ষা করি না হেরিলে কারে ।
কিরূপে বলিষ্ঠ বলি বুঝিবে তাহারে ॥
কিরূপে দুর্ব্বল বলি করিবে নির্ণয় ।
কভু না সম্ভবে ইহা ওহে মহোদয় ॥
আরো যে বলিলে নৃপ শিবিকা তোমার ।
বহন করেছি আমি ওহে গুণাধার ॥
এখনো আমার স্কন্ধে আছে বিদ্যমান ।
ইহাও সম্ভব নহে ওহে মতিমান্ ॥
যখন বহিছে তুমি চরণ যুগল ।
জঙ্ঘারে বহিছে পদ ওহে নরবর ॥
বহিতেছে উরুদ্বয় সেই জঙ্ঘাদ্বয় ।
উদরে বহিছে উরু ওহে মহোদয় ॥
উদর বহিছে নৃপ সদা বক্ষঃস্থল ।
বক্ষঃস্থল বহিতেছে এ বাহুযুগল ॥
স্কন্ধকে বহিছে দেখ সেই বাহুদ্বয় ।
শিবিকা বহিছে স্কন্ধ ওহে মহোদয় ॥
শিবিকা বহিছে দেহ করিছ দর্শন ।
বিচারিয়া সেই স্থলে দেখহ এখন ॥
কিরূপে আমার ভার সম্ভবিতে পারে ।
অতএব ভাবি দেখ আপন অন্তরে ॥
তোমাতে আমাতে ভেদ কিছু মাত্র নাই ।
নিগূঢ় কাহিনী এই কহি তব ঠাঁই ॥
কি আমি কি তুমি কিম্বা অন্য প্রাণিগণ
পঞ্চভূত সবাকারে করিছে বহন ॥
গুণের প্রবাহে পড়ি যত জীবগণ ।
সতত করিছে স্থিতি ওহে মহাত্মন্ ॥
সত্ত্ব আদি গুণত্রয় ওহে মহোদয় ।
কর্ম্মের বশগ হয় জানিবে নিশ্চয় ॥
অজ্ঞান দ্বারাই কর্ম্ম লভিয়া জনম ।
জীবেরে আশ্রয় করি আছে অনুক্ষণ ॥
কিন্তু আত্মা কর্ম্মে বদ্ধ নহে কোনকালে
প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে তাঁহারে ॥
নির্গুণ ও শান্ত তিনি বিদিত ভুবন ।
নাহি বৃদ্ধি নাহি নাশ জানিবে এখন ॥
একমাত্র হয়ে তিনি অখিল সংসারে ।
যাবত প্রাণীতে সদা অবস্থিতি করে ॥
শুন শুন নরপতি বলি হে এখন ।
বৃদ্ধিহীন নাশহীন সে আত্মা যখন ॥
সূক্ষ্মরূপী সেই আত্মা হইল যেই কালে
তখন আপনি কোন্ যুক্তি অনুসারে ॥
স্থূল বলি নিরূপণ করিছ আমায় ।
বল দেখি বিবেচিয়া ওহে নররায় ॥
তুমি পদ জঙ্ঘা কটী উরু ও জঠর ।
এ সব শিবিকা আর ওহে নরবর ॥
স্কন্ধে স্থিত থাকা হেতু ওহে নৃপমণি ।
যদি ভারাক্রান্ত অতি হয়ে থাকি আমি
তাহা হলে তুমি কিম্বা অন্য প্রাণিগণ ।
সকলে বহিছ ভার আমার মতন ॥
কেবল শিবিকা হতে জনমে যে ভার ।
একরূপ সম্ভব নহে ওহে গুণাধার ॥

শৈল বৃক্ষ গৃহ ভূমি ইত্যাদি হইতে।
সমুৎপন্ন হয় তার জানিবেক চিতে ॥
নিরন্তর এইরূপে যত নরগণ।
পৃথগ্ ভাবে বদ্ধ আছে ওহে মহাত্মন্ ॥
তখন আমারে কত শত গুরুতর।
বহিতে হইবে ভার ওহে নৃপবর ॥
আরো দেখ বিচারিয়া ওহে নররায়।
শিবিকা নির্ম্মিত এই হয়েছে যাহায় ॥
সে দ্রব্যে নির্ম্মিত বিশ্বে প্রাণী সমুদয়।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে মহোদয় ॥
এ হেতু অজ্ঞানবশে যত জীবগণ।
সর্ব্বদ্রব্যে বলি থাকে আমার বচন ॥
এইরূপ জ্ঞানগর্ভ অপূর্ব্ব কাহিনী।
বলিল যদ্যপি সেই বিপ্র গুণমণি ॥
অবধানে শুনি তাহা সৌবীর-রাজন।
শিবিকা হইতে ত্বরা নামিয়া তখন ॥
বিনয়ে পতিত হয়ে চরণে তাঁহার।
কহিলেন নিবেদন ওহে গুণাধার ॥
অজ্ঞানবশেতে আমি না চিনি তোমারে
অপরাধ করিয়াছি বিবিধ প্রকারে ॥
আপনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া এখন।
প্রসন্ন হউন্ মোরে এই আকিঞ্চন ॥
কৃপা করি এবে দেও আত্মপরিচয়।
ছদ্মবেশে কেন তুমি ওহে মহোদয় ॥
কি কারণে ভ্রমিতেছ অরণ্য-মাঝারে।
কীর্ত্তন করহ তাহা আমার গোচরে ॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তত্ত্বদর্শী বিপ্র কহে ওহে মহাত্মন্ ॥
আমি কে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে।
ক্ষমতা নাহিক মম কহি বিদ্যমানে ॥
সুখ দুঃখ-উপভোগ মাত্রের কারণ।
সর্ব্বত্র গমন মম ওহে মহাত্মন্ ॥
সুখের দুঃখের কিম্বা উপভোগ যাহা।
দেহাদি উপপাদক জানিবেক তাহা ॥
সেই সুখ দুঃখ জন্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম হ'তে।
সেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে জগতে ॥
যত কিছু দেখ রাজা আছে জীবগণ।
এক দেশ হ'তে লয় অন্যত্র জনম ॥
অতএব ওহে নৃপ অধর্ম্ম ধরম।
প্রাণিগণের উৎপত্তি-আদির কারণ ॥
বিপ্রের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
সৌবীর-নৃপতি কহে মধুর-বচনে ॥
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্।
ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় সব কার্য্যের কারণ ॥
উপভোগ হেতু এই জীবকলেবর।
দেশান্তর লাভ করে ওহে ঋষিবর ॥
সত্য বটে এই কথা নাহিক সংশয়।
কিন্তু এক কথা বলি শুন মহোদয় ॥
আমি কে ইহার যদি উত্তর প্রদানে।
অপারক হও তুমি ভাবি দেখ মনে ॥
রয়েছেন চিরকাল যিনি বিদ্যমান।
তিনি আমি এই কথা কহ মতিমান্ ॥
তাহাতে কি বাধা আছে কহ মহাত্মন্।
ইহাতে নাহিক কিছু বিশেষ কারণ ॥
আত্মা প্রতি অহংশব্দ প্রয়োগ করিলে।
দোষ নাহি হয় তাহে জানিবে অন্তরে ॥
নৃপতির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
জাতিস্মর বিপ্র কহে ওহে মহাত্মন্ ॥
আত্মাপ্রতি অহংশব্দ প্রয়োগ করিলে।
যথার্থ নাহিক দোষ বুঝিনু অন্তরে ॥
কিন্তু আত্মা হ'তে ভিন্ন শরীর প্রভৃতি।
ইথে অহংশব্দ বলা না হয় যুকতি ॥
জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ তালু ইত্যাদি হইতে।
অহংশব্দ উচ্চারিত হয় প্রত্যক্ষেতে ॥
তাই বলি অহংরূপে জিহ্বা আদি সবে।
বল দেখি কিরূপেতে নির্দ্দেশ করিবে ॥
উহারা কেবল বাক্য নিষ্পত্তির কারণ।
তাহাতে সন্দেহ নাহি ওহে মহাত্মন্ ॥
স্বয়ং উচ্চারিত অহং যদ্যপিও হয়।
তবু তারে অহং বলা যুক্তিযুক্ত নয় ॥
দেহ হ'তে আত্মা ভিন্ন হতেছে যখন।
কোন্ পদার্থে অহংশব্দ বলিব তখন ॥

আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ যদি থাকে কোনজন।
তাহা হ'লে "এই আমি" ওহে মহাত্মন্॥
"এই অন্য" এইরূপ বলিবারে পারি।
নচেৎ কিরূপে বলি বুঝিবারে নারি॥
একমাত্র আত্মা এই জগত মাঝারে।
যখন সমস্ত দেহে অবস্থিতি করে॥
আপনি আর আমি কে একপ বচন।
নিস্ফল প্রযোগ করা হ'তেছে তখন॥
শিবিকা রয়েছে এই আপনি নৃপতি।
আমরা বাহক তব ওহে মহামতি॥
এই সব লোক জন হ্য আপনার।
এরূপ বিভিন্ন জ্ঞান নহে যুক্তি-সার॥
বৃক্ষ হ'তে কাষ্ঠ অগ্রে হতেছে সৃজন।
কাষ্ঠেতে শিবিকা ক্রমে হয়েছে গঠন॥
আপনি আরূঢ আছে সেই শিবিকায।
কিন্তু এক কথা বলি শুনহ তোমায॥
শিবিকার বৃক্ষসংজ্ঞা কোথায এখন।
কাষ্ঠ সংজ্ঞা কিম্বা কোথা ওহে মহাত্মন্॥
বৃক্ষ-অধিষ্ঠিত বলি এবে কি প্রকারে।
নির্দ্দেশ করিবে লোকে বল দেখি মোরে॥
কভু না বলিবে তাহা ওহে মহাত্মন্।
বলিবে করেছ তুমি শিবিকারোহণ॥
কিন্তু বিবেচনা যদি করহ অন্তরে।
দারু ও শিবিকা এক কহিনু তোমারে॥
নামভেদমাত্র উহা জানিবে নৃপতি।
উভযে কিছুই ভেদ নাহি করে স্থিতি॥
ছত্র ও শলাকা আশু ভিন্ন বোধ হয।
কিন্তু এক বস্তু নাম জানিবে উভয॥
সেরূপ তোমাতে আর আমাতে রাজন্।
বিশেষ কি আছে আর বলহ এখন॥
পুরুষ স্ত্রী ছাগ অশ্ব গরু বিহঙ্গম।
লোকসংজ্ঞামাত্র সব ওহে মহাত্মন্॥
দেবতা মনুষ্য পশু আর তরুগণে।
কর্ম্মযোনি বলা যায় কহি তব স্থানে॥
এই হেতু পুনঃ পুনঃ ওহে মহাত্মন্।
দেহের পরিবর্ত্তন হয দরশন॥
ফল কথা রাজা কিম্বা রাজভট আর।
অন্য অন্য প্রাণী কিম্বা ওহে গুণাধার॥
ইহাদের পৃথক্ ভাব যাহা কিছু হয।
সঙ্কল্পনামাত্র উহা জানিবে নিশ্চয॥
বারেক যে বস্তু খ্যাত হয়েছে যে নামে।
সে সংজ্ঞা বিলুপ্ত নাহি হয় কালক্রমে॥
আপনি লোকের রাজা ধরাতলে খ্যাতি।
পিতার তনয বলি ওহে মহামতি॥
আপনি শত্রুর শত্রু ওহে মহাত্মন্।
রমণীর পতি বলি আছে নিরূপণ॥
তনযের পিতা বলি বিদিত সংসারে।
কিন্তু আমি কোন্ নামে ডাকিব তোমারে॥
মস্তক উদর আদি অঙ্গ আপনার।
বিদ্যমান রহিযাছে ওহে গুণাধার॥
তবে কি উদর বলি ডাকিব তোমারে।
অথবা মস্তক বলি বলহ আমারে॥
সর্ব্বদ্রব্য হ'তে তুমি ওহে মতিমান্॥
পৃথগ্ভাবেতে সদা কর অবস্থান॥
ইহাতে কিছুই আর নাহিক সংশয।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয॥
সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে তুমি পৃথক্ যখন।
আমি কে বিচার নিজে করহ তখন॥
এইরূপে তত্ত্ব যবে নির্ণীত হইল।
সে স্থলে আমি কে বলি কিরূপে বা বল॥
এত বলি মৌনভাব ধরিল ব্রাহ্মণ।
পুরাণে অপুর্ব্ব কথা অতি মনোরম॥ ৯৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—*—

রহূগণের নিকট জাতিস্মর জড়ের
পরমার্থ বর্ণন।

বিপ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিনীত-বচনে রাজা কহেন তখন॥
যে সব জ্ঞানের কথা কহিলে আপনি।
শুনিনু সে সব বটে ওহে মহামুনি॥

কিন্তু মনোবৃত্তি মম করিছে ভ্রমণ।
অতএব নিবেদন শুন ভগবন্ ॥
আপনি বলিলে পূর্ব্বে ওহে মহাত্মন্।
করি নাই কভু আমি শিবিকা বহন ॥
শিবিকা আমাতে কভু অবস্থিত নয়।
আমা হ'তে পৃথগ্‌ভূত এ দেহ নিশ্চয় ॥
সেই দেহ শিবিকারে করিছে ধারণ।
বলিযাছ আর যাহা করহ শ্রবণ ॥
"করম-প্রেরিত যত প্রবৃত্তি সকল।
গুণবৃদ্ধি দ্বারা সিদ্ধ হয় নিরন্তর ॥
আমা হ'তে কিছু নাহি হয অনুষ্ঠান।
সকল কার্য্যের মূলে গুণ বিদ্যমান ॥"
এরূপ জ্ঞানের কথা করিলে কীর্ত্তন।
শুনিযা বিহ্বল বড় হইযাছে মন ॥
সংসারে শ্রেয কি হয জানিবার তরে।
যাইতে উদ্যত ছিনু কপিল গোচরে ॥
কিন্তু এবে তব মুখে করিযা শ্রবণ।
তথা যেতে আর বাঞ্ছা না করি এখন ॥
নিশ্চয বুঝিনু এবে আপন অন্তরে।
আমার সংশয যাবে তোমা হ'তে দূরে।
তব মুখে পরমার্থ করিতে শ্রবণ।
একান্ত উৎসুক মম হইযাছে মন ॥
বিষ্ণুর অংশেতে জাত কপিল সুজন।
জগতের মোহরাশি করিতে নিধন ॥
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি।
সত্য বটে এই কথা ওহে মহামুনি ॥
কিন্তু আপনারে হেরি করি অনুমান।
আপনিই অবতীর্ণ সেই ভগবান্ ॥
আমাদের হিত কার্য্য করিতে সাধন।
আপনিই সমাগত ওহে মতিমান্ ॥
বিজ্ঞান-তরঙ্গযুক্ত সাগরের প্রায।
যথার্থ হেরিছি চক্ষে প্রভু হে তোমায় ॥
বিনয় ভাবেতে এবে করি নিবেদন।
সংসারে কি হয শ্রেয করহ কীর্ত্তন ॥
বিপ্র কহে শুন শুন ওহে নরপতি।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা বলিব সম্প্রতি

পরমার্থ কথা আরো করিব কীর্ত্তন।
অবহিতে মন দিযা করহ শ্রবণ ॥
ইহলোকে পরমার্থশূন্য সমুদায়।
বিষয়ই হয় শ্রেয কহিনু তোমায় ॥
যেই জন দেবগণে করি আরাধনা।
ধন পুত্র রাজ্য লাভে করয়ে বাসনা ॥
সে সব বাসনাসিদ্ধি শ্রেয় হয় তার।
আরো যাহা বলি তাহা শুন গুণাধার ॥
যজ্ঞাত্মক কর্ম্ম আদি করি অনুষ্ঠান।
স্বর্গ আদি ফল যাহা হয মতিমান্ ॥
তাহারেও শ্রেয বলি করি নিরূপণ।
কিন্তু এক কথা বলি শুন মহাত্মন্ ॥
সে শ্রেযঃ-প্রধান ফল লভিবার তরে।
যাঁহাদের অভিলাষ না রহে অন্তরে।
যোগযুক্ত হয়ে তাঁরা সদাসর্ব্বক্ষণ।
পরাৎপর পরাত্মারে করেন চিন্তন ॥
পরমাত্মাতে আত্মযোগ করা যাহা হয়।
যোগযুক্তপক্ষে তাহা শ্রেযই নিশ্চয ॥
এরূপ অসংখ্য শ্রেয় আছে বিদ্যমান।
পরমার্থ কিন্তু তাহা নহে মতিমান্ ॥
পরমার্থ বলি গণ্য যদি হ'ত ধন।
কভু না ত্যজিত তাহা ধর্ম্মের কারণ ॥
অতএব ধন কভু পরমার্থ নয়।
কামনা পূরণ মাত্র উহা দ্বারা হয ॥
আবার পুত্রকে যদি পরমার্থ বলি।
ঊর্দ্ধতনগণে তাহা বলিবারে পারি ॥
অধঃস্তনগণে তবে বলিব নিশ্চয।
জগতে অপরমার্থ তাহলে না রয় ॥
কারণের পরমার্থ কার্য্যকে বাখানি।
আরো দেখ বিবেচিয়া ওহে নৃপমণি ॥
রাজ্য লাভ পরমার্থ বলি কোন্ জন।
যদি বিবেচনা করে ওহে মহাত্মন্ ॥
তাহা হ'লে বল দেখি আর ইহলোকে
অপরমার্থ কি বস্তু বিদ্যমান থাকে
চতুর্ব্বেদ-সম্পাদিত যজ্ঞকর্ম্ম যত
পরমার্থ বলি যদি হয় নিরূপিত

তা হ'লে কারণভূত মৃত্তিকা দ্বারায়।
ঘটাদি নির্ম্মিত হয় দেখিছ ধরায়॥
তাহারেও পরমার্থ বলিবারে পারি।
দেখ দেখ নৃপবর মনেতে বিচারি॥
ফলত মৃত্তিকা সম যজ্ঞোপকরণ।
নশ্বর সমস্ত হয় ওহে মহাত্মন্॥
সুতরাং ঐ সব দ্বারা যে যে কার্য্য হয়।
বিনশ্বর ওহে নৃপ সেই সমুদয়॥
অতএব যজ্ঞ আদি যতেক করম।
পরমার্থ নহে কভু ওহে মহাত্মন্॥
অনশ্বর বস্তু যাহা ওহে নরপতি।
পরমার্থ তারে বলে যত মহামতি॥
নশ্বর পদার্থ দ্বারা যেই কার্য্য হয়।
তাহাই নশ্বর বলি জানিবে নিশ্চয়॥
ফলশূন্য কর্ম্ম যাহা ওহে মহাত্মন্।
পরমার্থ তারে যদি কর বিবেচন॥
তাহাও সম্ভব নহে জানিবে অন্তরে।
তাহার কারণ শুন বলিহে তোমারে॥
অফলদ কর্ম্ম হয় মুক্তির সাধন।
কিরূপে সাধন বলি করি নিরূপণ॥
আবার আত্মার ধ্যান ভেদকারী বলি।
উহারেও পরমার্থ বলিবারে নারি॥
পরমার্থে অ-েদবান্ জানিবে অন্তরে।
আরো এক কথা বলি শুনহ তোমারে॥
পরম আত্মাতে যোগ হ'লে জীবাত্মার।
পরমার্থ যদি বল ওহে গুণাধার॥
তা হ'লে ঐ যোগ ভিন্ন কি বস্তু সাক্ষারে।
পরমাত্মা গণ্য হবে বল দেখি মোরে॥
অতএব পরমার্থ উহারে কখন।
বলিবারে নাহি পারি ওহে মহাত্মন্॥
এরূপ অসংখ্য শ্রেয় আছে বিদ্যমান।
সকলি অপরমার্থ জানিবে ধীমান্॥
সংক্ষেপেতে পরমার্থ বলিব এখন।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে মহাত্মন্॥
একমাত্র শুদ্ধ যিনি নির্গুণ অব্যয়।
প্রকৃতি-অতীত সদা পরজ্ঞানময়॥
জন্ম নাই বৃদ্ধি নাই সর্ব্ব-আত্মা যিনি
নাম জাতি নাই যাঁর ওহে নৃপমণি॥
একমাত্র হয়ে যিনি সবার শরীরে।
অবস্থিত আছে সদা বিজ্ঞান-আকারে
সে পরমাত্মাকে মাত্র পরমার্থ বলি।
কহিনু নিগূঢ় কথা শাস্ত্রের বিচারি॥
অতথ্যদর্শীরা যত ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাঁর নিরূপণ করে॥
কল্পনামাত্রই কিন্তু রূপভেদ তাঁর।
তাহার দৃষ্টান্ত বলি শুন গুণাধার॥
বেণুরন্ধ্র ভেদ দ্বারা জানহ যেমন।
ষড়জাদি নানাস্বর হয় উৎপাদন॥
সেইরূপ বাহ্যকর্ম্ম প্রবৃত্তির ভেদে।
পরাত্মার রূপভেদ হতেছে জগতে॥
বাহ্যকর্ম্ম প্রবৃত্তির ভেদ অনুসারে।
পরাত্মাতে রূপভেদ আরোপণ করে॥
দেবতা মনুষ্য পশু আর পক্ষী আদি।
রূপভেদ আরোপিত হয় মহামতি॥
ফলকথা অদ্বিতীয় পরমাত্মা হন।
আবরণ শূন্য তিনি ওহে মহাত্মন্॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অমৃত-লহরী।
কালী বলে হরিপদ ভবের কাণ্ডারী॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—⁂—

মহাত্মা ঋভু ও নিদাঘের উপাখ্যান।

পরাশর কহে শুন ওহে মহামতি।
রঘুগণ রাজা শুনি বিপ্রের ভারতী॥
অধোমুখে মৌনভাবে করেন চিন্তন।
তাহা দেখি পুনঃ তাঁরে কহিল ব্রাহ্মণ॥
শুন শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রহ্মার তনয় ঋভু অতি মহাজ্ঞানী॥
স্বভাবতঃ তত্ত্বদর্শী সেই মহাশয়।
নিদাঘ নামক বিপ্র তাঁর শিষ্য হয়॥

পুলস্ত্য-তনয় সেই নিদাঘ সুমতি।
ঋভুর হলেন শিষ্য করিয়া ভকতি ॥
জ্ঞান-উপদেশ ঋভু দিলেন তাঁহারে।
কিন্তু জ্ঞান না জন্মিল নিদাঘ অন্তরে ॥
তত্ত্বজ্ঞান তার হৃদে না হ'লো উদয়।
তাহা দেখি ঋভু হন চিন্তিত হৃদয় ॥
কিরূপে নিদাঘ হবে তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী।
এই চিন্তা করে ঋভু দিবস যামিনী।
এদিকে নিদাঘ গিয়া দেবিকার তীরে।
তথায় করেন বাস সমৃদ্ধ নগরে ॥
পুলস্ত্য কর্ত্তৃক সেই স্থাপিত নগর।
তাহাতে নিদাঘ বাস করে নিরন্তর ॥
সহস্র বরষ দিব্য অতীত হইলে।
একদিন যান ঋভু নিদাঘের ঘরে ॥
বিশ্বদেব-উপাসনা করিয়া তখন।
অতিথি প্রতীক্ষি আছে নিদাঘ সুজন ॥
সহসা ঋভুরে হেরি আনন্দে ভাসিল।
গৃহমধ্যে সমাদরে তাঁহারে আনিল ॥
হস্ত পদ আদি তাঁর করায়ে ক্ষালন।
ভক্তিভরে দিল তাঁর বসিতে আসন ॥
নানাবিধ ভোজ্যবস্তু আনি তার পরে।
বিনয়ে কহিল ক্রমে সম্বোধিয়া তাঁরে ॥
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্।
করিয়াছি তব হেতু ভোজ্য আনয়ন ॥
ভোজন করহ এবে প্রসন্ন অন্তরে।
সার্থক হউক সব নিবেদি তোমারে ॥
এত শুনি ঋভু কহে ওহে তপোধন।
এ সব কদন্ন নাহি করিব ভোজন ॥
সংযাব পায়স আর মিষ্ট অন্ন আনি।
প্রদান করহ মোরে ওহে মহামুনি ॥
ঋভুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিদাঘ পত্নীরে কহে করি সম্বোধন ॥
শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার।
উপাদেয় বস্তু যাহা রয়েছে আগার ॥
তাহাতে প্রস্তুত কর উত্তমান্ন করি।
আদেশ পাইয়া তাহা করিল সুন্দরী ॥

বিধানে প্রস্তুত হ'লে নিদাঘ সুজন।
ঋভুরে ভকতিভাবে করায়ে ভোজন ॥
বিনীত বচনে পরে কহিল তাহারে।
নিবেদন ওহে প্রভু তোমার গোচরে ॥
এই সব অন্ন আদি করিয়া ভোজন।
তৃপ্তি তুষ্টি হয়েছে ওহে মহাত্মন্ ॥
অসুখ নাহিত কিছু চিত্তের তোমার।
এখন জিজ্ঞাসি প্রভু ওহে গুণাধার ॥
কোথায় নিবাস তব বলহ আমারে।
কোথা হ'তে আসিয়াছ আমার গোচরে ॥
কোথায় যাইবে এবে ওহে মহাত্মন্।
শুনিতে উৎসুক অতি হইয়াছে মন ॥
এত শুনি ঋভু কহে ওহে দ্বিজবর।
যাহার আছয়ে ক্ষুধা জগত ভিতর ॥
তৃপ্তি লাভ হয় তার ভোজন করিলে।
আমার নাহিক ক্ষুধা কভু কোনকালে ॥
কাজে কাজে পরিতৃপ্ত হই নাই আমি।
তৃপ্তির বিষয় কেন জিজ্ঞাসিছ তুমি ॥
পার্থিব যে ধাতু আছে উদর ভিতরে।
বহ্নি দ্বারা ক্ষয় তার ক্রমে ক্রমে হ'লে ॥
ক্ষুধার উদয় হয় ওহে মহাত্মন্।
সলিল হইলে ক্ষয় তৃষ্ণা উৎপাদন ॥ ১-২০
সেই ক্ষুধা সেই তৃষ্ণা ওহে তপোধন।
কেবল জানিবে হয় দেহের ধরম ॥
দেহধর্ম্মে কভু আমি সমাক্রান্ত নই।
নিত্যতৃপ্তভাবে আমি নিরন্তর রই ॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা বিবর্জ্জিত হয়ে সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যমান আছি আমি ওহে তপোধন ॥
মনের সুস্থতা আর তুষ্টি মাত্র যাহা।
চিত্তধর্ম্ম ওহে ঋষে জানিবেক তাহা ॥
অতএব যায় চিত্ত জিজ্ঞাস তাহারে।
চিত্তধর্ম্মে বদ্ধ আত্মা নহে কোনকালে ॥
কোথায় নিবাস তব চলিছ কোথায়।
ইত্যাদি জিজ্ঞাসা কেন করিছ আমায় ॥
শূন্যময় সর্ব্বব্যাপী পরাত্মা যখন।
এরূপ জিজ্ঞাসা কেন করিছ তখন ॥

গতিশীল নহি আমি জানিবে অন্তরে।
গতিহীন কিম্বা নহি কহিনু তোমারে॥
তুমি আমি কিম্বা অন্য এরূপ বচন।
অজ্ঞানের কার্য্য মাত্র ওহে তপোধন॥
পরমাত্মা সর্ব্বময় কহি তব ঠাঁই।
তাঁ হ'তে অতীত বিশ্বে কিছুমাত্র নাই॥
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভোজ্য বস্তুর বিষয়।
জিজ্ঞাসা করেছ মোরে ওহে সদাশয়॥
এ প্রশ্নও যুক্তিযুক্ত নহেক কখন।
তাহার কারণ বলি শুন তপোধন॥
স্বাদু বা অস্বাদু যাহা করহ ভোজন।
উভয়ে প্রভেদ কিছু না করি দর্শন॥
স্বাদুও অস্বাদু হয় সময় অন্তরে।
অস্বাদু স্বাদুতা ধরে কোন কোন কালে
তখন অন্নকে কিসে বলি রুচিকর।
আরো এক কথা বলি শুন ঋষিবর॥
মৃত্তিকালেপন দ্বারা গৃহাদি যেমন।
দৃঢ়ীভূত হয়ে থাকে ওহে তপোধন॥
তদ্রূপ পার্থিব দেহ ওহে মহামতি।
পার্থিব পুরাণ দ্বারা পুষ্ট হয়ে অতি॥
দৃঢ়রূপে অবস্থান করে নিরন্তর।
বিবেচনা করি দেখ ওহে ঋষিবর॥
যব গম দুগ্ধ ঘৃত তৈল দধি ফল।
পার্থিব পুরাণ দ্বারা উৎপন্ন সকল॥
পার্থিব পুরাণ হ'তে অতীত কিছুই।
ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে ঋষে বিদ্যমান নাই॥
অতএব এইরূপ বিবেচি অন্তরে।
মনের শমতা ধর কহিনু তোমারে॥
প্রভুর এসব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বন্দিয়া নিদাঘ কহে ওহে ভগবন্॥
কে আপনি পরিচয় দেও মহাশয়।
মম হিত হেতু তুমি এসেছ আলয়॥
পরমার্থ বাক্য শুনি তোমার বদনে।
করিলাম জ্ঞানলাভ নিবেদি চরণে॥
নিদাঘের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ঋভু কহে শুন শুন ওহে তপোধন॥
তোমার আচার্য্য আমি স্মরহ অন্তরে।
উপদেশ দিতে আমি এসেছি তোমারে
জ্ঞানলাভ ওহে ঋষে করিলে এখন।
আর কেন এবে আমি করিব গমন॥
পরাত্মা-স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয়।
তাঁ হ'তে অভিন্ন বিশ্বে কিছুমাত্র নয়॥
এইরূপ উপদেশ করিয়া প্রদান।
নিদাঘের পূজা লয়ে ঋভু মতিমান্॥
যথাস্থানে অবিলম্বে করিল গমন।
নিদাঘ পাইয়া জ্ঞান আনন্দে মগন॥
ঋভু নিদাঘের কথা যেই জন শুনে।
কিম্বা অধ্যয়ন করে ভক্তিযুত মনে॥
তত্ত্বজ্ঞানে হয় তার হৃদয় পূরণ।
পরমাত্মা নিজ হৃদে করে দরশন॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুললিত অতি।
উপদেশপূর্ণ ইহা ব্যাসের ভারতী॥

ষোড়শ অধ্যায়।

পুনর্ব্বার ঋভু কর্ত্তৃক নিদাঘেকে
তত্ত্বজ্ঞান প্রদান।

মৈত্রেয়েরে সম্বোধিয়া কহে পরাশর।
শুন শুন তার পর ওহে ঋষিবর॥
সহস্র বরষ ক্রমে অতীত হইলে।
পুনশ্চ গেলেন ঋভু নিদাঘ গোচরে॥
নগরের বহির্ভাগে করিয়া গমন।
স্বচক্ষে তথায় ঋভু করেন দর্শন॥
নগরের অধিপতি পশিছে নগরে।
নিদাঘ দাঁড়ায়ে তার আছে কিছু দূরে॥
সমিধ্ কুশাদি যত করি আহরণ।
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে নিদাঘ সুজন॥
একাকী দাঁড়ায়ে দূরে করে অবস্থান।
তাহা দেখি তথা গিয়া ঋভু মতিমান্॥
সাদর বচনে তারে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন তাপস নন্দন॥

একান্তে এরূপভাবে কিসের কারণে।
দাঁড়ায়ে রয়েছ বল আমার সদনে ॥
নিদাঘ এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন শুন শুন ওহে ভগবন্ ॥
পশিছেন নরপতি আপন নগরে।
সে হেতু দাঁড়ায়ে আমি রহিয়াছি দূরে ॥
এত শুনি ঋভু কহে ওহে মহামতি।
বল দেখি কোন জন হয় নরপতি ॥
কারে বা ইতর তুমি কর নিরূপণ।
প্রকাশিয়া মম পাশে করহ কীর্ত্তন ॥
ঋভুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
নিদাঘ কহিল তাঁরে বিনয়-বচনে ॥
দেখ দেখ ওহে প্রভু কর দরশন।
গিরিশৃঙ্গ সম অই উন্মত্ত বাহন ॥
করিছেন তদুপরি যিনি অবস্থান।
তাঁহারে নৃপতি বলি জানিবে ধীমান ॥
যারা যারা রহিয়াছে নৃপতির সনে।
ইতর উহারা সব কহি তব স্থানে ॥
এত শুনি ঋভু কহে ওহে তপোধন।
প্রত্যক্ষে রাজারে আমি করিছি দর্শন ॥
দেখিতেছি মত্ত হস্তী আপন নয়নে।
কিন্তু এক কথা শুন কহি তব স্থানে ॥
হস্তীতে রাজাতে ভেদ কিছু নাহি হেরি।
প্রভেদ হেরিছ কোথা বুঝিবারে নারি ॥
অতএব মম পাশে করহ কীর্ত্তন।
প্রভেদ হেরিছ কিবা ওহে তপোধন ॥
নিদাঘ কহিল শুন ওহে মহামতি।
নিম্নভাবে আছে যেই তারে জান হাতী
তদুপরি যেই জন আছে বিদ্যমান।
তিনিই দেশের রাজা ওহে মতিমান্ ॥
বাহ্যবাহকেতে ঋষে যে সম্বন্ধ রয়।
জান না কি তাহা তুমি ওহে মহোদয়
এত শুনি ঋভু কহে ওহে তপোধন।
অধঃ আর ঊর্দ্ধ কারে কর নিরূপণ ॥
ঋভুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
সহসা নিদাঘ উঠি ত্বরিত-গমনে ॥
ঋভুর পৃষ্ঠেতে শীঘ্র করি আরোহণ।
কহিলেন সম্বোধিয়া তাঁহারে তখন ॥
নির্ব্বোধি ব্রাহ্মণ শুন বলিতে তোমারে।
যেমন চড়েছি আমি তোমার উপরে ॥
সেরূপ হস্তীর পৃষ্ঠে রাজা মতিমান্।
যেমন আমার নিম্নে তব অবস্থান ॥
সেরূপ রাজার নিম্নে রয়েছে বাহন।
দৃষ্টান্ত দেখাই এই তোমার সদন ॥
তখন নিদাঘ কহে ওহে দ্বিজবর।
নৃপরূপে আছ তুমি আমার উপর ॥
তব নিম্নে আছি আমি বাহন যেমন।
কিন্তু এক কথা বলি ওহে তপোধন ॥
তোমাতে আমাতে ভেদ কি আছে ইহায়।
বিশেষ করিয়া তাহা বলহ আমায় ॥
ঋভুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিদাঘের হৃদে হৈল জ্ঞান উৎপাদন ॥
তখন ঋভুর পদে করিয়া প্রণাম।
নিদাঘ কহিল শুন ওহে ভগবান্ ॥
না জানিয়া ওহে ঋষে তোমার সদনে।
অপরাধ কত শত করেছি অজ্ঞানে ॥
আপনি আমার গুরু ঋভু মহোদয়।
তিনি ভিন্ন অন্য কেহ হেন নাহি হয় ॥
আপনারে লাভ করি আজি এ অধমে।
কৃতার্থ হইল ঋষে সার্থক জীবনে ॥
নিদাঘের এই বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
কহিলেন ঋভু তারে মিষ্ট সম্ভাষণে ॥
আমিই তোমার গুরু ওরে বাছাধন।
ঋভু হয় মম নাম শুনহ এখন।
বিস্তর শুশ্রূষা তুমি করেছিলে মোরে ॥
সে হেতু এসেছি আমি তোমার গোচরে ॥
সংক্ষেপে তোমারে আমি দিনু উপদেশ।
এখন শুনহ বৎস বলি যা বিশেষ ॥
মম উপদেশ মতে করিলে করম।
নিশ্চয় লভিবে মোক্ষ ওরে বাছাধন ॥
এইরূপে উপদেশ করিয়া প্রদান।
ঋভু ঋষি নিজস্থানে করিল পয়াণ ॥

তাঁর উপদেশ ধরি আপনার শিরে ।
নিদাঘ রহিল সদা একান্ত অন্তরে ॥
সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া তখন ।
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কৈল নিদাঘ সুজন ॥
ক্রমে ক্রমে মোক্ষলাভ হইল তাহার ।
ঘুচিল হৃদয় হ'তে যতেক আঁধার ॥
এত বলি জড় কহে রাজারে তখন ।
অতএব শুন নৃপ আমার বচন ॥
সর্ব্বময় জ্ঞান তুমি করিয়া আত্মারে ।
সমদর্শী হ'য়ে সদা শত্রুমিত্রোপরে ॥
অবস্থান কর নৃপ বচনে আমার ।
মনোরথ হবে সিদ্ধ ওহে গুণাধার ॥
ভ্রান্তিদৃষ্টিবশে দেখ গগন যেমন ।
নানাবর্ণ জ্ঞান হয় ওহে নৃপোত্তম ॥
সেইরূপ একমাত্র পরম-আত্মারে ।
ভ্রমবশে নানারূপ লোকে জ্ঞান করে ॥
ফলকথা অদ্বিতীয় পরমাত্মা হন ।
তাহাতে সন্দেহ নাহি জানিবে রাজন ॥
অতএব আমি তুমি ইতি আদি জ্ঞান ।
পরিত্যাগ করি তুমি ওহে মতিমান্ ॥
তন্ময় করহ জ্ঞান বিশ্বে সমুদায় ।
সিদ্ধিলাভ হবে তাহে কহিনু তোমায় ॥
এত বলি পরাশর মধুর-বচনে ।
সম্বোধি কহেন পুনঃ মৈত্রেয়-সদনে ॥
শুন শুন ওহে বৎস আমার বচন ।
জড়ের এতেক বাক্য শুনি রহূগণ ॥
পরমার্থজ্ঞান লাভ করিল অন্তরে ।
ভেদ বুদ্ধি না রহিল হৃদয়-মাঝারে ॥
আত্মজ্ঞানবশে সেই বিপ্র জাতিস্মর ।
সে জন্মে লভিল মোক্ষ ওহে গুণধর ॥
যেই জন বিশ্বে হয়ে ভক্তিপরায়ণ ।
জড় ভরতের কথা করে অধ্যয়ন ॥
অথবা শ্রবণ করে একান্ত-অন্তরে ।
[illegible] হয় সেই কহিনু তোমারে ॥
[illegible] তাহারে ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] বচন ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
হরিভক্তি জন্মে তার হৃদয় মাঝারে ॥
শোক তাপ নাহি কভু আক্রমিতে পারে ।
দ্বিজ কালী হরিপদ রাখিয়া অন্তরে ।
রচিল পুরাণ কথা অতি মনোহরে ॥
দ্বিতীয় অংশের কথা হৈল সমাপন ।
বদনে শ্রীহরিনাম বল ওরে মন ॥ ১১-২৫

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূ

বিষ্ণুপুরাণ।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

সপ্ত মন্বন্তর বর্ণন।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পরে [illegible]।
শুনিনু তোমার পাশে [illegible] ॥
দেব ঋষি বিপ্র আদি [illegible]।
তাঁহাদের সমুৎপত্তি যেইরূপ [illegible]
সেইরূপে [illegible]
এ সব শুনেছি আমি [illegible] ॥
সাগর ভুবন আদি আছে [illegible]
শুনিয়াছি [illegible]
[illegible] আর ইত্যাদি কাহিনী।
যাহা যে শুনিনু আমি ওহে মহাজ্ঞানি
বিস্তারে শুনিব মন্বন্তরের বিষয়।
বাসনা অন্তরে ইহা ওহে মহোদয়॥
সে সব মন্বন্তরে যে যে হয় অধীশ্বর।
বিস্তারি কহিয়া তাহা কহ বিজ্ঞবর॥
এত শুনি পরাশর মধুর বচনে।
কহিলেন শুন শুন কহি তব স্থানে॥
অতীত হয়েছে বৎস যেই মন্বন্তর।
প্রচলিত আছে যাহা ওহে গুণধর॥
সকলি তোমার পাশে করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন তুমি ওরে বাছাধন॥
স্বায়ম্ভুব স্বরোচিষ ঔত্তমি তামস।
এই চারি তার পর রৈবত চাক্ষুষ॥
অতীত হয়েছে ইহা ওহে গুণাধার।
অতীত হয়েছে তাঁহাদের ভোগকাল॥
বৈবস্বত নামে মনু চলিছে এক্ষণে।
তাঁর ভোগকাল এবে কহি তব স্থানে॥

স্বায়ম্ভুব মনু জন্মে কল্পের প্রথমে।
যে যে দেব ঋষি আর তখন জনমে॥
সে কথা পূর্ব্বেতে আমি করেছি কীর্ত্তন।
এখন বলিব যাহা করহ শ্রবণ॥
স্বারোচিষ আদি করি মনুর তনয়।
মন্বন্তরাধিপ তারা ওহে মহোদয়॥
ইহাদের বিবরণ করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন তুমি ওহে বাছাধন॥
কীর্ত্তন করিব যত দেবাদি বিষয়।
দেবতার নাম আদি ওহে মহোদয়॥
স্বারোচিষ মন্বন্তরে ওহে বাছাধন।
পারাবত-তুষিতনামা ছিল দেবগণ॥
সেই কালে ইন্দ্র ছিল বিপশ্চিৎ নামে।
ঊর্জ্জ আদি সপ্ত ঋষি জানিবেক মনে॥ * ১১
চৈত্র কিম্পুরুষ আদি পুত্র কতিপয়।
লাভ করে স্বারোচিষ মনু মহোদয়॥
ঔত্তমি মনুর যবে হয় অধিকার।
সুশান্তি নামেতে ছিল ইন্দ্র গুণাধার॥
সুধামা ও বশবর্ত্তী সত্য প্রতর্দ্দন।
শিব এই পঞ্চ নামে ছিল দেবগণ॥
দ্বাদশ দেবতা ছিল প্রতি গণে গণে।
ষষ্টিসংখ্য হয় তাহে জানিবেক মনে॥
বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র সেই মন্বন্তরে।
সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত আছিল সংসারে॥
অজ দিব্য ও পরশু ইত্যাদি অভিধানে।
এ মনুর পুত্র হয় বিদিত ভুবনে॥

* ঊর্জ্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর, মান্ অর্ব্বরীব এই সপ্ত ঋষি ছিল।
বিষ্ণুপুরাণ,

তামস মনুর কথা করহ শ্রবণ।
স্বরূপাদি নামে ছিল চারি দেবগণ ॥*
সপ্ত বিংশ সংখ্যা ছিল প্রতি গণে গণে।
শিখিনামা ইন্দ্র ছিল কহি তব স্থানে ॥
জ্যোতির্ধামা আদি ছিল সপ্ত ঋষিবর।
নরখ্যাতি আদি ছিল তনয়-প্রবর ॥ ১
রৈবত মনুর কথা কবহ শ্রবণ।
বিভু নামে ইন্দ্র ছিল ওহে বাছাধন ॥
দেবগণ ছিল অমিতাভ আদি নামে। ২
প্রতি গণে চৌদ্দি সংখ্যা কহি তব স্থানে ॥
হিরণ্যরোমাদি ছিল সপ্ত ঋষিবর।
বনবন্ধু আদি ছিল তনয় প্রবর ॥**১২-২৪
শ্রীপ্রিযব্রতের বংশে ওহে বাছাধন।
স্বারোচিষ আদি চারি মনুর জনম ॥ ৩
প্রিযব্রত নৃপ কবি তপ-অনুষ্ঠান।
করেছিল শ্রীহরির সন্তোষ বিধান ॥
সেই হেতু হেন পুত্র জনমে তাঁহার।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার ॥
চাক্ষুষ মনুর হয রাজত্ব যখন।
মনোজব নামে ইন্দ্র আছিল তখন ॥
পঞ্চ দেবগণ ছিল আদ্য আদি করে। ৫
প্রতি গণে অষ্ট সংখ্যা কহিনু তোমারে ॥
সুমেধাদি নামে ছিল সপ্ত ঋষিগণ। ৬
উরু আদি পুত্রগণ বিদিত ভুবন ॥
এই সব পুত্রগণ হযে অধীশ্বর।
শাসিয়াছিলেন প্রজা ওহে গুণধর ॥
বৈবস্বত নামে মনু চলিছে এখন।
শ্রাদ্ধদেব নাম তার সূর্য্যের নন্দন ॥
ইনিই সপ্তম মনু বিদিত ভুবনে।
পুরন্দর ইন্দ্র হন জানিবে এক্ষণে ॥
বসু রুদ্র আদিত্যাদি হন দেবগণ।
বশিষ্ঠাদি সপ্ত ঋষি জানে সর্বজন ॥ ৭
ইক্ষ্বাকু কাবযা আদি নযটি তনয। ৮
বৈবস্বত মনু লভে ওহে মহোদয ॥
সত্ত্বগুণযুত সর্ব্বে বিষ্ণুশক্তিময।
মর্য্যাদা-সম্পন্ন বলি খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
প্রতি মন্বন্তরে বিষ্ণু দেবতা আকারে।
প্রাদুর্ভূত হযে থাকে কহিনু তোমারে ॥
স্বাযম্ভুব মন্বন্তরে আকুতি উদরে।
যজ্ঞ ও মানস নামে নিজ জন্ম ধরে ॥
স্বারোচিষ মন্বন্তর হ'লে তার পর।
তুষিতার গর্ভে জন্মে ওহে বিজ্ঞবর ॥
অদিত নামেতে খ্যাত সেইকালে হন।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বচন ॥

* স্বরূপ, হরি, সত্য, সুধী এই চারি নামে দেবগণ ছিল।

১ জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বরক ও পীবর নামক সপ্ত ঋষি এবং নরখ্যাতি, শাকুন্তল, জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি নামে পুত্রগণ ছিল।

অমিতাভ, ভূতরয, বৈকুণ্ঠ ও সুমেধা নামক দেবগণ ছিলেন।

হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য ও মহামুনি নামক সপ্ত ঋষি ছিল, বনবন্ধু, সুসম্ভাব্য ও সত্যকাদি নামে পুত্রগণ ছিল।

৩ স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত এই চারি মনু জন্মগ্রহণ করেন।

৫ আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখ নামে পঞ্চদেবগণ ছিলেন।

৬ সুমেধা, বিরজ, হবিষ্মান, উন্নত, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু নামে সপ্ত ঋষি এবং উরু, পুরু ও সুদ্যুম্ন প্রভৃতি নামে পুত্রগণ ছিল।

৭ বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ নামে সপ্ত ঋষি ছিলেন।

৮ ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত নভোদিষ্ট, করূষ, পৃষধ ও বসুমান্ এই নয়টি ধর্ম্মশীল পুত্র সমুৎপন্ন হয়

উত্তম মনুর যবে হয় অধিকার।
সত্যনাম ধরি জন্মে গর্ভেতে সত্যার॥
তামস মনুর হয় রাজত্ব যখন।
হরি নামে হর্য্যা গর্ভে সমুদিত হন॥
রৈবত মনুর কালে সম্ভূতি-উদরে।
মানস নামেতে জন্মে বিদিত সংসারে॥
চাক্ষুষ মনুর হয় রাজত্ব যখন।
বিকুণ্ঠার গর্ভে হরি জনমে তখন॥
বৈকুণ্ঠ নামেতে খ্যাত হন সেইকালে।
এইরূপে ছয় মনু অতীত হইলে॥
বৈবস্বত নামে মনু হয়েন যখন।
অদিতির গর্ভে জন্মে হইয়া বামন॥
জনম ধরিয়া হরি বামন আকারে।
ত্রিপদে ত্রিলোক ক্রমে লইলেন হরে॥
এইরূপে তিন লোক করি অধিকার।
ইন্দ্রেরে করেন দান ওহে গুণাধার॥
মনু আর মনুপুত্রগণের বিষয়।
বিস্তারে কীর্ত্তন কৈনু ওহে মহোদয়॥
এই সব মন্বন্তরে যত প্রজাগণ।
বিপ্র দ্বারা সুরক্ষিত হয় সর্ব্বক্ষণ॥
বিষ্ণুশক্তি দ্বারা এই বিশ্ব-সমুদয়।
আবিষ্ট রয়েছে সদা ওহে মহোদয়॥
বিষ্ণু নামে খ্যাত হরি এই সে কারণে।
অধিক বলিব কিবা তোমার সদনে॥
দেবতা সপ্তর্ষি মনু মনুর তনয়।
কীর্ত্তন করিনু যাঁহা ওহে মহোদয়॥
হরির বিভূতি সব জানিবে অন্তরে।
হরি বিনা নাহি কিছু জগত সংসারে॥
তাই বলে দ্বিজ কাশী ওরে মূঢ়মন।
হরিপদ হৃদিমাঝে কবহ ধারণ॥ ২৫-৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়।

-*-

সাবর্ণাদি মন্বন্তর কথন ও কল্প পরিমাণ

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
সপ্ত-মন্বন্তর-কথা করিলে কীর্ত্তন॥
ভাবী মন্বন্তর কথা শুনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া প্রভু পূরাও কামনা॥
পরাশর কহে শুন ওহে বাছাধন।
ভগবান্ সূর্য্য যিনি বিদিত ভুবন॥
তাঁহার রমণী বিশ্বকর্ম্মার নন্দিনী।
সংজ্ঞা নামে সুবিদিত সেই বিনোদিনী॥
তিন পুত্র জন্মে ক্রমে সংজ্ঞার উদরে।
বৈবস্বত মনু যম যমী তার পরে॥
তার পর স্বামী-তেজ সহিবারে নারি।
পতিপাশে নিজ ছায়া রাখিয়া সুন্দরী॥
তপস্যাকারণে যান গহন কানন।
ছায়া বহে সূর্য্যপাশে সেবার কারণ॥
ভগবান্ সূর্য্য পরে ছায়ার উদরে।
তিন পুত্র ক্রমে ক্রমে উৎপাদন করে॥
শনৈশ্চর সাবর্ণিক মনু দুই জন।
তপতী এ তিন নাম বিদিত ভুবন॥
কুপিতা হইয়া ছায়া পরেতে তখন।
যমের উপরে শাপ করেন অর্পণ॥
তখন সূর্য্যের মনে জনমে সংশয়।
"সত্য কি না সংজ্ঞা এই" ওহে মহোদয়
জনমিল এ সন্দেহ যমের অন্তরে।
জানিলেন সূর্য্য পরে সমাধির বলে॥
অশ্বরূপ ধরি সংজ্ঞা করেছে গমন।
তপস্যা করিছে গিয়া গহন কানন॥
তাহা জানি অশ্বরূপ ধরি দিনমণি।
সংজ্ঞার নিকটে চলি গেলেন তখনি॥
সংজ্ঞা সহ সেই স্থানে হইল মিলন।
অশ্বিনীকুমার তাহে লভিল জনম॥
রৈবত নামেতে আরো জন্মিল তনয়
শুন শুন তার পর ওহে সদাশয়।

সংজ্ঞারে পুনশ্চ সূর্য্য [illegible] ।
তার পর বিশ্বকর্ম্মা করিয়া যতন ॥
ভ্রমিচক্রে আরোপিত করিয়া ভাস্করে ।
লইলেন যত তেজ আকর্ষণ করে ॥
আট অংশে সেই তেজ করে তার পর ।
তাহাতে ব্যথিত নাহি হলেন ভাস্কর ॥
সূর্য্যের বৈষ্ণব তেজ হইয়া নির্গম ।
ভূতলে পড়িয়াছিল ওহে তপোধন ॥
বিশ্বকর্ম্মা তাহা দিয়া অতীব যতনে ।
সুদর্শন চক্র গড়ে বিদিত ভুবনে ॥
শিবের ত্রিশূল কার্ত্তিকেয়ের শকতি ।
কুবেরের গদা আদি দেবাস্ত্র-সংহতি ॥
সেই তেজে তেজীয়ান হইয়া উঠিল ।
ক্রমে ক্রমে সমধিক বর্দ্ধিত হইল ॥
ছায়াগর্ভে যেই মনু লভিল জনম । *
সাবর্ণি তাহার নাম বিদিত ভুবন ॥
ঐ মনুর অধিকার হয় যেইকালে ।
সাবর্ণিক মন্বন্তর তাহারেই বলে ॥
বৈবস্বত মন্বন্তর হ'লে অবসান ।
সাবর্ণিক মনু হবে ওহে মতিমান্ ॥
সেই সব ভাবী কথা তোমার সদনে ।
কীর্ত্তন করিব শুন অবহিত মনে ॥
সাবর্ণি মনুর [illegible] হবে অধিকার ।
আবির্ভাব হবে সুতপাদি দেবতার ॥ ১
সেই সব দেবতার প্রতি প্রতি গণ ।
একুশ সংখ্যায় খ্যাত জানিবে পূরণ ॥
দীপ্তিমান্ আদি করি সপ্ত ঋষিগণ ।
সে কালে বিখ্যাত হবে ওহে তপোধন ॥ ২

ইন্দ্র হবে বলি রাজা দানবের পতি ।
সাবর্ণি মনুর হবে অনেক সন্ততি ॥
বিরজাদি নামে খ্যাত সেই পুত্রগণ ।
তাহারা করিবে পরে অবনী শাসন ॥
এরূপে অষ্টম বসু হ'লে অবসান ।
নবমেব হবে দক্ষ সাবর্ণ আখ্যান ॥
মরীচিগর্ভাদি করি অমর-নিকর । *
তখন জনম লবে ওহে গুণধর ॥
দ্বাদশ সংখ্যায় যুক্ত প্রতি দেবগণ ।
অদ্ভুত নামেতে ইন্দ্র হইবে তখন ॥
শবনাদি সপ্ত ঋষি হবে সেই কালে । ১
ধৃতকেতু আদি পুত্র জন্মে সর্ব্বনবে ॥ ২
দশম মনুর জন্ম হবে তার পর ।
শ্রীব্রহ্ম-সাবর্ণ নাম ওহে গুণধর ॥
সুধামা বিরুদ্ধ নামে দেবগণ হবে ।
তাদের প্রত্যেক গণে শতসংখ্যা রবে ॥
শান্তি নামে ইন্দ্র হবে ওহে তপোধন ।
হবিষ্মান্ আদি করি সপ্ত ঋষিগণ ॥ ৩
দশ পুত্র সে মনুর লভিবে জনম ।
সুক্ষেত্র করিয়া আদি বিদিত ভুবন ॥
একাদশ মন্বন্তরে যেই মনু হবে ।
শ্রীধর্ম্ম-সাবর্ণি নাম তাহারে জানিবে ॥
বিহঙ্গম আদি করি যত দেবগণ ।
তার অধিকার-কালে লভিবে জনম ॥ ৪

* ভগবান্ সূর্য্য [illegible] যে মনুর উৎপাদন করেন, তিনি সংজ্ঞা গর্ভজ পুত্র বৈবস্বত মনুর সাবর্ণ বলিয়া সাবর্ণি নামে বিখ্যাত হন ।

১ সুতপ, অমিতাভ ও মুখ্য নামক দেবগণ ।

২ দীপ্তিমান, গালব, পরশুরাম, কৃপ, অশ্বত্থামা, বেদব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ এই সপ্ত ঋষি ।

* মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্মা নামক দেবগণ ।

১ শবন, দ্যুতিমান্ হব্য, বসু, মেধাতিথি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য এই সপ্ত ঋষি ।

২ ধৃতকেতু, দীপ্তকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রব প্রভৃতি পুত্রগণ ।

৩ হবিষ্মান, সুকৃতি, সত্য, অপাং মূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও সত্যকেতু এই সপ্ত ঋষি ।

৪ বিহঙ্গম, কামগম, নির্ব্বাণরতি ও মুখ্য নামক দেবগণ ।

তাঁদের প্রত্যেকগণে ত্রিশসংখ্যা রবে।
নিশ্চরাদি সপ্ত ঋষি সেই কালে হবে ॥*
সর্ব্বত্রগ আদি করি হবে পুত্রগণ।
দ্বাদশ মনুর পরে হইবে জনম ॥
রুদ্রপুত্র সে সাবর্ণি জানিবে অন্তরে।
হরিতাদি দেবগণ হবে সেই কালে ॥ ২
ঋতধামা নামে ইন্দ্র জন্মিবে তখন।
তপস্বী করিয়া আদি সপ্ত ঋষিগণ ॥ **
দেব আদি জনমিবে মনুর তনয়। ৩
ত্রয়োদশ মনু পরে হইবে উদয় ॥
রৌচ্যমান নাম তার ওহে তপোধন।
সুত্রামাদি সেই কালে হবে দেবগণ ॥ ৪
তেত্রিশ সংখ্যায় পূর্ণ প্রতিগণ হবে।
মহাবীর্য্য নামে ইন্দ্র তখন জন্মিবে ॥
নির্ম্মোহ করিয়া আদি হবে ঋষিগণ। ৫
চিত্রসেন আদি করি জন্মিবে নন্দন ॥ ৬
চতুর্দ্দশ মনু পরে জনম ধরিবে।
ভৌতনামে সেই মনু বিখ্যাত হইবে ॥২০-৪০
চাক্ষুস করিয়া আদি হবে দেবগণ ॥ ৭
শুচি নামে ইন্দ্র হবে ওহে তপোধন ॥
অগ্নিবাহু আদি করি সপ্তঋষি হবে। ৮
উরু আদি পুত্রগণ তখন জন্মিবে ॥ ৯
সেই সব মনুপুত্র লভিয়া জনম।
যথাক্রমে এই ধরা করিবে শাসন ॥
কীর্ত্তন করিনু তাহা তোমার গোচরে।
শুন শুন অন্য কথা কহি অতঃপরে ॥
চতুর্যুগ অবসান হইবে যখন।
বেদরাশি তিরোহিত হইবে তখন ॥
সেইকালে সপ্তর্ষিরা আসিয়া ধরায়।
উদ্ধার করিবে যত বেদ পুনরায় ॥
প্রতি সত্যযুগে মনু একান্ত অন্তরে।
স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করে সমাদরে ॥
প্রতি মন্বন্তরাবধি যত দেবগণ।
যজ্ঞভাগ মহানন্দে করেন গ্রহণ ॥
যাবৎ সে মন্বন্তর রহে বিদ্যমান।
ততকাল সে মনুর যতেক সন্তান ॥
সসাগরা বসুমতী করেন পালন।
প্রতি মন্বন্তরে হয় দেবের জনম ॥
মনুপুত্র সপ্ত-ঋষি ইন্দ্রাদি জনমে।
এইরূপে চতুর্দ্দশ মনু অবসানে ॥
সহস্র যুগপ্রমিত কল্প শেষ হয়।
পরেতে ব্রহ্মার হয় রাত্রির উদয় ॥
রাত্রি পরিমাণ হয় হাজার বৎসর।
নিরূপিত আছে ইহা ওহে গুণধর ॥
কল্পশেষে ব্রহ্মরূপী দেব ভগবান্।
অনন্ত ত্রিলোক গ্রাস করি মতিমান্ ॥
সলিল-উপরে রহে অনন্ত-শয্যায়।
কিছু পরে প্রতিবুদ্ধ হয় পুনরায় ॥
রজোগুণ সহকারে করেন সৃজন।
মনু আদি সবে পুনঃ লভয়ে জনম ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষে বলি হে তোমায় ॥

* নিশ্চর, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বৃষ্ণি, বারুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ এই সপ্ত ঋষি।

১ সর্ব্বত্রগ, সুধর্ম্মাত্মা ও দেবানীক প্রভৃতি পুত্রগণ।

২ হরিত, লোহিত, সুমনা, সুকর্ম্মা ও সুরূপ নামক দেবগণ।

** তপস্বী, সুতপা, তমোমূর্ত্তি, তপোরতি প্রভৃতি ঋষি।

৩ দেব, অনুপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি পুত্রগণ।

৪ সুত্রামা, সুধর্ম্মা ও সুকর্ম্মা নামক দেবগণ।

৫ নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা নামক সপ্তর্ষি।

৬ চিত্রসেন ও বিচিত্রাদি পুত্রগণ।

৭ চাক্ষুষ, পবিত্র, কনিষ্ঠ, ভ্রাজির, বচোবৃদ্ধ।

৮ অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নীধ্র, যুক্ত ও জিত নামক সপ্তর্ষি।

৯ উরু, গভীর ও ব্রধ্ন আদি পুত্রগণ।

সনাতন বিষ্ণু সেই নিত্য নিরঞ্জন।
চতুর্যুগ-সুব্যবস্থা করেন যেমন ॥
কীর্ত্তন করিব তাহা তোমার গোচরে।
মন দিয়া শুন বৎস একান্ত-অন্তরে ॥
সত্যযুগে কপিলাদিরূপে ভগবান্।
পরতত্ত্বজ্ঞান সবে করেন প্রদান ॥
ত্রেতাযুগে রামরূপে হয়ে অধীশ্বর।
দুষ্টের দমন করে সেই দণ্ডধর ॥
তাঁহা হ'তে বেদভাগ হয়েছে জগতে।
বেদশাখা সমুৎপন্ন হয় তাহা হ'তে ॥
তিনিই করেন এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
তাহা হ'তে হয় বৎস বিশ্বের পালন ॥
অনন্ত শকতি বৎস যা আছে তাঁহার।
তদ্দ্বারায় সৃষ্ট হয় বিশ্ব বার বার ॥
তিরোহিত হয় পুনঃ সেই শক্তিবলে।
অগোচর নাহি তাঁর কিছুই সংসারে ॥
একমাত্র তিনি হন বিশ্বে সর্ব্বময়।
সবার কারণ তিনি নাহিক সংশয় ॥
মন্বন্তর কথা এই করিনু কীর্ত্তন।
বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কত করিনু বর্ণন ॥
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মহামতি।
শ্রীবিষ্ণু পুরাণে গাঁথা মধুর ভারতী ॥৪১-৬০

তৃতীয় অধ্যায়।

—•—

যুগভেদে বেদব্যাসের ভিন্ন ভিন্ন রূপে উৎপত্তি।

মৈত্রেয় কহেন পুনঃ ওহে ভগবন্!
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন ॥
বিষ্ণুময় হয় এই অখিল সংসার।
বর্ণন করিলে তাহা করিয়া বিস্তার ॥
বিষ্ণু হ'তে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কোন জন।
জানিনু সে সব কথা ওহে ভগবন্ ॥
কিন্তু তিনি প্রতিযুগে ব্যাসের আকারে।
অবতীর্ণ হন এই জগত সংসারে ॥
কি প্রকারে বেদভাগ করেন সাধন।
শুনিতে বাসনা করি ওহে মহাত্মন্ ॥
বিষ্ণুর স্বরূপ সেই ব্যাস মহামতি।
করেছেন বেদভাগ যতনেতে অতি ॥
সেই কথা বিস্তারিয়া করহ কীর্ত্তন।
শুনিয়া পবিত্র করি এ ছার জীবন ॥
এত শুনি মিষ্টভাষে কহে পরাশর।
শুন শুন ওহে বৎস তুমি গুণধর ॥
অসংখ্য আছয়ে ভাগ বেদের এমন।
কার সাধ্য সবিস্তারে করয়ে বর্ণন ॥
সংক্ষেপে বলিব তাহা তোমার গোচরে
শুন শুন অবহিতে একান্ত অন্তরে ॥
প্রত্যেক দ্বাপরযুগে বিষ্ণু ভগবান্।
জগতের হিত হেতু ওহে মতিমান্ ॥
বেদব্যাসরূপে আসি অবনীমাঝারে।
বেদকে বহুধা ভাগ করেন সাদরে ॥
হীনবীর্য্য নরগণে করি দরশন।
তাহাদের হিত হেতু ব্যাস তপোধন ॥
বেদের বিভাগ করে জানিবে অন্তরে।
বিষ্ণুরূপী সেই ব্যাস জগত-সংসারে ॥
যে মূর্ত্তিতে বেদভাগ করেছেন তিনি।
তাহার আখ্যান হয় শ্রীব্যাসরূপিণী ॥
যে যে মন্বন্তরে ব্যাস ওহে মহাত্মন্।
যেই যেইরূপ মূর্ত্তি করেন ধারণ ॥
কীর্ত্তন করিব তাহা তোমার গোচরে।
মন দিয়া শুন বৎস একান্ত-অন্তরে ॥
বেদের বিভাগ অগ্রে অষ্টাবিংশ হয়।
মহর্ষিগণের দ্বারা জানিবে নিশ্চয় ॥
তার পর এই বৈবস্বত মন্বন্তরে।
যে সব দ্বাপরযুগ হয়েছে সংসারে ॥
তন্মধ্যে আটাশ ব্যাস হয়েছে বিগত।
নিগূঢ় কাহিনী এই শাস্ত্রের সম্মত ॥
প্রত্যেক দ্বাপর যুগে ওহে মহামতি।
চারিভাগে বেদভাগ করেছে সুমতি ॥
প্রথম দ্বাপরে নিজে ব্রহ্মা ভগবান্।
বেদের বিভাগ করে ওহে মতিমান্ ॥

দ্বিতীয় দ্বাপর হ'তে পর্য্যায়ক্রমেতে।
প্রজাপতি আদি করি জানিবেক চিতে
প্রজাপতি শুক্রাচার্য্য পরে বৃহস্পতি।
সবিতা পরেতে মৃত্যু ওহে মহামতি॥
তার পরে ইন্দ্রদেব বশিষ্ঠ পরেতে।
সারস্বত ও ত্রিধামা জানিবে ক্রমেতে॥
ত্রিবৃধা ও ভরদ্বাজ অন্তরীক্ষ আর।
অত্রি ত্রয্যারুণ পরে ওহে গুণাধার॥
ধনঞ্জয় কৃতঞ্জয় ঋণ তার পর।
ভারদ্বাজ ও গৌতম ওহে গুণধর॥
উত্তম হর্য্যাত্মা আর রাজশ্রবা পরে।
তৃণ বিন্দু ও বাল্মীকি জানিবে অন্তরে॥
শক্তি আমি তার পর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
বেদের বিভাগ করি ওহে তপোধন॥
ইহারাই যথাক্রমে বেদব্যাস নামে।
বিদিত আছেন বিশ্বে কহি তব স্থানে॥
অষ্টাবিংশ ব্যাস কথা করিনু কীর্ত্তন।
নিগূঢ় শাস্ত্রের কথা ওহে তপোধন॥
চারিভাগ হয় বেদ দ্বাপর-প্রথমে।
শুন শুন তার পর কহি তব স্থানে॥
অতীত হইলে মম পুত্র দ্বৈপায়ন।
দ্বাপর উপস্থিত যে হইবে তখন॥
তাহাতে দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা যিনি।
ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইবেন তিনি॥
বেদের প্রণবমাত্র রহিবে তখন।
কহিনু তোমার পাশে নিগূঢ় বচন॥
ব্রহ্ম শব্দ হয় বৎস বেদের আখ্যান।
তাঁহার কারণ বলি শুন মতিমান্॥
বৃহৎ ও ব্যাপক বলি ব্রহ্ম বলা যায়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু তোমায়॥
যে ব্রহ্ম প্রণবমধ্যে করে অবস্থিতি।
ঋগ্বাদি স্বরূপ তিনি ওহে মহামতি॥
ব্যাহৃতি স্বরূপ তিনি ওহে মহাত্মন্।
অগাধ অপার তিনি বিশ্বের কারণ॥
জগত মোহের তিনি হয়েন আধার।
অক্ষয় হয়েন তিনি ওহে গুণাধার॥
পুরুষার্থ প্রয়োজক তিনি মাত্র হন।
কহিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন॥
সাংখ্যবিৎ-গণের জ্ঞান জানিবে হে তিনি।
অব্যক্ত অমৃত তিনি হন আত্মযোনি॥
শম আদি গুণযুত মহাত্মা যে জন।
তাহার আশ্রয় তিনি ওহে তপোধন॥
অতিগূঢ় সর্ব্ববীজ সেই ব্রহ্ম হন।
সবার স্বরূপ তিনি ওহে মহাত্মন্॥
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি মহেশ্বর।
তাঁহা হ'তে ভিন্ন কিছু নাহি গুণধর॥
ধরাধামে ভিন্ন বুঝি যেই সব জন।
তাঁর ভেদ চিন্তা করে তারা অনুক্ষণ॥
সর্ব্ব আত্মা সেই ব্রহ্ম সর্ব্ববেদময়।
তাঁ-হ'তে বহুধা ভক্ত বেদরাশি হয়॥
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে মহামতি।
কহিনু সে সব কথা মধুর ভারতী॥
অপূর্ব্ব পুরাণ কথা শুনে যেই জন।
শোক তাপ তার দেহে না রহে কখন॥
মনের বাসনা পূর্ণ সে জনের হয়।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মূঢ় মন।
একান্ত অন্তরে ভাব হরির চরণ॥ ১-৩০

চতুর্থ অধ্যায়

বেদবিভাগ বর্ণন।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
বেদের বিভাগ এবে করিব বর্ণন॥
চতুষ্পাদ ছিল পূর্ব্বে বেদ বিদ্যমান।
লক্ষমন্ত্রে পরিপূর্ণ ওহে মতিমান্॥
সেই বেদ হ'তে হয় যজ্ঞের জনম।
তার পর বলি যাহা করহ শ্রবণ॥
বৈবস্বত মন্বন্তরে আটাশ দ্বাপরে।
চারিভাগ করে ব্যাস জানিবে বেদেরে॥

মম পুত্র বেদব্যাস মহাতপোধন।
বেদভাগ করে যথা ওহে তপোধন ॥
আমা হ'তে সেইরূপে যত ঋষিগণ।
ব্যস্ত হয়েছিল পূর্ব্বে ওহে মহাত্মন্ ॥
চারি যুগে বেদশাখা ব্যাস মহামতি।
করেছেন নিরূপণ জানিবে সুমতি ॥
নারায়ণ সম সেই ব্যাস তপোধন।
ভিন্ন নাহি ভাব তাঁরে ওরে বাছাধন।
হেন জন কেবা আছে এ ভব-সংসারে।
তিনি বিনা শ্রীভারত বর্ণিবারে পারে ॥
দ্বাপর যুগেতে তিনি ওহে মহাত্মন্।
যেরূপে বেদের ভাগ করেন মিলন ॥
কীর্ত্তন করিব তাহা তোমার গোচরে।
শুন শুন ওহে বৎস একান্ত অন্তরে ॥
ব্রহ্মার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
চারিভাগ করে বেদ আমার নন্দন ॥
চারিটী শিষ্যকে পরে করিয়া যতন।
করায়ে ছিলেন তাহা ক্রমে অধ্যয়ন ॥
ঋক্ বেদ শিক্ষা করে পৈল মহামতি।
শিখেছিল সামবেদ জৈমিনী সুমতি ॥
যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করে শ্রীবৈশম্পায়ন।
সুমন্ত্র অথর্ব্ববেদ করে অধ্যয়ন ॥
ইতিহাস পুরাণাদি অতীব যতনে।
শ্রীরোমহর্ষণ শিখে ব্যাসদেব সদনে ॥
মহাত্মন্ দ্বৈপায়ন অতীব সাদরে।
যজুর্ব্বেদ চারিভাগে করিলেন পরে ॥
চাতুর্হোত্র বিধি আছে ইথে বিদ্যমান।
সেই অনুসারে যজ্ঞ হয় অনুষ্ঠান ॥
অধ্বর্য্যুদিগের কার্য্য যজুর্ব্বেদে হয়।
হোতৃকর্ম্ম ঋগ্বেদেতে জানিবে নিশ্চয় ॥
সামবেদ দ্বারা গান হয় সম্পাদন।
অথর্ব্ব দ্বারায় হয় ব্রহ্ম নিরূপণ ॥
মম পুত্র দ্বৈপায়ন গুণের আধার।
বেদ হ'তে করে কিছু মন্ত্রের উদ্ধার ॥
ঋগ্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন ভূতলে।
কতিপয় মন্ত্র পরে লইয়া সাদরে ॥

যজুর্ব্বেদ প্রকাশিত করেছেন তিনি।
গান সব উদ্ধারিল ওহে মহামুনি ॥
সামবেদ প্রকাশিত করেছে ধরায়।
ব্রহ্ম নিরূপণ বিধি লয়ে পুনরায় ॥
রাজকর্ম্মবিধি লয়ে অতীব যতনে।
অথর্ব্ব প্রকাশ কৈল এ তিন ভুবনে ॥
হেনরূপে বেদরূপ মহাতরুবর।
বিভক্ত হইল যিনি ওহে গুণধর ॥
চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইল বৃক্ষের কারণ।
বিস্তারিয়া বলি ক্রমে করহ শ্রবণ ॥
ঋগ্বেদ-তরুকে ভাগ করিয়া যতনে।
সংহিতা রচিল পৈল পুলকিত মনে ॥
ইন্দ্রপ্রমৃতিরে তাহা করিল প্রদান।
অপর সংহিতা পুনঃ রচিল ধীমান্ ॥
বাস্কলেরে যত্নে তাহা করিল অর্পণ।
বাস্কল করিল যাহা শুনহ এখন ॥
সংহিতারে চারিভাগ করিয়া বাস্কল।
বৌদ্ধাদি শিষ্যেরে দিল করিয়া আদর ॥
আমি আর যাজ্ঞবল্ক্য মোরা দুই জন।
সে মত আশ্রয় কৈনু আনন্দিত মনে ॥
সংহিতা হইতে পরে লৌদ্ধ মুনিগণ।
অসংখ্য অসংখ্য শাখা করিল সৃজন ॥
যে সংহিতা প্রাপ্ত হয় শ্রীইন্দ্রপ্রমতি।
মাণ্ডুক্যকে দেন তাহা জানিবে সুমতি ॥
মাণ্ডুক্যেরে শিষ্য-হস্তে পড়ে তার পরে।
ক্রমেতে প্রশিষ্য আর পুত্রাদির করে ॥
শাকল্য সংহিতা সেই করি অধ্যয়ন।
মুদ্গলাদি পঞ্চ শিষ্যে করেন অর্পণ ॥ *
তিন সংহিতার সৃষ্ট শাকপুনি করে।
চতুর্থ নিরুক্ত তিনি করেন সাদরে ॥
সংহিতা-ত্রিতয় আর রচিল বাস্কল।
অসংখ্য সংহিতা করে গার্গ্য ঋষিবর ॥
কালায়নি কথাজব ঋষি দুই জন।
অসংখ্য সংহিতা দোঁহে করেন রচন ॥

* মুদ্গল, গোমুখ, বাৎস্য, শালয় ও শিশির এই পঞ্চ শিষ্য।

শাখা প্রশাখাদি যত ঋগেদেতে আছে।
বর্ণন করিনু বৎস তাহা তব কাছে॥
শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিল দ্বিজ কালী প্রফুল্ল-অন্তর॥১-২৬

পঞ্চম অধ্যায়।

—❀—

ব্যাসশিষ্যগণের বেদশাখা গ্রহণ।

ব্যাসশিষ্য মহামতি শ্রীবৈশম্পায়ন।
যজুর্ব্বেদ মহাতরু করিয়া গ্রহণ॥
সপ্তবিংশ শাখা তার করিয়া যতনে।
শিষ্যগণে দান করে পুলকিতমনে॥
বিধানে যতেক শিষ্য করিয়া গ্রহণ।
একমনে সেই সব করে অধ্যয়ন॥
তার মাঝে যাজ্ঞবল্ক্য ছিল একজন।
ব্রহ্ম-রাজপুত্র তিনি বিদিত ভুবন॥
পরম ধার্ম্মিক তিনি প্রথিত সংসারে।
ভক্তিপরায়ণ সদা গুরুর উপরে॥
ঋষিদের পূর্ব্বে ছিল এরূপ নিয়ম।
দলবদ্ধ হয়ে যান কোন ঋষিজন॥
পুলকিত মনে যায় সুমেরু শিখরে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ আসি ঘেরিবে তাহারে॥
করে নাই কভু কেহ এ রীতি লঙ্ঘন।
কেবল লঙ্ঘিয়ে ছিল শ্রীবৈশম্পায়ন॥
শিষ্যগণ সহ আসে সুমেরু-শিখরে।
অকস্মাৎ শিশু তাঁর নয়নেতে পড়ে॥
সুন্দর শিশুরে তিনি করি দরশন।
তার দেহে পদাঘাত করিল তখন॥
ব্রহ্মহত্যা আসি তাঁরে অমনি ঘেরিল।
শিষ্যগণে সম্বোধিয়া পরেতে কহিল॥
ব্রহ্মহত্যা-নিবারণ ব্রত-অনুষ্ঠান।
অচিরে করহ সবে ওহে মতিমান্॥
এত শুনি যাজ্ঞবল্ক্য কহেন তখন।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্॥
এই সব হীনতেজা ক্লেশিত ব্রাহ্মণে।
প্রয়োজন নাহি কিছু কহি তব স্থানে॥
একাকী করিয়া আমি ব্রত-অনুষ্ঠান।
ব্রহ্মহত্যা পাপে তোমা করিব যে ত্রাণ॥
এত বলি মৌনভাব করিলে ধারণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে কহে তারে শ্রীবৈশম্পায়ন॥
বিপ্র-অপমান তুমি কর নরাধম।
অতএব বলি যাহা করহ শ্রবণ॥
শিক্ষা করিয়াছ যাহা আমার গোচরে।
পরিত্যাগ কর দুষ্ট সে সব অচিরে॥
হীনতেজা বলি তুমি যত বিপ্রগণে।
অপমান কৈলে কত বুঝিতেছ মনে॥
তখন আমাতে আর কিবা প্রয়োজন।
তব সম নাহি আর কোন নরাধম॥
এত শুনি যাজ্ঞবল্ক্য কহিল তাঁহারে।
শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তোমারে॥
আমি হই তব প্রতি ভক্তিপরায়ণ।
এরূপ বলেছি তাই ওহে ভগবন্॥
বিপ্রের অবজ্ঞা নহে বাসনা আমার।
যাহা হোক শুন শুন ওহে গুণাধার॥
তব পাশে করিয়াছি যাহা অধ্যয়ন।
তাহাতে আমার আর নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি ভেদ করি নিজ কলেবর।
বাহির করিয়া দিল বেদ তরুবর॥
রুধিরাক্ত যজুর্ব্বেদ করিয়া বাহির।
অর্পণ করিল তাহা মহর্ষি-প্রবীর॥
তৈত্তির-আকৃতি হ'য়ে যত ঋষিগণ।
সেই বেদ করেছিল সাদরে গ্রহণ॥
তৈত্তিরীয় বলি তাই তপসনিকর।
বিদিত হ'য়েছে ভূমে ওহে গুণধর॥
গুরুর আদেশ পরে সেই ঋষিগণ।
আধ্বর্য্যক কার্য্য করে ওহে তপোধন॥
বৈশম্পায়নের পাপ তাহাতে সংহারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
যাজ্ঞবল্ক্য করি হেথা বেদ পরিহার।
যজুর্ব্বেদ তরু লভে হয় পুনর্ব্বার॥

প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া যতনে।
সূর্য্যের করিল স্তব ঐকান্তিকমনে ॥
ওহে প্রভো তুমি হও মুকুতির দ্বার।
সিততেজা বেদরূপী ওহে গুণাধার ॥
পরম তেজস্বী তুমি বিশ্বের কারণ।
তুমি অগ্নি তুমি চন্দ্র ওহে ভগবন্ ॥
কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি সকলি হে তুমি।
ঋতুকর্ত্তা ঋতুহর্তা ওহে দিনমণি ॥
পরম অক্ষয়রূপী তুমি ভগবন্।
তুমি ধ্যেয় বিষ্ণুরূপী বিদিত ভুবন ॥
দেবতার তৃপ্তি সাধি রশ্মির দ্বারায়।
ধরিতেছ তাঁহাদিগে নমামি তোমায় ॥
তব সুধামৃত দ্বারা যত পিতৃগণ।
তৃপ্তিলাভ ক'রে থাকে ওহে ভগবন্ ॥
বিধাতা ত্রিকালরূপী তুমি জগৎপতি।
তব তেজে নষ্ট হয় তিমির সংহতি ॥
উদিত না হও যদি ওহে ভগবন্।
সৎকর্ম্ম না হ'লে ভুমে হয় বিনাশন ॥
পবিত্রতা লাভ বল কে করিতে পারে।
তোমা বিনা বিশ্ব শূন্য জানি হে অন্তরে ॥
তোমার কিরণ স্পর্শ করি নরগণ।
ক্রিয়াযোগ্য হয়ে থাকে ওহে ভগবন্ ॥
শুদ্ধাত্মা সবিতা তুমি আদিত্য ভাস্কর।
দেবতার আদিভূত পরম-ঈশ্বর ॥
হিরণ্ময় তব রথ বিদিত ভুবনে।
তোমার সমান কেহ নাহি কোন স্থানে ॥
তব সুধাবর্ষী রশ্মি ওহে ভগবন্।
করিতেছে আলোকিত এ তিন ভুবন ॥
নয়নস্বরূপ প্রভু তুমি সবাকার।
বিরাজ করিছ সদা নাশি অন্ধকার ॥
পুনঃ পুনঃ নতি করি তোমার চরণে।
প্রসীদ প্রসীদ দেব এ অধীন জনে ॥
এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়া শ্রবণ।
বাজিরূপ সূর্য্যদেব করিয়া ধারণ ॥
উপনীত হন তথা অতীব অচিরে।
কহিলেন শুন ঋষে বলিহে তোমারে ॥
প্রসন্ন হ'য়েছি আমি তোমার উপর।
অভিমত বর লহ ওহে ঋষিবর ॥
সূর্য্যের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
যাজ্ঞবল্ক্য পদতলে করিয়া বন্দন ॥
কহিলেন শুন শুন ওহে দিনমণি।
অকিঞ্চন তব পাশে করিতেছি আমি ॥
যাহা না জানেন কভু শ্রীবৈশম্পায়ন।
সেই যজুর্ব্বেদ মোরে করহ অর্পণ ॥
ঋষির এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
যজুর্ব্বেদ দিল সূর্য্য পুলকিত মনে ॥
সূর্য্যদত্ত সেই বেদ যেই জন পড়ে।
বাজী নামে খ্যাত তারা জানিবে সংসারে।
পঞ্চদশ ঋষি আছে বাজী-অভিধান।
যে বেদ পড়েছে তারা ওহে মতিমান্ ॥
যাজ্ঞবল্ক্য সেই সব করি অধ্যয়ন।
কাণ্বাদি বিবিধ শাখা করেন রচন ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুললিত অতি।
বিরচিল দ্বিজ কালী মধুর ভারতী ॥ ১-২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়।

-*-

জৈমিনি কর্ত্তৃক বেদশাখার বিভাগ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য বিদিত ভুবন ॥
সামবেদ-শাখাভাগ সেই ঋষি করে।
বলিতেছি সেই কথা তোমার গোচরে ॥
জৈমিনির দুই পুত্র খ্যাত চরাচর।
সুমন্ত সুকর্ম্মা আর ওহে গুণধর ॥
দুইজনে সামবেদ সংহিতা পড়িয়ে।
ব্যুৎপত্তি লভেন তাহে জানিবে হৃদয়ে ॥
সামবেদ শাখা হ'তে সুকর্ম্মা সুজন।
সহস্র-সংহিতা রচি ওহে তপোধন ॥
শিষ্যদ্বয়ে তাহা তিনি করেন প্রদান।
শিষ্য দোঁহে শিক্ষা করে ওহে মতিমান

শ্রীহিরণ্যনাভ আর শ্রীপৌষ্পিঞ্জির নামে
সেই দুই শিষ্য খ্যাত বিদিত ভুবনে ॥
শ্রীহিরণ্যনাভ হ'তে যে সব ব্রাহ্মণ ।
ভারতী সংহিতা সুখে করেন গ্রহণ ॥
সামগ্ বলিয়া তাঁরা বিদিত ভুবনে ।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদনে ॥
পৌষ্পিঞ্জির চারি শিষ্য জানে সর্ব্বজন ।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ ॥
লোকাক্ষি কুথুমি পরে কুসীদি আখ্যান ।
লাঙ্গলি এ চারি শিষ্য খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
সামবেদ সংহিতারে এই সব জন ।
বহুধা বিভক্ত করে ওহে তপোধন ॥
হিরণ্যনাভের শিষ্য বহুজন ছিল ।
বহুসংখ্য সামশাখা তাহারা করিল ॥
অথর্ব্ব-সংহিতা হয় যেরূপ প্রকারে ।
বলিতেছি সেই কথা তোমার গোচরে ॥
অমিতদ্যুতির শিষ্য কবন্ধ আখ্যান ।
অথর্ব্ব শিখিল সেই ওহে মতিমান্ ॥
দুইভাগ করি বেদ কবন্ধ সুমতি ।
দুই শিষ্যে দেয পরে ওহে মহামতি ॥
দেবদর্শ আর পথ্য সে দোঁহার নাম ।
ইহাঁদের শিষ্য যারা কর অবধান ॥
ব্রহ্মবলি সৌল্কায়নি পিপ্পলাদ আর ।
দেবদর্শ-শিষ্য ছিল ওহে গুণাধার ॥
মৈত্র নামে আরো শিষ্য ছিল একজন ।
পথ্যের শিষ্যের কথা শুনহ এখন ॥
কুমুদাদি শান্তিকল্প শৌনক জাজলি ।
আঙ্গিরস এই সবে তাঁর শিষ্য বলি ॥
অথর্ব্ব বেদের শাখা ইহাঁদের হতে ।
অসংখ্য হযেছে ঋষে জানিবে জগতে ॥
শৌনক সংহিতা স্বীয় করি দুই ভাগ ।
বভ্রুরে করেন দান তার এক ভাগ ॥
সৈন্ধবকে অন্য অংশ করেন অর্পণ ।
শুন শুন তার পর ওহে তপোধন ॥
সুমতি সৈন্ধব আর মুঞ্জকেশগণ ।
অথর্ব্ব-সংহিতা করে দু-ভাগে তখন ॥
নক্ষত্র নামেতে আর কল্প অবিধানে ।
সে শাস্ত্র প্রকাশ হয় জানিবে ভুবনে ॥
যাঁহাদের কথা এই করিনু কীর্ত্তন ।
অথর্ব্ব-সংহিতাকর্ত্তা সেই সব জন ॥
পুরাণ সংহিতা করি ব্যাস মহামতি ।
লোমহর্ষণেরে দেন জানিবে সুমতি ॥
লোমহর্ষণের হয় সুত অভিধান ।
ছয় শিষ্য ছিল তার ওহে মতিমান্ ॥ *
কাশ্যপ সাবর্ণি আর শাংসপ-অয়ন ।
পুরাণ-সংহিতাকর্ত্তা বিদিত ভুবন ॥
কিন্তু এক কথা বলি শুন সদাশয় ।
লোমহর্ষণের কত সংহিতা যা হয় ॥
তাহাই সবার মূল জানিবে অন্তরে ।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
শ্রীব্রহ্মপুরাণ হয় পুরাণের আদি ।
পুরাণের মত এই ওহে মহামতি ॥
অষ্টাদশ পুরাণের শুনহ আখ্যান ।
পর্য্যায়ক্রমেতে বলি ওহে মতিমান্ ॥
ব্রহ্ম পদ্ম বিষ্ণু শিব ভাগবত পরে ।
নারদীয় মার্কণ্ডেয় বিদিত সংসারে ॥
শ্রীঅগ্নি ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ।
শ্রীলিঙ্গ বরাহ স্কন্দ শাস্ত্রের বিধান ॥
বামন শ্রীকূর্ম্ম মৎস্য গরুড় যে পরে ।
ব্রহ্মাণ্ড এ অষ্টাদশ কহিনু তোমারে ॥
সর্গ প্রতিসর্গ বংশ আর মন্বন্তর ।
ইত্যাদি বর্ণিত আছে পুরাণ-ভিতর ॥
বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কিন্তু সর্ব্বত্র প্রকাশ ।
প্রকাশ করিনু বৎস তোমার সকাশ ॥
চতুর্দ্দশ বিদ্যা যাহা শিক্ষা আদি করে ।
প্রতিষ্ঠিত আছে লোকে জানিবে অন্তরে ॥

* সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংসপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি এই ছয় শিষ্য ছিল।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এই ছয় অঙ্গ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই সমুদায়ে চতুর্দ্দশ বিদ্যা।

ইহা ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ আদি করি আর।
চতুষ্টয় আছে বিদ্যা ওহে গুণাধার ॥ *
সমুদায়ে অষ্টাদশ গণনীয় হয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥
ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি আর রাজ ঋষিগণ।
প্রকৃত ঋষির মাঝে হয়েন গণন ॥
বেদবিভাগের কথা কহিনু তোমারে।
এরূপে বিভক্ত হয় সর্ব্ব মন্বন্তরে ॥
প্রজাপতি-কৃত বেদ নিত্য বলি গণি।
তা হ'তে করেছে শাখা যত মহামুনি ॥
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওরে বাছাধন।
বিস্তারে সে সব কথা করিনু কীর্ত্তন ॥
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা হ'তেছে অন্তরে।
জিজ্ঞাস বলিব তাহা তোমার গোচরে ॥
বিষ্ণুপুরাণের সম নাহিক পুরাণ।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী সুখে ভাসমান ॥

সপ্তম অধ্যায়।

নরনিবৃত্তি সূচক প্রশ্ন ও যম-কিঙ্কর সংবাদ।

মৈত্রেয় কহিল শুন ওহে ভগবন্।
জিজ্ঞাসিয়াছিনু যাহা তোমার সদন ॥
কীর্ত্তন করিলে তাহা করিয়া বিস্তার।
এক্ষণে জিজ্ঞাসি যাহা শুন গুণাধার ॥
সপ্তদ্বীপে পাতালেতে সপ্তলোক আর।
অসংখ্য জীবের স্থিতি বিদিত সংসার ॥
কেহ স্থূল কেহ সূক্ষ্ম ওহে মহাত্মন্।
স্থূল হ'তে স্থূল কেহ হয় দরশন ॥
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম কেহ নিবসতি করে।
প্রাণীশূন্য কোন স্থান নাহেরি সংসারে ॥

কর্ম্মবন্ধ নিবন্ধন সবাযের প্রায়।
শমনের বশবর্ত্তী হ'তে দেখা যায় ॥
আয়ুক্ষয় হ'লে পরে যত জীবগণ।
কর্ম্ম অনুরূপ কষ্ট করিয়া ভুঞ্জন ॥
পরেতে স্ব স্ব যোনিতে জন্মগ্রহ করে।
তাহার প্রমাণ আছে শাস্ত্রের ভিতরে ॥
অতএব কিবা কাজ কৈলে অনুষ্ঠান।
কালের কবল হ'তে হয় পরিত্রাণ ॥
তাহাই শুনিতে এবে হতেছে বাসনা।
বর্ণন করিয়া প্রভু পুরাও বাসনা ॥
এত শুনি মিষ্টভাষে কহে পরাশর।
শুন বৎস বলি যাহা তোমার গোচর ॥
মহাত্মা নকুল পূর্ব্বে ভীষ্মের গোচরে।
জিজ্ঞাসিয়াছিল ইহা জানিবে অন্তরে ॥
বলেছিল যেইরূপ ভীষ্ম মহামতি।
বলিব সে সব আমি শুনহ সুমতি ॥
নকুলের প্রশ্ন শুনি ভীষ্ম মহাত্মন্।
কহিলেন সম্বোধিয়া শুন বাছাধন ॥
মম সখা ছিল পূর্ব্বে কালিঙ্গক নাম।
জাতিতে ব্রাহ্মণ তিনি অতি গুণধাম ॥
এক দিন আসি তিনি আমার গোচরে।
কহিলেন শুন সবে বলিতে তোমারে ॥
জাতিস্মর বিপ্র এক করি আগমন।
মম পাশে ভাবী কথা করেছে কীর্ত্তন ॥
যথার্থ নির্ণয় আমি করেছি তাহার।
তিনি যাহা বলেছিল নিকটে আমার ॥
তাহার অন্যথা কিছুমাত্র হয় নাই।
কহিনু মনের কথা সখে তব ঠাঁই ॥
হে বৎস নকুল তুমি জিজ্ঞাসিলে যাহা।
জিজ্ঞাসিয়াছিনু পূর্ব্বে সখা-পাশে ইহা ॥
মম প্রশ্ন কথা তিনি শুনিয়া অমনি।
জাতিস্মর বিপ্রকথা শুনিয়া তখনি ॥
যম-কিঙ্কর সংবাদ আমার গোচরে।
বর্ণন করিয়াছিল জানিবে অন্তরে ॥
সেই কথা তব পাশে করিব কীর্ত্তন।
একান্ত অন্তরে বৎস করহ শ্রবণ ॥

* আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব ও অর্থশাস্ত্র এই চারিটী ও পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ সমুদায়ে অষ্টাদশ বিদ্যা।

একদিন ধর্ম্মরাজ স্বীয় কিঙ্করেরে।
ক্রুদ্ধ আর পাশহস্ত নিজচক্ষে হেরে॥
বলিয়াছিলেন তারে করি সম্বোধন।
শুন শুন ওরে দূত আমার বচন॥
হরির শরণাপন্ন যেই জন হয়।
কভু নাহি যেও তুমি তাহার আলয়॥
বিষ্ণুভক্ত যেই জন অবনী-মাঝারে।
অধিকার নাহি মম তাহার উপরে॥
কি আছে ক্ষমতা তার করিব শাসন।
ভ্রমে নাহি যেও কভু তাহার সদন॥
লোকের হিতার্থ মোরে বিধি পদ্মযোনি।
দিয়াছেন এই পদ সত্য বটে মানি॥
কিন্তু বিষ্ণুভক্ত হন যেই মহাত্মন্।
গুরুভক্ত কিম্বা হন যেই সাধুজন॥
বশবর্ত্তী থাকি আমি সতত তাঁহার।
অধিক বলিব কিবা ওহে গুণাধার॥
ভগবান্ বিষ্ণু হন সবার প্রধান।
আমার শাসনকর্ত্তা সেই গুণধাম॥
কটক কুণ্ডল আদি বিবিধ আকারে।
সুবর্ণ যেমন দৃষ্ট হতেছে সংসারে॥
সেইরূপ একমাত্র হরি নারায়ণ।
দেব নর আদি রূপে হন দরশন॥
বিবেচনা করি দেখ ওহে মহাত্মন্।
বায়ুবেগ অবসান হইলে যেমন॥
পার্থিব জলীয় পরমাণু সমুদায়।
মিলিত হইয়া ক্রমে পৃথ্বী সহ যায়॥
সেইরূপ পরিণামে দেবতা বা নর।
পশু পক্ষী আদি জীব ওহে গুণধর॥
সনাতন বিষ্ণু সহ একত্রিত হয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা নাহিক সংশয়॥
পরমার্থ লাভ হেতু যেই সাধুজন।
একান্ত ভকতি রত হয়ে অনুক্ষণ॥
সুরপূজ্য হরিপদে করয়ে প্রণাম।
পাতক না রহে তার ওহে মতিমান্॥
ঘৃত সিক্ত অগ্নি জ্ঞানে তুমি হে তাহারে
ত্যজিয়া আসিবে চলি রবে বহুদূরে॥

ধর্ম্মের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পাশহস্ত দূত কহে করি সম্বোধন॥
শুন প্রভু নিবেদন করিহে তোমারে।
বিষ্ণুভক্ত চিনি লব কহ কি প্রকারে॥
এত শুনি যম কহে শুনহ কিঙ্কর।
স্বীয় ধর্ম্ম হ'তে ভ্রষ্ট নহে যেই নর॥
স্বীয় ধর্ম্ম হ'তে ভ্রষ্ট নহে যেই জন।
শত্রু মিত্রে যার আছে সম দরশন॥
পরধন হরিবারে নাহি যার মতি।
পরেরে পীড়ন নাহি করে সে সুমতি॥১-২০
কলি-কলুষিত আত্মা নহেক যাহার।
নির্ম্মল অন্তরে রহে যেই গুণাধার॥
বসুদেব যারা হন ভক্তিপরায়ণ।
পরদ্রব্য তৃণতুল্য হেরে যেই জন॥
অন্যের সুবর্ণ যদি রহে গুপ্তস্থানে।
দেখিয়া সে জন নাহি দেখয়ে নয়নে॥
একচিত হয়ে যারা ওহে মতিমান্।
হৃদয়ে জপেন সদা শ্রীহরির ধ্যান॥
বিষ্ণুভক্ত ওহে বৎস সেই সব জন।
আরো যাহা বলি তাহা শুনহ এখন॥
স্ফটিক মণির ন্যায় যাহারা হৃদয়ে।
হরিরে রাখেন সদা আনন্দিত হ'য়ে॥
মৎসরাদি দোষ নাহি তাহাদের রয়।
তাহার কারণ বলি শুন মহোদয়॥
অনল-তেজের পাশে কভু কোনকালে।
হিমরশ্মি অবস্থান করিতে কি পারে॥
বিশুদ্ধ স্বভাব শান্ত আর নির্ম্মৎসর।
শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান হ'য়ে নিরন্তর॥
প্রিয়বাদী মায়াশূন্য হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ।
সতত কাটায় কাল যেই সব জন॥
ভগবান্ বাসুদেব তাদের অন্তরে।
অবস্থিতি করে সদা আনন্দের ভরে॥
হরি অধিষ্ঠান যদি হৃদয়েতে হয়।
সৌম্যমূর্ত্তি জগৎপ্রিয় হয় নরচয়॥
যমনিয়মাদি কার্য্য করি অনুষ্ঠান।
ধুতপাপ যাঁরা হন ওহে মতিমান্॥

একান্ত আসক্ত রহে হরির উপরে।
মৎসরাদি দোষ নাহি থাকে কোনকালে
পরম বৈষ্ণব তাঁরা ওহে মহাত্মন্।
তাঁদের নিকটে তুমি না যাবে কখন ॥
শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ হরি।
যাহার অন্তরে রহে কৃপাদৃষ্টি করি ॥
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা নাহিক সংশয় ॥
সূর্য্যোদয় হ'লে কি হে থাকে অন্ধকার।
বুঝিয়া না দেখ হৃদে তুমি গুণাধার ॥
পরধন লোভে করে যাহারা হরণ।
মিথ্যা বা নিষ্ঠুর বাক্য কহে অনুক্ষণ ॥
ক্রোধবশে প্রাণীহত্যা অনায়াসে করে।
পাপকার্য্যে সদা বুদ্ধি যাহাদের ফেরে ॥
অন্যের সম্পদ সহ্য যাদের না হয়।
সাধুকের নিন্দা করে ওহে মহোদয় ॥
যজ্ঞ অনুষ্ঠান যারা কভু নাহি করে।
কভু নাহি দান করে সৎপাত্রের করে ॥
সুহৃদ বান্ধব পুত্র জনক জননী।
কলত্র অথবা ভৃত্য ওহে গুণমণি ॥
ইহাদের সহ যারা শত্রুতা করিতে।
সতত প্রবৃত্ত থাকে পুলকিত চিতে ॥
অর্থতৃষ্ণা বলবতী যাহাদের রয়।
সে তৃষ্ণার শান্তি নাহি কিছুতেই হয় ॥
অসৎ কার্য্যের সদা করে অনুষ্ঠান।
অসৎ পথেতে ধায় ওহে মতিমান্ ॥
অসতের সঙ্গে বাস সর্ব্বক্ষণ করে।
অনিষ্ট সতত করে বন্ধুর উপরে ॥
সেই সব নরাধমে পশু বলি গণি।
বিষ্ণুরে না পায় তারা ওহে গুণমণি ॥
তাহাদিগে যথা তথা করিলে দর্শন।
প্রকাশিবে নিজবল আমার বচন ॥
বিষ্ণুরে যাহারা জানে পরম-ঈশ্বর।
পরম-পুরুষ বলি ভাবে যেই নর ॥
অদ্বিতীয় জগন্ময় বিবেচনা করে।
তাহাদের মতি রহে হরির উপরে ॥
বাসুদেব বিষ্ণু আর কমল-নয়ন।
ধরাধর শঙ্খপাণি ওহে মহাত্মন্ ॥
হরির এ সব নাম মুখে উচ্চারিয়ে।
শরণ লভয়ে যারা প্রফুল্ল-হৃদয়ে ॥
বিষ্ণুর পরম ভক্ত সেই সব জন।
কভু নাহি যাবে বৎস তাদের সদন ॥
অব্যয়াত্মা হরি যার চিত্তে স্থিতি করে।
কভু নাহি যাবে তুমি তাহার গোচরে ॥
তাহার উপরে নাহি তব অধিকার।
অধিক বলিব কিবা ওহে গুণাধার ॥
বিষ্ণুচক্রে প্রতিহত বল বীর্য্য মম।
তাই তার পাশে যেতে না হই সক্ষম ॥
অতএব বিষ্ণুভক্ত যেই সব জন।
মম লোকে তারা নাহি আসিবে কখন।
অনুত্তম লোক আছে ওহে মহামতি।
আনন্দে তাহারা তথা করিবে বসতি ॥
এত বলি নকুলেরে ভীষ্ম মহাত্মন্।
কহিলেন শুন শুন ওরে বাছাধন ॥
কালিঙ্গক এত বলি সম্বোধি আমারে।
কহিলেন কুরুবর বলি হে তোমারে ॥
দূতের শাসন হেতু যম মহামতি।
বলিয়াছিলেন যাহা মধুর ভারতী ॥
তোমার নিকটে তাহা করিনু কীর্ত্তন।
এই উপদেশ তুমি করিও গ্রহণ ॥
অতএব শুন শুন নকুল সুমতি।
এই উপদেশ তুমি কর অবস্থিতি ॥
বিষ্ণু ভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা নাহিক সংসারে।
যে ব্যক্তি সতত ভাবে একচিতে তাঁরে।
পাশহস্ত যমদূত অথবা শমন।
কভু নাহি যেতে পারে তাহার সদন ॥
তাহার উপরে নাহি যম অধিকার।
জীবন্মুক্ত সেই জন ওহে গুণাধার ॥
অখিল যাতনা হ'তে বিমুক্ত হইয়ে।
সে জন সুখেতে রহে প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষে বলিহে তোমায় ॥

যমকিঙ্কর-সংবাদ করিনু কীর্ত্তন।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গাঁথা মধুর ভারতী।
দ্বিজ কালী বিরচিয়া পুলকিতমতি॥ ২১-৩৯

অষ্টম অধ্যায়।

সগর ও ঔর্ব্বের উপাখ্যান বিষ্ণুপূজা ও ফলশ্রুতি, বিষ্ণুমাহাত্ম্য এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কীর্ত্তন।

মৈত্রেয় কহিল পুনঃ ওহে ভগবন্।
সংসার জিগীষু ভবে যেই সব জন॥
বিষ্ণু-আরাধনা তারা সেইরূপে করে।
কীর্ত্তন করিলে তাহা আমার গোচরে॥
অধুনা জিজ্ঞাসি প্রভো তোমার সদন।
বিষ্ণু আরাধনা করে যেই সব জন॥
তাহারা কিরূপ ফল লভিবারে পারে।
শুনিতে বাসনা বড় হতেছে অন্তরে॥
অতএব কৃপা করি করহ বর্ণন।
শুনিয়া শীতল করি তাপিত জীবন॥
এত শুনি মিষ্টভাষে কহে পরাশর।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তুমি ওহে গুণধর॥
এই উপলক্ষে এক কহি উপাখ্যান।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে মতিমান্॥
একদিন মহারাজ সগর সুমতি।
ঔর্ব্বেরে সম্বোধি কহে মধুর ভারতী॥
ভৃগুকুল-সমুদ্ভূত ঔর্ব্ব মহাত্মন্।
সম্বোধি কহিল তাঁরে সগর রাজন॥
শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তোমারে।
করিবে বিষ্ণুর সেবা কহ কি প্রকারে॥
তাঁরে আরাধিলে প্রভু কিবা ফল হয়।
সেই কথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥
এত শুনি ঔর্ব্ব কহে শুন মহামতি।
বিষ্ণু-আরাধনা করে যে জন সুমতি॥
পূর্ণমনোরথ হয়ে সেই সাধুজন।
স্বর্গ হ'তে উচ্চপদে করয়ে গমন॥
নির্ব্বাণ লভিতে পারে নাহিক সংশয়।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয়॥
যে ব্যক্তি যেরূপ ফল করিয়া কামনা।
একান্ত অন্তরে করে বিষ্ণু আরাধনা॥
সেইরূপ ফল লাভ করে সেই জন।
সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে রাজন॥
বিষ্ণু আরাধিলে হয় যেইরূপ ফল।
কীর্ত্তন করিনু তাহা তোমার গোচর॥
তার আরাধনা নৃপ যেরূপে করিবে।
মন দিয়া শুন তাহা বলিতেছি এবে॥
বর্ণাশ্রমে যেইরূপ আছয়ে আচার।
সেই অনুসারে নর ওহে গুণাধার॥
করিবে হরির সেবা হয়ে একান্তর।
ইহা ভিন্ন নাহি আর উপায় অন্তর॥
সেই সনাতন বিষ্ণু হন সর্ব্বময়।
নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে নিশ্চয়॥
যজ্ঞ-অনুষ্ঠান জপ প্রাণীর নিধন।
অনুষ্ঠিত হয় নৃপ যে কোন করম॥
তাহাতেই আচরিত হয় সমুদায়।
অতএব শুন শুন বলি হে তোমায়॥
সদাচাররত হ'য়ে যত নরগণ।
স্ববর্ণ উচিত ধর্ম্ম করিয়া পালন॥
করিবে বিষ্ণুর পূজা একান্ত অন্তরে।
এইত শাস্ত্রের বিধি কহিনু তোমারে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিম্বা শূদ্রগণ।
স্বধর্ম্ম তৎপর যদি রহে সর্ব্বক্ষণ॥
বিষ্ণু আরাধিতে তবে অধিকারী হয়।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু নিশ্চয়॥
পরনিন্দা ও খলতা কভু নাহি করে।
মিথ্যা কিম্বা কটুভাষা কভু নাহি বলে॥
পরস্ত্রী হরণে মতি কভু নাহি যার।
পরদ্রব্যে অভিলাষ নাহিক যাহার॥
পরহিংসা যেই জন কভু নাহি করে।
প্রাণীহত্যা নাহি করে কভু কোনকালে॥

যারা কভু নাহি করে পরের পীড়ন।
দেব বিপ্রে গুরুজনে সেবে সর্ব্বক্ষণ ॥
পুত্র সম হিতাকাঙ্ক্ষী সর্ব্বজনে হয়।
রাগাদি দূষিত মন যার নাহি রয় ॥
স্বভাব বিশুদ্ধ চিত্ত যেই সব জন।
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যাঁরা করেন পালন ॥
তাঁহারা বিষ্ণুর সেবা করিয়া যতনে।
হরিরে তুষিতে পারে কহি তব স্থানে ॥
শুনিয়া সাগর রাজা কহে পুনরায়।
শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তোমায় ॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে নিরূপণ।
সেই কথা শুনিবারে করি আকিঞ্চন ॥
কীর্ত্তন করহ তাহা আমার গোচরে।
শুনিয়া পবিত্র করি ছার কলেবরে ॥ ১-২০
ঔর্ব্ব কহে শুন শুন ওহে মহীপতি।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা মধুর ভারতী ॥
চতুর্ব্বর্ণ-ধর্ম্ম আমি করিব কীর্ত্তন।
অবহিতে মন দিয়া করহ শ্রবণ ॥
স্বাধ্যায-নিরত হ'য়ে ব্রাহ্মণ-নিকর।
করিবেন দান যজ্ঞ ওহে নৃপবর ॥
করিবে তর্পণ হোম একান্ত অন্তরে।
ব্রহ্মযজ্ঞ-অনুষ্ঠান করিবে সাদরে ॥
জীবিকা নির্ব্বাহমাত্র যেইরূপে হয়।
যাজ্যক্রিয়া সেইরূপ করিবে আশ্রয় ॥
শিষ্যগণে অধ্যয়ন করিবে যতনে।
প্রতিগ্রহ লবে বিপ্র গুরুর কারণে ॥
করিবে লোকের হিত সদা সর্ব্বক্ষণ।
মিত্রতা সবার সনে করিবে স্থাপন ॥
কাহারো অহিত চেষ্টা কভু না করিবে।
ঋতুকালে স্বপত্নীতে উপগত হবে ॥
পরধন যদি হেরে ওহে মতিমান্।
উপলখণ্ডর ন্যায় করিবেক জ্ঞান ॥
এইত বিপ্রের ধর্ম্ম কহিনু তোমারে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলি শুন এইবারে ॥
বিপ্রগণে ধন তারা করিবে প্রদান।
করিবে সতত নানা যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ॥
করিবেক যথাবিধি শাস্ত্র-অধ্যয়ন।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে নরোত্তম ॥
পৃথিবী পালন আর করিয়া সমর।
করিবে জীবিকাপাত ক্ষত্রিয়-নিকর ॥
পৃথিবী পালন করা পরম ধরম।
কৃতার্থতা লাভ তাহে করে ক্ষত্রগণ ॥
যজ্ঞাদি কার্য্যের অংশ তারা লাভ করে।
শিষ্টের পালন তারা করিবে সাদরে ॥
যতনে করিবে সদা দুষ্টের দমন।
ক্ষত্রিয়ের কার্য্য এই ওহে নরোত্তম ॥
পশুরক্ষা কৃষি আর বাণিজ্য-করম।
বৈশ্যের ধরম হয় জানিবে রাজন্ ॥
অধ্যয়ন যজ্ঞ দান দ্বিজ সেবা আর।
করিবে সতত তারা ওহে গুণাধার ॥
নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া করিবে সাধন।
এইত শাস্ত্রের বিধি আছে নিরূপণ ॥
কারুদ্রব্য ব্যবসায তাহারা করিবে।
ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে ॥
শূদ্রগণ নিরন্তর করিবেক দান।
করিবে পিতৃরুদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠান ॥
ভৃত্যাদি-ভরণ হেতু তারা সর্ব্বক্ষণ।
প্রতিগ্রহ সবা-পাশে করিবে গ্রহণ ॥
ঋতুকালে স্বপত্নীতে যদি নাহি যায়।
অধর্ম্মে ডুবিবে তবে কহিনু তোমায় ॥
চতুর্ব্বর্ণ যেই গুণ করিবে আশ্রয়।
বলিতেছি সেই কথা শুন মহোদয় ॥
সত্য শৌচ বদান্যতা আর অনসূয়া।
অনায়াস মৈত্রস্পৃহা সর্ব্বভূতে দয়া ॥
প্রিয়বাক্য আর সদা শুভ অনুধ্যান।
করিবে আশ্রয় সবে ওহে মতিমান্ ॥
বিপদ যদ্যপি কভু হয় উপস্থিত।
করিবে ক্ষত্রিয় কার্য্য ব্রাহ্মণ নিশ্চিত ॥
অথবা বৈশ্যের কর্ম্ম করিবারে পারে।
শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু তোমারে ॥
ক্ষত্রিয় করিতে পারে বৈশ্যের করম।
আপদ ব্যতীত কিন্তু নহেক কখন ॥

বর্ণচতুষ্টয়-ধর্ম্ম কহিনু তোমারে।
আশ্রমীর ধর্ম্ম এবে কহিব বিস্তারে॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা অতি মনোহর।
কালী বলে হরিপদ হৃদয় ভিতর॥ ২১-৪০

নবম অধ্যায়।

—*—

আশ্রম চতুষ্টয়ধর্ম্ম কথন।

ঔর্ব্ব কহে শুন শুন ওহে মহীপতি।
বর্ণন করিব এবে অপূর্ব্ব ভারতী।
উপনয়নের পর বিপ্রের কোঙর।
ব্রহ্মচারী সমাহিত হয়ে নিরন্তর॥
গুরু-গৃহে সর্ব্বক্ষণ করি অবস্থান।
যতনে গুরুর সেবা করিবে ধীমান্॥
করিবে গুরুর কাছে বেদ অধ্যয়ন।
অন্যদিকে কভু নাহি দিবে নিজ মন॥
প্রত্যহ প্রভাতে আর সায়াহ্ন সময়ে।
সূর্য্যের করিবে পূজা একান্ত-হৃদয়ে॥
করিবে অগ্নির সেবা হয়ে একমন।
ভক্তিভরে গুরুদেবে করিবে বন্দন॥
যখন করিবে গুরুদেব অবস্থান।
করিবেক অবস্থান তখন ধীমান্॥
গমন করিলে গুরু করিবে গমন।
যদি গুরু উচ্চদেশে বসেন কখন॥
বসিবেক নিম্নস্থানে শাস্ত্রের নিয়ম।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন্॥
গুরু-প্রতিকূলে কার্য্য কভু না করিবে।
গুরু আজ্ঞা শিরোপরি যতনে ধরিবে॥
গুরুর আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
করিবেন তাঁর পাশে বেদ অধ্যয়ন॥
গুরুর অনুজ্ঞা লয়ে একান্ত অন্তরে।
ভিক্ষান্ন ভোজন শিষ্য করিবে সাদরে॥
গুরুর হইলে স্নান করিবেক স্নান।
গুরু-হেতু সমিধাদি আনিবে ধীমান্॥
গুরুর কারণে জল কুশাদি আনিবে।
এইত শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে॥

এইরূপে বেদশিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ।
গুরুরে দক্ষিণা দিয়া ওহে মহাত্মন্॥
তাঁহার অনুজ্ঞা লয়ে গৃহেতে যাইয়ে।
গার্হস্থ্য ধরম লবে একান্ত হৃদয়ে॥
তার পর দারগ্রহ করিয়া বিধানে।
উপার্জ্জিবে ধনরাশি থাকিয়া স্বধর্ম্মে॥
যথাশক্তি গৃহকার্য্য করিবে সাধন।
করিবে সবার ক্রমে তুষ্টি সম্পাদন॥
করিবেক পিতৃতুষ্টি নিবাপদ্বারায়।
সাধিবে ঋষির তৃপ্তি করিয়া স্বাধ্যায়॥
কালেতে অপত্য নৃপ করি উৎপাদন।
প্রজাপতি-তুষ্টি গৃহী করিবে সাধন॥
করিবেক ভূততুষ্টি বলির দ্বারায়।
সত্যবাক্যে সন্তোষিবে লোক সমুদায়॥
শুন শুন ওহে নৃপ আমার বচন।
সুখদুঃখ-মূল হয় কেবল করম॥
যেরূপ করম জীব ইহলোকে করে।
সেইরূপ লোকে যায় মরণের পরে॥
কি ভিক্ষুক পরিব্রাজ ব্রহ্মচারী আর।
প্রতিষ্ঠা করয়ে লাভ গৃহীর আগার॥
এই হেতু গৃহাশ্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলি।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিচারি॥
যে সব ব্রাহ্মণ করে বেদ আচরণ।
তীর্থস্নান কিম্বা করে ধরা পর্য্যটন॥
নিকেতনশূন্য আর হয়ে অনাহারী।
সন্ন্যাসী হইয়া যাঁরা ভ্রমে ঘুরি ফিরি॥
গৃহস্থ তাঁদের হয় সবার আশ্রয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয়॥
এ হেতু তাঁহারা আসি অতিথি হইলে।
স্বাগত জিজ্ঞাসা করি অতি কুতুহলে॥
বিধানে তাদিগে গৃহী করিবেক দান।
মিষ্টবাক্যে সম্ভাষিবে ওহে মতিমান্॥
গৃহেতে আগত যদি হয় কোন জন।
ভোজ্য সজ্জা সেই জনে করিবে অর্পণ॥
অতিথির আশা ভঙ্গ যেই গৃহী করে।
অতিথির পাপ আসি আক্রমে তাহারে॥

গৃহীর যতেক পুণ্য করিয়া গ্রহণ।
অতিথি মনের সুখে করয়ে গমন ॥
অবজ্ঞান অহঙ্কার গৃহী না করিবে।
দম্ভ পরিতাপ আদি সর্ব্বথা ত্যজিবে ॥
কভু না করিবে গৃহী নিষ্ঠুরাচরণ।
উপঘাতে মতি গৃহী না দিবে কখন ॥
এই সব ধর্ম্ম গৃহী যদি রক্ষা করে।
বন্ধনবিমুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥
এইরূপে নিজ ধর্ম্ম করিয়া পালন।
বৃদ্ধকাল উপস্থিত দেখিবে যখন ॥
রমণীর ভার দিয়া পুত্রের উপরে।
বানপ্রস্থ-অবলম্বী হবে তার পরে ॥
অথবা সঙ্গেতে লবে আপন রমণী।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে নৃপমণি ॥
বনবাসী হয়ে পরে সেই গৃহী জন।
পর্ণ মূল ফল মাত্র করিবে ভোজন ॥
কেশ শ্মশ্রু জটা ধরি হরিষ অন্তরে।
শয়ন করিবে নৃপ জানিবে ভূতলে ॥
মৃগচর্ম্ম কাশ কুশ এই সব দিয়ে।
ধরিবেক পরিধেয় সানন্দ-হৃদয়ে ॥
সেই নব উত্তরীয় করিবে সাধন।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে নরোত্তম ॥
প্রতিদিন করিবেক ত্রিসবন স্নান ১-২।
দেবপূজা হোম আদি যেমন বিধান ॥
করিবেক বৃক্ষস্নেহে শরীর মার্জ্জন।
ভিক্ষা করি যথাবিধি বলি সমর্পণ ॥
বিধানে করিবে নিত্য অতিথি সৎকার
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে গুণাধার ॥
শীত-গ্রীষ্ম-জন্য ক্লেশ সহ্য করি রবে।
বিধানে যতনে তপ সতত সাধিবে ॥
এইরূপ ধর্ম্ম যিনি করেন পালন।
অখিল পাতক তাঁর হয় বিনাশন ॥
যেমন অনল দগ্ধ সর্ব্বদ্রব্যে করে।
সেরূপ পাতক সেই পারে দহিবারে ॥
ব্রহ্মচর্য্য-আদি তিন আশ্রমবিষয়।
কীর্ত্তন করিনু আমি ওহে মহোদয় ॥

সন্ন্যাস-আশ্রমের কথা শুনহ এখন
চতুর্থ আশ্রম বলি যা হয় গণন ॥
পুত্রকলত্রাদিশূন্য হয়ে নির্ম্মৎসর।
ধনৈশ্বর্য্যে স্নেহশূন্য হয়ে নিরন্তর ॥
সন্ন্যাস আশ্রম সাধু করিবে গ্রহণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্যাগ করিবে সুজন ॥
শত্রু মিত্র সর্ব্বভূতে সমদর্শী হবে।
কখন জীবের নাহি অনিষ্ট করিবে ॥
অণ্ডজ বা জরায়ুজ সেই কোন প্রাণী।
কারে নাহি দিবে কষ্ট ওহে নৃপমণি ॥
ভেদজ্ঞান না রাখিবে হৃদয় মাঝারে।
একরাত্রি রবে মাত্র গ্রামের ভিতরে ॥
পুরমধ্যে যদি কভু করে আগমন।
পঞ্চরাত্রাধিক কাল না রবে কখন ॥
যাঁদের প্রতিষ্ঠা লোক করিবে যথায়।
অথবা করিবে দ্বেষ লোকসমুদায় ॥
তথা নাহি কভু তাঁরা করিবে বসতি।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে মহামতি ॥
গৃহস্থের পাক কিম্বা হইলে ভোজন।
ভিক্ষার্থী হইয়া দ্বারে করিলে গমন ॥
করিবেক কাম ক্রোধ দর্প পরিহার।
লোভ মোহ না রাখিবে হৃদয় মাঝার ॥
করিবে সকল জীবে অভয় প্রদান।
ভীত নাহি হবে কভু ওহে মতিমান্ ॥
কোন প্রাণী হ'তে কভু ভীত নাহি হবে।
এরূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিবে ॥
ভিক্ষালব্ধ ঘৃতদ্বারা শরীর-মাঝারে।
অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করি তার পরে ॥
স্বীয় মুখে শরীরস্থ অগ্নির ভিতর।
হোম করি দেহত্যাগ করিবেক নর ॥
এরূপে সন্ন্যাসধর্ম্ম করিলে পালন।
ব্রহ্মলোক জয় করি সেই মহাত্মন্ ॥
নিত্যানন্দে ভাসমান অবশ্যই হয়।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয় ॥
শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ কথা সুললিত অতি।
বিরচিল দ্বিজ কালী মধুর ভারতী ॥ ২১-৩৩

দশম অধ্যায়।

—※—

জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া, কন্যালক্ষণ ও বিবাহ বিধি।

সগর কহিল পুনঃ ওহে ভগবন্।
আশ্রম ধরম তুমি করিলে কীর্ত্তন॥
অজ্ঞাত নাহিক তব কিছুই সংসারে।
এ হেতু জিজ্ঞাসি যাহা বলহ আমারে॥
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া যাহা কিছু হয়।
আরো শুনে যত কাম্য কর্ম্ম সমুদয়॥
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হতেছে আমার।
বর্ণন করহ তাহা করিয়া বিস্তার॥
এত শুনি ঔর্ব্ব কহে শুন মহামতি।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা মধুর ভারতী॥
আদ্যোপান্ত সেই কথা করিব কীর্ত্তন।
অবহিতে মন দিয়া করহ শ্রবণ॥
তনয় যদ্যপি জন্মে ওহে মহাত্মন্।
যথাবিধি জাতকর্ম্ম করিয়া সাধন॥
পিতৃ-উদ্দেশেতে আর দেবতা উদ্দেশে।
করিবে আভ্যুদ শ্রাদ্ধ জানিবে বিশেষে॥
পিতার কর্ত্তব্য কার্য্য উহা মাত্র হয়।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয়॥
দুই দুই জন বিপ্রে পূর্ব্বমুখ ক'রে।
বসাইবে শ্রাদ্ধকালে জানিবে অন্তরে॥
পিতৃপক্ষ দেবপক্ষ তৃপ্ত তাহে হয়।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহোদয়॥
নানারূপে বিপ্রগণে করিয়া সৎকার।
ভোজন করাবে পরে ওহে গুণাধার॥
তীর্থস্থানে শ্রাদ্ধ যদি করে অনুষ্ঠান।
জাপত্যব্রত কিম্বা করে মতিমান্॥
তা হ'লে হৃষ্টচিত্ত হইয়া যতনে।
বেক পিণ্ডদান যত পিতৃগণে॥
যব আদি করি পিণ্ডেতে মিশায়ে।
'শে দিবে দান পুলকিত হয়ে॥
প্রাজাপত্য তীর্থে কিম্বা দৈবতীর্থে আর।
নান্দীমুখ পিতৃগণে ওহে গুণাধার॥
পূর্ব্বরূপ পিণ্ড দিবে আছে হেন বিধি।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি॥
জাতকর্ম্ম অবসানে দশম দিবসে।
রাখিবে পুত্রের নাম জানিবে বিশেষে॥
নাম অন্তে দেবশর্ম্মা ধর্ম্ম আদি করি।
প্রযোগ করিতে হয় শাস্ত্রের বিচারি॥
বিপ্রের নামের পরে শর্ম্মা যোগ দিবে।
ক্ষত্রগণ বর্ম্মা এই বচন বলিবে॥
গুপ্তশব্দ বৈশ্যগণ করিবে যোজন।
দাসশব্দ প্রযোজিবে যত শূদ্রগণ॥
অর্থহীন যেই নাম ওহে মহামতি।
যেই নাম হ্রস্বাক্ষর কিম্বা দীর্ঘ অতি॥
অপশব্দযুক্ত যাহা ওহে মহাত্মন্।
সে নাম জনক নাহি রাখিবে কখন॥
নিন্দাই অক্ষরযুক্ত নাম না রাখিবে।
অতিগুরুবর্ণযুক্ত নামেরে ত্যজিবে॥
যে নাম সুখেতে মুখে হয় উচ্চারণ।
শ্রবণ মধুর যাহা ওহে নরোত্তম॥
পুত্রের সেরূপ নাম করিবে স্থাপন।
এইত শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন॥
অন্য অন্য সংস্কাদি সমাহিত হ'লে।
উপনীত হয়ে যাবে গুরুর আগারে॥
বিধানে করিবে তথা বেদ অধ্যয়ন।
গ্রহণ করিবে পরে গৃহস্থ আশ্রম॥
গুরুর আদেশ লয়ে নিজ শিরোপরে।
দক্ষিণা প্রদান করি অতি সমাদরে॥
করিবেক দারগ্রহ এইত বিধান।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্
গৃহস্থ্য-আশ্রমে যদি বাঞ্ছা নাহি হয়।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তবে থাকিবে নিশ্চয়॥
গুরু গুরুপুত্রগণে করিবে সেবন।
কিম্বা বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম করিবে গ্রহণ॥
অথবা সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিবে।
সংকল্পানুসারে যত করম সাধিবে॥

জাতকর্ম্ম আদি এই করিনু কীর্ত্তন।
কন্যার লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ ॥
অর্দ্ধেক বয়স যার নিজবয়ঃ হ'তে।
বিবাহ করিবে তারে জানিবেক চিতে ॥
অতিকেশা কেশহীনা কৃষ্ণবর্ণা আর।
পিঙ্গলবরণা কিম্বা ওহে গুণাধার ॥
স্বভাবত বিকলাঙ্গী যেই কন্যা হয়।
অধিকাঙ্গী কিম্বা হয় ওহে মহোদয় ॥
নীচকুলে জন্ম যার ওহে মহীপতি।
দুশ্চরিত্রা দুষ্টবাচা কন্যা কিম্বা অতি ॥
তাদৃশী কন্যারে নাহি করিবে গ্রহণ।
আরো যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ ॥
পিতা মাতা হ'তে যার অঙ্গের ব্যত্যয়।
লক্ষিত হইয়া থাকে ওহে মহোদয় ॥
শ্মশ্রুচিহ্ন দৃষ্ট হয় যাহার বদনে।
তাদৃশী কন্যারে ত্যাগ করিবে যতনে ॥
যে সব কন্যার হয় কদর্য্য আকার।
বায়স সমান স্বর দেখিবে যাহার ॥
ক্ষীণস্বরে কথা কহে বর্ত্তুল নয়ন।
ক্লেদযুক্ত চক্ষু কিম্বা ওহে মহাত্মন্ ॥
জঙ্ঘাদ্বয় রোমযুক্ত দেখিবে যাহার।
সমুন্নত গুল্‌ফদ্বয় ওহে গুণাধার ॥
হাস্যকালে গণ্ডস্থলে কূপ দৃষ্ট হয়।
বিবাহ করিবে নাহি তাহারে নিশ্চয় ॥১-২০
অতিরুক্ষ কান্তি যার ওহে মহাত্মন্।
অঙ্গুলী সকল যার পাণ্ডুর বরণ ॥
নয়ন অরুণবর্ণ দরশন হয়।
স্থূল যার হস্ত পদ ওহে মহোদয় ॥
অতিখর্ব্ব অতিদীর্ঘ আকৃতি যাহার।
সংহত ভ্রূদ্বয় যার ওহে গুণাধার ॥
ছিদ্রযুক্ত যার হয় দন্ত সমুদায়।
অতীব ভীষণ মুখ ওহে নররায় ॥
তাদিগে বিবাহ নাহি করিবে কখন।
বিবাহ করিলে হয় অশুভ ঘটন ॥
পঞ্চমী নন্দিনী ত্যজি মাতৃপক্ষ হ'তে।
করিবেক দারগ্রহ জানিবেক চিতে ॥
পিতৃপক্ষ হ'তে ত্যজি সপ্তমী নন্দিনী।
বিধানে লইবে দার ওহে নৃপমণি ॥
অষ্টবিধ বিভা আছে ভূমে বিদ্যমান।*
যেরূপ ধরম যার সেরূপ বিধান ॥
সর্ব্বাপেক্ষা অতি নীচ পৈশাচ ধরম।
অতএব শুন শুন ওহে মহাত্মন্ ॥
এ ধর্ম্ম করিয়া ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য-শেষে।
বিধানে লইবে তাহা গৃহস্থ বিশেষে ॥
এ সব নিয়ম পালি যেই গৃহীজন।
যথাবিধি দারগ্রহ করেন সাধন ॥
মহাফল লাভ করে সেই মহামতি।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে নরপতি ॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥২১-২৭

একাদশ অধ্যায়।

—*—

গৃহস্থের সদাচারবিধি ও মূত্রপুরীষোৎ-
সর্গাদি নিয়ম।

সগর জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
গৃহস্থের সদাচার করহ কীর্ত্তন ॥
যেইরূপ সদাচার করিলে আশ্রয়।
উভ-লোকে প্রীতি লাভ অবশ্যই হয় ॥
সেই কথা শুনিবারে হতেছে বাসনা।
বর্ণন করিয়া প্রভো পুরাও কামনা ॥
ঔর্ব্ব কহে শুন শুন ওহে মহীপতি।
সদাচারবিধি আমি কহিব সম্প্রতি ॥
সদাচারে রত থাকে যেই নরগণ।
উভ-লোক জয় করে সেই মহাত্মন্ ॥
যেই সব সাধু হয় নির্দ্দোষ অন্তরে।
যেরূপ ব্যভার তারা করে নিরন্তরে ॥
সদাচার তারে বলি ওহে মহামতি।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের ভারতী ॥

* বিবাহ অষ্টবিধ যথা—ব্রাহ্ম, দৈব্য, আর্ষ্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ।

সপ্ত ঋষি মনু আর প্রজাপতিগণ।
সদাচার বক্তা বলি বিদিত ভুবন ॥
সদাচার অনুষ্ঠাতা তাঁহারা সকলে।
শাস্ত্রের ভারতী এই কহিনু তোমারে ॥
ব্রাহ্ম্য মূহূর্ত্তেতে শয্যা করি পরিহার।
গাত্রোত্থান করি গৃহী ওহে গুণাধার ॥
অবিরোধি অর্থ আর ধর্ম্মেরে চিন্তিবে।
এইত শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে ॥
ধর্ম্ম-অর্থ-বিঘাতক যে সব কামনা।
তাহাতে গৃহস্থ নাহি করিবে বাসনা ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ উপরে।
সমদর্শী হবে গৃহী শাস্ত্রের বিচারে ॥
ধর্ম্মপীড়াকর অর্থে কামে কিম্বা আর।
প্রবৃত্ত না হবে গৃহী ওহে গুণাধার ॥
অসুখজনক হয় যেরূপ ধরম।
লোকেতে বিরুদ্ধ কিম্বা ওহে মহাত্মন্ ॥
তাহাও যতনে গৃহী করিবে বর্জ্জন।
শাস্ত্রের বিধান এই করিনু কীর্ত্তন ॥
প্রাতঃকালে গৃহীজন করি গাত্রোত্থান।
প্রথমে পালিয়া মৈত্রধর্ম্মের বিধান ॥
নৈঋত্যাদি দিকে পরে নিক্ষেপিয়া শর।
অতিক্রম করি তাহা ওহে নরবর ॥
স্বীয় বাসস্থান হ'তে দূরদেশে গিয়ে।
তেযাগিবে মল মূত্র জানিবে হৃদয়ে ॥
গৃহাঙ্গনে না করিবে চরণ ক্ষালন।
উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ নাহি করিবে কখন ॥
বৃক্ষচ্ছায়া গাভীচ্ছায়া গুরুচ্ছায়া আর।
বিপ্রচ্ছায়া কিম্বা ছায়া আপনার ॥
ইথে মলমূত্র নাহি ত্যজিবে কখন।
আরো যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ ॥
সূর্য্য অগ্নি কিম্বা অনিলের অভিমুখে।
মলমূত্র না ত্যজিবে কভু মনসুখে ॥
নদী নদীতীর তীর্থ নদ্যাদির জল।
ইথে না ত্যজিবে কভু মূত্র কিম্বা মল ॥
গোব্রজে শ্মশানে কিম্বা জনসমাজেতে।
না ত্যজিবে মল মূত্র জানিবেক চিতে ॥

দিবাভাগে উত্তরাস্য হয়ে গৃহীজন।
তেয়াগিবে মলমূত্র ওহে নরোত্তম ॥
রাত্রিকালে দক্ষিণাস্যে বসিতে হইবে।
আপদেও এই রীতি কভু না লঙ্ঘিবে ॥
ভূমিতে বিস্তৃত করি তৃণ সমুদায়।
মস্তকে বসন দিয়া ওহে নররায় ॥
ক্ষণমধ্যে মলমূত্র করিবে বর্জ্জন।
না করিবে কোনরূপ বাক্য উচ্চারণ ॥
নিষিদ্ধ মৃত্তিকা ত্যজি ওহে মহামতি।
করিবেক শৌচক্রিয়া আছে হেন বিধি *
শৌচকালে মাটি দিবে লিঙ্গে একবার।
গুহ্যদেশে তিনবার ওহে গুণাধার ॥
দশবার বামকরে করিবে অর্পণ।
সাতবার দুইকরে করিবে লেপন ॥
বুদ্বুদবিহীন জল লয়ে তার পরে।
করিবেক আচমন শাস্ত্রে হেন বলে ॥
আচমন অন্তে মাটি করিয়া গ্রহণ।
হস্ত-পদাদিতে পুনঃ করিয়া লেপন ॥
যথারীতি প্রক্ষালন করি তার পরে।
তিনবার জল পান করি সমাদরে ॥
দুইবার সেই জল করিবে মার্জ্জন।
তার পর শুন বলি সগর রাজন ॥
জলসিক্ত হস্তে কেশ স্পর্শ নিজশিরে।
শির বাহু নাভি হৃদি স্পর্শিবে সাদরে ১-২০
এইরূপে শৌচক্রিয়া করি সমাপন।
কেশের সংস্কার গৃহী করিয়া সাধন ॥
আদর্শ অঞ্জন দূর্ব্বা আহরণ করি।
মাঙ্গল্যবিধান যত বিধানেতে সারি ॥
ধর্ম্ম অনুসারে ধন করিবে অর্জ্জন।
করিলে শ্রদ্ধার সহ যজ্ঞ আচরণ ॥
সোমসংস্থা হবিঃসংস্থা পাকসংস্থা আর।
যাগক্রিয়া আছে কত ওহে গুণাধার ॥

* বাল্মীক ও মূষিক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত, জলান্তর্গত, শৌচাবশিষ্ট, গৃহলিপ্ত, ক্ষুদ্রজীবযুক্ত ও হলোৎখাত মৃত্তিকা দ্বারা শৌচকার্য্য করিবে না।

অর্থ দ্বারা সেই সব হয় নিষ্পাদন।
এ হেতু ধর্ম্মেতে অর্থ করিবে অর্জ্জন ॥
নিত্যক্রিয়া হেতু গৃহী করিবেক স্নান।
স্নানার্থ স্থানের কথা শুনহ ধীমান ॥
নদী নদ দেবখাত গিরি প্রস্রবণ।
অথবা তড়াগে স্নান করিবে সাধন ॥
স্নান না করিবে কভু কূপের ভিতরে।
তাহা হ'তে জল তুলি করিবারে পারে ॥
স্নান অন্তে শুদ্ধ বস্ত্র করি পরিধান।
সাহিতচিত্ত লয়ে গৃহী মতিমান ॥
দেব ঋষি পিতৃগণে করিবে তর্পণ।
তাহার নিয়ম বলি করহ শ্রবণ ॥
প্রত্যেকের উদ্দেশেতে তিন তিন বার।
সলিল করিবে দান ওহে গুণাধার ॥
মাতামহ আদি করি উর্দ্ধ তিন জনে।
এইরূপে দিবে জল বিহিত বিধানে ॥
এরূপে তর্পণ কার্য্য করি সমাপন।
কাম্যজল দান গৃহী করিবে তখন ॥
মাতামহী আদি করি উর্দ্ধ তিন জনে।
গুরু গুরুপত্নী আর মাতৃবন্ধুগণে ॥
মন্ত্র উচ্চারিয়া জল করিবে প্রদান।
নৃপতি উদ্দেশে দিবে ওহে মতিমান্ ॥
তার পর মন্ত্র পড়ি সাধু গৃহীজন।
করিবেন আপ্যায়িত অখিল ভুবন ॥
যে মন্ত্র পড়িয়া দিবে ওহে মহীপতি।
বলিতেছি সেই কথা শুনহ সম্প্রতি ॥
"দেবতা অসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব-নিকর।
রাক্ষস পিশাচ নাগ ভূচর খেচর ॥
কুষাণ্ড গুহ্যক সিদ্ধ জলচর আর।
তরু আদি যাহা আছে ত্রিলোক মাঝার ॥
বায়ুভোজী যত প্রাণী আছে ত্রিভুবনে।
মম দত্ত জল তারা লইয়া যতনে ॥
তৃপ্তিলাভ করে যেন এই আকিঞ্চন।
ভক্তি করি এই জল করিনু অর্পণ ॥
যাতনা ভুগিছে যারা নরক ভিতরে।
তারা যেন এই জলে তৃপ্তি লাভ করে ॥
পূর্ব্বজন্মে যারা মম ছিল বন্ধুজন।
ইহজন্মে যারা ছিল তাহারা এখন ॥
অথবা মদ্দত্ত জল যারা যারা চায়।
এই জলে তারা যেন মহাতৃপ্তি পায় ॥"
এইরূপ মন্ত্র পড়ি অখিল ভুবন।
করিবেক আপ্যায়িত জানিবে রাজন ॥
জগতের পরিতৃপ্তি সাধিত হইলে।
মহাপুণ্য হয় তাহে শাস্ত্রে হেন বলে ॥
কাম্যতর্পণের পর গৃহী মহাজন।
পুনর্ব্বার যথাবিধি করি আচমন ॥
ভগবান সূর্য্যদেবে দিয়া জলাঞ্জলি।
প্রণাম করিবে সাধু এই মন্ত্র বলি ॥
"তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণুতেজা শুচি ভগবান।
বিশ্বপ্রসবিতা কর্ম্মপ্রদ বিবস্বান ॥
সবিতা বলিয়া তুমি বিদিত সংসারে।
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিহে তোমারে ॥
এই মন্ত্রে সূর্য্যদেবে করি নমস্কার।
পুষ্প ধূপ আদি লয়ে পরেতে তাহার ॥
গৃহদেবে ইষ্টদেবে করিবে পূজন।
এইত শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন ॥ ২১-৪০
অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করি তার পরে।
আহুতি অর্পিবে সাধু অনল মাঝারে ॥
প্রজাপতি উদ্দেশেতে দিবেক আহুতি।
অবশিষ্ট ভাগ পরে লয় সাধুমতি ॥
গুহ্যগণে কশ্যপেরে কাবরে অর্পণ।
অনুমতি উদ্দেশেতে দিবে সাধুজন ॥
মণিক নামক মেঘে করিয়া উদ্দেশ।
তার পর দিবে সাধু জানিবে বিশেষ ॥
বাসগৃহদ্বারে পরে ধাতা বিধাতারে।
হুতশেষ দিবে সাধু শাস্ত্রের বিচারে ॥
মধ্যেতে ব্রহ্মারে পরে করিবে প্রদান।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে মতিমান ॥
এইরূপ ক্রিয়া আদি করি সমাপন।
ইন্দ্র যম শশধরে উদ্দেশি তখন ॥
গৃহের পূর্ব্বাদি দিকে বলি সমর্পিবে।
ধন্বন্তরি উদ্দেশেতে পূর্ব্বোত্তরে দিবে ॥

বায়ুকোণে বায়ুদ্দেশে করিবে প্রদান।
তার পর শুন বলি ওহে মতিমান॥
যথাক্রমে ব্রহ্মা সূর্য্য অন্তরীক্ষে আর।
উদ্দেশ করিয়া বলি দিবে গুণাধার॥
সর্ব্বদিকে এই বলি করিবে অর্পণ।
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা শাস্ত্রের বচন॥
এইরূপে বলি দিয়া পুনঃ বলি দিবে।
বিশ্বভূত বিশ্বপতি আর বিশ্বদেবে॥
পিতৃগণে যক্ষগণে করিবে অর্পণ।
তৎপরে অপর অন্ন করিয়া গ্রহণ॥
পবিত্র ভূভাগে বলি দিবে ভূতগণে।
তার পর এই মন্ত্র পড়িবে যতনে॥
"দেবতা মনুষ্য পক্ষী পশু ভুজঙ্গম।
সিদ্ধ যক্ষ দৈত্য প্রেত পিপীলিকাগণ॥
পিশাচ পতঙ্গ কীট প্রাণী সমুদায়।
আমার প্রদত্ত অন্ন খাবা যারা চায়॥
মদ্দত্ত অন্নাদি চাহে সেই তরুগণ।
তাহারা সন্তুষ্ট হোক এ অন্নে এখন॥
পিতা মাতা বান্ধবাদি আত্মীয় স্বজন।
কেহই নাহিক যার সেই সব জন॥
আমার প্রদত্ত অন্ন লইয়া যতনে।
সন্তুষ্ট হউক সবে পুলকিত মনে॥
ভূত অন্ন কিম্বা আমি সেই কোন জন।
বিষ্ণু হ'তে ভিন্ন কেহ না হই কখন॥
ভূতগণহিত হেতু অতীব যতনে।
এই অন্ন সমর্পণ করিছি বিধানে॥
চতুর্দ্দশ ভূত যাহা আছে বিদ্যমান।
তাহে অবস্থিত প্রাণী যাহা বর্ত্তমান॥
আমার প্রদত্ত অন্ন করিয়া গ্রহণ।
পরিতুষ্ট হয় যেন এই আকিঞ্চন॥"
এই মন্ত্র পড়ি গৃহী শ্রদ্ধা সহকারে।
ভূতগণে অন্ন দান দিবে ভূমিতলে॥
ভূমিগত অন্ন পুনঃ করিয়া গ্রহণ।
কুকুর চণ্ডালগণে করিবে অর্পণ॥
অন্যান্য পতিত জীবে করিবে প্রদান।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিধান॥

এইরূপে বলীদান অন্তে গৃহীজন।
গোদোহনমিত কাল থাকিয়া তখন॥
অতিথির আগমন প্রতীক্ষিয়া রবে।
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা অন্তরে জানিবে॥
অতিথি পরেতে গৃহে কৈলে আগমন।
মধুর বচনে তারে করি সম্ভাষণ॥
স্বাগত জিজ্ঞাসা করি অতীব সাদরে।
বসিতে আসন দিবে অতি ভক্তিভরে॥
আসন গ্রহণ কৈলে অভ্যাগত জন।
ভক্তিভরে করি তাঁর চরণ ক্ষালন॥
শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন করিবে প্রদান।
যাহাতে তাঁহার হয় তৃপ্তির বিধান॥
অজ্ঞাত যে জন আসে অন্যত্র হইতে।
অতিথি তাহার নাম জানিবেক চিতে॥
একদেশে যেই ব্যক্তি করে অবস্থিতি।
কোন ফল নাহি তারে করিলে অতিথি॥
অতিথিরে শ্রদ্ধা সহ না দিয়া কখন।
যে জন ভোজন করে ওহে নরোত্তম॥
অন্তিমে সে জন যায় নরক ভিতরে।
এইত শাস্ত্রের বিধি কহিনু তোমারে॥ ৬০
স্বাধ্যায় গোত্রাদি নাহি জিজ্ঞাসা করিয়ে।
তাঁহারে ব্রহ্মার ন্যায় মনে বিবেচিয়ে॥
ভকতি করিবে গৃহী এইত নিয়ম।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন॥
এইরূপে অতিথিরে করিয়া সৎকার।
পিতৃগণ উদ্দেশেতে গৃহী গুণাধার॥
পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিরত বিপ্রেরে।
ভোজন করাবে যত্নে অতীব সাদরে॥
নিবাপ অন্নাগ্র পরে করিয়া উদ্ধার।
শ্রোত্রিয় বিপ্রেরে দিবে ওহে গুণাধার॥
তিনবার সন্ন্যাসীরে ভিক্ষা দান দিবে।
ব্রহ্মচারীগণে ভিক্ষা ঐরূপে অর্পিবে॥
ঐশ্বর্য্য থাকিতে কোন ভিক্ষুকে কখন।
বিমুখ করিবে নাহি জানিবে রাজন॥
ব্রহ্মচারী আদি করি যেই কোন জন।
অতিথিরূপেতে যদি করে আগমন॥

গৃহস্থ বিধানে তার করিবে সৎকার।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে গুণাধার ॥
অতিথিরে যজ্ঞ অন্ন করিলে প্রদান।
মুক্তি লাভ করে সেই শাস্ত্রের বিধান।
অতিথি নিরাশ হয় যাহার ভবনে।
পুণ্য নাশ হয় তার শাস্ত্রের বিধানে ॥
তার পুণ্য সে অতিথি করিয়া গ্রহণ।
আপন দুষ্কৃতি দিয়া করেন গমন ॥
ধাতা প্রজাপতি ইন্দ্র বহ্নি বসুগণ।
সূর্য্যাদি অতিথিবেশে আসেন কখন ॥
এই হেতু অতিথিরে বিমুখ করিলে।
মহাপাপ আসি তারে সেইক্ষণে ঘেরে।
অতিথিরে পরিত্যাগ করি যেই জন।
আপনি উদর পূরী করয়ে ভোজন ॥
সে জন অনন্ত কাল নরক ভিতরে।
দারুণ যাতনা পেয়ে অবস্থিতি করে ॥
স্বদেশবাসিনী নারী অথবা গর্ভিণী।
দরিদ্র বালক বৃদ্ধ কিম্বা নৃপমণি ॥
সবারে সংস্কৃত-অন্ন করিবে প্রদান।
এইত শাস্ত্রের বিধি জানিবে ধীমান ॥ ৬৯
উহাদের মধ্যে আসি যেই কোন জন।
আতিথ্য গ্রহণ করে ওহে নৃপোত্তম ॥
তাহারে ভোজন নাহি করিয়া প্রদান।
মন সুখে খায় নিজে ওহে মতিমান ॥
ইহলোকে পাপফল ভুঞ্জি সেই জন।
অন্তিমে নিরয় মাঝে হয় নিপতন ॥
শ্লেষ্ম পুঁজ সেই স্থানে করিয়া আহার।
মহাকষ্ট পেয়ে সদা করে হাহাকার ॥
অস্নাত-ভোজন যদি করে কোন জন।
মলাহার হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥
জপহীন হয়ে যদি কোন জন খায়,
তার ভক্ষ্য হয় পুঁজ-শোণিতের প্রায় ॥
অসংস্কৃত-অন্ন যদি করয়ে ভোজন।
মল মূত্র সম হয় জানিবে রাজন ॥
যেরূপে ভোজন কৈলে পাপ নাহি রয়।
বলবীর্য্যশালী হয় মানব-নিচয় ॥

শত্রুক্ষয় করিবারে সেই জন পারে।
শুন শুন সেই কথা বলিব তোমারে ॥
স্নানান্তে প্রয়ত হয়ে যেই সাধুজন।
দেব-ঋষি-পিতৃগণে করিয়া তর্পণ ॥
আপনি ভোজন করে বিহিত বিধানে।
সুস্থ রহে কলেবর শাস্ত্রে হেন ভণে ॥
স্নানান্তে বিশুদ্ধ বস্ত্র করি পরিধান।
সুগন্ধি মাল্যাদি ধরি ওহে মতিমান ॥
জপ হোম আদি কার্য্য করি সমাপন।
বিপ্র গুরু সবাকারে করাবে ভোজন ॥
আর্দ্রবস্ত্রে আর্দ্রপদে কভু নাহি যাবে।
শাস্ত্রের বিধান এই অন্তরে জানিবে ॥
পূর্ব্বাস্য হইয়া কিম্বা উত্তরাস্য হবে।
অবিদিঙ্মুখেতে কিম্বা কদাপি বসিয়ে ॥
ভোজন করিবে নাহি আছয়ে নিয়ম।
প্রোক্ষিত প্রশস্ত অন্ন করিবে ভোজন ॥
বিশুদ্ধ-বসন আর প্রীতচিত্ত হ'য়ে।
ভোজন করিতে হয় জানিবে হৃদয়ে ॥
অসংস্কৃত অন্ন নাহি করিবে ভোজন।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে মহাত্মন্ ॥
অতিথি ক্ষুধার্ত্ত কিম্বা যেই সব জন।
তাহাদিগে প্রথমতঃ করায়ে ভোজন ॥
ক্রোধশূন্য চিত্তে আর বিশুদ্ধ পাত্রেতে
ভোজন করিতে হয় জানিবেক চিতে ॥
অসঙ্কীর্ণ স্থানে নাহি করিবে ভোজন।
অকালে ভোজন সাধু করিবে বর্জ্জন ॥
অবিশুদ্ধ পাত্রে গৃহী কভু নাহি খাবে।
শাস্ত্রের বিধান এই অন্তরে জানিবে ॥
ভোজন করার পূর্ব্বে ওহে মতিমান্।
অগ্নিরে অন্নাগ্র ভাগ করিয়া প্রদান ॥
তবেত আপনি খাবে ইহাই নিয়ম।
পর্য্যুষিত অন্ন নাহি করিবে ভোজন ॥
শুষ্কমাংস শুষ্ক শাক বর্জ্জন করিবে।
গুড়পক্ক দ্রব্য নাহি কখন খাইবে ॥
সারাংশ উদ্ধৃত করি লয়েছে যাহার।
সে বস্তু ভ্রমেতে নাহি করিবে আহার ॥

মধু দুগ্ধ দধি ঘৃত শক্তু ইতি আদি।
ভোজন করিতে হয় আছে হেন বিধি॥
ভোজনের প্রথমেতে হয়ে একমন।
মিষ্টরস যথাবিধি করিবে ভোজন॥
মধ্যে লবণাদি রস আমার করিবে।
কটু তিক্ত আদি রস পরেতে খাইবে।
ভোজনের পূর্ব্বে যারা দ্রব্যদ্রব্য খায়।
মধ্যেতে কঠিন বস্তু ওহে নররায়॥
শেষে পুনঃ দ্রব্যদ্রব্য করয়ে ভোজন।
সুস্থদেহ বলশালী রহে সেই জন॥
এরূপে বাগ্ যত হয়ে গৃহস্থ-নিকর।
আনন্দিত অন্ন খাবে ওহে নরবর॥
ভোজনের পূর্ব্বে পঞ্চ গরাস খাইবে।
পঞ্চপ্রাণ তৃপ্তি হেতু অন্তরে জানিবে॥
তার পর আচমন করিবে বিধানে।
এইত শাস্ত্রের রীতি কহি তব স্থানে॥
পূর্ব্বাস্য হইয়া কিম্বা উত্তরাস্য হয়ে।
যথাবিধি আচমন বিধানে করিয়ে॥
দুই হস্ত মূলাবধি করিবে ক্ষালন।
পুনর্ব্বার তার পর করি আচমন॥
সুস্থ আর শান্তচিতে বসিয়া আসনে।
অভীষ্ট দেবেরে স্মরি নিজ মনে মনে॥
করিবে বিধানে এই মন্ত্র উচ্চারণ।
"পবনে উদ্ধৃত হয়ে অগ্নি মহাত্মন্॥
যথাবিধি তৃপ্তিলাভ করিয়া যতনে।
জীর্ণ করি দিন মম উদর-ওদনে॥
ভূমি জল অগ্নি বায়ু সবার যোগেতে।
পরিণত হয়ে অন্ন যথা বিধানেতে॥
বলপ্রদ সুখপ্রদ হউক আমার।
পঞ্চপ্রাণ-পুষ্টিকর হয়ে থাক আর॥
অগস্তি অনল আর বাড়ব অনলে।
এই অন্ন জীর্ণ হলে আমার উদরে॥
পীড়াশূন্য দেহ যেন করয়ে আমার।
একমাত্র বিষ্ণু যিনি সার হ'তে সার॥
জীবের অন্তরে যাঁর আছে অবস্থান।
মোরে তৃপ্ত থাকে যেন সেই ভগবান্।

এই অন্ন যথাবিধি করিয়া ভোজন।
হরিতুষ্টি যেন পারি করিতে সাধন॥
এই অন্ন জীর্ণ হয় আমার উদরে।
তৃপ্তিদান করে যেন সেই শ্রীহরিরে" ॥৭৫
এইরূপ মন্ত্র মুখে করি উচ্চারণ।
ভোজন-করম সারি গৃহী মহাজন॥
হস্ত দ্বারা যথাবিধি মার্জ্জিয়া উদর।
অনায়াস সিদ্ধ কার্য্যে হবে তৎপর॥
সম্মার্গের অবিরোধী ধর্ম্মশাস্ত্র পরে।
সময় কাটাবে তাহা আলোচনা করে॥
তার পর সন্ধ্যাকালে সমাহিত হয়ে।
সায়ংসন্ধ্যা উপাসিবে জানিবে হৃদয়ে॥
নক্ষত্রেরা অস্তগামী যেইকালে হয়।
তার পূর্ব্বে আচমন করিয়া নিশ্চয়॥
করিবেক প্রাতঃসন্ধ্যা এইত নিয়ম।
সূর্য্য অস্তগামী আর হইবে যখন॥
তাহার পূর্ব্বেতে সায়ংসন্ধ্যা উপাসিবে
শাস্ত্রের বিধান এই অন্তরে জানিবে॥
জনম অশৌচ হলে কিম্বা পীড়া হলে।
কিম্বা ভয় উপস্থিত হলে কোনকালে
সন্ধ্যা অনুষ্ঠান নাহি করিবে তখন।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে মহাত্মন্॥
সূর্য্য উদয়ের পর উঠে যেই জন।
সূর্য্যাস্ত হবার পূর্ব্বে করয়ে শয়ন॥
সন্ধ্যাবিধি অতিক্রম যেই নর করে।
পাপ আসি সেই জনে অবশ্যই ঘেরে
প্রায়শ্চিত্ত করা হয় উচিত তাহার।
শাস্ত্রের বিধান এই কহিলাম সার॥
সূর্য্য-উদয়ের পূর্ব্বে করি গাত্রোত্থান
পূর্ব্বসন্ধ্যা উপাসনা করিবে ধীমান॥
সূর্য্যাস্তমনের পূর্ব্বে সাধু মহামতি।
করিবেক সায়ংসন্ধ্যা শাস্ত্রের ভারতী
দ্বিবিধ সন্ধ্যার সেবা যেই নাহি করে
তামিস্র নগরে গিয়া সেই জন পড়ে।
গৃহস্থের পত্নী যিনি ওহে মহাত্মন্।
সন্ধ্যাকালে পাকদ্রব্য করি আহরণ॥

বিশ্বদেব উদ্দেশেতে বলিদান দিবে।
মন্ত্রশূন্য সেই বলি অন্তরে জানিবে ॥
চণ্ডালদিগকে বলি করিবে প্রদান।
গৃহস্থের প্রতি আছে এরূপ বিধান ॥
ঐকালে অতিথি যদি করে আগমন।
স্বাগত জিজ্ঞাসা তাঁরে করিয়া তখন ॥
তাঁহার চরণ ধৌত করাবে সাদরে।
বসিতে আসন দিবে অতি যত্ন করে ॥
যথোচিত সৎকারাদি করি তার পর।
অন্ন আর শয্যা দিবে ওহে বিজ্ঞবর ॥
অতিথি সৎকার যদি দিবাতে না করে।
যে পাপ সঞ্চার হয় তাহাতে শরীরে ॥
রাত্রিতে বিমুখ যদি করে কোন জন।
আটগুণ পাপ হয় শাস্ত্রের লিখন ॥
অতএব অস্তগামী হলে দিবাকর।
অতিথি যদ্যপি আসে ওহে গুণধর ॥
সাধ্য-অনুসারে তাঁর করিবে সৎকার।
গৃহীর পরম ধর্ম্ম ইহা হয় সার ॥
এরূপে অতিথি সেবা করে যেই জন।
সর্ব্বদেবপূজা তার হয় সম্পাদন ॥
শাকান্ন অথবা জল করিয়া প্রদান।
রাত্রিতে অতিথি সেবা করে যে ধীমান ॥
পরম ধর্ম্ম সেই করে উপার্জ্জন।
শাস্ত্রের বিধান এই করিনু বর্ণন ॥
অতিথিরে যথাবিধি করাবে ভোজন।
রাত্রিতে তাঁহারে শয্যা করিবে অর্পণ ॥
এইরূপে সম্পাদিয়া অতিথি সৎকার।
পাদপ্রক্ষালন করি গৃহী গুণাধার।
দারুময়ী শয্যাতলে ভোজনাবসানে।
শয়ন করিবে পরে পুলকিত মনে।
শাস্ত্র অনুসারে শয্যা করি বিরচন।
যথাবিধি তদুপরি করিবে শয়ন ॥
অপর শয্যায় নাহি শয়ন করিবে।
শাস্ত্রের নিয়ম এই অন্তরে জানিবে ॥*
যথাকালে যথাবিধি আপন নারীতে।
গমন করিবে গৃহী জানিবেক চিতে।
নারীভোগ যেইকালে বিধিসিদ্ধ নয়।
সে কাল ত্যজিবে সাধু শাস্ত্রে হেন কয় ॥ ১
পরদার বাঞ্ছা নাহি করিবে কখন।
হীনবল হয় তাহে শাস্ত্রের বচন ॥

* সঙ্কীর্ণ, ভগ্ন, অসম, মলিন, পিপীলিকাযুক্ত ও অনাবৃত শয্যায় শয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। পূর্ব্বাস্য অথবা দক্ষিণাস্য হইয়া শয়ন করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ইহার বিপরীত দিকে শয়ন করে, তাহাকে রোগগ্রস্ত হইয়া যার পর নাই কষ্ট পাইতে হয়।

১ পত্নী ঋতুমতী হইলে যুগ্ম রাত্রিতে শুভলগ্নে ও শুভনক্ষত্রে তাহাতে গমন করা গৃহিগণের অবশ্য বিধেয়। অস্নাতা, পীড়িতা, রজস্বলা, অবিশুদ্ধা, রাগান্বিতা, অপ্রশস্তা, গর্ভিণী, অদক্ষিণা, অন্যকামা, অকামা, অন্যপত্নী, ক্ষুধার্ত্তা ও অতিভোজনবতী রমণীতে গমন করা তাঁহাদিগের কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা স্বয়ং স্নাত, সুগন্ধমাল্যবিশিষ্ট, প্রীতমনা, অক্ষুধিত, সকাম ও অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া স্ত্রী-সংসর্গ করিবেন। যাহারা চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই সমুদয় পর্ব্বদিনে তৈলমর্দ্দন, মাংসভোজন ও স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহাদিগকে বিষ্মূত্র ভোজন নামক নরক ভোগ করিতে হয়। এই সমুদায় পূর্ব্বকালে সাধু ব্যক্তিরা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা, দেবপূজা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ধ্যান ও জপাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন। পরস্ত্রী ও নীচরমণীতে গমন করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, ও গুরুর আশ্রম চৈত্যবৃক্ষের মূল, তীর্থস্থান গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, শ্মশান, উপবন ও জলাশয়ে এবং উভয় সন্ধ্যা ও পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বদিনে স্ত্রীসংসর্গ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মূত্রপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কদাচ মৈথুন করিবেন না। স্ত্রীসম্ভোগ পর্ব্বকালে নিন্দনীয়, দিবাভাগে পাপপ্রদ, ভূমিতলে রোগাবহ ও জলাশয়ে অপ্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

বিশেষতঃ পরলোকে সেই নরাধম।
দারুণ নরকে পড়ে জানিবে সুজন॥
অতএব পরদারা করিলে হরণ।
উভলোক নষ্ট হয় শাস্ত্রের বচন॥
এই সব বিবেচনা করিয়া অন্তরে।
স্বীয় নারীগত গৃহী হবে যথাকালে॥
ঋতুকাল যেই কালে আগত না হয়।
সকামা হইলে নারী ওহে মহোদয়॥
গমন করিতে পারে জানিবে তখন।
শাস্ত্রের বিধান এই করিনু বর্ণন॥১২৪

দ্বাদশ অধ্যায়।

—*—

গৃহস্থের নিত্যক্রিয়া।

পুনঃ ঔর্ব্ব ঋষি কহে সগর রাজনে।
যাহা বলি মহারাজ শুন অবধানে॥
গৃহবাসী মহাত্মারা হয়ে একমন।
দেব বিপ্র সিদ্ধ বৃদ্ধে করিবে পূজন॥
গোগণে অর্চ্চনা করি পূজি আচার্য্যেরে
অগ্নিতে আহুতি দিবে একান্ত অন্তরে॥
প্রাতঃকালে সায়ংকালে হয়ে একমন।
সন্ধ্যা উপাসনা গৃহী করিবে সাধন॥
সংযত হইয়া গৃহী একান্ত অন্তরে।
ধরিবে অখণ্ড বস্ত্র আপন শরীরে॥
প্রশস্ত ঔষধি আর গারুড় রতন।
আপন শরীরে গৃহী করিবে ধারণ॥
নির্ম্মল করিবে কেশ মস্তক উপরে।
সুগন্ধ লেপন গৃহী করিবে শরীরে॥
বেশ ভূষা করি পরে অতি মনোরম।
শুক্লবর্ণ মালা হৃদে করিবে ধারণ॥
পরধন নাহি কভু করিবে হরণ।
মিথ্যাভূত প্রিয়বাক্য করিবে বর্জ্জন॥
পরদোষ কভু নাহি বলিবে বদনে।
অপ্রিয় বচন ত্যাগ করিবে যতনে॥
অন্যের ঐশ্বর্য্য হেরি চক্ষে আপনার।
ঈর্ষ্যাদি নাহি হবে ওহে গুণাধার॥

প্রবৃত্ত না হবে কভু অনিষ্টাচরণে।
আরোহণ না করিবে কভু দুষ্টযানে॥
বন্ধকী বন্ধকীপতি হয় যেই জন।
অতিব্যয়শীল যেই ওহে মহাত্মন্॥
পরীবাদরত কিম্বা ধূর্ত্ত যেই নর।
তাদের কথায় কভু না দিবে অন্তর॥
তাদের বঞ্চনাবাক্যে প্রতারিত হয়ে।
মিত্রতা করিবে নাহি জানিবে হৃদয়ে॥
একা পথে কভু নাহি করিবে গমন।
প্রদীপ্ত ঘরেতে নাহি যাইবে কখন॥
জলের প্রথম বেগ হয় যে সময়।
কভু না করিবে স্নান জানিবে নিশ্চয়॥
না করিবে তরুপরে কভু আরোহণ।
দন্তে দন্তে কভু নাহি করিবে ঘর্ষণ॥
নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিতে।
সদ্য না করিবে চেষ্টা জানিবেক চিতে॥
অসংবৃত মুখে নাহি করিবে জৃম্ভণ।
উচ্চৈঃস্বরে হাস্য নাহি করিবে কখন॥
শব্দ করি বায়ু নাহি কখন ত্যজিবে।
শ্বাসকাস রোধ নাহি কদাচ করিবে॥
নখে নখে কভু নাহি করিবে বাদন।
নখ দিয়া তৃণ নাহি করিবে ছেদন॥
ভূমিতলে অঙ্কপাত কভু না করিবে।
শ্মশ্রুস্পৃষ্ট দ্রব্য নাহি কদাচ খাইবে॥
উচ্ছিষ্টদ্রব্য কভু নাহি করিবে গ্রহণ।
এইত শাস্ত্রের বিধি আছে নিরূপণ॥
অপবিত্র শাস্ত্রচর্চ্চা কভু না করিবে।
জ্যোতিষের আলোচনা গৃহীরা ত্যজিবে॥
যখন ভাস্করদেব হয়েন উদয়।
অস্তগত হন যবে ওহে মহোদয়॥
তখন সূর্য্যেরে নাহি করিবে দর্শন।
নগ্না নারী প্রতি নেত্র না দিবে কখন॥
শবগন্ধ চন্দ্র হতে সমুদ্ভূত হয়।
অতএব নাসারন্ধ্রে যায় যে সময়॥
হুঙ্কারাদি শব্দ করি ওহে মহাত্মন্।
বিরক্তির ভাব করি প্রকাশ তখন॥

নাসিকাতে বস্ত্রঢাকা কভু নাহি দিবে।
শাস্ত্রের বিধান এই অন্তরে জানিবে ॥
রাত্রিকালে চতুষ্পথে চৈত্যবৃক্ষমূলে।
উপবনে কিম্বা আর শ্মশান-মাঝারে ॥
কভু নাহি গৃহীজন করিবে গমন।
দুষ্টাস্ত্রীসংসর্গ আর ত্যজিবে তখন ॥
পূজনীয় ব্যক্তি যাঁরা হয়েন সংসারে।
তাঁহাদের ছায়া নাহি লঙ্ঘিবেক নরে ॥
দেবধ্বজজ্যোতিচ্ছায়া করিলে লঙ্ঘন।
দারুণ পাপেতে গৃহী হয় নিমগন ॥
একাকী বিজন বনে কভু নাহি যাবে।
শূন্যগৃহে বাস গৃহী কভু না করিবে ॥
কেশ অস্থি কণ্টকাদি যেই স্থানে রয়।
অপবিত্র বালী কিম্বা থাকে তুষচয় ॥
তথা গৃহী না করিবে কভু পদার্পণ।
ভস্মাচ্ছন্ন ভূমিতল করিবে বর্জ্জন ॥
অনার্য্যসংসর্গে বাস কভু না করিবে।
কুটিল ভাবেরে হ্রদে স্নান নাহি দিবে ॥
হিংস্র জন্তু যেইখানে করে অবস্থিতি।
তথা নাহি কভু যাবে গৃহী মহামতি ॥
অতি জাগরণ আর অতীব শয়ন।
অতি নিদ্রা তেয়াগিবে গৃহী মহাজন ॥
বহুক্ষণ এক স্থানে বসি নাহি রবে।
অধিক ব্যায়ামত্যাগ সর্ব্বথা করিবে ॥
দংষ্ট্রী কিম্বা শৃঙ্গীজন্তু করিলে দর্শন।
তার অভিমুখে গৃহী না যাবে কখন ॥
প্রতিকূল বায়ুবেগ কভু না সহিবে।
হিম সেবা রৌদ্র সেবা অধিক ত্যজিবে ॥
নগ্ন হয়ে কভু নাহি করিবেক স্নান।
নগ্ন হয়ে আচমন ত্যজিবে ধীমান ॥
নগ্ন হয়ে কভু নাহি করিবে শয়ন।
মুক্তকক্ষে আচমন করিবে বর্জ্জন ॥
মুক্তকক্ষে দেবার্চ্চনা কভু না করিবে।
জপহোম আদি কিম্বা সে ভাবে ত্যজিবে
একবস্ত্রে পূর্ব্ব-উক্ত কর্ম্ম সমুদয়।
কভু না করিবে গৃহী ওহে মহোদয় ॥

একবস্ত্রে উপদিষ্ট মন্ত্র না জপিবে।
এইত শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে ১-২০
ক্ষণকাল যদি পায় সাধু মহাজন।
তবু তাঁর সঙ্গে রবে গৃহী মহাত্মন ॥
উচ্চ কিম্বা নীচ লোক কভু কারো সনে।
বিরোধ করিবে নাহি জানিবেক মনে ॥
বিবাদে প্রবৃত্ত হবে সমকক্ষ সহ।
সমকক্ষ কুলে গৃহী করিবে বিবাহ ॥
অনর্থক বৈর নাহি করিবে কখন।
তাদৃশ কলহ ত্যাগ করিবে সুজন ॥
যদ্যপি সামান্য হানি সাহিবারে হয়।
বিবাদে প্রবৃত্ত তবু না হবে নিশ্চয় ॥
অর্থের লোভেতে বৈর কভু না করিবে।
স্নান অন্তে হস্ত দ্বারা গাত্র না মার্জিবে ॥
স্নান অন্তে কেশ নাহি করিবে কম্পন।
শাস্ত্রেতে নিষিদ্ধ ইহা ওহে মহাত্মন্ ॥
স্নান অন্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধীমান্।
করিবেক আচমন শাস্ত্রের বিধান ॥
পদ দ্বারা কোন দ্রব্য কভু না স্পর্শিবে।
পূজ্য অভিমুখে পদ কভু না রাখিবে ॥
উচ্চাসনে না বসিবে গুরুর সদন।
বিনীতভাবেতে রবে সদাসর্ব্বক্ষণ ॥
বিপরীতভাবে নাহি দেবালয়ে যাবে।
চতুষ্পথে নাহি যাবে কভু সেই ভাবে ॥
দক্ষিণাবিহীন যেই মাঙ্গল্য পূজন।
কভু না করিবে তাহা গৃহী মহাজন ॥
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু জল সন্মুখে।
কভু নাহি নিষ্ঠিবন ভ্রমেও ত্যজিবে ॥
মল মূত্র কভু নাহি করিবে বর্জ্জন।
এইত শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন্ ॥
পথিমধ্যে মূত্রত্যাগ কভু না করিবে।
অথবা দাঁড়ায়ে নাহি কদাচ মুতিবে ॥
শ্লেষ্মা বিষ্ঠা মূত্র রক্ত করিলে লঙ্ঘন।
দারুণ পাতকে মগ্ন হয় সেই জন ॥
পাককালে জপকালে হোমের সময়।
শ্লেষ্মাদি ত্যজিবে নাহি ওহে মহোদয় ॥

কভু না করিবে ঈর্ষা নারীর উপরে।
প্রহার করিবে নাহি কভু কোন কালে॥
নারীরে বিশ্বাস নাহি করিবে কখন।
এইত শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন্॥
গৃহীরা মাঙ্গল্য দ্রব্য ধরিবে শরীরে।
কুসুম রত্নাদি আর যত্ন সহকারে॥
কোন স্থানে শুভযাত্রা করিবে যখন।
পূজ্যগণে ভক্তিভরে বন্দিবে তখন॥
যথাকালে হোম গৃহী করিবে যতনে।
অর্থদান দিবে যত দীনদুঃখীগণে॥
মহাত্মা বিজ্ঞানদর্শী যেই সব জন।
তাহাদিগে উপাসিবে গৃহী মহাত্মন্॥
একমনে দেবপূজা যেই গৃহী করে।
ঋষিদের পূজা করে যত্ন সহকারে॥
পিতৃ-উদ্দেশেতে পিণ্ড করয়ে প্রদান।
অতিথি সৎকার করে কিম্বা মতিমান্॥
শুভলোকে যায় তারা নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন এই জানিবে নিশ্চয়॥
জিতেন্দ্রিয় হয়ে যেই ওহে মহাত্মন্।
প্রিয়বাক্য হিতবাক্য কহে অনুক্ষণ॥
নিত্যানন্দময় লোক সেই জন যায়।
শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু তোমায়॥
বুদ্ধিমান লজ্জাশীল হয় যেই জন।
আস্তিক বিনয়ান্বিত ওহে মহাত্মন্॥
সুবিজ্ঞ বৃদ্ধেরা করে যেই লোকে গতি।
সেই লোকে যায় তারা শাস্ত্রের ভারতী।
অকালে যদ্যপি হয় মেঘের গর্জ্জন।
কিম্বা যদি হয় চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ॥
অধ্যয়ন সেইকালে ত্যজিবে যতনে।
শাস্ত্রের বিধান এই কহি তব স্থানে॥
পর্ব্বদিনে না করিবে কভু অধ্যয়ন।
অশৌচ হইলে ত্যাগ করিবে সুজন॥
সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়ে যেই জন।
ক্রুদ্ধজনে শান্ত বাক্য করেন অর্পণ॥
ভীতজনে করে কিম্বা আশ্বাস প্রদান।
স্বর্গ হ'তে উচ্চ লোকে সে করে পয়াণ
শরীর রক্ষার জন্য যত গৃহীজন।
আতপত্র শিরোপরি করিবে ধারণ॥
বর্ষাতপ আদি করি তাহে নিবারিবে।
ইহাই কারণ তার অন্তরে জানিবে॥
রাত্রিযোগে দণ্ড করে করিবে গ্রহণ।
বনমধ্যে যেইকালে করিবে গমন॥
সে কালে পাদুকা দিবে আপন চরণে।
এইত শাস্ত্রের বিধি কহি তব স্থানে॥
যেই কালে পথিমাঝে করিবে ভ্রমণ।
ঊর্দ্ধদিকে কভু নাহি ফিরাবে নয়ন॥
কিম্বা দূরদেশে কভু দৃষ্টি না করিবে।
তির্য্যক্ দিকে দৃষ্টিপাত সর্ব্বথা ত্যজিবে॥
যুগপরিমিত স্থান করিয়া দর্শন।
গমন করিবে সদা ওহে মহাত্মন্॥
জিতেন্দ্রিয় দোষহীন হয়ে যেই নর।
সময় কাটায় ভূমে ওহে নরবর॥
ধর্ম্মার্থ কামের হানি নাহি তার হয়।
শাস্ত্রের বচন এই জানিবে নিশ্চয়॥
প্রিয়বাক্য যেই বলে শত্রুর উপরে।
মুক্তি তার অনুগত রহে করতলে॥
সদাচারে রত থাকে যেই মহাত্মন্।
কামক্রোধহীন হয়ে রহে সর্ব্বক্ষণ॥
তাদের প্রভাবে ধরা করে অবস্থিতি।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের ভারতী॥
পরেতে সন্তোষ যাহে হয় উৎপাদন।
সেইরূপ সত্যবাক্যে কবে সর্ব্বক্ষণ॥
সত্যবাক্য কৈলে যদি কারো মন্দ হয়।
মৌনভাবে সেই স্থানে রহিবে নিশ্চয়॥
প্রিয় কিন্তু হিত নহে যেরূপ বচন।
কভু না কহিবে তাহা গৃহী মহাত্মন্॥
উভলোকে হিত হয় যেরূপ করমে।
করিবে সেরূপ কাজ সদা কায়মনে॥২১-৪৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দাহ, অশৌচ, একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ড-
করণ ব্যবস্থা।

ঔর্ব্ব কহে শুন শুন সগর রাজন্ ।
ভূমিষ্ঠ হইবে পুত্র ভূমেতে যখন ॥
সেইকালে পিতা করি বস্ত্রসহ স্নান ।
করিবে জাতকর্ম্মাদি যেমত বিধান ।
করিবে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ যথাবিধি ।
এরূপ নিয়ম আছে ওহে মহামতি ॥
অনন্যমানস হয়ে শ্রাদ্ধের সময়ে ।
বসাইবে বিপ্রগণে একান্ত হৃদয়ে ॥
পিতৃপক্ষ বিপ্র রবে দক্ষিণ-ভাগেতে ।
আরো রবে দেবপক্ষ জানিবেক চিতে ॥
যথাবিধি বিপ্রগণে করিয়া সংকার ।
ভোজন করাতে হয় ওহে গুণাধার ॥
উক্ত শ্রাদ্ধে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে ।
উত্তরাস্য হয়ে কিম্বা অন্তরে জানিবে ॥
দেবতীর্থে পিতৃগণে দিবে পিণ্ডদান ।
প্রাজাপত্য তীর্থে কিম্বা ওহে মতিমান্ ॥
দধি যব আদি করি পিণ্ডেতে মিশায়ে ।
বিধানে অর্পিবে তাহা একান্ত-হৃদয়ে ॥
এইরূপ শ্রাদ্ধ যদি করে অনুষ্ঠান ।
নান্দীমুখ পিতৃ তাহে মহাতুষ্টি পান ॥
সন্তানের যাবতীয় সংস্কারের কালে ।
পিতৃপূজা এইরূপে করিবে সাদরে ॥
ইহার পরম ধর্ম্ম গৃহস্থের হয় ।
শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয় ॥
কন্যার পুত্রের কিম্বা বিবাহের কালে ।
অথবা পশিবে যবে নব ঘরে ঘরে ॥
বালকের নাম যবে করিবে রক্ষণ ।
চূড়াকর্ম্ম আদি করি হবে সম্পাদন ॥
সীমন্তোন্নয়ন কিম্বা হবে যেই কালে ।
নান্দীমুখ পিতৃপূজা করিবে সে কালে ॥
পুত্রাদির মুখ যবে করিবে দর্শন ।
নান্দীমুখ পিতৃপূজা করিবে তখন ॥
পিতৃপূজা-বিধি এই কহিনু তোমারে ।
প্রেতক্রিয়াবিধি শুন বলি এইবারে ॥
মরিলে তাহার গত আত্মীয়-নিকর ।
প্রেতদেহ বহি লবে স্কন্ধের উপর ॥
যতনে লইয়া গিয়া গ্রামের বাহিরে ।
স্নান করাইবে তারে সুপবিত্র জলে ॥
মাল্যদ্বারা বিভূষিত করি তার পর ।
দাহক্রিয়া সমাধিবে ওহে নরবর ॥
দাহক্রিয়া সমাপন হ'লে তার পরে ।
দক্ষিণ মুখেতে থাকি উদ্দেশি প্রেতেরে ॥
জলাঞ্জলি যথাবিধি করিয়া প্রদান ।
নক্ষত্র দেখিয়া গৃহে করিবে পয়াণ ॥
গোধূলি কালেতে কিন্তু করিবে গমন ।
গৃহে গিয়া ভূমিতলে করিবে শয়ন ॥
প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড প্রতিদিন দিবে ।
অশৌচমধ্যেতে রাত্রে কভু নাহি খাবে ॥
অশৌচমধ্যেতে মাংস না খাবে কখন ।
প্রতিদিন জ্ঞাতিগণে করাবে ভোজন ॥
বন্ধুর ভোজনে প্রেত সতত মহা প্রীত ;
জানিবে হে নৃপ ইহা শাস্ত্রের ভারতী ॥
অশৌচ প্রথম আর তৃতীয় সপ্তম ।
অথবা যেদিন গণি হইবে নবম ॥
করিবেক বস্ত্রত্যাগ সেই সেই দিনে ।
করিবে অবগাহন বিহিত বিধানে ॥
করিবে চতুর্থদিনে প্রেতাস্থি সঞ্চয় ।
সঞ্চয় করিবে ভস্ম ওহে মহোদয় ॥
চতুর্থ দিবস গত না হবে যাবত ।
সপিণ্ডেরা তারে নাহি স্পর্শিবে তাবত ॥
সমান-উদক ব্যক্তি হয় যেই জন ।
চতুর্থদিনের পর করিবে করম ॥
গন্ধ মাল্য আদি সেবা ভিন্ন সমুদয় ।
করিবে যতেক কার্য্য ওহে মহোদয় ॥
সপিণ্ডেরা শয্যা আর আসন গ্রহণে ।
অধিকারী হয় মাত্র কহি তব স্থানে ॥

অশৌচে করিবে নাহি মৈথুন কখন।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে রাজন্॥
বিদেশী পতিত ব্যক্তি কিম্বা যদি মরে।
বালকের মৃত্যু যদি হয় কোন কালে॥
উদ্বন্ধনে জলে হয় যদ্যপি মরণ।
অনলে পড়িয়া যদি ত্যজয়ে জীবন॥
সপিণ্ডের সদ্যঃশৌচ তাহা হলে হয়।
এইরূপ বিধি আছে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
মৃতে বান্ধব কভু অশৌচমাঝারে।
অন্ন নাহি খাবে নৃপ কহিনু তোমারে॥
অশৌচে কখন নাহি করিবেক দান।
প্রতিগ্রহ নাহি লবে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান॥
বেদপাঠ কভু নাহি গৃহীরা করিবে।
এইত শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে॥
দশদিনে অশৌচান্ত ব্রাহ্মণের হয়।
ক্ষত্রের দ্বাদশ দিনে জানিবে নিশ্চয়॥
বৈশ্যদেব একপক্ষ ওহে মহামতি।
পূর্ণমাস শূদ্র প্রতি আছে হেন বিধি॥
অশৌচ অন্তের পর প্রথম দিনেতে।
শ্রাদ্ধ অধিকারী ব্যক্তি ঐকান্তিক চিতে॥
শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণে করায়ে ভোজন।
উচ্ছিষ্ট সমীপে কুশ করিয়া স্থাপন॥
প্রেতের উদ্দেশে পরে দিবে পিণ্ডদান।
তার পর শুন বলি ওহে মতিমান॥
বিপ্রোভোজনের পব শুদ্ধির কারণ।
বারি ও আয়ুধ আদি করিবে ধারণ॥ *
এইরূপে আদ্যশ্রাদ্ধ সমাপিত হলে।
বিপ্র আদি যেবা কেহ ধর্ম্ম অনুসারে॥
জীবিকা নির্ব্বাহ হেতু ধন উপার্জ্জন।
যতনে করিবে নৃপ আছে নিরূপণ॥
তার পর প্রতিমাসে মরণতিথিতে।
প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে যত্নেতে॥
একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা অবশ্য উচিত।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চিত॥

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নৃপ করিবে যখন।
আবাহন আদি ক্রিয়া না আছে তখন
দৈবনিয়োগও নাহি হবে অনুষ্ঠান।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে মতিমান্॥
ব্রাহ্মণ-ভোজন অন্তে এই শ্রাদ্ধে পরে।
প্রেতের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিবে হে সাদরে॥
একগাছি পবিত্রক করিবে প্রদান।
ঋষির বচন ইহা শাস্ত্রের বিধান॥
এই শ্রাদ্ধকালে নৃপ যিনি যজমান।
তাঁর প্রশ্ন অনুসারে বিপ্র মতিমান্॥
অক্ষয্য এ শব্দ নৃপ প্রয়োগ করিবে।
এইত শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে॥
বারো মাস এইরূপ প্রেতের উদ্দেশে।
একোদ্দিষ্ট বিধি করি মনের হরিষে॥
সপিণ্ডীকরণ পরে করিবে সাধন।
সেকালেও একোদ্দিষ্ট করিবে সুজন॥
তিল গন্ধ উদকাদি পুরিত করিয়ে।
অর্ঘ্যপাত্র স্থাপি এক প্রফুল্ল-হৃদয়ে॥
প্রেতের উদ্দেশে উহা করিবে স্থাপন।
তার পর শুন শুন ওহে মহাত্মন্॥
পার্ব্বণাংশে পিতৃগণে উদ্দেশ করিয়ে।
স্থাপিবে ত্রি-অর্ঘ্যপাত্র একান্ত হৃদয়ে॥
পিতৃপাত্রে প্রেতপাত্র সংযোজিবে পরে।
মিশাবে উভয়পিণ্ড এ হেন প্রকারে॥
এইরূপে যদি করে সপিণ্ডীকরণ।
প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হয় মৃতজন॥
পিতৃলোকে গিয়া সেই মনের হরিষে।
পরম সুখেতে রহে জানিবে বিশেষে॥
শুন শুন নৃপ এবে আমার বচন।
যেই ক্রোমরূপ শ্রাদ্ধ করিবে যখন॥
পিতৃগণে পূজা করা তখনি উচিত।
শাস্ত্রের বচন এই জানিবে বিহিত॥
পুত্র না থাকিলে পৌত্র শ্রাদ্ধাদি করিবে।
ভ্রাতা আদি তার পর ক্রমেতে জানিবে॥
আদ্য মধ্য ও উত্তর এ তিন প্রকার।
মৃতের করিবে ক্রিয়া ওহে গুণাধার॥

* বারি, আয়ুধ, প্রতোদ ও দণ্ড ধারণ করা আবশ্যক।

প্রতিমাসে একোদ্দিষ্ট যা হয় বিধান।
মধ্যক্রিয়া কহে তারে ওহে মতিমান্ ॥
সপিণ্ডীকরণ হলে তার অবসানে।
যে সব করম করে অবহিতমনে ॥
তাহারে উত্তরক্রিয়া কহে সুধীগণ।
এইত শাস্ত্রের বিধি আছে নিরূপণ ॥
পিতৃ মাতৃ আদি করি সপিণ্ড সকল।
সমান উদক ব্যক্তি ওহে নরবর ॥
বন্ধুবর্গ রাজা আর ইঁহারা সকলে। *
পূর্ব্বক্রিয়া-অধিকারী শাস্ত্রে হেন বলে
পুত্রাদি দৌহিত্র ভিন্ন অপর কাহার।
উত্তর ক্রিয়াতে আর নাহি অধিকার ॥
নারীর উদ্দেশে নৃপ মরণের দিনে।
করিবে উত্তর ক্রিয়া বিহিত বিধানে ॥
পিতৃলোক-উদ্দেশেতে যখন যখন।
করিবে উত্তর ক্রিয়া ওহে নরোত্তম ॥
কীর্ত্তন করিব তাহা তোমার গোচরে।
অবহিত হয়ে শুন একান্ত অন্তরে ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥

* মৃতব্যক্তির পুত্র না থাকিলে পর্য্যায় ক্রমে পৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র কিম্বা সপিণ্ডগণের পুত্রগণ তাহার শ্রাদ্ধবিধি সমাধান করিবে। ঐ সমুদায়ের অভাবে পর্য্যায়ক্রমে সমানোদকবংশীয়ব্যক্তি অথবা মাতৃপক্ষের সপিণ্ড ও সমানোদকগণের ঐ কার্য্যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যদি পিতৃ ও মাতৃকুলে কেহ জীবিত না থাকে, তাহা হইলে প্রেতের স্ত্রী ও বন্ধুবর্গের তাহার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত, কিন্তু এই সমুদায়েরও অভাব হইলে রাজা তাহার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রাদ্ধবিধি।

ঔর্ব্ব কহে শুন শুন ওহে নরপতি।
শ্রাদ্ধবিধি তব পাশে কহিব সংপ্রতি ॥
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ভূমে যত নরগণ।
করিবে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যেমত নিয়ম ॥
তার পর ব্রহ্মা রুদ্র অগ্নি দিবাকরে।
নাসত্য মারুত বসু পশু পক্ষী নরে ॥
বিশ্বদেব সরীসৃপ ঋষি পিতৃগণ।
করিবে সবারে তৃপ্ত করিয়া যতন।
প্রতিমাসে অমাবস্যা যেই দিনে হয়।
তাহাতে করিবে শ্রাদ্ধ গৃহীরা নিশ্চয় ॥
অষ্টকা-ত্রিতয়ে শ্রাদ্ধ করিবে যতনে।
ইহা ভিন্ন শ্রাদ্ধকাল কহি তব স্থানে ॥
কাম্যকাল কহে তারে ওহে নরোত্তম।
প্রকাশ করিয়া বলি করহ শ্রবণ ॥
শ্রাদ্ধযোগ্য কোন বস্তু গৃহেতে আসিলে
তখনি করিবে শ্রাদ্ধ বিধি অনুসারে ॥
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি করে আগমন।
তখনি করিবে শ্রাদ্ধ শাস্ত্রের নিয়ম ॥
ব্যতীপাতযোগ আর দক্ষিণ-অয়ন।
বিষুব সংক্রান্তি কিম্বা সে কোন গ্রহণ ॥
উত্তর অয়নে আর সংক্রান্তি সকলে।
গৃহীরা করিবে শ্রাদ্ধ শাস্ত্রে হেন বলে ॥
সূর্য্যের রাশিতে যবে হয় সংক্রমণ।
দুঃস্বপ্ন অথবা যবে হয় সন্দর্শন ॥
সেকালে করিবে শ্রাদ্ধ যত্ন সহকারে।
এইত শাস্ত্রের বিধি কহিনু তোমারে ॥
নব শস্য গৃহে যদি করে আনয়ন।
সেকালে করিবে শ্রাদ্ধ ওহে নরোত্তম ॥
বিশাখা অথবা স্বাতি যেই দিন হয়।
অমাবস্যা তাহে হলে শ্রাদ্ধের নির্ণয় ॥
মহাতৃপ্ত হন তাহে যত পিতৃগণ।
এইত শাস্ত্রের বিধি করিনু কীর্ত্তন ॥

পুষ্যা আর্দ্রা পুনর্ব্বসু এই সব দিনে।
অমাবস্যা হ'লে শ্রাদ্ধ করিবে বিধানে॥
দ্বাদশ বরষ তৃপ্ত তাহে পিতৃগণ।
হইয়া থাকেন ইহা শাস্ত্রের নিয়ম॥
পূর্ব্বভাদ্রপদ জ্যেষ্ঠা অথবা রোহিণী।
শতভিষা ঋক্ষ কিম্বা ওহে নৃপমণি॥
এ সব নক্ষত্রে যদি অমাবস্যা হয়।
করিবে শ্রাদ্ধের বিধি শাস্ত্রে হেন কয়॥
অতীব দুর্ল্লভ হয় এ হেন সময়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়॥
এই সব দিনে শ্রাদ্ধ করিলে বিধানে।
পিতৃগণ মহাপ্রীত থাকে সেই জনে॥
পূর্ব্বকালে মহামনা ঐল নরপতি।
জিজ্ঞাসিয়াছিল সনৎকুমারের প্রতি॥
সেই কথা বলিতেছি করিয়া বিস্তার।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে গুণাধার॥
ঋষিরে সম্বোধি রাজা কহিল তখন।
শুন শুন মহাশয়ে করি নিবেদন॥
শ্রাদ্ধবিধি শুনিবারে হতেছে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥
এত শুনি মিষ্টভাষে সনতকুমার।
কহিলেন শুন শুন ওহে গুণাধার॥
বৈশাখের শুক্ল পক্ষে তৃতীয়া দিবসে।
যুগাদ্যা কহিয়া থাকে জানিবে বিশেষে
কার্ত্তিকী নবমী আর ভাদ্রে ত্রয়োদশী।
অথবা সে অমাবস্যা ওহে রাজ-ঋষি॥
এ সবারে যুগ আদ্যা কহে ঋষিগণ।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে রাজন॥
এই সব দিনে শ্রাদ্ধ করিবে বিধানে।
শাস্ত্রের নিয়ম এই কহি তব স্থানে॥
ইহা ছাড়া শ্রাদ্ধ যোগ্য যেই সব দিন।
কহিতেছি সেই কথা শুনহ প্রবীণ॥
বৈশাখের অমাবস্যা যেই দিন হয়।
ত্র্যহস্পর্শ কিম্বা হয় ওহে মহোদয়॥
বিষুবসংক্রান্তিদ্বয় কিম্বা মহামতি।
মন্বন্তর আদি করি যত আছে তিথি॥

ব্যতীপাত যোগ কিম্বা যে কোন গ্রহণ।
অষ্টকা-ত্রিতয় আর দক্ষিণ অয়ন॥
উত্তর অয়ন কিম্বা এই সব দিনে।
গৃহীরা করিবে শ্রাদ্ধ বিহিত বিধানে॥
তিলযুক্ত জল তাহে করিবে প্রদান।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে মতিমান্॥
সহস্র বরষ তাহে যত পিতৃগণ।
পরিতুষ্ট হ'য়ে থাকে জানিবে রাজন॥
পিতৃগণ-উক্ত বাক্য যাহা সমুদায়।
কীর্ত্তন করিব তাহা অধুনা তোমায়॥
মাঘমাসে অমাবস্যা যেই দিনে হয়।
শতভিষা যোগ আদি তাহে আরো রয়॥
সে দিনে করিবে শ্রাদ্ধ গৃহীরা বিধানে।
পিতৃগণ এইরূপ নিজমুখে ভণে॥
পরমা সন্তুষ্টি তাহে লভে পিতৃগণ।
নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে রাজন॥
বহু পুণ্য উপার্জ্জন যদি নাহি করে।
শ্রাদ্ধ না করিতে পারে সে জন সংসারে॥
ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা হ'লে।
তর্পণ করিবে যত্নে গৃহীরা সেকালে॥
শাস্ত্রবিধি অনুসারে দিবে পিণ্ডদান।
এইত শাস্ত্রের বিধি জানিবে ধীমান্॥
এইরূপ আচরণ করে যেই জন।
অযুত বরষ তৃপ্ত তার পিতৃগণ॥
অমাবস্যা দিনে যদি ওহে মহীপতি।
পূর্ব্বভাদ্রপদ যোগ থাকে নিরবধি॥
তাহাতে করিলে শ্রাদ্ধ তার পিতৃগণ।
যুগকাল পরিতৃপ্ত অবশ্যই রন॥
শতদ্রু বিপাশা গঙ্গা আর সরস্বতী।
নৈমিষ মথুরাক্ষেত্রে অথবা গোমতী॥
এই সব তীর্থে গিয়া করি স্নান দান।
ভক্তিভরে পিতৃগণে দিলে পিণ্ডদান॥
অখিল পাতক নাশ সে জনের হয়।
শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়॥
বার্ষিক পীরিতি লাভ করি পিতৃগণ।
বলিয়া থাকেন যাহা করহ শ্রবণ॥

মাঘমাসে অমাবস্যা যেইদিনে হয়।
তাহাতে করিবে শ্রাদ্ধ গৃহীরা নিশ্চয় ॥
সে কালে মোদের বংশ সন্ততিনিকর।
ভক্তিভরে যদি দেয় শুদ্ধ তীর্থজল ॥
পরম সন্তুষ্ট মোরা তাহাতে অন্তরে।
সন্তানের মনোরথ অবশ্যই ফলে ॥
বিশুদ্ধ-মানস হয়ে সন্ততির গণ।
মহৈশ্বর্য্যশালী হয় শাস্ত্রের বচন ॥
আমাদের বংশ যত মহাত্মা-নিকর।
ধন উপার্জ্জন করি হয়ে ধর্ম্মপর ॥
মোদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে বিধানে।
এইত শাস্ত্রের বিধি সকলেই জানে ॥
ঐশ্বর্য্য যদ্যপি গৃহে থাকে বিদ্যমান।
বিপ্রগণে বস্ত্র বস্ত্র করিবে প্রদান ॥
মহাযান ভোজ্যবস্তু করিবে অর্পণ।
বিভব যেমন তার দিবেহে তেমন ॥
অন্নদান বিপ্রগণে করিবে যতনে।
তাহে মোরা তৃপ্ত হই নিজ মনে মনে ॥
তাহে অসমর্থ যদি হয় কোন জন।
সাধ্যমতে ধান্য আদি করিবে অর্পণ ॥
দক্ষিণা বিপ্রেরে দিবে শক্তি অনুসারে।
ততই শাস্ত্রের বিধি বিদিত সংসারে
ইহাতেও অসমর্থ হয় যেই জন।
বেদবিজ্ঞ বিপ্রে তিনি করিয়া বন্দন ॥
যথাবিধি তিলদান করিবে তাহারে।
তাহাতে পরম তৃপ্তি লভিব অন্তরে ॥
তিলদানে ক্ষম নাহি হয় যেই জন।
অষ্ট জলাঞ্জলি তিনি করিবে অর্পণ ॥
ইহার অভাব যদি হয় কোন স্থানে।
গোদুগ্ধ আনিয়া তবে বিহিত বিধানে ॥
আমাদের উদ্দেশেতে করিবে প্রদান।
এইত গৃহীর পক্ষে আছয়ে বিধান ॥
সকল দ্রব্যের যদি অনটন হয়।
অরণ্যে যাইয়া তবে তুলি বাহুদ্বয় ॥
ঐকান্তিক ভক্তিভরে লোকপালোদ্দেশে
পড়িবেক এই মন্ত্র জানিবে বিশেষে ॥

"ঐশ্বর্য্য নাহিক মম নাহি কিছু ধন।
শ্রাদ্ধযোগ্য দ্রব্য মম নাহি আহরণ।
এক্ষণে আসিয়া আমি অরণ্যমাঝারে :
বাহু তুলি ভিক্ষা করি অতি ভক্তিভরে ॥
ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হোন মম পিতৃগণ।"
এই মন্ত্র কহিবেন মুখে উচ্চারণ ॥
এইরূপ আচরণ যেই জন করে।
পিতৃগণ মহাতুষ্ট তাহার উপরে ॥
এই আমি পিতৃবাক্য কহিনু সকল।
শুনিলে সকল কথা ওহে নরবর ॥
এইরূপ আচরণ যেই জন করে।
ধন্য বলি সেই জন বিদিত সংসারে ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণকথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী হরিল অন্তর ॥১৩২

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—※—

শ্রাদ্ধীয় বিপ্রনিরূপণ ও শ্রাদ্ধ
কর্ত্তার নিয়ম।

ঔর্ব্ব ঋষি পুনঃ কহে সগর রাজনে।
শুন শুন নরপতি কহি তব স্থানে ॥
শ্রাদ্ধেতে যেরূপ বিপ্রে করাবে ভোজন।
বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ ॥ *
ষড়ঙ্গ-বিদিত কিম্বা শ্রোত্রিয় যে জন।
সামগানরত যারা ওহে মহাত্মন্ ॥
আরো যথা উক্ত আছে শাস্ত্রের মাঝারে।
ভোজন করাবে নৃপ তাদৃশ বিপ্রেরে ॥
তাহাভিন্ন যারে যারে করাবে ভোজন।
যেরূপ নিয়ম আছে শাস্ত্রে নিরূপণ ॥
সেইরূপে সবাকারে ভক্তি অনুসারে।
ভোজন করাবে নৃপ জানিবে অন্তরে ॥
দেবপক্ষ পিতৃপক্ষ এদুয়ের তরে।
পূর্ব্বদিনে নিমন্ত্রিবে ব্রাহ্মণ-নিকরে ॥

* ত্রিনাচিকেতা, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গবিৎ-শ্রোত্রিয়, যোগী, সামগানরত ঋত্বিক্ তপোনিষ্ঠ ও

ক্রীড়াদি তাদের সহ করিবে বর্জ্জন।
এইত শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন্॥
নিমন্ত্রিত বিপ্র প্রতি কভু যজমান।
ক্রোধ প্রকাশিবে নাহি ওহে মতিমান্॥
শ্রাদ্ধে নিয়োজিত ভোক্তা যেই নর হয়।
ভোজয়িতা নিয়োজক কিম্বা মহোদয়॥
নারীসহবাস যদি তারা কেহ করে।
পিতৃগণ পড়ে তার রেতের বিবরে॥
এই হেতু বিজ্ঞব্যক্তি হয় যেই জন।
বিবেচিয়া বিপ্রগণে করে নিমন্ত্রণ॥
সন্ন্যাসী অথবা কোন অপর ব্রাহ্মণ।
শ্রাদ্ধকালে যদি গৃহে করে আগমন॥
শ্রাদ্ধকর্ত্তা শুদ্ধহস্ত হইয়া তাহারে।
আচমনীয় আসন দিবে সমাদরে॥
পরিতোষরূপে তারে করাবে ভোজন।
এইত শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন্॥
শ্রাদ্ধকালে পিতৃপক্ষে অযুগ্ম বিপ্রেরে।
স্থাপন করিতে হয় জানিবে অন্তরে॥
দেবপক্ষে যুগ্ম বিপ্র হবে নিয়োজন।
এইত শাস্ত্রের বিধি আছে নিরূপণ॥
পিতৃপক্ষে দেবপক্ষে এক এক জনে।
নিযুক্ত করিতে পারে শাস্ত্রে হেন ভণে॥
যেরূপ বিধান এই করিনু কীর্ত্তন।
মাতামহশ্রাদ্ধে গৃহী করিবে তেমন॥

পঙ্ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ এবং ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, শিষ্য, সম্বন্ধী ও পিতৃমাতৃভক্ত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইবে। ইহারা প্রথম হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, শ্যাবদন্ত, কন্যাবিক্রয়ী হোম ও বেদপাঠবিবর্জ্জিত, সোমবিক্রয়ী, অভিশাপগ্রস্ত, চৌরকর্ম্মনিয়ত, খল গ্রামযাজক, বেতনভুক অধ্যাপক, বেতনদাতা শিষ্য, অগ্রেপূর্ব্বাপতি, পিতৃমাতৃপরিত্যাগী, শূদ্রাপতি, শূদ্রান্তর অন্নে প্রতিপালিত ও দেবল ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান কদাপি বিধেয় নহে।

দেবপক্ষে যেই বিপ্রে নিযুক্ত করিবে।
পূর্ব্বাস্য করিয়া কর্ত্তা তাহারে স্থাপিবে॥
পিতৃ কিম্বা মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণে।
স্থাপিবেক উত্তরাস্যে জানিবেক মনে॥
এইরূপে যথাবিধি করিয়া স্থাপন।
তাঁহাদিগে বিধিমতে করাবে ভোজন॥
মহর্ষিগণের মধ্যে কোন কোন জন।
ভিন্ন ভিন্নরূপে কহে শ্রাদ্ধপ্রকরণ॥
কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন পাকের দ্বারায়।
করিয়া থাকেন শ্রাদ্ধ কহিনু তোমায়॥
শ্রাদ্ধীয় বিপ্রের আজ্ঞা লয়ে শিরোপরে।
কুশ বিস্তারিয়া আগে গৃহীরা ভূতলে॥
যথাবিধি অর্ঘ্য তাহে করিয়া স্থাপন।
দেবগণে বিধানেতে করি আবাহন॥
তাঁহাদিগে যবজলে অর্ঘ্য সমর্পিবে।
ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য প্রদান করিবে॥
যথাবিধি আজ্ঞা গৃহী করি তার পর।
দেবপক্ষ বামভাগে ওহে নরবর॥
পিতৃগণ হেতু দ্বিধাকৃত কুশরাশি।
বিস্তৃত করিয়া দিবে ওহে রাজ ঋষি॥
তিলাম্বু দ্বারায় পরে অর্ঘ্য সমর্পিবে।
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা অন্তরে জানিবে॥
এইরূপ শ্রাদ্ধ যবে হয় অনুষ্ঠান।
পথিক যদ্যপি আসে ওহে মতিমান্॥
শ্রাদ্ধীয় বিপ্রের আজ্ঞা লইয়া তখন।
বিধানে সৎকার তার করিবে সাধন॥
যোগিগণ মানবের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে।
নানাবিধ রূপ ধরি ছলনা করিয়ে॥
অহরহ ভূমিতলে করে বিচরণ।
এ হেতু পথিকে গৃহী করিবে অর্চ্চন॥
অতিথি সৎকার নাহি যেই জন করে।
বিফল তাহার শ্রাদ্ধ জানিবে অন্তরে॥
করিবে অনলে শ্রাদ্ধে আহুতি প্রদান
ক্ষারশূন্য ব্যঞ্জনান্ন দিবে মতিমান্॥
যেই মন্ত্রে যেইরূপ আছে নিরূপণ।
সে মন্ত্রে আহুতি গৃহী অর্পিবে তেমন॥

হুত অবশিষ্ট অন্ন যাহা যাহা রবে।
বিপ্রের ভোজন পাত্রে সেই সব দিবে ॥
তার পর শ্রাদ্ধকর্ত্তা অতি ভক্তিভরে।
উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন দিবে ব্রাহ্মণ-নিকরে ॥
মৃদুবাক্যে তাঁহাদিগে করি সম্বোধন।
প্রার্থনা করিবে তাহা করিতে গ্রহণ ॥
শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণ প্রফুল্ল হৃদয়ে।
ভোজন করিবে অন্ন একাগ্র হইয়ে ॥
যখন তাঁহারা অন্ন করিবে ভোজন।
ধীরে ধীরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা দিবেন তখন ॥
পরিবেশনেতে কভু ত্বরা না করিবে।
শাস্ত্রের বিধান এই অন্তরে জানিবে ॥
এইরূপে বিপ্রগণ করিলে ভোজন।
ভূমিতলে তিলরাশি করি আস্তরণ ॥
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া বদনে।
পিতৃগণ তুল্য চিন্তা করিবে ব্রাহ্মণে ॥
"আজি মম পিতা আর পিতামহগণ।
বিপ্রদেহে আবির্ভূত হইয়া এখন ॥
পরম সন্তুষ্ট হোন করি আকিঞ্চন।
তাঁদের উদ্দেশে কৈনু আহুতি অর্পণ ॥
তাহাতে প্রসন্ন হয়ে তাঁহারা সকলে।
পরিতৃপ্ত হোন এই প্রার্থনা অন্তরে ॥
মম দত্ত পিণ্ড তাঁরা করিয়া গ্রহণ।
করুন্ সন্তুষ্টি লাভ এই আকিঞ্চন ॥
মম ভক্তিযোগে তাঁরা হয়ে অধিষ্ঠান
আমার উপরে কৃপা করুন্ প্রদান
মাতামহ আদি করি ঊর্দ্ধতন যাঁরা।
ভিক্ষা করি পরিতৃপ্ত হউন্ তাঁরা
আরো পরিতুষ্ট হোন বিশ্বদেবগণ।
হেথা যেন নাহি আসে রাক্ষসের গণ।
হব্যকব্যভোক্তা হরি যিনি যজ্ঞেশ্বর।
আসুন সে জন হেথা তিনি দণ্ডধর ॥

অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহা এইমন্ত্রে একবার এবং সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বাহা এই মন্ত্রে একবার আর বৈবস্বত স্বাহা এই মন্ত্রে একবার আহুতি প্রদান করিবে, এইরূপ তিনবার আহুতি দিবে।

"রাক্ষস অসুর আদি যাউক সকলে।"
এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে সাদরে ॥
এইরূপে পরিতৃপ্ত হ'লে বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা ভূমে করি অন্ন বিকীরণ ॥
আচমন হেতু জল প্রত্যেকেরে দিয়ে।
তার পর তাহাদের অনুজ্ঞা লইয়ে ॥
পিতৃতীর্থ অনুসারে পিতৃ উদ্দেশেতে।
পিণ্ড দান দিবে নৃপ ঐকান্তিক চিতে ॥
পিণ্ডোপরি জলাঞ্জলি করিবে প্রদান।
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা ওহে মতিমান্ ॥
এই নিয়মেতে মাতামহের পক্ষেতে।
পিণ্ডদান দিতে হয় জানিবেক চিতে ॥
বিপ্রের উচ্ছিষ্ট যথা করে অবস্থান।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা সেই স্থানে ওহে মতিমান্ ॥
দক্ষিণাগ্ররূপে কুশ করিয়া স্থাপন।
করিবেক পিণ্ডদান শাস্ত্রের নিয়ম ॥
ধূপ দীপ আদি করি বিহিত বিধানে।
পিতার উদ্দেশে দিবে জানিবেক মনে ॥
পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে।
পিণ্ডদান দিতে হয় জানিবে বিশেষে ॥
তার পর দর্ভমূল করিয়া গ্রহণ।
পিণ্ডাংশ স্বহস্ত হ'তে করিবে ক্ষালন ॥
লেপভূক পিতৃদেব তৃপ্তির কারণে।
অবশ্য করিবে দান জানিবেন মনে ॥
পিতৃপক্ষে পিণ্ডদান করি তার পর।
মাতামহপক্ষে দিবে ওহে গুণধর ॥
গন্ধমাল্যযুক্ত পিণ্ড করিবে প্রদান।
শুন শুন তার পর ওহে মতিমান্ ॥
শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণে বিহিত বিধানে।
সৎকার করিয়া নৃপ অতীব যতনে ॥
আচমনজল পরে করিবে প্রদান।
পিণ্ডদান-অবসানে হয়ে ভক্তিমান্ ॥
পিতৃপক্ষ-বিপ্রগণে সাধ্য-অনুসারে।
দক্ষিণা করিবে দান নতি সহকারে ॥
তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিবে গ্রহণ।
এইত শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন ॥

আশীর্ব্বাদ লয়ে পরে সেই বিপ্রগণে।
বৈশ্যদেব-মন্ত্র পাঠ করাবে বিধানে॥
"বিশ্বদেব প্রীত হোন" ঐবাক্য উচ্চারি।
ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ দিবে শিরোপরি॥
তার পর শ্রাদ্ধকর্ত্তা সেই বিপ্রগণে।
বিযুক্ত করিবে ক্রমে জানিবেক মনে॥
বিযুক্ত হইলে পিতৃ-পক্ষ বিপ্রগণ।
দেবপক্ষ বিপ্রগণে করিবে পূজন॥
মাতামহপক্ষ বিপ্রে করিয়া অর্চ্চন।
যথাক্রমে তাঁহাদিগে দিবে বিসর্জ্জন॥
সকল বিপ্রের পদ করায়ে ক্ষালন।
তাঁহাদিগে বিধানেতে করিয়া পূজন॥
প্রীতিগর্ভ বাক্য বলি তাহাদের প্রতি।
বিযুক্ত করিতে হয় ওহে মহামতি॥
যেইকালে বিপ্রগণে দিবে বিসর্জ্জন।
দ্বারদেশাবধি কর্ত্তা যাইবে তখন॥
তাঁদের অনুজ্ঞা পরে লয়ে শিরোপরে।
ফিরিয়া আসিবে গৃহী আপনার স্থলে॥
তার পর প্রতিদিন হয়ে একমন।
বিশ্বদেবগণে নৃপ করিবে পূজন॥
নিত্যক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে বিধানে।
মিলিত হইয়া পরে বন্ধু আদিগণে॥
পরিতোষরূপে নৃপ করিবে ভোজন।
এইত গৃহীর বিধি আছে নিরূপণ॥
কহিলাম শ্রাদ্ধবিধি তোমার গোচরে।
যেই গৃহীশ্রাদ্ধকার্য্য বিধানেতে করে॥
তার প্রতি তুষ্ট হয়ে পিতামহগণ।
অবশ্য কামনারাশি করেন পূরণ॥
পবিত্র-ত্রিতয় দিবে শ্রাদ্ধের সময়।
তিল দিবে রৌপ্য দিবে ওহে মহোদয়॥
না করিবে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পথ-পর্য্যটন।
ক্ষিপ্রকারিতাদি নৃপ করি বর্জ্জন॥
শ্রাদ্ধভোক্তা যেই জন ওহে মহীপতি।
এরূপ নিয়ম হয় তাঁহারও প্রতি॥
যথাবিধি সর্ব্বশ্রাদ্ধ করে যেই জন।
বিশ্বদেব পিতৃ আর পিতামহগণ॥
অতীব সন্তুষ্ট হয়ে তাহার উপরে।
বংশবৃদ্ধি করি দেন জানিবে অন্তরে॥
চন্দ্রদেব হন পিতৃগণের আধার।
চন্দ্রের আধার যোগ ওহে গুণাধার॥
এই হেতু সর্ব্বাপেক্ষা যোগ শ্রেষ্ঠ হয়।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে মহোদয়॥
শ্রাদ্ধকালে একজন যোগশীলজন।
সহস্র বিপ্রের অগ্রে যদি তিনি রন॥
তাহা হ'লে শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধভোক্তা আর।
সেই পুণ্যে তরি যায় ভবপারাবার॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অমৃত-লহরী।
বিরচিল দ্বিজ কালী ছন্দোবন্ধ করি। ৫৪

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রাদ্ধীয় মাংস নিরূপণ।

ঔর্ব্ব কহে শুন শুন ওহে নরপতি।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা মধুর ভারতী॥
যেইরূপ মাংস আর মাংসের দ্বারায়।
পিতৃগণ মনে মনে মহাতৃপ্তি পায়॥
সেই কথা তব পাশে করিব কীর্ত্তন।
অবহিতে মন দিয়া শুনহ রাজন॥
শশক শকুল ছাগ অরণ্য শূকর।
রুরুমৃগ ও হরিণ ওহে নরবর॥
বাধ্রীনস মেষ আর গণ্ডার গবয়।
পিতৃগণ-প্রীতিপ্রদ এই সব হয়॥
কাল শাক মধু যদি করহ অর্পণ।
তাহে মহাতুষ্ট হন যত পিতৃগণ॥
গয়াতীর্থে গিয়া যেই অতি ভক্তিভরে।
পিতৃগণ উদ্দেশেতে পিণ্ডদান করে॥
তাহার উপরে তুষ্ট হয় পিতৃগণ।
নিশ্চয় সফল তার মানব জনম॥
নীবার শ্যামাক ধান্য যব আদি করি।
শ্রাদ্ধেতে প্রশস্ত হয় জানিবে বিচারি॥

সিদ্ধ ধান্য আদি করি দ্রব্য সমুদয়।
শ্রাদ্ধেতে নিষিদ্ধ হয় ওহে মহোদয় ॥ *
ক্লীব আদি যদি শ্রাদ্ধ দরশন করে।
তাহে পিতৃগণ তুষ্ট নহে কোনকালে ॥
দেবগণ তাহে তুষ্ট না হন কখন।
অতএব শুন শুন ওহে নরোত্তম ॥
শ্রাদ্ধস্থান যথাবিধি করি আচ্ছাদন।
শ্রদ্ধা সহ শ্রাদ্ধকার্য্য করিবে সাধন ॥
যজ্ঞবিঘ্নকারী যত রাক্ষসের গণ।
তাহাদিগে অপসৃত করার কারণ ॥
ভূমিতলে তিল ফেলি দিবে প্রাতঃকালে
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা জানিবে অন্তরে ॥
কেশকীট-আদিযুক্ত কিম্বা পর্য্যুষিত।
অথবা যেরূপ অন্ন পূতিগন্ধযুত ॥
শ্রাদ্ধ যোগ্য তাহা নহে জানিবে কখন।
এই শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন ॥
নাম গোত্র উল্লেখিয়া পিতৃগণোদ্দেশে।
সুপবিত্র অন্ন দিবে কহিনু বিশেষে ॥
অবস্থা বুঝিয়া পূজা করিবে সাধন।
দেবগণে পিতৃগণে ওহে মহাত্মন্ ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষি বলি হে তোমায় ॥

ইক্ষাকু-বংশের যত মহাত্মা-নিকর।
পিতৃলোকে গিয়া সবে ওহে গুণধর ॥
যেরূপ বলিয়াছেন করিব বর্ণন।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন।
"মোদের বংশেতে যারা হয়ে একমন।
গয়াতীর্থে ভক্তিভরে করিয়া গমন ॥
শ্রদ্ধাসহকারে যদি দেয় পিণ্ড দান।
যদ্যপি তাহারা করে শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান ॥
আমাদের তৃপ্তিলাভ তাহাতেই হয়।
মোদের বংশেতে জন্মে যারা মহোদয় ॥
মঘা নক্ষত্রেতে আর ত্রয়োদশী দিনে।
বর্ষাকালে কিম্বা তারা ঐকান্তিক মনে ॥
মোদের উদ্দেশে ঘৃত যদি করে দান ॥
মধুযুক্ত পায়সাদি কিম্বা মতিমান্ ॥
নীলবৃষ দান কিম্বা ভক্তিভরে করে।
সদক্ষিণ অশ্বমেধ করে অকাতরে ॥
আমাদের মহাতৃপ্তি তাহাতেই হয়।
নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে নিশ্চয় ॥"
এত বলি পরাশর কহেন তখন।
বর্ণন করিনু বৎস তোমার সদন ॥
শুনিতে বাসনা যাহা করেছিলে তুমি ॥
বিস্তারে কহিনু আমি সে সব কাহিনী ॥
ভক্তিভরে যেই জন করে অধ্যয়ন।
অথবা একান্তমনে সে করে শ্রবণ ॥
শোক তাপ তার দেহে কভু নাহি রয়।
সে জন যশস্বী হয় জানিবে নিশ্চয় ॥
ইহলোকে সুখে থাকি সেই মহাত্মন্।
অন্তিমে পরম ধামে করয়ে গমন ॥
এমন পুরাণ আর না আছে কোথায়
হরিগুণ গাঁথা ইথে কহিনু তোমায় ॥
ভক্তিভরে যদি তুমি করহ শ্রবণ।
যাবতীয় মনোরথ হইবে পূরণ ॥
জনমিবে হরিভক্তি তোমার অন্তরে।
হরিপদে মতি হবে কহিনু তোমারে ॥
তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মূঢ়মন।
হরিপদ দিবানিশি করহ চিন্তন ॥১-২০

---

* নীবার ও দ্বিবিধ শ্যামক ধান্য, যব, প্রিয়ঙ্গু, মুগ, গোধূম, তিল, নিষ্পাব, কোবিদার ও সর্ষপ এই সমুদয় বস্তু শ্রাদ্ধে প্রশস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট। সিদ্ধ ধান্য, রাজমাষ, অণু, মসুর, অলাবু, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, পিণ্ডমূলক, গান্ধারক, করম্ভ, লবণযুক্ত পৃথিবী, আরক্ত নির্য্যাস, লবণ ও অন্যান্য কুৎসিত পদার্থ সমুদয় শ্রাদ্ধে প্রদান করা অতিশয় নিষিদ্ধ। গাভী পরিতৃপ্ত না হইলে যদি কেহ বলপূর্ব্বক রক্তবর্ণ দুগ্ধ দোহন করিয়া শ্রাদ্ধে প্রদান করে, তাহা হইলে সেই দুগ্ধদ্বারা কখনই পিতৃগণের তৃপ্তি লাভ হয় না। দুর্গন্ধ ফেনযুক্ত জলও শ্রাদ্ধের যোগ্য নহে। উষ্ট্র, মেষ মৃগ ও মহিষদুগ্ধ শ্রাদ্ধে প্রদান করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম।

সপ্তদশ অধ্যায়।

—*—

নগ্ন লক্ষণ, ভীষ্ম-বশিষ্ঠ সংবাদ, বিষ্ণুস্তব
ও মায়ামোহোৎপত্তি।

মৈত্রেয়েরে সম্বোধিয়া কহে পরাশর।
শুন শুন তার পর ওহে ঋষিবর ॥
সদাচার-কথা যাহা ঔর্ব্ব তপোধন।
বলেছিলা সগরেরে ওহে মহাত্মন্ ॥
কীর্ত্তন করিনু তাহা তোমার সদনে।
সেরূপ আচার যেই করয়ে বিধানে ॥
শ্রেয়োলাভ হয় তার নাহিক সংশয়।
আচার লঙ্ঘিলে হয় অশুভ নিশ্চয় ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয় সুজন।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্ ॥
শুনিনু মোহন কথা তোমার সদনে।
কিন্তু এক জিজ্ঞাসা জন্মিয়াছে মনে ॥
নগ্নের বিষয় আমি করিব শ্রবণ।
মনে মনে এই বাঞ্ছা ওহে তপোধন ॥
নগ্ন বলি নিরূপণ করিব কাহারে।
বল বল সেই কথা বলহ আমারে ॥
কিরূপ আচারযুক্ত হ'লে নরগণ।
নগ্নসংজ্ঞা লাভ করে ওহে মহাত্মন্ ॥
নগ্নের স্বরূপ কিবা বলহ আমারে।
শুনিতে বাসনা বড় হ'তেছে অন্তরে ॥
পরাশর কহে শুন ওহে মহামতি।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা বলিব সংপ্রতি ॥
ঋক্ যজু সাম এই হয় বেদত্রয়।
বর্ণ আবরণরূপ তিন বেদ হয় ॥
মোহবশে যেই জন বেদত্যাগ করে।
তাহারেই নগ্ন কহে শাস্ত্রের বিচারে ॥
পাপাত্মা বলিয়া খ্যাত সেই নরাধম।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে মহাত্মন্ ॥
মম পিতামহ পূর্ব্বে বশিষ্ঠ ধীমান্।
বলেছিলা ভীষ্মপাশে যেই উপাখ্যান ॥
সেইকালে আমি ছিনু জানিবে সেখানে।
শুনিয়াছিলাম তাহা কহি তব স্থানে ॥
দিব্য শত বর্ষ ধরি ওহে মহাত্মন্।
দেবাসুরে যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ ॥
হ্রাদ আদি দৈত্যগণ তাদৃশ সমরে।
পরাজিত করি দেয় যতেক অমরে ॥
তখন একত্র হয়ে যত দেবগণ।
ক্ষীরোদের তীরে আসি উপনীত হন ॥
কঠোর তপস্যা করে থাকিয়া তথায়।
হরিরে করিবে তুষ্ট এই বাসনায় ॥
করযোড় করি তাঁরা ক্ষীরোদের তীরে।
বলিয়াছিলেন যাহা বলি হে তোমারে ॥
সনাতন বিষ্ণু যিনি নিত্য নিরঞ্জন।
তাঁরে আরাধিতে মোরা হয়ে একমন ॥
বলিব যে সব কথা একান্ত অন্তরে।
তাহাতে তুষিতে যেন পারি সে হরিরে”
এত বলি শ্রীহরিরে করি সম্বোধন।
কহিলেন করযোড়ে যত দেবগণ ॥
ওহে প্রভো নিরঞ্জন কর নিবেদন।
তোমা হ'তে এই বিশ্ব হ'য়েছে সৃজন ॥
তোমাতে পাইবে লয় পুনঃ প্রলয়ে।
তোমারে চিনিবে কেবা এ তিন ভুবনে ॥
তোমারে করিবে স্তব হেন কোন জন।
জীবের অন্তর তুমি ওহে ভগবন্ ॥
প্রকৃতি-স্বরূপ তুমি পুরুষ-স্বরূপ।
ভাবিয়া না পাই প্রভু তব কিবা রূপ ॥
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে।
যত কিছু দ্রব্য-আদি নয়নেতে পড়ে ॥
তোমার স্বরূপ তাহা ওহে ভগবন্।
তোমার চরণে করি নিয়ত বন্দন ॥
পূর্ব্বে তুমি সৃষ্টি হেতু নাভিপদ্ম হ'তে।
ব্রহ্মারে করেছ সৃষ্টি বিদিত জগতে ॥
আমাদের মধ্যে ইন্দ্র অনিল ভাস্কর।
রুদ্র অগ্নি চন্দ্র বায়ু অপর অপর ॥
তোমা হ'তে ভিন্ন কভু নহে কোন জন।
তোমার চরণে করি সতত বন্দন ॥

দাম্ভিকরূপেতে তুমি দৈত্যের শরীরে।
অবস্থিতি কর প্রভু জানিহে অন্তরে ॥
অজ্ঞানে আবৃত যত তেজী যক্ষগণ।
সঙ্গীতাদিপ্রিয় যারা বিদিত ভুবন ॥
তাহাদের আত্মা তুমি ওহে মহামতি।
তোমার চরণে করি ভক্তিভরে নতি ॥
মায়াময় ঘোররূপী রাক্ষসের গণ।
তোমা হ'তে ভিন্ন প্রভু নহে কদাচন ॥
ভূর্লোক করিয়া আদি সপ্তস্বর্গমাঝে।
মহাত্মা-নিকর যারা বিদ্যমান আছে ॥
তাদের ধরমফল দ্বারাতে তোমার।
ধর্ম্মরূপ অবির্ভূত ওহে গুণাধার ॥
সংসর্গবিহীন প্রভো যেই সিদ্ধগণ।
সন্তোষ-সম্পন্ন যারা সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
তোমা হ'তে ভিন্ন তারা নহে কোনকালে।
তোমার চরণে নতি করি ভক্তিভরে ॥
তিতিক্ষা-বিহীন ক্রুর ভুজঙ্গমগণ।
তাহাদের আত্মা তুমি ওহে ভগবন্ ॥
জ্ঞানবান শান্তশীল মহর্ষি-নিকর।
তোমার স্বরূপ হয় ওহে গদাধর ॥
কল্প-অন্তে কালরূপে তুমি ভগবন্।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড এই করিবে নিধন ॥
প্রকাশিত হও যবে রুদ্রের আকারে।
দেব নর আদি করি গ্রাসহ সবারে ॥
তথাপি তোমার তৃপ্তি না হয় সাধন।
তোমার চরণে প্রভু করি গো বন্দন ॥
রজোগুণযুত কার্য্য যাহা যাহা হয়।
তাহার কারণাত্মক যেই নরচয় ॥
তোমা হ'তে ভিন্ন তারা না হয় কখন।
তোমার স্বরূপ হয় যত পশুগণ ॥
বৃক্ষাদির মধ্যে যাহা যজ্ঞ-অঙ্গভূত।
সেই সব বস্তু বিশ্বে আছে যত যত ॥
তোমা হ'তে ভিন্ন কিছু না হয় কখন।
তোমার চরণে করি সতত বন্দন ॥
তির্য্যক্ মনুষ্য দেব আর আকাশাদি করি।
তব রূপভেদমাত্র ওহে মুর-অরি ॥

প্রকৃতি-অতীত তুমি বুদ্ধির অতীত।
কারণস্বরূপ তব জানিবে নিশ্চিত ॥
শুক্ল দীর্ঘ ঘন আদি যত বিশেষণ।
তার অগোচর তুমি ওহে ভগবন ॥
পরমর্ষিগণ তোমা হেরিবারে পারে।
পরমাত্মা বলি তুমি বিদিত সংসারে ॥
জন্ম নাহি নাশ নাহি জানিহে তোমার।
আত্মারূপে বিরাজিত তুমি সবাকার ॥
ব্রহ্মের স্বরূপ তুমি সর্ব্ব-বিশ্বময়।
সকলের বীজভূত জানিহে নিশ্চয় ॥
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিহে তোমারে।
প্রসাদ প্রসাদ দেব আমা সবাপরে ॥
এইরূপ স্তব যদি কৈল দেবগণ।
আবির্ভূত তথা আসি গরুড়-বাহন ॥
তাঁহারে দেখিয়া যত অমর-নিকর।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া চরণ উপর ॥
কহিলেন শুন শুন ওহে ভগবন।
আমরা লভিনু প্রভো তোমার শরণ ॥
প্রসন্ন হইয়া তুমি আমা সবাপরে।
দৈত্যগণ হ'তে রক্ষা করহ অচিরে ॥
হ্রাদ আদি দৈত্যগণ ওহে ভগবন ॥
ব্রহ্মার আদেশ সবে করিয়া লঙ্ঘন ॥
আমাদের যজ্ঞভাগ করেছে হরণ।
ইহার উপায় কর ওহে দৈত্যগণ ॥
আমরা দৈত্যেরা অন্য প্রাণী সমুদায়।
সকলে তোমার অংশ ওহে মহোদয় ॥
অজ্ঞানবশেতে শুদ্ধ আমরা সকলে।
ভিন্ন জ্ঞান করি সব আপন অন্তরে ॥
স্বধর্ম্মনিকর হ'য়ে যত দৈত্যগণ।
বেদমার্গ-অনুসারে ওহে ভগবন ॥
প্রকৃত হয়েছে সবে তপ অনুষ্ঠানে।
সক্ষম না হই মোরা তাদের নিয়মে ॥
অতএব যাহে হয় তাদের সংহার।
তাহার উপায় কর ওহে বিশ্বাধার ॥
এরূপে প্রার্থনা করি যত দেবগণ।
মৌনভাব যদি তারা করিল ধারণ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় শরীর হইতে।
মায়ামোহ উৎপাদন করে আচম্বিতে॥
তার পর দেবগণে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন ওহে সুরগণ॥
এই মায়ামোহে দিনু তোমাদের করে।
ইহারে লইয়া সবে যাও হে অচিরে॥
ইহা হ'তে মুগ্ধ যবে হবে দৈত্যগণ।
বেদমার্গ বহিষ্কৃত হইবে তখন॥
তখন তাদিগে সবে করিবে সংহার।
যে কেহ হইবে দ্বেষ্টা জগতে আমার॥
মায়ামোহ সহায়েতে তখনি তাহারে।
বিনাশ করিব আমি জানিবে অন্তরে॥
এ হেতু ইহারে সবে করি অগ্রসর।
নির্ভয়-অন্তরে যাও অমর-নিকর॥
ইহা হ'তে তোমাদের হবে উপকার।
যাও যাও ত্বরা করি হও আগুসার॥
বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁহার চরণপদ্মে করিয়া বন্দন॥
মায়ামোহে সঙ্গে লয়ে আনন্দিত-মনে।
দেবগণ চলি গেল নিজ নিজ স্থানে॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর॥ ৪৫॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অসুরগণের প্রতি মায়ামোহের উপদেশ,
অসুর বিনাশ, পাষণ্ডাচার বর্ণন
এবং শতধনুর উপাখ্যান।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
এইরূপে মায়ামোহ লভিল জনম॥
বর্হিপত্রধারী তার মস্তক মুণ্ডিত।
দিগম্বর সেই জন জানিবে নিশ্চিত॥
মায়ামোহ গিয়া সেই নর্ম্মদার তীরে।
দেখিল তপেতে রত যতেক অসুরে॥
তাহা দেখি মিষ্ট বাক্যে করি সম্বোধন।
কহিল শুনহ যত দৈত্যেশ্বরগণ॥

তপস্যা করিছ সবে কিসের কারণে।
আমি যাহা বলি তাহা শুন একমনে॥
ঐহিক বা পারত্রিক যেই কোন ফল।
বাসনা করহ সবে মম পাশে বল॥
এত শুনি অসুরেরা কহিল তখন।
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন॥
পারত্রিক ফললাভ করিবার তরে।
তপেতে প্রবৃত্ত মোরা আছি অকাতরে॥
ইথে যদি থাকে কিছু মন্তব্য তোমার।
ত্বরা করি বল তাহা নিকটে সবার॥
মায়ামোহ কহে শুন ওহে দৈত্যগণ।
মুক্তিলাভে যদি থাকে তোমাদের মন॥
তাহা হলে মম উপদেশ অনুসারে।
কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হও কহিনু সবারে॥
মুক্তির দ্বার স্বরূপ হয় যে ধরম।
তাহার আশ্রয় করা উচিত এখন॥
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাহি কিছু আর।
আশ্রয় যদ্যপি সবে লও হে ইহার॥
স্বর্গ লাভ মুক্তি অবশ্য হইবে।
আমার বচন মিথ্যা কভু না ভাবিবে।
মুক্তিদরশনর্যুক্ত এরূপ বচন।
মায়ামোহ দৈত্যগণে বলিয়া তখন॥
বেদমার্গ হ'তে সবে বর্জ্জিত করিতে।
কহিল সম্বোধি ওহে শুন অবহিতে॥
মম উপদিষ্ট ধর্ম্ম করহ আশ্রয়।
ইহাই পরম ধর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়॥
ইহা দ্বারা মোক্ষলাভে হইবে সক্ষম।
পরমার্থ ইহা-তুল্য না আছে কখন॥
তপশ্চর্য্যা আদি ধর্ম্ম যাহা কিছু হয়।
মুক্তিপ্রদ নহে তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
পরমার্থ তারে নাহি বলিবারে পারি।
অতএব শুন সবে উপদেশ ধরি॥
যেই ধর্ম্ম সবাপাশে করিব কীর্ত্তন।
সুব্যক্ত কর্ত্তব্য তাহা ওহে দৈত্যগণ॥
দিগম্বর ঋষিগণ যাহারা সংসারে।
তাহারাই এই ধর্ম্ম আচরণ করে॥

ইহা দ্বারা গৃহীদের শ্রেয় নাহি হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয় ॥
মায়ামোহ এইরূপে যুকতি দেখালে।
দৈত্যগণ বেদধর্ম্ম পরিহার করে ॥
মায়ামোহ উক্ত ধর্ম্ম করিল গ্রহণ ॥
শুন শুন তার পর ওহে তপোধন ॥
দৈত্যের সমাজে ক্রমে কিযদ্দিন পরে।
এ ধর্ম্ম গ্রহণ সবে করিল আদরে ॥
বেদধর্ম্মে শ্রদ্ধা নাহি রহিল কাহার।
তখন শ্রীমায়ামোহ কহে পুনর্ব্বার ॥
শুন শুন দৈত্যগণ আমার বচন।
স্বর্গলাভে মোক্ষলাভে যদি থাকে মন ॥
পশুঘাত আদি করি দূষিত ধরম।
তাহা হলে অবিলম্বে করহ বর্জ্জন ॥
বিজ্ঞানে মণ্ডিত ধর্ম্ম করহ আশ্রয়।
মনোরথ সিদ্ধ হবে নাহিক সংশয় ॥
জ্ঞানহীন ব্যক্তি যারা এ ভব সংসারে।
ভ্রমবশে কর্ম্মকাণ্ড তাহারাই করে ॥
এতেক বচন শুনি যত দৈত্যগণ।
ক্রমে ক্রমে বেদধর্ম্ম করিল বর্জ্জন ॥
তাহাতেও মায়ামোহ ক্ষান্ত নাহি হৈল।
নানারূপ উপদেশ অর্পিতে লাগিল ॥
যাহে শ্রদ্ধা নাহি থাকে ধর্ম্মের উপরে।
হেন উপদেশ দেয় বিবিধ কৌশলে ॥
ক্রমেতে অধীত হলে পাষণ্ড ধরম।
বেদধর্ম্ম স্মৃতিধর্ম্ম ত্যজিল তখন ॥
এইরূপে মায়ামোহ অতীব যতনে।
মোহ উৎপাদন কৈল দৈত্যগণমনে ॥
অল্পকালে বিমোহিত দৈত্যেরা হইল।
বেদমার্গাশ্রিত বাক্য সকলি ভুলিল ॥
কেহ কেহ বেদনিন্দা করিল তখন।
কেহ কেহ দেবগণে করিল নিন্দন ॥
যজ্ঞকর্ম্মে কেহ কেহ নিন্দিতে লাগিল।
কেহ কেহ বিপ্রগণে অপবাদ দিল ॥
মায়ামোহ পুনঃ সবে করি সম্বোধন।
কহিল শুনহ বাক্য ওহে দৈত্যগণ ॥

তপশ্চর্য্যা আদি করি যাহা কিছু হয়।
মুক্তির সাধন তাহা কখনই নয় ॥
হিংসা দ্বারা ধর্ম্মলাভ হইবারে নারে।
বিবেচিয়া দেখ সবে আপন অন্তরে ॥
অগ্নিমাঝে ঘৃতাহুতি করিলে অর্পণ।
স্বর্গভোগ হয় তাহে কহে যেই জন ॥
অথবা বিবিধ যজ্ঞ কৈলে অনুষ্ঠান।
দেবত্ব করয়ে লাভ শুনি কোন স্থান ॥
বালকের বাক্য ইহা নাহিক সংশয়।
অদ্ভুত হয় ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
শমী আদি যজ্ঞকাষ্ঠ যদি শ্রেষ্ঠ হয়।
তাহা হলে পত্রাহারী পশুরা নিশ্চয় ॥
শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে ইহা দেখহ অন্তরে।
অধিক বলিব কিবা সবার গোচরে ॥
যজ্ঞে যদি পশু আদি করিলে হনন।
স্বর্গলাভ হয় তাহে ওহে দৈত্যগণ ॥
তাহা হলে যজ্ঞে স্বীয় বধিতে পিতারে।
কি আর আছয়ে বাধা বলহ আমারে ॥
অন্যকে ভোজন যদি করহ প্রদান।
তাহে যদি তৃপ্ত হয় পুরুষ ধীমান্ ॥
প্রবাসী উদ্দেশে তবে অন্ন দান দিলে।
অবশ্য তাহার তৃপ্তি হবে সেই কালে ॥
অতএব কর্ম্মকাণ্ড যাহা কিছু হয়।
জনশ্রদ্ধা মাত্র উহা জানিবে নিশ্চয়
হহ [illegible] যদি করহ সকলে
শ্রেয়োলাভ হবে তবে জানিবে [illegible]।
মম উপদিষ্ট এই যুকতি-ধরম।
শ্রদ্ধায় আশ্রয় যদি করে কোন জন ॥
কখনই স্বর্গ হ'তে ভ্রষ্ট নাহি হয়।
কহিনু শাস্ত্রের কথা জানিবে নিশ্চয় ॥
আমার সমান কিম্বা তোমাদের সম।
ধরাতলে বিদ্যমান আছে যেই জন ॥
অবশ্য করিবে এই ধরম গ্রহণ।
নতুবা মঙ্গল নাহি হবে কদাচন ॥
মায়ামোহ এইরূপ বিবিধ যুকতি।
দেখালে যদ্যপি সেই দৈত্যগণ প্রতি ॥

অমনি তাহারা সবে শ্রদ্ধাহীন হয়ে।
তেয়াগিল বেদধর্ম্ম একান্ত-হৃদয়ে॥
বেদমার্গ হ'তে তারা হ'লে বহিষ্কৃত।
দেবগণ সেইকালে হয়ে সুসজ্জিত॥
সংগ্রামার্থ উপনীত তাদের সদন।
দুই দলে ক্রমে যুদ্ধ বাধে বিভীষণ॥
সেই যুদ্ধে দৈত্যগণ নিপাতিত হয়।
তাহার কারণ বলি শুন মহোদয়॥
ধরম-কবচ দ্বারা তাদের শরীর।
পূর্ব্বেতে আবৃত ছিল ওহে মুনিবীর॥
ইথে হয় নাই পূর্ব্বে তাদের নিধন।
এখন বিনষ্ট হৈল ওহে তপোধন॥
সন্মার্গ হইতে যারা পরিভ্রষ্ট হয়।
বেদ আবরণ হ'তে বহির্ভাগে রয়॥
নগ্ন বলি তাহাদিগে করি নিরূপণ।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে তপোধন॥
তাদৃশ দুরাত্মা যারা এ ভব সংসারে।
যোগ্য নাহি হয় তারা আশ্রমাধিকারে।
ব্রহ্মচর্য্য আদি করি চতুর আশ্রম।
কিছুতে না অধিকারী তাহারা কখন॥
গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করি যেই জন।
বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম নাহি করয়ে গ্রহণ॥
অথবা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ না করে।
নগ্ন বলি নিরূপণ করিবে তাহারে॥
নিত্যকার্য্য হানি হয় জানিবে তাহার।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে গুণাধার॥
যে ব্যক্তি সক্ষম হয়ে নির্দ্দিষ্ট দিবসে।
কর্ত্তব্য করম নাহি করয়ে হরিষে॥
মহাপ্রায়শ্চিত্ত যদি করে সেই জন।
তবু নাহি শুদ্ধিলাভ হইবে কখন॥
এক পক্ষ নিত্যক্রিয়া যদি নাহি করে।
মহাপাপ আসি ঘেরে অবশ্য তাহারে॥
সম্বর্ষ ক্রিয়ার হানি সে জনের হয়।
সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চয়॥
তাহার বদন যদি দেখে সাধুগণ।
ভাস্কর দেখিয়া শুদ্ধ হইবে তখন॥

তাদৃশ পাষণ্ডেরে কেহ স্পর্শ যদি করে।
সবস্ত্র করিবে স্নান শুদ্ধিলাভ তরে॥
সেই জন মহাপাপী শুদ্ধি নাহি তার।
দুরাচার বলি সেই বিদিত সংসার॥
দেব ঋষি পিতৃ ভূত যাহার আলয়ে।
গমন করিয়া আসে নিশ্বাস ফেলিয়ে॥
তা'র তুল্য মহাপাপী নাহি কোন জন।
পদে পদে হয় তার অশুভ ঘটন॥
তার গৃহে কভু নাহি যাবে সাধু জন।
গ্রহণ করিবে নাহি তাহার আসন॥
তাহার বসন নাহি ধরিবে শরীরে।
তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিবে সাদরে॥
এক বর্ষ তার সনে আলাপ করিলে।
তার তুল্য পাপী হয় জানিবে অন্তরে॥
তাহার আলয়ে যদি করয়ে ভোজন।
একাসনে তা'র সহ বসে কোন জন॥
আবৃত করয়ে অঙ্গ তাহার বসনে।
অথবা শয়ন করে একত্র শয়নে॥
তার তুল্য পাপী হয় যেই সাধু নর।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে বিজ্ঞবর॥
দেবগণে পিতৃগণে অতিথি-নিকরে।
নাহি পূজি যেই জন বসয়ে আহারে॥
মহাপাপী হয় তার নাহিক উদ্ধার।
শোক তাপ আদি হয় হৃদয়ে সঞ্চার॥
বিপ্রআদি চারি বর্ণ ত্যজিয়া ধরম।
হীন কর্ম্ম যদি তারা করে আচরণ॥
নগ্ন বলি সেই জনে জানিবে সুমতি।
মহাপাপী হয় তারা শাস্ত্রের ভারতী॥
বর্ণসঙ্করের স্থিতি যেই স্থানে হয়।
তথা যদি বাস করে সজ্জন-নিচয়॥
কলুষিত হয় তারা জানিবে অতুল।
শাস্ত্রের ভারতী এই কহিনু তোমারে॥
দেব ঋষি পিতৃগণে না করি পূজন।
অতিথির সেবা নাহি করি যেই জন॥
উদর করিয়া পূর্ণ আপনিই খায়।
যতনে সজ্জনগণ ত্যজিবে তাহায়॥

আলাপন তার সহ কভু না করিবে।
করিলে নরক মাঝে অবশ্য ডুবিবে ॥
ত্রয়ীত্যাগে দূষণীয় সেই জন হয়।
নগ্ন বলি খ্যাত সেই ওহে মহোদয় ॥
তার সহ না করিবে কভু আলাপন।
তাহারে কদাচ নাহি করিবে স্পর্শন ॥
তার সঙ্গ তেয়াগিবে যত বিজ্ঞ জন।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই আনিবে সুজন ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ যেই স্থানে হয় অনুষ্ঠান।
নগ্ন তথা থাকে যদি ওহে মতিমান্ ॥
পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধ কভু নাহি পায়।
শাপ দিয়া অবিলম্বে তথা হ'তে যায় ॥
শতধনু নামে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে।
শৈব্যা নাম্নী তাঁর রাণী আছিলেন ঘরে
পতিব্রতা সেই সতা সর্ব্বসুলক্ষণা।
ভাগ্যশীলা তিনি অতি অপূর্ব্ব ললনা ॥
সত্য শৌচ সদা শোভে তাঁহার শরীরে
দয়া শ্রদ্ধা ক্ষমা গুণ কে বর্ণিতে পারে।
নীতিমতি সেই রাণী অতি কৃশোদরী।
নৃপতির অনুরূপা সেই সে সুন্দরী ॥
নারী সহ মিলি রাজা একান্ত যতনে।
সেবিতে লাগিল সদা দেব নারায়ণে ॥
একমনে ভক্তি রাখি হৃদয়-মন্দিরে।
পূজা আদি করে সদা থাকি অনাহারে।
নারায়ণে যত্ন করি করে আরাধন।
হরি প্রতি সদা দোঁহে রাখে নিজমন ॥
এক দিন নরপতি মহিষীর সনে।
ভাগীরথীতীরে যান ঐকান্তিকমনে ॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি যেই দিন হয়।
স্নান হেতু সেই দিন উপনীত হয় ॥
সম্মুখে পাষণ্ড আসি দিল দরশন।
পাষণ্ডের পরিচয় শুনহ এখন ॥
ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা যিনি দিয়াছে রাজারে
তাঁহার পরম সখ্য জান পাষণ্ডেরে ॥
তাহার গৌরব করি গুরুর সমান।
আলাপ করিল রাজা ওহে মতিমান্ ॥

ব্রতক্রিয়া যবে রাজা করেন সাধন।
সেইকালে তার সহ কৈল সম্ভাষণ ॥
কিন্তু যতব্রতা সেই রাজার রমণী।
না করিল সম্ভাষণ ওহে গুণমণি ॥
তাহারে দেখিয়া রাণী একান্ত অন্তরে।
করিলেন দরশন ভাস্কর-দেবেরে ॥
তার পর পতি সহ বিহিত বিধানে।
পূজিলেন শ্রীহরিরে ঐকান্তিকমনে ॥
তার পর যথাকালে মরিলে রাজন।
করিলেন মহারাণী চিতা-আরোহণ ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হের তাপস প্রবর।
শুনিলে বিস্মিত হবে তোমার অন্তর ॥
ব্রতকালে নরপতি করহ স্মরণ।
পাষণ্ড সহিতে করেছিল আলাপন ॥
সেই পাপে জন্ম হৈল কুকুর যোনিতে।
শৈব্যার কি হৈল তাহা শুন অবহিতে ॥
কাশীরাজ কন্যারূপে লভিল জনম।
জাতিস্মরা হৈল সেই ওহে তপোধন ॥
সুলক্ষণা সেই কন্যা অতি রূপবতী।
তার সম কন্যা আর নাহি মহামতি ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা চন্দ্রকলা প্রায়।
তাহা দেখি কাশীরাজ পুলকিতকায় ॥
ক্রমে আসি দেখা দিল নবীন যৌবন।
বিবাহ লাগিয়া রাজা করে আয়োজন ॥
কিন্তু কন্যা নিবেধিল আপন পিতারে।
কাজে কাজে ক্ষান্ত পিতা রহে সেইকালে
জাতিস্মরা সেই কন্যা বলেছি তোমারে।
এই হেতু সেই কন্যা মনে ধ্যান করে ॥
ধ্যানেতে জানিল সতী পূর্ব্বজন্ম-পতি।
কুকুর-যোনিতে জন্ম লভেছে সুমতি ॥
তাহা জানি নৃপবালা সানন্দ-মনেতে।
গমন করিল ত্বরা বৈদিশপুরেতে ॥
দেখিল তথায় তাঁর পতি মহাত্মন্।
কুকুর-যোনিতে জন্ম করেছে ধারণ ॥
তাহা দেখি ধীরে ধীরে গিয়া পদতলে।
বন্দনা করিল সতী অতি ভক্তিভরে ॥

ভোজনীয় নানাবিধ করিল প্রদান ।
নানাবিধ অন্ন দিল ওহে মতিমান্‌ ॥
স্বভাবতঃ কুকুরেরা অতি অনুগত ।
আহার পাইয়া করে তোষামোদ কত ॥
তাহা দেখি নৃপসুতা করিয়া রোদন ।
প্রণমিয়া পতিধনে কহেন তখন ॥
শুন শুন মহারাজ বলিহে তোমারে ।
পূর্ব্বজন্ম- কথা নাথ স্মরহ অন্তরে ॥
ব্রতহেতু যবে যাই ভাগীরথী তীরে ।
পাষণ্ড আসিয়াছিল স্মরহ সেকালে ॥
তোমার গুরুর সখা সেই নরাধম ।
তার সহ করেছিল তুমি সম্ভাষণ ॥
সে হেতু কুকুর-যোনি হয়েছে তোমার ।
দুর্দ্দশা হ'তেছে এত ওহে গুণাধার ॥
এই সব মহাবাক্য হয় কি স্মরণ ।
স্থির-চিতে মনে মনে ভাবহ এখন ॥
প্রিয়ার বদনে পূর্ব্বের কাহিনা ।
মনেতে স্মরণ সব করে নৃপমণি ॥
পূর্ব্বকথা মনে মনে করিয়া স্মরণ ।
মনের আগুণে রাজা হলেন দহন ॥
তখন নির্ব্বেদ হৈল তাঁহার অন্তরে ।
পুর হ'তে বাহিরিয়া চলিলেন ধীরে ॥
গিরিশৃঙ্গ হ'তে পরে পড়ি নরপতি ।
ত্যজিল আপন প্রাণ ওহে মহামতি ॥
শুন শুন তার পর ওহে তপোধন ।
শৃগাল-যোনিতে পরে জন্মিল রাজন ॥
পুনঃ নৃপসুতা তাহা জানিল অন্তরে ।
কোলাহল পর্ব্বতেতে চলে ধীরে ধীরে ।
তথা গিয়া নৃপসুতা করে দরশন ।
শৃগাল হইয়া পতি করিছে ভ্রমণ ॥
তাহা দেখি রাজবালা বিষন্ন-অন্তরে ।
শৃগালের কাছে গিয়া কহে মধুস্বরে ॥
শুন শুন মহাবাজ আমার বচন ।
জন্মান্তরে ছিলে তুমি পৃথিবী রাজন ॥
ব্রত হেতু গিযা তুমি ভাগীরথী-তীরে ।
পাষণ্ড সহিত কথা কহিলে সাদরে ॥
সেই পাপে হয়েছিলে কুকুর-আকার ।
গিয়াছিনু সেইকালে নিকটে তোমার ॥
পূর্ব্বকথা তোমা পাশে করিলে কীর্ত্তন ।
গিরি হ'তে তুমি রাজা পড়িয়া তখন ॥
আপনার প্রাণধনে করি পরিহার ।
এখন হয়েছে পুনঃ শৃগাল-আকার ॥
অতএব শুন শুন ওহে নরপতি ।
মনে কি পড়েছে সেই পূর্ব্বের ভারতী ॥
পত্নীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
নৃপতির হৃদে সব হইল স্মরণ ॥
তখন নৃপতি ভাবি আপন অন্তরে ।
ত্যজিলেন নিজ প্রাণ থাকি অনাহারে
তার পর বৃকরূপে লভিয়া জনম ।
পুনরায় বনমধ্যে করেন ভ্রমণ ॥
এদিকে নৃপের বালা জানিয়া অন্তরে ।
পুনশ্চ গেলেন সেই কানন-মাঝারে ॥
বৃকরূপা-পতিপাশে করিয়া গমন ।
মধুরস্বরেতে তাঁরে কহেন তখন ॥
শুন শুন নরপতি বচন আমার ।
পূর্ব্বকথা মনে মনে স্মর একবার ॥
নৃপতি আছিলে তুমি করহ স্মরণ ।
পাষণ্ড সহিত করি নানা আলাপন ।
জনম ধরিয়াছিলে কুকুর যোনিতে ।
আসিয়াছিলাম আমি তব সমীপে ॥
পূর্ব্বকথা তব হৃদে করালে স্মরণ ।
ত্যজিয়া জীবন তুমি ওহে মহাত্মন্‌ ॥
পুনশ্চ শৃগালরূপে জনম ধরিযে ।
কাননে কাননে ছিলে ভ্রমণ করিয়ে ॥
তদবস্থ তোমা আমি করি দরশন ।
পূর্ব্বকথা তব হৃদে করাই স্মরণ ॥
তাহে অনাহারে তুমি করি অবস্থান ।
ত্যজেছিলে ওহে নৃপ আপন পরাণ ॥
নেকড়িয়া বাঘ্র হয়ে পরে এইবার ।
জনম ধরেছ তুমি ওহে গুনাধার ॥
বল দেখি মোর পাশে ওহে মহামতি ।
স্মরণ হয় কি তব এ সব ভারতী ॥

পত্নীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নির্ব্বেদ জন্মিল হৃদে রাজার তখন ॥
সেইক্ষণে নিজ প্রাণ কবি পরিহার।
গৃধ্ররূপী হয়ে পুনঃ জন্মিল আবার ॥
পুনঃ নৃপসুতা গিযা তাঁহার সদন।
পূর্ব্ব পূর্ব্বকথা যত করিল কীর্ত্তন।
তাহা শুনি নরপতি ত্যজিয়া পরাণ।
বায়স-রূপেতে আসি জন্মিল ধীমান্ ॥
তাহা জানি নৃপবালা আসি পুনরায়।
মধুর বচনে ডাকি কহিল তাহায় ॥
কত রাজা ভীত হয়ে আসি তব স্থানে।
উপহার দিত কত নমিয়া চরণে ॥
সেই তুমি এবে দেখ বায়স আকার।
স্মরণ করহ নৃপ হৃদে একবার ॥
এত শুনি নৃপহৃদে হইল স্মরণ।
তখনি বায়সরূপ করিয়া বর্জ্জন ॥
ময়ুর আকার পুনঃ হৈল নৃপ মহামতি।
এদিকে জানিল তাহা নৃপসুতা সতী ॥
অবিলম্বে বনমধ্যে করিয়া গমন।
শিখিরূপী পতিপাশে উপনীত হন ॥
নানামত খাদ্যদান করিয়া তাহারে।
প্রত্যহ রাখেন যত্নে অতি সমাদরে ॥
এইরূপে কিছু দিন হইল যাপন।
জনক রাজর্ষি করে যজ্ঞ আচরণ ॥
সেই যজ্ঞে স্নান সতী করাযে পতিরে।
আপনি করিল স্নান একান্ত অন্তরে ॥
পতিরে পূর্ব্বের কথা করাল স্মরণ।
রাজার হৃদয়ে জন্মে নির্ব্বেদ তখন ॥
আপনার দেহ ত্বরা করি পরিহার।
জনম ধরিব আসি জনক-আগার ॥
জনকের পুত্ররূপে লভিল জনম।
অপূর্ব্ব ঘটনা আসে করহ শ্রবণ ॥
এত দিন এত কষ্ট পাইয়া অন্তরে।
জনম ধরিল আসি রাজার আগারে ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি মনোরম
সকলের করে শিশু মানস রঞ্জন ॥

নানাবিদ্যা পারদর্শী হইল কুমার।
ক্রমে আসি দেখা দিল যৌবন সঞ্চার ॥
এদিকেতে রাজবালা আপন পিতারে।
কহিলেন বিভা পিতঃ দেও গো আমারে ॥
স্বয়ম্বর হব আমি এই আকিঞ্চন।
অতএব কর পিতা যত আয়োজন ॥
এত শুনি কাশীপতি হরিষ অন্তর।
বিবাহের আযোজন করে দ্রুততর ॥
নিমন্ত্রণ পত্র দিল দেশ দেশান্তরে।
উপনীত হৈল সবে আসি স্বয়ম্বরে ॥
শৈব্যার আছিল পূর্ব্বজন্মে পতি যিনি।
স্বয়ম্বর সভাতলে উপনীত তিনি ॥
তাহা দেখি নৃপসুতা আনন্দে মগন।
ভক্তিভাবে তাঁরে মাল্য করিল অর্পণ ॥
পুনশ্চ আপন পতি লভিযা পুলকে।
তাহারে লইয়া থাকে অন্তরের সুখে ॥
কিছুদিন এইরূপে হইলে যাপন।
জনক রাজার হৈল স্বর্গ-আরোহণ ॥
পিতার মরণে পুত্র হযে রাজ্যেশ্বর।
দান যজ্ঞ আদি করি করিল বিস্তার ॥
পুত্র উৎপাদন কৈল প্রফুল্ল অন্তরে।
পালিতে লাগিল ধরা ধর্ম্ম-অনুসারে ॥
ধর্ম্ম-অনুসারে রাজ্য করিয়া শাসন।
রণমাঝে শেষে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন ॥
অনুগামী হৈল তাঁর পতিব্রতা নারী।
তাঁর সম নাহি সতী যাই বলি হারি ॥
কামসুখ লোকে গেল পতির সহিতে।
অক্ষয় সে লোক ইন্দ্রপুরের উদ্ধেতে ॥
অতএব শুন শুন ওহে তপোধন।
পাষণ্ড সহিতে নৃপ কৈল সম্ভাষণ ॥
সেই পাপে কত কষ্ট হইল তাঁহার ॥
যজ্ঞে স্নান করি হৈল পাতক সংহার ॥
অতএব কভু নাহি পাষণ্ডের সনে।
আলাপ করিবে সাধু জানিবেক মনে ॥
বিশেষতঃ যজ্ঞ আদি কৈলে অনুষ্ঠান।
তখন পাষণ্ডী নাহি দেখিবে ধীমান্ ॥

স্পর্শ না করিবে তারে কখন তখন।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে তপোধন॥
একমাস ক্রিয়াহীত যার ঘরে হয়।
তাহারে যদ্যপি হেরে ওহে মহোদয়॥
সূর্য্যেরে করিবে সাধু অবশ্য দর্শন।
নতুবা পাতক নাহি হবে বিমোচন॥
বেদের বিরোধী হয় যেই নরাধম।
পাষণ্ডের অন্ন কিম্বা যে করে ভোজন॥
তার সহ সম্ভাষণ কভু না করিবে।
সম্ভাষিলে মহাপাপ তাহারে ঘেরিবে॥
তবে যদি সূর্য্যদেব করে দরশন।
পাতক তাহার তবে হয় বিমোচন॥
পাষণ্ড অথবা বিকর্ম্মস্থ যেই জন।
বৈড়ালব্রতিক যেই ওহে মহাত্মন॥
হৈতুক নাস্তিক শঠ যেই দুরাচার।
বকবৃত্তি কিম্বা যেই ওহে গুণাধার॥ *
তার সহ না করিবে কভু সম্ভাষণ।
সম্ভাষিলে মহাপাপে হবে নিমগন॥
উঁহাদের সঙ্গ নাহি করিবে কখন।
নগ্ন বলি খ্যাত হয় এই সব জন॥
তৃতীয় খণ্ডের কথা হৈল সমাপন।
প্রাণভরি হরি হরি বল সাধুগণ॥ ১

* পাষণ্ড—যে ব্যক্তি নিজ ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট। বিকর্ম্মস্থ—যে ব্যক্তি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণ করে। বৈড়ালব্রতিক—যাহার পাপ প্রচ্ছন্নভাবে না থাকে। হৈতুক—সৎকার্য্যের হেতু সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ করে। নাস্তিক—যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করে। শঠ—যে ব্যক্তি প্রথমতঃ প্রিয়বাক্য বলিয়া পরে অনিষ্ট করে। বকবৃত্তি—স্বার্থ সাধনতৎপর নিম্নদৃষ্টি ব্যক্তি।

ইতি তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ

বিষ্ণুপুরাণ।

র্থ খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়

মনুবংশ বিস্তার ও রেবতীর পরিণয়
বৃত্তান্ত বর্ণন।

মৈত্রেয় কহিল পুনঃ ওহে ভগবান্।
নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিলে বর্ণন॥
আশ্রমধর্ম্মের কথা করিলে বিস্তার।
কহিলে বরণধর্ম্ম ওহে গুণাধার॥
রাজাদের বংশাবলী করহ বর্ণন।
শুনিতে বাসনা মম হতেছে এখন॥
পরাশর কহে শুন ওহে মহামতি।
কহিব সে সব কথা অপূর্ব্ব ভারতী॥
ব্রহ্মাদি মনুর বংশ বিশেষ প্রকারে।
বর্ণন করিব আমি তোমার গোচরে॥
সেই সব কথা হয় পাপ বিনাশন।
শাস্ত্রের বচন এই ওহে মহাত্মন্॥
প্রতিদিন মনুবংশ যেই জন স্মরে।
বংশোচ্ছেদ নাহি তার হয় কোনকালে
জগতের আদিভূত বিষ্ণু বেদময়।
তাঁহার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
বিষ্ণুর মুরতি যাহা ওহে মহামতি।
ব্রহ্মমূর্ত্তি কহে তারে শাস্ত্রের ভারতী॥
সেই ব্রহ্ম হ'তে জন্মে ব্রহ্মা ভগবান্।
শ্রীহিরণ্যগর্ভ বলি যাঁহার আখ্যান॥
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হ'তে তার পর।
দক্ষ প্রজাপতি জন্মে খ্যাত চরাচর॥
দক্ষের অদিতি নামে এক কন্যা হয়।
অদিতির গর্ভে হয় সূর্য্যের উদয়॥
সূর্য্য হতে মনু জন্মে ওহে মহামতি।
নয় পুত্র পায় মনু খ্যাত বসুমতী॥*

ইহা ভিন্ন আরো এক পুত্রের কারণ।
মহামতি মনু করে যজ্ঞ-আচরণ॥
হোতার আচার দোষে সেই যজ্ঞ পরে।
পুত্র না জন্মিয়া এক কন্যা জন্ম ধরে॥
ইলা নামে সেই কন্যা বিদিত ভুবন।
কিন্তু এক কথা বলি শুন তপোধন॥
সে কন্যা পুরুষরূপী হইয়া পরেতে।
সুদ্যুম্ন নামেতে খ্যাত হলেন জগতে॥
কিছুদিন পরে পুনঃ নারীরূপ হয়।
আশ্চর্য্য ঘটনা এই ওহে মহোদয়॥
নারীরূপ সেই কন্যা করিয়া ধারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান বুধের আশ্রম॥
তাঁহার পরম রূপ দেখিয়া নয়নে।
দহিলেন বুধ হৃদে মদন-দহনে॥
তাঁহার সহিতে বুধ করেন বিহার।
তাহাতে ইলার হয় গর্ভের সঞ্চার॥
সেই গর্ভে এক পুত্র লভিল জনম।
পুরূরবা নাম তার বিদিত ভুবন॥
এইরূপে পুরূরবা জনম ধরিলে।
ঋষিগণ গিয়া সবে ঈশ্বর গোচরে॥
করযোড় করি কহে ওহে ভগবন্।
অখিল বিজ্ঞানময় তুমি নিরঞ্জন॥
ইলারে পুরুষ প্রভু কর পুনরায়।
কৃপা করি পুংস্ত্ব দান করহ তাহায়॥
ঋষিদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ইলারে দিলেন পুংস্ত্ব দেব নারায়ণ॥
পুংস্ত্ব পেয়ে ইলা হৈল অতীব মোহন।
ঠিক যেন হৈল সেই সুদ্যুম্ন মতন॥

* ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, পাংশু, নেদিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র এই নয় পুত্র।

সুদ্যুম্নের তিন পুত্র জনমিল পরে ।
উৎকল বিনত হয় বিদিত সংসারে ॥
সুদ্যুম্ন স্ত্রীরূপ পূর্ব্বে করিল ধারণ ।
রাজ্যভোগ লাভে তাই না হৈল সক্ষম ॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা লয়ে জনক তাহার ।
নগরী করেন দান ওহে গুণাধার ॥
প্রতিষ্ঠান নামে সেই বিদিত নগরী ।
নগরীর কিবা শোভা যাই বলিহারী ॥
পুরূরবা পায় পরে সেই ত নগর ।
শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে বিজ্ঞবর ॥
পৃষধ্র নামেতে সেই মনুর নন্দন ।
গরু হত্যা গুরু হত্যা করে সেই জন ।
তাহাতে শূদ্রত্ব লাভ করিলেন তিনি ।
এরূপ বর্ণিত আছে ওহে মহামুনি ॥
করূষ নামেতে সেই মনুর তনয় ।
তাঁ-হতে কারূষগণ সমুদ্ভূত হয় ॥
নেদিষ্টের পুত্র নভ বিদিত ভুবনে ।
বৈশ্যত্ব তাহার হয় জানে সর্ব্বজনে ॥
নভ হ'তে ওহে ক্রমে জন্মে ভনন্দন ।
ভনন্দন হ'তে জন্মে বৎসপ্র সুজন ।
বৎসপ্রের পুত্র প্রাংশু অভিধানে ।
প্রজানি প্রাংশুর পুত্র ওহে মতিমান ॥
নন্দন
মহামনা এক পুত্র বিপুল বিক্রম
খনিত্রের পুত্র ক্ষুপ খ্যাত বসুমতী ।
ক্ষুপ হ'তে বিংশ জন্মে জানিবে সুমতি
বিংশ হ'তে খনীনেত্র লভেন জনম ।
খনীনেত্র হ'তে হয় বিভূতি সুজন ॥
বিভূতির খ্যাত যিনি করন্ধম
করন্ধম হ'তে জন্মে অবিক্ষি সুজন ॥
মরুত্ত নামেতে যিনি প্রবল নৃপতি ।
আবাক্ষর পুত্র তিনি জানিবে সুমতি ॥
মরুত্তের কথা এবে করহ শ্রবণ ।
করেছিল সেই রাজা যজ্ঞ আচরণ ॥
হেন যজ্ঞ কেহ আর করিবারে নারে ।
বিপুল-দক্ষিণ যজ্ঞ বিদিত সংসারে ॥

তাঁর যজ্ঞে ইন্দ্র করি সোমরস পান ।
হইয়াছিলেন মত্ত ওহে মতিমান্ ॥
বিপ্রেরা দক্ষিণা আদি করিয়া গ্রহণ ।
বহিতে কিছুতে নাহি হয়েন সক্ষম ।
সেই যজ্ঞে মরুদ্গণ পরিবেষ্টা ছিল ।
সদস্যে দীক্ষিত ছিল দেবতা সকল ॥
মরুত্তের পুত্র হয় নরিষ্যন্ত নাম ।
নরিষ্যন্ত পায় পুত্র দম অভিধান ॥
দম হ'তে নব জন্মে ওহে মহাত্মন্ ।
কেবল নবের পুত্র বিদিত ভুবন ॥
কেবলের পুত্র হয় নামে ধুন্দুমান ।
বেগবান নামে পুত্র পায় ধুন্দুমান ॥
বেগবান হ'তে জন্মে বুধ মহামতি ।
বুধপুত্র তৃণবিন্দু খ্যাত বসুমতী ॥
তৃণবিন্দু এক কন্যা লভিলেন পরে ।
ইলবিলা নাম তার বিদিত সংসারে ॥
অলম্বুসা নামে এক অপ্সরা আছিল ।
তৃণবিন্দু মনসুখে তাহারে ভজিল ॥
সেই অপ্সরার গর্ভে জনমে নন্দন ।
বিশাল তাঁহার নাম ওহে তপোধন ॥
বিশাল স্থাপিল এক অপূর্ব্ব নগরী ।
বৈশালী তাহার নাম অতি মনোহরী ॥
হেমচন্দ্র নামে পুত্র জন্মিল তাঁহার ।
সুচন্দ্র হেমের পুত্র ওহে গুণাধার ॥
সুচন্দ্র হইতে জন্মে ধূম্রাশ্ব নন্দন ।
সৃঞ্জয় ধূম্রাশ্বপুত্র জানে সর্ব্বজন ॥
সৃঞ্জয় সহদেব জন্মে পরে ।
তার পর শুন শুন বলি হে তোমারে ॥
সহদেব হ'তে জন্মে কৃশাশ্ব নন্দন ।
সোমদত্ত কৃশাশ্বের আনন্দ-বর্দ্ধন ॥
সোমদত্ত হ'তে পরে জন্মে জন্মেজয় ।
জন্মেজয় হ'তে হয় সুমতি তনয় ॥
বৈশালিক রাজা বলি ইঁহারা সকলে ।
বিখ্যাত আছে জানিবে অন্তরে ॥
তৃণবিন্দু-প্রসাদেতে এই নৃপগণ ।
হইয়া রয়েছে সবে ধর্ম্মপরায়ণ ॥

দীর্ঘ-আয়ু বীর্য্যবান হ'যেছে সকলে।
এরূপ প্রসিদ্ধ আছে সর্ব্বজনে বলে॥
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
শর্য্যাতির এক কন্যা লভিল জনম॥
সুকন্যা তাহার নাম বিদিত ভুবনে।
চ্যবনের বিভা হয় সেই কন্যা সনে॥
শর্য্যাতির পুত্র হয় আনর্ত্ত আখ্যান।
রেবত আনর্ত্ত পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
পিতার যতেক কিছু সম্পত্তি আছিল।
রেবত তাহার পূর্ণ অধিকারী হৈল॥
কুশস্থলী নামে পুরী করিল স্থাপন।
রেবত একশ পুত্র করে উৎপাদন॥
ইহা ভিন্ন এক পুত্র পূর্ব্বে হ'তে ছিল
ককুদ্মী তাহার নাম অতি ধর্ম্মশীল॥
ককুদ্মীর এক কন্যা ছিল রূপবতী।
পরম সুন্দরী সেই নামেতে রেবতী॥
একদিন তনযারে লযে নিজ সনে।
ককুদ্মী গেলেন ত্বরা ব্রহ্মার সদনে॥
রেবতীর উপযুক্ত পাত্র কেবা হয়।
জিজ্ঞাসিতে এই কথা ওহে মহোদয়॥
যখন ব্রহ্মার কাছে উপনীত হন।
করিতে আছিল গান গন্ধর্ব্ব দু জন॥
হাহা হুহু নামে সেই গন্ধর্ব্বের দ্বয়।
সঙ্গীত করিছে কিবা শুদ্ধ তান লয়॥
সেই সভাতলে গিয়া ককুদ্মী নৃপতি।
শুনিতে লাগিল গীত ওহে মহামতি॥
বহুযুগ সমতীত ক্রমেতে হইল।
নরপতি সেই গীত শুনিতে লাগিল॥
একাগ্রতা নিবন্ধন সেই দীর্ঘকাল।
মুহূর্ত্ত সমান গেল ওহে গুণাধার॥
সঙ্গীতের অবসানে ব্রহ্মারে তখন।
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসিল ওহে ভগবন্॥
আমার নন্দিনী এই হেরিছ নয়নে।
কোন ব্যক্তি উপযুক্ত এ কন্যা গ্রহণে
এই হেতু আসিয়াছি ওহে ভগবন্।
বরপাত্র নিরূপিত করহ এখন॥

রাজার এতেক বাক্য শুনিযা শ্রবণে।
কহিলেন পদ্মযোনি মধুর বচনে॥
শুন শুন মহীপতি বচন আমার।
পুত্র পৌত্র আদি কিন্তু নাহি তব আর॥
দীর্ঘকাল এই স্থানে করি অবস্থান।
গন্ধর্ব্ব সঙ্গীত তুমি শুনিলে ধীমান্॥
চারি যুগ সমতীত হ'যেছে তাহায়।
অষ্টাবিংশ মনু এবে ওহে নররায়॥
এ মনুর ভোগকাল রবে হে যাবত।
তার মধ্যে কলিযুগ হবে সমাগত॥
অতএব শুন শুন আমার বচন।
কারে ভিন্ন অন্যে কন্যা কর সমর্পণ॥
এত বলি মৌনভাব ধরে পদ্মযোনি।
অবনতশিরা হন নৃপতি তখনি॥
তার পর করযোড়ে করি সম্বোধন।
ব্রহ্মারে বিনয়ে কহে ওহে ভগবন্॥
কারে দিব এই কন্যা বলহ আমারে।
কিছু নাহি আমি স্থির বুঝিহে অন্তরে॥
ব্রহ্মা কহে শুন শুন ওহে মহীপতি।
সর্ব্বময় হন যিনি নাহি যাঁর আদি॥
অন্তহীন যেই জন এক গুণাধার।
বুঝিতে না পারি মোরা স্বরূপ যাঁহার॥
যাঁহার স্বভাব মোরা নারি বুঝিবারে।
যাঁর সার অবিদিত জগত-সংসারে॥
জন্ম মৃত্যু নাম রূপ নাহিক যাঁহার।
যাঁহার প্রসাদে সৃষ্টি করি অনিবার॥
যাঁর অনুমতি লয়ে রুদ্র মহামতি।
অন্তিমে করেন লয় শাস্ত্রের ভারতী॥
যাঁহার আদেশে বিষ্ণু করেন পালন।
ইন্দ্ররূপে করে সেই অবনী শাসন॥
সূর্য্যরূপে যেইজন হরে অন্ধকার।
অগ্নিরূপে পাকক্রিয়া সাধে গুণাধার॥
বাযুরূপে লোকচেষ্টা করে সম্পাদন।
জলরূপে সবাকার সন্তোষ সাধন॥
নভোরূপে অবকাশ করেন প্রদান।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা যেই মতিমান্॥

অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে স্থাপিত যাঁহাতে।
জগত আধার যিনি বিদিত জগতে ॥
আদিম পুরুষ হন যাঁহার আখ্যান।
সেই সর্ব্বময় বিষ্ণু দেব ভগবান্ ॥
স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া এক্ষণে।
আছেন দ্বারকাপুরে বলদেব নামে ॥
অমরাবতীর ন্যায় যেই কুশস্থলী।
আছিল পূর্ব্বেতে তব রমণীয় পুরী ॥
দ্বারকা নামেতে তাহা বিখ্যাত এক্ষণে।
অতএব ত্বরা তুমি যাও সেই স্থানে ॥
এই কন্যা বলদেবে করহ অর্পণ।
অনুরূপ পতি হবে সেই মহাত্মন্ ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষে বলি হে তোমায় ॥
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দ্রুতগতি দ্বারকাতে গেলেন রাজন ॥
দেখিলেন তথা গিয়া যত নরগণ।
হীনবীর্য্য হ'যে আছে ওহে তপোধন ॥
বিশেষতঃ খর্ব্বকায় মানব-নিকর।
এইরূপ ভাব দেখি রাজা গুণধর ॥
মহামতি বলদেবে বিহিত বিধানে।
করিলেন কন্যাদান পুলকিত মনে ॥
তার পর তপ হেতু রাজা মহামতি।
হিমালয়ে দ্রুতপদে করিলেন গতি ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥ ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—※—

ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ, যুবনাশ্ব ও সৌভরির উপাখ্যান।

পরাশর কহে শুন ওহে মহামতি।
তার পর বলি কত অপূর্ব্ব ভারতী ॥
রেবতনন্দন সেই ককুদ্মী রাজন।
ব্রহ্মার সভায় পূর্ব্বে ছিলেন যখন।
পুণ্যজন নামে যত রাক্ষস-নিকর।
সেইকালে আক্রমণ করিল নগর ॥
কুশস্থলী পুরী তারা করে ছারখার।
একশত ভ্রাতা কিন্তু আছিল রাজার ॥
রাক্ষসের ভয়ে তারা হ'যে ভীতমন।
যথা ইচ্ছা তথা সবে করে পলায়ন ॥
কাজে কাজে সে বংশীয় মহাত্মা-নিকর।
নানা স্থানে রাজা হন পৃথিবী ভিতর ॥
মনুপুত্র ধৃষ্ট যিনি তাঁর পুত্রগণ।
ধৃষ্ট নামে সুবিদিত এ তিন ভুবন ॥
নাভাগের পুত্রগণ নাভাগ আখ্যানে।
বিদিত হয়েন বিশ্বে জানে সর্ব্বজনে ॥
অম্বরীষ নামে রাজা ধর্ম্মপরায়ণ।
নাভাগের বংশে তিনি লভেন জনম ॥
অম্বরীষ পুত্র পায় বিরূপ আখ্যান।
বিরূপের পুত্র জন্মে পৃষদশ্ব নাম ॥
পৃষদশ্ব হ'তে জন্মে পুত্র রথীতর।
রথীতর বংশে যারা জন্মে তার পর ॥
রথীতর নামে খ্যাত তাহারা সকলে।
বর্ণিত আছয়ে ইহা শাস্ত্রের ভিতরে ॥
ক্ষত্রিয়-প্রসূত আঙ্গিরস বিপ্রগণ।
ক্ষত্রভাবাপন্ন আরো কয়েক ব্রাহ্মণ ॥
রথীতর সকলের হয়েন প্রবর।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণধর ॥
শুন শুন বাছাধন কহি তার পরে।
ক্ষুত-যুক্ত হন মধু কভু পূর্ব্বকালে ॥
ঘ্রাণেন্দ্রিয় হ'তে তাঁর ওহে তপোধন।
ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয় জানিবে তখন ॥
শত পুত্র উৎপাদন করেছেন তিনি।
তার মাঝে তিন জন শ্রেষ্ঠ বলি গণি ॥
দণ্ড নিমি ও বিকুক্ষি এই তিন জন।
সবাকার শ্রেষ্ঠ বলি আছে নিরূপণ ॥
শকুনি প্রভৃতি তাঁর পঞ্চাশ নন্দন।
উত্তরাপথের রাজা বিদিত ভুবন ॥
অষ্টচত্বারিংশ পুত্র দক্ষিণাপথেতে।
মহীপতি হয়েছিল বিদিত জগতে ॥

একদা ইক্ষ্বাকু রাজা করি সম্বোধন।
কহিলেন বিকুক্ষিরে ওহে বাছাধন॥
অষ্টকা শ্রাদ্ধের হেতু হয়েছে মনন।
অতএব মাংস তুমি কর আহরণ॥
বিকুক্ষি পিতার আজ্ঞা ধরি শিরোপরে।
মৃগয়া-কারণে গেল কানন-মাঝারে॥
অসংখ্য অসংখ্য মৃগ করিল সংহার।
ক্ষুধার্ত্ত তৃষার্ত্ত হৈল রাজার কুমার॥
সেই সব মৃগ তিনি করেছে নিধন।
একটী শশক তাহে ছিল মনোরম॥
সেইটি ভক্ষণ করি সানন্দ অন্তরে।
ফিরিয়া আসিল যুবা আপন আগারে॥
পিতারে সকল মাংস করিল প্রদান।
বশিষ্ঠেরে ডাকি পরে রাজা মতিমান্॥
প্রোক্ষিত করিতে মাংস আদেশ করিল।
বশিষ্ঠ রাজারে তবে সম্বোধি কহিল॥
মহারাজ শুন শুন আমার বচন।
অপবিত্র মাংস এই নাহি প্রয়োজন॥
দুরাত্মা বিকুক্ষি নৃপ কুমার তোমার।
ইহা হ'তে মাংস এক করিছে আহার॥
উচ্ছিষ্ট মাংসেতে তবে কিবা প্রয়োজন।
বনমধ্যে এই সব হয়েছে ঘটন॥
এরূপ বশিষ্ঠ ঋষি কহিল রাজারে।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে নরপতি ত্যজিল কুমারে॥
তদবধি পুত্র পায় শশাদ-আখ্যান।
এইত নিগূঢ় কথা কহিনু ধীমান্॥
যথাকালে নরপতি স্বর্গারূঢ় হ'লে।
রাজ্য প্রজা পালে পুত্র ধর্ম্ম-অনুসারে॥
পরঞ্জয় নামে পুত্র জন্মিল তাঁহার।
পরঞ্জয় উপাখ্যান শুন এই বার॥
পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে দেবাসুরগণে।
যবে হয় মহাযুদ্ধ জানে সর্ব্বজনে॥
সেই যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে সুরগণ।
বিষ্ণু আরাধনা করে হ'য়ে একমন॥
তাহে বিষ্ণু প্রীত হয়ে আপন অন্তরে।
কহিলেন সম্বোধিয়া অমর-নিকরে॥
অভিমত বর আমি করিব প্রদান।
মন দিয়া দেবগণ কর অবধান॥
শশাদ নামেতে খ্যাত বিকুক্ষি রাজন্।
পরঞ্জয় নামে আছে তাহার নন্দন॥
অংশে আবির্ভূত হ'য়ে তাহার শরীরে।
সংহার করিব আমি অমর-নিকরে॥
অতএব যাও পরঞ্জয়ের সদন।
সাহায্যার্থ রণে তাঁরে কর আমন্ত্রণ॥
বিষ্ণুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
চলি গেল দেবগণ প্রণমি চরণে॥
পরঞ্জয়-কাছে গিয়া অতি দ্রুতগতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহীপতি॥
অরাতি-নিধনে মোরা কৈনু আয়োজন।
সাহায্য করিবে তুমি এই আকিঞ্চন॥
অনুগ্রহ করি তুমি আসিলে সমরে।
বিনষ্ট করিতে পারি অসুর-নিকরে॥
অভ্যাগত যেই জন আসিয়া আগারে।
প্রার্থনা সে কোনরূপ যাহা কিছু করে॥
মহাত্মারা তাহা করে অবশ্য পূরণ।
ভবাদৃশ জন তাহা না করে লঙ্ঘন॥
এত শুনি মহাবীর রাজা পরঞ্জয়।
দেবগণে সম্বোধিয়া এই কথা কয়॥
শুন শুন দেবগণ আমার বচন।
ইন্দ্রের স্কন্ধেতে আমি করি আরোহণ॥
সমর করিব সুখে দৈত্যগণ সনে।
ইহাতে স্বীকৃত যদি হও সর্ব্বজনে॥
তবেত সাহায্য আমি করিবারে পারি।
নতুবা সমরে আমি যাইবারে নারি॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সম্মত হলেন তাহে যত দেবগণ॥
তার পর দেবরাজ ইন্দ্র শচীপতি।
বৃষভ আকার ধরি ওহে মহামতি॥
পরঞ্জয়ে পৃষ্ঠোপরি লইয়া তখন।
অসুর নিধনে করে যুদ্ধ আয়োজন॥
ইন্দ্রের ককুদে চড়ি রাজা পরঞ্জয়।
নারায়ণ-তেজে হয়ে সতেজ হৃদয়॥

একে একে মনস্থখে যত দৈত্যগণে।
পাঠালেন বিনাশিয়ে শমন সদনে ॥
বৃষের ককুদে চড়ি সেই নরপতি।
বিনাশিয়াছিল দৈত্য ওহে মহামতি ॥
এ হেতু ককুৎস্থ নাম হইল তাঁহার।
কহিলাম গূঢ় কথা নিকটে তোমার ॥
অনেনা নামেতে পুত্র ককুৎস্থের হয়।
অনেনার পুত্র পৃথু ওহে মহোদয় ॥
পৃথুর তনয় হয় বিশ্বগ আখ্যান।
বিশ্বগের পুত্র অতি খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
অতি হ'তে যুবনাশ্ব লভয়ে জনম।
যুবনাশ্ব হ'তে শ্রাবস্ত নন্দন ॥
শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী নামে গঠিল নগরী।
শ্রাবস্তের এক পুত্র রূপের মাধুরী ॥
বৃহদশ্ব তার নাম বিদিত ভুবন।
কুবলাশ্ব তার পুত্র ওহে তপোধন ॥
বিষ্ণুতেজে কুবলাশ্ব হয়ে আপ্যায়িত।
একুশ হাজার পুত্রে লইয়া সহিত ॥
ধুন্দু-নামা অসুরের করেন নিধন।
উতঙ্ক ঋষির শত্রু সেই দৈত্যাধম ॥
তাই কুবলাশ্ব পায় ধুন্দুমার নাম।
শুন শুন তার পর ওহে মতিমান্ ॥
ধুন্দুর জীবন যবে করেন নিধন।
সেকালে তাহার পুত্র ছিল যত জন ॥
অসুরের নিশ্বাসাগ্নি দ্বারায় সকলে।
বিপ্লুষ্ট হইয়া যায় শমন-আগারে ॥
জীবিত আছিল মাত্র তিনটি নন্দন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ ॥
দৃঢ়াশ্ব চন্দ্রাশ্ব আর কপিলাশ্ব নামে।
এ তিন জীবিত থাকে কহি তব স্থানে ॥
দৃঢ়াশ্ব হইতে জন্মে হর্য্যশ্ব তনয়।
নিকুম্ভাশ্ব হর্য্যশ্বের আত্মজ যে হয় ॥
নিকুম্ভাশ্ব হ'তে জন্মে কৃশাশ্ব নন্দন।
প্রসেনজিৎ কৃশাশ্বের আত্মজ যে হন ॥
যুবনাশ্ব তার পর নিজ জন্ম ধরে।
পৃথিবীর আধিপত্য সেই লাভ করে ॥

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
যুবনাশ্ব রাজা ছিল ধর্ম্মপরায়ণ ॥
বহুকাল পুত্রধনে বঞ্চিত থাকাতে।
নির্ব্বেদ লভিয়া যান ঋষি-আশ্রমেতে ॥
কিয়দ্দিন সেই স্থানে করিলে বসতি।
ঋষিগণ দয়াবান হন তাঁর প্রতি ॥
পুত্র হেতু যজ্ঞ তাঁরা করে অনুষ্ঠান।
মধ্যরাত্রে সেই যজ্ঞ হয় সমাধান ॥
তখন ঋষিরা সবে বেদীর মাঝারে।
জলপূর্ণ মন্ত্রপূত কুম্ভ স্থাপি পরে ॥
শয়ন করিয়া হন অজ্ঞান নিদ্রায়।
এদিকে নৃপতি হন কাতর তৃষ্ণায় ॥
আশ্রমে প্রবেশ রাজা করিয়া তখন।
দেখিলেন নিদ্রাগত যত ঋষিজন ॥
না করিয়া তাঁহাদিগে জাগরিত আর।
কুম্ভস্থ সলিল পান করে গুণাধার ॥
ক্ষন পরে নিদ্রাভঙ্গে উঠে মুনিগণ।
কলস উপরে দৃষ্টি করিয়া তখন ॥
কহিলেন এই জল সুখে পান করি।
প্রসবিবে বীর পুত্র নৃপতির নারী ॥
অতএব কোন্ ব্যক্তি না জানি কারণ।
পান করিয়াছ জল বলহ এখন ॥
এত বলি মৌনভাব তাঁহারা ধরিলে।
যুবনাশ্ব সম্বোধিয়া কহিল সবারে ॥
শুন শুন নিবেদন ওহে ঋষিগণ।
অজ্ঞানে এ জল আমি করেছি ভক্ষণ ॥
এত বলি মৌনভাব ধরিলেন তিনি।
শুন শুন তার পর ওহে মহামুনি ॥
গর্ভের লক্ষণ হৈল রাজার উদরে।
গর্ভ-উপচয় ক্রমে হয় যথাকালে ॥
কুক্ষিদেশ ভেদ করি রাজার তনয়।
মহাবীর পুত্র এক প্রসবিল তায় ॥
ভিন্ন কুক্ষি হৈল বটে তখন রাজার।
কিন্তু তাহে নাহি হৈল জীবন সংহার ॥
তার পর এই কথা কহে ঋষিগণ।
এই পুত্র কারে বিশ্বে করিবে রক্ষণ ॥

এই কথা শুনি ইন্দ্র আসিয়া তথায়।
কহিলেন শুন শুন বলি হে তোমায় ॥
এ শিশু করিবে রক্ষা মোরে সর্ব্বক্ষণ।
আমার বচন সত্য ওহে ঋষিগণ ॥
এরূপ বচন ইন্দ্র কহিল সবারে।
এ হেতু মান্ধাতা নাম সেই পুত্র ধরে ॥
তার পর ইন্দ্রদেব করিয়া যতন।
অমৃত তর্জ্জনী করে শিশুরে অর্পণ
তর্জ্জনী তাহার মুখে করিলে প্রদান ॥
সে অমৃত সেই শিশু মুখে করে পান ॥
তাহাতে বর্দ্ধিত শিশু হ'য়ে দিনে দিনে
ধরা-অধিপতি হয় জানিবেক মনে ॥
সসাগরা পৃথিবীর হয়েন ঈশ্বর।
প্রবল নৃপতি তিনি খ্যাত চরাচর ॥
এরূপ প্রথিত আছে জগত-মাঝারে।
যাবৎ ভাস্কর রবে এ মহীমণ্ডলে ॥
তাবৎ তাঁহার নাম রবে প্রতিষ্ঠিত।
সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চিত ॥
শুনহ মৈত্রেয় ঋষে বলি তার পর।
শশবিন্দু নামে এক ছিল নৃপবর ॥
বিন্দুমতী নামে কন্যা আছিল তাঁহার।
সেই কন্যা পত্নী হয় রাজা মান্ধাতার ॥
বিন্দুমতী-গর্ভে জন্মে তিনটী নন্দন।
পঞ্চাশ তনয়া আর জানিবে রাজন ॥
পুরুকুৎস অম্বরীষ মুচুকুন্দ আর।
এই তিন পুত্র ঋষে গুণের আধার ॥
হেনকালে ঘটে এক আশ্চর্য্য ঘটন।
শুন শুন মন দিয়া ওহে তপোধন।
সৌভরি নামেতে ঋষি ছিল একজন।
জলমধ্যে সেই ঋষি থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
দ্বাদশ বরষ থাকে জলের ভিতরে।
মহাতপ করে সাধু একান্ত অন্তরে ॥
জল মধ্যে বাস করে মৎস্য নরপতি।
জন্মিয়া আছিল তার অনেক সন্ততি ॥
পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি লয়ে মীনবর।
মহাসুখে কাল কাটে জলের ভিতর ॥
পুত্র পৌত্র আদিমধ্যে কোন কোন জন
পৃষ্ঠে উঠি শিরে উঠি করে বিচরণ ॥
ইহাতে মনের সুখে ছিল মীনপতি।
তাহা দেখি ঋষিবর চিন্তাকুল অতি ॥
মনে মনে মহাঋষি করেন চিন্তন।
আহা কিবা সুখী এই মৎস্যের রাজন ॥
যে জন বেষ্টিত হয়ে পুত্র-পৌত্রগণে।
জীবন কাটায় সুখে আনন্দিত মনে ॥
তার সম পুণ্যবান নাহি কোন জন।
সংসার সুখের গৃহ বুঝিনু এখন ॥
এত ভাবি জল হ'তে উঠি ঋষিবর।
বিবাহার্থী হয়ে আসে মান্ধাতা গোচর ॥
ঋষিবরে নরপতি করি দরশন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে দিলেন আসন ॥
করিলেন যথোচিত অতিথি-সৎকার।
তার পর শুন শুন ওহে গুণাধার ॥
নৃপতিরে মহা ঋষি করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মান্ ॥
বিবাহার্থী হ'য়ে আমি এসেছি এখানে।
মম করে এক কন্যা দেও গো যতনে ॥
মম অভিলাষ নৃপ করহ পূরণ।
ককুৎস্থের বংশে তুমি ল'ভেছ জনম ॥
ভগ্নমনোরথ কেহ এ বংশে না হয়।
অতএব মম বাক্য রক্ষ মহোদয় ॥
ভূমণ্ডলে বহু রাজা আছে বিদ্যমান।
অনেকের আছে কন্যা ওহে মতিমান ॥
ধর্ম্ম নহে সবে তোমারমতন।
অতএব আশা পূর্ণ কর নরোত্তম ॥
তব কুলোচিত ধর্ম্ম ইহা মাত্র জানি।
আছে তব ওহে নৃপ পঞ্চাশ নন্দিনী ॥
তার মাঝে এক কন্যা করহ প্রদান।
প্রার্থনা বিফল নাহি করিও ধীমান্ ॥
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
জরাজীর্ণ দেহ তাঁর করি দরশন ॥
শাপভয়ে রাজা কিছু না বলি তাঁহারে
অধোমুখে বহুক্ষণ বসি চিন্তা করে ॥

তাঁহার এতেক ভাব করি দরশন।
সম্বোধিয়া কহে পরে ঋষি মহাত্মন্ ॥
এত চিন্তাতুর তুমি কিসের কারণে।
অনুচিত বলেছি কি তোমার সদনে ॥
কন্যার বিবাহ যবে দিতে হবে রায়।
তখন কৃতার্থ কর দিয়া হে আমায় ॥
ঋষির বিনয়গর্ভ মধুর বচন।
মান্ধাতা আপন কর্ণে করিয়া শ্রবণ ॥
অভিশাপ ভয়ে তাঁরে অতি ধীরে ধীরে।
সম্বোধিয়া কহিলেন নিবেদি তোমারে ॥
সদ্বংশে উৎপন্ন হয় যেই মহাত্মন্।
তাহারে অর্পিবে কন্যা কুলের ধরম।
যাহা হোক এক কথা নিবেদি তোমারে
ক্ষণেক প্রতিক্ষা করি থাক এই স্থলে ॥
অচিরে করিব আমি কর্ত্তব্য নির্ণয়।
নিবেদন এই মাত্র ওহে মহোদয় ॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে চিন্তা করে সৌভার তখন ॥
জরাগ্রস্থ আমি তাই ছলেতে রাজন।
প্রত্যাখান করিবারে করেছে মনন ॥
মনে মনে বিবেচনা করেছে নৃপতি।
"মনোনীত না করিবে যতেক যুবতী ॥
রাজার অন্দরে আছে যত কন্যাগণ।
মোরে মনোনীত নাহি করিবে কখন ॥"
এ হেতু যাহাতে পারি বিবাহ করিতে।
করিব উপায় তার ভাবি একচিতে ॥
এইরূপ চিন্তা করি ঋষি মহাত্মন্।
নৃপতিরে সম্বোধিয়া কহেন তখন ॥
শুন শুন মহারাজ বচন আমার।
আমার ব্যক্তব্য যাহা শুন গুণাধার ॥
অনুমতি কর মোরে যাইতে অন্দরে।
যদি তব কন্যাগণ হেরিয়া আমারে ॥
পতিত্বে বরিতে মোরে করয়ে মনন।
তা হলে করিব আমি তাহারে গ্রহণ ॥
নৈলে আর বৃথা কেন কাটাব সময়।
যথা ইচ্ছা যাব চলি ওহে মহোদয় ॥

এত বলি মৌনভাবে রহে ঋষিবর।
ক্ষণকাল চিন্তা পরে করি নরবর ॥
অভিশাপ ভয়ে তাঁরে যাইতে অন্দরে।
দিলেন অনুজ্ঞা বৎস জানিবে অন্তরে ॥
আদেশ পাইয়া তবে ঋষি মহাত্মন্।
তপোবলে দিব্যরূপ করিল ধারণ ॥
ধীরে ধীরে প্রবেশিয়া নৃপের অন্দরে।
কহিলেন সম্বোধিয়া নন্দিনী-নিকরে ॥
রাজবালাগণ মম শুনহ বচন।
বিবাহার্থী হ'য়ে আমি এসেছি এখন ॥
নৃপতি পাঠায়ে দিল অন্দরে আমারে।
যদ্যপি পতিত্বে কেহ বরহ আমারে ॥
তাহা হ'লে নরপতি করিবে প্রদান।
এখন উচিত যাহা করহ বিধান ॥
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁহার মোহন রূপ করি দরশন ॥
পরস্পর কন্যাগণ আপনা আপনি।
কলহ করিতে থাকে ওহে গুণমণি ॥
সবে বলে আমি বিভা করিব ইহারে।
এইরূপ মহাগোল উঠিল অন্দরে ॥
সবে বলে ইনি হন সদৃশ আমার।
মোর জন্য সৃজিয়াছে বিধি গুণাধার ॥
বৃথা কেন তুমি বাঞ্ছা করিছ ইহারে।
অগ্রে এসেছেন ইনি আমার আগারে ॥
এত বলি অন্তঃপুরে রাজকন্যাগণ।
আপনা আপনি করে কলহ ভীষণ ॥
নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়া সকলে।
ধারণ করিল বৎস সেই ঋষিবরে ॥
হেনকালে নৃপ-পাশে গিয়া কোন জন।
অন্দরের বিবরণ করিল কীর্ত্তন ॥
আদ্যোপান্ত সব শুনি মান্ধাতা নৃপতি।
কিংকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইলেন অতি ॥
মুনিরে সকল কন্যা করিতে প্রদান।
অগত্যা স্বীকৃত হৈল রাজা মতিমান্ ॥
যথাকালে ঋষিবর লভিয়া সবারে।
আপন আশ্রমে আসি হরিষ অন্তরে ॥

দেবশিল্পী বিশ্বায়েরে করিয়া আহ্বান।
কহিলেন শুন শুন ওহে মতিমান্ ॥
প্রত্যেক নারীর জন্য তুমি হে এখন।
এক এক অট্টালিকা করহ গঠন ॥
এক এক জলাশয় প্রত্যেকের তরে।
করিবে বিশাই তুমি একান্ত অন্তরে ॥
হংস কারণ্ডব আদি জলচরগণ।
প্রতি জলাশয়ে রবে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
রমণীয় উপবন প্রত্যেকের তরে।
নির্ম্মাণ করিবে তুমি কহিনু তোমারে ॥
অনুত্তম পরিচ্ছদ দিব্য শয্যা আর।
প্রত্যেক নারীর জন্য চাই হে আমার ॥
বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ আদেশ পাইয়ে।
প্রস্তুত করিল সব একান্ত-হৃদয়ে ॥
দৈবশক্তিবলে সব করিল গঠন।
অপূর্ব্ব কৌশল কিবা অতি মনোরম ॥
প্রত্যেক নারীর জন্য গড়িল আলয়।
কত ভোজ্য দাস দাসী তার মাঝে রয় ॥
রাজসুতাগণ সেই দিব্য দিব্য ঘরে।
মনের সুখেতে থাকে ঋষি সন্নিধ্যারে ॥
এইরূপে কিছুদিন করিলে যাপন।
কন্যাগণে দুঃখী ভাবি মান্ধাতা রাজন ॥
স্নেহচিত্তে উপনীত ঋষির আশ্রমে।
দেখিলেন দিব্য শোভা আপন নয়নে ॥
রমণীয় উপবন হয়েছে শোভন।
অপূর্ব্ব প্রাসাদমালা অতি মনোরম ॥
ইহা দেখি প্রবেশিয়া অট্টালিকামাঝে।
দেখিলেন এক কন্যা সুখে বসি আছে।
স্নেহভরে কুমারীরে করি দরশন।
কোলে তুলি করে তার বদন চুম্বন ॥
কন্যাদত্ত আসনেতে বসি তার পরে।
কহিলেন সম্বোধিয়া সুমধুর স্বরে ॥
অসুখ নাহি ত বৎসে কিছুই তোমার।
স্নেহচক্ষে দেখেন ঐ ঋষি গুণাধার ॥
আমাদের গৃহ কি গো পড়িতেছে মনে।
এইরূপ জিজ্ঞাসিল কন্যার সদনে ॥

এক কন্যা প্রতি রাজা এইরূপ ভণে।
ধীরে ধীরে সেই কন্যা কহিল তখনে ॥
এই দেখ ওগো পিতঃ দিব্য উপবন।
সুরম্য প্রাসাদ এই কর দরশন ॥
জলচরে পরিপূর্ণ দিব্য জলাশয়।
বস্ত্র অলঙ্কার কত দেখ মহোদয় ॥
নানাবিধ ভোজ্য বস্তু কর দরশন।
গন্ধদ্রব্য কত আছে কে করে গণন ॥
সুকোমল শয়নীয় দেখ গুণাধার।
অভাব নাহিক কিছু সকলি আমার ॥
সতত সুখেতে কাল করিছি হরণ।
জন্মভূমি তবু নাহি হই বিস্মরণ ॥
তোমার প্রসাদে আমি সুখ সমুদায়।
পাইতেছি সদা বটে ওহে গুণরায় ॥
কিন্তু এক কথা বলি শুনহ রাজন্।
মোর প্রতি অনুরক্ত মম পতিধন ॥
সদা থাকে ঋষিবর আমার আগারে।
নাহি যান কভু অন্য ভগীর গোচরে ॥
ইহাতে আমার যত ভগিনীগণ।
দুঃখিত-অন্তরে কাল করেন যাপন ॥
নরপতি এই বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
স্নেহভরে আলিঙ্গন করিল সঘনে ॥
অপর কন্যার গৃহে করিলা গমন।
পূর্ব্ববৎ সব কথা জিজ্ঞাসে তখন ॥
তখন সে কন্যা কহে পিতার গোচরে।
পরম সুখেতে পিতঃ আছি এই ঘরে ॥
যাহা চাই তাহা পাই না আছে অভাব।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হের ঋষির স্বভাব ॥
আমার নিকটে সদা করেন যাপন।
ভগিনীগণের পাশে না যান কখন ॥
এতেক বচন শুনি ভাবে নরপতি।
একে একে সব ঘরে করিলেন গতি ॥
জিজ্ঞাসিল পূর্ব্ববৎ প্রতি জনে জনে।
একই উত্তর দেয় সকলে রাজনে ॥
তাহাতে বিস্মিত হয়ে মান্ধাতা নৃপতি।
নির্জ্জনে ঋষিরে কহে ওহে মহামতি ॥

আপনার তপোবল করিনু দর্শন।
এরূপ ঐশ্বর্য্য নাহি দেখেছি কখন ॥
এত বলি নানা কথা কহি তার পরে।
বিদায় লইয়া যান আপন নগরে ॥
এইরূপে কিছুদিন করিয়া যাপন।
দেড় শত পুত্র ঋষি করে উৎপাদন ॥
পঞ্চাশ নারীর গর্ভে তাহারা জন্মিল।
সংসারে ঋষির আরো আসক্তি বাড়িল ॥
পুত্রগণে স্নেহবশ হইয়া তখন।
মনে মনে ঋষিবর করেন চিন্তন ॥
কি মধুর বাক্য আহা পুত্রদের হয়।
ক্রমেতে হাটিতে সবে শিখিবে নিশ্চয় ॥
যবে সবাকার হবে উদয় যৌবন।
দিব্য কন্যা আনি দিব বিবাহ তখন ॥
পুত্র পৌত্রগণে আমি বেষ্টিত হইয়ে।
সুখেতে কাটাব কাল প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
এইরূপে বংশবৃদ্ধি যতই হইবে।
মম হৃদি সুখনীরে ততই ভাসিবে ॥
এইরূপ চিন্তা যত করে মুনিবর।
দিব্যজ্ঞান তত জন্মে হৃদয়-ভিতর ॥
তখন আক্ষেপ করি কহিতে লাগিল।
হায় হায় মম ভাগ্যে কি দশা ঘটিল ॥
ভয়ানক মোহে আমি হয়েছি মগন।
অসংখ্য বরষে বাঞ্ছা না হবে পূরণ ॥
এক বাঞ্ছা পূর্ণ হলে নরের অন্তরে।
অমনি বাসনা আর উদে সেই কালে ॥
হাটিলে ক্রমেতে শিক্ষা পাবে পুত্রগণ।
ক্রমেতে যখন হবে উদিত যৌবন ॥
তখন বিবাহ আমি দিয়া সবাকারে।
পৌত্রমুখ নিরখিব প্রফুল্ল অন্তরে ॥
ক্রমেতে প্রপৌত্র পরে লভিবে জনম।
এরূপ বাসনা নিত্য নূতন নূতন ॥
বাসনার শেষ আর কিছু নাহি হেরি।
কি মোহ হয়েছে মম যাই বলি হারি ॥
নিশ্চয় বুঝিনু এবে যাবৎ মরণ।
বাসনার শেষ নাহি তাবৎ কখন ॥

মনোরথে সমাসক্ত যদি হয় নর।
পরমার্থ সিদ্ধি তার পক্ষেতে দুষ্কর ॥
হায় হায় কি নির্ব্বোধ আমি হীনমতি।
মৎস্যের সংসর্গে ছিনু জলেতে বসতি ॥
সহসা এ মোহ হায় জন্মিল আমার।
কি আশ্চর্য্য হায় হায় অতি চমৎকার ॥
কুকর্ম্ম করেছি দার করিয়া গ্রহণ।
অনন্ত বাসনা মম হৈল উৎপাদন ॥
আগে দেহ হ'তে হয় দুঃখের উদয়।
পরেতে পঞ্চাশ নারী মম পত্নী হয় ॥
পঞ্চাশ ভাগেতে দুঃখ হইয়া বর্দ্ধিত।
অসংখ্য পুত্রেতে বৃদ্ধি পেয়েছে নিশ্চিত ॥
পুনঃ পৌত্র প্রপৌত্রাদি লভিলে জনম।
অসংখ্য অসংখ্য ভাগে বাড়িবে তখন ॥
যদি নাহি করিতাম রমণী গ্রহণ।
এরূপ দুঃখেতে নাহি হতেম দহন ॥
অতএব নারীগ্রহ দুঃখের নিদান।
মায়াজালে বদ্ধ করে শাস্ত্রের বিধান ॥
হায় হায় জলে আমি করি অবস্থিতি।
কঠোর তপস্যা পূর্ব্বে করেছিনু অতি ॥
এ সব ঐশ্বর্য্য হয় তার বিঘ্নকর।
ভাবিয়া এখন মম কাতর-অন্তর ॥
মৎস্যের সংসর্গে আমি করি অবস্থান।
পুত্রপ্রতি হয়েছিনু অনুরাগবান্ ॥
তাহাতে এরূপ মোহ জন্মেছে অন্তরে।
চিন্তিয়া কিছুই স্থির নারি করিবারে ॥
নিশ্চয় অন্তরে আমি বুঝিনু এখন।
নিঃসঙ্গ যদ্যপি নাহি হয় নরগণ ॥
কখনই মুক্তি লাভ করিবারে নারে।
সংসর্গ হইতে দোষ জনমে সংসারে ॥
অল্পসিদ্ধ দূরে থাক যেই যোগীগণ।
সিদ্ধপ্রায় হ'য়ে হয় বিকসিতমন ॥
সংসর্গ দোষেতে তারা অধঃপাতে যায়।
অতএব এবে কিবা করিব উপায় ॥
নিঃসঙ্গ হইয়া আমি এহেতু এখন।
কঠোর তপস্যা পুনঃ করি আচরণ ॥

বিষ্ণুপুরাণ,

সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম সেই হরি-আরাধনে।
অবশ্য অর্পিব মন বিহিত বিধানে॥
সর্ব্বদোষশূন্য হয়ে আমার অন্তর।
আসক্ত হউক পুনঃ বিষ্ণুর উপর॥
আদি অন্তহীন সেই বিষ্ণু ভগবান্।
অতুল তেজস্বী তিনি বিশ্বের নিদান॥
আসক্ত হউক্ তাঁহে আমার অন্তর।
তাঁর আরাধনা যেন করি নিরন্তর॥
অনাদি-নিধন সেই বিষ্ণুর উপরে।
আসক্ত করিয়া চিত্ত একাগ্র-অন্তরে॥
তাঁর আরাধনা যেন করি সর্ব্বক্ষণ।
তাঁহাতে আমার আত্মা করি সমর্পণ॥
এত বলি পরাশর মৈত্রেয় সুজনে।
সম্বোধিয়া কহিলেন মধুর বচনে॥
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে তপোধন।
বর্ণন করিনু তাহা তোমার সদন॥
তার পর যাহা ঘটে বলিব তোমারে।
মন দিয়া শুন বৎস একান্ত অন্তরে॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর॥৫৬

তৃতীয় অধ্যায়।

—※—

সর্পবিনাশমন্ত্র, অনরণ্যবংশ ও সগরোৎপত্তি।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
সৌভরি এরূপ চিন্তা করিলা তখন॥
অট্টালিকা পরিচ্ছদ অর্থরাশি আর।
অবহেলে সেই সব করি পরিহার॥
অখিল রমণীগণে লয়ে নিজ সনে।
গমন করিল সুখে গহন কাননে॥
দণ্ডাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে যে সকল।
করম করিতে হয় ওহে দ্বিজবর॥
সকলি করিল ঋষি পুলকিত মনে।
শুন শুন তার পর কহি তব স্থানে॥

বিশুদ্ধমানস হ'য়ে সেই ঋষিবর।
দেহমধ্যে অগ্নিদেবে স্থাপি তার পর॥
সন্যাস-আশ্রম সুখে করিল গ্রহণ।
কর্ম্মকলাপের যত করি আচরণ॥
সনাতন বিষ্ণুপদ লভিলেন পরে।
নির্ব্বিকার যেই পদ বিদিত সংসারে॥
সৌভরি-চরিত এই করিনু কীর্ত্তন।
যেই জন ভক্তিভরে করে অধ্যয়ন॥
অথবা শ্রবণ করে একান্ত-অন্তরে।
কিম্বা ভক্তিভরে নিজ মনে মনে স্মরে॥
অষ্ট জন্মে মতি তার কুপথে না যায়।
অসৎ করমে বাঞ্ছা কভু নাহি ধায়॥
হেয় দ্রব্য যাহা হয় এ ভব সংসারে।
তাহে স্নেহ নাহি তার থাকে কোনকালে॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
মান্ধাতা-সুতার কথা কহিনু তোমায়॥
মান্ধাতা-বংশের কথা শুনহ এক্ষণে।
শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচনে॥
অম্বরীষ নামে হয় মান্ধাতা নন্দন।
অম্বরীষ সুত যুবনাশ্ব মহাত্মন্॥
যুবনাশ্ব হ'তে ক্রমে হারীত জনমে।
হারীতবংশের কথা শুনহ এক্ষণে॥
হারীতের বংশজাত মহাত্মা নিকর।
অঙ্গিরার প্রভাবেতে ওহে দ্বিজবর॥
মৌনেয় নামেতে তাঁরা গন্ধর্ব্ব আকারে॥
জনম গ্রহণ করে এ ভব-সংসারে॥
ছয় কোটি সংখ্যা হয় তাদের গণন।
অসংখ্য হারীতবংশ ওহে তপোধন॥
পরাজিত করি যত ভুজঙ্গ নিকরে।
সেই গন্ধর্ব্বেরা যত রত্ন আদি হরে॥
পাতালে একাধিপত্য করিল স্থাপন।
তাহা দেখি নাগগণ ব্যাকুলিত-মন॥
জলশায়ী বিষ্ণুপাশে করিয়া গমন।
একমনে তাঁর স্তব করিল তখন॥
ভুজঙ্গের স্তুতিবাদ শুনিয়া শ্রবণে।
নিদ্রাভঙ্গে উঠি হরি দেখেন নয়নে॥

তাহা দেখি নাগগণ করি নমস্কার।
সম্বোধিয়া কহে তাঁরে ওহে দয়াধার ॥
গন্ধর্ব্বদিগের দ্বারা হয়ে নিরাকৃত।
যার পর নাই মোরা হইয়াছি ভীত ॥
কৃপা করি নাশ প্রভু আমাদের ভয়।
নৈলে কোথা যাব মোরা ওহে দয়াময় ॥
নাগপতিগণ যদি বলিল এমন।
সম্বোধি সবারে বিষ্ণু কহেন তখন ॥
শুন শুন নাগেশ্বর তোমরা সকলে।
নাহি ভয় নাহি ভয় জানিবে অন্তরে ॥
পুরুকুৎস নামে আছে মান্ধাতা-তনয়।
তার দেহে পশি আমি জানিবে নিশ্চয় ॥
তোমাদের শত্রুগণে করিব নিধন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
এরূপ কহিল যদি দেব ভগবান্।
পুনশ্চ নাগেরা করে পাতালে পয়াণ ॥
তথা নর্ম্মদার কাছে করিয়া গমন।
সম্বোধি তাহারে সবে কহিল তখন ॥
শুনহ নর্ম্মদে তুমি মোদের বচন।
পুরুকুৎসে ত্বরা তুমি কর আনয়ন ॥
তা হ'লে মোদের হবে মঙ্গল বিধান।
তোমারে ভক্তিতে মোরা করি গো প্রণাম
নর্ম্মদা তটিনী ইহা করিয়া শ্রবণ।
প্রবল তরঙ্গযোগে ওহে তপোধন ॥
পুরুকুৎসে সমানীত করিল পাতালে।
তাহা দেখি নাগগণ সানন্দ অন্তরে ॥
এদিকেতে ভগবান্ বিষ্ণু সনাতন।
পুরুকুৎস দেহে তেজ করেন স্থাপন ॥
সেই তেজে রাজসুত হয়ে আপ্যায়িত।
প্রবল-বিক্রম হৈল জানিবে নিশ্চিত ॥
অপ্রমিত-বলশালী হইয়া তখন।
গন্ধর্ব্বগণের প্রাণ করিল নিধন ॥
তার পর পুনরায় গেল নিজধামে।
নাগেরা বিপদে ত্রাণ লভিল সেক্ষণে ॥
নর্ম্মদারে নাগগণ করি সম্বোধন।
এই বর দিয়া কহে শুনহ বচন ॥

এই কথা স্মরি হৃদে যেই সব নর।
লইবে তোমার নাম জগত-ভিতর ॥
"হে নর্ম্মদে প্রাতঃকালে আর সন্ধ্যাকালে।
নমস্কার করি তোমা ভকতির ভরে ॥
সর্পবিষ হ'তে মোরে করহ রক্ষণ।"
এ মন্ত্র করিবে যেই মুখে উচ্চারণ ॥
সর্পবিষভয় কভু নাহি রবে তার।
ইহার প্রসাদে হবে বিষেতে উদ্ধার ॥
এই মন্ত্র মুখে যদি করি উচ্চারণ।
অন্ধকার-ময় স্থানে করয়ে গমন ॥
তথাপি সর্পেতে তারে দংশিবারে নারে।
বিষপানে মৃত্যু তার নাহি কোনকালে ॥
নর্ম্মদারে এত বলি যত নাগগণ।
উদ্দেশেতে পুরুকুৎসে কহিল তখন ॥
শুন শুন পুরুকুৎস বলিহে তোমারে।
বংশোচ্ছেদ নাহি তব হবে কোনকালে ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষি বলি হে তোমায় ॥
সেই পুরুকুৎস লভে একটী তনয়।
সদস্যু তাহার নাম ওহে মহোদয় ॥
সদস্যু হইতে অনরণ্যের জনম।
শুন শুন তার পর যা হয় ঘটন ॥
অনরণ্য গিয়াছিল দিগ্বিজয় তরে।
সেখানে মরিল সেই পশিয়া সমরে ॥
বরেণ নামেতে ছিল বীর এক জন।
অনরণ্য তার করে হৈল নিপাতন ॥
অনরণ্য-পুত্র হয় পৃষদশ্ব নাম।
পৃষদশ্ব হ'তে জন্মে হর্য্যশ্ব ধীমান্ ॥
বসুমনা হর্য্যশ্বের জানিবে তনয়।
বসুমনা হ'তে হয় ত্রিধন্বা উদয় ॥
ত্রিধন্বার পুত্র ত্র্যরুণ মহামতি।
সত্যব্রত তার পর জনমে সন্ততি ॥
ত্রিশঙ্কু আখ্যান ধরি সত্যব্রত পরে।
চণ্ডালত্ব লাভ করে জানিবে অন্তরে ॥
দ্বাদশ বরষ ধরি পূর্ব্বে কোনকালে।
অনাবৃষ্টি হ'য়েছিল এ বিশ্ব-মাঝারে ॥

বিশ্বামিত্র সেইকালে ওহে তপোধন।
পুত্র দারা রক্ষিবারে হয়েন অক্ষম ॥
সেকালে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাবেন অন্তরে।
চণ্ডালের দান ঋষি নাহি লবে করে ॥
এত ভাবি প্রতিদিন জাহ্নবীর তীরে।
মৃগমাংস রাখি আসে পাদপের মুখে ॥
বিশ্বামিত্র সেই মাংস করিয়া গ্রহণ।
জীবিকা নির্ব্বাহ করি পরিতুষ্ট হন ॥
তৎপরে ত্রিশঙ্কু রাজা বিশ্বামিত্র-বরে।
সশরীরে চলি যান অমর নগরে ॥
হরিশ্চন্দ্র মহামতি ত্রিশঙ্কু-নন্দন।
রোহিতাশ্ব তার পুত্র ওহে তপোধন ॥
রোহিতাশ্ব হ'তে পরে হরিত জনমে।
হরিতের পুত্র চঞ্চু বিদিত ভুবনে ॥
বিজয় চঞ্চুর পুত্র ওহে মহামতি।
বিজয়ের সুত ঋষে রুরুক সুমতি ॥
রুরুক হইতে হয় বাহুর জনম।
শুন শুন তার পর মৈত্রেয় সুজন ॥
হৈহয়-তালজঙ্ঘাদি বিদিত ভুবনে।
পরাজিত হ'য়ে বাহু তাদের সদনে ॥
মহিষী সহিতে করে কাননে গমন।
বিষপান মহিষীরে করান তখন ॥
অন্তর্ব্বতী সেইকালে আছিলেন রাণী।
স্তম্ভিত হইবে গর্ভ হেন অনুমানি ॥
বিষপান মহিষীরে করান রাজন।
তাহে সপ্তবর্ষ শিশু গর্ভমধ্যে রন ॥
বার্দ্ধক্যেতে তার পর বাহু নরপতি।
ঔর্ব্বের আশ্রমে গিয়া রহে মহামতি ॥
তথায় আপন প্রাণ করেন বর্জ্জন।
পতির মরণে পত্নী হ'য়ে ক্ষুণ্নমন ॥
পতিদেহ চিতাপরি করিয়া স্থাপন।
অনুগমনেতে স্থির করেন তখন ॥
তত্ত্বদর্শী ভগবান্ ঔর্ব্ব হেনকালে।
বহির্গত হ'য়ে কহে রাজার রাণীরে ॥
শুন শুন ওগো বৎসে আমার বচন।
তব গর্ভে আছে পুত্র অতুল বিক্রম ॥
সে জন করিবে ভূমে অরাতি নিধন।
পরম যাজ্ঞিক হবে ওহে মহাত্মন্ ॥
অখিল ধরার হ'তে একমাত্র পতি।
অতএব ক্ষান্ত হও শুন ওগো সতী ॥
অনুমরণ-নির্ব্বন্ধ কর পরিহার।
এত বলি মৌন হন ঋষি গুণাধার ॥
রাজার রমণী শুনি এতেক বচন।
নির্ব্বন্ধ হইতে ক্ষান্ত হ'লেন তখন ॥
তার পর ঔর্ব্ব ঋষি আপন আশ্রমে।
আনিলেন রমণীরে অতীব যতনে ॥
বিষের প্রভাবে ক্রমে গর্ভস্থ সুমতি।
ক্রমে ক্রমে তেজঃপুঞ্জ হইলেন অতি ॥
অবশেষে ভূমিতলে লভিল জনম।
ঔর্ব্ব ঋষি যত ক্রিয়া করিল সাধন ॥
জাতকর্ম্ম আদি ক্রিয়া করিয়া যতনে।
রাখিল সগর নাম বিদিত ভুবনে ॥
যথাকালে উপনীত হইলে সগর।
বেদশাস্ত্র দিল তারে ঔর্ব্ব ঋষিবর ॥
ভার্গবাখ্য আগ্নেয়াস্ত্র দিলেন যতনে।
সকল শিখিল নীতি থাকিয়া আশ্রমে ॥
একদা মাতারে শিশু করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন মাতঃ মম নিবেদন ॥
কি হেতু রয়েছি মোরা বনস্থ এখানে।
আমার জনক যিনি তিনি কোন স্থানে ॥
আত্মপরিচয় যদি জিজ্ঞাসে নন্দন।
ধীরে ধীরে রাজদারা কহিল তখন ॥
আদ্যোপান্ত সব কথা বলিল তাহারে।
শুনি পুত্র প্রফুল্লিত আপন অন্তরে ॥
প্রতিজ্ঞাপাশেতে বদ্ধ হইয়া তখন।
শত্রুগণে একে একে করে নিপীড়ন ॥
হৈহয় যবন শক কাম্বোজাদি আর।
সবাকারে প্রপীড়িত করে গুণাধার ॥
তখন বিপদ দেখি হৈহয়াদিগণ।
বশিষ্ঠ-সকাশে আসি লভিল শরণ ॥
সগরের কুলগুরু সেই ঋষিবর।
সে ঋষি আসিল ত্বরা সগর-গোচর ॥

কহিলেন সম্বোধিয়া শুনহ রাজন।
কেন আর সবাকারে করহ পীড়ন ॥
জবন্মৃত হয়ে দেখ রয়েছে সকলে।
কিসের কারণে বধ কর সবাকারে ॥
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার কারণ।
ধর্ম্মভ্রষ্ট ইহাদিগে করেছি সুজন ॥
দ্বিজসঙ্গ-পরিত্যাগী করেছি সবারে।
তবে কেন বল বৎস কি কাজ সংহারে।
সগর গুরুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁহার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ ॥
তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বেশ নিরূপণ।
করিয়া দিলেন সুখে ওহে তপোধন ॥
তদবধি তাঁর মতে যবনের দল।
মুণ্ডিত-মস্তক হৈল ওহে বিজ্ঞবর ॥
মুণ্ডনবিহীন হৈল যত শকগণ।
পারদেবা লম্বকেশ ওহে মহাত্মন্ ॥
অপক্রুরগণ সবে হৈল শ্মশ্রুধারী।
অন্য ক্ষত্র রহে স্বাধ্যায়াদি পরিহরি ॥
বষট্‌কারশূন্য হয় অন্য ক্ষত্রগণ।
স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হৈল সব জন ॥
ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া সকলে।
হইল ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত জানিবে অন্তরে ॥
তার পর মহারাজ সগর নৃপতি।
আপনার অধিষ্ঠানে বসি দ্রুতগতি ॥
পৃথিবীতে আধিপত্য করিয়া স্থাপন।
পরম সুখেতে কাল করিল হরণ ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গাঁথা ভক্তির লহরী।
দ্বিজ কালী সেই ভক্তি হৃদিমাঝে ধরি
ছন্দোবন্দে এ পুরাণ করিল রচন।
ভক্তিভরে সাধুগণ কর অধ্যয়ন ॥

চতুর্থ অধ্যায়

—※—

সগরের অশ্বমেধ, ভগীরথের গঙ্গানয়ন
ও রামচন্দ্রাদির উৎপত্তি।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
সগরের দুই পত্নী বিদিত ভুবন ॥
সুমতি একের নাম কশ্যপ-নন্দিনী।
বিদর্ভ-তনয়া আর নামেতে কেশিনী ॥
দুই নারী পুত্র হেতু হ'যে একমন।
ঔর্ব্বের শুশ্রূষা করে ওহে তপোধন ॥
মহাত্মা ঔর্ব্বও প্রীত হয়ে দোঁহাপরে।
কহিলেন সম্বোধিয়া সুমধুর স্বরে ॥
শুন ওগো রাণীদ্বয় আমার বচন।
তোমাদের মহাভক্তি করি দরশন ॥
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি অন্তরে।
লভিবে দোঁহায় পুত্র মম দত্ত বরে ॥
একের গর্ভেতে হবে এক বংশধর।
ষাইট হাজার পুত্র পাইবে অপর ॥
যে বর লইতে বাঞ্ছা হয় গো যাহার।
প্রকাশ করহ তাহা নিকটে আমার ॥
ঔর্ব্বের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
একমাত্র পুত্র চাহে কেশিনী তখন ॥
ষাইট হাজার পুত্র চাহিল সুমতি।
তথাস্তু বলিয়া বর দিল মহামতি ॥
তার পর কতিপয় দিবস মাঝারে।
গর্ভের লক্ষণ দেখা দিল কলেবরে ॥
যথাকালে এক পুত্র প্রসবে কেশিনী
অসমঞ্জা তার নাম ওহে গুণমণি ॥
ষাইট হাজার পুত্র সুমতির হৈল।
বিদিত সকলে ভূমে বলি মহাবল ॥
অসমঞ্জা হতে জন্মে পুত্র অংশুমান।
অসমঞ্জা অতি দুষ্ট খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
তাহারে দুর্ব্বৃত্ত দেখি সগর রাজন।
করেছিল মনে মনে এরূপ চিন্তন ॥

বয়োবৃদ্ধি হ'লে পুত্র সুশীল হইবে।
সে আশা নিষ্ফল হৈল অন্তরে জানিবে।
বয়োবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হইল তখন।
অসমঞ্জা সচ্চরিত্র না হৈল তখন॥
তাহা দেখি তারে ত্যাগ করিল সগর।
কিন্তু এক কথা বলি শুন গুণধর॥
সুমতির পুত্র যত ষাইট হাজার।
তাহারাও হৈল ক্রমে অতি দুরাচার॥
ক্রমে ক্রমে ধরামাঝে সৎকর্ম্ম-নিচয়।
তাহাদের দ্বারা বৎস অপধ্বস্ত হয়॥
তাহা দেখি দেবগণ বিষণ্ণ-অন্তরে।
উপনীত হন আসি কপিল-গোচরে॥
শ্রীবিষ্ণুর অংশভূত কপিল সুজন।
প্রণমি তাঁহারে কহে যত দেবগণ॥
শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তোমারে।
জনম ধরেছ তুমি বিশ্ব-হিত তরে॥
বিশ্বের উৎপাতরাশি শান্তির কারণ।
তোমার হয়েছে প্রভু ভূতলে জনম॥
ষাইট হাজার পুত্র সগর রাজার।
ধরায় হয়েছে তারা অতি দুরাচার॥
ইহার উপায় প্রভু করহ বিধান।
নতুবা মোদের আর নাহি পরিত্রাণ॥
দেবতার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কপিল সম্বোধি কহে মধুর বচন॥
শুন শুন সুরগণ বচন আমার।
হৃদি হ'তে চিন্তা ভয় কর পরিহার॥
সগরের দুরাচার যত পুত্রগণ।
অবিলম্বে কালমুখে হবে নিপতন॥
এত বলি মিষ্টভাষে আশ্বাসি সবারে।
বিদায় দিলেন বৎস জানিবে অন্তরে॥
কিছুদিন মধ্যে পরে সগর রাজন।
করিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন॥
যজ্ঞীয় তুরঙ্গ তাহে হইল হরণ।
সে অশ্ব পাতালপুরে করিল গমন॥
তার পর মহারাজ সগর নৃপতি।
আদেশ প্রদান কৈল পুত্রগণ প্রতি॥

ত্বরা করি যাহ সবে অশ্ব অন্বেষণে।
পিতার আদেশ তারা শুনিযা শ্রবণে॥
পৃথিবীর নানাস্থান করি পর্য্যটন।
অবশেষে বসুন্ধরা করিয়া খনন॥
প্রবেশ করিল সবে পাতাল নগরে।
দেখিল তথায় অশ্ব বিচরণ করে॥
অদূরে কপিল দেব করে অবস্থান।
শারদীয় সূর্য্য সম অতি তেজীয়ান॥
এতেক ব্যাপার চক্ষে করি দরশন।
সগরের দুরাচার যত পুত্রগণ॥
যজ্ঞবিঘ্নকারী ভাবে কপিল দেবেরে।
অশ্ব-অপহারী জ্ঞান করিল তাঁহারে॥
এত ভাবি অস্ত্র তুলি যত পুত্রগণ।
"বধ বধ" বাক্য মুখে করি উচ্চারণ॥
ধাবমান হৈল সবে কপিল-উপরে।
তাহা দেখি ভগবান্ কুপিত অন্তরে॥
রোষেতে আরক্ত করি যুগল লোচন।
ঘন ঘন দুষ্টগণে করেন দর্শন॥
তাঁহার শরীর হ'তে অনল-আকারে।
মহাতেজ বাহিরিল জানিবে অন্তরে॥
সেই অগ্নিতেজে যত সগর নন্দন।
ভস্মীভূত হয়ে গেল শমন ভবন॥
এতেক সংবাদ পেয়ে সগর ভূপতি।
পাঠালেন অংশুমানে অতি দ্রুতগতি।
পিতামহ-আজ্ঞা ধরি নিজ শিরোপরে
অংশুমান গেল চলি অশ্ব আনিবারে॥
পিতৃব্যেরা যেই পথ করেছে খনন।
সেই পথে উপনীত কপিল সদন॥
বিস্তর করিল স্তব ভক্তিভরে তাঁরে॥
কপিল সন্তুষ্ট হয়ে কহিল তাঁহারে॥
শুন শুন ওগো বৎস আমার বচন।
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন॥
অভিমত বর লহ আমার গোচরে।
অশ্ব লয়ে যাও তুমি আপন আগারে॥
পরিণামে তব পৌত্র অতি মহাত্মন্।
করিবে গঙ্গারে স্বর্গ হ'তে আনয়ন॥

কপিলের এই বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
কহিলেন অংশুমান বিনীত বচনে ॥
শুন শুন ভগবন্ মম নিবেদন।
ব্রহ্ম কোপানলে দগ্ধ মম পিতৃগণ ॥
যাহাতে স্বর্গেতে যায় কর মহামতি।
এই বর দেহ প্রভু করিগো মিনতি ॥
শুনিয়া কপিল কহে ওহে বাছাধন।
উপায় পূর্ব্বেতে আমি করেছি কীর্ত্তন ॥
তব পৌত্র ধরাতলে আনিবে গঙ্গারে।
তব পিতৃগণ তাহে যাইবেন তরে ॥
তাহার তরঙ্গে তব যত পিতৃগণ।
উদ্ধার পাইয়া যাবে অমর ভুবন ॥
অনায়াসে সুরধামে যাইবে সকলে।
গঙ্গার মাহাত্ম্য বল কে বলিতে পারে ॥
বিষ্ণুপদাঙ্গুষ্ঠ হ'তে পতিত পাবনী।
হ'য়েছেন বহির্গত ওহে গুণমণি ॥
তাঁহার মাহাত্ম্য বল কে করে বর্ণন।
শুন শুন যাহা বলি ওহে বাছাধন ॥
অভিসন্ধি করি স্নান কৈলে গঙ্গানীরে।
কেবল তাহাতে নাহি যায় সুরপুরে ॥
যে কোন প্রকারে হোক্ কৈলে গঙ্গাস্নান
সুরলোকে যায় সেই ওহে মতিমান ॥
মৃতের কেশাদি অস্থি ভস্ম কিম্বা আর।
গঙ্গাজলে যদি পড়ে ওহে গুণাধার ॥
অনায়াসে সুরধামে সে করে গমন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য যত করিয়া শ্রবণ।
অংশুমান কপিলেরে করিয়া বন্দন ॥
অশ্ব লয়ে উপনীত হন যজ্ঞস্থলে।
নিবেদন করে পিতামহের গোচরে ॥
অশ্ব দরশনে সেই সগর নৃপতি।
হইলেন অতি তুষ্ট ওহে মহামতি ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ তিনি করি সমাপন।
অসমঞ্জা সুতে পুনঃ করি সম্বোধন ॥
গ্রহণ করিল তারে হরিষ অন্তরে।
অপূর্ব্ব ঘটনা বলি শুন তার পরে ॥

অংশুমান হ'তে হয় দিলীপ সুজন।
দিলীপের পুত্র ভগীরথ মহাত্মন ॥
ভগীরথ স্বর্গ হ'তে আনেন গঙ্গারে।
তাই গঙ্গা ভাগীরথী এই নাম ধরে ॥
ভাগীরথী সুত হয় শ্রুত অভিধান।
শ্রুতের তনয় সেই নাভাগ ধীমান্ ॥
অম্বরীষ নাভাগের জানিবে নন্দন।
সিন্ধুদ্বীপ তার পুত্র ওহে তপোধন ॥
অযুতায়ু জন্মে পরে সিন্ধুদ্বীপ হ'তে।
অযুতায়ু পান পরে ঋতুপর্ণ সুতে ॥
ঋতুপর্ণ লভে পুত্র নাম সর্ব্বকাম।
সর্ব্বকাম হ'তে হয় সুদাস ধীমান্ ॥
সুদাসের পুত্র হয় সৌদাস সুমতি।
সৌদাসের কথা পরে শুন মহামতি ॥
প্রসিদ্ধ হয়েন তিনি মিত্রসহ নামে।
বলিতেছি তাঁর কথা শুন অবধানে ॥
একদিন মৃগয়ার্থে সৌদাস রাজন।
গহন অটবীমধ্যে করেন ভ্রমণ ॥
দেখিলেন দুই ব্যাঘ্র ভীষণ আকারে।
গহন কাননমাঝে বিচরণ করে ॥
যত কিছু মৃগ ছিল কানন মাঝার।
সেই দুই ব্যাঘ্র সবে করেছে সংহার ॥
সৌদাস সে ব্যাঘ্রদ্বয়ে করি দরশন।
একবাণে একটার বধিল জীবন ॥
মৃত্যুকালে সেই ব্যাঘ্র করাল বদন।
বিস্তার করিল ঘোর রাক্ষস যেমন ॥
তখন দ্বিতীয় ব্যাঘ্র করি অহঙ্কার।
রাজারে সম্বোধি কহে শুন দুরাচার ॥
প্রতিফল দিব আমি অবশ্য তোমারে।
এত বলি তিরোহিত হৈল সেই স্থলে ॥
তার পর কিছুদিন করিলে যাপন।
সৌদাস মহৎ যজ্ঞ করে আয়োজন ॥
আচার্য্য বশিষ্ঠ ঋষি যজ্ঞ-অবসানে।
নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল আপন ভবনে ॥
তখন বশিষ্ঠরূপ করিয়া ধারণ।
সে রাক্ষস নৃপপাশে করি আগমন ॥

কহিল শুনহ নৃপ তুমি গুণাধার।
মাংস ভোজনেতে ইচ্ছা হয়েছে আমার॥
পক্ক মাংস তুমি মোরে করহ প্রদান।
এখনি তোমার পাশে আসিব ধীমান্॥
এত বলি তথা হ'তে চলিল অমনি।
সুরবেশ ধরি পুনঃ আসিল তখনি॥
নরমাংস পাক করি রাজার সদনে।
উপনীত হৈল আসি পুলকিত মনে॥
মাংস দেখি মহামতি সৌদাস নৃপতি।
স্বর্ণপাত্রে রাখি তাহা অতি দ্রুতগতি॥
বশিষ্ঠের আগমন করি প্রতীক্ষণ।
রহিলেন নরপতি ওহে তপোধন॥
মহর্ষি বশিষ্ঠ পরে সমাগত হ'লে।
সেই মাংস সমর্পণ করিলেন তাঁরে॥
মাংস দেখি ঋষিবর করেন চিন্তন।
মাংস আনি মোরে দিল নৃপতি যখন॥
তখন ইহার সম নাহি দুরাচার।
যাহা হোক্ ভালরূপে করিব বিচার॥
কি জীবের মাংস মোরে করিল অর্পণ।
এত চিন্তা করি হন ধ্যানে নিমগন॥
দেখিলেন ধ্যানযোগে নরমাংস আনি।
আহার কারণে তাঁরে দিল নৃপমণি॥
তাহা দেখি রোষে তাঁর কাঁপে কলেবর।
অভিশাপ দিয়া কহে শুনরে বর্ব্বর॥
আমারে অবজ্ঞা করি অভোজ্য অর্পিলে।
তাঁহার উচিত ফল ভুঞ্জ এইবারে॥
রাক্ষস-আকার তুমি করিয়া গ্রহণ।
মাংসভোজী হয়ে কর সময় যাপন॥
এইরূপ শাপ দিলে সৌদাস নৃপতি।
বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে কহে দ্রুতগতি॥
কি হয়েছে কি হয়েছে ওহে তপোধন।
কিসের লাগিয়া রোষ কর অকারণ॥
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পুনশ্চ মহর্ষি ধ্যান করে একমনে॥
সকল বৃত্তান্ত তাহে জানিয়া তখন।
কৃপা করি নৃপতিরে কহেন বচন॥

আদ্যন্ত কালের জন্য আমি হে তোমারে।
অভিশাপ নাহি দিনু জানিবে অন্তরে॥
দ্বাদশবরষ তুমি রাক্ষস হইয়ে।
অবস্থান কর নৃপ জানিবে হৃদয়ে॥
এত বলি তুষ্ণীভাব করিলে ধারণ।
সৌদাস উদকাঞ্জলি করিয়া গ্রহণ॥
অভিশাপ মুনিবরে করিতে প্রদান।
হইলেন সমুদ্যত ওহে মতিমান্॥
তাহা দেখি দময়ন্তী রাজার রমণী।
নিবারিয়া কহে তাঁরে শুন নৃপমণি॥
কুলগুরু কুলাচার্য্য বশিষ্ঠ সুজন।
ইঁহারে কখন শাপ না দিও রাজন্॥
এত বলি রোষশান্তি করিলে পতির।
নৃপবর ক্রমে ক্রমে হলেন সুস্থির॥
শস্যাম্বুদ রক্ষণার্থ আকাশে ভূতলে।
সলিল-অঞ্জলি নৃপ নাহি দিল ফেলে॥
তাহা দিয়া স্বীয় পদ করিল সিঞ্চন।
তাহাতে ঘটিল যাহা শুনহ এখন॥
ক্রোধাশ্রিত জল দ্বারা তাঁর পদদ্বয়।
দগ্ধ হয়ে কল্মাষতা পায় মহোদয়॥
শ্রীকল্মাষপাদ নামে তদবধি তিনি।
বর্ণিত হ'লেন বিশ্বে ওহে গুণমণি॥
দ্বাদশ বরষ ধরি রাক্ষস আকারে।
সেই নৃপ সদা থাকি কানন-ভিতরে॥
অসংখ্য অসংখ্য নর করিল ভোজন।
কহিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন।
এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে।
একদিন নরপতি নয়নে নেহারে॥
ঋতুমতী ভার্য্যা সহ বিপ্র এক জন।
আনন্দ-সলিলে ভাসি করিছে রমণ॥
তাহা দেখি সম্মুখীন হ'লে নরপতি।
ভয়েতে বিত্রস্ত হৈল ব্রাহ্মণ-দম্পতী॥
রাক্ষসের ভীম মূর্ত্তি করি দরশন।
প্রাণপণে দুইজনে করে পলায়ন॥
নিশাচররূপী রাজা পশ্চাতে পশ্চাতে।
ধাবমান হয়ে যায় বিপ্রেরে ধরিতে॥

তখন ব্রাহ্মী তাঁরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন তুমি হে রাজন্ ॥
ইক্ষ্বাকু কুলের শ্রেষ্ঠ তুমি নরপতি।
বশিষ্ঠের অভিশাপে এ হেন দুর্গতি ॥
ঋষি-শাপে ধরিয়াছ রাক্ষস আকার।
নারী ধর্ম্মসুখ নাহি অজ্ঞাত তোমার ॥
এত বলি নানারূপ করি অনুনয়।
পতির জীবন ভিক্ষা ব্রাহ্মণী মাগয় ॥
কিন্তু তাহে কোন ফল না হৈল তাহার।
না শুনিল কোন কথা রাজা দুরাচার ॥
পশু ধরি গ্রাস করে ব্যাঘ্রেরা যেমন।
দ্বিজবরে নৃপ তথা করিলা গ্রসন ॥
তখন ধরিল সেই বিপ্রের কুমারে।
ব্রাহ্মণী কুপিত হয়ে কহে হেনকালে ॥
শোন শোন দুরাত্মন্ আমার বচন।
পতিরে যেমন তুই করিলি হনন ॥
পরিতৃপ্ত নাহি আমি হইতে হইতে।
পতিরে বধিলি তুই আমার সাক্ষাতে ॥
নারী ভোগে তুই চেষ্টা করিবি যখন।
তখনি জীবন তোর হবে বিমোচন ॥
এত বলি অভিশাপ করিলা প্রদান।
অগ্নিতে পশিয়া নারী ত্যজিল পরাণ ॥
দ্বাদশ বরষ পরে অতীত হইলে।
সৌদাসের শাপমুক্তি হৈল সেইকালে ॥
সম্ভোগ বাসনা হৃদে জন্মিল তাঁহার।
পত্নীরে স্মরণ কৈল রাজা গুণাধার ॥
ব্রাহ্মণীর শাপ কিন্তু হইল স্মরণ।
নারী ভোগে ক্ষান্ত কাজে রহিল রাজন ॥
বংশ রক্ষা হেতু পরে ডাকি বশিষ্ঠেরে।
পুত্র উৎপাদন হেতু অনুরোধ করে ॥
বশিষ্ঠ রাজার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রাজপত্নী-সহবাস করেন তখন ॥
দ্বাদশ বরষ গর্ভ ধরিয়া মহিষী।
প্রসব করিল পুত্র ওহে মহা-ঋষি ॥
অশ্ম দ্বারা আপনার আঘাতি উদর।
প্রসব করিল ধনী এক পুত্রবর ॥

অশ্মাঘাতে সমুৎপন্ন এই সে কারণে।
অশ্মক নামেতে পুত্র বিদিত ভুবনে ॥
অশ্মকের পুত্র হয় মূলক আখ্যান।
মূলকের কথা শুন ওহে মতিমান্ ॥
পৃথিবী নিক্ষত্র হ'লে সেই নৃপমণি।
বিবস্ত্রা স্ত্রীগণে বেড়ি ওহে মহামুনি ॥
তাহাদের রক্ষাক্রিয়া করিয়া সাধন।
স্ত্রীকবচ নামে হন বিদিত ভুবন ॥
দশরথ নামে পুত্র মূলকের হয়।
ইলবিল তাঁর পুত্র আছে পরিচয় ॥
বিশ্বসহ জন্মে পরে ইলবিল হ'তে।
বিশ্বসহ হ'তে জন্মে দিলীপ জগতে ॥
দিলীপের নাম হয় খট্টাঙ্গ আখ্যান।
খট্টাঙ্গের বিবরণ শুন মতিমান্ ॥
দেবাসুরে যুদ্ধ পূর্ব্বে হয় যেইকালে।
দেবগণ আসি সেই খট্টাঙ্গ-গোচরে ॥
সাহায্য চাহিলে তাহা করে নরপতি।
দেবগণ তাহে তুষ্ট হয়েছিল অতি।
তখন খট্টাঙ্গ কহে শুন দেবগণ।
মম প্রতি তুষ্ট যদি হয়েছ এখন ॥
মম পরমায়ু তবে কর নিরূপণ।
এত শুনি দেবগণ কহিল তখন ॥
শুন শুন মহারাজ বলি হে তোমারে।
মুহূর্ত্ত জীবিত তুমি থাকিবে সংসারে ॥
দেবতার হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিমানেতে নরপতি করি আরোহণ ॥
অবিলম্বে দ্রুতগতি আসিয়া ভূতলে।
কহিলেন এই বাক্য অতি উচ্চৈঃস্বরে ॥
"মম আত্মা যাহা আছে দেহের ভিতর।
বিপ্রাপেক্ষা যদি তা না হয় প্রিয়তর ॥
নাহি করে থাকি যদি অধর্ম্মানুষ্ঠান।
দেব প্রতি যদি আমি হই ভক্তিমান্ ॥
দেব নর পশু পক্ষী ইত্যাদি জীবেরে।
যদি আমি দেখে থাকি সমান প্রকারে ॥
তাহা হলে আমি যেন চলিত না হয়ে।
পরম পুরুষে পাই সানন্দ হৃদয়ে ॥"

 বিষ্ণুপুরাণ,

এত বলি ইহলোক করি সম্বরণ।
পরাত্মাতে লীন হন নৃপতি তখন ॥
পূর্ব্বে সপ্ত ঋষি ইহা করেছে কীর্ত্তন।
"মুহূর্ত্ত জীবিত থাকি খট্টাঙ্গ রাজন ॥
স্বর্গ হ'তে ধরাতলে আসিয়া অচিরে।
দানাদি করিয়া দান প্রফুল্ল অন্তরে ॥
ত্রিলোককে পরিতৃপ্ত করেছিল তিনি।
তার তুল্য কভু কোথা নাহি নৃপমণি ॥"
ঋষিদের এই কথা অখিল ভুবনে।
প্রসিদ্ধ হইয়া আছে জানিবেক মনে ॥
খট্টাঙ্গ হইতে রঘু লভেন জনম।
রঘুর তনয় অজ বিদিত ভুবন ॥
অজপুত্র দশরথ বিদিত সংসারে।
শুন শুন তার পর বলি হে তোমারে ॥
ভূভার হরিতে প্রভু বিষ্ণু ভগবান্।
অংশ চতুষ্টয়ে আসে এই মর্ত্ত্যধাম ॥
দশরথ ঔরসেতে লভেন জনম।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি জানে সর্ব্বজন ॥
বাল্যকালে সেই রাম বিশ্বামিত্র সনে।
যজ্ঞরক্ষা হেতু যান তাঁহার আশ্রমে ॥
তাড়কা রাক্ষসী তথা করিত বসতি।
তাহারে করেন বধ রাম রঘুপতি।
তাঁহার প্রক্ষিপ্ত শরে ঋষি যজ্ঞস্থলে।
নিশাচর মারীচেরে দূরদেশে ফেলে ॥
সুবাহু প্রভৃতি করি রাক্ষসে তখন।
অবহেলে নিজ শরে করেন নিধন ॥
গৌতমের ভার্য্যা ছিল অহল্যা সুন্দরী
পাপহীনা হৈল সেই রামচন্দ্রে হেরি ॥
শাপে মুক্ত হন তিনি জানে সর্ব্বজন।
জনকের গৃহে যান শ্রীরাম তখন।
হরধনু ভগ্ন করি জনক-আগারে ॥
লভিলেন রঘুপতি জানকী দেবীরে।
বিবাহ করিয়া যবে করে আগমন ॥
ভৃগুরাজ সহ দেখা পথেতে তখন ॥
সেহয় কুলের কেতু শ্রীপরশুরাম।
তার দর্প চূর্ণ করে প্রভু রঘুরাম ॥

রাজ্যেরে করিয়া তুচ্ছ সেই রঘুপতি।
পিতৃসত্য পালিবারে বনে করে গতি ॥
ভার্য্যা আর ভ্রাতৃ সহ যাইয়া কাননে।
চতুর্দ্দশ বর্ষ রহে বিদিত ভুবনে ॥
কাননে সীতারে হরে রাক্ষস রাবণ।
তাহে ক্রুদ্ধ হয়ে রাম ওহে তপোধন ॥
বিরাধ দূষণ আদি বিবিধ রাক্ষসে।
করিলেন নিপাতিত থাকি বনবাসে ॥
বালিরে তাহার পর করিয়া নিধন।
কপির সাহায্যে করে সাগর বন্ধন ॥
উপনীত হয়ে পরে শ্রীলঙ্কানগরে।
রক্ষকুল ধ্বংস করি উদ্ধারে সীতারে ॥
তার পর সীতা আসি রামের সদন।
অনলে প্রবেশ করি ওহে তপোধন ॥
শুদ্ধ চরিত্রের করে পরীক্ষা প্রদান।
অযোধ্যায় আসে পরে রাম মতিমান ॥
একদিকে তিন কোটি গন্ধর্ব্বের প্রাণ।
ভরত সংহার করে জানিবে ধীমান ॥
শত্রুঘ্ন ও মধুপুত্র লবণেরে মারি।
তথায় স্থাপন করে মথুরা নগরী ॥
এইরূপে চারি ভাই হইয়া মিলিত।
ধরাতলে মানবের উপকারে হিত ॥
দুষ্টের জীবন ধন করিয়া সংহার।
পারশেষে যান স্বর্গে ওহে গুণাধার ॥
যখন স্বর্গেতে রাম করে আরোহণ।
অনুরাগী যারা ছিল তাঁহাতে তখন ॥
তাহারাও মহাসুখে গেল সুরপুরে।
কহিনু তোমার পাশে জানিবে অন্তরে।
রামের তনয় দুই কুশ লব নাম।
লক্ষ্মণের দুই পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
অঙ্গদ একের নাম চন্দ্রকেতু পরে।
লক্ষ্মণের দুই পুত্র বিদিত সংসারে ॥
ভরতের দুই পুত্র তার্ক্ষ্য ও পুষ্কর।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র অতি গুণধর ॥
সুবাহু একের নাম শূরসেন পরে।
কহিনু তোমার পাশে জানিবে অন্তরে

কুশের তনয় হয় অতিথি আখ্যান।
অতিথির এক পুত্র নিষধ ধীমান্ ॥
নিষধের পুত্র নল জানে সর্ব্বজন।
নলপুত্র নভ নৃপ ওহে তপোধন ॥
পুণ্ডরীক নভপুত্র জানে সর্ব্বনরে।
পুণ্ডরীক ক্ষেমধন্বা পুত্র লাভ করে ॥
দেবানীক তাব পুত্র জানে সর্ব্বজন।
অহীনগু তার পব লভেন জনম ॥
অহীনগু হ'তে করু জনমে ভূতলে।
রুরু হ'তে পারিপাত্র নিজ জন্ম ধরে ॥
পারিপাত্র হ'তে শিল লভয়ে জনম।
শিল হ'তে উক্থ জন্মে ওহে তপোধন।
উন্নাভ উকথের পুত্র খ্যাত বসুমতী।
উন্নাভের পুত্র বজ্রনাভ মহামতি ॥
বজ্রনাভ হ'তে জন্মে শঙ্খনাভ পরে।
ব্যুষিতাশ্ব তাব পব জনমে ভূতলে ॥
ব্যুষিতাশ্ব বিশ্বসহে করে উৎপাদন।
বিশ্বসহ লাভ করে একটী নন্দন ॥
শ্রীহিরণ্যনাভ হয় তাহার আখ্যান।
হিরণ্যনাভের পত্র পুষ্য মতিমান্ ॥
যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষিপাশে করিবা গমন।
যোগশিক্ষা করে পুষ্য ওহে তপোধন ॥
পুষ্য হ'তে ধ্রুবসন্ধি জনমিল পরে।
ধ্রুবসন্ধি সুদর্শনে পুত্র লাভ করে ॥
সুদর্শন অগ্নিবর্ণে করে উৎপাদন।
অগ্নিবর্ণ হ'তে হয় শীঘ্রের জনম ॥
শীঘ্রের তনয় মরু বিদিত ভুবনে।
অদ্যাপি সে মরু আছে কহি তব স্থানে
কলাপগ্রামেতে মরু করি অবস্থান।
যোগ অবলম্বি আছে ওহে মতিমান্ ॥
আগামী যুগেতে হবে যত ক্ষত্রগণ।
প্রবর্ত্তিতা হবে মরু জানিবে তখন ॥
মরুর আছিল পুত্র পশুশ্রুত নামে।
পশুশ্রুত-সুত হন আত্মজ আখ্যানে ॥
আত্মজের পুত্র হয় অশ্বসন্ধি নাম।
অশ্বসন্ধি হ'তে জন্মে অমর্ষ ধীমান্ ॥

সহস্রাংশু অমর্ষের জানিবে নন্দন।
বিশ্রুতবান্ তার পর লভেন জনম ॥
বিশ্রুতবানের পুত্র বৃহদ্বল হয়।
তার পর শুন বলি ওহে সদাশয় ॥
ভারত-সংগ্রাম পরে হয় যেইকালে।
সে ভীম সংগ্রামে সেই বৃহদ্বল মরে ॥
মহাবল অভিমন্যু অর্জ্জুন-কুমার।
বৃহদ্বল নৃপবরে করেন সংহার ॥
ইক্ষ্বাকুবংশের যত ছিল রাজগণ।
তাদের বিষয় আজি করিনু কীর্ত্তন ॥
তাঁদের চরিত শুনে যেই মহামতি।
অখিল পাতকে পায় যেজন নিষ্কৃতি ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী হরিস অন্তর ॥ ৪ঃ

পঞ্চম অধ্যায়।

—※—

নিমিযজ্ঞবিবরণ সীতার উৎপত্তি ও কুশধ্বজবংশ বিবরণ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি বিদিত ভুবন ॥
নিমি রাজা কোন কালে একান্ত অন্তরে
সহস্র বরষব্যাপী যজ্ঞক্রিয়া করে ॥
বশিষ্ঠেরে হোতৃকর্ম্মে করিলে বরণ।
বশিষ্ঠ রাজারে কহে শুনহ রাজন ॥
ত্রিলোক-ঈশ্বর ইন্দ্র মহামতিমান্।
করেছেন এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান ॥
পঞ্চশতবর্ষব্যাপী সেই যজ্ঞ হয়।
বরণ করেছে মোরে তাহে মহোদয় ॥
তাঁহার বচনে আমি করেছি স্বীকার।
অতএব অগ্রে তথা হব আগুসার ॥
তাহার যজ্ঞের কর্ম্ম করি সমাপন।
তোমার ঋত্বিক-কার্য্য করিব সাধন ॥
মহাঋষি এইরূপ কহিলে রাজারে।
উত্তর না দিয়া রাজা মৌনভাব ধরে ॥

এদিকে বশিষ্ঠ গিয়া ইন্দ্রের সদন।
তাঁহার যতেক যজ্ঞ করিল সাধন॥
নিমিরাজা গৌতমাদি ঋষিগণ সনে।
স্বীয় যজ্ঞ নির্ব্বাহিত করিল বিধানে॥
মহেন্দ্রের যজ্ঞক্রিয়া হ'লে সমাপন।
মহর্ষি বশিষ্ঠ আসি নিমির সদন॥
দেখিলেন গৌতমের কর্ত্তৃত্ব তথায়।
দেখিয়া রোষেতে কাঁপে তাপসের কায়॥
অভিশাপ দিয়া কহে রাজারে তখন।
গৌতমের প্রতি ভার করেছ অর্পণ॥
অতএব দেহত্যাগী হবেহে অচিরে
এইরূপে শাপ ঋষি দিলেন রাজারে॥
নৃপতিরে শাপ দেন মহর্ষি যখন।
নিদ্রায় আচ্ছন্ন রাজা ছিলেন তখন॥
ক্ষণপরে গাত্রোত্থান করি নরপতি।
হইলেন মনে মনে অতি ক্রুদ্ধমতি॥
উদ্দেশে ঋষিরে শাপ করেন প্রদান।
দুষ্টগুরু শাপ মোরে করিয়াছে দান॥
অবিলম্বে হবে তার শরীর পতন।
এত বলি শাপ দিল ঋষিরে রাজন॥
দেখিতে দেখিতে রাজা ত্যজিল জীবন।
তার পর শুন শুন অপূর্ব্ব ঘটন॥
বশিষ্ঠের দে[illegible]ত যাইয়া অচিরে।
প্রবেশ করিল মিত্রাবরুণ শরীরে॥
অকস্মাৎ উর্ব্বশীরে করি দরশন।
মিত্রাবরুণের তেজ হইল স্খলন॥
তদ্দ্বারা বশিষ্ঠ পুনঃ পায় দেহান্তর।
এদিকে রাজার সেই মৃত কলেবর॥
তৈলগন্ধ আদি দ্বারা সংস্কৃত হ'য়ে।
সদ্যোমৃত সম র[illegible] জ্ঞানীর হৃদয়ে॥
ক্লেদাদিবিহীন হ'য়ে হয় মনোহর।
তার পর শুন বলি ওহে গুণধর॥
নিমিযজ্ঞ অবশেষে হ'লে সমাপন।
যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ আসে দেবগণ॥
ঋত্বিকেরা তাঁহাদিগে করি দরশন।
কহিলেন শুন শুন ওহে দেবগণ॥
ভূপালেরে বর দেহ করিয়া করুণা।
তোমা সবাপাশে ইহা মোদের কামনা॥
দেবগণ এইরূপ করিয়া শ্রবণ।
নিমির চৈতন্য ক্রমে করেন সাধন॥
তখন নৃপতি কহে সম্বোধন করি।
নমো নমঃ দেবগণ চরণ-উপরি॥
সংসারের দুঃখ যত ওহে দেবগণ।
সমূলে তোমরা সব করহ নিধন॥
দেহ হ'তে পরমাত্মার বিয়োগামী হয়।
তাহা হ'তে দুঃখ যাবে নাহিক নিশ্চয়॥
অতএব যাহে দেহ [illegible] পুনর্ব্বার।
এইরূপ বর দেও বাসনা আমার॥
নৃপতির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে যত দেবগণ॥
সকল ভূতের নেত্রে তাহার বসতি।
নিরূপণ করি দিলে ওহে মহামতি॥
সে হ'তে জীবের নেত্রে উন্মেষ নিমেষ।
লক্ষিত হইয়া থাকে কহিনু বিশেষ॥
শুন শুন তার পর মৈত্রেয় সুজন।
অপুত্রক হয়ে মরে নিমি মহাত্মন্॥
অরাজক হবে রাজ্য এই আশঙ্কায়।
মিলিত হইল যত ঋষি সমুদায়॥
অরণীকাষ্ঠেতে করি নৃপ কলেবর।
মথিতে আরম্ভ কৈল ওহে গুণধর॥
কিছুকাল এইরূপে মথিতে মথিতে।
পুত্র এক জনমিল নৃপদেহ হ'তে॥
কেবল জনক হ'তে জনম [illegible]।
এ হেতু জনক নাম ধরিল [illegible]॥
বিদেহ হয়েছে পিতা ঋষির শাপেতে।
তাই পুত্র খ্যাত হন বৈদেহ নামেতে॥
অরণীমন্থন দ্বারা হয়েছে জনম।
এই হেতু মিথি নাম করিল ধারণ॥
উদাবসু নামে পুত্র জনকের হয়।
শ্রীনন্দিবর্দ্ধন উদাবসুর তনয়॥
নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র কেতু মহামতি।
দেবরাত কেতুপুত্র ধর্ম্মশীল অতি॥

বৃহদ্রথ নামে পুত্র দেবরাত পায় ।
বৃহদ্রথসুত মহাবীর্য্য মহাকায় ॥
মহাবীর্য্য হ'তে জন্মে সুধৃতি নন্দন ।
সুধৃতির পুত্র ধৃষ্টকেতু মহাত্মন্ ॥
ধৃষ্টকেতু হ'তে পরে হর্য্যশ্ব জনমে ॥
হর্য্যশ্বের পুত্র মরু বিদিত ভুবনে ॥
শ্রীপ্রতিবন্ধক হয় মরুর তনয় ।
প্রতিবন্ধকের পুত্র কৃতিরথ হয় ॥
কৃতিরথ হ'তে দেবমীঢের জনম ।
দেবমীঢ পান পরে বিবুধ নন্দন ॥
বিবুধের পুত্র হয় মহাধৃতি নাম ।
কৃতিরাত তার পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান ।
কৃতিরাত হ'তে মহারোমের জনম ।
মহারোমা হ'তে এক জনমে নন্দন ॥
শ্রীস্বর্ণরোমা হয় তাহার আখ্যান ।
হ্রস্বরোমা তার পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান
হ্রস্বরোমা হ'তে সীরধ্বজের জনম ।
সীরধ্বজ-বিবরণ করহ শ্রবণ ॥
যজ্ঞভূমি কর্ষণ করে নৃপরায় ।
তাহার কারণমাত্র পুত্রকামনায় ॥
তাহে লাঙ্গলের ফলা লাগিলে ভূমে
সীতা নামে এক কন্যা উঠে আচম্বিতে
সাকশ্য রাজ্যের রাজা কুশধ্বজ নাম ।
সীরধ্বজ-ভ্রাতা তিনি কহিনু তোমায় ॥
তাহার পুত্রের নাম হয় ভানুমান ।
শতদ্যুম্ন তার পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
শতদ্যুম্ন পুত্র শুচি ওহে মহাত্মন্ ।
শুচি পুত্র ঊর্দ্ধবাহু বিদিত ভুবন ॥
ঊর্দ্ধবাহু ভারদ্বাজে উৎপাদন করে ।
ভারদ্বাজ জন্ম দেয় জানিবে কুনিরে ॥
কুনির তনয় হয় নামেতে অঞ্জন ।
কৃতজিৎ তার পুত্র জানে সর্ব্বজন ॥
অরিষ্টনেমির পুত্র পায় কৃতজিত ।
অরিষ্টনেমির পুত্র শ্রতায়ু নিশ্চিত ॥
সুপার্শ্ব তাহার পুত্র বিদিত সংসারে ।
সঞ্জয় সুপার্শ্বসুত কহিনু তোমারে ॥
ক্ষেমারিরে জন্ম দেয় জানিবে সঞ্জয় ।
অনেনা ক্ষেমারিপুত্র আছে পরিচয় ॥
অনেনার পুত্র মানরথ মহামতি ।
মানরথ পায় সুত নামে সত্যরথি ॥
সত্যরথি উপগুপ্তে করে উৎপাদন ।
উপগুপ্ত পায় পুত্র ওহে তপোধন ॥
উপগুপ্ত শাশ্বতেরে করে উৎপাদন ।
সুদর্শা শাশ্বতসুত জানে সর্ব্বজন ॥
সুবর্চ্চার পুত্র হয় সুভাস আখ্যান ।
শ্রুতকে জনন দেয় সুভাস ধীমান্ ॥
শ্রুতের জনমে পুত্র নাম তার জয় ।
জয়ের তনয় জন্মে নামেতে বিজয় ॥
বিজয়ের পুত্র ঋত ওহে মহামতি ।
সুনয় ঋতের সুত খ্যাত বসুমতী ॥
সুনয়ের পুত্র হয় বীতহব্য নাম ।
সঞ্জয় তাহার পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
ক্ষেমাশ্ব তাহার পুত্র বিদিত ভুবন ।
ক্ষেমাশ্ব ধৃতিরে পরে করে উৎপাদন ॥
বহুলাশ্ব ধৃতিসুত জানিবে অন্তরে ।
বহুলাশ্ব জন্ম পরে দিলেন কৃতিরে ॥
কৃতিতে জনক বংশ আছে অবস্থিত ।
কহিনু জনকবংশ করি বিস্তারিত ॥
অতঃপর ইহাদের বংশেতে আবার ।
জন্মিবেক আত্মদর্শী কত মহীপাল ॥১-১৪

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

—*—

চন্দ্রবংশ কথন, তারাহরণ ও
অগ্নিত্রয়োৎপত্তি ।

মৈত্রেয় কহিল পুনঃ ওহে ভগবন্ ।
সূর্য্যবংশ বিবরণ করিলে কীর্ত্তন ॥
চন্দ্রবংশ শুনি এবে হ'তেছে বাসনা ।
কীর্ত্তন করিয়া তাহা পূরাও কামনা ॥
চন্দ্রবংশ নৃপগণ বিদিত ভুবন ।
অদ্যাপি আছয়ে তার যেই সব জন ॥

তাহাদের বিবরণ শুনিব শ্রবণে।
বর্ণন করহ এবে কৃপা বিতরণে॥
পরাশর কহে শুন ওহে মহামতি।
বলিতেছি সেই সব অপূর্ব্ব ভারতী॥
প্রসিদ্ধ চন্দ্রের বংশে নহুষ যযাতি।
কার্ত্তবীর্য্য আদি করি যত নরপতি॥
জনম লভিয়াছিল ওহে মহাত্মন্ ;
তোমার নিকটে তাহা করিব কীর্ত্তন॥
বিষ্ণুনাভিপদ্ম হ'তে ব্রহ্মা ভগবান্।
প্রথমে জনম লয় ওহে মতিমান্॥
তার পর ব্রহ্মা হতে অত্রির জনম।
অত্রি হতে চন্দ্র পরে হয় উৎপাদন॥
এইরূপে চন্দ্রদেব জনম লভিলে।
ওষধি ঈশ্বর ব্রহ্মা করিল তাহারে॥
নক্ষত্রের পতি আর দ্বিজ-অধিশ্বর।
করিলেন ব্রহ্মা তারে ওহে ঋষিবর॥
এইরূপে আধিপত্য করিয়া গ্রহণ।
রাজসূয় যজ্ঞ চন্দ্র করেন তখন॥
ঐশ্বর্য্যমদেতে মত্ত হয়ে যজ্ঞশেষে।
গুরুদারা তারা হরি আনেন হরিষে॥
বৃহস্পতি ব্রহ্মা আর অন্য দেবগণ।
ঋষিগণ সহ আসি চন্দ্রের সদন॥
বিস্তর মিনতি করে করিলেন তারে।
তবু নাহি প্রত্যর্পণ করিল তাহারে॥
তার পর শুক্র আর রুদ্র ভগবান্।
বৃহস্পতি পক্ষ হয়ে ওহে মতিমান্॥
সাহায্য করিতে হৈল উদ্যত তখন।
শুক্র সহ দৈত্য আসে কত অগণন॥
জম্ভ কুজম্ভাদি করি তাহাতে প্রধান।
তাহা দেখি মহামনা চন্দ্র মতিমান্।
দেব সেনা সঙ্গে লয়ে কুপিত অন্তরে।
যুদ্ধার্থি মাতিল ক্রমে বলি শম্ভু তোমারে॥
দুই দলে যুদ্ধ ক্রমে বাধে ঘোর তর।
জগৎ হইল ক্ষুব্ধ ওহে নিরন্তর॥
তাহা দেখি ভয়ে যত বিশ্ববাসীগণ।
ব্রহ্মার নিকট গিয়া লভিল শরণ॥
পদ্মযোনি যুদ্ধ হ'তে নিবারি সবারে।
পত্নী দান পুনঃ কৈল দেব গুরুবরে॥
তারা দেবী সেইকালে অন্তঃসত্ত্বা ছিল।
তাহা দেখি বৃহস্পতি সম্বোধি কহিল॥
শুন শুন প্রিয়তমে আমার বচন।
পরপুত্র কেন কর উদরে ধারণ॥
ইহা কভু সমুচিত নহেক তোমার।
অবিলম্বে গর্ভ তুমি কর পরিহার॥
পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভর্ত্তার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ॥
ঈষিকাস্তম্বেতে গর্ভ কৈলা পরিহার।
তার পর জনমিল তাহাতে কুমার॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই অপূর্ব্ব নন্দন।
স্বীয়তেজে দেবতেজ করে আবরণ॥
বালকের নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে।
দেবতারা উপনীত তারার সদনে॥
তারারে সম্বোধি কহে শুন গো কল্যাণি
কাহার ঔরসজাত পুত্র গুণমণি॥
গুরুর ঔরসে কিম্বা চন্দ্রের ঔরসে।
জন্মিয়াছে এই পুত্র কহ সবাপাশে॥
সন্দেহ করিতে মোরা সবে আগমন।
কীর্ত্তন করি । [illegible] সন্দেহ ভঞ্জন॥
এত শুনি গুরুদারা তারা গুণবতী।
মৌনভাবে অধোমুখে রহে লজ্জাবতী॥
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিল যত দেবগণ।
তবু মৌন ভাবে সতী রহিল তখন॥
তাহা দেখি নব শিশু জননী উদ্দেশে।
শাপ দিতে সমুদ্যত হয়ে সেইকালে॥
কহে ওরে দুষ্টে তুমি আমার জননী।
আমার পিতার নাম বল দেখি শুনি॥
মম পিতৃনাম কেন না কর কীর্ত্তন।
কি কাজ অলীক লজ্জা করিয়া ধারণ॥
তব অপরাধে আমি নারীজাতি পরে।
অদ্য হতে শাপ দিনু জানিবে অন্তরে॥
অদ্য হতে কোন নারী কভু কদাচন।
গোপন রাখিতে কিছু না হবে সক্ষম॥

এত যদি মহারোষে বলিল কুমার।
নিবারণ করে তারে ব্রহ্মা গুণাধার ॥
তাহারে সম্বোধি পরে কহেন ব্রাহ্মণ :
শুন শুন সতী তুমি আমার বচন ॥
বালকেরে পিতৃনাম বল ত্বরা করি।
তাহা শুনি লজ্জাবশে জড়িতা সুন্দরী
ধীরে ধীরে কহে পরে ওহে ভগবন্।
চন্দ্র হ'তে এই পুত্র লভেছে জনম ॥
তাহার মুখেতে শুনি এতেক কাহিনী।
আনন্দে অধীর হন দেব নিশামণি ॥
তখন শিশুরে তিনি করি আলিঙ্গন।
বুধ নাম তার পরে করিল অর্পণ ॥
সেই বুধ হ'তে পরে ইলার উদরে।
পুরুরবা জন্ম ধরে বলেছি তোমারে ॥
পুরুরবা যজ্ঞশীল বদান্য তেজস্বী।
সত্যবাদী রূপবান্ অতীব যশস্বী ॥
মিত্রাবরুণের শাপে সেই সে রাজন।
পৃথিবীর আধিপত্য করেন গ্রহণ ॥
সেইকালে ধরাতলে আসে নরপতি।
দর্শনে পড়িল তার উর্বশী যুবতী ॥
একান্ত বিচল তাহে হৈল তার মন।
উর্বশীরো হৃদে উদে মদন-দহন ॥
স্বর্গসুখ পরিহার করি রূপবতী।
উপনীত নৃপপাশে অতি দ্রুতগতি ॥
হাস্যবিলাসাদি তার করি দরশন।
অতি অনুরাগী নৃপ হ'লেন তখন ॥
ক্রমে দোঁহে প্রেমপাশে আবদ্ধ হইল।
অন্য দিকে কারো আর দৃষ্টি না রহিল ॥
অন্যকাজে মন নাহি রহিল দোঁহার।
করিতে লাগিল দোঁহে সুখেতে বিহার ॥
দোঁহে দোঁহামুখ সদা করি দরশন।
দিবানিশি মনসুখে করয়ে যাপন ॥
একদিন উর্বশীরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন প্রিয়ে আমার বচন ॥
একান্ত আসক্ত আমি হ'য়েছে তোমার
তোমার অন্তর কিন্তু বলা নাহি যায় ॥

যাহা হোক্ এবে মম হ'য়েছে মনন।
তোমারে বিবাহ করি জুড়াব জীবন ॥
প্রসন্ন হইয়া তুমি আমার উপরে।
অভিলাষ পূর্ণ কর কৃপাদৃষ্টি করে ॥
এত বলি লজ্জাবশে মানব-রাজন।
মৌনাবলম্বন করি হেটমুখে রন ॥
তখন তাঁহারে কহে উর্বশী সুন্দরী।
শুনহ আমার বাক্য ওহে শত্রু অরি ॥
আমার নিয়ম যদি করহ পালন।
তা হ'লে তোমারে পারি করিতে বরণ ॥
এত শুনি রাজা কহে শুন প্রিয়তমে।
তোমার নিয়ম কিবা বলহ এক্ষণে ॥
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া তখন।
উর্বশী সুন্দরী কহে শুনহ রাজন ॥
পুত্রের স্বরূপ মম এই মেষদ্বয়।
শয্যার পার্শেতে রবে ওহে মহোদয় ॥
কেহ যদি ইহাদিগে করয়ে হরণ।
অথবা তোমারে করি নগ্ন দরশন ॥
সেকালে তোমারে আমি করি পরিহার।
অমনি চলিয়া যাব ওহে গুণাধার ॥
এত বলি রূপবতী মানব রাজনে।
নিয়মে আবদ্ধ করি রাখিল যতনে ॥
উর্বশীরে বিভা করি নৃপতি তখন।
অলকা পুরীতে গিয়া করেন ভ্রমণ ॥
চৈত্ররথ আদি করি নানাস্থানে স্থানে।
বিহার করেন দোঁহে মাতিয়া মদনে ॥
কমলিনীদলযুত মানসে কখন।
দুইজনে প্রেমভরে করেন ভ্রমণ ॥
কভু গিয়া দুই জনে সরস্বতী তীরে।
বিহার করেন সুখে ভাসি প্রেমনীরে ॥
একষষ্টি বর্ষ গত এইরূপে হয়।
অনুরাগবতী ধনী নৃপপ্রতি রয় ॥
সুরলোকে বসতির বাঞ্ছা নাহি কার।
রাজসনে সুখে রহে দিবা বিভাবরী ॥
এরূপে উর্বশী রহে অবনী মণ্ডলে।
এদিকে অপ্সরা সিদ্ধ গন্ধর্ব্বাদি করে ॥

স্বরলোকে তারা সবে করে অবস্থান ।
প্রীতির ব্যাঘাত দেখে ওহে মতিমান্ ॥
বিশ্বাবসু নামে ছিল গন্ধর্ব্ব সুমতি ।
সেইজন উর্ব্বশীর জানে নিয়মাদি ॥
একদিন রাত্রিযোগে শয্যাপার্শ্ব হ'তে ।
মেষ এক অপহরি নিল আচম্বিতে ॥
যখন হরিয়া মেষ করয়ে গমন ।
উর্ব্বশী তাহার শব্দ শুনিল তখন ॥
তখন করুণস্বরে কহে হায় হায় ।
অনাথার পুত্রে বুঝি হরি লয়ে যায় ॥
কেবা মম পুত্রধন করিল হরণ ।
হায় হায় কারে আমি লভিব শরণ ॥
এত বলি রূপবতী করয়ে রোদন ।
তাহার বিলাপ শুনি নৃপতি তখন ॥
মনে মনে চিন্তা করে আপন অন্তরে ।
পাছে দেবী নগ্ন এবে হেরেন আমারে ॥
এত ভাবি তার পাশে না করে গমন ।
সহসা গন্ধর্ব্ব এক করি আগমন ॥
অপর মেষেরে হরি লইয়া চলিল ।
পুনশ্চ আকাশে শব্দ উর্ব্বশী শুনিল ॥
হায় হায় করি সতী করয়ে রোদন ।
রোষভরে এই কথা করে উচ্চারণ ॥
কাপুরুষ জনে আমি করেছি আশ্রয় ।
কার সাধ্য নৈলে মম পুত্রে হরি লয় ॥
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ।
ক্রোধিত সে নরপতি উঠিয়া তখন ॥
মনে মনে ভাবে এই রাক্ষসা নিশিতে ।
কভু না পারিবে দেবী আমারে দেখিতে
এত ভাবি দণ্ড করে করিয়া গ্রহণ ।
বলিলেন উচ্চরবে ওরে দুষ্টজন ॥
এখনি করিব তোর জীবন সংহার ।
এত বলি পাছু পাছু চলে গুণাধার ॥
সেইকালে গন্ধর্ব্বেরা আকাশমণ্ডলে ।
বিদ্যুৎ প্রকাশ করে জানিবে অন্তরে ॥
আলোকে রাজারে ধনী দেখি দিগম্বর ।
পূর্ব্বের নিয়ম স্মরি হৃদয়-ভিতর ॥

অমনি সে স্থান ছাড়ি করিল পয়াণ ।
গন্ধর্ব্বের বাঞ্ছা পূর্ণ হয় মতিমান্ ॥
উপনীত সবে আসি অমর-নগরে ।
মেষদ্বয় ফেলি গেল অবনীমণ্ডলে ॥
পুরূরবা মেষদ্বয় করিয়া গ্রহণ ।
পুলকে শয়নগৃহে উপনীত হন ॥
কিন্তু আর তথা নাহি দেখি উর্ব্বশীরে ।
ব্যাকুল হইয়া অতি কাতর অন্তরে ॥
বসন তখন তিনি করিয়া ধারণ ।
উন্মত্ত বেশেতে রাজা করেন ভ্রমণ ॥
পরিশেষে কুরুক্ষেত্রে পদ্ম-সরোবরে ।
উপনীত হয়ে নৃপ নয়ন নেহারে ॥
সখীত্রয় সহ সেই উর্ব্বশী সুন্দরী ।
ভ্রমণ করিছে তথা দিক আলো করি ॥
উন্মত্ত নৃপতি তারে করি দরশন ।
দ্রুতগতি সম্বোধিয়া কহিল তখন ॥
শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার ।
কৃপায় প্রত্যক্ষা তুমি কর কিছুকাল ॥
উর্ব্বশী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
কহিলেন শুন শুন ওহে নৃপোত্তম ॥
বিবেকবিহীন হয়ে তুমি নরপতি ।
কেন হেন বাক্য বল এত মম প্রতি ॥
সসত্ত্বা হয়েছি আমি জানিবে এক্ষণে ।
উদরে আছয়ে পুত্র রহি এ স্থানে ॥
তোমার ঔরসে গর্ভ হয়েছে আমার ।
উদর-ভিতরে মম রয়েছে কুমার ॥
এক বর্ষ পরে তুমি ওহে নরোত্তম ।
পুনরায় এই স্থানে কর আগমন ॥
এক রাত্রি আপনার রব সহবাসে ।
এত শুনি রাজা গেল আপনার দেশে ॥
নৃপতি আপন রাজ্যে করিলে গমন ।
সঙ্গিনীগণেরে কহে উর্ব্বশী তখন ॥
শুন শুন সখীগণ বচন আমার ।
পরম সুন্দর ঐ নৃপ গুণাধার ॥
অনুরাগী হয়ে আমি উহার উপরে ।
কাটায়েছি এতকাল হরিষ অন্তরে ॥

এত শুনি অপ্সরারা কহিল তখন ।
আহা মরি কিবা রূপ করিনু দর্শন ॥
বাসনা মোদের সদা হতেছে অন্তরে ।
মন সুখে বাস করি লইয়া উহারে ॥
এত বলি উর্ব্বশীরে অপ্সরার গণ ॥
পরম সুখেতে কাল করয়ে হরণ ॥
এইরূপে একবর্ষ পরিপূর্ণ হলে ।
নৃপতি আসিল পুনঃ সেই সরোবরে ॥
এক পুত্র জন্মিয়াছে ধনীর তখন ।
সেই পুত্র রাজকরে করিল অর্পণ ॥
এক রাত্রি নৃপসহ করে সহবাস ।
তাহে পুনঃ গর্ভচিহ্ন হইল প্রকাশ ॥
পাঁচ পুত্র সেই গর্ভে জনমিলে পরে ।
কহিনু আগেতে ইহা তোমার গোচরে ॥
গর্ভবতী হয়ে ধনী কহিল রাজারে ।
শুন শুন মহারাজ বলিহে তোমারে ॥
বর দিতে তোমা প্রতি গন্ধর্ব্বের গণ ।
করিয়াছে মহানন্দে হেথা আগমন ॥
অভিমত বর লহ ওহে মহামতি ।
উর্ব্বশীর বাক্য শুনি প্রবল নৃপতি ॥
গন্ধর্ব্বগণেরে পরে করি সম্বোধন ।
কহিলেন শুন শুন মহাশয়গণ ॥
ধন ধান্য সৈন্য আদি রয়েছে আমার ।
ভূমণ্ডলে শত্রু মম নাহি কেহ আর ॥
নির্ব্বিঘ্নে সময় আমি করেছি হরণ ।
উর্ব্বশীরে চাই মাত্র এই আকিঞ্চন ॥
আর কিছু বাঞ্ছা মম নাহিক অন্তরে ।
নিতান্ত উৎসুক হৃদি উর্ব্বশীর তরে ॥
অতএব মনোরথ করহ পূরণ ।
এই বর চাহি আমি সবার সদন ॥
নৃপতির এই বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ।
গন্ধর্ব্বেরা পুলকিত হয়ে মনে মনে ॥
অগ্নিস্থালী নৃপতিরে করিয়া প্রদান ।
কহিলেন শুন শুন ওহে মতিমান্ ॥
বেদবিধি অনুসারে স্থালীর ভিতরে ।
তিন ভাগ অগ্নি রাখি একান্ত অন্তরে ॥
উর্ব্বশী লাভের ইচ্ছা করিয়া রাজন্ ।
করিবেক যথাবিধি যজ্ঞ আচরণ ॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তাহাতে নিশ্চয় ।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥
এত শুনি নরপতি অগ্নিস্থালী লয়ে ।
চলিলেন বনমধ্যে প্রফুল্ল হইয়ে ॥
কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া তখন ।
মনে মনে নরপতি করেন চিন্তন ॥
মম সম মূর্খ আর কে আছে সংসারে ।
সঙ্গেতে আনিনু নাহি উর্ব্বশী প্রিয়ারে ॥
অগ্নিস্থালী মনসুখে করি আনয়ন ।
আমার সমান মূর্খ নাহি কোন জন ॥
এত ভাবি অগ্নিস্থালী ত্যজিয়া কাননে ।
প্রস্থান করিল শেষে আপন ভবনে ॥
যথাকালে নিদ্রা আসি করিল আশ্রয় ।
নিশীথসময়ে পরে জাগরিত হয় ॥
মনে মনে এই চিন্তা করেন তখন ।
অগ্নিস্থালী দিয়াছিল গন্ধর্ব্বের গণ ॥
ফেলিয়া আসিনু তাহা কানন-মাঝারে ।
করি নাই ভাল কাজ বুঝিনু অন্তরে ॥
পুনশ্চ যাইয়া সেই গহন কানন ।
অগ্নিস্থালী ত্বরা আমি করি আনয়ন ॥
এইরূপ চিন্তা করি আপন অন্তরে ।
প্রস্থান করিল ত্বরা কানন-মাঝারে ॥
তথা উপনীত হয়ে করেন দর্শন ।
অগ্নিস্থালী যথা করিয়াছিল ক্ষেপণ ॥
শমীগর্ভ সেই স্থানে আছে বিদ্যমান ।
অশ্বত্থ পাদপ তথা হয় দৃশ্যমান ॥
তাহা দেখি মনে মনে করেন চিন্তন ।
করেছিনু এই স্থানে স্থালীটী ক্ষেপণ ॥
কিরূপে অশ্বত্থ আর শমীগর্ভ হৈল ।
কি হেতু এরূপ কাণ্ড সহসা ঘটিল ॥
যাহা হোক্ গাছ দুটা এ সব দ্রব্যেরে ।
লইয়া যাইব আমি আপন আগারে ॥
ইহাতে অরণি কাষ্ঠ করিব নির্ম্মাণ ।
সে কাষ্ঠ হইতে অগ্নি হবে দৃশ্যমান ॥

বিষ্ণুপুরাণ,

তার উপাসনা আমি করিব অন্তরে।
এত ভাবি সেই সব নিল যত্ন করে॥
আপন গৃহেতে পরে করিয়া গমন।
অরণি-কাষ্ঠাদি করি যতনে গঠন॥
গায়ত্রী জপিতে রাজা আরম্ভ করিল।
অরণি প্রস্তুত ক্রমে যথাবিধি হৈল॥
সেই কাষ্ঠ ঘষি অগ্নি করে উৎপাদন।
তিন ভাগে সেই অগ্নি করিয়া স্থাপন॥
উর্ব্বশী লাভের বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে।
হোম আদি যত কাজ সমাহিত করে॥
সেই অগ্নি দ্বারা পরে বিহিত বিধান।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি একান্ত যতনে॥
গন্ধর্ব্ব লোকেতে ত্বরা করিয়া গমন।
উর্ব্বশী সহিত বাস করিল রাজন॥
পূর্ব্বে অগ্নি একমাত্র আছিল সংসারে।
তিন ভাগে পুরুরবা করিল তাহারে॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত সমান।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী সুখে ভাসমান॥ ৫৬

সপ্তম অধ্যায়।

—*—

পুরুরবা ও জহ্নুর বংশ-বিবরণ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
ছয় পুত্র পুরুরবা করে উৎপাদন॥
আদ্য অমাবসু বিশ্বাবসু শতায়ু।
শ্রুতায়ু তাহার পর হয় অযুতায়ু॥
অমাবসু এক পুত্র করে উৎপাদন।
ভীম নামে সেই জন বিদিত ভুবন॥
কাঞ্চন ভীমের পুত্র লোকে সর্ব্বজন।
সুহোত্র কাঞ্চন সুত কহি শুন স্থানে॥
জহ্নু নামে সুবিদিত সেই মহোদয়।
সুহোত্র তাহার পিতা জানিবে নিশ্চয়॥
জহ্নুর যজ্ঞের পাত্র যাহা কিছু ছিল।
গঙ্গার তরঙ্গে তাহা প্লাবিত হইল॥
তাহে জহ্নু রোষ করি লোহিত নয়ন।
আত্মাতে বিষ্ণুরে ক্রমে করি আরোপণ॥
সমুদায় গঙ্গাজল করিলেন পান।
আশ্চর্য্য ঘটনা এই ওহে মতিমান্॥
তরঙ্গিণী পীত হ'লে দেব ঋষিগণ।
স্তবেতে জহ্নুরে করে সন্তোষ তখন॥
পুনশ্চ গঙ্গারে সবে করেন উদ্ধার।
সে হেতু জাহ্নবী নাম হয়েছে প্রচার॥
জহ্নুর তনয় হয় সুজহ্নু আখ্যান।
অজক সুজহ্নু পুত্র ওহে মতিমান্॥
বলাকাশ্ব অজকের জানিবে তনয়।
বলাকাশ্ব হ'তে হয় কুশের উদয়॥
চারি পুত্র সেই কুশ করে উৎপাদন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ॥
কুশায়ু প্রথম হয় কুশনাভ পরে।
শ্রীঅমূর্ত্তরায় পরে জানিবে অন্তরে॥
তার পর অমাবসু লভয়ে জনম।
এই চারি পুত্র হয় জানিবে সুজন॥
এই চারি জন মাঝে কুশায়ু সুমতি।
কঠোর তপস্যা করে লভিতে সন্ততি॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র পাইবার তরে।
কঠোর তপস্যা করে একান্ত অন্তরে॥
তাঁহার কঠোর তপ করি দরশন।
মনে মনে ইন্দ্রদেব করেন চিন্তন॥
পাছে আমা হতে কেহ হয় বলবান।
এত ভাবি মনে মনে ইন্দ্র মতিমান॥
পুত্ররূপে নিজে আমি লভিব জনম।
গাধি নামে সেই জন বিদিত ভুবন।
সত্যবতী নামে কন্যা গাধিরাজ পায়।
ঋচীক রমণীরূপে লইল তাহায়॥
কুপিতস্বভাব বৃদ্ধ ঋচীক ব্রাহ্মণ।
তাহার করেতে কন্যা করিতে অর্পণ॥
প্রথমতঃ গাধিরাজ অস্বীকার করে।
এই কথা বলে সেই বিপ্রের কুমারে॥
বায়ু-সম বেগগামী শ্যামলশ্রবণ।
সহস্র ঘোটক আনি যেই দিবে পণ॥
তাহারে তনয়া আমি করিব প্রদান।
যদি তুমি দিতে পার ওহে মতিমান্॥

আপনারে কন্যা দিতে তাহা হ'লে পারি
মৌন হন গাধিরাজা এই কথা বলি ॥
মহর্ষি ঋচীক গিয়া বরুণ-সদন ।
সেরূপ সহস্র অশ্ব করে আনয়ন ॥
তাহা পেয়ে গাধিরাজা হরিষ-অন্তরে ।
তাঁহার করেতে কন্যা সমর্পণ করে ॥
এইরূপে পরিণয় হ'লে সমাপন ।
পরম সুখেতে ঋষি করেন যাপন ॥
পুত্রার্থী হইয়া পরে ঋচীক সুমতি ।
ভার্য্যা হেতু চরু করে যতনেতে অতি ॥
সত্যবতী প্রীত হয়ে কহেন তখন ।
শুন শুন ওহে নাথ আমার বচন ॥
কৃপা কর তুমি মম জননীর তরে ।
চরু করি দেও নাথ নিবেদি তোমারে ॥
নারীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
চরু করে সেই বিপ্র করিয়া যতন ॥
শাশুড়ীর জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়ে ।
আপন কার্য্যেতে যান কাননে চলিয়ে ॥
সত্যবতী-মাতা পরে করেন ভোজন ।
তনয়ারে সম্বোধিয়া কহেন তখন ॥
শুন শুন ওগো বৎসে বচন আমার ।
পুত্রলাভ বাঞ্ছা হয় ভূমে সবাকার ॥
সর্ব্ব গুণযুক্ত পুত্র লভিবার তরে ।
তব হেতু চরু বুঝি করেছে সাদরে ॥
মম চরু হ'তে বুঝি এ চরু তোমার ।
অবশ্য হয়েছে শ্রেষ্ঠ সার হ'তে সার ॥
যাহা হোক্ তুমি মম হ'তেছ নন্দিনী ।
আমার বচন রাখ ওগো বিনোদিনী
স্বীয় চরু মোরে তুমি করহ প্রদান ।
মম চরু লও তুমি কহি তব স্থান ॥
মম গর্ভে যেই পুত্র লভিবে জনম ।
অখিল অবনী সেই করিবে পালন ॥
বিপ্রের কুমার হবে যেই মহামতি ।
ঐশ্বর্য্যে কি কাজ তার ভাব দেখি সতী ॥
মাতার এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
স্বীয় চরু জননীরে করিল অর্পণ ॥

জননীর চরু নিজে করিল আহার ।
শুন শুন তার পর অতি চমৎকার ॥
এদিকে ঋচীক ঋষি আসি বন হ'তে ।
আপন ভার্য্যারে দেখি অতি রোষচিতে ॥
কহিলেন পাপীয়সী শুনরে বচন ।
দেখিতেছি তব দেহে লাবণ্য যখন ॥
নিশ্চয় তখন বুঝি আপন অন্তরে ।
মহাচরু পশিয়াছে তোমার উদরে ॥
শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি চরুতে মাতার ।
আরোপিত করেছিনু করিয়া বিচার ॥
শান্তি জ্ঞান তিতিক্ষাদি যত গুণ আছে ।
করেছিনু আরোপিত তব চরু মাঝে ॥
বিপরীত কিন্তু তুমি করেছ তাহার ।
অতএব শুন শুন বচন আমার ॥
ক্ষাত্রিয়-আচারযুত প্রবল নন্দন ।
তোমার গর্ভেতে আসি লভিবে জনম ॥
রৌদ্র অস্ত্র সেই জন করিবে ধারণ ।
তব মাতৃগর্ভে এক জন্মিবে ব্রাহ্মণ ॥
শম গুণ-অবলম্বী হবে সে তনয় ।
আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয় ॥
পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
চরণে বন্দিয়া সতী কহিল তখন ॥
শুন নাথ নিবেদন করি গো তোমারে ।
অপরাধী সত্য আমি তব পদতলে ॥
অজ্ঞানে কুকর্ম্ম আমি করেছি সাধন ।
প্রসন্ন হইয়া বর করহ অর্পণ ॥
ক্ষত্রিয় আমার গর্ভে যেন না জনমে ।
এইরূপ অনুনয় শুনিয়া শ্রবণে ॥
তথাস্তু বলিয়া মুনি করিল স্বীকার ।
তার পর ঘটে যাহা শুন গুণাধার ॥
জমদগ্নি জন্মে সত্যবতীর উদরে ।
বিশ্বামিত্র জন্মে আসি মাতার জঠরে ॥
কৌশিকী তটিনীরূপে সেই সত্যবতী ।
জগতে বিদিত হন ওহে মহামতি ॥
জমদগ্নি রেণুকারে করেন গ্রহণ ।
রেণুর নন্দিনী সেই বিদিত ভুবন ॥

ইক্ষ্বাকু-কুলেতে জন্মে রেণু নরপতি।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি।
রেণুকার গর্ভে জন্মে শ্রীপরশুরাম।
অশেষ ক্ষত্রিয়হন্তা সেই মতিমান্॥
নারায়ণ-অংশ জন্ম জানিবে তাহার।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার
দেবগণ আসি বিশ্বামিত্রের সনে।
শুনঃশেফে তাঁর করে করেন অর্পণ॥
ভৃগুকুল সম্ভূত সেই মহামতি।
বিশ্বামিত্র লয় তারে যতনেতে অতি
কল্পনা করেন পুত্ররূপেতে তাঁহারে।
শুন শুন তার পর বলিহে তোমারে॥
দেবদত্ত সেই পুত্র এই সে কারণ।
দেবতার নামে খ্যাত বিদিত ভুবন॥
ইহা ভিন্ন বিশ্বামিত্র ক্রমে ক্রমে পরে।
বহু পুত্র উৎপাদন ভূমণ্ডলে করে॥
মধুচ্ছন্দ দেবাষ্টক কচ্ছপ হারীত।
ইত্যাদি অনেক পুত্র নামে অলঙ্কৃত॥
পৃথিবীর আধিপত্য বিশ্বামিত্র পায়।
প্রবীন কাহিনী যত কহিনু তোমায়॥
কৌশিক গোত্রেতে পরে অনেক ভূপতি
জনম লভিবে আসি ওহে মহামতি॥
অখিল বসুধা তারা করিবে পালন।
যতনে অনেক প্রজা করিবে পালন॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী করিয়া আদর॥

অষ্টম অধ্যায়

আয়ুর বংশ এবং ধন্বন্তরির-
উৎপত্তি-বৃত্তান্ত।

মৈত্রেয়েরে সম্বোধিয়া কহে পরাশর।
শুন শুন তার পর ওহে দ্বিজবর॥
পুরূরবা যত পুত্র করে উৎপাদন।
আদ্য হয় জ্যেষ্ঠ তার করেছি কীর্ত্তন॥
রাহুর নন্দিনী সহ তার বিভা হয়।
পাঁচ পুত্র ক্রমে ক্রমে জনম লভয়॥
নহুষ তাহার মধ্যে জানিবে প্রধান।
ক্ষত্রবৃদ্ধ তার পর ওহে মতিমান্॥
রম্ভ রজি ও অনেনা ক্রমে ক্রমে পরে।
ক্ষত্রবৃদ্ধ সুনহোত্রে উৎপাদন করে॥
সুনহোত্র তিন পুত্র করে উৎপাদন।
কাশ্য লস্য গৃৎসমদ ওহে মহাত্মন॥
গৃৎসমদ হ'তে জন্মে শৌনক সুমতি।
কাশ্য হ'তে কাশীরাজ ওহে মহামতি॥
কাশীরাজ হ'তে পরে দীর্ঘতমা হয়।
ধন্বন্তরি তার পুত্র জানিবে নিশ্চয়॥
পূর্ব্বজন্মে ধন্বন্তরি জ্ঞানবান হ'লে।
নারায়ণ এই বর দিলেন তাহারে॥
কাশীরাজ-বংশে তুমি লভিবে জনম।
আটভাগে আয়ুর্ব্বেদ করিবে বণ্টন॥
যজ্ঞেও তোমার অংশ রবে বিদ্যমান।
এইরূপ বর দেন ওহে মতিমান্॥
তাই কাশীরাজবংশে তাঁহার জনম।
কেতুমান্ তার পুত্র বিদিত ভুবন॥
কেতুমান হ'তে পরে ভীমরথ হয়।
ভীমরথ হ'তে দিবোদাসের উদয়॥
দিবোদাস হ'তে পরে জন্মে প্রতর্দ্দন।
ভদ্রাশ্ববংশের নাশ করে সেই জন॥
অসংখ্য অসংখ্য শত্রু করে পরাভব।
শত্রুজিৎ নাম তাই সুবিদিত সব॥
তাঁহার পুত্রের নাম বৎস মহামতি।
তাহার কারণ বলি শুনহ সম্প্রতি॥
বৎস বলি পিতা তারে করিত আহ্বান
এই হেতু বৎস বলি খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
সত্যব্রত ছিল বলি ঋতধ্বজ নামে।
বিদিত হলেন তিনি এ তিন ভুবনে॥
কুবলয় নামে অশ্ব আছিল তাঁহার।
শ্রীকুবলয়াশ্ব নাম এহেতু প্রচার॥
বৎস হ'তে অলর্কের হয়েছে জনম।
এরূপ প্রসিদ্ধি আছে শুন মহাত্মন্॥

ছয়ষট্টি বরষ রাজ্য সে অনর্থ করে।
কোন রাজা সেইরূপ করিবারে পারে ॥
অনর্থের পুত্র হয় সন্নতি আখ্যান।
সুনীথ সন্নতিসুত খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
সুনীথের পুত্র খ্যাত সুকেতু নামেতে।
সত্যকেতু তার পুত্র বিদিত জগতে ॥
সত্যকেতু হ'তে বিভু লভয়ে জনম।
বিভু পরে সুবিভুরে করে উৎপাদন ॥
সুবিভু হইতে পরে জন্মে সুকুমার।
ধৃষ্টকেতু তার পুত্র বিদিত সংসার ॥
বৈনহোত্রের জন্ম ধৃষ্টকেতু হ'তে।
তার পুত্র হয় ভর্গ জানিবেক চিতে ॥
ভর্গ হ'তে ভার্গ ভূমে লভয়ে জনম।
পর্য্যায়ক্রমেতে রাজা এই সব জন ॥
কাশ্যবংশে সেই সব আছিল ভূপতি।
কহিনু তাদের কথা ওহে মহামতি ॥
রজির বংশের কথা শুনহ এখন।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোরম ॥ ১৯

নবম অধ্যায়।

রজি ও দৈত্যগণের যুদ্ধ এবং ক্ষত্র [illegible]
বংশাবলী।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
মহারাজ রজি ছিল অতুলবিক্রম ॥
পঞ্চশত পুত্র তার জনমে সংসারে।
তাদের বিষয় এবে কহিব তোমারে ॥
দেবাসুরযুদ্ধ যবে সমারম্ভ হয়।
সেকালে দেবতা আর অসুর-নিচয় ॥
পরস্পর বধ-ইচ্ছু হইয়া অন্তরে।
উপনীত হয় আসি ব্রহ্মার গোচরে ॥
সম্বোধিয়া বিধাতারে কহিল তখন।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্ ॥
আমাদের মধ্যে বল ওহে মহোদয়।
কাহার হইবে জয় কার পরাজয় ॥

এরূপ বচন শুনি দেব পদ্মাসন।
কহিলেন শুন বলি দেবাসুরগণ ॥
মহারাজ রজি অস্ত্র ধরি নিজ করে।
মিলিত হবেন আসি যে পক্ষে সমরে ॥
সেই পক্ষে জয় হবে নাহিক সংশয়।
অপর পক্ষেতে শেষে হবে পরাজয় ॥
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রাজির নিকটে যায় যত দৈত্যগণ ॥
সাহার্য্য করিতে ভিক্ষা করিল তাহারে।
তাহা শুনি রজি কহে সম্বোধি সবারে ॥
শুন শুন দৈত্যগণ আমার বচন।
ইন্দ্রত্ব যদ্যপি মোরে করহ অর্পণ ॥
তাহা হ'লে যুদ্ধ আমি করিবারে পারি।
নৈলে দৈত্যপক্ষে আমি যাইবারে নারি ॥
রজির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দৈত্যগণ নৃপতিরে কহিল তখন ॥
মিথ্যা মোরা নাহি কহি জানিবে অন্তরে
শুনহ মনের কথা বলিহে তোমারে ॥
ত্রিলোক-ঈশ্বর হবে প্রহ্লাদ সম্প্রতি।
সে জন্য যুদ্ধেতে মোরা যেতেছি সম্প্রতি
এত বলি তথা হ'তে করিল পয়াণ।
কিছু না কহিল আর রজি মতিমান্ ॥
তার পর দেবগণ মিলিয়া সকলে।
উপনীত হন আসি রজির গোচরে ॥
রাজারে সম্বোধি কহে যত দেবগণ।
শুন শুন মহারাজ মোদের বচন ॥
মোদের পক্ষেতে থাক তুমি মহামতি।
দৈত্য সহ যুদ্ধ কর মোদের মিনতি ॥
ইন্দ্রত্ব তোমারে মোরা করিব অর্পণ।
মোদের বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
এত শুনি রজি রাজা সৈন্যগণ সনে।
অসংখ্য মহাস্ত্র লয়ে মাতিলেন রণে ॥
ক্রমে ক্রমে জয় লাভ হইল তাঁহার।
সেই কালে আসি ইন্দ্র ওহে গুণাধার ॥
নিপতিত হয়ে সেই রজির চরণে।
কহিলেন শুন নৃপ কহি তব স্থানে ॥

ভয়েতে মোদের তুমি করি পরিত্রাণ।
অবশ্য হয়েছ নৃপ পিতার সমান ॥
আমি তব পুত্র হই ওহে মহাত্মন্।
ত্রিলোকের-অধিপতি আছি হে এখন ॥
উচিত যা হয় নৃপ কর এইক্ষণে।
অধিক বলিব কিবা তোমার সদনে ॥
এত শুনি হাস্য করি রজি নরপতি।
কহিলেন শুন শুন দেবেন্দ্র সুমতি ॥
শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ পারি করিবারে।
লঙ্ঘন না করা যায় কভু প্রণতরে ॥
এত বলি নিজধামে চলিল রাজন।
নির্ব্বিঘ্নে ইন্দ্রত্ব করে দেবেন্দ্র তখন ॥
তার পর রজি রাজা স্বর্গারূঢ় হ'লে।
নারদের আজ্ঞা লয়ে পুত্রগণ পরে ॥
পিতৃ পুত্রভূত সেই ইন্দ্রের গোচর।
উপনীত হয় আসি ওহে গুণধর ॥
ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করে ইন্দ্রের সদন।
কিন্তু ফল নাহি হৈল ওহে তপোধন ॥
তার পর বাহুবলে তাহারা সকলে।
দেবেন্দ্রেরে পরাজয় করিয়া সমরে ॥
আপনারা ইন্দ্রপদ করিল গ্রহণ।
কিছুকাল এইরূপে করিল যাপন।
একদিন দেবরাজ গুরুর গোচরে।
উপনীত হয়ে কহে সুমধুর স্বরে ॥
শুন শুন গুরুদেব করি নিবেদন।
যাহে মম তেজ বাড়ে ওহে ভগবন্ ॥
তাহার উপায় করি অস্তুত অনলে।
বদরীপ্রমাণ ঘৃত অর্পহ সাদরে ॥
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বৃহস্পতি সম্বোধিয়া কহেন তখন ॥
শুনহ দেবেন্দ্র তুমি বচন আমার।
পূর্ব্বে কেন বল নাই ওহে গুণাধার ॥
তব হেতু কর্ত্তব্য কি আছে আমার।
স্বীয় পদ তোমা আমি দিব পুনর্ব্বার ॥
এত বলি প্রতিদিন হরিষ অন্তরে।
আহুতি অর্পেণ গুরু অগ্নির মাঝারে ॥

রাজপুত্রগণ যাহে মুগ্ধমতি হয়।
সেরূপ করেন হোম গুরু মহোদয় ॥
যাহাতে ইন্দ্রের তেজ দিন দিন বাড়ে।
সেরূপ করেন হোম অনল মাঝারে ॥
এইরূপে হোম যদি করে বৃহস্পতি।
ব্রহ্মদ্বেষ্টা ক্রমে হয় রাজার সন্ততি ॥
মোহাক্রান্ত ক্রমে হয় রাজপুত্রগণ।
বেদবাদে পরাঙ্মুখ ক্রমে ক্রমে হন ॥
এইরূপে ধর্ম্মভ্রষ্ট তাহারা হইলে।
সবাকারে বধে ইন্দ্র অতি অবহেলে ॥
পুনর্ব্বার নিজপদ করিয়া গ্রহণ।
পরম সুখেতে কাল করেন হরণ ॥
যেরূপে ইন্দ্রের পদ পরিভ্রষ্ট হয়।
যেরূপে পুনশ্চ পায় ওহে মহোদয় ॥
কীর্ত্তন করিনু তাহা তোমার গোচরে।
শুনিলে পাতক নাশ জানিবে অন্তরে ॥
পদভ্রষ্ট সেই জন না হয় কখন।
দুঃখপাকে কভু নাহি পড়ে সেই জন ॥
রজির বিষয় এই শুনিলে শ্রবণে।
রজির আছিল ভ্রাতা রম্ভ এই নামে ॥
অনপত্য ছিল সেই রম্ভ মহামতি।
ক্ষত্রবৃদ্ধ লভে এক তনয় সন্ততি ॥
প্রতিক্ষত্র তার নাম ওহে মহোদয়।
প্রতিক্ষত্র হ'তে হয় সঞ্জয় উদয় ॥
সঞ্জয় হইতে জয় লভয়ে জনম।
জয় পরে বিজয়েরে করে উৎপাদন ॥
বিজয় হইতে কৃত জনমে ভূতলে।
শ্রীহর্ষবর্দ্ধন হয় কৃত হ'তে পরে ॥
হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র সহদেব নাম।
সহদেবসুত হয় অহীন আখ্যান ॥
অহীন হইতে জয়সেনের জনম।
জয়সেন সঙ্কৃতিরে করে উৎপাদন ॥
সঙ্কৃতি হইতে ক্ষত্রধর্ম্মার উদয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥
ক্ষত্রবৃদ্ধবংশকথা করিনু কীর্ত্তন।
পাতক বিনাশ পায় করিলে শ্রবণ ॥

যেই জন অধ্যয়ন একমনে করে।
পাপ নাহি থাকে তার কদাচ শরীরে ॥
শোক তাপ ভবভয় হয় বিনাশন।
রোগভয় তার দেহে না থাকে কখন ॥
গ্রহদোষ কভু তারে ঘেরিবারে নারে।
দুঃস্বপ্ন বিনাশ পায় জানিবে অন্তরে ॥
এইত তোমার পাশে কবিনু কীর্ত্তন।
নহুষের বংশ এবে করহ শ্রবণ ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
বিরচয় দ্বিজ কালা প্রফুল্ল অন্তর ॥ ১-৮

দশম অধ্যায়।

—*—

নহুষবংশ ও যযাতি উপাখ্যান।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
নহুষের ছয় পুত্র বিদিত ভুবন ॥
তাহাদের নাম বলি তোমার সদনে।
মন দিয়া শুন বৎস অবহিতমনে ॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদি হয় পরেতে যযাতি।
তৃতীয় সংযাতি পরে চতুর্থ আযাতি ॥
বিজাতি পঞ্চম পুত্র ষষ্ঠ কৃতি হয়।
এই ছয় জন হয় নহুষ তনয় ॥
রাজভোগে বাঞ্ছা যতি কভু না করিল।
যে হেতু যযাতি রাজ্য পালিতে থাকিল
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহার নন্দিনী।
পরম সুন্দরী সেই নাম দেবযানী।
বৃষপর্ব্বকন্যা হয় শর্ম্মিষ্ঠা আখ্যান।
এই দুই নারী পায় যযাতি ধীমান্ ॥
দুই জনে বিভা করি পুলকিতমনে।
যযাতি করয়ে বাঞ্ছা বিহিত বিধানে ॥
দেবযানী দুই পুত্র লভিলেন পরে।
যদু ও তুর্ব্বসু নাম খ্যাত চরাচরে ॥
তিন পুত্র প্রসবিল শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী।
শুন শুন ওহে বৎস নাম এবে বলি ॥
দ্রুহ্যু অনু পুরু এই তিন অভিধান।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্ ॥

শুক্রশাপে মহামতি যযাতি নৃপতি।
অকালেতে জরাগ্রস্ত হ'লেন সুমতি ॥
তার পর শুক্রাচার্য্যে করিয়া স্তবন।
প্রসন্ন করেন তাঁরে ওহে তপোধন ॥
তাহে শুক্র তুষ্ট হয়ে কহেন তখন।
শুন শুন মহীপতি আমার বচন ॥
কোন পুত্র জরা যদি ইচ্ছা করি লয়।
হইবে পরম সুখী তাহে মহোদয় ॥
এত শুনি জ্যেষ্ঠ পুত্রে করি সম্বোধন।
কহিল যযাতি রাজা ওহে বাছাধন ॥
শুক্রশাপে জরা মোহ ঘিরেছে শরীরে।
এই জরা লও তুমি তোমার শরীরে ॥
সহস্র বরষ ক্রমে হইলে যাপন।
পুনঃ এই জরা আমি করিব গ্রহণ ॥
বিষয় ভোগেতে তৃপ্তি না হৈল আমার।
অতএব মম বাক্য রাখ গুণাধার ॥
তোমার যৌবন ধরি আপন শরীরে।
করিব বিষয় ভোগ জানিবে অন্তরে ॥
ইহাতে অমত নাহি কর বাছাধন।
পিতার আদেশ কর সর্ব্বথা পালন ॥
তোমার মঙ্গল হবে জানিবে অন্তরে।
আমার বচন মিথ্যা নহে কোনকালে ॥
পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অমৃত প্রকাশ কৈল তাঁহার নন্দন ॥
তাহে কোপাবিষ্ট হয়ে যযাতি নৃপতি।
অভিশাপ দিল সেই তনয়ের প্রতি ॥
"কেহ নাহি হবে তার বংশেতে রাজন
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥"
এত বলি অভিশাপ দিয়া তনয়ারে।
সম্বোধি কহিল দ্রুহ্যু অনু তুর্ব্বসুরে ॥
কেহই পিতার আজ্ঞা না কৈল পালন
অস্বীকার করে সবে ওহে তপোধন ॥
কনিষ্ঠ পুত্রেরে পরে করি সম্বোধন।
জরা লইতে নরপতি কহেন তখন ॥
তাহা শুনি পুরুনামা কনিষ্ঠ সন্ততি।
পিতার চরণ-পদ্মে করিয়া প্রণতি ॥

কহিলেন শুন পিতঃ মম নিবেদন।
তোমার আদেশ শিরে করিনু ধারণ ॥
এত বলি জরা হয় পুরু মহামতি।
আপন যৌবন দিল জনকের প্রতি ॥
নবীন যৌবন পেয়ে যযাতি রাজন্।
মনসুখে সুখভোগ করেন তখন ॥
পালিতে লাগিল প্রজা ধর্ম্ম অনুসারে।
অপ্সরা লইয়া কত আনন্দে বিহরে ॥
বিশ্বাচী নামেতে ছিল অপ্সরা সুন্দরী।
তাহারে লইয়া রহে দিবা বিভাবরী ॥
নব নব সুখভোগ দিন দিন করে।
নব নব অনুরাগ ক্রমে ক্রমে বাড়ে ॥
দিন দিন বাড়ে ইচ্ছা নাহি হয় কম।
তাহা দেখি নরপতি কহিল তখন ॥
ভোগেতে নাহিক হয় বাসনার শেষ।
ঘৃতযোগে বহ্নি যথা বর্দ্ধিত বিশেষ ॥
যত কিছু ধন ধান্য আছে ভূমণ্ডলে।
রত্ন কিম্বা রসবতী এ বিশ্ব-মাঝারে ॥
সকলেরে ভোগ করে যদি এক জন।
বাসনার তৃপ্তি কভু না হয় তখন ॥
অতএব ভোগ-তৃষ্ণা না রাখি অন্তরে।
সতত রাখিবে মন ঈশ্বর উপরে ॥
সবার উপরে যবে সমদৃষ্টি হয়।
তখন পরম সুখ পায় নরচয় ॥
পরম কল্যাণ হয় জানিনু তখন।
মিছা আমি ধরিয়াছি পরের যৌবন ॥
হায় হায় সুখ তৃষ্ণা অতি ভয়ঙ্কর।
ত্যাগিতে নাহি পারে জরাযুত নর ॥
এরূপ ভীষণ তৃষ্ণা জানিয়া অন্তরে।
সাধুগণ রাখে মন ঈশ্বর-উপরে ॥
সহস্র বরষ আমি করিলাম সুখ।
তবু তৃপ্তি নাহি হয় সদা মনে সুখ ॥
দিন দিন বাড়ে তৃষ্ণা অতি ভয়ঙ্কর।
না বুঝিনু না ভাবিনু ছার কলেবর ॥
অতএব এই তৃষ্ণা ত্যজিয়া যতনে।
ঈশ্বরে ভাবিব সদা ঐকান্তিক মনে ॥

বনচর সহ সদা করি বিচরণ।
বনে বনে মনসুখে করিব ভ্রমণ ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষি বলি হে তোমায় ॥
পুরুরে সম্বোধি পরে যযাতি রাজন।
কহিলেন শুন বৎস আমার বচন ॥
তোমার যৌবন তুমি লইয়া যতনে।
জরা দেও ফিরি মোরে আমার বচনে ॥
এত বলি জরা রাজা করিয়া গ্রহণ।
পুরুরে যৌবন তার করিল অর্পণ ॥
পুরুরে রাজত্ব দিয়া তপস্যা কারণে।
প্রবেশ করিল নৃপ গহন কাননে ॥
অন্য অন্য পুত্রগণে অধীন নৃপতি।
করিলেন মনসুখে যযাতি সুমতি ॥
পূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুরে করিল রাজন।
দ্রুহ্যুরে পশ্চিম দিক্ করিল অর্পণ ॥
যদুরে দক্ষিণ দিক্ অনুরে উত্তর।
এইরূপে দিল সবে সেই নরবর ॥
অখিল ধরার রাজা করিয়া পুরুরে।
প্রবেশ করিল নৃপ কানন ভিতরে ॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ কালী বিরচিয়া সুখে ভাসমান ॥ ১৮

একাদশ অধ্যায়।

যদুবংশ ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-[illegible]।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু মহাত্মন্ ॥
তাঁহার বংশের কথা বলি এইবারে।
মন দিয়া শুন বৎস একান্ত অন্তরে ॥
যাহারে সতত চিন্তে সিদ্ধ যক্ষগণ।
একান্ত অন্তরে ভাবে অমরের গণ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লভিবার তরে।
নরগণ ভাবে যাঁরে একান্ত অন্তরে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ পক্ষী ভুজঙ্গম।
গুহ্যক অপ্সরা আদি দেব-ঋষিগণ ॥

সতত চিন্তেন যাঁরে হৃদয়-কমলে।
যাঁহার মাহাত্ম্য কেহ বর্ণিবারে নারে ॥
আদি-অন্তহীন যিনি সর্ব্ব জগন্ময়।
যাঁহার ইয়ত্তা কভু নির্ণয় না হয় ॥
এই বংশে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি।
শুনিলে পাতক নাশ ওহে মহামুনি ॥
পরম বিশুদ্ধ এই বংশ পুরাতন।
জগতে কীর্ত্তিত আছে এরূপ বচন ॥
"যদুর বংশের কথা শুনি নরগণ।
অখিল পাতক হ'তে হবে বিমোচন ॥
এই বংশে অবতীর্ণ দেবদেব হরি।
নিরাকার পরব্রহ্ম ভবের কাণ্ডারী"
চারি পুত্র লাভ করে যদু মহাত্মন্।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ ॥
সহস্রজিৎ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জানিবে অন্তরে।
ক্রোষ্টু নল রঘু হয় ক্রমে তার পরে ॥
মহাব্রত হয় বৎস এই চারি জন।
সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ হন ॥
শতজিৎ তিন পুত্র উৎপাদন করে।
হৈহয় ও বেণু হয় জানিবে অন্তরে ॥
ধর্ম্মনেত্র নামে হয় হৈহয়-নন্দন।
ধর্ম্মনেত্র সুত কুন্তি বিদিত ভুবন ॥
কুন্তি হ'তে সহাঞ্জির জন্ম হৈল পরে।
সহাঞ্জি হইতে মহিষ্মান জন্ম ধরে ॥
মহিষ্মান হ'তে ভদ্রশ্রেণ্যের জনম।
দুর্দ্দম তাঁহার পুত্র বিদিত ভুবন ॥
ধনকেরে পুত্র পায় দুর্দ্দম সুমতি।
ধনকের চারি পুত্র খ্যাত বসুমতী ॥
কৃতবীর্য্য কৃত অগ্নি কৃতকর্ম্মা পরে।
কৃতৌজা এ চারি পুত্র জানিবে অন্তরে
কৃতবীর্য্যসুত হয় অর্জ্জুন আখ্যান।
আছিল সহস্রবাহু এই মতিমান্ ॥
সপ্তদ্বীপ অধিপতি অর্জ্জুন হইল।
ধর্ম্মপরায়ণ অতি খ্যাত ভূমণ্ডল ॥
দত্তাত্রেয় নামে এক ছিল তপোধন।
অত্রিকুলে সেই জন লভেছে জনম ॥

তাঁর আরাধনা করি অর্জ্জুন নৃপতি।
মাগিলেন যে যে বর শুন মহামতি ॥
"শুন শুন ভগবন্ করি নিবেদন।
অধর্ম্মে কখন যেন নাহি যায় মন ॥
আমার সহস্র বাহু হইবে শরীরে।
এই বর দেও মোরে কৃপাদৃষ্টি করে ॥
ধর্ম্ম-অনুসারে থাকি সদাসর্ব্বক্ষণ।
কায়মনে করি যেন প্রজার পালন ॥
শত্রু হ'তে ভয় যেন না রহে আমার।
আরো এক কথা বলি শুন গুণাধার ॥
যে জন বিদিত হয় অখিল সংসারে।
হেন জন যেন মোরে বধিবারে নারে ॥"
এই কথা দত্তাত্রেয় করিয়া শ্রবণ।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন তখন ॥
তার পর ধর্ম্মপথে থাকি মহামতি।
পালিতে লাগিল প্রজা জানিবে সুমতি ॥
করিল অযুত যজ্ঞ সেই মতিমান্।
তাহে এক গাথা আছে ভুমে বিদ্যমান ॥
"তপে দমে যজ্ঞে আর বিনয়ে ও দানে।
অর্জ্জুন সমান কেহ নাহিক ভুবনে ॥"
অর্জ্জুনের রাজ্যে কভু না ছিল তস্কর।
তাঁহার মহাত্ম্য হয় খ্যাত চরাচর ॥
কমলা অচলা হয়ে তাঁহার আগারে।
মনসুখে ছিল সদা জানিবে অন্তরে ॥
বলবীর্য্যে তাঁর সম কেহ নাহি ছিল।
পঁচাশী হাজার বর্ষ রাজত্ব করিল ॥
মাহিষ্মতী নামে ছিল তাঁহার নগরী ॥
কোন স্থানে নাহি আর হেন দিব্যপুরী ॥
একদিন লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ।
দিগ্বিজয় হেতু ধরা করিয়া ভ্রমণ ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্বেরে করি পরাজয়।
একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হয় সেই দুরাশয় ॥
ক্রমে ক্রমে উপনীত অর্জ্জুন গোচরে।
অতিমত্ত দুরাচার সদা অহঙ্কারে ॥
যখন অর্জ্জুন-পাশে করয়ে গমন।
নর্ম্মদার জলে ছিল অর্জ্জুন তখন ॥

করিতে আছিল ক্রীড়া সলিল-মাঝারে।
বাহু দিয়া নদীস্রোত অবরুদ্ধ করে॥
তাহাতে বাড়িয়া উঠে ক্রমে সেই জল।
তাহা দিয়া ক্রীড়া করে নৃপতি প্রবল॥
হেনকালে দুরাচার রাক্ষস রাবণ।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে করিল গমন॥
অর্জ্জুন দেখিয়া তারে কুপিত অন্তরে।
রজ্জুতে বান্ধিয়া রাখে নিজ কারাগারে।
পঁচাশী হাজার বর্ষ অর্জ্জুন ভূপতি।
করিলেন রাজ্যরক্ষা খ্যাত বসুমতী।
তার পর নারায়ণ অংশেতে জন্মিয়ে।
ছেদন করেন হস্ত জানিবে হৃদয়ে॥
তাহাতে অর্জ্জুন যায় শমন-সদন।
তার পর ছিল তাঁর একশ নন্দন॥
তার মাঝে পাঁচ জন সবার প্রধান।
তাহাদের নাম বলি শুন মতিমান্॥
শূর শূরসেন আর তৃতীয় বৃষণ।
মধুধ্বজ তার পর ওহে মহাত্মন॥
জয়ধ্বজ তার পর জানিবে অন্তরে।
এ পঞ্চ প্রধান হয় জানে সর্ব্বনরে॥
তালজঙ্ঘ জন্মে পরে জয়ধ্বজ হতে।
তার পর বলি যাহা শুন অবহিতে॥
তালজঙ্ঘ হ'তে হয় শতেক নন্দন।
তালজঙ্ঘ নামে খ্যাত সেই সব জন॥
বীতিহোত্র নামে খ্যাত জ্যেষ্ঠজন হৈল।
দ্বিতীয় ভরত নামে খ্যাত চরাচর॥
ভরত হইতে হয় বৃষের জনম।
মধু হয় বৃষসুত বিদিত ভুবন॥
বৃষ্ণি আদি শতপুত্র মধু হ'তে হয়।
বৃষ্ণি হ'তে বৃষ্ণিগোত্র হয়েছে নির্ণয়॥
মধু হ'তে মধুবংশ হয়েছে প্রচার।
এইত তোমার পাশে কহি গুণাধার॥
যদুবংশ বলি খ্যাত যাদব আখ্যানে।
নিগূঢ় কাহিনী এই কহি তব স্থানে॥
এই সব মন দিয়া করিলে শ্রবণ।
পাতক তাহার দেহে না থাকে কখন॥
মনোরথ পূর্ণ হয় জানিবে তাহার।
সুজন তাহার নাম জগতে প্রচার॥
তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মূঢ়মন।
ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা তুমি থাক নিমগন॥ ১-

দ্বাদশ অধ্যায়।

ক্রোষ্টু বংশ বর্ণন।

পরাশর কহে শুন ওহে মহামতি।
ক্রোষ্টুর বংশের কথা কহিব সম্প্রতি॥
ক্রোষ্টা নামে এক পুত্র যদুর জনমে।
বৃজিনীবান্ তৎপুত্র কহি তব স্থানে॥
তার পুত্র হয় পুনঃ স্বাহি অভিধান।
রুষদ্গু স্বাহির পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
চিত্ররথ তার পর নিজ জন্ম ধরে।
শশবিন্দু তার পুত্র জানিবে অন্তরে॥
শশবিন্দু রাজা হয় বিদিত ভুবন।
চতুর্দ্দশ মহারত্ন পান এই জন॥*
বলবীর্য্যবান্ সেই শশবিন্দু রায়।
এক লক্ষ পত্নী ছিল কহিনু তোমায়॥
দশ লক্ষ পুত্র সেই করে উৎপাদন।
ছয় পুত্র তার মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ হন॥
তাহাদের নাম বলি শুন অবধানে।
পৃথুযশা পৃথুকর্ম্মা জানিবেক মনে॥
পৃথুজয় পৃথুদান পৃথুকান্তি আর।
পৃথুশ্রবা এই ছয় ওহে গুণাধার॥
পৃথুশ্রবা পুত্র লভে তম অভিধান।
উশনা তাহার পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
সহস্রেক অশ্বমেধ সে উশনা করে।
শিতেষু তাহার পুত্র জানিবে অন্তরে॥

---

* চক্ররত্ন, রথরত্ন, মণিরত্ন, খড়্গরত্ন, চর্ম্মরত্ন, কেতুরত্ন, নিধিরত্ন, এই সাতটী রত্ন জীবনহীন বলিয়া বিদিত। ভার্য্যারত্ন, পুরোহিতরত্ন, সেনানীরত্ন রথকাররত্ন, পদাতিরত্ন, অশ্বরত্ন, গজরত্ন এই সাতটী রত্ন জীবনবিশিষ্ট। ইহাকেই চতুর্দ্দশ রত্ন কহে।

শ্রীরুক্মকবচ হয় শিতেষু-তনয়।
পুরাবৎ তৎপুত্র জানিবে নিশ্চয় ॥
পুরাবৃত পঞ্চপুত্র করে উৎপাদন।
তাহাদের নাম শুন করহ শ্রবণ ॥
শ্রীরুক্মেষু পৃথুরুক্ম জ্যামোঘ পালিত।
হরিত এ পাঁচ পুত্র সর্ব্বত্র বিদিত ॥
এইরূপ গাথা আছে সংসার-মাঝারে।
বলিতেছি সেই কথা তোমার গোচরে ॥
"নারীভক্ত নর যত আছয়ে সংসারে।
অথবা ভূমিতে জন্ম লইবেক পরে ॥
সবার প্রধান সেই জ্যামোঘ সুমতি।'
শৈব্যাগর্ভে জ্যামোঘের না হৈল সন্ততি
শৈব্যার ভয়েতে রাজা সদা ভীতমন।
অন্য নারী বিভা নাহি করিল রাজন ॥
এককালে এই নৃপ ভীষণ সমরে।
বহু অশ্ব হস্তী রথ নিপাতিত করে ॥
অখিল বিপক্ষগণে কৈল পরাজয়।
মহাভীত হয়ে তাহে যত অরিচয় ॥
পুত্র দারা বন্ধুজন ধন আপনার।
পৃথ্বী সৈন্য আদি করি করি পরিহার ॥
নানাদিকে দ্রুতগতি কৈল পলায়ন।
শুন শুন তার পর ওহে তপোধন ॥
অতি রূপবতী এক রাজার কুমারী।
ভীতা হয়ে কাঁদিতেছে কত খেদ করি ॥
কখন বলিছে তাত রক্ষ রক্ষ এবে।
জ্যামোঘ নৃপতি তারে হেরে এই ভাবে
তারে দেখি অনুরাগী নৃপের হৃদয়।
আপনি জ্যামোঘ রাজা চিন্তে সে সময়
বন্ধ্যা স্ত্রীর পতি আমি অতি মূঢ়মতি।
ভাগ্যহীন আমি হায় না জন্মে সন্ততি ॥
পুত্র দিতে এবে বিধি আমারে ইচ্ছিল।
তাই বুঝি এই রত্ন মিলাইয়া দিল ॥
ইহারে রমণীরূপে করিব গ্রহণ।
রথে তুলি নিজ রাজ্যে করিব গমন ॥
রাণীর আদেশ লয়ে বিবাহ করিব।
পরম সুখেতে দোঁহে জীবন কাটাব

এত ভাবি রথে করি আপন নগরে।
কন্যারে লইয়া গেল হরিষ অন্তরে ॥
দ্রুতগতি গিয়া নৃপ আপন ভবনে।
যখন প্রবেশ করি পুলকিতমনে ॥
তখন মহীষি তাঁর আনন্দের ভরে।
ভৃত্য বন্ধু আদিগণে লয়ে সমিভ্যারে ॥
নৃপের সম্মান আদি করিতে বর্দ্ধন।
নগরীর দ্বারে ছিল ওহে তপোধন ॥
রাজার বামেতে এক রাজসুতা হেরি।
মনে মনে হিংসাযুতা হলেন সুন্দরী ॥
অধর কম্পিত তাঁর হৈল ঈর্ষ্যাভরে।
রাজারে কহেন নৃপ কে এ রথোপরে ॥
ভয়েতে রাজার হৈল বিচলিত মন।
উত্তর না দিয়া হন আনত-বদন ॥
ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে করেন উত্তর।
পুত্রবধূ এই মম রথের উপর ॥
রাণী বলে পুত্র নাহি প্রসবিনু আমি।
তুমিও না হ'লে নৃপ অন্য নারীস্বামী ॥
ইহারে পুত্রের বধূ কহিছ রাজন।
কি সম্বন্ধে এই কন্যা পুত্রবধূ হন ॥
এত বলি শৈব্যা রাণী নৃপতির প্রতি।
কোপ-ঈর্ষ্যা প্রকাশিল ওহে মহামতি ॥
তাহে সেই ভূপতির বুদ্ধিলোপ হয়।
বদনে না সরে বাণী পেয়ে অতি ভয় ॥
ধীরে ধীরে তার পর ভাবিয়া অন্তরে।
কহিলেন নরনাথ রাণীর গোচরে ॥
তোমার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
তার জন্য আনিয়াছি তনয়া রতন ॥
কোপমতি রাণী শুনি রাজার ভারতী।
সহাস্যবদনে কহে ওহে নরপতি ॥
ভাল ভাল তাই হবে ওহে মহোদয়।
নগরে পশিল নৃপ কিন্তু রৈল ভয় ॥
শৈব্যাসহ মনসুখে করেন বিহার।
কালেতে রাণীর হৈল গর্ভের সঞ্চার ॥
যথাকালে পুত্র এক প্রসবিল ধনী।
বিদর্ভ রাখিল নাম নৃপ গুণমণি ॥

যে কন্যা আনিয়াছিল জ্যামোঘ রাজন।
পুত্রবধু কৈল তারে হয়ে ফুল্লমন॥
বিদর্ভ হইতে সেই কন্যার জঠরে।
ক্রথ ও কৌশিক দোঁহে জন্মগ্রহণ করে॥
আরো এক পুত্র ধনী পরে প্রসবিল।
রোমপাদ নামে সেই প্রসিদ্ধ হইল॥
বভ্রু হয় তার পুত্র পৌত্র হয ধৃতি।
কৌশিকের ছেদি নামে জন্মিল সন্ততি॥
চৈদ্য নানা রাজগণ এ বংশে জনমে।
ক্রথ হতে কুন্তী পরে জনমিল ভূমে॥
কুন্তীর নন্দন বৃষ্ণি বৃষ্ণির নিবৃত্তি।
নিবৃত্তির সুত হয় দশার্হ ভূপতি॥
দশার্হের ব্যোমা নামে জন্মিল নন্দন।
জীমুত ব্যোমার সুত বিদিত ভুবন॥
তার সুত বংশকৃতি ওহে মহোদয়।
ভীমরথ তাঁর পুত্র জানিবে নিশ্চয়॥
ভীমরথ নবরথে করে উৎপাদন।
তার পুত্র দশরথ বিদিত ভুবন॥
দশরথ শকুনিরে উৎপাদন করে।
করম্ভি শকুনি সুত বিদিত সংসারে॥
দেবরাত করম্ভির জানিবে নন্দন।
দেবক্ষত্র তাঁর পুত্র ওহে মহাত্মন॥
দেবক্ষত্রসুত হয় মধু-অভিধান।
শ্রীঅনবরথ হয় তাহার সন্তান॥
অনবরথের সুত কুরুবৎস হয়।
অনুরথ তাঁর পুত্র ওহে মহোদয়॥
পুরুহোত্র হৈল অনুরথের নন্দন।
তাঁর পুত্র অংশ হয় বিদিত ভুবন॥
সত্বত অংশের পুত্র হয় মহামতি।
সাত্বতবংশের হয় ইহা হতে খ্যাতি॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেই মানবের গণ।
জ্যামোঘের বংশকথা করয়ে শ্রবণ॥
পাপরাশি নাহি থাকে তাহার শরীরে।
বংশলোপ নাহি তার হয় কোনকালে॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর॥১-১৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

স্যমন্তকোপাখ্যান, জাম্ববতী ও সত্যভামার বিবাহ এবং গান্দিনী উপাখ্যান।

পরাশর কহে শুন ওহে মহাত্মন।
সত্বত নৃপের হয় অনেক নন্দন॥
ভজিন ও ভজমান দিব্যান্ধক পরে।
দেবাবৃধ মহাভোজ জানিবে অন্তরে॥
বৃষ্ণি এই ছয় পুত্র করে উৎপাদন।
ভজমান কথা এবে করহ শ্রবণ॥
দুই নারী ভজমান বিবাহ করিয়ে।
পুত্র উৎপাদন করে প্রফুল্ল হইয়ে॥
একের গর্ভেতে হয় তিনটি নন্দন।
অন্যের গর্ভেতে তিন ওহে তপোধন॥
নিমি বৃষ্ণি ও কৃকণ একের উদরে।
শতাজিত আদি করি অন্যের জঠরে॥
দেবাবৃধ যেই পুত্র করে উৎপাদন।
বভ্রু হয় তার নাম ওহে মহাত্মন॥
দেবাবৃত নামে আর বভ্রুর নামেতে।
একথা প্রসিদ্ধি আছে শুন অবহিতে॥
"দেবাবৃধ আর বভ্রু দেবের সমান।
ইহারা উভয়ে হন সবার প্রধান॥"
কিবা দূরে কিবা কাছে যেই কোন জন
সকলের মুখে ইহা হৈত উচ্চারণ॥
যাহা লোক তার পর শুন মহামতি।
মহাভোজ রাজা ছিল ধর্ম্মশীল অতি॥
তাঁহার বংশেতে ভোজ মার্ত্তিক আরত।
এই তিন জন জন্মে অতি ভাগবত॥
বৃষ্ণি হতে দুই পুত্র হয় উৎপাদন।
সুমিত্র ও যুধাজিৎ বিদিত ভুবন॥
যুধাজিৎ দুই পুত্র ক্রমে লাভ করে।
অনমিত্র শিনী আর জানিবে অন্তরে॥
অনমিত্র হতে হয় নিম্নের জনম।
নিম্নের তনয় দুটি বিদিত ভুবন॥

শতাজিৎ, সত্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ।

প্রসেন ও সত্রাজিত তাহাদের নাম।
সত্রাজিৎ মিত্র পায় সূর্য্য ভগবান ॥
একদিন সত্রাজিত সাগরের তীরে।
উপনীত হয়ে বৎস একান্ত অন্তরে ॥
ভাস্করের স্তব পাঠ করিতে লাগিল।
তাহে দিনমণি অতি পরিতুষ্ট হৈল ॥
অস্পষ্ট আকার সূর্য্য করিয়া ধারণ।
উপনীত হন আসি তাহার সদন ॥
সত্রাজিৎ সেই মূর্ত্তি দেখিয়া নয়নে।
কহিলেন সম্বোধিয়া বিনয়-বচনে ॥
শুন শুন ভগবান করি নিবেদন।
প্রত্যহ আকাশে তোমা করি দরশন ॥
বহ্নিপিণ্ডময় রূপ হেরিয়েছে নয়নে।
আজিও সেরূপ হেরি কহি তব স্থানে
তোমার প্রসাদচিহ্ন না হয় লক্ষিত।
বিবেচনা করি কর যা হয় বিহিত ॥
তাহার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কণ্ঠ হতে স্যমন্তক করি উন্মোচন ॥
একপাশে দিবাকর করিল স্থাপন।
দিব্য রূপ সেইকালে হৈল দরশন ॥
তখন প্রণাম করে সত্রাজিৎ রায়।
আরম্ভ করিল স্তব করিতে তাঁহার ॥
স্তব শুনি দিবাকর করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন্ ॥
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি তোমারে।
অভিমত বর লও যা হয় অন্তরে ॥
সত্রাজিত কহে শুন ওহে দিনমণি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব এই মণি ॥
তাঁহার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তুষ্ট হয়ে মণি তাঁরে করিয়া অর্পণ ॥
অবিলম্বে আরোহিয়া রথের উপরে।
নিজ স্থানে গেল সূর্য্য প্রফুল্ল অন্তরে ॥
সত্রাজিত কণ্ঠে মণি করিয়া গ্রহণ।
দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজা হন ॥
আনন্দে চলিল পরে দ্বারকা নগরে।
তাঁহারে হেরিয়া সবে বিস্মিত অন্তরে

কৃষ্ণের নিকটে সবে করিয়া গমন।
কহিলেন করযোড়ে ওহে ভগবন ॥
অই দেখ ভগবান দেব দিবাকর।
দেখিতে আসিছে প্রভু তোমার গোচর ॥
কেশব তাঁদের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন হাস্য করি শুন সর্ব্বজন ॥
আদিত্য নহেন উনি জানিবে সকলে।
আসিছেন সত্রাজিত মন-কুতূহলে ॥
সূর্য্যদত্ত স্যমন্তক করিয়া ধারণ।
সত্রাজিত মমমুখে করে আগমন ॥
ভাল করি তোমা সবে দেখহ নয়নে।
বুঝিতে পারিবে তবে কহি সবা স্থানে ॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিশ্চিত হইয়া সবে বসিল তখন ॥
তার পর সত্রাজিত আপন আগারে।
প্রবেশ করিল আসি আনন্দের ভরে ॥
প্রত্যহ সে মণি হতে স্বর্ণ আটভার।
বাহির হইত ঋষে অদ্ভুত ব্যপার ॥
মণির আশ্চর্য্য গুণ কি কব তোমারে।
সেই মণি ওহে ঋষে থাকে যেই স্থলে ॥
উপসর্গ তথা নাহি হয় দরশন।
অনাবৃষ্টি হিংস্র জন্তু না আসে কখন ॥
অনলের ভয় কভু না থাকে তথায়।
দুর্ভিক্ষ কখন নাহি সেই স্থানে যায় ॥
জানিত মণির গুণ কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
এই হেতু মনে মনে করেন চিন্তন ॥
উগ্রসেন মহারাজ অতি গুণাধার।
স্যমন্তক যোগ্য হয় কেবল তাঁহার ॥
এইরূপ বিবেচনা করিয়া অন্তরে।
সে মণি পাইতে ইচ্ছা বাসুদেব করে ॥
সমর্থ হয়েও তিনি ওহে তপোধন।
গোত্রভেদভয়ে নাহি করেন হরণ ॥
জানিলেন সত্রাজিত কৃষ্ণের অন্তরে।
জন্মিয়াছে ইচ্ছা অতি মণিলাভ তরে ॥
জানিয়া আপন ভ্রাতা প্রসেনে তখন।
সত্রাজিত সেই মণি করিল অর্পণ ॥

পবিত্র ভাবেতে মণি ধরিলে শরীরে ॥
অসংখ্য স্বর্ণ হয় তাহার আগারে ॥
কিন্তু শুদ্ধভাবে নাহি করিলে ধারণ।
সে মণি হইয়া থাকে নিধন কারণ ॥
সেই মণি লাভ করি প্রসেন সুমতি।
গলে দিয়া বনমাঝে করিলেন গতি ॥
মৃগয়ার্থ অশ্বোপরি করি আরোহণ।
গহন কাননে গেল প্রসেন তখন ॥
বনমাঝে এক সিংহ করিত বসতি।
প্রসেনেরে নিরখিয়া সেই পশুপতি ॥
অশ্ব সহ নিপাতিত করিয়া তাঁহারে।
গমনে উদ্যত হয় কানন মাঝারে ॥
সহসা ঋক্ষের রাজা বলী জাম্বুবান।
ঘটনাবশেতে উপনীত সেই স্থান ॥
তথা আসি পশুরাজে করিয়া নিধন।
সবলে সে মণিরত্ন করিল গ্রহণ ॥
অবশেষে প্রবেশিল আপন বিবরে।
সে মণি পরায়ে দিল আপন কুমারে ॥
শ্রীসুকুমারক হয় কুমারের নাম।
তাহার গলায় দিল সেই জাম্বুবান ॥
মণি লয়ে ঋক্ষশিশু সদা খেলা করে।
শুন শুন তার পর বলিহে তোমারে ॥
এদিকে প্রসেন নাহি ফিরিয়া আসিল।
তাহা দেখি গুপ্তভাবে সকলে কহিল ॥
কৃষ্ণের বাসনা ছিল মণির কারণ।
কিন্তু তাঁর মনোরথ না হৈল পূরণ ॥
প্রসেনেরে বধ করি কৃষ্ণ মহামতি।
লয়েছেন সেই রত্ন লোভবশে অতি ॥
পরস্পর এইরূপ কহে যদুগণ।
বাসুদেব এই কথা করেন শ্রবণ ॥
বৃথা অপবাদ হৈল এই মণি কারণে।
বনেতে গেলেন কৃষ্ণ খুঁজিতে প্রসেনে ॥
অশ্বের ক্ষুরের চিহ্ন করি দরশন।
ক্রমে ক্রমে বনমাঝে করেন গমন ॥
দেখিলেন মৃত অশ্ব রয়েছে পড়িয়ে।
তারে মারি পশুরাজ গিয়াছে চলিয়ে ॥
সিংহের চরণচিহ্ন করি দরশন।
ক্রমে ক্রমে বহুদূর গেলেন তখন ॥
দেখিলেন ঋক্ষ দ্বারা হয়ে নিপাতিত।
সিংহও রয়েছে তথা ভূতলে পতিত ॥
তাহা দেখি মণি লাভ করিবার তরে।
ঋক্ষপদচিহ্ন ধরি চলেন সত্বরে ॥
কিয়দ্দুর অতিক্রম করিয়া তখন।
গহ্বর তাঁহার চক্ষে হয় দরশন ॥
গিরিতটে সৈন্যগণে রাখি তার পরে।
প্রবেশ করিল কৃষ্ণ গহ্বর ভিতরে ॥
গহ্বরের অর্দ্ধভাগ করিলে গমন।
এই কথা নিজকর্ণে করেন শ্রবণ ॥
ধাত্রী এক সুকুমার নামক কুমারে।
করিছে প্রবোধ দান এই কথা বলে ॥
সিংহ দ্বারা মরিয়াছে প্রসেন ভূপতি।
জাম্বুবান মারিয়াছে সেই পশুপতি ॥
কেন আর তুমি এবে করিছ রোদন।
এখন হয়েছে তব এ মণি রতন ॥"
এই বাক্য বাসুদেব শুনিয়া শ্রবণে।
লব্ধপ্রায় রত্ন বলি ভাবিলেন মনে ॥
অবিলম্বে গর্ত্তমধ্যে পশিলা তখন।
দেখিলেন ধাত্রী করে সে মণি রতন ॥
তাহা দিয়া ক্রীড়া করি ঋক্ষের কুমারে।
সান্ত্বনা করিছে কত মিষ্টকথা বলে ॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া ধাত্রী করিয়া চীৎকার।
রক্ষা কর রক্ষ বলি করে হাহাকার ॥
কে আছ কোথায় আসি রক্ষহ আমারে।
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে ॥
জাম্বুবান আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রবণ।
রোষভরে অবিলম্বে করে আগমন ॥
সহসা কৃষ্ণের সহ বাধিল সমর।
ক্রমে দোঁহে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর ॥
একবিংশ দিন হয় যুদ্ধ বিভীষণ।
এদিকে সৈন্যেরা করে মনেতে চিন্তন ॥
বিনষ্ট হয়েছে কৃষ্ণ গহ্বর মাঝারে।
বাঁচিলে অবশ্য তিনি আসিতেন ফিরে ॥

এত ভাবি গৃহে তারা করি আগমন ।
কৃষ্ণের নিধনবার্ত্তা করিল ঘোষণ ॥
কৃষ্ণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা হইল ।
মনোদুঃখে বান্ধবেরা কান্দিতে লাগিল ॥
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ করে ঘোরতর রণ ।
শরীর হইল ক্ষত যুদ্ধের কারণ ॥
দারুণ প্রহারে তিনি অতি রোষভরে ।
মারিতে লাগিল সেই ঋক্ষেতে শরীরে ॥
দিন দিন ক্ষীণ ঋক্ষ ক্রমেতে হইল ।
কেশবের জয়লাভ কাজেই ঘটিল ॥
তখন তাঁহার পদে পড়ি জাম্বুবান ।
বলে রক্ষা কর প্রভু তুমি ভগবান্ ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ না জানে তোমারে ।
আমি ছার পশুজাতি জানি কি প্রকারে
নারায়ণ-অংশভূত অবশ্য আপনি ।
অতএব কৃপা কর ওহে নীলমণি ॥
তাহার এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ ।
কহিলেন তুষ্ট হয়ে ঋক্ষরে তখন ॥
ভূভার হরণে আমি এসেছি সংসারে ।
সেই হরি আমি ঋক্ষ জানিবে অন্তরে ॥
এত শুনি জাম্বুবান পুলকে মগন ।
বন্দিয়া কৃষ্ণেরে গৃহে করে আনয়ন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া বিধানে ।
জাম্বুবতী কন্যাদান করিল যতনে ॥
স্যমন্তক মণি দিল করিয়া আদর ।
মণি লয়ে আসে কৃষ্ণ দ্বারকা-নগর ॥
জাম্বুবতী সহ আসে দ্বারকা নগরে ।
তাঁহারে হেরিয়া সবে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
দ্বারকানগরে ছিল যত বৃদ্ধজন ।
কৃষ্ণেরে হেরিতে ধায় যুবার মতন ॥
যাদব-নিকর আর যত নারীগণ ।
ব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণ-পাশে করিল গমন ॥
আনন্দ প্রকাশ সবে করিতে থাকিল ।
সবারে সম্বোধি কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥
মণির কারণে হৈল যে সব ঘটন ।
আদ্যোপান্ত সব কথা করিল কীর্ত্তন ॥

সত্রাজিত-করে সেই মণি দান করি ।
অলীক কলঙ্ক হ'তে ত্রাণ পায় হরি ॥
জাম্বুবতী রমণীরে স্থাপি অন্তঃপুরে ।
বিহার করেন সুখে পুলক অন্তরে ॥
অপবাদ দিয়াছিল কৃষ্ণে সত্রাজিত ।
তাহে ভয় পেয়ে অতি হইয়া চিন্তিত ॥
সত্যভামা নাম্নী কন্যা করিলেন দান ।
নারী পেয়ে কৃষ্ণধন সুখে ভাসমান ॥
শতধন্বা কৃতবর্ম্মা অক্রূর সুমতি ।
অন্য অন্য যাদবেরা ওহে মহামতি ॥
সত্যভামা কামিনীরে লভিবার তরে ।
বাসনা করিয়াছিল আপন অন্তরে ॥
কৃষ্ণের সহিত বিভা যদি হৈল তার ।
অপমান বোধ হৈল হৃদয়ে সবার ॥
শক্রতা করিল সবে সত্রাজিত প্রতি ।
অক্রূর করিয়া আদি যত মহামতি ॥
শ্রীশতধন্বারে কহে করি সম্বোধন ।
শুনহ মোদের বাক্য তুমি মহাত্মন্ ॥
দুরাচার সত্রাজিত নাহিক সংশয় ।
চাহিয়াছিলাম কন্যা ওহে মহোদয় ॥
তুমিও মাগিয়াছিলে ভাবি দেখ মনে ।
অবজ্ঞা করিল কিন্তু আমা সব জনে ॥
অতএব শীঘ্র দুষ্টে করহ নিধন ।
কিবা ফল রাখি আর দুষ্টের জীবন ॥
ইহারে বিনাশি লহ স্যমন্তক মণি ।
যদি ইথে শক্র হন কৃষ্ণ গুণমণি ॥
আমরা সাহায্য সবে করিব তোমার ।
এত শুনি শতধন্বা করিল স্বীকার ॥
এ যুক্তি জানিয়া হৃদে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
আগেতে হস্তিনাপুরে করিলা পয়াণ ॥
জতুগৃহে ভস্ম হৈল পাণ্ডুসুতগণ ।
এ বার্ত্তা সকল স্থানে হইল রটন ॥
পাণ্ডবের শক্র সেই রাজা দুর্য্যোধন ।
পাণ্ডব উপরে নাহি তাহার যতন ॥
পাণ্ডবের প্রেতকার্য্য করিবার তরে ।
উপনীত হন আসি হস্তিনানগরে ॥

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গেলেন যখন ।
শতধন্বা সুসময় জানিয়া তখন ॥
সত্রাজিত নিদ্রাগত যখন আছিল ।
শতধন্বা সেইকালে জীবন বধিল ॥
স্যমন্তক মহামণি লইয়া তখন ।
হইল সে শতধন্বা আনন্দিতমন ॥
পিতৃনাশে সত্যভামা হৈল কোপান্বিতা ।
রথে চড়ি হস্তিনাতে হন উপনীতা ॥
কেশবেরে রোষভরে জানান তখন ।
মোরে তব হস্তে পিতা করিলা অর্পণ ॥
শতধন্বা তাহা নাহি সহিবারে পারি ।
পিতারে করেছে নাশ ওহে বনমালী ॥
স্যমন্তক মহামণি করেছে গ্রহণ ।
এখন উচিত যাহা কর নারায়ণ ॥
সত্যভামা এইরূপ কৃষ্ণেরে বলিল ।
শুনিয়া কেশব হৃদে সন্তুষ্ট হইল ॥
বাহিরে ক্রোধের ভাব দেখায়ে তখন ।
রক্তনেত্রে প্রেয়সীরে কহেন বচন ॥
তোমার পিতার ইথে নাহি অপমান ।
হয়েছে ইহাতে শুদ্ধ মম অপমান ॥
হেন অপমান নাহি সহিবারে পারি ।
যাহা হোক্ বলি এবে শুনহ সুন্দরী ॥
অবশ্য ইহার ফল দিব গো সম্প্রতি ।
শোক ত্যজ মম বাক্যে ওগো গুণবতি ॥
এত বলি প্রেয়সীরে লয়ে নিজ সনে ।
উপনীত হন আসি দ্বারকা ভবনে ॥
বলদেবে সম্বোধিয়া বিজনে তখন ।
কহিলেন শুন দেব আমার বচন ॥
মৃগয়ার্থ বনে যায় প্রসেন যখন ।
পশুপতি তথা তারে করয়ে নিধন ॥
শতধন্বা শত্রাজিতে করেছে সংহার ।
উভয়ে নিপাত হৈল ওহে গুণাধার ॥
এখন এ স্যমন্তক আমাদের ধন ।
উঠ ত্বরা রথোপরি কর আরোহণ ॥
শতধন্বা দুরমতি নাশিব তাহায় ।
শুনিয়া তথাস্তু বলি রাম দিলা সায় ॥

দুই জনে সমরেতে উদ্যত হইল ।
শতধন্বা এই কথা শুনিতে পাইল ॥
দ্রুতগতি গেল কৃতবর্ম্মার গোচরে ।
অনুরোধ করে কত সাহায্যের তরে ॥
শুনি কৃতবর্ম্মা কহে শুন ওহে ধীর ।
কৃষ্ণ রাম সম বল আছে কোন্ বীর ॥
তাঁদের সহিতে কভু কলহ করিতে ।
সক্ষম না হব আমি কহিনু সাক্ষাতে ॥
শতধন্বা শুনি যায় অক্রুর-গোচরে ।
অনুরোধ করে কত সমরের তরে ॥
শুনিয়া অক্রুর কহে এরূপ বচন ।
যাঁর পদভরে কাঁপে এতিন ভুবন ॥
মহাবল মহাবীর্য্য দানবনিকর ।
যাঁর করে মরি যায় শমন-নগর ॥
সে কৃষ্ণের সহ বল কে করিবে রণ ।
সংসার-তারণ সেই প্রভু নিরঞ্জন ॥
শত শত অরি ধ্বংস কটাক্ষে যাঁহার ।
সৃজন করেন যিনি অখিল সংসার ॥
যাঁর হল-অস্ত্র আছে বিদিত ভুবনে ।
তাঁর সহ বল দেখি কে মাতিবে রণে ॥
অখিল বিশ্বেতে আছে যত সুরগণ ।
তাঁর সহ যুঝিবারে পারে কোন্ জন ॥
তুচ্ছ মোরা হই অতি এই বিশ্বধামে ।
কিরূপে করিব রণ তাঁহাদের সনে ॥
অন্যজনে তুমি গিয়া লভহ শরণ ।
শুনি শতধন্বা মনে করেন চিন্তন ॥
তার পর অক্রুরেরে করি সম্বোধন ।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন ॥
যদ্যপি সাহায্য নাহি করিবে সমরে ।
তবে এক কাজ কর বলি হে তোমারে ॥
স্যমন্তক মণি তুমি করিয়া গ্রহণ ।
যত্ন করি নিজ স্থানে করহ রক্ষণ ॥
অক্রুর বলেন যদি হয় হে মরণ ।
তবু না রাখিব আমি এ মণি রতন ॥
তবে এক কথা বলি শুনহ তোমারে ।
যদি না প্রকাশ কর কাহার গোচরে ॥

তবে আমি রাখিবারে পারি এই মণি।
বিবেচিয়া যাহা হয় করহ এখনি ॥
শতধন্বা বলে আমি করিনু স্বীকার।
কাহার নিকটে নাহি হইবে প্রচার ॥
তখন অক্রূর মণি করিয়া গ্রহণ।
যত্ন করি নিজ স্থানে করিল রক্ষণ ॥
অবশেষে শতধন্বা অশ্বে আরোহিয়ে।
পলায়ন করে বেগে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ॥
এদিকেতে রাম কৃষ্ণ করিল শ্রবণ।
শতধন্বা অশ্বোপরি করে পলায়ন ॥
কৃষ্ণের ঘোটক ছিল চারিটী প্রধান।
তাহাদিগে রথে যুড়ি ওহে মতিমান্ ॥*
শতধন্বা পাছু পাছু রাম কৃষ্ণ চলে।
শতধন্বা কিন্তু গেছে অগ্রে বহুদূরে ॥
শতৈক যোজন চলে তার পুরজন।
প্রতিদিনে এইরূপ আছে নিরূপণ ॥
বেগে ধায় শতধন্বা ভয় পেয়ে মনে।
দ্রুতগতি চালায় সে যত অশ্বগণে ॥
মিথিলার বনে মরে তুরঙ্গ সকল।
পদব্রজে শতধন্বা যায় দ্রুততর ॥
তখন শ্রীহরি কহে দেব বলরামে।
থাক থাক অগ্র প্রভু থাক এই স্থানে ॥
পদব্রজে পাছু পাছু করিয়া গমন।
এখনি দুষ্টেরে শীঘ্র করিব নিধন ॥
অমঙ্গল দেখিয়াছে এই অশ্বগণ।
সে হেতু চলিতে আর না করে মনন ॥
এই স্থানে তুমি দেব কর অবস্থান।
পিছু পিছু আমি ক্রমে হই ধাবমান ॥
এত শুনি বলদেব তথাস্তু বলিয়ে।
রহিলেন সেই স্থানে রথে আরোহিয়ে ॥
পদব্রজে বনমালী করিল গমন।
দুই ক্রোশ গিয়া করে চক্র নিক্ষেপণ ॥
তাহে শতধন্বা-শির কাটিয়া পড়িল।
অমনি শ্রীকৃষ্ণ গিয়া নিকটে দাঁড়াল ॥

* শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প, ও বলাহক এই চারিটী কৃষ্ণের অশ্ব।

অন্বেষণ করে হরি বসন ভূষণ।
কিন্তু নাহি দেখে কোথা সে মণিরতন ॥
ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ কহে হলধরে।
বৃথায় করিনু বধ শতধন্বা বীরে ॥
ভুবনের সার সেই স্যমন্তকধন।
নাহি পাই তার কাছে ওহে ভগবন্ ॥
এত শুনি কোপাবিষ্ট হৈল হলধর।
কৃষ্ণেরে কহেন তুমি অতি লোভপর ॥
এমন তোমারে লোভ ধিক্ হে তোমায়।
ক্ষমিলাম ভ্রাতা বলি ওহে যদুরায় ॥
যথা ইচ্ছা তুমি এবে করহ গমন।
দ্বারকাতে আমি নাহি যাব কদাচন ॥
কি কাজ আমার আর দ্বারকা-নগরে।
তব সম ভ্রাতৃ দিয়া কিবা ফল ফলে ॥
বন্ধু-বান্ধবেতে আর নাহি প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা সেই স্থানে করিব গমন ॥
শপথ করহ ভাই কেন বার বার।
এরূপে শ্রীকৃষ্ণে রাম করে তিরস্কার ॥
তথা হ'তে বলদেব করিলা গমন।
বিনয় করিল কত দেব জনার্দ্দন ॥
তবু নাহি বলদেব দাঁড়ায়ে তথায়।
বিদেহনগরে বলী দ্রুতগতি ধায় ॥
বিদেহ রাজার কাছে করিলে গমন।
জনক তাঁহারে করে বহু সম্বর্দ্ধন।
অর্ঘ্য দিয়া বলদেবে বসান আসনে।
সেই স্থানে রহে হলী পুলকিত-মনে ॥
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ করে দ্বারকা-গমন।
জনক-ভবনে রহে বলাই তখন ॥
অকস্মাৎ দুর্য্যোধন জনক-আগারে।
উপনীত হয় আসি জানিবে অন্তরে ॥
গদাযুদ্ধ শিখে তথা হয়ে ক্ষুণ্ণমন।
গদার কৌশল কত শিখিল রাজন ॥
এইরূপে তিনবর্ষ বিগত হইল।
উগ্রসেন বভ্রু আদি বিদেহে আসিল ॥
বুঝাইল বলরামে অনেক প্রকারে।
মণি-রত্ন কভু নাহি জনার্দ্দন হরে ॥

রামের হৃদয়ে হৈল বিশ্বাস তখন।
দ্বারকানগরে পরে করেন গমন ॥
স্যমন্তক হ'তে জন্মে কাঞ্চনের ভার।
অক্রুরের নিবা কাজ তাহা দিয়া আর।
মনে মনে নানাকথা করিয়া চিন্তন।
নানাবিধ যজ্ঞ করে অক্রুর সুজন ॥
দ্বিষষ্টি বৎসর যজ্ঞ করে মহামতি।
অধিক বলিব কিবা তুমি হে সুমতি ॥
দুর্ভিক্ষ অকাল-মৃত্যু কিম্বা কোন ভয়।
মণির প্রভাবে নাহি দ্বারকাতে রয় ॥
সাত্বতের পুত্র ছিল শত্রুঘ্ন আখ্যান।
মহামতি মহাবল খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
একদা অক্রুরপক্ষ যত ভোজগণ।
কুপিত হইয়া করে শত্রুঘ্ন নিধন ॥
তাহে অক্রুরের হৃদে হয় বড় ভয়।
ভোজগণ সহ গিয়া দেশান্তরে রয় ॥
দ্বারকা ত্যজিল যদি অক্রুর সুজন।
দুর্ভিক্ষ অকাল-মৃত্যু ঘটিল তখন ॥
হিংস্র জন্তুগণ আসি অত্যাচার করে।
নানা উপসর্গ হয় দ্বারকা-নগরে ॥
তাহা দেখি বলদেব কৃষ্ণ ভগবান্।
মন্ত্রণা করেন সবে ওহে মতিমান্ ॥
কি কারণে হয় এত দৈব-উপদ্রব।
ভাব দেখি তোমা হৃদে সকলে যাদব ॥
যদুগণমধ্যে বৃদ্ধ অন্ধক আছিল।
এ কথা শুনিয়া সেই কহিতে লাগিল ॥
অক্রুরের পিতা ছিল শ্বফল্ক ধীমান্।
করিতেন তিনি যথা যথা অবস্থান ॥
তথা তথা কোনকালে দুর্ভিক্ষ না হয়।
অনাবৃষ্টি আদি কভু নাহি হয় উদয় ॥
অনাবৃষ্টি হয় কভু বার্‌ণসীধামে।
তাহাতে প্রজার হৃদে অতি কষ্ট জন্মে
সেথায় শ্বফল্কে নিল কাশী নরবর।
যখন পশিল তথা শ্বফল্ক সত্বর ॥
আরম্ভিল সুররাজ করিতে বর্ষণ।
তাহে প্রজাকুল পুনঃ লভিল জীবন ॥

কাশীপত্নী নারী-গর্ভে কন্যকা জন্মিল।
যখন প্রসবকাল বিগত হইল ॥
তথনো নন্দিনী সেই ভূমিষ্ঠ না হয়।
এইরূপে বারো বর্ষ সমতীত হয় ॥
তথাপি নন্দিনী নাহি বাহির হইল।
কাশীপতি গর্ভাস্থিত কন্যারে বলিল ॥
কেন কন্যে ভূমিষ্ঠ না হইতেছ তুমি।
দেখিতে তোমার মুখ নাহি ইচ্ছি আমি ॥
জননীরে কেন বল এত ক্লেশ দাও।
বাহির হইয়া মনে উল্লাস বাড়াও ॥
এত শুনি কন্যা কহে উদরে থাকিয়া।
প্রতিদিন এক এক ধেনু দান দিয়া ॥
যদি পরিতুষ্ট কর দ্বিজাতি-নিকরে।
তবেত ভূমিষ্ঠ হব তিন বর্ষ পরে ॥
এত শুনি মহারাজা মহাবুদ্ধিমান্।
প্রতি দিন বিপ্রে এক করে ধেনু দান ॥
একরূপে ত্রিবর্ষ ক্রমে বিগত যখন।
ভূমিষ্ঠ হইল কন্যা ওহে তপোধন ॥
গান্দিনা তাহার নাম রাখে কাশীপতি।
একদিন তথা গেল শ্বফল্ক সুমতি ॥
উপকারী সে শ্বফল্ক জানিয়া তখন।
কাশীপতি তারে কন্যা করে সমর্পণ ॥
যাবৎ জীবিত ছিল গান্দিনী সুন্দরী।
প্রতিদিন এক ধেনু বিপ্রে দান করি ॥
করিতেন সন্তোষিত বিহিত বিধানে।
অলোকসামান্যা তিনি জানে সর্ব্বজনে ॥
তাঁহার গর্ভেতে জন্মে অক্রুর সুজন
সদা ধর্ম্মে মতি তার সত্যপরায়ণ ॥
দ্বারকা ত্যজিল সেই অক্রুর সুমতি।
উৎপাত ঘটিল তাই দুরভিক্ষ আদি ॥
অক্রুরের মম মতে কর আনয়ন।
অতিশয় গুণবান্ সেই মহাত্মন্ ॥
তার আগমনে সব দোষ নষ্ট হবে।
দৈব দোষ দুর্ভিক্ষাদি কিছু নাহি রবে ॥
কৃষ্ণ বলরাম উগ্রসেন আর যত।
যাদব সকলে মিলি হয়ে একমত ॥

অন্ধকের কথামত অক্রুর সুজনে।
আনিল দ্বারকাপুরে অভয়-প্রদানে ॥
অক্রুর আসিবামাত্র দ্বারকানগরে।
দুর্ভিক্ষের ভয় আদি সব গেল দূরে ॥
হিংস্র উপদ্রব অনাবৃষ্টি সমুদায়।
মণির প্রভাবে সব পাইল বিলয় ॥
মনে মনে ভগবান্ ভাবিল তখন।
শ্বফল্ক গান্দিনী-পুত্র অক্রুর সুজন ॥
ইহাতো সামান্য হেতু বলি জ্ঞান হয়।
অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষাদি যাহে পায় লয় ॥
সে শক্তি নিশ্চয় অতিশয় গুরুতর।
বোধ করি আছে মণি ইহার গোচর ॥
স্যমন্তক মণির এ হেন শক্তি শুনি।
নতুবা অক্রুর কোথা দৈবনাশে গুণী ॥
এক যজ্ঞ এ অক্রুর করি সমাপন।
পুনর্ব্বার আর যজ্ঞ করেন সাধন ॥
সম্পত্তি ইহার কিন্তু সমধিক নয়।
যাহে যজ্ঞ পরে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ॥
স্যমন্তক মণির প্রভাবে পায় ধন।
তাহে বারম্বার যজ্ঞ করেন সাধন ॥
এর কাছে মণিরত্ন আছে যে নিশ্চয়।
ইথে আর কিছুমাত্র নাহিক সংশয় ॥
এইরূপে মনে ভাবি কৃষ্ণ গুণাকর।
প্রয়োজনবশে নিজ ভবন-ভিতর ॥
সমস্ত যাদবগণে একত্র করিল।
হৃষ্ট হয়ে যদুগণ সকলে বসিল ॥
যে জন্য আহ্বান তাহা কবি সম্পাদন।
মাধব প্রসঙ্গে কহে অক্রুরে তখন ॥
উপহাস ছলে কথা কহিতে লাগিলা।
অগণন যজ্ঞ তুমি সম্পন্ন করিলা ॥
জিজ্ঞাসিব এক কথা নিকটে তোমার।
স্যমন্তক মণি যেই জগতের সার ॥
অর্পিল তোমারে শতধন্বা সেই ধন।
সকলে আমরা তাহা জানি বিবরণ ॥
রাজ্যের করয়ে সেই মণি উপকার।
এবে রহে সেই মণি নিকটে তোমার ॥
রাখহ নিকটে তব সে মণি রতন।
তাহার মহিমা ফল পাই সর্ব্বজন ॥
করেন সন্দেহ কিন্তু দাদা মম প্রতি।
দেখায়ে করহ ভঙ্গ সন্দেহ সম্প্রতি ॥
আমার সন্তোষ তরে তুমি একবার।
আনহ সে মণিরত্ন নিকটে সবার ॥
যখন কহেন হরি এরূপ বচন।
অক্রুরের কাছে ছিল সে মণিরতন ॥
লাগিল চিন্তিতে যে অক্রুর নিজমনে।
জিজ্ঞাসিলা কৃষ্ণ যদি কি করি এক্ষণে ॥
যদি মিথ্যা বলি তাহা নাহি রক্ষা হবে।
অন্বেষিলে মণি রত্ন বাহির হইবে ॥
আমার তাহাতে কিছু নাহিক মঙ্গল।
কহিলেন এত ভাবি কৃষ্ণেরে সকল ॥
দিল মোরে শতধন্বা এ মণি-রতন।
তার পরে শতধন্বা মরিল যখন ॥
আজ কাল মধ্যে তুমি যাচিবে এ মণি।
অন্তরেতে এইরূপ মনে অনুমানি ॥
করিলাম অতি যত্নে এ মণি রক্ষণ।
হয় অতি কষ্ট ইহা করিতে ধারণ ॥
বঞ্চিত যে সর্ব্বভোগে আমি অনিবার।
কিছুমাত্র আত্মসুখ নাহিক আমার ॥
আপনি মনেতে যদি করেন এমন।
পারিল না ধরিতে অক্রুর এ রতন ॥
করি এই ভয় মণি না দিনু আপনি।
এবে করহ গ্রহণ স্যমন্তক মণি ॥
যাহা তব ইচ্ছা যারে অভিলাষ হয়।
প্রদান করহ তারে ওহে মহাশয় ॥
এত বলি বস্ত্রে আচ্ছাদিত সেই মণি।
কৌটা খুলি বাহির করিলেন তখনি ॥
মাধব-সম্মুখে মণি খুলিয়া রাখিল।
জ্যোতির প্রভায় সভা উজ্জ্বল হইল ॥
কহিলা অক্রুর এই স্যমন্তক মণি।
রক্ষা করে শতধন্বা কৃষ্ণক্রোধ শুনি ॥
যাঁর বস্তু ইহা তিনি করুন ধারণ।
বিস্ময়ে মগন শুনি যত যদুগণ ॥

সাধুবাদ চারিদিকে সকলেতে করে।
জন্মে স্পৃহা মণি নিতে হলীর অন্তরে
মনেতে চিন্তিল কৃষ্ণ পূর্ব্ব-অঙ্গীকার।
স্যমন্তক মণি হয় মোদের দোঁহার ॥
সত্যভামা ভাবিতেছে নিজ মনে মন।
স্যমন্তক মণি হয় মম পিতৃধন ॥
তাহার মণি প্রতি ইচ্ছা অতিশয়।
বলদেবে নিরখিয়া কৃষ্ণ মহাশয় ॥
সত্যভামা প্রতি আরো করি নিরীক্ষণ
ভাবিলেন গোলে আমি পড়িনু এখন।
তার পর ভাবি কৃষ্ণ কহে উচ্চৈঃস্বরে
শুনহ অক্রুর আমি বলি হে তোমারে
কলঙ্কের রাশি মম প্রক্ষালন তরে।
কহিলাম দেখাইতে যাদব-গোচরে ॥
বলদেব পাশে পূর্ব্বে কৈনু অঙ্গীকার।
এই মণি রত্ন হয় সম্পত্তি দোঁহার ॥
কিন্তু সত্যভামার যে পিতৃধন হয়।
অধিকার অন্য কারো ইথে নাহি হয়।
শুচি হয়ে সদা ব্রহ্মচর্য্য আলম্বনে।
ধারণ করিলে মণি-রত্ন শুদ্ধমনে ॥
অবশ্য রাজ্যের হয় মঙ্গল নিশ্চয়।
ধরিলে অশুচি হয়ে তার মৃত্যু হয় ॥
তাই বলি ক[illegible] ইহা রাখিতে নারিব
ষোড়শ সহস্র নারী কেমনে ত্যজিব ॥
ব্রহ্মচর্য্য সত্যভামা করিয়া ধারণ।
ধরিতে নারিবে এই মণি কদাচন ॥
হলধর এই মণি ধরিবার তরে।
সুরাপান আদি সব সম্ভোগ-নিকরে ॥
ত্যজিবারে পারিবেন মনে নাহি লয়।
অন্য চেষ্টা অতএব বিফল নিশ্চয় ॥
অতএব হে অক্রুর তোমারে এখন।
এ বারে সভামাঝে সব যদুগণ ॥
এই বলভদ্র এই সত্যভামা আমি।
আর যত জন হন যাদবের স্বামী ॥
তব পাশে অনুরোধ এই সবাকার।
পূর্ব্ববৎ ধর মণি তুমি পুনর্ব্বার ॥

ইহার ধারণে অন্যে সামর্থ না হয়।
তব উপযুক্ত ইহা তুমি পুণ্যময় ॥
তব পাশে থাকিলে এ মণি-রত্নধন।
অখিল রাজ্যের হবে মঙ্গল ঘটন ॥
অস্বীকার নাহি কর তুমি এ বিষয়।
শুনি যদুগণ কৃষ্ণে সাধু সাধু কয়।
শুনিয়া অক্রুর সেই কৃষ্ণের বচন।
তথাস্তু বলিয়া মণি করিলা গ্রহণ ॥
তদবধি সেই মণি ধরে কণ্ঠ স্থলে।
তার তেজে সূর্য্যসম অক্রুর উজলে ॥
শ্রীকৃষ্ণের এ মিথ্যা কলঙ্ক প্রক্ষালন।
যে জন শ্রবণ করে অথবা স্মরণ ॥
তাহার কলঙ্ক কিছু কখন না হয়।
সতেজ থাকয়ে তার ইন্দ্রিয়-নিচয় ॥
সর্ব্বপাপপুঞ্জ হ'তে পায় পরিত্রাণ।
কল্যাণ করেন তার দেব ভগবান্ ॥
কালা বলে চিন্তামণি জ্ঞান অনুক্ষণ।
শব্দাদের অন্ধকার করিতে নাশন ॥ ৭১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

— ※ - -

শিনি, অন্ধক [illegible]।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
অনমিত্র অনুজ যে শিনি মহাত্মন্ ॥
সত্যক হইল সেই শিনির তনয়।
সত্যকের যুযুধান নামে পুত্র হয় ॥
সাত্যকি বলিয়া সেই খ্যাত ত্রিভুবনে।
তার পুত্র অসঙ্গ যে শোভে নানাগুণে ॥
তার পুত্র তূণি তূণি পুত্র যুগন্ধর।
এইত শিনির বংশ জান মুনিবর ॥
অনমিত্র বংশে পৃশ্নি উৎপন্ন হইল।
তাহার ঔরসে পুত্র শ্বফল্ক জন্মিল ॥
তাহার প্রভাব পূর্ব্বে করিনু বর্ণন।
শ্বফল্কের কনিষ্ঠ সে চিত্রক সুজন ॥
গান্দিনীর গর্ভে আর শ্বফল্কক-ঔরসে।
অক্রুর জন্মিলা ক্ষিতি পূর্ণা যার যশে ॥

আরো জন্মে উপমদগু মৃদয় বিসারি।
মেজয় ও গিরিক্ষত্র অতি গুণধারী ॥
উপক্ষত্র ও শত্রুঘ্ন আর নির্দ্দন।
ধর্ম্মদৃক দৃষ্টশর্ম্মা ধর্ম্মপরায়ণ ॥
গন্ধমোজ ও অবাহ আর প্রতিবাহ।
এ চৌদ্দ শ্বফল্ক পুত্র সহে মহোৎসাহ ॥
শ্বফল্কের তারা নামে তনয়া হইল।
অক্রুরের দুই পুত্র জনম লভিল ॥
দেববান উপদেব উভয়ের নাম।
চিত্রকের বহুপুত্র হৈল গুণবান ॥
পৃথু ও বিপৃথু আদি নাম সে সবার।
অন্ধকের চারি পুত্র হৈল গুণাধার ॥
কুকুর ও ভজমান শ্রীশুচি কম্বল।
বহিল এ চারি পুত্র সবে মহাবল ॥
কুকুরের পুত্র বৃষ্টি বিখ্যাত ভুবন।
শ্রীকপোতরোমা হয় তাঁহার নন্দন ॥
কপোতরোমার পুত্র বিলোমা হইল।
বিলোমা-ঔরসে তব জনম লভিল ॥
তুম্বুরুর সখা ভব হৈল মহাশয়।
উনক দুন্দুভি হয় বিলোমা তনয় ॥
অভিজিৎ নামে হৈল তাহার নন্দন।
তার পুত্র পুনর্ব্বসু বিখ্যাত ভুবন ॥
তাহার আহুক নামে পুত্র জন্ম লয়।
আহুকী নামেতে কন্যা সমুৎপন্ন হয় ॥
দেবক উগ্রসেন আহুক নন্দন।
দেবকের চারি পুত্র সবে মহাজন ॥
দেবমান উদেব সুদেব যে আর।
শ্রীদেবরাক্ষত হয় গুণের আধার ॥
দেবকের সাত কন্যা সবে গুণান্বিতা।
বৃকদেবা উপদেবা ও দেবরক্ষিতা ॥
শ্রীদেবা ও কান্তিদেবা সহদেবা আর।
দেবকী এই সপ্ত কন্যা গুণের আধার ॥
বসুদেব বিভা কৈল এ সপ্ত কন্যায়।
দেবকী সুপুণ্যবতী বিখ্যাত ধরায় ॥
অনেক হইল উগ্রসেনের নন্দন।
জ্যেষ্ঠপুত্র কংস হয় বিখ্যাত ভুবন ॥

ন্যগ্রোধ সুনাম কঙ্কশঙ্কু সুলমি।
রাষ্ট্রপাল মন্দপুষ্টি সবে গুণমণি ॥
পুষ্টিমান নাম হয় এই অষ্ট জন।
উগ্রসেন কন্যা নাম শুন তপোধন ॥
কংসা কংশবতী ও সুতনু রাষ্ট্রপালী।
কঙ্কা এই পঞ্চ কন্যা রূপেতে বিজলী ॥
বিধুরথ হয় ভজমানের তনয়।
তার পুত্র শূর শূর-পুত্র শর্ম্মী হয় ॥
প্রতিক্ষত্র নামে হৈল শর্ম্মীর নন্দন।
তার পুত্র স্বয়ম্ভোজ বিখ্যাত ভুবন ॥
হৃদিক হইল স্বয়ম্ভোজের তনয়।
হৃদিকের পুত্র কৃতবর্ম্মা মহোদয় ॥
শতধন্বা হয় আর হৃদিক-নন্দন।
শ্রীদেবমেঢুষ হয় তৃতীয় নন্দন ॥
দেবমেঢুষের পুত্র হৈল শূর নামে।
মারিষা শূরের পত্নী খ্যাত ধরাধামে ॥
শূরসেন হ'তে এই মারিষা-উদরে।
বসুদেব আদি দশ পুত্র জন্ম ধরে ॥
বসুদেব জন্মগ্রহণ কৈল যেইক্ষণ।
দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখিলেন দেবগণ ॥
তাহার ভবনে দেব বিষ্ণু ভগবান্।
অংশদ্বারা অবতীর্ণ হয়েন মহান্ ॥
আনক দুন্দুভি যত দেবতা বাজায়।
আনকদুন্দুভি নাম তাহাতে হইল ॥
দেবভাগ দেবশ্রবাঃ আদি নয় জন।
এ সব বসুদেবের হয় ভ্রাতৃগণ ॥
পৃথা শ্রুতদেবা শ্রুতকীর্ত্তি শ্রুতকথা।
শ্রীরাজাধিদেবী সবে দেবমনোলোভা ॥
এই পঞ্চ কন্যা বসুদেবের ভগিনী।
পরম সুন্দরী সবে বিদিত অবনী ॥
কুন্তিভোজ নামে সখা শূরের আছিল।
কুন্তিভোজ নৃপতির পুত্র না জন্মিল ॥
অপুত্রক কুন্তিভোজে শূর মহাশয়।
পৃথারে দত্তক কন্যা দিল সে সময় ॥
লভি কন্যা কুন্তিভোজ প্রফুল্লিত মনে।
পাণ্ডু সে পৃথার পাণি করিল গ্রহণে ॥

ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র হ'তে পৃথার উদরে।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন জন্মলাভ করে॥
পৃথার অনূঢ়াকালে দেব দিবাকর।
কর্ণনামে কানীন তনয় গুণাকর॥
উৎপাদন করিলা জ্ঞানেও তপোধন।
মহাবীর্য্য মহাদাতা কর্ণ মহাজন॥
মাদ্রীনামে পৃথার সপত্নী এক ছিল।
অশ্বিনীযুগল তার সংসর্গ করিল॥
তাহাতে নকুল আর সহদেব জন্মে।
পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম কহি তব স্থানে॥
করুষ দেশের রাজা বৃদ্ধশর্ম্মা ছিল।
পাণি গ্রহণ সে শ্রুতদেবার করিল॥
শ্রুতদেবা গর্ভে এক দন্তবক্র নামে।
জন্মিল যে মহাসুর খ্যাত ধরাধামে॥
নৃপতি কেকয় মহাবীর্য্যবান হন।
শ্রীশ্রুতকীর্ত্তিরে যে করিল গ্রহণ॥
পঞ্চপুত্র শ্রুতকীর্ত্তি প্রসব করিল।
সন্তর্দ্দন আদি পঞ্চ কৈকেয় হইল॥
রাজাধিদেবীর গর্ভে অবন্তি নৃপতি।
বিন্দ অনুবিন্দ নামে জন্মান সন্ততি॥
দমঘোর চেদিরাজ মহাবীর্য্য হন।
বিবাহ করিল শ্রুতশ্রবারে সে জন॥
দমঘোর হ'তে শ্রুতশ্রবার উদরে।
পুত্র এক জন্মে শিশুপাল নাম ধরে॥
পূর্ব্ব জন্মে শিশুপাল ছিল দুরাচার।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য অতি বলাধার॥
যত দৈত্যদের সে আদি পুরুষ ছিল।
স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান তারে বিনাশিল॥
হিরণ্যকশিপু সেই দৈত্য পুনর্ব্বার।
জন্মিল রাবণ রূপে অতি দুরাচার॥
শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি অসীম যে তার
অমর-ঐশ্বর্য্য সব কৈল অধিকার॥
বারম্বার হরি হ'তে হয় দেহ নাশ।
সে পুণ্যে রাবণরূপে হইল প্রকাশ॥
নারায়ণ হ'তে সেই দুষ্ট হত হয়।
তৎপরে হইল দমঘোরের তনয়॥

শিশুপাল নামে আসি বিখ্যাত হইল।
কৃষ্ণের উপরে তার বিদ্বেষ জন্মিল॥
ভূভার হরণ তরে স্বয়ং ভগবান্।
অবতীর্ণ কৃষ্ণরূপে ওহে মতিমান্॥
কৃষ্ণ প্রতি দ্বেষ তাই তাহার জন্মিল।
প্রভু কৃষ্ণ শিশুপালে বিনাশ করিল॥
পরমাত্মা কৃষ্ণে ছিল মানস তাহার।
তাই দ্বেষভাবে মগ্ন ছিল অনিবার॥
সেই হেতু কৃষ্ণে লীন হৈল তপোধন।
মুক্তিলাভ শিশুপাল কৈল সে কারণ॥
অনুকূল হন যদি দেব ভগবান্।
মুমুক্ষুকে মনোরথ করেন প্রদান॥
প্রতিকূল হয়ে যারে করেন বিনাশ।
দেবলোকে তারে দেন অনুপম বাস॥
সৌতি বলে শুন শুন যত মুনিগণ।
হরিপদে নিত্যমন করহ অর্পণ॥
মুক্তিলাভ হবে তাহে নাহিক সংশয়।
জানিবে সংসার এই হয় বিস্ময়॥
একমাত্র হরি হয় সংসারের সার।
পঞ্চানন পঞ্চমুখে গুণ-গান যাঁর॥
অনন্ত অনন্তকাল সেবয়ে যাঁহারে।
এমন হরির গুণ কে বর্ণিতে পারে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা যিনি হন।
তাঁহার মহিমা-কথা কে করে বর্ণন॥
অনন্ত মহিমা তাঁর সীমা নাহি হয়।
গুণাতীত নিরাকার কে করে নির্ণয়॥১-১৬

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—০—

শিশুপালের মুক্তি কারণ শ্রীকৃষ্ণের
জন্মকথা ও যদুবংশীয় সংখ্যা
নিরূপণ।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে তপোধন।
হিরণ্যকশিপু আর দুরন্ত রাবণ॥
এই দুই জনে হরি নিজে বিনাশিল।
পুনরায় পর জন্মে কত যে ভুগিল॥

হরি হ'তে হত হয়ে তারা দুই জন।
হরিতে বিলয় নাহি হয় কি কারণ ॥
শিশুপাল কিসে হ'ল হরিতে বিলয়।
বলহ কারণ তার ওহে মহাশয় ॥
ইহাতে কৌতুক হৈল ওহে মুনিবর।
কৃপা করি কহ কহ আমার গোচর ॥
এত শুনি পরাশর কহেন তখন।
শুন শুন সেই কথা ওহে তপোধন ॥
সৃজন পালন লয় করে নারায়ণ।
তাঁহার লীলার কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
হিরণ্যকশিপু বধ করিবার তরে।
নরসিংহ মূর্ত্তি যিনি আচম্বিতে ধরে ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য আপনার মনে।
বিষ্ণুবোধ নরসিংহে না করে সেক্ষণে ॥
দৈত্যেন্দ্র কবিল মনে এ অপূর্ব্ব প্রাণী
এইরূপ পুণ্যবলে পাইল এখনি ॥
রজোগুণে তার মন আচ্ছন্ন হইল।
পুনঃ সে নৃসিংহ মূর্ত্তি ভাবিতে লাগিল
বিনাশিল সেইকালে তারে লক্ষ্মীপতি
পরজন্মে এই হেতু সে দৈত্য দুর্ম্মতি ॥
বিংশ-বাহু হয়ে জন্ম গ্রহণ কবিল।
ত্রিলোকেব অধিপতি তাহাতে হইল ॥
মরণসময়ে দেখ ব্রহ্মে তার মন।
ভক্তিভাবে একবার না কৈল চিন্তন ॥
সেই হেতু হরিপদে নাহি পায় লয়।
মৈত্রেয় তপোধন হে জানিহ নিশ্চয় ॥
হয় যবে হিরণ্যকশিপু দশানন।
সীতা প্রতি অনুরক্ত হয় তার মন ॥
রামরূপী ভগবানে নয়নে হেরিল।
মানব মনেতে রামে ভাবিতে লাগিল ॥
যবে রাবণের মৃত্যু রাম-হস্তে হয়।
তখন সেই বুদ্ধি তার রাম প্রতি রয় ॥
রাম-হস্তে মৃত্যু হেতু মহাপুণ্য বলে।
জন্মেছিল শ্লাঘণীয় চেদিরাজকুলে ॥
শিশুপাল নামে সেই বিখ্যাত হইল।
ভগবানে সেই হেতু বিদ্বেষ জন্মিল ॥

বিষ্ণু নাম এই জন্মে তার উচ্চারণে।
নানা সংঘটন ঘটে অনেক কারণে ॥
হরি প্রতি হিংসাভাব সদত যে তার।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহা আছে অনিবার ॥
কৃষ্ণে যবে শিশুপাল গর্জ্জিয়া উঠিল।
বিবিমতে অপবাদ তাহার করিল ॥
হরির যতেক নাম করি উচ্চারণ।
করিল অনেক নিন্দা সেই দুরাত্মন্ ॥
প্রগাঢ় রূপেতে হিংসা হৈল তার মনে।
গমনে ভোজনে স্নানে শয়নে স্বপনে ॥
সকল কার্য্যেতে তার বিষ্ণুদ্বেষ মনে।
ভাবিত নিয়ত সে যে দেব নারায়ণে ॥
দয়ার আধার সেই কমললোচন।
পীতাম্বরধারী বিষ্ণু কেয়ূর-ভূষণ ॥
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধর।
বিষ্ণুমূর্ত্তি তার মনে রহে নিরন্তর ॥
যে সময়ে শিশুপাল মহাক্রোধভরে।
বারম্বার কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে ॥
কৃষ্ণ মূর্ত্তি যেইকালে হৃদয়ে তাহার।
সেইকালে দয়াময় হরি গুণাধার ॥
নাশিতে তাহারে চক্র করেন ক্ষেপণ।
হেনকালে শিশুপাল কৈল দরশন ॥
চক্রের কিরণে উজলিল কলেবর।
ক্রোধ-হিংসা-বিবর্জ্জিত ব্রহ্ম পরাৎপর।
সেইক্ষণে ভগবানে করি দরশন।
ত্যজিল সে শিশুপাল চক্রেতে জীবন ॥
বিষ্ণুর চিন্তায় যবে হয় পাপক্ষয়।
তখনি কাটেন তারে হরি দয়াময় ॥
সেই হেতু শিশুপাল চেদির ঈশ্বর।
হরিপদে হয় লয় ওহে মুনিবর ॥
তব পাশে এই আমি কহিনু সকলি।
হিংসা ভাবে কেহ যদি হরিনামাবলী ॥
করে উচ্চারণ কিম্বা করয়ে স্মরণ।
তাহাতেও মুক্তিলাভ করে সেই-জন ॥
হরিভক্তি হৃদে রাখি নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
অথবা সদত স্মরণ করে যেই জনে ॥

আশু মুক্তি লভে সেই নাহিক সংশয় ।
কৃষ্ণেরে স্মরিলে দেহে মুকতি নিশ্চয় ॥
আনক দুন্দুভি বসুদেব যে সুমতি ।
তাহার অনেক দারা ছিল গুণবতী ॥
পুরুবংশজাতা সতী রোহিণী সুন্দরী ।
দেবকী মদিরা ভদ্রা সবে কৃশোদরী ॥
বসুদেব ঔরসে ও রোহিণী উদরে ।
শারণ, শঠ, দুর্ম্মদ জন্মে পরে ॥
জন্মিল যে চারি পুত্র ওহে তপোধন ।
রেবতীর পাণি হলী করিল গ্রহণ ॥
দুই পুত্র তার গর্ভে হলী উৎপাদিল ।
উন্মুখ নিশঠ নাম সাদরে রাখিল ॥
বহুপুত্র শারণের জন্মে মতিমান্ ।
তাহাদের নাম হয় মার্ষ্টি মার্ষ্টিমান ॥
শিশি, শিশু, সত্য, ধৃতি এই কয় জন ।
শ্রেষ্ঠ হৈল তার মধ্যে ওহে গুণধন ॥
ভদ্রবাহু ভদ্রাশ্ব দুর্দ্দম আর ভূত ।
রোহিণীর গর্ভে এরা জন্মে গুণযুত ॥
উপানন্দ নন্দ আর কৃতক প্রভৃতি ॥
জন্ম লভে মদিরার গর্ভে মহামতি ॥
গদ উপনিধি আদি ভদ্রার তনয় ।
কৈশিক একক পুত্র বৈশল্যার হয় ॥
কৈশিক জন্মিল বসুদেবের ঔরসে ।
দেবকীর গর্ভে ছয় হয় পরিশেষে ॥
ভদ্রসেন সুষেণ উদাপি কীর্ত্তিমান্ ।
ভদ্রদেহ ঋজুদাস এ ছয় সন্তান ॥
এই ছয় পুত্রে নিজে কংস দুরাচার ।
সবাকারে ক্রমে ক্রমে করিল সংহার ॥
একদিন অর্দ্ধরাত্র হইল যখন ।
যোগনিদ্রারে ভগবান্ কৈল প্রেরণ ॥
দেবকীর সপ্তম গর্ভ সে আকর্ষণে ।
রোহিণীর গর্ভে স্থাপি দিলেন স্বস্থানে ॥
জন্ম তাহে বলভদ্র করিল গ্রহণ ।
আকর্ষণ হেতু হৈল নাম সঙ্কর্ষণ ॥
এ বিশ্বসংসারের বীজরূপ যিনি ।
পশু পক্ষী দেবাসুর আদি যত প্রাণী ॥
জ্ঞানাতীত হন যিনি মম অগোচর ।
অনন্ত অনাদি তিনি হন পরাৎপর ॥
সেই ভগবান্ আদিদেব সন্নিধানে ।
বায়ু বহ্নি আদি করি যত দেবগণে ॥
উপস্থিত হয়ে সবে করিয়া প্রণতি ।
করিয়া প্রসন্ন তাঁরে কহিলা ভারতী ॥
পৃথিবীর ভার হেতু হও অবতার ।
অসহ্য সহিতে নারি দুরাচার-ভার ॥
দেবাদির প্রার্থনা যে করিলা পূরণ ।
দেবকীর গর্ভে জন্ম লভে নারায়ণ ॥
কৃপায় তাহার যোগনিদ্রার যে মান ।
বাড়িল মহিমা আর মৈত্রেয় ধীমান্ ॥
যশোদা যে গোপপত্নী নন্দ গুণবান ।
যশোদার গর্ভে নিদ্রা কৈলা অবস্থান ॥
যবে বিষ্ণু করিলেন জনম গ্রহণ ।
সুপ্রসন্ন হয়েছিল যত গ্রহগণ ॥
হিংসা ভয় জগতে নাহি যে রহিল ।
পাপ তাপ রোগ শোক সব পলাইল ॥
দয়াময় হরি জন্ম করিয়া গ্রহণ ।
সৎপথে সকলে প্রভু কৈলা আনয়ন ॥
ভব-ভূমে ভগবান্ জনম লভিলা ।
ষোড়শ সহস্র আর এক পত্নী নিলা ॥
ইহাদের মধ্যে হয় রুক্মিণী সুন্দরী ।
জাম্বুবতী আর সত্যভামা কৃশোদরী ॥
সকল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা অষ্ট নারী ।
সকল পত্নীতে পুত্র জন্মানে মুরারি ॥
এক লক্ষ অশীতি হাজার পুত্র হয় ।
তার মধ্যে তেরটি যে প্রধান তনয় ॥
চারুদেষ্ণ প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব আদি নাম ।
মহাগুণযুত হয় মহা-বীর্য্যবান্ ॥
নৃপতি রুক্মির কন্যা সতী ককুদ্বতী ।
বিবাহ করিল তারে প্রদ্যুম্ন সুমতি ॥
জন্মে অনিরুদ্ধ ককুদ্বতীর উদরে ।
রুক্মী রাজার পৌত্রী সুভদ্রা নাম ধরে ॥
অনিরুদ্ধ মতিমান্ বিবাহ করিল ।
যাঁর গর্ভে বজ্র নামে সন্তান জন্মিল ॥

হইল বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু নামে।
সুচারু তাহার পুত্র খ্যাত ধরাধামে॥
এরূপ শত সহস্র সুত যদুকুলে।
বীর্য্যবন্ত জ্ঞানবন্ত হইল সকলে॥
নামসংখ্যা ইহাদের কে পারে বলিতে।
সহস্র বৎসরেও না পারি কহিতে॥
ইহাতে যে শ্লোক আছে শুন মুনিবর।
তৃপ্ত হবে শুনি তাহা তোমার অন্তর॥
অ[illegible]শিক্ষা যাদব কুমারগণে দিতে।
মহাচার্য্য যে সকল নিযুক্ত গৃহেতে॥
সংখ্যা শুন তাহাদের মিত্রযু তনয়।
তিন কোটি অষ্টাশী ত লক্ষ সংখ্যা হয়॥
যতেক যদুর বংশে হইল নন্দন।
সংখ্যা তার কে কহিবে কহ তপোধন॥
এক পদ্ম দশ কোটি এক শত নব।
হয়েছিল এই বংশে ওহে মুনিবর॥
দেবাসুর-সংগ্রামে যে সব দৈত্যগণ।
প্রাণ ত্যজি নরলোকে লভিলা জনম॥
তাহারাই সবে অত্যাচার আরম্ভিলা।
বলেতে সে সবে নষ্ট মাধব কারন॥
যদুকুলে তাই তিনি অবতীর্ণ হন।
ক্ষিতিভার অবতরি করেন হরণ॥
একাধিক শত অংশে এই যদুকুল।
হইল বিভক্ত ইহা ধরাতে অতুল॥
যদুগণ সবে কৈলা বিষ্ণুর সম্মান।
যেই কৃষ্ণ প্রভু যদুবংশে ভগবান্॥
কৃষ্ণের বংশেতে বহে যাদব-নিকর।
কারত কৃষ্ণেরে ভক্তি হয়ে একান্তর॥
যদুবীরগণের এ বংশ বিবরণ।
যে জন একান্ত মনে করেন শ্রবণ॥
পাপ হ'তে সেই জন মুক্তিলাভ করে।
বিষ্ণুলোকে যায় সেই মরণের পরে॥
নারায়ণ বংশ কথা শুনে যেই জন।
হীন নাহি তার বংশ হয় কদাচন॥
কালী বলে হরি হরি সদা বল মন।
জ্ঞানদাতা বুদ্ধিদাতা হয় যেই জন॥ ১-২৬

ষোড়শ অধ্যায়।

—*—

তুর্ব্বসুবংশ কীর্ত্তন।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন
যদুবংশ-বিবরণ করিলে শ্রবণ॥
তুর্ব্বসুর বংশ এবে কহিব তোমারে।
মন দিয়া শুন বৎস একান্ত-অন্তরে॥
যযাতি নন্দন সেই তুর্ব্বসু সুমতি।
বহ্নিনামে হয় তাঁর তনয় সন্ততি॥
গোভানু নামেতে হয় বহ্নির নন্দন।
ত্রৈশানু গোভানু-সুত বিদিত ভুবন॥
করন্ধম জন্মে পরে ত্রৈশানু হইতে।
মরুত্ত তাহার পুত্র জানিবেক চিতে
অনপত্য ছিল সেই মরুত্ত সুজন।
পোষ্য পুত্র তিনি পরে করেন গ্রহণ।
মরুত্তের পোষ্য পুত্র হয় যেই জন।
পুরুবংশে হয় তার জানিবে জনম॥
এইরূপে যযাতির অভিশাপবশে।
তুর্ব্বসুর বংশ মিশিয়াছে পুরুবংশে॥
তুর্ব্বসুর বংশকথা করিনু কীর্ত্তন।
দ্রুহ্যু-বংশ শুন এবে ওহে তপোধন
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুললিত অতি।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী আনন্দিতমতি॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

দ্রুহ্যুবংশ কীর্ত্তন।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
বর্ণন করিব এবে অপূর্ব্ব ভারতী॥
যযাতির পুত্র দ্রুহ্যু বিদিত সংসারে।
বভ্রুনামা পুত্র দ্রুহ্যু উৎপাদন করে॥
বভ্রু হ'তে সেতু হয় জানিবে সুজন।
আনন্দ সেতুর পুত্র জানে সর্ব্বজন॥
আনন্দ হইতে পরে জনমে গান্ধার।
গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম ওহে গুণাধার॥

ধর্ম্মের তনয় হয় অদ্বৃত নামেতে।
দুর্গম অদ্বৃত সুত জানিবেক চিতে ॥
দুর্গম হইতে হয় প্রচেতা নন্দন।
প্রচেতার শত পুত্র বিদিত ভুবন ॥
অধর্ম্মে নিরত হয়ে সে শত তনয়।
উদীচ্য ম্লেচ্ছের নৃপ হয় মহোদয় ॥
এক-ছত্রাধিপত্য তাঁরা করয়ে স্থাপন।
এইত দ্রুহ্যুর বংশ করিনু কীর্ত্তন ॥
এই কথা যেই জন নিত্য করে শ্রবণ।
পাপ তাপ তার দেহ কভু না [illegible]
অকালে মরণ তার বংশে নাহি হয়
পরম সুখেতে ভূমে সেই জন রয় ॥
বংশের বিচ্ছেদ তার না হয় কখন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
বিরচিল দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥১২

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—*—

অনুবংশ ও কর্ণের অধিরথ পুত্রতা।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
যযাতির পুত্র অনু বিদিত ভুবন ॥
তিন পুত্র অনু পরে করে উৎপাদন।
তাহাদের কথা এবে করহ শ্রবণ ॥
সভানর চক্ষুপর অক্ষম পরেতে।
এই তিন পুত্র হয় বিদিত জগতে ॥
কালানর নামে পুত্র সভানর পায়।
সৃঞ্জয় তাহার পুত্র কহিনু তোমায় ॥
সৃঞ্জয় হইতে পরে জন্মে পুরঞ্জয়।
পুরঞ্জয় হ'তে ক্রমে জন্মে জনমেঞ্জয় ॥
জনমেঞ্জয়ের পুত্র হয় মহাশাল।
মহামনা তার পুত্র ওহে গুণাধার ॥
মহামনা হ'তে পরে দুই পুত্র জন্মে।
উশনীর ও তিতিক্ষু বিদিত ভুবনে ॥
উশনির পঞ্চ পুত্র করে উৎপাদন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ ॥

শিবি নৃগ বল কৃমি শর্ব্ব তার পরে।
এই পঞ্চ নাম হয় জানিবে অন্তরে ॥
শিবি হ'তে চারি পুত্র লভয়ে জনম।
তাহাদের নাম শুন ওহে তপোধন ॥
বৃষ দর্ভ ও কেকয় মদ্রক পরেতে।
এই চারি পুত্র হয় বিদিত জগতে ॥
উশদ্রথ নামে পুত্র তিতিক্ষুর হয়।
উশদ্রথ হ'তে হেম [illegible] নিশ্চয় ॥
হেম হ'তে সুতপার হয় উৎপাদন।
সুতপার পুত্র বলি বিদিত ভুবন ॥
দীর্ঘতমা বলি ক্ষেত্রে পাঁচটী তনয়।
উৎপাদন করে ক্রমে ওহে মহোদয় ॥
অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র পরে।
এ পঞ্চ নাম হয় জানিবে অন্তরে ॥
এ পাঁচের অধিকৃত দেশ সমুদয়।
তাঁহাদের নিজ নামে সুবিখ্যাত হয় ॥
অঙ্গের হল [illegible] নাম অপানন।
[illegible] ওহে [illegible] ॥
দিবিরথ হ'তে পরে ধর্ম্মরথ হয়।
[illegible] ॥
রোমপাদ [illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]
সেই [illegible] ॥
রোমপাদ হ'তে [illegible]।
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
চম্প হ'তে হর্য্যঙ্গের হয় উৎপাদন।
হর্য্যঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ মহাত্মন্ ॥
বৃহৎকর্ম্মা ভদ্ররথ হ'তে জন্মে পরে।
বৃহদ্ভানু তার পুত্র কহিনু তোমারে ॥
বৃহদ্ভানু হ'তে বৃহন্মনার জনম।
জয়দ্রথ তার পুত্র বিদিত ভুবন ॥
জয়দ্রথ হ'তে ব্রহ্মক্ষত্র জন্মে পরে।
তালজঙ্ঘ তাহা হ'তে জানিবে অন্তরে

২৩৪

২৩৬

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং

আপূর্য্যমাণমচল প্রতিবষ্ঠং সমুদ্রমাপ [illegible] শান্তি যদ্বৎ।

পাছে মহারাজ ত্যাগ করেন সবারে
এত ভাবি বিনাশিল তনয় গণেরে
তখন পুত্রের হেতু ভরত নৃপতি
দীর্ঘতমা ঋষিবরে আনি মহামতি ॥
মরুৎস্তোম নামে যজ্ঞ করে আচরণ
শুন শুন তার পর ওহে তপোধন ॥
বৃহস্পতি-সুত দীর্ঘতমা মহাত্মন।
যজ্ঞক্রিয়া যেইকালে করেন সাধন
পিতার পার্শ্বেতে নৃপে বসায়ে যতনে।
[illegible]রেন যজ্ঞেক কর্ম্ম বিহিত বিধানে ॥
[illegible]জ্ঞক্রিয়া যেইকালে হৈল সমাপন।
বৃহস্পতি গুরুদারা জানিবে তখন ॥
প্রসাদের চিহ্ন নৃপ হ'লেন বিদিত।
ভরদ্বাজ নামে পুত্র লভিল নিশ্চিত
একপ প্রসিদ্ধি আছে সংসার মাঝারে।
ভরদ্বাজ-মাতা বৃহস্পতির গোচরে ॥
ভরদ্বাজ নামে পুত্রে করি সম্বোধন।
যথাস্থানে মনসুখে করেন গমন ॥
তাই ভরদ্বাজ নাম হইল তাহার।
আরো এক কথা বলি শুন গুণাধার ॥
ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ হইলে।
মরুত্ত প্রসাদে জন্মে ভরদ্বাজ পরে ॥
এ হেতু বিত[illegible] নাম করেন ধারণ।
ভুমন্যু বিতথসুত বিদিত ভুবন ॥
বৃহৎক্ষেত্র হয় পরে ভুমন্যু-তনয়।
আরো পুত্র হয় তাঁর শুন পরিচয় ॥
মহাবীর্য্য নর গর্গ ইত্যাদি আখ্যানে।
সে সব তনয় খ্যাত জানিবে ভুবনে ॥
সংকৃতি নরের পুত্র ওহে মহামতি।
সংকৃতির দুই পুত্র প্রথম গুরুবীর ॥
দ্বিতীয় শ্রীরন্তিদেব ওহে তপোধন।
গর্গ হ'তে শিনি নামে [illegible]মে নন্দন ॥
গর্গ ও শৈন্য নামে যতেক ব্রাহ্মণ।
শিনি হ'তে তারা সবে লভয়ে জনম ॥
মহাবীর্য্য লভে পরে একটী তনয়।
উরুক্ষয় তার নাম ওহে মহোদয় ॥

উরুক্ষয় হ'তে ত্র্যারুণের জনম।
আরো দুই পুত্র হয় ওহে মহাত্মন্ ॥
পুষ্করিণ ও কপিল তাহাদের নাম।
ব্রাহ্মণত্ব পায় পরে এ তিন ধীমান্ ॥
বৃহৎক্ষেত্র পুত্র হ'তে সুহোত্র নামেতে।
হাস্তিন নগর হয় সুহোত্র হইতে ॥
তিন পুত্র সুহোত্রের লভিল জনম।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ ॥
অজমীঢ় ও দ্বিমীঢ় পুরুমীঢ় পরে।
এই তিন পুত্র জন্মে জানিবে অন্তরে ॥
অজমীঢ় হ'তে কণ্ব লভয়ে জনম।
কণ্ব [illegible] মেধাতিথি সম্ভূত হন ॥
কাণ্বায়ন বিপ্রগণ মেধাতিথি হ'তে।
জনম লভিল করে জানিবে জগতে ॥
অজমীঢ় আরো এক লভেন তনয়।
বৃহদিষু তার নাম ওহে মহোদয় ॥
বৃহদ্ধনু হয় বৃহদিষুর নন্দন।
বৃহৎকর্ম্মা তার পুত্র ওহে তপোধন ॥
বৃহৎকর্ম্মা হ'তে জয়দ্রথের জনম।
সেনজিৎ হয় জয়দ্রথের নন্দন ॥
পাঁচ পুত্র সেনজিৎ উৎপাদন করে।
তাহাদের নাম আমি বলিব তোমারে।
বিশ্বজিৎ রুচিরাশ্ব কাশ্য দৃঢ়হনু।
বৎস এই পাঁচ পুত্র তোমারে কহিনু ॥
রুচিরাশ্ব এক পুত্র করে উৎপাদন।
পৃথুসেন নাম তার বিদিত ভুবন ॥
পৃথুসেন পার নামে পুত্র লাভ করে।
পার-পুত্র নীপ হয় কহিনু তোমারে ॥
নীপ হ'তে এক শত পুত্রের জনম।
সমর প্রধান তাহে ওহে মহাত্মন্ ॥
কাম্পিল্যের অধিপতি সমর সুমতি।
কহিলাম তব পাশে ওহে মহামতি ॥
তিন পুত্র সমরের লভয়ে জনম।
পার সংপার সদশ্ব এই তিন জন ॥
পার হ'তে পৃথু পরে লভয়ে জনম।
সুকৃতি পৃথুর পুত্র জানে সর্ব্বজন ॥

বিভ্রাজ সুকৃতি সুত বিদিত সংসারে।
অনুহার তার পুত্র কহিনু তোমারে ॥
শুককন্যা কৃত্বী হয় বিদিত ভুবন।
অনুহারে তারে পত্নী করেন গ্রহণ ॥
অনুহার ব্রহ্মদত্তে পুত্র লাভ করে।
বিশ্বক্‌সেন তার পুত্র জানিবে অন্তরে
উদক্‌সেনের জন্ম বিশ্বক্‌সেন হ'তে।
উদকসেনের পুত্র ভল্লাট নামেতে ॥
দ্বিমীঢের এক পুত্র লভয়ে জনম।
যবীনর তার নাম ওহে মহাত্মন্ ॥
যবীনর হ'তে পরে জন্মে ধৃতিমান।
সত্যধৃতি তার পুত্র ওহে মতিমান্ ॥
সত্যধৃতি হ'তে দৃঢ়নেমির জনম।
দৃঢ়নেমি হ'তে হয় সুপার্শ নন্দন ॥
সুপার্শ হইতে পরে জনমে সমতি।
সন্নতিমান সুমতির জানিবে সন্ততি ॥
সন্নতিমানের পুত্র কৃত মহাত্মন্।
কৃতের বৃত্তান্ত এবে করহ শ্রবণ ॥
হিরণ্যনাভের কাছে করিয়া গমন।
করিয়াছিলেন কৃত যোগ অধ্যয়ন ॥
চতুর্ব্বিংশ প্রাচ্য সামগান-সংহিতারে।
প্রস্তুত করেন পরে অতি যত্ন করে ॥
কৃত হ'তে উগ্রায়ুধ লভেন জনম।
তাঁহা হ'তে নীপবংশ হয় নিপাতন ॥
উগ্রায়ুধ হ'তে ক্ষেম্য নিজ জন্ম ধরে।
ক্ষেম্য হ'তে সুবীরের জন্ম হয় পরে ॥
সুবীর হইতে পরে জন্মে নৃপঞ্জয়।
নৃপঞ্জয় হ'তে বহুরথ জন্ম লয় ॥
নালিনী নামেতে এক আছিল রমণী।
অজমীঢ়ে পতি পায় সেই বিনোদিনী ॥
নীল নামে পুত্র পরে করে উৎপাদন।
নীলের তনয় শান্তি বিদিত ভুবন ॥
শান্তির তনয় হয় সুশান্তি আখ্যান।
পুরুজানু তার পুত্র ওহে মতিমান্ ॥
পুরুজানু হ'তে চক্ষু জনমিল পরে।
হর্য্যশ্ব চক্ষুর পুত্র বিদিত সংসারে ॥

হর্য্যশ্ব হইতে পরে জনমে মুদ্গল।
আরো চারি পুত্র হয় শুন গুণধর ॥
বৃহদিষু যবীনর কাম্পিল্য সৃঞ্জয়।
হর্য্যশ্বের পাঁচ পুত্র আছে পরিচয় ॥
হর্য্যশ্ব এরূপ কথা বলে কোনকালে।
"পঞ্চ পুত্র মম এই জন্মেছে সংসারে ॥
বিষয় রক্ষিতে সবে না হবে সক্ষম।
এইরূপ বলেছিল হর্য্যশ্ব সুজন ॥
এ হেতু পাঞ্চাল নামে পুত্রেরা সকলে।
জগতে বিদিত হয় কহিনু তোমারে ॥
মুদ্গলগণেরা খ্যাত মৌদ্গল্য নামেতে।
ক্ষত্রোপেত বিপ্র তারা জানিবে জগতে ॥
মুদ্গলের পুত্র হৈল বৃদ্ধাশ্ব সুমতি।
তাঁর পুত্র দিবোদাস হয় মহামতি ॥
অহল্যা নামেতে কন্যা বৃদ্ধশ্বের হয়।
অহল্যার পতি শারদ্বান মহাশয় ॥
শতানন্দ নামে শারদ্বানের নন্দন।
শতানন্দ পুত্র সত্যধৃতি গুণধন ॥
সত্যধৃতি ধনুর্ব্বেদ পারগ আছিল।
এক দিন উর্ব্বশীরে দর্শন করিল ॥
কামবশে হৈল তার শুক্রের স্খলন।
শরস্তম্বে যেই শুক্র পড়িল তখন ॥
তাহে দুই ভাগ হয়ে সে শুক্র পড়িল।
এক এক কুমার কুমারী জন্ম নিল ॥
সেই কালে নৃপতি শান্তনু মহামতি।
মৃগয়ার তরে বনে করিলেন গতি ॥
সেই পুত্র কন্যারে করিল দরশন।
কৃপালু হইয়া দোঁহে করিলা গ্রহণ ॥
কৃপা করি রাজপুত্র কন্যারে লইল।
তাই কৃপ কৃপী নাম দুজনে পাইল ॥
এই কৃপী দ্রোণের বনিতা হন পরে।
অশ্বত্থামা নামে পুত্রে প্রসব সে করে ॥
মিত্রয়ু হইল দিবোদাসের নন্দন।
মিত্রয়ু হইতে জন্মে নৃপতি চ্যবন ॥
সুদাস চ্যবন পুত্র হৈল মহামতি।
সৌদাস বা সহদেব তাহার সন্ততি ॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং সস্যাং জাগর্ত্তি
বিহায কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ

সোমক হইল সহদেবের তনয।
সোমক রাজার একশত পুত্র হয॥
তাদের জ্যেষ্ঠের নাম জন্তু তপোধন।
কনিষ্ঠ পৃষত নামে খ্যাত ত্রিভুবন
পৃষতের পুত্র হৈল দ্রুপদ নৃপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে হৈল তাহার সন্ততি
ধৃষ্টকেতু হৈল ধৃষ্টদ্যুম্নের নন্দন।
পাঞ্চাল বংশের এই জন্ম বিবরণ॥
অজমীঢের অপর পুত্র ঋক্ষ নাম।
ঋক্ষ পুত্র সম্বরণ সর্ব্বগুণধাম॥
কুরু নামে হৈল সম্বরণের তনয।
কুরুক্ষেত্র সংস্থাপিল কুরু মহাশয॥
দেবতার প্রসাদে এ কুরুক্ষেত্র পরে।
ধর্ম্মক্ষেত্র হইল এ অবনী ভিতরে॥
কুরুর অনেক পুত্র হৈল গুণাকর।
সুধনু ও জহ্নু পরীক্ষিত মুনিবর॥
সুহোত্র সুধনু-পুত্র তৎপুত্র চ্যবন
কৃতক চ্যবন-পুত্র বিখ্যাত ভুবন॥
কৃতকের এক পুত্র নানা গুণময।
নামে সে উপরিচরবসু মহাশয॥
উপরিচরবসুর হয সপ্ত সুত।
বৃহদ্রথ প্রত্যগ্র কুশাম্ব গুণযুত॥
মাবল্ল ও মৎস্য আদি তাহাদের নাম।
বৃহদ্রথ তনয কুশাগ্র গুণধাম॥
কুশাগ্র হ'তে সে ঋষভ জন্ম লয।
ঋষভের পুত্র পুষ্পবান মহাশয॥
তার পুত্র সত্যধৃত সুধন্বা তৎসুত।
সুধন্বার পুত্র জন্তু নানাগুণযুত॥
বৃহদ্রথ নৃপতির যার পুত্র হয।
জরাসন্ধ নাম তার মহাবীর্য্যময॥
হইল যখন জরাসন্ধের জনম।
দ্বিখণ্ড কুমার জন্মে অদ্ভুত দর্শন॥
জরানামে রাক্ষসী সে খণ্ডদ্বয় নিয়া।
সন্ধিতে এক পুত্র হইল মিলিয়া॥
তাই জরাসন্ধ নাম হইল তাহার।
তাঁর পুত্র সহদেব গুণের আধার॥

সোমাপি হইল সহদেবের নন্দন।
সোমাপি হইতে শ্রুতশ্রবার জনম॥
এ সবে মগধদেশে হইল নৃপতি।
সাধুর অমৃত এই পুরাণ ভারতী॥
পুরাণের তুল্য আর কি আছে ভুবনে।
মুক্তি পায ভক্তিভরে শুনিলে শ্রবণে॥
একান্ত অন্তরে যদি করে অধ্যয়ন।
কি আছে দুর্লভ তার এ তিন ভুবন॥
অসাধ্য সাধিতে পারে সেই মহামতি।
কভু নহে মিথ্যা এই বেদের ভারতী॥
তাই বলে দ্বিজ কাশী শুন সর্ব্বজন।
একান্ত অন্তরে কর পুরাণ শ্রবণ॥ ১৯

বিংশ অধ্যায়।

—*—

কুরু বংশের বংশ বর্ণন।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয সুজন।
পরীক্ষিৎ মহারাজা ধর্ম্মপরাযণ॥
চারি পুত্র তাঁর ছিল বিদিত ভুবনে।
তাঁহাদের নাম বলি শুন এক মনে॥
জন্মেজয শ্রুতসেন উগ্রসেন আর।
ভীমসেন এই চারি তাহার কুমার॥
জহ্নুপুত্র জহ্নুর সুরথ সুত হয।
সুরথের সুত বিদূরথ মহাশয॥
তার সুত সার্ব্বভৌম বিদিত ভুবনে।
তাঁর সুত জয়সেন গুণী নানা গুণে॥
তৎসুত আরাধী অযুতায়ু পুত্র তার।
তাহার তনয অক্রোধন গুণাধার॥
তাঁর পুত্র দেবাতিথি ঋক্ষ তার সুত।
ঋক্ষ হ'তে ভীমসেন গুণবীর্য্যযুত॥
দিলীপ হইল ভীমসেনের তনয।
প্রতীপ দিলীপ হ'তে সমুৎপন্ন হয॥
প্রতীপের তিন সুত দেবাপি শান্তনু।
বাহ্লিক সকলে গুণযুত দিব্যতনু॥
বাল্যকালে দেবাপি কাননে কৈল গতি।
শান্তনু বিশাল রাজ্যে হৈল অধিপতি॥

ইহার বিষয়ে লোকে শ্লোক গীত গায় ।
বৃদ্ধে পরশিলে এ শান্তনু মহাশয় ॥
সেই বৃদ্ধ সেই ক্ষণে লভয়ে যৌবন ।
তাহা হৈতে শান্তিলাভ কৈল জনগণ ॥
শান্তনু বলিয়া তাই বিখ্যাত ভুবনে ।
শান্তনু মহান্ রাজা গুণী নানা গুণে ॥
শান্তনুর রাজ্যে ইন্দ্র দেবের ঈশ্বর ।
বর্ষণ না করিলেন দ্বাদশ বৎসর ॥
দোষবান হবে তার রাজ্য নষ্ট হয় ।
ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসে রাজা করিয়া বিনয় ॥
কি হেতু দেবেন্দ্র রাজ্যে না কৈল বর্ষণ ।
কিবা মম অপরাধ কহ দ্বিজগণ ॥
দ্বিজগণ বলে নৃপ ন্যায় অনুসারে ।
তব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এ রাজ্যে অধিকার ॥
তুমি এই ক্ষিতি ভোগ করিছ এখন ।
অতএব পরিবেত্তা তুমি হে রাজন্ ॥
পুনর্ব্বার শান্তনু জিজ্ঞাসে দ্বিজগণে ।
আমার কর্ত্তব্য কিবা বলহ এক্ষণে ॥
দ্বিজ বলে যাবদবধি শুন নৃপবর ।
দেবাপি পতিত নাহি হয় নরেশ্বর ॥
তাবৎ এ রাজ্য তার জানিহ নিশ্চয় ।
তারে রাজ্য দেহ এবে নৃপ মহাশয় ॥
বিপ্রগণ এইরূপ বলিলে বচন ।
শান্তনুর মন্ত্রী অশ্মসারী দুষ্টজন ॥
বেদের বিরুদ্ধবাদী কতেক মানবে ।
দেবাপির জন্য বনে পাঠাইলা তবে ॥
বনে গিয়া সে সবে দেবাপি সন্নিধানে ।
বেদের বিরুদ্ধ বাদ জুড়িল যতনে ॥
সরল মানস সেই দেবাপির মন ।
বেদের বিরুদ্ধ পথে করিল চালন ॥
বিপ্রবাক্যমতে সেই শান্তনু নৃপতি ।
দ্বিজগণে সঙ্গে লয়ে বনে কৈল গতি ॥
পরিবিত্তি জন্য শোকে অনুতপ্ত মন ।
জ্যেষ্ঠ দেবাপিরে রাজ্য করিতে অর্পণ ॥
দেবাপির কাছে গিয়া অনুরোধ করে ।
জ্যেষ্ঠ তুমি রাজ্য লহ যাইয়া নগরে ॥

বিপ্রগণ বেদবাক্য বলিতে লাগিল ।
বেদের বিরোধ বাক্য দেবাপি বলিল ॥
বহুত বেদের বিরুদ্ধ বাক্য কয় ।
শান্তনুরে সম্বোধিয়া কহে বিপ্রচয় ।
প্রত্যাগতি কর নৃপ শুনহ বচন ।
ইহার নির্ব্বন্ধে আর নাহি প্রয়োজন ॥
সেই অনাবৃষ্টির কারণ দোষ সব ।
নিবারিত হইল দোষের পূর্ব ॥
দেবাপির চিরকাল ধর্ম্ম সম্মানন ।
তাহে দোষ দিয়া ইনি হলেন পতিত ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত হইলে নৃপ তার ।
পরিবিত্তি জন্য দোষ নাহি থাকে আর ॥
এইরূপ আদেশ করিলে বিপ্রগণ ।
আপন নগরে রাজা কৈল আগমন ॥
যদিও দেবাপি বনে ছিল বর্ত্তমানে ।
করিল সে বেদের বিরুদ্ধে আখ্যান ॥
তাহাতে পর্জ্জন্য কৈল বারি বরিষণ ।
শান্তনুর রাজ্যে সুখী হৈল প্রজাগণ ॥
বাহ্লীকের এক পুত্র সোমদত্ত নাম ।
তাহার তনয় তিন গুণে অভিরাম ॥
ভূরি ভূরিশ্রবা শল এই তিন জন ।
মহাবীর্য্য মহাবল বিদিত ভুবন ॥
শান্তনু হইতে সুরনদীর উদরে ।
মহাকীর্ত্তি মহাবল ভীষ্ম জন্ম ধরে ॥
সত্যবতী-গর্ভে সেই শান্তনু নৃপতি ।
চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্য সে মহামতি ॥
এই দুই পুত্রবরে করে উৎপাদন ।
বাল্যকালে চিত্রাঙ্গদে করি মহারণ ॥
গন্ধর্ব্ব নিধন কৈল মিত্রযু তনয় ।
বিচিত্রবীর্য্য রাজত্ব করে মহাশয় ॥
কাশীরাজ-তনয়া দুজন গুণবতী ।
অম্বিকা ও অম্বালিকা খ্যাত বসুমতী ॥
বিচিত্রবীর্য্য বিবাহ কৈলা দুইজনে ।
ভুঞ্জিতে লাগিলা রতি কামাসক্ত মনে ।
নিরন্তর কামিনীর সম্ভোগে তাঁহার ।
রাজযক্ষ্মা নামে রোগ হইল দুর্ব্বার ॥

সে বিচিত্রবীর্য্য তাহে পঞ্চত্ব পাইল।
এরূপে সে বংশ পুত্র-বিহীন হইল॥
তৎপরে আমার পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
লঙ্ঘন না করি সত্যবতীর বচন॥
মাতৃবাক্যে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে মুনি
দুই পুত্র উৎপাদিল গুণীর অগ্রণী॥
ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু দুজনার নাম।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত খ্যাত ধরাধাম॥
বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী পাঠাইল দাসী।
তাহে উৎপাদিল পুত্র ব্যাস মহাঋষি।
বিদুর তাঁহার নাম অতি গুণবান।
পরম ধার্ম্মিক সেই মহাবুদ্ধিমান্॥
একশত হইল ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি শত জন॥
বনে গিয়া মৃগশাপে পাণ্ডু নৃপবর।
সন্তানোৎপাদন-শক্তি হারায় তৎপর॥
তাঁহার প্রথম পত্নী কুন্তী গুণবতী।
ধর্ম্ম হতে যুধিষ্ঠিরে জন্মাইল সতী॥
বায়ু হতে ভীমসেনে কৈলা উৎপাদন
ইন্দ্র হতে অর্জ্জুনে জন্মায় তপোধন॥
পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রীর উদরে।
অশ্বিদ্বয় হতে দুই পুত্র জন্ম ধরে॥
নকুল ও সহদেব দুজনার নাম॥
পাণ্ডুর এ পঞ্চ পুত্র খ্যাত ক্ষিতিধাম
পঞ্চ পাণ্ডু তনয়ের দ্রৌপদী-উদরে।
গুণবন্ত পঞ্চপুত্র জন্মলাভ করে॥
যুধিষ্ঠির হতে প্রতিবিন্ধ্য জন্ম লয়।
ভীমসেন হতে সুত সোমসুত হয়।
অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তির জনম।
শতানীক নামে হৈল নকুল নন্দন॥
সহদেব হতে শ্রুতকর্ম্মা জন্ম লয়।
পঞ্চ পাণ্ডবের আরো অন্য পুত্র হয়॥
যুধিষ্ঠির হতে দেবী যৌধেয়া জঠরে।
দেবক নামেতে পুত্র জন্মলাভ করে।
ভীম হৈতে হিড়িম্বায় ঘটোৎকচ হয়
কাশীগর্ভে সর্ব্বত্রগ ভীমের তনয়॥

বিজয়ার গর্ভে সহদেবের ঔরসে।
সুহোত্র নামেতে পুত্র খ্যাত বীর্য্যবশে॥
করেণুমতীর গর্ভে নকুল হইতে।
নিরমিত্র নামে পুত্র খ্যাত অবনীতে॥
অর্জ্জুনের নাগকন্যা উলুপী উদরে।
ইরাবান নামে পুত্র জন্মলাভ করে॥
মণিপুরপতি-পুত্রী চিত্রাঙ্গদা সতী।
তার গর্ভে অর্জ্জুনের পুত্র মহামতি॥
বভ্রুবাহন নামে সে খ্যাত ক্ষিতিতলে।
বিপুলবিক্রম সেই পূর্ণ বীর্য্যবলে॥
অর্জ্জুন হইতে দেবী সুভদ্রা উদরে।
মহারথ নাম অভিমন্যু জন্মলাভ করে॥
বাল্যকালে অভিমন্যু বীর বীর্য্যমান।
মহারথগণে রণে করে পরাজয়॥
সবংশে কুরুর ক্ষয় পাইল যখন।
উত্তরার উদরে তখন তপোধন॥
অভিমন্যু সহবাস জন্য পুত্র হয়।
পরীক্ষিত নাম তার সর্ব্বগুণময়॥
এই পরীক্ষিত যবে গর্ভমধ্যে ছিল।
ব্রহ্মাবাণ তখন হানিল
সেই বাণে গর্ভমধ্যে ভস্মীকৃত হয়।
তারে বাঁচাইলা গর্ভে কৃষ্ণ মহাশয়॥
ধর্ম্ম অনুসারে পরীক্ষিত এই ক্ষণে।
অখণ্ড পৃথিবী পালে পরম যতনে॥
কালী বলে হরি বল মনরে আমার।
হরি বিনা ভবে বন্ধু কেহ নাহি আর

একবিংশ অধ্যায়।

—※—

ভবিষ্য রাজবংশ ও পরীক্ষিৎ-বংশ কথন।

পরাশর বলেন শুনহ মুনিবর।
ভবিষ্যৎ ভূপগণে বলি অতঃপর॥
এবে সেই পরীক্ষিত অবনীর প্রতি।
হইবে তাহার চারি পুত্র মহামতি॥

হইবে জন্মেজয় জ্যেষ্ঠ মতিমান।
শ্রুতসেন উগ্রসেন আর ভীমসেন॥
জন্মেজয়ের পুত্র শতানীক হবে।
যাজ্ঞবল্ক্য স্থানে সেই বেদজ্ঞ হইবে॥
অস্ত্রশিক্ষা করি কৃপাচার্য্যের গোচরে।
বিষয়ে বিরক্তচিত্ত হইবেন পরে॥
শৌনকের উপদেশে লভি আত্মজ্ঞান।
পরিশেষে লভিবেন পরম নির্ব্বাণ॥
শতানীক হ'তে অশ্বমেধদত্ত হবে।
অধিসীম কৃষ্ণ তার তনয় জন্মিবে॥
তার পুত্র নিচক্ষু হবেন মহাশয়।
এই নিচক্ষুর ভবকালের সময়॥
গঙ্গার গর্ভস্থ হবে হস্তিনা নগর।
কৌশাম্বীতে বসিবে সে নিচক্ষু তৎপর॥
নিচক্ষু হইতে উষ্ণ লভিবে জনম।
চিত্ররথ হবে সেই উষ্ণের নন্দন॥
তার পুত্র শুচিরথ হইবে ধীমান্॥
তাহার তনয় হবে নামে বৃষ্ণিমান॥
তার পুত্র সুষেণ সুনীথ সুত তার।
তার পুত্র ঋচ নামে হবে গুণাধার॥
ঋচ হ'তে নিচক্ষু হইবে মহাবল।
নিচক্ষুর পুত্র হবে নামে সুখাবল॥
তার পুত্র পারিপ্লব তৎপুত্র সুনয়।
তৎপুত্র মেধাবী তার পুত্র নৃপঞ্জয়॥
তার পুত্র মৃদু তার পুত্র তিগ্ম হবে।
তিগ্ম হইতে বৃহদ্রথ উৎপন্ন হইবে॥
তার পুত্র বসুদাম হইবে সুমতি।
তার পুত্র শতানীক হবে মহামতি॥
তাহার তনয় হবে নামে উদয়ন।
উদয়ন হ'তে অহীনরের জনম॥
অহীনর হ'তে খণ্ডপাণি জন্ম লবে।
তাহা হ'তে নিরমিত্র জনম লভিবে॥
ক্ষেমক হইবে নিরমিত্রের তনয়।
ক্ষেমকের তরে এক শ্লোক গীত হয়॥
যেই বংশ বিপ্র ক্ষত্র করে উৎপাদন
যে বংশ উজ্জ্বল কৈল রাজ ঋষিগণ॥
সে বিস্তীর্ণ কুরুরাজ-বংশ কলিকালে।
এই সেই ক্ষেমক নামক মহীপালে॥
সমাপ্ত হইবে পরে জানিহ নিশ্চয়।
বর্ণিলাম কুরুবংশ মৈত্রেয় তনয়॥
মন দিয়া ভক্তি করি যেবা ইহা শুনে।
বহু পুণ্যলাভ হয় বেদের বচনে॥
কালী বলে হরি বল সবে অবিরত।
নাশিবে পাতক সব যার আছে যত॥ ১

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

—*—

ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভবিষ্যরাজ কথন।

পরাশর বলেন মৈত্রেয় তপোধন।
ইক্ষ্বাকু বংশে যে যে হইবে নন্দন॥
তোমার নিকটে কব তাদের বিষয়।
বৃহৎকর্ণ হবে বৃহদ্বলের তনয়॥
বৃহৎকর্ণ হইতে উরুক্ষয় জন্ম লবে।
উরুক্ষয় হ'তে বৎস নামে পুত্র হবে॥
উৎসব্যূহ তার পুত্র প্রতিব্যোম তার।
দিবাকর হবে প্রতিব্যোমের কুমার॥
সহদেব হবে দিবাকরের তনয়।
তার পুত্র বৃহদশ্ব হবে মহাশয়॥
ভানুরথ হবে বৃহদশ্বের নন্দন।
তার পুত্র প্রতীত হইবে গুণধন॥
প্রতীতের সুপ্রতীক নামে পুত্র হবে।
সুপ্রতীক হইতে মরুদেব জন্ম লবে॥
তার পুত্র সুনক্ষত্র হবে গুণধর।
সুনক্ষত্র হ'তে জন্ম লইবে কিন্নর॥
কিন্নর হইতে অন্তরীক্ষ জন্ম লবে।
সুবর্ণ নামেতে পুত্র তাহার হইবে॥
সুবর্ণের পুত্র হবে মিত্রজিৎ নাম।
তার পুত্র বৃহদ্বাজ হবে গুণধাম॥
ধর্ম্মী নামে হবে বৃহদ্বাজের তনয়।
ধর্ম্মীর হইবে পুত্র নামে কৃতঞ্জয়॥
কৃতঞ্জয় হৈতে রণঞ্জয় জন্ম লবে।
রণঞ্জয় হ'তে শাক্য উৎপন্ন হইবে॥

শিশুনাগ আদি এই দশ ভূমিপাল ।
রাজ্য ভুঞ্জি ত্রিশত বাসট্টি বর্ষকাল ॥
পাইবে পঞ্চত্ব যবে এই সর্ব্বজন ।
তখন ঘটিবে যাহা শুন তপোধন ॥
সেই মহারাজ মহানন্দী নরেশ্বর ।
শূদ্রাগর্ভে তার পুত্র মহাবীর্য্যধর ॥
নন্দ উপাধি সংযুত মহাপদ্ম নামে ।
পরশুরামের তুল্য যার ধরাধামে ॥
পৃথিবীতে থাকিয়া পালিবে প্রজাগণে ।
তদবধি শূদ্র রাজা পৃথিবী-ভবনে ॥
সেই শূদ্রাগর্ভজাত মহাপদ্ম রাজা ।
সসাগরা পৃথিবীর তলে মহাতেজা ॥
কেহ না লঙ্ঘিবে কভু তাঁহার শাসন ।
অষ্ট পুত্র মহাপদ্ম পাইবে তখন ॥
সুমাল প্রভৃতি হয় তাহাদের নাম ।
কহিনু শাস্ত্রের কথা ওহে মতিমান্ ॥
সেই মহাপদ্ম আর তাহার তনয় ।
শত বর্ষ রাজ্যভোগ করিবে নিশ্চয় ॥
কৌটিল্য নামেতে পরে অনেক ব্রাহ্মণ ।
ঐ নন্দগণের কেলে উদ্ধার সাধন ॥
মৌর্য্যগণ পৃথিবীর নানা স্থানে স্থানে ।
করিবেক অধিকার জানিবেক মনে ॥
কৌটিল্য নামেতে দ্বিজ জানিবে তখন ।
চন্দ্রগুপ্তে রাজ্য দিবে ওহে তপোধন ॥
চন্দ্রগুপ্ত সুত হবে নাম বিন্দুসার ।
বিন্দুসার পরে পুত্র অতি গুণাধার ॥
সেই পুত্র নাম ধরে অশোকবর্দ্ধন ।
অশোকবর্দ্ধন পুত্র সুসপ্ত সুজন ॥
দশরথ নামে হবে সুসপ্ত-তনয় ।
দশরথ হইতে পরে সঙ্গত হয় ॥
সঙ্গত হইতে শালিশুকের জনম ।
শালিশুক সুত সোমশর্ম্মা মহাত্মন্ ॥
শতধন্বা জনমিবে সোমশর্ম্মা হ'তে ।
বৃহদ্রথ হবে শতধন্বা ঔরসেতে ॥
চন্দ্রগুপ্ত আদি এই দশ মৌর্য্যগণ ।
যাবৎ ভুঞ্জিবে রাজ্য শুন তপোধন ॥

একশত সপ্তত্রিংশ বরষ যাবত ।
করিবেন সুখে রাজ্য জানিবে তাবত ॥
তার পর রাজ্যে হবে শুঙ্গ অধিপতি ।
বলিতেছি তার পর শুন মহামতি ॥
এক জন শুঙ্গ হবে পুষ্যমিত্র নামে ।
বৃহদ্রথ-সেনাপতি জানে সর্ব্বজনে ॥
সেই শুঙ্গ বৃহদ্রথে করিয়া সংহার ।
আপনি হরিয়া লবে রাজ্য-অধিকার ॥
পুষ্যমিত্র হ'তে হবে অগ্নিমিত্র পরে ।
সুজ্যেষ্ঠ তাঁহার সুত জানিবে অন্তরে ॥
সুজ্যেষ্ঠ হইতে বসুমিত্রের জনম ।
বসুমিত্র হ'তে হবে আদ্রক নন্দন ॥
পুলিন্দক তার পুত্র বিদিত ভুবনে ।
ঘোষবসু তার সুত জানে সর্ব্বজনে ॥
ঘোষবসু হ'তে বজ্রমিত্রের জনম ।
বজ্রমিত্র ভাগবতে পাইবে নন্দন ॥
ভাগবত হ'তে দেবভূতি জন্ম ধরে ।
এই দশ শুঙ্গ যাহা কহিনু তোমারে ॥
ইহারা পর্য্যায়ক্রমে ধরা-অধিপতি ।
হইবে জানিবে তুমি ওহে মহামতি ॥
এক শত বারো বর্ষ রবে অধিকার ।
কণ্বেরা হইবে রাজা পরেতে তাহার ॥
ব্যসনে আসক্ত হলে রাজা দেবভূতি ।
বসুদেব নামা কণ্ব আসি দ্রুতগতি ॥
নৃপতিরে অবিলম্বে করিয়া সংহার ।
আপনি হরিয়া লবে রাজ্য-অধিকার ॥
বসুদেব হ'তে পরে ভূমিত্র জন্মিবে ।
নারায়ণ ভূমিত্র সুত হৃদয়ে জানিবে ॥
নারায়ণ হ'তে জন্মি সুশর্ম্মা নন্দন ।
করিবে পৃথিবীতলে প্রজার শাসন ॥
এই চারি কাণ্বায়ন ওহে মতিমান্ ।
পঞ্চ-চত্বারিংশ বর্ষ রবে বিদ্যমান ॥
পরেতে চিবুক নামা অন্ধ্রজাতী জন ।
মহারাজ সুশর্ম্মারে করিবে নিধন ॥
স্বয়ং পৃথ্বী উপভোগ সে জন করিবে ।
শুন শুন বলি যাহা পরেতে ঘটিবে ॥

নিষধস্থ নয় জন নৈষধরাজ্যেতে ।
স্থাপিবেক আধিপত্য জানিবেক চিতে ॥
শ্রীবিশ্বস্ফাটিক নামে হবে এক জন ।
সেই জন নানাবর্ণ করিতে সৃজন ॥
কৈবর্ত্ত পুলিন্দ পটু ও ব্রাহ্মণগণে ।
স্থাপিবে মগধদেশে পুলকিতমনে ॥
অকস্মাৎ নাগবংশ আসি নয় জন ।
মগধস্থ ক্ষত্রগণে লইয়া তখন ॥
কান্তিপুরী মথুরা আর পদ্মাবতী দেশে ।
স্থাপন করিবে তারা মনের হরষে ॥
কতিপয় ক্ষত্রিয়েরে করিয়া গ্রহণ ।
গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে করিবে স্থাপন ॥
মগধেরা গুপ্তভাবে কোশল নগর ।
ভুঞ্জিবেক ওড্র পুণ্ড্র ওহে গুণধর ॥
কলিঙ্গেরা আর যত মাহিষকগণ ।
করিবে মাহেন্দ্রে গিয়া বসতি তখন ॥
অধিকন্তু লোমগুপ্ত করি অহঙ্কার ।
করিবে বসতি তারা তথা অনিবার ॥
ত্রৈবেনস্থ ক্ষত্র নামা বীর এক জন ।
মাগধান্তস্থ প্রজা করিবে রক্ষণ ॥
মালবান বংশ লোক আসনা সকলে ।
নৈষধ ও নৈমিষেতে বহু কালকালে ॥
এ সকল কালান্তরে নানা জনপদে ।
অধিপতি হবে তারা জানিবেক চিতে ॥
কনক দণ্ডক নামা যত নাস্তিগণ ।
সেই সব জনপদেতে হইবে রাজন ॥
মুসলমানেতে সেই জনপদ জয় ।
তাহারা কথায় শক্ত হইবে নিশ্চয় ॥
ব্রাত্য দ্বিজ শূদ্র আর আভীরাদি করে ।
আধিপত্য পাবে যথা শুন তোমা বলি ॥
অবন্তি সৌরাষ্ট্র শূর আভীর যে আর ।
আনর্ত্ত অর্ব্বুদ মরু ওহে গুণাধার ॥
এই সব দেশে তারা আধিপত্য পাবে ।
শাস্ত্রের ভারতী এই অন্তরে জানিবে ॥
ব্রাত্য শূদ্র আর যত ম্লেচ্ছাদির গণ ।
সিন্ধুতটে আধিপত্য করিবে স্থাপন

দার্ব্বী কৌব্বি চান্দ্রভাগা আর সে কাশ্মীরে
আধিপত্য পাবে তারা জানিবে অন্তরে ॥
এই সব রাজা যাহা করিনু কীর্ত্তন ।
কাহারো ধর্ম্মেতে নাহি থাকিবেক মন ॥
অল্পায়ুধ অল্পসার পরস্বাপহারী ।
বহুকোপযুক্ত হবে তাহারা সকলি ॥
নারীহত্যা শিশুহত্যা গোহত্যা করিবে ।
এ সব কার্য্যেতে কভু বিমুখ না হবে ॥
নানা জনপদবাসী লোক সমুদয় ।
ম্লেচ্ছত্ব লভিবে ক্রমে কহিনু তোমায় ।
কাজেই অকালে ক্ষীণ হইবে সকলে ।
ধর্ম্মের আদর নাহি রবে কোন স্থলে ॥
কৌলীন্যের হেতু হবে ধনই তখন ।
ধর্ম্মের হেতু বল হবে দরশন ॥
অভিরুচি হবে মাত্র দাম্পত্যের হেতু ।
স্ত্রীত্বই জানিবে বিশ্বে সম্ভোগের হেতু ॥
বিপ্রত্বের হেতু হবে যজ্ঞসূত্রভাব ।
আদান প্রদানে হেতু ওহে গুণাধার ॥
দরিদ্র হইলে তারে অসাধু বলিবে ।
দাম্ভিক কারণে তারে পণ্ডিত কহিবে ॥
মস্তক মুণ্ডন আদি বিবাহের ধারণ ।
আশ্রমের হেতু হবে ওহে তপোধন ॥
চাতুর্য্যের হেতু হবে দুর্ব্বলতা [illegible] ।
সুবেশ ধারণে হবে সৎপাত্র বিচার ॥
অবগাহ নাহি যদি জল উদ্ধারণ ।
পবিত্রতার হেতু হবে ওহে মহাত্মন ॥
দূরস্থ দেশেতে রবে সেই সব জন ।
তীর্থ বলি গণনীয় হইবে সকল ॥
এইরূপ নানাদোষ ধরবে বেরিলে ।
ঘটিবে যে সব কাণ্ড কহিব তোমারে ॥
সকল বর্ণের মধ্যে যেই বলবান ।
রাজা হবে সেই জন ওহে মতিমান্ ॥
রাজ্য পেয়ে প্রজাগণে করিবে পীড়ন ।
করভারে প্রপীড়িত হবে প্রজাগণ ॥
রাজ্য পরিত্যাগ করি প্রজারা সকলে ॥
আশ্রয় করিবে গিয়া পর্ব্বত কন্দরে ॥

মধু শাক ফল ফুল করিবে ভোজন ।
চীর পর্ণ বল্কলাদি করিবে ধারণ ॥
শীত গ্রীষ্ম বরষার দারুণ যাতনা ।
সহিতে হইবে সবে অশেষ যন্ত্রণা ॥
এইরূপে মহাকষ্টে করিবে যাপন ।
বলিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন ॥
মানবেরা অল্প-আয়ু হবে সেইকালে ।
তেইশ বরষ মাত্র রহিবে সংসারে ॥
কলির প্রভাবে সবে ক্রমে হবে ক্ষীণ ।
ঘটিবে যাতনা রাশি ক্রমে দিন দিন ॥
কালের প্রভাব হেতু ওহে মহ[illegible]
যবন বিপ্লব কত ঘটিবে তখন ॥
নাম মাত্র ধর্ম্ম এই [illegible] থাকিবে ।
ধর্ম্ম এই নাম মাত্র অর্গতিপথে যাবে ॥
সেইকালে বিশ্বস্রষ্টা প্রভু নিরঞ্জন ।
বিষ্ণুযশা বিপ্রগৃহে লভিবে জনম ॥
সম্ভল গ্রামেতে সেই বিষ্ণুযশা দ্বিব ।
কল্কিরূপেতে অবতীর্ণ হবে গদাধর ॥
এই রূপে অবতীর্ণ হয়ে নারায়ণ ।
দুরাচার ম্লেচ্ছগণে করিবে শাসন ॥
অধার্ম্মিক সবাকারে করিবে শাসন ।
ধর্ম্মে জগৎ পুনঃ করিবে স্থাপন ॥
কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবে গদাধর ।
কলির প্রতাপ যাবে ওহে গুণধর ॥
কলি-প্রাবিভাব আর না রবে তখন ।
স্বধর্ম্মে সংসার পুনঃ হইবে স্থাপন ॥
জনপদবাসী যত লোক সমুদায় ।
পুনশ্চ প্রবুদ্ধ হবে [illegible] ॥
পুনশ্চ [illegible] বুদ্ধি লাভ [illegible] ।
ধর্ম্মকর্ম্মে [illegible] ॥
পাষণ্ড[illegible] ।
[illegible] উৎপাদন ॥
[illegible] সন্তান ।
[illegible] ওহে মতিমান্ ।
সত্যযুগে যেইরূপ থাকয়ে নিয়ম ।
সেইরূপে তারা সুখে করিবে যাপন

এরূপ প্রসিদ্ধি আছে বলি হে তোমারে
সত্যযুগ উপস্থিত হয় যেইকালে ॥
চন্দ্র সূর্য্য বৃহস্পতি পুষ্যা ঋক্ষ আর ।
এক রাশিগত হ'লে ওহে গুণাধার ॥
সেই দিন সত্যযুগ করে আগমন ।
কহিনু তোমার পাশে নিগূঢ় বচন ॥
ভূত ভাবী বর্ত্তমান-নৃপতির বিষয় ।
কীর্ত্তন করিনু আমি সেই সমুদয় ॥
পরীক্ষিত যেই দিন জন্মে তার পরে ।
সহস্রেক পঞ্চদশ বৎসর যাইলে ॥
[illegible] হবে মহাপদ্মের জনম ।
নন্দোপাধি সমাযুক্ত সেই [illegible] ॥
সপ্তর্ষিমণ্ডলমধ্যে যে নক্ষত্রদ্বয় ।
আকাশমণ্ডলে আমি সমুদিত হয় ॥
একটি নক্ষত্র তাহে রজনী [illegible] ।
সমভাবে দৃষ্ট হয় বিদিত জগতে ॥
মিলিয়া তাহার সহ সপ্তর্ষি মণ্ডল
করিতেন অবস্থান শতেক বৎসর ॥
পরীক্ষিত রাজা হ'লে ওহে মহামুন্ ।
মঘানক্ষত্রের সহ ছিলেন মিলন ॥
সেইকালে কলিযুগ হয়েছে [illegible] ।
কলির [illegible] ॥
বাসুদেব স্বর্গ [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
তখন বাসুদেব স্বর্গস্থিত হ'লো ।
ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির বিমর্ষ অন্তরে ॥
দুর্নিমিত্ত নানাবিধ করিয়া দর্শন ।
রাজ্য পরিহার করি সহ ভ্রাতৃগণ ॥
পরীক্ষিতে অভিষিক্ত করে সিংহাসনে
অধিক বলিব কিবা তোমার সদনে ॥
যেইকালে মহাপদ্ম পাবে অধিকার ।
সপ্তর্ষি মণ্ডল নাহি রবে এ প্রকার ॥

তাঁহারা আপন মনে করেন চিন্তন ।
"এই যে নেহারি ভূমি সমুদ্রাবরণ ॥
আমাদের বশবর্ত্তী এই সমুদয় ।
করি সাধ্য আমাদের করে পরাজয় ॥"
তাঁহাদের পিতৃগণ পূর্ব্বেতে যেমন ।
মোক্ষপদ অবহেলে করিয়া বর্জ্জন ॥
মম বশীভূত হয়ে কালের কবলে ।
হয়েছেন নিপাতিত [illegible] সকলে ॥
তদ্রূপ তাঁহারা স্বীয় প্রাপ্ত নিবন্ধন ।
মোরে জয় করিবারে করেন মনন ॥
মম মোহজালে পড়ি সে সব নৃপতি ।
পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্রগণে লইয়া সংহতি ॥
বার বার জন্ম মৃত্যু করেন গ্রহণ ।
মনে মনে তবু ইহা করেন চিন্তন ॥
"অখিল ধরায় হই মোরা অধীশ্বর ।
কভু না নৃপতি হবে আর কোন নর ॥"
এইরূপ মোহবুদ্ধি যাদের আছিল ।
ক্রমে ক্রমে কালগ্রাসে সকলে পড়িল ॥
পিতারে মারিতে দেখ যে রাজনন্দন ।
ভ্রাতারে চাহেন করে আমারে বন্ধন ॥
মম মায়াজালে সেই কভু নাহি পড়ে ।
মমতাতে সমাবিষ্ট না হয় সংসারে ॥
সেই সব নরপতি সংসার ভিতর ।
ভূতের [illegible] করি বিপক্ষ-গোচর ॥
এই ধরা হয় মম ভূমি হে অচিরে ।
পরিত্যাগ করে যাও ইচ্ছামত স্থলে ॥
এরূপ সংবাদ দূত দ্বারা করেন প্রেরণ ।
উপহাস করি আমি তারে সর্ব্বক্ষণ ॥
তাহারে নিরখি হাস্য উপজে বদনে ।
হায় কিবা মূঢ় বলি ভাবি নিজ মনে ॥
পুনঃ দয়া হয় মম তাহাদের প্রতি ।
সংসারে এরূপ হয় সংস্কার গতি ॥"
এত বলি পরাশর কহে পুনরায় ।
পৃথিবী কথিত গাথা কহিনু তোমায় ॥
এই সব কথা যিনি করেন শ্রবণ ।
মমতা বিহীন হয় সেই সাধুজন ॥
সন্তাপ বিনষ্ট হয় তাহার অচিরে ।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে ॥
মহাত্মা মনুর বংশ করিলে শ্রবণ ।
ভক্তিভরে আদ্যোপান্ত শুনে যেইজন ।
অখিল পাতক তার বিনাশিত হয় ।
শাস্ত্রের বচন এই কভু মিথ্যা নয় ॥
চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ যে করে শ্রবণ ।
অতুল সম্পদ পায় সেই মহাজন ॥
মহাবল পরাক্রান্ত ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ।
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মান্ধাতা নৃপতি ॥
নহুষ যযাতি আর নৃপতি সগর ।
রঘুবংশে জন্ম অন্য নৃপতি-প্রবর ॥
কিম্বা কালক্রমাগত বহু নরপতি ।
উহাদের কথা শুনে যেই মহামতি ॥
মমতা তাহার দেহে কভু নাহি রয় ।
পুত্র দারা গৃহ ক্ষেত্রে আসক্ত না হয় ॥
পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেই সব প্রবল ভূপতি ।
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে তপ কৈলা নিরবধি ॥
তাহারাও যথাকালে কালের কবলে ।
নিপাতিত হয়ে গেছে বলিত ভূতলে ॥
অখিল শত্রুর চক্র করি বিদারণ ।
করিতেন যিনি [illegible] বিচরণ ॥
সেই সাধু কোথা গেল ভাবহ অন্তরে ।
বিচিত্র আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখহ সংসারে ॥
বাহুবলে যিনি করি বিক্রম প্রকাশ ।
এক-আধিপত্য ছিল [illegible]
কথার প্রসঙ্গে লোকে যে জনের নাম ।
বদনে উল্লেখ করে থাকে অবিরাম ॥
সেই কার্ত্তবীর্য্য দেখ কোথা গেল চলি ।
মৈত্রেয় ভাবহ হৃদে আর কিবা বলি ॥
আরো দেখ দশানন লঙ্কার রাজন ।
অথবা রঘুর বংশ অন্য নৃপগণ ॥
অতুল সম্পত্তি পেয়ে কত কাণ্ড করে ।
কোথায় রহিল তারা ভাবহ অন্তরে ॥
তাদের ঐশ্বর্য্য যবে হইল নিধন ।
কাহার কিম্বা বল রহিবে তখন ॥

অতএব যেই ব্যক্তি বিষয়ে মজিযে।
ভ্রুভঙ্গী করয়ে কত অহঙ্কৃত হয়ে ॥
কি হবে তাদের দশা বলহ সুজন।
অধিক বলিব কিবা তোমার সদন ॥
অখিল ধরার পতি মান্ধাতা হইয়ে।
দুই দিন পরে সবে গেল হে চলিযে ॥
তখন মমতা জালে কেন নরগণ।
আবদ্ধ হইয়া করে বিপদ ঘটন ॥
ভগীরথ দশানন ককুৎস্থ সগর।
যুধিষ্ঠির আদি আর রাম রঘুবর ॥
ইহারাও ঐ প্রকার লভিয়াছে গতি।
অন্যে পরে কিবা কথা ওহে মহামতি ॥
ভূত ভাবী বর্ত্তমান নৃপের বিষয়।
কীর্ত্তন আমি ওহে মহোদয় ॥

এ সব বিদিত হয়ে যত সুধীগণ।
মমতা হৃদয় হতে দিবে বিসর্জ্জন ॥
যেই সব নরপতি পুত্র পরিজনে।
বেষ্টিত হইয়া সুখে রয়েছে এক্ষণে ॥
যথাকালে তাহাদিগে অন্য কলেবর।
গ্রহণ করিতে হবে ওহে গুণধর ॥
শ্রীবিষ্ণু পুরাণ কথা সুললিত অতি।
পবিত্র চতুর্থ খণ্ড করিলাম ইতি ॥
সুধামাখা হরিনাম উচ্চারি বদনে।
জয় জয় বল জয় পুলকিত মনে ॥
কালী বলে কৃষ্ণপদে মতি যেন থাকে।
কৃষ্ণ বিনা বিপদেতে আর কেবা রাখে ॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ।

—※—

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়

—※—

বসুদেব দেবকীর বিবাহ, ব্রহ্মার নিকট পৃথিবীর গমন, বিষ্ণুস্তোত্র ও কংস বধে বিষ্ণুর অঙ্গীকার।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
রাজাদের বংশকথা করিলে কীর্ত্তন॥
কহিলে চরিত্র আরো করিয়া বিস্তার।
অধুনা নিবেদি তোমা ওহে গুণাধার॥
বিষ্ণু-অংশে বাসুদেব লভেন জনম।
তাঁহার বিষয় শুনি হ'তেছে মনন॥
কিরূপে সে বাসুদেব অবতীর্ণ হয়ে।
করিলেন কি কি কার্য্য জগতে আসিয়ে
আদ্যোপান্ত সেই সব করহ কীর্ত্তন।
শুনিতে কৌতুকী অতি হইতেছে মন॥
এত শুনি পরাশর কহে ধীরে ধীরে।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষি বলি হে তোমারে॥
কৃষ্ণের চরিত-কথা করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে বাছাধন॥
দেবকের কন্যা হয় দেবকী সুন্দরী।
মহামনা বসুদেব লয় বিভা করি॥
দেবকীর পরিণয় হলে সমাপন।
দেবকীর ভাই কংস করি আগমন॥
শ্রীবসুদেবের রথে সারথি হইল।
শুন শুন তারপর যেরূপে ঘটিল॥
একদিন বসুদেব দেবকী-সহিতে।
আরোহণ করি যান আপন রথেতে॥
কংস আসি সেই রথ করে সঞ্চালন।
সহসা আকাশবাণী উঠিল তখন॥
"শুন ওরে মূর্খ কংস আপন শ্রবণে।
পতি সহ যেই আছে রথ আরোহণে॥
উহার অষ্টম গর্ভে হবে যে নন্দন।
তব প্রাণ সেই জন করিবে নিধন॥
এইরূপ দেববাণী শুনিয়া শ্রবণে।
তরবারি করে কংস ধাবিল সঘনে॥
দেবকীর প্রাণবধে উদ্যত হইল।
তাহা দেখি বসুদেব নিবারি কহিল॥
শুন শুন বীরবর আমার বচন।
কর্ত্তব্য নহেক তব দেবকী-নিধন॥
যে যে পুত্র যবে হবে ইহার উদরে।
সেই সেই পুত্রে আমি দিব তব করে॥
বসুদেব এই কথা যদ্যপি বলিল।
সম্মত হইয়া কংস গৌরব রাখিল॥
দেবকীরে বধ নাহি করিল তখন।
তার পর ঘটে যাহা করহ শ্রবণ॥
এ দিকেতে গুরুভারে হইয়া পীড়িত।
সুমেরু গিরিতে আসি ধরা উপনীত॥
তথায় আগত হয়ে যত দেবগণে।
বন্দনা করিয়া কহে করুণ বচনে॥
শুন শুন দেবগণ আমার বচন।
সুবর্ণের গুরু বটে অগ্নি মহাত্মন্॥
লোভি সকলের গুরু মহাত্মা ভাস্কর।
কিন্তু সবাকার গুরু বিষ্ণু গদাধর॥
সবাকার পূজনীয় তিনি সনাতন।
সর্ব্বময় সেই বিষ্ণু জানে সর্ব্বজন॥
তিনি কলা তিনি কাষ্ঠা নিমেষই তিনি।
তিনি স্থূল তিনি সূক্ষ্ম অন্তরেতে জানি॥
আমরা তাঁহার অংশে লভেছি জনম।
যত কেহ লোকধাতা হয় দরশন॥

আদিত্য মরুৎ সাধ্য রাক্ষস কিন্নর।
বসু পিতৃ যক্ষ দৈত্য পিশাচ-নিকর॥
উরগ দানব গ্রহ তারকা গগন।
অপ্সরা গন্ধর্ব্ব জল বায়ু হুতাশন॥
সকলেই রূপভেদ জানিবে তাঁহার।
কিছুমাত্র নাহি ভেদ সহিতে আমার॥
সেই বিষ্ণুপদে আমি নমস্কার করি।
অন্তকালে সেই বিষ্ণু ভবের কাণ্ডারী॥
এইরূপে স্তব করি ধরণী সুন্দরী।
পুনঃ কহে দেবগণে সম্বোধন করি॥
কেশী স্কন্ধ বাণ আর প্রলম্ব নরক।
অরিষ্ট ধেনুক আদি দৈত্য অসংখ্যক॥
জনমিয়া ধরাতলে ওহে দেবগণ।
যাবতীয় লোকগণে করিছে পীড়ন॥
প্রজারা সহিতে আর নারে অত্যাচার।
আমার উপরে হৈল অতি গুরুভার॥
শ্রীকালনেমিরে বিষ্ণু করিলে নিধন।
কংসরূপে সেই দুষ্ট লভেছে জনম॥
অপর দুরাত্মা কত জন্মেছে ভূতলে।
তাহাদের সংখ্যা বল কে বলিতে পারে।
দর্পিত দানব কত দিব্য মূর্ত্তি ধরি।
বিচরিছে নিরন্তর আমার উপরি॥
তাহাদের ভার আর না হয় সহন।
আপনারে ধরিতে আমি হ'তেছি অক্ষম।
অতএব যাতে আমি না যাই পাতালে।
তাহার উপায় কর তোমরা সকলে॥
ভয়েতে বিহ্বলা হয়ে অবনী তখন।
এরূপে কহিল যদি কাতর বচন॥
শুনি প্রজাপতি তাঁর ভার নাশ তরে।
কহিলেন সম্বোধিয়া অমর-নিকরে॥
শুন শুন দেবগণ আমার বচন।
পৃথিবী বলিল যাহা করিলে শ্রবণ॥
আমি কিম্বা তোমা সবে অমর-নিকর।
নারায়ণাত্মক হই খ্যাত চরাচর॥
যত কিছু দ্রব্য বিশ্বে হয় দরশন।
তাহার বিভূতি হ'তে লভেছে জনম॥

বিভূতি আধিক্য আর নূনতা-কারণে।
বাধ্যবাধকতা গুণ ভূতলে জনমে॥
অতএব এসো সবে ওহে দেবগণ।
ক্ষীরোদ উত্তরকূলে করিয়া গমন॥
পরম-আরাধ্য সেই দেব নারায়ণে।
নিবেদন করি গিয়া বিনয়-বচনে॥
জগতের হিত হেতু সেই জনার্দ্দন।
অংশাংশে পৃথিবীতলে করিয়া গমন॥
করিবেন ধরমেরে বিধানে স্থাপন।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে দেবগণ॥
ব্রহ্মার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
দেবগণ মিলি সবে বিধাতার সনে॥
ক্ষীরোদ-উত্তরকূলে করিয়া গমন।
বিষ্ণুরে করিলা স্তব দেব পদ্মাসন॥
শুন শুন ওহে প্রভু নিবেদি তোমারে।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি বিদিত সংসারে॥
জীবাত্মা পরাত্মা তুমি স্থূল সূক্ষ্মময়।
তুমি বিদ্যা তুমি প্রভো চতুর্ব্বেদময়॥
শিক্ষা কল্প আদি করি যত কিছু আছে।
ত্বৎস্বরূপ সেই সব বিদিত সমাজে॥
দেহাত্মবাদীরা সবে করিয়া বিচার।
যাহা কিছু বলে সবে ওহে কৃপাধার॥
তোমা হ'তে তাহা ভিন্ন না হয় কখন
অব্যাত্ম অব্যক্ত তুমি ওহে ভগবন্॥
অনির্দ্দেশ্য অচিন্ত্যাত্মা নাহি পাণি পাদ।
নাম-বর্ণ-রূপহীন তোমা প্রণিপাত॥
তোমার পরম পদ কভু কোন কালে।
ক্ষণ ত্যক্ত নাহি হয় জানি হে অন্তরে॥
কর্ণহীন হয়ে তুমি করহ শ্রবণ।
নেত্রহীন হয়ে তবু কর দরশন॥
অদ্বিতীয় তুমি প্রভু জানি হে অন্তরে।
তবু বহুবিধ রূপ ধরিছ সংসারে॥
হস্তহীন হয়ে কর পদার্থ গ্রহণ।
বিজ্ঞান-বিহীন হয়ে জ্ঞানের কারণ॥
সূক্ষ্ম হ'তে অতি সূক্ষ্ম তুমি দয়াময়
জগতে বিদিত তুমি সর্ব্বদ্রব্যময়॥

তোমার সাক্ষাৎ লাভ করে যেই জন।
বিজ্ঞান নিবৃত্তি পায় তাহার তখন ॥
ধীরের ধৈরয তুমি ওহে বিশ্বপতি।
তুমি হও পরাৎপর জগতের আদি ॥
ভুবনের গোপ্তা তুমি ওহে গুণাধার।
অখিল ভূতের বাস অন্তরে তোমার ॥
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব চরাচর।
তোমার অন্তরে আছে ওহে গদাধর ॥
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর তুমিই প্রকৃতি।
পুরুষ ও অদ্বিতীয় তুমি মহামতি ॥
একমাত্র হও তুমি তবু ভগবন্।
তোমা হ'তে নহে ভিন্ন চতুর্হুতাশন ॥
বর্চ্চার স্বরূপ হয়ে তুমি ভগবান্।
অখিল ভূপতি বিশ্বে করিছ প্রদান ॥
ব্রহ্মাণ্ডের যথা তথা করি নিরীক্ষণ।
সর্ব্বত্র তোমার চক্ষু আছে ভগবন্ ॥
অনন্ত মূরতি বলি জানিহে তোমারে।
ত্রিপদ ধারণ কৈল বামন-আকারে ॥
বিকারবিহীন প্রভো অনল যেমন।
বিকার ভেদেতে হয় বহুধা জ্বলন ॥
সেইরূপ নির্ব্বিকার হইয়াও তুমি।
অলক্ষিতে সর্ব্বভূতে আছ চিন্তামণি ॥
প্রধান পুরুষ তুমি অনন্ত মূরতি।
একমাত্র হও তুমি ওহে বিশ্বপতি ॥
যারা যারা ধরাধামে হয় সুধীজন।
তোমার পরম ধাম করেন দর্শন ॥
ভূত ভাবী যত কিছু পদার্থ-নিকর।
তোমার স্বরূপ হয় ওহে বিশ্বধর ॥
তোমা হ'তে ভিন্ন কিছু নাহি কোন ঠাঁই।
ব্যক্তাব্যক্তরূপী তুমি শুন হে গোসাঁই ॥
সমষ্টিস্বরূপ তুমি ব্যষ্টির স্বরূপ।
কে জানিবে তত্ত্ব তব বিশ্বভূপ ॥
সর্ব্বদর্শী তুমি হও সর্ব্ব শক্তিমান্।
সর্ব্বজ্ঞ ও জ্ঞানযুত ওহে ভগবান্ ॥
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি তব কভু কোনকালে।
স্বাধীন অনাদি তোমা সর্ব্বজনে বলে ॥

ভ্রম তন্দ্রা কাম ক্রোধ নাহিক তোমার।
জিতেন্দ্রিয় নিরবদ্য তুমি সারাৎসার ॥
পরম পুরুষ তুমি সবার ঈশ্বর।
সর্ব্বময় ওহে দেব খ্যাত চরাচর ॥
বিভূতি-স্থাপক তুমি পুরুষ-উত্তম।
তোমা হ'তে দূরে থাকে যত আবরণ ॥
পরাধার পরধাম তোমার আখ্যান।
অক্ষয় তোমার নাম ওহে ভগবান্ ॥
সামান্য কারণে তব দেহাবলম্বন।
কভু নাহি কোনকালে হয় দরশন ॥
ধরম-উদ্ধার হেতু তুমি দয়াধার।
মধ্যে মধ্যে ধরাতলে হও অবতার ॥
বিবিধ এরূপ স্তব করিয়া শ্রবণ।
বিশ্বরূপ ধরি বিষ্ণু কহেন তখন ॥
দেবগণ সহ আসি ওহে পদ্মযোনি।
বলিলে যে সব কথা শুনিলাম আমি ॥
এখন বাসনা কিবা বলহ আমারে।
অবশ্য করিব পূর্ণ কহিনু তোমারে ॥
বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁর সেই বিশ্বরূপ করি দরশন ॥
দেবগণ ভীত হৈল আপন অন্তরে।
তখন কহিল ব্রহ্মা দেব পরাৎপরে ॥
শুন শুন ওহে প্রভো করি নিবেদন।
বাহু বক্ষ পদ তব হয় অগণন ॥
তোমা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি হ'তেছে সংহার।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তুমি ওহে সর্ব্বেশ্বর ॥
চতুর্বিংশ তত্ত্ব যাহা বিদিত সংসারে।
তাহার আদিম তুমি জানি হে অন্তরে ॥
গুরু হ'তে গুরুতর পরমাত্মা তুমি।
তব পরিমাণ বল কেবা জানে স্বামী ॥
তোমার প্রসাদ লাভ করিবার তরে।
আমরা বাসনা করি সতত অন্তরে ॥
এখন তোমার পদে করি নিবেদন।
অসুরেরা বসুধারে করিছে পীড়ন ॥
এই হেতু বসুমতী তোমার চরণে।
শরণ লয়েছে আসি কহি তব স্থানে ॥

প্রসন্ন হইয়া তুমি ওহে দয়াধার।
বসুধার গুরুভার করহ সংহার॥
বরুণ অনল আদি রুদ্র বসুগণ।
অন্য অন্য দেবগণ কৈনু আগমন॥
যেরূপ আদেশ দিবে আমা সবাকারে
পালিব সে আজ্ঞা তব সাধ্য অনুসারে
এইরূপে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন।
শুনিয়া কহেন তবে দেব নারায়ণ॥
শুন শুন দেবগণ বচন আমার।
অবশ্য নাশিব আমি ধরণীর ভার॥
অবতীর্ণ হয়ে আমি অবনীমণ্ডলে।
হরিব ধরার ভার জানিবে অচিরে॥
স্বীয় স্বীয় অংশে সবে তোমরা এখন।
ভূমণ্ডলে অবিলম্বে লভহ জনম॥
জনমিয়া ধরাধামে দৈত্যগণ সনে।
অচিরে প্রবৃত্ত হবে নিদারুণ রণে॥
মম দৃষ্টিপাতে চূর্ণ হয়ে দৈত্যগণ।
অচিরে পাইবে ক্ষয় কহিনু বচন॥
শুক্ল কৃষ্ণ কেশদ্বয় আছে মম শিরে।
এই কেশ জনমিবে দেবকী উদরে॥
দেবকী-অষ্টমগর্ভে লভিয়ে জনম।
দুরাচার কংসাসুরে করিবে নিধন॥
এতবলি অন্তর্হিত হলে ভগবান।
দেবগণ সুখনীরে হৈল ভাসমান॥
বিষ্ণুর উদ্দেশে পরে করি নমস্কার।
সুমেরু পর্ব্বতে সবে হন আগুসার॥
ক্রমে ক্রমে সবে পরে অবতীর্ণ হয়ে।
জনম ধারণ কৈল ভূতলে আসিয়ে॥
তার পর এক দিন দেবঋষি-বর।
উপনীত হন আসি কংসের গোচর॥
কংসেরে সম্বোধি কহে শুনহ রাজন।
দেবকীর গর্ভে হ'লে অষ্টম নন্দন॥
পৃথিবীর অধিকারী সেই জন হবে।
নাহিক সন্দেহ ইথে অন্তরে জানিবে॥
নারদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রোষেতে মগন হয়ে কংস দুরাত্মান্॥

বসুদেব দেবকীরে অবরুদ্ধ করে।
তখনি রাখিয়া দিল নিজ কারাগারে॥
যখন দেবকীগর্ভে জনমে নন্দন।
বসুদেব কংসকরে করে সমর্পণ॥
পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মতে সেই মহামতি।
কংসের করেতে আনি অর্পয়ে সন্ততি॥
শুনহ মৈত্রেয় ঋষি বলি তার পর।
হিরণ্যকাশিপু দৈত্য খ্যাত চরাচর॥
ছয় পুত্র লাভ করে সেই দৈত্যপতি।
তার পর মহামায়া যোগনিদ্রা সতী॥
শ্রীবিষ্ণু প্রেরিত হয়ে সেই ছয় সুতে।
দেবকীর গর্ভে আনে জানিবে ত্বরিতে॥
বৈষ্ণবী সে যোগনিদ্রা বিদিত ভুবন।
বলিয়াছিলেন তাঁরে দেব নারায়ণ॥
শুন শুন যোগনিদ্রা বচন আমার।
পাতালতলেতে তুমি কর আগুসার॥
শ্রীহিরণ্যকশিপুর ছয়টী কুমারে।
একে একে আন তুমি দেবকী জঠরে॥
এই ছয় পুত্রে কংস করিলে নিধন।
আমার অংশাংশে হবে সপ্তম নন্দন॥
সেই নন্দনেরে তুমি আকর্ষণ করি।
রোহিণী-উদরে দিবে শুন গো সুন্দরি॥
এইরূপে দেবকীর সপ্তম নন্দন।
রোহিণীর গর্ভে যদি অধিষ্ঠিত হন॥
সমাজে এরূপ তবে হইবে প্রচার।
দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে এবার॥
এইরূপ জনশ্রুতি হলে তার পর।
রোহিণীর গর্ভে এক হবে বীরবর॥
শ্বেতাচলসম হবে তাহার বরণ।
বিদিত হবেন তিনি নামে সঙ্কর্ষণ॥
তব আকর্ষণবশে সেই মহামতি।
সঙ্কর্ষণ নাম পাবে জানিবে গো সতী॥
তার পর দেবকীর পবিত্র জঠরে।
জনম লভিব আমি জানিবে অন্তরে॥
তুমিও গোকুলে গিয়া শুন গো সুন্দরী
যশোদা-উদরে জন্ম লবে ত্বরা করি॥

বর্ষাকালে নভোমার্গ জলদ-ঘটায় ।
সমাচ্ছন্ন হ'লে পরে আমি গো ধরায় ॥
কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমাতে অর্দ্ধ রাত্র কালে ।
জনম লভিব গিয়া দেবকী-উদরে ॥
নবমী-তিথির পরে হইবে সঞ্চার ।
তুমিও জন্মিবে গিয়া গর্ভে যশোদার ॥
এইরূপে উভয়েতে জনম লভিলে ।
মৎপ্রভাবে বসুদেব লয়ে মোরে কোলে ॥
যশোদার ক্রোড়ে লয়ে করিবে স্থাপন ।
তোমারে দেবকী কোলে করিবে অর্পণ ॥
তার পর ভোজরাজ কংস মূঢ়মতি ।
গ্রহণ করিবে তোমা শুন ওগো সতী ॥
তোমারে পাষাণতলে ফেলিবে যেমন ।
অমনি গগনে তুমি করিবে গমন ॥
কংসের হৃদয়ে হবে বিস্ময় সঞ্চার ।
সঘনে কাঁপিবে দেবী অন্তর তাহার ॥
আমার গৌরব হেতু দেবরাজ পরে ।
ভগিনীরূপেতে তোমা লইবে সাদরে ॥
শুম্ভ নিশুম্ভাদি করি বহু দৈত্যগণ ।
তোমার হাতেতে পরে হবে নিপাতন ॥
ধরণীর উৎপাত তোমা হ'তে যাবে ।
ক্রমে ক্রমে শান্তি পাবে জানিবে অন্তরে
নানাবিধ না.. পরে জগতের জন ।
তোমারে করিবে স্তব সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
কতিপয় নাম তার শুন ওগো সতী ।
ভূতি ক্ষান্তি কীর্ত্তি ধৃতি পৃথিবী সন্ততি ॥
লজ্জা পুষ্টি আদি করি বিবিধ আখ্যানে ।
তোমারে করিবে স্তব একান্তিক মনে ॥
প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যাকালে যেই সাধুজন ।
আর্য্যা দুর্গা আদি নাম করিবে স্মরণ ॥
আমার প্রসাদে .. বাঞ্ছা পূর্ণ হবে ।
কাহলাম সত্য ক.. অ..রে জানিবে ॥
নবলোক .রা মাংস দিয়া উপহার ।
করিবে তোমার পূজা সহ ভক্তিহার ॥
তাদের বাসনা তুমি করিবে পূরণ ।
আরো এক কথা বলি শুনহ এখন ॥
ভক্তি করি যারা যারা তোমারে পূজিবে ।
পরম সুখেতে তারা সময় যাপিবে ॥
এখন আমার বাক্যে করহ গমন ।
উপদেশ মত কার্য্যে হও নিমগন ॥
শ্রীবিষ্ণু পুরাণ কথা সুললিত অতি ।
বিরচিল দ্বিজ কালী মধুর ভারতী ॥ ১-৮৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—০—

যশোদার গর্ভে যোগমায়ার ও দেবকী-গর্ভে ভগবানের প্রবেশ এবং দেবগণকৃত দেবকীস্তব ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন ।
যোগনিদ্রা বিষ্ণু আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥
শ্রীহিরণ্যকশিপুর ছয়টী কুমারে ।
আনিলেন একে একে দেবকী-উদরে ॥
তাহাদিগে দুষ্ট কংস করিলে নিধন ।
সপ্তম গর্ভেরে পরে করি আকর্ষণ ॥
স্থাপন করিলা তাহা রোহিণী জঠরে ॥
কালে সেই গর্ভে পুত্র জন্মগ্রহ করে ॥
জগতের হিত হেতু হরি ভগবান ।
দেবকীর গর্ভে পরে করেন অধিষ্ঠান ॥
যোগনিদ্রা আসি জন্মে যশোদা-উদরে ।
যখন জন্মিল হরি দেবকী জঠরে ॥
গ্রহগণ সুপ্রসন্ন হইল তখন ।
... দৈপরীত্য মাত্র হেল দরশন ॥
বিষ্ণুরে জঠরে ধরি দেবকী সুন্দরী ।
তেজস্বিনী হন অতি আহা মরি মরি ॥
নেত্রপাত তাঁর প্রতি করিতে তখন ।
কেহ না সক্ষম হৈল ওহে তপোধন ॥
দেবগণ সমবেত হয়ে সেইকালে ।
স্তুতিবাদ আরম্ভিল দেবকী সতীরে ॥
শুন দেবি তুমি হও পরমা প্রকৃতি ।
তব গর্ভে জন্মেছিল ব্রহ্মা মহামতি ॥

* আর্য্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা, ভদ্রকালী, ক্ষেম্যা ও ক্ষেমঙ্করী

বাণীর স্বরূপা হয়ে তুমি তার পরে।
জগৎ ধারণ করি মন কুতূহলে॥
বেদচতুষ্টয় তুমি কৈলে উৎপাদন।
সনাতনী বলি তুমি বিদিত ভুবন॥
সৃষ্টিভূতা বীজভূতা যজ্ঞগর্ভা নামে।
অভিহিত হও তুমি জানে সর্ব্বজনে॥
ফলগর্ভা ইজ্যা তুমি বহ্নিগর্ভা-বণি।
দেবগর্ভা শ্রীঅদিতি তোমারে নমামি॥
ইচ্ছা লজ্জা মেধা তুষ্টি দিতে আর ধৃতি।
সন্নতি কবিয়া আদি তুমি ওগো সতী॥
আকাশস্বরূপা তুমি জানি গো অন্তরে।
তোমা হ'তে চরাচর জন্মেছে সংসারে॥
কত যে বিভূতি আছে উদরে তোমার।
ইয়ত্তা করিতে পারে হেন সাধ্য কার॥
নদ-নদী দ্বীপ গ্রাম সাগর ভূধর।
বহ্নি জল সমীরণ আকাশমণ্ডল॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আর তত্রস্থিত জন।
দেব দৈত্য গ্রহ ঋক্ষ পশু পক্ষীগণ॥
ইত্যাদি সকলে স্থিত রয়েছে যাহাতে।
সেই বিষ্ণু অধিষ্ঠিত তোমার গর্ভেতে॥
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা স্বর্গস্বরূপিণী।
জ্যোতিঃস্বরূপিণী তুমি তোমারে নমামি॥
অখিল লোকের হিত সাধনের তরে।
অবতীর্ণা তুমি সতী অবনী-মণ্ডলে॥
এখন প্রসন্ন হয়ে মোদের উপর।
নারায়ণে গর্ভে ধর যিনি সর্ব্বেশ্বর॥
এইরূপে স্তব করি যত দেবগণ।
আপন আপন ধামে করিলা গমন॥ ১-২০

তৃতীয় অধ্যায়।

—*—

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বসুদেবের গোকুলে গমন ও কংসের প্রতি মহামায়াবাক্য।

মৈত্রেয়েরে সম্ভাষিয়া কহে পরাশর।
শুন শুন তার পর ওহে দ্বিজবর॥
দেবগণ এইরূপে করিলে স্তবন।
দেবকী হরিষে গর্ভে করেন ধারণ॥
নিয়মিত কাল পরে উপস্থিত হ'লে।
তনয় প্রসবে সতী মন-কুতূহলে॥
যেইকালে ভগবান্ অবতীর্ণ হন।
দিগ্মুখ নির্ম্মল হৈল জানিবে তখন॥
জগত আনন্দময় হইয়া উঠিল।
লোকেরা আনন্দে যে মগন হইল॥
মন্দ মন্দ প্রবাহিল কিবা সমীরণ।
প্রসন্নতা নদীগণ করিল ধারণ॥
সংগীতে প্রবৃত্ত হৈল গন্ধর্ব্বের পতি।
নৃত্য আরম্ভিল সুখে অপ্সরা-সংহতি॥
মনোহর বাদ্য কৈল যত সিদ্ধগণ।
দেবগণ পুষ্পরাশি করে বরিষণ॥
প্রকাণ্ড আকার ধরে জ্বলন্ত অনল।
মন্দ মন্দ গরজিল জলদ-পটল॥
বসুদেব সেইকালে আপন মন্দিরে।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে॥
কংসভয়ে জিজ্ঞাসিয়া কহিল তখন।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্॥
তুমি বিষ্ণু হও শঙ্খচক্রগদাধারী।
জেনেছি অন্তরে তাহা ওহে বনমালী॥
এখন প্রসন্ন হয়ে আমার উপর।
দিব্যরূপ সংবরণ কর দ্রুততর॥
অবতীর্ণ হলে তুমি আমার মন্দিরে।
এই কথা দুষ্ট কংস শ্রবণ করিলে॥
আমারে যাতনা দিবে নাহিক সংশয়।
অতএব কৃপা কর ওহে দয়াময়॥
তখন দেবকী কহে ওহে ভগবন্।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপী তুমি সনাতন॥
অনন্ত সর্ব্বাত্মা তুমি হও সর্ব্বময়।
তোমার গুণের কভু ইয়ত্তা না হয়॥
গর্ভবাসকালে তুমি গর্ভস্থ জনেরে।
নিরন্তর রক্ষা কর অতি যত্ন করে॥
মায়াবলে শিশুরূপ করেছ ধারণ।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ত্বরা কর সংবরণ॥

দুরাচার কংস নৈলে জানিতে পারিবে।
যাতনা কত যে দিবে প্রমাদ ঘটাবে॥
এত শুনি ভগবান্ কহেন তখন।
শুন গো জননী আমি করি নিবেদন॥
পুত্রার্থিনী হয়ে তুমি আপন অন্তরে।
স্তব করেছিলে মোরে বহু পূর্ব্বকালে॥
সেই পুণ্যে তব উদরে লভিনু জনম।
এত বলি শিশুভাব করেন ধারণ॥
তার পর বসুদেব সেই রাত্রিকালে।
বাহিরিল গৃহ হ'তে লয়ে তাঁরে কোলে॥
যোগনিদ্রাবশে যত দ্বারপালগণ।
বিমোহিত হয়ে সবে রহিল তখন॥
অবিরল বারি বর্ষে জলদের জাল।
ঘন ঘন উল্কাপাত আকার বিশাল॥
অনন্ত আপন ফণা করি উত্তোলন।
বসুদেবে আচ্ছাদিয়া করিল গমন॥
বসুদেব কুমারেরে করি নিজ কোলে।
যমুনা হলেন পার অতি অবহেলে॥
বিষ্ণুর প্রভাব আহা কি করি বর্ণন।
জানুমাত্র জলে তার হৈল নিমগন॥
উপনীত হয়ে তিনি যমুনার পারে।
নন্দাদি গোপের গৃহ নয়নে নেহারে॥
সেইকালে যোগনিদ্রা ওহে তপোধন।
যশোদার গর্ভে আসি লভেছে জনম॥
শ্রীযোগনিদ্রার মায়া কি বলি তোমায়।
বিমোহিত হয়েছিল সকলে তথায়॥
বসুদেব সেইকালে যশোদার ঘরে।
পশিয়া শয্যার পাশে গিয়া দ্রুত করে॥
শিশুরূপী নারায়ণে করিয়া স্থাপন।
কন্যারে আপন কোলে করিল গ্রহণ॥
অবিলম্বে প্রত্যাগত হৈল নিজ ঘরে।
যশোদার নিদ্রাভঙ্গ হয় তার পরে॥
নীলোৎপলদলশ্যাম দেখে পুত্রধন।
আনন্দ-সাগরে সতী হয় নিমগন॥
এদিকেতে বসুদেব আসি নিজ ঘরে।
রাখিলেন সেই কন্যা দেবকীর কোলে॥

সদ্যোজাত শিশুধ্বনি উঠিল তখন।
চমকিত হয়ে শুনে যত রক্ষীগণ॥
দ্রুতগতি গিয়া কহে কংসের গোচরে।
ত্বরান্বিত হয়ে কংশ আসে সেই স্থলে॥
সবেগে আসিয়া কন্যা করিল গ্রহণ।
বসুদেব নানামতে কৈল নিবারণ॥
তাহে কর্ণপাত নাহি করি দুরাচার।
শিলার নিকটে ক্রমে হয় আগুসার॥
যেমন শিলাতে কন্যা করিল ক্ষেপণ।
অমনি শূন্যেতে কন্যা উঠিয়া তখন॥
দিব্যরূপ ধরি কহে উচ্চহাস্য করি।
শোন শোন দুরাত্মন্ অমরের অরি॥
আমারে শিলাতে ফেলি কি ফল হইবে।
আছেন সে জন তোরে যে জন মারিবে॥
পূর্ব্বজন্মে যেই তোরে করিল নিধন।
ইহজন্মে সেই প্রভু ধরেছে জীবন॥
তাহার করেতে তুই হবিরে সংহার।
দ্রুতগতি হিতচিন্তা কর আপনার॥
এত বলি অন্তর্হিতা হলেন সুন্দরা।
বিচিত্র হরির লীলা নহে বলিহারি॥ ১-২

চতুর্থ অধ্যায়।

কংসচরিত্রের [illegible]।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
যোগমায়া তিরোহিত হইলে যখন॥
উদ্বিগ্ন হইয়া কংস ডাকি দৈত্যগণে।
কহিলেন সমাদরে সম্বোধি বচনে॥
শুনহ সকলে এবে আমার বচন।
মম নাশে যত্নবান আছে দেবগণ॥
কিন্তু আমি ভয় নাহি তাহাদিগে করি।
তুচ্ছ করি সেই সবে জানিবে সুন্দরি॥
হরি হর বায়ু ইন্দ্র আদিত্য অনল।
মম বাক্যে সদা ভীত তাদের অন্তর॥
যবে গিয়াছিনু আমি দারুণ সংগ্রামে।
ইন্দ্র বহে মম বাণ আছে তার মনে॥

বারি বরিষণে মানা করেছিনু যবে।
পেলেছিল সেই আজ্ঞা ইন্দ্র এই ভবে॥
আমার বাণের ভয়ে জলদ নিকর।
বর্ষণ করিল নাহি ধরণী-উপর॥
পৃথিবীর সর্ব্বভূতে করিয়াছি জয়।
জরাসন্ধ গুরু বিনা কেবা ভীত নয়॥
অবজ্ঞা নিয়ত করি যত দেবগণে।
কভু না সক্ষম তারা আমার নিধনে॥
তাহারা মারিবে মোরে শুনি হাসি পায়।
তাদের দমন কর তোমরা সবায়॥
যেই সব তপস্বীরা দেব-উপকারে।
রত হবে তা সবারে মারিবে অচিরে॥
যে কন্যা দেবকীগর্ভে লভিল জনম।
বলে গেছে সেই দুষ্টা এ হেন বচন॥
"পূর্ব্বজন্মে সেই তোরে করেছিল নাশ।
সে জন বধিবে তোরে হয়েছে প্রকাশ॥"
তাই বলি শুন শুন আমার বচন।
পৃথিবীর যথা তথা আছে শিশুগণ॥
সবার পরীক্ষা করা অবশ্য উচিত।
বিপুল বিক্রম যার দেখিবে নিশ্চিত॥
তাহারে বধিবে সবে জানিবে অন্তরে।
এইরূপ দৈত্যগণে আদেশিয়া পরে॥
গৃহমধ্যে অবিলম্বে পশিয়া তখন।
বসুদেব দেবকীরে করিয়া মোচন॥
কহিল শুনহ বলি তোমা দুই জনে।
বৃথা বাধিয়াছি আমি তোমার নন্দনে॥
যাহাদিগে রোষভরে করেছি নিধন।
অপরাধী নহে তারা জানিনু এখন॥
আমার বিনাশ হেতু শিশু এক জন।
অন্যত্র আপন জন্ম করেছে ধারণ॥
অপত্য শোকেতে দোঁহে না হও কাতর।
আয়ুশেষে মরে জীব সংসার-ভিতর॥
একরূপে প্রবোধ দান করিয়া দোঁহারে।
ভীতমনে পশে কংস নিজ অন্তঃপুরে ১-১৭

পঞ্চম অধ্যায়।

—※—

রাজস্ব প্রদানার্থ নন্দের কংসালয়ে গমন ও পূতনা বধ।

একদা মহাত্মা নন্দ লইয়া স্বজনে।
উপনীত কংসালয়ে রাজস্ব প্রদানে॥
কর দিয়া শকটেতে উঠিলে তখন।
বসুদেব তাঁর পাশে করিয়া গমন॥
কহিলেন শুন নন্দ বলি হে তোমারে।
ভাগ্যবশে পুত্র পেলে এই বৃদ্ধকালে॥
যে কার্য্যে এখানে তব হৈল আগমন।
নিষ্পন্ন হয়েছে তাহা ওহে মহাত্মন্॥
অবিলম্বে গোকুলেতে করহ পয়াণ।
এখানে বিলম্ব করা না হয় বিধান॥
রোহিণীর গর্ভজাত তনয় আমার।
বসতি করিছে তথা ওহে গুণাধার॥
স্বীয় পুত্র সম জ্ঞানে করিও রক্ষণ।
তোমার নিকটে মম এই আকিঞ্চন॥
এতেক বলিয়া দিলা নন্দকে বিদায়।
গোকুলে সুখেতে নন্দ দ্রুতগতি যায়॥
একদিন রাত্রিকালে কৃষ্ণ নীলমণি।
শয়ন করিয়া আছে ওহে মহামুনি॥
সহসা পূতনা আসি তাঁহার সদন।
শিশুমুখে নিজ স্তন করিল অর্পণ।*
দৃঢ়রূপে ধরি স্তন কৃষ্ণ মহামতি।
করিতে লাগিল পান জানিবে সুমতি॥
তাহে বিকলাঙ্গী হয়ে পূতনা তখন।
ভয়ঙ্কর শব্দ করি ত্যজিল জীবন॥
সেই শব্দে ব্রজবাসী লোক সমুদায়।
জাগরিত হয়ে দেখে মৃত পূতনায়॥

---

* পূতনার স্তন প্রদানের কারণ এই যে, সে যাহার মুখে স্তন দেয় সেই শিশু বিবশাঙ্গ হইয়া আশু প্রাণত্যাগ করে।

তাহার কোলেতে খেলা করে কৃষ্ণধন।
যশোদা হেরিয়া তাহা ভয়ে নিমগন ॥
কৃষ্ণকে লইয়া কোলে গোপুচ্ছ ভ্রমণে।
বালকের দোষ দূর করে সেইক্ষণে ॥
গোকরীষ বান্ধি পরে কৃষ্ণের মাথায়।
গোপপতি নন্দ ইহা বলিল সবায় ॥
সকল জীবের সৃষ্টি করে সেই জন।
যাঁর নাভিদেশে হয় ব্রহ্মার স্পন্দন ॥
বরাহ আকার ধরি যেই চিন্তামণি।
অবহেলে মনসুখে উদ্ধারে অবনী ॥
নৃসিংহ আকার যিনি করিয়া ধারণ।
হিরণ্যকশিপু-বক্ষ করে বিদারণ ॥
সেই জন আসি বিশ্বে বামন-আকারে।
ত্রিপদে এ তিন বিশ্ব সমাক্রান্ত করে ॥
সর্ব্বময় সেই হরি নিত্য সনাতন।
সতত তোমার রক্ষা করুন সাধন ॥
গোবিন্দ মস্তক রক্ষা করুন তোমার।
গুহ্য ও জঠর দেশ বিষ্ণু দয়াধার ॥
কেশব তোমার কণ্ঠ করুন রক্ষণ।
রক্ষুন জঙ্ঘা ও পদ দেব জনার্দ্দন ॥
মুখ বাহু মন আর প্রবাহু সকল।
ভগবান্ নারায়ণ রক্ষুন কেবল ॥
কুষ্মাণ্ড রাক্ষস প্রেত দুরাশয়গণ।
নারায়ণ শব্দ শুনি হউক নিধন ॥
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর তোমা দিক্ সমুদয়ে।
বিদিকে মধুসূদন জানিবে হৃদয়ে ॥
হৃষীকেশ আকাশেতে করুন রক্ষণ।
ভূমিতে রক্ষুন মহাধর মহাজন ॥”
এইরূপে মঙ্গলার্থ করি স্বস্ত্যয়ন।
পর্য্যঙ্ক-উপরে রঙ্গে করান শয়ন ॥
শকটের নিম্নে সেই পর্য্যঙ্ক আছিল।
যশোদা তাহাতে কৃষ্ণের শোয়াইয়া দিল ॥
নিরবধি সবে স্নেহ করি দরশন।
স্নেহেতে বিবশ হয় ব্রজবাসীগণ ॥ ১-২৩

৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—*—

শকট ভঙ্গ, কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোচারণ।

শকটের অধোভাগে হইয়া শয়ান।
চরণ ঊর্দ্ধেতে তুলি কৃষ্ণ মতিমান্ ॥
স্তন্যপান হেতু করে কতই রোদন।
তাহাতে অপূর্ব্ব কাণ্ড হয় সংঘটন ॥
শকটস্থ কুম্ভ আর ভাণ্ড সমুদয়।
পদাঘাতে বিপরীত ভাবে পড়ে রয় ॥
তাহাতে শকট হয় প্রায়ই ভঞ্জন।
গোপ গোপী আসি তথা করে দরশন ॥
কৃষ্ণেরে উত্তানশায়ী দেখিয়া সকলে।
কে করিল কে করিল সকলেই বলে ॥
তাহা শুনি গোপশিশু যারা ছিল।
দেখেছি দেখেছি বলি সকলে উঠিল ॥
কৃষ্ণেরে দেখায়ে বলে যত শিশুগণ।
চরণ আঘাতে কৃষ্ণ করেছে এমন ॥
তাহা শুনি সবে হয় বিস্মিত হৃদয়।
দ্রুতগতি নন্দ কৃষ্ণে কোলে তুলি লয় ॥
ভগ্ন ভাণ্ড তাড়াতাড়ি করিয়া গ্রহণ।
যথাস্থানে রাখে পুনঃ যশোদা তখন ॥
আতপ তণ্ডুল আর ফল মূল দিয়ে।
শকটের পূজা করে একান্ত হইয়ে ॥
এইরূপে কিছুদিন করিলে যাপন।
গোকুলে আগত আসি গর্গ তপোধন ॥
শ্রীবসুদেব প্রেরিত হয়ে মহামুনি।
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আসি যথা নীলমণি ॥
রাম কৃষ্ণ দোঁহাকার সম্পাদে সংস্কার।
রাম কৃষ্ণ নাম রাখে সেই গুণাধার ॥
এইরূপে দুই জন হইয়া সংস্কৃত।
হামাগুড়ি শিখে বয়োবৃদ্ধির সহিত ॥
ছাই মাখি ধূলি মাখি সদা দোঁহে গায়।
ইতস্ততঃ চারিদিকে খেলিয়া বেড়ায় ॥

যশোদা রোহিণী দোঁহে করে নিবারণ
কিছুতেই কর্ণপাত না করে দুজন ॥
গোবাটে বা বৎসবাটে করিয়া গমন।
সদ্যোজাত বৎসপুচ্ছ করে আকর্ষণ ॥
নিতান্ত চঞ্চল দোঁহে এরূপ হইল।
যশোদা-বারণ তারা কভু না শুনিল ॥
একদিন যশোমতি অতি রোষভরে।
দামেতে বান্ধিয়া কৃষ্ণে রাখে উদূখলে
বান্ধিয়া বলেন বাছা হয়েছ চঞ্চল।
এখন দে ।ও দেখি কত আছে বল ॥
এত বলি গৃহকার্য্যে গেল যশোমতী।
উদূখল আকর্ষিয়া কৃষ্ণ মহামতি ॥
যমল অর্জ্জুন দুই তরুর মাঝারে।
উপনীত হন আসি হরিষ অন্তরে ॥
যেমন তথায় কৃষ্ণ করেন গমন।
উদূখল তির্য্যগভাগ করিল ধারণ ॥
বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন কৃষ্ণ অমনি করিল।
সেই শব্দ ব্রজবাসী সকলে শুনিল ॥
দ্রুতগতি তথা গিয়া করে দরশন।
মহাদ্রুমদ্বয় ভাঙ্গি হয়েছে পতন ॥
অদ্ধ বিনির্গত দন্ত করিয়া বাহির।
করিছে মধুর হাস্য কৃষ্ণ শিশুবীর ॥
এ কাণ্ড যখন দেখে ব্রজবাসীগণ।
কৃষ্ণের উদর ছিল দামেতে বন্ধন ॥
তদবধি দামোদর নাম হয় তাঁর।
তার পর শুন বলি ওহে গুণাধার ॥
এই সব কাণ্ড দেখি গোপবৃদ্ধগণ।
উৎপাত-পাতের ভয় করিয়া তখন ॥
নন্দ সনে পরামর্শ সকলেই করে।
বসতি উচিত আর নহে এই স্থলে ॥
এসো মোরা অন্য বনে করিব গমন।
ব্রজধামে মহোৎপাত হতেছে দর্শন ॥
শকটের বিপর্য্যয় পুতনা বিনাশ।
ঘটেছে অশুভ কত না বুঝি আভাস ॥
বিনা বাতে বৃক্ষদ্বয় হইল পতন।
অতএব শীঘ্র চল করি পলায়ন ॥

এইরূপ পরামর্শ করিয়া সকলে।
গোধন শকট আদি লয়ে কুতূহলে ॥
তথা হ'তে অবিলম্বে করিল গমন।
শূন্যময় ব্রজপুরী হইল তখন ॥
বৃন্দাবনে সবে রহে মন কুতূহলে।
রাম কৃষ্ণ দোঁহে কত বাল্যখেলা খেলে ॥
বৎস সহ ধেনুগণে করেন চরণ।
ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইল তখন ॥
কভু হাস্য কভু ক্রীড়া করে বৃন্দাবনে।
এইরূপে কাটে কাল গোপশিশু সনে ॥
সপ্তম বরষে ক্রমে করে পদার্পণ।
ক্রমে আসি বর্ষাকাল দিল দরশন ॥
অকস্মাৎ মেঘজাল গভীর গর্জ্জনে।
প্রবল বেগেতে রত বারি বরিষণে ॥
নবশস্যে পরিপূর্ণা হইল ধরণী।
গোপগণ করে স্তব ধরার তখনি ॥
রাম কৃষ্ণ দোঁহে সেই দিব্য বর্ষাকালে।
গোপালগণের সহ ভ্রমে কুতূহলে ॥
কখন সংগীত করে কভু তাল দেয়।
কদম্বের মালা কভু গলেতে দোলায় ॥
বৃক্ষের ছায়ার কভু লয়েন আশ্রয়।
ময়ূরের পুচ্ছ কভু শিরোপরি লয় ॥
গিরিধাতু করে কভু অঙ্গে বিলেপন।
পর্ণশয্যাতলে হন নিদ্রিত কখন ॥
মেঘের গর্জ্জন কভু শুনিয়া শ্রবণে।
হাহাকার শব্দ করে পুলকিত মনে ॥
কেকারব তুল্য ধ্বনি করেন কখন।
কভু বা মোহন বেণু করেন বাদন ॥
এইরূপে প্রতিদিন করিয়া বিদায়।
অপরাহ্নে শিশু সনে ঘোষগৃহে যায় ॥
গৃহেতে যাইয়া পুনঃ শিশুগণ সনে।
করেন কতই খেলা আনন্দিত মনে ॥
বিচিত্র তাহার লীলা কিবা বলি আর।
ভাবিলে হৃদয়ে হয় বিস্ময় সঞ্চার ॥ ১০।

সপ্তম অধ্যায়

কালিয় দমন ও কালিয় কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তব।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
এক দিন বৃন্দাবনে সেই কৃষ্ণধন ॥
বনফুলে মালা গাঁথি ধরি গলদেশে।
বিচরেন বৃন্দাবনে মনের হরিষে ॥
সঙ্গে সঙ্গে গোপশিশু আছে অগণন।
কালিন্দী-তীরেতে আসি উপনীত হন ॥
অপূর্ব্ব কালীয় হ্রদ দেখিতে সুন্দর।
বিষানলে পরিব্যাপ্ত কিন্তু তার জল ॥
তীরস্থিত যত তরু বিষ বহ্নিগণে।
দগ্ধীভূত হয় যেন হেরেন নয়নে ॥
বৃক্ষের উপরে থাকি যত বিহঙ্গম।
বিষবায়ুবশে যেন হয় জ্বালাতন ॥
কালিয়ে কৃতান্ত সম দেখি সেই হরি।
মনে মনে চিন্তা করে ক্ষণকাল ধরি ॥
অবশ্য কালিয় নামে দুষ্ট বিষধর।
বসতি করিছে সুখে হ্রদের ভিতর ॥
আমা দ্বারা বিনির্জ্জিত পারত্যক্ত হয়ে।
পূর্ব্বে দুষ্ট বাস কৈল সাগরেতে গিয়ে ॥
যমুনা দূষিত এবে তাহার দ্বারায়।
করিলে এ জল পান জীবন হারায় ॥
মনুষ্য অথবা গরু তৃষ্ণার্ত্ত হইলে।
যদি পান করে জল এখানে আসিলে ॥
অমনি জীবন ধন করে বিসর্জ্জন।
উচিত দুষ্টের করা এখনি দমন ॥
ব্রজবাসী [illegible] যেরূপে হবে।
সে কাজ করিতে আমি এসেছি সংসারে ॥
দুরাত্মা দমন করা উচিত আমার।
কদম্ব-শাখায় [illegible] উঠি এইবার ॥
বৃক্ষ হতে হ্রদে আমি হয়ে নিপতন।
দুর্জ্জয় কালিয়ে ত্বরা করিব দমন ॥

এইরূপ চিন্তা করি কৃষ্ণ বনমালী।
উঠিলেন দ্রুতগতি বৃক্ষের উপরি ॥
তথা হ'তে মহাবেগে হ্রদের ভিতর।
কাছা লয়ে করিয়া লম্ফ পড়েন সত্বর ॥
মহাহ্রদ ক্ষুব্ধ হয় তাঁহার পতনে।
তাহে বিষজ্বালা উঠে অতীব সঘনে ॥
দিগন্ত সেই বিষে জ্বলিয়া উঠিল।
এদিকে হ্রদের মধ্যে শ্রীহরি পশিল ॥
তথা গিয়া করে প্রভু বাহু আস্ফোটন।
দুরাত্মা কালিয় তাহা করিল শ্রবণ ॥
অমনি [illegible] নাগে [illegible] বেষ্টিত।
লোহিত-লোচনে ফণা করি বিস্তারিত ॥
কৃষ্ণের সমীপে দ্রুত করে আগমন।
পিছু পিছু নাগকন্যা আসে অগণন ॥
তাহাদের কিবা শোভা আহা মরি মরি।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মরি কি মাধুরী ॥
এইরূপে নাগগণ করি আগমন।
ভোগবন্ধনেতে বেড়ে কৃষ্ণেরে তখন ॥
দংশিতে আরম্ভ কৈল অতি রোষভরে।
এদিকেতে গোপগণ ব্যাকুল অন্তরে ॥
নাগভোগে নিষ্পীড়িত কৃষ্ণেরে নেহারি।
রোদন করিতে থাকে উচ্চকণ্ঠ করি ॥
গৃহেতে সত্বরে তারা করিয়া গমন।
কৃষ্ণের নিধনবার্ত্তা করে নিবেদন ॥
নিদারুণ বার্ত্তা শুনি [illegible]।
[illegible]
গোপ গোপীগণের সনে নন্দ যশোমতা।
[illegible] হন দ্রুতগতি ॥
কোথা রে [illegible] সুখে আনবার।
আলুলিত কেশপাশ উন্মাদ আকার ॥
গোপ আদি গোপগণ পিছু পিছু ধায়।
মহাবল বলরাম সঙ্গে সঙ্গে যায় ॥
দ্রুতগতি যমুনাতে করিয়া গমন।
দেখে নাগভোগে বেড়া আছে কৃষ্ণধন ॥
নন্দ যশোমতা দোঁহে এই কাণ্ড হেরি।
অজ্ঞানে কৃষ্ণেরে হেরে একদৃষ্টি করি ॥

কৃষ্ণের এতেক দশা করি দরশন ।
গোপীরা বলিতে থাকে করিয়া রোদন ॥
এসো এসো যশোমতী তোমার সহিতে ।
অবিলম্বে পশি মোরা কালিয় হ্রদেতে ॥
গৃহে আর কেন বল করিব গমন ।
কৃষ্ণ বিনা গৃহ শূন্য শ্মশান যেমন ॥
শশাঙ্ক বিহীন নিশা কোথা শোভা পায় ।
বৎসহীন ধেনুগণ শোভে কি কোথায় ॥
কৃষ্ণ বিনা আর মোরা নাহি যাব ঘরে ।
সুখেতে পশিব মোরা হ্রদের ভিতরে ॥
শুন হে গোপালগণ বলি হে সবায় ।
কৃষ্ণ বিনা সবে বল রহিবে কোথায় ॥
কিরূপে গোষ্ঠেতে যাবে কৃষ্ণের বিহনে ।
বিমুগ্ধ করিবে মন কাহার বচনে ॥
দেখ দেখ সর্পরাজ করেছে বেষ্টন ।
হাসছেন তবু যেন মদনমোহন ॥
এরূপে গোপিকাগণ কান্দিয়া কাতর ।
কৃষ্ণেরে সম্বোধি কহে দেব হলধর ॥
মানুষের ভাব ধরি কেন ওরে ভাই ।
এরূপ অবস্থা নিজে দেখাও সদাই ॥
আপনারে বুঝি তব না হয় স্মরণ ।
জগতের নাভি তুমি ওহে কৃষ্ণধন ॥
সকল লোকের হও তুমিই আশ্রয় ।
সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা তুমি ত্রয়ীময় ॥
ইন্দ্র রুদ্র বায়ু অগ্নি আদিত্য-নিকর ।
রূপভেদ মাত্র তব ওহে গুণধর ॥
যোগীগণ নিরন্তর চিন্তন তোমারে ।
অবতীর্ণ তুমি ধরা-ভার নাশিবারে ॥
জ্যেষ্ঠরূপে তব অংশে আমার জনম ।
জন্মিয়াছে ধরাধামে যত দেবগণ ॥
মানুষ লীলার তব সহযোগী হবে ।
এ হেতু এসেছে ভাই দেবগণ ভবে ॥
লীলা সম্পাদন হেতু তুমি হে প্রথমে ।
পাঠায়েছ মর্ত্তলোকে সুরনারীগণে ॥
তার পর নিজে আসি লভেছ জনম ।
মিত্রভাবে গোপ-গোপী কর দরশন ॥

ইহাদিগে কষ্ট দিতে না হয় উচিত ।
শৈশবচাপল্য তব হ'তেছে দর্শিত ॥
এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ ।
দুরাত্মা কালিয়ে শীঘ্র করহ দমন ॥
রামের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ।
আস্ফোটন করি কৃষ্ণ সহাস্য বদনে ॥
নাগভোগ বন্ধ হ'তে হইয়া মোচন ।
কালিয়ের ফণোপরি করি আরোহণ ॥
করেতে মধ্যম ফণা আনত করিয়ে ।
আরম্ভিল মহানৃত্য প্রফুল্ল হইয়ে ॥
নাগপতি শ্রীকৃষ্ণের পাদনিপীড়নে ।
মূর্চ্ছিত হইয়া রক্ত উদ্গারে বদনে ॥
ভগ্নশিরা ভগ্নগ্রীব হৈল নাগপতি ।
তাহা দেখি নাগনারী যতেক যুবতী ॥
ভীত হয়ে কৃষ্ণ পদে লইয়া শরণ ।
স্তববাক্যে কহে পরে ওহে ভগবন্ ॥
দেবগণ সর্ব্বোত্তম তুমি মহাজ্যোতি ।
অচিন্ত্য পরম ঈশ পরাৎপর গতি ॥
দেবগণ তব স্তবে না হন সক্ষম ।
মোরা ছার নারী জাতি কি কব বর্ণন
পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব না দেখি নয়নে ।
তব অল্প অংশে জাত জানে সর্ব্বজনে ॥
তখন কিরূপে মোরা করিব স্তবন ।
কেমনে করিব তব সন্তোষ সাধন ॥
যোগবলে বলবান যাহারা সংসারে ।
তাহারাও তব তত্ত্ব বুঝিবারে নারে ॥
পরমাণু হ'তে সূক্ষ্ম তুমি পরাৎপর ।
স্থূল হ'তে স্থূল তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ॥
সৃষ্টিস্থিতিলয় কর্ত্তা নাহিক তোমার ।
করিতেছ সর্ব্বজীবে রক্ষা অনিবার ।
অপরাধে ক্রোধ নাহি দেখি হে তোমার
শরণ লভিনু মোরা তব রাঙ্গাপদে ॥
নারীজাতি হয় যারা কিম্বা মূঢ়জন ।
তাহাদিগে দয়া করা সাধুর লক্ষণ ॥
অতএব তুমি দেব প্রসন্ন হইয়ে ।
কালিয়েরে কর ক্ষমা সানন্দ-হৃদয়ে ॥

অখিল বিশ্বের তুমি হও হে আধার।
স্বল্পবল এই সর্প ওহে গুণাধার ॥
তোমার চরণে যদি নিপীড়িত হয়।
নিমেষে ইহার হবে জীবন বিলয় ॥
তোমার প্রভেদ কত ইহার সহিতে।
ইয়ত্তা করিবে তার কে বল জগতে ॥
কিবা দ্বেষ কিবা প্রীতি ওহে দয়াময়।
সমভাবে তব পাশে রয়েছে উভয় ॥
প্রসন্ন হইয়া তুমি আমা সবাপরে।
পতিভিক্ষা দিয়া নাথ রক্ষহ নাগেরে ॥
এইরূপে স্তব করি নাগনারীগণ।
করপুটে বৃষ্ণপাশে দাঁড়ায় তখন ॥
কালিয় কাতরস্বরে সম্বোধি হরিরে।
করিতে লাগিল স্তব প্রাণপাত করে ॥
অষ্টগুণে পরিপূর্ণ তুমি ভগবন্।
পরাৎপর বলি তোমা কহে সুরাগণ ॥
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য-নিকর।
তোমা হ'তে সমুৎপন্ন ওহে গদাধর ॥
তোমার সূক্ষ্মাংশ হ'তে এ বিশ্ব-ভুবন।
সৃজিত হয়েছে নাথ জানে সর্বজন ॥
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কভু কোনকালে।
তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবারে নারে ॥
আমি মূঢমতি [illegible] কিরূপে ক রব।
তোমার স্বরূপে প্রীত কেমনে সাধিব ॥
নন্দন কানন জাত কুসুম দ্বারায়।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পূজয়ে তোমায় ॥
তখন অজ্ঞান আমি স্বভাব অধম।
কিরূপে তোমার পূজা করিব সাধন ॥
তব অবতার [illegible] বিদিত সংসারে।
দেবরাজ সে [illegible] সদা পূজা [illegible]রে ॥
তথাপি তোমার তত্ত্ব না জানে সে জন।
কেমনে বুঝিব আমি ও[illegible] ভগবন্ ॥
বিষয়-বাসনা ত্যজি যোগীরা অন্তরে।
নিরন্তর তব রূপ অনুধ্যান করে ॥
তথাপি তোমার তত্ত্ব না বুঝে কখন।
মূঢ়মতি আমি কিসে হইব সক্ষম ॥

ওহে দেব নিবেদন তোমার চরণে।
কভু নাহি ক্ষম আমি তোমার পূজনে ॥
তব স্তব করিবারে না হই সক্ষম।
প্রসন্ন হইয়া কর কৃপা বিতরণ ॥
ক্রুর হয় স্বভাবতঃ ভুজঙ্গম জাতি।
জন্মিয়াছি সেই বংশে ওহে বিশ্বপতি ॥
কাজে কাজে ক্রুর আমি শুন গো গোঁসাই
ইহাতে আমার কিছু অপরাধ নাই ॥
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি নিরঞ্জন।
তুমিই স্বভাব সবে করেছ যোজন ॥
তুমিই ভুজঙ্গ জাতি করেছ আমারে।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে ॥
যেরূপ করেছ জাতি ওহে ভগবন্।
সেরূপ স্বভাব আমি করেছি ধারণ ॥
যেরূপ নিয়ম তুমি করেছ সংসারে।
তাহার অন্যথা যদি করি কোনকালে ॥
তা হ'লে শাসন করা উচিত তোমার।
অধিক বলিব কিবা ওহে কৃপাধার ॥
ন্যায়-অনুগত যথা তোমার বচন।
তব দত্ত দণ্ড প্রভু জানি হে তেমন ॥
যে দণ্ড আমারে দিলে ওহে বিশ্বপতি।
সকলি সহিনু আমি জানিবে স্মরতি ॥
সামর্থ এখন মম নাহি কিছু আর।
হীনবীর্য্য দেখ আমি প্রহারে তোমার ॥
বিষহীন হয়ে ভিক্ষা চাহি ভগবান্।
প্রসন্ন হইয়া কর [illegible] বর প্রদান ॥
যেরূপ আদেশ তুমি করিবে আমারে।
পালিব সর্ব্বথা তাহা একান্ত অন্তরে ॥
এইরূপে স্তব যদি কালিয় করিল।
শ্রীমধুসূদন তারে সম্বোধি কহিল ॥
শুন শুন সর্পরাজ আমার বচন।
যমুনাবসতি তুমি কর বিসর্জ্জন ॥
পরিজন লয়ে আর ভৃত্যগণসনে।
সাগর ভিতরে গিয়া থাকহ এক্ষণে ॥
মম পদচিহ্ন রৈল মস্তকে তোমার।
গরুড় হেরিয়া নাহি আক্রমিবে আর ॥

এত বলি কালিয়েরে করিলে মোচন।
কালিয় হরির পদে করিয়া বন্দন॥
পুত্র দারা বন্ধু আদি লয়ে নিজ সনে।
সাগর-সলিলে গেল পুলকিত মনে॥
এদিকে গোপেরা ছিল বিষাদে কাতর।
উপনীত হন হরি তাদের গোচর॥
কৃষ্ণের নিকটে সবে করি দরশন।
ঘন ঘন প্রেম-অশ্রু করে বরিষণ॥
বিষহীন নদীজল হেরিয়া নয়নে।
বিস্মিত হইয়া সবে থাকে সেইক্ষণে॥
কৃষ্ণেরে করিয়া স্তব পুলকিতমন।
গোপিকারা হরিলীলা করয়ে কীর্ত্তন॥
যমুনার তীরে পরে থাকি ক্ষণকাল।
কৃষ্ণ সনে সবে গেল আপন আগার॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা যে করে শ্রবণ।
অথবা ভকতিভরে করে অধ্যয়ন॥
মনোরথ সিদ্ধ হয় জানিবে তাহার।
অন্তিমে সে জন যায় বৈকুণ্ঠ আগার॥
যথা তথা হরিগুণ করিলে কীর্ত্তন।
মনের বিষাদ তার হয় বিমোচন॥
কলুষ তাহারে আর ঘেরিবারে নারে।
তাহারে হেরিলে মুক্তি লভে যত নরে॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজকালী হরিষ-অন্তর॥ ১-৮০

অষ্টম অধ্যায়।

—*—

ধেনুকাসুর বধ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
একদিন রাম কৃষ্ণ সহ শিশুগণ॥
গোধন চারণ করে নানা স্থানে স্থানে।
উপনীত হন ক্রমে আসি তালবনে॥
বিচিত্র সে তালবন অতি মনোহর।
দৈত্যভয়ে কিন্তু নাহি যায় কোন নর॥
ধেনুক নামেতে দৈত্য অতি দুরাচার।
সেই দুষ্ট সদা ধরি গর্দ্দভ-আকার॥
বনস্থিত মৃগগণে করিয়া নিধন।
উদরের জ্বালা নিত্য করয়ে পূরণ॥
নিরন্তর থাকে দুষ্ট সেই তালবনে।
শিশুগণ উপনীত সহসা সেখানে॥
পক্ক ফল-সমন্বিত যত তরুগণ।
সেই বনে কত শোভা করে সম্পাদন
তাহা দেখি ফল-লোভে বালক-নিকর।
রাম কৃষ্ণে সম্বোধিয়া কহে তার পর॥
শুন শুন বীরদ্বয় মোদের বচন।
দুরাত্মা ধেনুক করে এ বন রক্ষণ॥
দেখ দেখ তালফল পরিপক্ক হয়ে।
আমোদিত করিতেছে দিক্ সমুদয়ে॥
দুরাত্মার ভয়ে কেহ না করে গ্রহণ।
বাসনা হ'তেছে কিন্তু করিতে ভক্ষণ॥
ইচ্ছা হয় যদি ইহা পাড়িয়া ভূতলে।
ভোজন করহ মোহে মন কুতুহলে॥
কুমারগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রাম কৃষ্ণ দ্রুতগতি করি আরোহণ॥
রাশি রাশি তালফল পাড়িল ভূতলে।
জানিতে পারিল তাহা দানব অন্তরে॥
রোষেতে লোহিত করি যুগল নয়ন।
পশ্চিম পদেতে করি ভূতল খনন॥
অবিলম্বে উপনীত হয় সেই স্থানে।
কৃষ্ণেরে বধিতে যায় পুলকিতমনে॥
তখন শ্রীহরি তারে করিয়া ধারণ।
শূন্যপথে তুলি দ্রুত করান ভ্রমণ॥
দেখিতে দেখিতে করি জীবন সংহার
তৃণের উপরে বেগে ফেলে দয়াধার॥
ভীষণ শব্দেতে দৈত্য পড়িলে তখন
তাহার যতেক ছিল জ্ঞাতি-বন্ধুজন॥
গর্দ্দভ আকারে সবে আসিল তথায়।
মারিলেন অবহেলে কৃষ্ণ সবাকায়॥
একরূপে নির্ভয় হৈল সেই তালবন।
ব্রজবাসী সবে হন আনন্দে মগন॥

তদবধি নিরুদ্বেগে ধেনু সমুদায় ।
সেই বনে মনসুখে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুললিত অতি ।
বিরাচল দ্বিকালা মধুর ভারতী ॥ ১-১৩

নবম অধ্যায় ।

— ॰ —

প্রলম্ববধ ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন ।
এইরূপে যদি হৈল ধেনুক নিধন ॥
ব্রজবাসীগণ রহে পরম হরিষে ।
কোন বিঘ্ন নাহি আর সেই বনদেশে ॥
পরম সুখেতে থাকি ব্রজবাসীগণ ।
কৃষ্ণেতে ঈশ্বরবুদ্ধি করয়ে স্থাপন ॥
সখাগণ সবে ক্রমে হয়ে পুলকিত ।
হরির আশ্রয় ত্যাগ না করে কিঞ্চিত ॥
একত্রে শয়ন করে একত্রে আহার ।
একত্রে খেলন আর একত্রে বিহার ॥
গোপ গোপী গাভী বৎস আর বৃষগণ ।
সকলে হরিরে ত্যাগ না করে কখন ॥
চক্ষের আড়াল কেহ করিবারে নারে ।
সন্তুষ্ট করয়ে সবে নানা উপহারে ॥
এইরূপ দৃঢ়ভক্তি ক্রমে প্রেম হয় ।
একদিন খেলা ইচ্ছা করি দয়াময় ॥
ভীষণ গ্রীষ্মের ঋতু প্রখর তপন ।
পাখী পশু সকাতর দুঃখিত জীবন ॥
নদীতে নাহিক জল ভূমে তৃণ নাই ।
প্রচণ্ড রবির তাপে কাতর সবাই ॥
শুকাল মাধবী লতা কুঞ্জে নাহি ফুল ।
সবাই গ্রীষ্মের দাহে প্রাণেতে ব্যাকুল ॥
শ্রীকৃষ্ণের মহিমার অন্ত কেবা পায় ।
রামের সহিত কৃষ্ণ ছিলেন তথায় ॥
মহাকষ্ট হেরি তবে দেব নারায়ণ ।
সন্তুষ্ট করিতে মায়া ধরিল তখন ॥
অপূর্ব্ব বসন্ত দেখা দিল বৃন্দাবনে ।
মৃদু মৃদু রবি-তেজ হৈল সেইক্ষণে ॥
জলপূর্ণ হৈল নদী বৃক্ষে
একদিনে ফল ফুলে কত শোভা হয় ॥
নির্ঝরের জল দ্বারা বৃক্ষ সমুদায় ।
সুস্নিগ্ধ হইয়া নব পত্রে শোভা পায় ॥
প্রস্রবণ সরোবর সরিৎ আদির ।
তরঙ্গে সঙ্গত হয়ে শীতল সমীর ॥
কমল কহ্লার-রেণু করিয়া হরণ ।
বহিতে লাগিল তথা সুগন্ধপবন ॥
যেখানে হরিত তৃণ না ছিল কখন ।
গ্রীষ্ম নাশে হয় তথা নব তৃণগণ ॥
পাইল কোমল তাপ ব্রজবাসীগণে ।
আনন্দিত বসন্তের উদয় কারণে ॥
যে সকল নদ নদী অত্যন্ত গভীর ।
প্রবল তরঙ্গ হয় তার যত নীর ॥
মধুর হিল্লোল্ল তার তরঙ্গ-নিচয় ।
পুলিন করিয়া স্পর্শ সতত নাচয় ॥
ক্ষণপূর্ব্বে রবিতেজ হইয়া বর্দ্ধন ।
রসহীন ছিল ভূমি যাহার কারণ ॥
বসন্তে সরস তাহা হইয়া উঠিল ।
দিব্য শোভা বৃন্দাবন ধারণ করিল ॥
নানাবিধ পুষ্পে পূর্ণ হইল কানন ।
অপূর্ব্ব শোভিত হৈল তাহে পদ্মগণ ॥
বিচিত্র বায়েতে করে বন আন্দোলিত ।
শিখি ও ভ্রমর গায় সুমধুর গীত ॥
পিক ও সারসগণ অব্যক্ত রবেতে ।
আনন্দের ধ্বনি করে প্রফুল্ল মনেতে ॥
তন্মধ্যে যে বন সর্ব্ব প্রাধান্যে গণন ।
সেই বনে ক্রীড়া ইচ্ছা করি নারায়ণ ॥
গোপ গোধন সহ বেষ্টিত হইয়া ।
রামের সহিত হরি বেণু বাজাইয়া ॥
প্রবেশ করেন কুঞ্জে আনন্দিত মনে ।
শুন শুন তার পর অবহিতমনে ॥
সেই বৃন্দাবনে সবে করিয়া প্রবেশ ।
যত গোপশিশু আর রাম হৃষীকেশ ॥
নবপত্র শিখিপুচ্ছ বনমালা আর ।
গৈরিক ধাতুতে ভুষা করি চমৎকার ॥

নৃত্য গীত আর মল্লযুদ্ধক্রীড়া সবে ।
আরম্ভ করেন ক্রমে পরম উৎসবে ॥
যখন করেন নৃত্য হরি হর্ষান্তরে ।
তখন কতেক শিশু মিলি বাদ্য করে ॥
কখন বালক গায় সুমধুর গীত ।
কতক বালক পরে হইয়া মিলিত ॥
বংশী করতাল আর শৃঙ্গা বাজাইয়া ।
প্রশংসা করয়ে মগ্ন উৎসবে হইয়া ॥
কি বলিব ওহে মুনে যত দেবগণ ।
গোপালরূপে ব্রজে অবতীর্ণ হন ॥
হরির বিরহ তারা না পারি সহিতে ।
সেই হেতু নিত্যলীলা করে আনন্দিতে ॥
ব্রজের গোপালরূপী প্রভু দোহাকার ।
স্তব করি পূজা করে আনন্দ অপার ॥
হলধর হল ধরি পরিলা ভূষণ ।
হরি তাহে শিখিপুচ্ছ করিলা ধারণ ॥
চরণে নূপুর বাজে নাসিকায় মণি ।
বক্ষেতে কৌস্তুভ দোলে যেন দিনমণি ॥
বনমালা গলে দোলে অতি শোভাকর ।
চরণেতে রবি শশী হয়েছে কিঙ্কর ॥
সংসারী সকলে যে স্মরণ করে বার বার ।
তাহার সহ করে খেলা চমৎকার ॥
বিশ্ববিমোহন খেলা করি নারায়ণ ।
আপনার বশে বাঁধে ভক্তের জীবন ॥
ত্রিতাপে তাপিতের তাপ করিয়া হরণ ।
অনন্ত প্রেমের ভরে মজাইয়ে মন ॥
ইচ্ছিলেন হরি খেলা করিবারে আর ।
সখাগণ তার সহ আনন্দ অপার ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে নানা লীলা করে নারায়ণ ।
সঙ্গে সঙ্গে গায় নাচে যত সখাগণ ॥
গায়ক বাদক হয়ে কোন শিশুগণে ।
সাধুবাদ দেয় কৃষ্ণ সবে হর্ষমনে ॥
বিল্ব কুসুম্ভের আর আমলকী ফলে ।
করেন বালক সবে ক্রীড়া কোন স্থলে ॥
কোথাও ভিখারী আর অন্ধরূপ ধরি ।
করেন আশ্চর্য্য ক্রীড়া ইচ্ছায় শ্রীহরি ॥
কোথা মৃগ পক্ষ্যাদির থাকি অন্বেষণে ।
ক্রীড়া বসে হন মগ্ন গোপশিশু সনে ॥
কোন স্থানে লম্ফ দিয়া ভেকের সমান ।
হাস্য পরিহাস করি বেড়ান ধীমান্ ॥
কোথা ইচ্ছা অনুসারে দোলেন দোলায় ।
রাজাদের সম কার্য্য করেন কোথায় ॥
কোন সখা হয় মন্ত্রী কেহ সেনাগণ ।
কেহবা হইয়া প্রজা করেন শাসন ॥
কেহবা চামর ধরে নব কিসলয়ে ।
কেহ ছত্র ধরে সুখে মুকুল ভাঙ্গিয়ে ॥
মনসুখে এইরূপে রাম আর হরি ।
ব্রজগোপশিশু সনে নানা ক্রীড়া করি ॥
নব নদ কুণ্ড হ্রদ গহ্বর কাননে ।
ভ্রমণ করেন ব্রজে সদা সুখমনে ॥
এইরূপে এক দিন খেলে নারায়ণ ।
দেখিল দূরেতে এক দৈত্য দুরজন ॥
প্রলম্ব তাহার নাম অতি মহাবীর ।
কৃষ্ণেরে মারিবে বলি মনে কৈল স্থির ॥
যে দিন প্রলম্ব দৈত্য শিশুরূপ ধরি ।
রাম কৃষ্ণে হরিবার মনে ইচ্ছা করি ॥
সেই বনে প্রবেশিলে হরি দয়াময় ।
জানিলেন অসুরের মন্তব্য বিষয় ॥
বিনাশ করিব তারে ভাবিয়া এমন ।
সখা বলি করিলেন দৈত্যে সম্বোধন ॥
দেখিতে হইল দৈত্য ব্রজের কুমার ।
শিখিপুচ্ছ সেই বেণু পীতবাস আর ॥
কহিলেন দেখাইয়া শিশু সবাকারে ।
এস ভাই বয়স ও বল অনুসারে ॥
দ্বন্দ্বীভূত হয়ে ক্রীড়া করিব এক্ষণে ।
প্রস্তুত সকলে হও আমার বচনে ॥
মল্ল খেলা করিবারে করি আয়োজন ।
কপট অক্রুর সহ ইচ্ছিলেন রণ ॥
এক পক্ষে রাম রহে সহ সখাচয় ।
আর এক পক্ষে হরি রহেন নিশ্চয় ॥
কত হুড়াহুড়ি আর কত শব্দ হয় ।
সকলি ছলনা তাঁর এই বিশ্বময় ॥

সম্বোধি সকলে হরি কবিলেন পণ।
যে হারিবে জয়ীজনে করিবে বহন ॥
করেন সুন্দর ক্রীড়া হয়ে হরষিত।
সুধার সদৃশ এই শ্রীহরি-চরিত ॥
যে সকল শিশু জয়ী হইল ক্রীড়ায়।
চাপিল বিজিত যত পৃষ্ঠে সবাকায় ॥
বাহক কবিল সেই পরাজিতগণে।
আনন্দে বহন করে উপযুক্ত জনে ॥
এই শ্রীকৃষ্ণাদি আর গোপাল সকলে।
বাহ্য ও বাহক হয়ে তথা কুতূহলে ॥
গোচারণ করি ক্রমে মিলি সর্ব্বজন।
ভাণ্ডীব বনেতে গিয়া উপস্থিত হন ॥
রামের পক্ষেতে ছিল যত শিশুদল।
ক্রীড়া কালে যদি জয়ী হৈত সে সকল ॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যত অন্য শিশুগণ।
পৃষ্ঠের উপরি সবে করিত বহন ॥
একবার পরাজিত হইয়া মুরারি।
শ্রীদামকে পৃষ্ঠে লয়ে বহে দ্রুত করি ॥
এইরূপ পণ করি ছলনায় হরি।
বলরামে শিক্ষা দেন সঙ্গোপন করি ॥
অসুরেবে এইবার কর পরাজয়।
তা'হলে বহিবে পৃষ্ঠে তোমায় নিশ্চয় ॥
বহন কালেতে দুষ্ট করিবে হরণ।
সেইকালে কর বধ দুষ্টের জীবন ॥
হেনকালে যুঝে রাম অসুরে ধরিয়া।
আপনি ছলেতে দুষ্ট যাইল হারিয়া ॥
মায়াবী প্রলম্ব তবে পরাজিত হয়ে।
বহন করয়ে রামে পৃষ্ঠদেশে লয়ে ॥
সময় পাইয়া সেই প্রলম্ব তখন।
অসহ্য অন্তরে ভাবি কৃষ্ণের দর্শন ॥
বলভদ্রে পৃষ্ঠে লয়ে অমনি সত্বরে।
দেখিতে দেখিতে গিয়া পড়ে দূরান্তরে ॥
অনন্ত ইঁহার নাম যাঁহার আশ্রয়।
গোপনে এ বৃন্দাবনে ক্ষুদ্রাকারে রয় ॥
নাহি জানি দৈত্য তাঁর ভার কিবা হয়।
বহিয়া কতক দূর শেষে ক্লান্ত হয় ॥

বালদেহ ধরি তাঁরে করিতে বহন।
প্রলম্বের বল আর থাকে না তখন ॥
রামেরে বহিতে নাহি পারি দৈত্যবর।
আসুরিক কলেবর ধরিল সত্বর ॥
আসুরিক কলেবর দৈত্যের তখন।
সুবর্ণ ভূষণে হয় সুন্দর শোভন ॥
স্থির সৌদামিনী যেন শোভিল গগণে।
কিম্বা শরতের শশী পূর্ণ সুদর্শনে ॥
অথবা মেঘেব পৃষ্ঠে মণ্ডল যেমন।
প্রলম্বের পৃষ্ঠে রাম শোভেন তেমন ॥
অসুরের নেত্রদৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল।
তীক্ষ্ণদন্ত ভীমদৃষ্টি ভীষণ হইল ॥
আর তার মস্তকেব কেশ সমুদায়।
জ্বলন্ত অনলশিখা সম দীপ্তি পায় ॥
বিশেষতঃ কুণ্ডলাদি কিরীটেতে তার।
প্রকাশ হইল এক জ্যোতি চমৎকার ॥
গগনবিহারি তার দেহ দরশনে।
পুলকিত হন রাম নিজ মনে মনে ॥
অপরে হরিব কথা করিয়া স্মরণ।
বলদেব হইলেন কুপিত তখন ॥
বিশ্বম্ভর রূপ ধরি দেব সঙ্কর্ষণ।
ইচ্ছিলেন হরিবারে পাপের জীবন ॥
আত্ম অপহারী সেই দৈত্যের মাথায়।
সুভীষণ মুষ্ট্যাঘাত কবেন ত্বরায় ॥
যেমন দেবেব রাজ বজ্র ধরি করে।
আঘাত করেন বেগে পর্ব্বত উপরে ॥
কাতর হইল দৈত্য আঘাত পাইয়া।
অমনি বিশীর্ণশির তাহাতে হইয়া ॥
জ্ঞান হারাইয়া রক্ত করিয়া বমন।
ঘোর রব করি ভূমে হইল পতন ॥
ইন্দ্র বজ্রাঘাতে যথা পর্ব্বতের শির।
তেমনি প্রলম্ব পড়ে হইয়া অস্থির ॥
দৈত্যের বুকেতে চাপে প্রভু সঙ্কর্ষণ।
দেখিল বালক সবে আর নারায়ণ ॥
অন্য অন্য লোক যত হাহাকার করে।
পুতুলের সম রহে বিস্মিত অন্তরে ॥

কৃষ্ণেরে সম্বোধি সবে কহিল তখন।
ঘুচাও বিপদ তুমি বিপদ-ভঞ্জন॥
গোপশিশু সবে মিলি আনন্দের ভরে।
রামেরে আলিঙ্গি দেয় সার্থক অন্তরে॥
এইরূপে দুষ্ট দৈত্য হইলে নিধন।
দেবগণ সুরপুরে পুলকিতমন॥
রামের উপরে কত পুষ্পবৃষ্টি করে।
ধন্যবাদ দিয়া স্তব করে ভক্তিভরে॥
হরির অপূর্ব্ব লীলা কে করে বর্ণন।
ভাবিলে হৃদয় হয় বিস্ময়ে মগন॥
হরির চরণে যেই শরণ লভয়।
শোক তাপ তার দেহে কভু নাহি রয়॥
এমন হরির লীলা বুঝে যেই জন।
অবহেলে ছেদে সেই ভবের বন্ধন॥
তাই বলে দ্বিজ কালী মনরে আমার।
হরি-রাঙ্গাপদ মাত্র হৃদে কর সার॥ ৩৮

দশম অধ্যায়।

—॥—

ইন্দ্রোৎসব বর্ণন ও গোবর্দ্ধন পূজা।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
বর্ণন করিব এবে অপূর্ব্ব ভারতী॥
এইরূপে রাম কৃষ্ণ ভাই দুই জনে।
যাপিলেন বর্ষাকাল সেই ব্রজধামে॥
ক্রমেতে শরৎ আসি হইল উদয়।
গগনে জলদ-জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়॥
আকাশে অপূর্ব্ব শশী দেখা তাহে যায়।
চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ তাহার শোভায়॥
সলিলে কমল ফুটে কুমুদ কাননে।
নব পুষ্প ফলে শোভে যত বৃক্ষগণে॥
হেনকাল সমুদিত করি বনমালী।
সুখময় বৃন্দাবনে থাকে বাস করি॥
বরষা বিগত হলে প্রকৃতি তখন।
আনন্দে শরৎরূপে দিল দরশন॥
নিরমল হৈল আহা জলাশয় যত।
অপরূপ ভাবে বহে সমীর সতত॥

শরতের সমাগমে যত জলাশয়।
কমল সঞ্জাত হয়ে শোভা প্রকাশয়॥
হেন কাল সমুদিত হইল যখন।
জলাশয়স্থিত জল বিমল তখন॥
যোগসেবাফলে নর যথা আপনার।
বিশুদ্ধি করয়ে লাভ অন্যথা কি তার॥
শ্রীহরি সেবনরূপ ভক্তিতে যেমন।
আশ্রমীগণের করে সন্তাপ নাশন॥
সেরূপ শরৎঋতু হয়ে প্রকাশিত
পবিত্র করিল আকাশাদি পঞ্চভুত॥
কর্দ্দম রহিল নাহি কভু কোন স্থানে।
নব শোভা যথা তথা নেহারি নয়নে॥
কামাদি বাসনারূপ যতিদেব মল।
যেমন উদয় হ'লে কৃষ্ণ ভক্তিবল॥
সেরূপ শরৎ ঋতু হইলে উদয়।
সেই মল অবিলম্বে বিনাশিত হয়॥
সলিলের কলুষতা অচিরে তখন।
বিনাশিত হয়ে স্বচ্ছ হয় যে জীবন॥
হেন কালে মেঘজাল নীলিমা ছাড়িয়া।
অবিলম্বে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া॥
শূন্যভরে চারিদিকে দেয দরশন।
যেরূপ বিমলচিত্ত যত ঋষিগণ॥
দারাসুত বিষয়ক কামনা ত্যজিয়া।
সংসারী যেমন রহে নিশ্চল হইয়া॥
এইকালে সেইরূপ ভূধর-সকল।
কোথাও মোচন করে হীনধারা জল॥
কোন স্থানে কিছু নাহি করয়ে মোচন।
যে প্রকার বহুদর্শী জ্ঞানী মহাত্মন॥
করুণার বশ হয়ে কাহার উপর।
জ্ঞানসুধা করে দান হযে অকাতর॥
কারে বা কিছুই নাহি করয়ে প্রদান।
অধিকারী-ভেদে যথা দযার বিধান॥
এইকালে ভাস্করের সুমৃদু কিরণ।
জলাশয় সকলের জল সর্ব্বক্ষণ॥
বিশুষ্ক করিতে থাকে ওহে মহোদয়।
যেই যেই মৎস্য কিন্তু অল্পজলে রয়॥

ইন্দ্রোৎসবে সমুদ্যত হইল তখন।
ইন্দ্রপূজা হেতু সবে করে আয়োজন॥
সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বদর্শী কৃষ্ণ কৃপাময়।
জানিতে পারিয়া সেই যজ্ঞের বিষয়॥
বিনয়েতে নম্রভাব ধরি সেইক্ষণে।
নন্দ আদি বৃদ্ধ বৃদ্ধ যত গোপগণে॥
জিজ্ঞাসা করেন পিতঃ বল কি কারণ।
সবে মিলি করিতেছ এত আয়োজন॥
বুঝি বা সামান্য কাজ না হবে নিশ্চয়।
এত আয়োজন কভু সামান্যে না হয়॥
যদি কোন যজ্ঞ হয় ওহে গুণাধার॥
এই যজ্ঞে কিবা ফল দেবতা কে তার॥
অধিকারী এই যজ্ঞ হয় কোন জন।
কি ইচ্ছা করিয়া যজ্ঞ করিবে সাধন॥
ওহে পিতঃ এই যজ্ঞে দেখি আপনার।
আছয়ে কামনা অতি ভরিতে সংসার॥
এখনো সংসারে সুখ দুঃখ প্রতি মন।
ধর্ম্ম নহে পূজা দেব পূজা বা কেমন॥
তাই বলি ধর্ম্ম করি বল মোরে।
কেন এত আয়োজন কিবা যজ্ঞ হবে॥
আরো বলি শুন পিতঃ আত্মদর্শী নর।
যাহে দেখ নাহি ভেদ আত্মীয় বা পর॥
ভেদজ্ঞানরহিতজন্য যাহারা নিশ্চিত।
মিত্র উদাসীন আর অরি-বিবর্জ্জিত॥
সে সব পুরুষ শক্র নামে গণনীয়।
তাহাদের কোন কাজ নাহি গোপনীয়॥
সেবন ভজন নাহি নিজে জনার্দ্দন।
আপন আত্মার চর্চ্চা করে সর্ব্বক্ষণ॥
ভেদজ্ঞানী নর যদি উদাসীন হয়।
তথাপি সে শক্র তুল্য নাহিক সংশয়॥
আত্মজ্ঞান নাহি তার নাহি কোন জ্ঞান।
ভেদবুদ্ধিবশে মত্ত মোহে তার প্রাণ॥
তাই বলি হও পিতঃ তুমি সাধুজন।
আমার নিকটে কেন করহ গোপন॥
সুহৃজ্জন আত্ম সম মন্ত্রণা সময়।
তারে পরিত্যাগ করা সমুচিত নয়॥

কিন্তু সুহৃদের সহ করিয়া বিচার।
জানিয়াই কাজ করা উচিত সবার॥
জানিয়া করিলে কাজ তাহাতে নিশ্চয়।
পণ্ডিতের বাক্যমতে কর্ম্মফল হয়॥
বিদ্যাহীন অনুষ্ঠানে তেমন না ঘটে।
সে হেতু জিজ্ঞাসি আমি তোমার নিকটে
যে কাজ করিতে ইচ্ছা তোমা সবাকার।
করেছেন এ বিষয়ে কেমন বিচার॥
শাস্ত্র-উক্ত কিম্বা ইহা হয় লোকাচার।
জানিতে বাসনা বড় হ'তেছে আমার॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে নন্দঘোষ কহিল তখন॥
মেঘরূপী হন সেই দেব সুরপতি।
জলধর সব তাঁর জানিবে মুরতি॥
মেঘ হয় ভূমিতলে প্রাণ সবাকার।
জীবন-কারণ মেঘ কহিলাম সার॥
সময়ে সলিলরাশি করয়ে বর্ষণ।
অতএব মেঘ হয় জনম কারণ॥
ব্রজবাসী যত মোরা মিলিয়া সকলে।
বর্ষে বর্ষে ইন্দ্রপূজা করি কুতূহলে॥
তাঁহার বর্ষিত সেই জলের দ্বারায়।
তৃণ শস্য আর যত দ্রব্যাদি জন্মায়॥
সেই সব দ্রব্য দ্বারা অতীব যতনে।
তাহার অর্চ্চনা করি পুলকিতমনে॥
তার পূজা কৈলে বাপু করহ শ্রবণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সাধন॥
সমস্ত প্রাণীর যাহে জীবিকা কল্পিত।
নিশ্চয় তাহার পূজা করাই বিহিত॥
গোবৎস বৃষাদি দ্বারা জীবিকা যে হয়।
এ কথা বলিলে হয় দোষের উদয়॥
পর্জ্জন্যই পুরুষের আহার কারণ।
সমুদায় ফলাফল করে উৎপাদন॥
অর্থাৎ মেঘের বারি বর্ষণ বিহনে।
তৃণ ফল নাহি হয় ভেবে দেখ মনে॥
ইন্দ্রপূজাধর্ম্ম এই ক্রমে ক্রমান্বয়ে।
বিখ্যাত হইয়া আছে মানব আলয়ে॥

কাম দ্বেষ ভয় আর লোভের কারণ।
এই ইন্দ্র পূজনেতে বিরত যে জন॥
কখন কল্যাণ তার নাহি হয় আর।
পদে পদে অমঙ্গল ঘটিবে তাহার॥
এইরূপ বলে নন্দ আদি গোপগণ।
একমনে কৃষ্ণ সব করিয়া শ্রবণ॥
হাসিয়া কহেন রামে করিয়া গোপন।
অদ্যাপি না পায় জ্ঞান ব্রজের রাজন॥
এখনো সংসার-সুখে রয়েছে মগন।
ভেদভাবে অদ্যাপিও দেবতা পূজন॥
সর্ব্বদেবময় আমি নাহি বুঝি মনে।
ইন্দ্রেরে ভাবিল পূজ্য আমার সদনে॥
কর্ম্মসূত্রে জীবে আমি যোগাই আহার।
ইন্দ্র আদি উপলক্ষ্য বিশ্বের মাঝার॥
দেখাব ব্রজেতে ইন্দ্র হয় কোন্ জন।
বুঝাইব মম শক্তি হয় বা কেমন॥
এরূপ সঙ্কল্প হরি করি নিজ মনে।
কহেন নিম্নোক্ত কথা নন্দের সদনে॥
নন্দ প্রতি কহিলেন হরি দয়াময়।
জীবমাত্রে কর্ম্মসূত্রে সমুৎপন্ন হয়॥
কর্ম্মের দ্বারায় এই যত জীবগণ।
বিলয় পাইয়া থাকে বিদিত ভুবন॥
সুখ দুঃখ পাপ আর মুক্তি যে কথিত।
লাভ করে জীবে নিজ কর্ম্মেই নিশ্চিত॥
সংসারে দেবতা যত সিদ্ধ ও কিন্নর।
মায়ার অধীন সবে সবে কর্ম্মপর॥
কর্ম্মী হয়ে নিজে অন্য জীব সবাকার।
কর্ম্মফলদাতা কোন দেব নাহি আর॥
মায়াবশে হয় কর্ম্মী বিধি মহেশ্বর।
মায়াতে মিশাল হরি কর্ম্মের কিঙ্কর॥
কার্য্যের অধীন যেই আশা করে ফল।
অন্যে ফল দিতে তার বল কিবা বল॥
একমাত্র কর্ত্তা হয় সর্ব্বফলদাতা।
তিনি বিনা এ জগতে নাহি কেহ ত্রাতা॥
বুঝিয়া দেখহ পিতা তিনি কোন জন।
দূরে কিম্বা কাছে দেখি কর উপাসন॥

কর্ম্মবশে ফল লাভ কথিত হইল।
ইন্দ্র যদি কর্ম্মবশ হইয়া পড়িল॥
তা হ'লে কর্ম্মানুবর্ত্তী প্রাণী সবাকার।
ইন্দ্রের পূজনে আছে ফল কিবা আর॥
অজ গলদেশে স্তন থাকয়ে যেমন।
তাহে কভু দুগ্ধ কার্য্য না হয় দর্শন॥
কর্ম্মবশে ভাগ্যলাভ করি মহাজন।
পূজিয়া সুফল পায় দেব নারায়ণ॥
ইহাতে সাহায্য নাহি কোন দেবতার।
উচিত না হয় বলা ইন্দ্রের পূজার॥
মন্দভাগ্য কিরূপেতে করিলে সাধন।
উপযুক্ত সুখফল পায় সেই জন॥
অন্যথা করিতে তাহা ইন্দ্র কি অপর।
দেবতার সাধ্য নাহি করিনু গোচর॥
সমস্ত প্রাণীই এক অদৃষ্টেতে রত।
অদৃষ্টের অনুগত হয় প্রাণী যত॥
অতএব সুরাসুর মনুষ্য সহিত।
সমস্ত বিশ্বই হয় অদৃষ্টেতে স্থিত॥
অতএব জীব যত কর্ম্মের দ্বারায়।
উচ্চ নীচ নানাদেহ ধরে পুনরায়॥
এক কর্ম্মে হয় লাভ যদিও কুশল।
অন্য কর্ম্মে বিশোধিত অদৃষ্ট কেবল॥
অতএব কর্ম্ম এক গুরু সবাকার।
কর্ম্মেরে প্রধান বলি মীমাংসা সবার॥
শুভাশুভ নিষ্পাদিত কর্ম্মেতে নিশ্চিত॥
সকল কারণে এক কর্ম্মই পূজিত॥
অতএব স্বভাবস্থ হয়ে কর্ম্মীগণ।
অবশ্যই করিবেন কর্ম্মের পূজন॥
বস্তুতঃ যে যার দ্বারা সুপালিত হয়।
তাহাই দেবতা তার কহিনু নিশ্চয়॥
নতুবা যে জন কর্ম্ম সেবনে বিরত।
অসতী নারীর জার সেবনের মত॥
এক দোষ নাহি নাশি অন্য মন হয়।
তাহাতে তাহার কভু নাহি শুভোদয়॥
বেদ অধ্যয়ন দ্বারা দ্বিজ সমুদয়।
আপনি পালন দ্বারা ক্ষত্রিয়-নিচয়॥

কৃষি-বাণিজ্যাদি দ্বারা বৈশ্যাদি সকল।
দ্বিজ-শুশ্রূষার দ্বারা শূদ্রেরা কেবল ॥
শুভ ভাগ্য লাভ করে বিদিত একপ।
তন্মধ্যেতে বৈশ্যদের বৃত্তি চারিরূপ ॥
বাণিজ্য গোরক্ষ কৃষি ঋণদান আর।
আমরা ত গোপজাতি আমা সবাকার ॥
কেবল জানি গো এক বৃত্তি গোরক্ষণ।
তজ্জন্য আমরা করি গোপনে পালন ॥
সত্ত্ব রজ আর তম এই গুণত্রয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কেবল আশ্রয় ॥
রজোগুণ দ্বারা বিশ্ব হয় উৎপাদিত।
তার পর পরস্পর স্থলেতে নিশ্চিত ॥
অন্যান্য জগৎ বহু সমুৎপন্ন হয়।
সেই রজোগুণ দ্বারা মেঘ সমুদয় ॥
প্রেরিত হইয়া করে জল বরিষণ।
মেঘ দ্বারা প্রাণ ধরে যত জীবগণ ॥
প্রকৃতির বিধি ইহা কে করিবে আন।
ইন্দ্রের কর্ত্তৃত্ব মাত্র কহিনু প্রমাণ ॥
কিবা করিবেন সেই সহস্র-লোচন।
অনর্থক হবে মাত্র তাহার পূজন ॥
ওগো পিতঃ বনবাসী আমরা সকলে।
আমাদের বনবাস বনে ও জঙ্গলে ॥
পত্তন ও দেশ গ্রাম এই সমুদয়।
আমাদের উপকারে কেহ নাহি হয় ॥
বরঞ্চ অরণ্য শৈল আমা সবাকার।
যোগের শুভদ বলি করিব স্বীকার ॥
অতএব গো ব্রাহ্মণ পর্ব্বতের আর।
ভজন পূজন করা হয় সুবিচার ॥
ইন্দ্রযজ্ঞ সাধনার্থ গোপেরা এখন।
করেছেন যেই সব দ্রব্য আযোজন ॥
সে সব দ্রব্যের দ্বারা অতীব যতনে।
করহ গিরির পূজা পুলকিতমনে ॥
পায়স সুস্বাদু অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
যথামত দিব্যরূপে হউক রন্ধন ॥
গোদুগ্ধাদি মিষ্ট দিয়া পিঠা নানারূপ
গব্য খাদ্য আয়োজন কর ওহে ভূপ ॥

ব্রজবাসী দ্বিজগণ সম্যক্ প্রকারে।
অগ্নিতে করুন্ হোম ভক্তি অনুসারে ॥
দিব্য অন্ন আর দিব্য ধেনুর সহিত।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দান করুন্ বিহিত ॥
পতিত প্রভৃতি আর শ্বপচ চণ্ডাল।
অন্য অন্য ব্যক্তি যারা বিশেষ কাঙ্গাল ॥
সেই সব জন প্রতি হয়ে দযাবান।
যে যেমন তারে দেও যথাযোগ্য দান ॥
গোগণকে তৃণ দিযা ভক্তি সহকারে।
পর্ব্বতের পূজা কর নানা উপহারে ॥
উত্তমরূপেতে সবে আহার করিযা।
বহু মূল্যবান নিজ বস্ত্রাদি পরিযা ॥
দিব্য দিব্য অলঙ্কার ধরি কলেবরে।
অগুরু চন্দনে দেহ অনুলিপ্ত করে ॥
গোব্রাহ্মণ অগ্নি আর গিরি আদি সবে।
বেষ্টন করুন্ ত্বরা পরম উৎসবে ॥
মম এই মত সবে মনোমত হ'লে।
করুন্ পর্ব্বতযজ্ঞ লযে গোপদলে ॥
গো-বিপ্র আদির এই যজ্ঞ মনোনীত।
বলিতে কি আমার এ যজ্ঞ অভীপ্সিত ॥
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
মহাকালরূপী সেই দেব নারাযণ ॥
বুঝাতে ইন্দ্রের বল ছলিযা মায়ায়।
একপ ব্যবস্থা তিনি দিলেন পিতায ॥
নানামতে ইন্দ্রপূজা করি নিবারণ।
শিখালেন সবে হরি প্রকৃতি-পূজন ॥
শুন শুন তার পর ওহে মতিমান্।
ব্রজেতে শ্রীহরিলীলা কেমন বিধান ॥
নন্দ আদি গোপগণ এ কথা শুনিয়া।
সকলে তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিয়া ॥
যাহা যাহা বলিলেন হরি যজ্ঞময়।
তেমন করিল কার্য্য মিলি গোপচয় ॥
স্বস্তিবাচনাদি বার্য্য অগ্রেতে করিয়া।
ইন্দ্র-যজ্ঞানীত যত দ্রব্যাদি লইয়া ॥
ভূধর ভূদেবগণে দিল বহুদান।
গোদিগকে নবতৃণ করিল প্রদান ॥

অনন্তর অগ্রে অগ্রে লইয়া গোধন ।
করিলেন প্রদক্ষিণ গিরি গোবর্দ্ধন ॥
দিব্য অলঙ্কার ধরি সবে কলেবরে ।
বৃষভ সংযুক্ত বহু শকট উপরে ॥
আরোহণ করি সবে পুলকিতমন ।
গোপীরাও শকটেতে করি আরোহণ ॥
ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদের সহিত ।
গাহিতে আছিল গীত শ্রীকৃষ্ণ চরিত ॥
কৃষ্ণপ্রাণ গোপ গোপী হইয়া তখন ।
হরিস্থানে সবে পূজে গিরি গোবর্দ্ধন ॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ বিশ্ব প্রকাশক ।
ব্রজবাসী গোপদের বিশ্বাস জনক ॥
যথা আশে গিরিবরে করিলে পূজন ।
ধরিলেন গিরিমূর্ত্তি প্রভু জনার্দ্দন ॥
গোবর্দ্ধন মাঝে হরি থাকি সেইকালে ।
পূর্ণ করে ভক্তবাঞ্ছা প্রেম কুতূহলে ॥
পর্ব্বত হইতে দুই বাহিরায় কর ।
সেই করে পূজা যত ধরেন ভূধর ॥
করে ধরি বলি সব করেন আহার ।
বিশাল আকৃতি হয় তৎকালে তাঁহার ॥
একভাবে হন হরি পর্ব্বত আকার ।
আর ভাবে কৃষ্ণরূপে প্রত্যক্ষ সবার ॥
পর্ব্বতের [illegible] হেন করি দরশন ।
বিস্ময়ে হইল মগ্ন গোপগোপীগণ ॥
অনন্তর ব্রজবাসীগণের সহিত ।
নিজের প্রণাম নিজে করেন বিহিত ॥
এইরূপ বাক্য হরি কহেন তখন ।
ব্রজবাসীগণ সবে কর দরশন ॥
কি আশ্চর্য্য গিরিবর হয়ে মূর্ত্তিমান ।
করিছেন আমা সবে করুণা প্রদান ॥
বনবাসী [illegible] জ্ঞানহীন অতি ।
অবজ্ঞা করিতেছিল পর্ব্বতের প্রতি ॥
কামরূপী এই অদ্রি ধরি সর্পাকার ।
করিতেছে সেই সব দুর্জ্জনে সংহার ॥
ইহা বলি হরি করি মায়ার বিস্তার ।
একাধারে ধরি নিজে সর্পের আকার ॥
দংশন করিল যেন কত দুষ্ট জনে ।
ইহাতে বিশ্বাস পূর্ণ হয় গোপগণে ॥
বিস্মিত সবারে দেখি কহে নারায়ণ ।
প্রত্যক্ষ দেবতা দেখ গিরি গোবর্দ্ধন ॥
ব্রজের মঙ্গল যদি করহ বাসনা ।
শৈলরাজে প্রণমিয়া করহ কামনা ॥
পদানত হয়ে কর পদে নমস্কার ।
তা হ'লে নাহি হবে অমঙ্গল আর ॥
ইহা শুনি ব্রজবাসী গোপগণ যত ।
হরির মন্ত্রণা মতে হয়ে সবে নত ॥
যথামত যজ্ঞকার্য্য করি সমাপন ।
পুনর্ব্বার ব্রজে আসি উপনীত হন ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী বৎস্য শুনাই শ্রবণে ।
নাহি বুঝে হরিলীলা মায়ামুগ্ধ জনে ॥
বিশ্বময় নিজ রূপে করিতে পূজন ।
শিখান যাহাতে বাড়ে ভক্তি জ্ঞানধন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বিধি হয় নারায়ণপর ।
ভক্তের যত্নের ধন সেই গদাধর ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুললিত অতি ।
বিরচিয়া দ্বিজ কহে পুলকিতমতি ॥ ৪৯

একাদশ অধ্যায় ।

গোবর্দ্ধন ধারণ ।

পরাশর কহে শুন শুক মহামতে ।
নিত্য লীলা বৃন্দাবনে হয় এইমতে ॥
দেখাতে মহিমা নিজ দেব জনার্দ্দন ।
কেবা ইন্দ্র আর তিনি হন কোন জন ॥
ইচ্ছামাত্র বুঝি তাহা দেব পুরন্দর ।
কপটে ক্রোধিত হন ব্রজের উপর ॥
দেবকার্য্য নাশিবারে আপনিই হরি ।
এ সংসারে বিহরেন কৃষ্ণরূপ ধরি ॥
দেবতা ছলনা করি মহিমা তাঁহার ।
ত্রিভুবনে করিলেন সুখেতে প্রচার ॥
কি করিল দেবরাজ কন্যা সুমতি ।
কপটে হইলেন ক্রুদ্ধ দেব সুরপতি ॥

বিদিত হইল ইন্দ্র গোপেরা সকলে।
একমাত্র শ্রীগোবিন্দে পূজয়ে কেবলে॥
ব্রজগোপ প্রতি তবে কুপিত হইয়া।
প্রলয় কালের যত জলদে ডাকিয়া॥
আমিই ঈশ্বর গর্ব্বে ভাবিয়া এমন।
মেঘগণে সম্বোধিয়া কহেন তখন॥
কি আশ্চর্য্য বনবাসী গোপগণ যত।
হইয়াছে অর্থমদে উন্মাদের মত॥
সামান্য মানব কৃষ্ণ তাহারা তাহাকে।
আশ্রয় করিয়া আর না মানে আমাকে।
আমি সুররাজ হই কিন্তু গোপগণ।
অবজ্ঞা করিছে মোরে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
যেমন মূর্খেরা জ্ঞান লাভ নাহি করি।
আত্মানুস্মরণরূপা বিদ্যা পরিহরি॥
যাহাতে যে ফল থাকে হেন করে সব।
যাগ যজ্ঞ যাহাতে না হয় ফলোদ্ভব॥
সংসার সাগরে উঠি তাহারা হেলায়।
ভবার্ণব পার হেতু কত চেষ্টা পায়॥
তেমতি গোপেরা নাহি বুঝে হিতাহিত
পণ্ডিতাভিমানী শুদ্ধ মূর্খ অবিনীত॥
মানব কৃষ্ণেরে তারা আশ্রয় করিয়া।
হইয়াছে দেবদ্বেষী মনে না ভাবিয়া॥
ধনমদে মত্ত আর কৃষ্ণের দ্বারায়।
হয়েছে বলিষ্ঠ দেহ গোপ সমুদায়॥
সত্বরে তোমরা গিয়া গোপ সবাকার।
ধনমদ মহাগর্ব্ব খর্ব্ব কর তার॥
আর তাহাদের পশু যথা আছে যত।
সকলি করিয়া ফেল সলিলে নিহত॥
আমিও নন্দের গোষ্ঠ ধ্বংসের কারণ।
অবিলম্বে ঐরাবতে করি আরোহণ॥
মহাবেগশালী যত মরুদ্গণ সনে।
যাইতেছি ওহে মেঘ সেই বৃন্দাবনে॥
পরাশর কহে শুন ওহে গুণমণি।
ইন্দ্রের ইচ্ছায় মেঘ আসিয়া তখনি॥
দেবের আদেশে সবে গগনে চাপিল।
অবিলম্বে মহাবলে বর্ষণ করিল॥

বিদ্যুৎ চমকে ঘোর জলদ গর্জ্জন।
প্রলয়ে বহিল যেন ভীষণ পবন॥
বায়ু বরষার আর মেঘের গর্জ্জনে।
প্রলয়ের সম জ্ঞান করে সব জনে॥
আবহ প্রবহ বায়ু প্রমত্ত হইয়া।
বহিল প্রবল বেগে গোকুল ধ্বংসিয়া॥
দিকের নির্ণয় কিছু না করি তখন।
সর্ব্বদিকে মহাবেগে করয়ে গমন॥
করকা সকল যেন পেষণীর মত।
মহাবেগে ব্রজপুরে পড়ে অবিরত॥
ভয়ঙ্কর ধূম্রবর্ণ জলধরগণ।
স্থূল জলধারা করে অজস্র বর্ষণ॥
সহজে সকল ভূমি প্লাবিত হইল।
উন্নত কি নিম্ন চিহ্ন কিছু না রহিল॥
অত্যন্ত বারির ধারা পতন কারণে।
অত্যন্ত প্রবলভরে পবন বহনে॥
পশুকুল যত ছিল প্রাণেতে কাতর।
গোপ কান্দে আর কান্দে গোপিকা-নিকর
শীতে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া তখন।
একমাত্র গোবিন্দেরে লইল শরণ॥
গোষ্ঠেতে যতেক গাভী সলিল ধারায়।
পীড়িত হইয়া স্বস্ব অঙ্গের দ্বারায়॥
মস্তকেতে বৎসগণে করি আচ্ছাদিত।
শীতে সকম্পিত ভয়ে থাকি সশঙ্কিত॥
শ্রীকৃষ্ণের পদযুগে আসিয়া পড়িল।
রক্ষ রক্ষ এই কথা বলিতে লাগিল॥
মিলিত হইয়া যত গোপ গোপীগণ।
প্রার্থনা করয়ে সবে হরির সদন॥
হে কৃষ্ণ হে হরে তুমি জগতের গতি।
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর তুমি গোকুলের পতি॥
ওহে মহাভাগ তুমি ভকত-বৎসল।
ইন্দ্রকোপে মোরা সবে হয়েছি বিকল॥
আমা সবাকারে আর গোকুল তোমার।
রক্ষা কর রক্ষা কর দয়ার আধার॥
এইরূপ গোপ-গোপীগণের বচন।
শ্রবণের পূর্ব্বে সেই দেব নারায়ণ॥

শিলা বরিষণ আর প্রবল পবনে।
গোকুলের প্রতি এই দুর্দৈব পতনে ॥
জানিয়াছিলেন মনে ইন্দ্র দেবরাজ।
কপটে কুপিত হয়ে করে এই কাজ ॥
গোপ-গোপিকার বাক্য শুনি ভগবান।
কহিল প্রাবৃট ঋতু হৈল অবসান ॥
তথাচ প্রচুর শিলা হতেছে পতন।
অবিরত মহাবেগে বৃষ্টি বরিষণ ॥
ইহার কারণ আমি হয়েছি বিদিত।
আমরা যে ইন্দ্র যজ্ঞ করেছি রহিত ॥
তাহাতে কুপিত হয়ে সহস্র লোচন।
আমা সবাকারে প্রাণে করিতে নিধন ॥
করিছেন দিবারাতি ভীষণ বর্ষণ।
উপায় করিব আমি করহ দর্শন ॥
এইরূপ কহে কৃষ্ণ সবাকার প্রতি।
এদিকে দুর্দ্দশা কত শুনহ সংপ্রতি ॥
বরষা পবনে ছন্ন হৈল নন্দালয়।
গোপ গোপী হাহাকার করে সমুদয় ॥
বৎস লয়ে গাভী যত জলে ভেসে যায়।
তৃণাহার হীন সবে করে হায় হায় ॥
কভু বা ক্ষুধায় সবে করেছি চীৎকার।
কভু বা করকা বেগে ভাঙ্গে ঘর দ্বার ॥
বৃক্ষ লতা তৃণ যত সব হৈল হত।
ব্রজেন্দ্র-ভবনে যেন প্রলয় আগত ॥
গৃহে বাস সবে মিলি করে হায় হায়।
সবে বলে কোথা কৃষ্ণ রক্ষহে সবায় ॥
নন্দের আলয়ে হরি বুঝিলেন মনে।
ইন্দ্রপূজা ভুলি সবে ভাবে নারায়ণে ॥
নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ।
রাম কৃষ্ণে ডাকি কহে মধুর বচন ॥
তোমার কথায় বাছা ভুলি দেবরাজে।
ইন্দ্রেরে করিনু হেলা ব্রজের সমাজে ॥
বোধ হয় সেই অপমানে সুরপতি।
বরষার বেগে ব্রজ নাশিবে সংপ্রতি ॥
আমরা না জানি হরি বিনা তোমা ধন।
এ বিপদে কর দেব সবারে রক্ষণ ॥

এই দেখ গাভী কান্দে লয়ে বৎসগণ।
ব্রজবাসী সবে কান্দে লইয়া জীবন ॥
ঝড়েতে ভাঙ্গিল বৃক্ষ ভবন ভাঙ্গিল।
বরষার ভেসে যায় গাভীরা সকল ॥
করহ উপায় হরি তুমি দয়াময়।
সকলি তোমার ইচ্ছা জানিহে নিশ্চয় ॥
এত শুনি তবে হরি করিলেন মন।
করিব এখনি ইন্দ্রে প্রকৃত শাসন ॥
দেখাব মহিমা আমি দেব নাগ নরে।
কেমনে বাঁচাই ব্রজ নিজ কলেবরে ॥
ছলেতে মোহিল হরি চাহি গোপগণ।
এখনি ইন্দ্রের গর্ব্ব করিব নিধন ॥
ভোগ লভি সুরপুরে করি অহঙ্কার।
আমারে না জানে সেই দেব-কুলাঙ্গার ॥
আমারে না জানি নিজ মূঢ়তা কারণ।
লোকপাল বলি গর্ব্ব করে অনুক্ষণ ॥
ধনমদে হৈল তার যত অহঙ্কার।
রাখিতে ক্ষণেক নাহি বাসনা আমার ॥
সত্ত্বগুণযুত যত অমর-নিচয়।
আমারে পূজিয়া যাহা লভিল নিশ্চয় ॥
আমরা সৃষ্টির কর্ত্তা গর্ব্ব এ প্রকার।
আমার সম্মুখে করে অযোগ্য আচার ॥
দেবতা হইলে কিম্বা অসাধু গণন।
অসতের মান আমি না রাখি কখন ॥
শরণ লয়েছে মোরে ব্রজের সকলে।
ব্রজের আশ্রয় আমি জেনেছি অন্তরে ॥
আমিই ইহার নাথ আমিই আপন।
আজ্ঞা দিয়া এ গোষ্ঠেরে করিব রক্ষণ ॥
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম অন্যথা ইহার।
কভু না হইবে কব কি অধিক আর ॥
এরূপ বলিয়া হরি আপনি তখন।
এক হস্তে গোবর্দ্ধন করি উত্তোলন ॥
ছত্র ধরে শিশু যথা সেইমত হরি।
অবলীলাক্রমে রহে সেই গিরি ধরি ॥
পরে গোপ-গোপীগণে করি সম্বোধন।
কহিলেন ব্রজনাথ এমন বচন ॥

ওগো মাতঃ ওগো পিতঃ ওহে গোপীগণ।
তোমরা গোধন সহ সকলে এখন॥
পর্ব্বতের অভ্যন্তরে থাকহ সকলে।
যথাসুখে পশি রহ মন কুতূহলে॥
ধরিনু পর্ব্বত আমি ব্রজের উপর।
কি করিবে বরষিয়া দেব পুরন্দর॥
মেঘের কি আছে শক্তি নিকটে আমার।
বর্ষিয়া ডুবাবে ব্রজ কি সাধ্য তাহার॥
নির্ভয় হৃদয়ে এসো আমার গোচরে।
আমি যার রক্ষাকর্ত্তা কেবা নাশে তারে॥
বায়ু বর্ষা হতে ভয় কিছু নাহি আর।
ছত্র সম হৈল গিরি বিপদে সবার॥
করিয়াছ তোমরা যে গিরির পূজন।
সেই গিরি তোমাদিগে করিবে রক্ষণ॥
হরি সবে সম্বোধিয়া বলি এ প্রকার।
আশ্বস্ত করেন চিত্ত গোপ সবাকার॥
হরির বচন সবে মানে সেইক্ষণে।
গোধন শকট ভৃত্য পুরোহিত সনে॥
অবহেলে সর্ব্বজন গিরির ভিতরে।
প্রবেশ করিয়া কষ্ট নিবারণ করে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে দিয়া বিসর্জ্জন।
অবিচ্ছেদে সাতদিন নন্দের নন্দন॥
বাম করে স্থিত ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারায়।
ধরিয়া রহেন গিরি আপন ইচ্ছায়॥
ক্ষণেক কালের জন্য ত্যজিয়া স্বস্থান।
বিচলিত হন নাই দেব ভগবান॥
দেবরাজ ইহা হেরি বিস্মিত হইয়া।
ভুলাইতে নারায়ণে থাকিল বর্ষিয়া॥
এক দিন দুই দিন সাতদিন ধরি।
বরষিল দেবরাজ ব্রজের উপরি॥
কিছুতে মোহিতে নাহি পারি নারায়ণে।
সবিস্ময়ে নিজে পরে পরাজয় মানে॥
বিশ্বরূপ সেই ভাবে আছেন দাঁড়ায়ে।
ব্রজবাসীগণ দেখে বিস্মিত হইয়ে॥
তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।
সুখ শান্তি বিনা কেহ দুঃখ না পাইল॥

শুনহ মৈত্রেয় ঋষে বলি তার পর।
ভক্তরক্ষা কাজ হেন দেখি পুরন্দর॥
পুলকের ভরে হন অতীব বিস্মিত।
আপনার অহঙ্কার করিলেন হৃত॥
ছলিবারে নারায়ণে আগে সুরপতি।
বর্ষিতে বলিয়াছিল জলধর প্রতি॥
সেই সব মেঘগণে ডাকিয়া এখন।
গোকুলের বিনাশনে করেন বারণ॥
আকাশ নির্ম্মল হলে উঠে দিবাকর।
মনোহর জ্যোতি উঠে গগণ উপর॥
বায়ু বৃষ্টি একেবারে হৈল উপরত।
গোবর্দ্ধনধারী হরি রহেন সেমত॥
ত্রিভুবনে এই কথা হইল প্রচার।
দেব দৈত্য নরগণে লাগে চমৎকার॥
সুরগণ সহ ব্রহ্মা আর মহেশ্বর।
বিমানে থাকিয়া বর্ষে পুষ্প বহুতর॥
পাতালে থাকিয়া যত নাগকন্যাগণ।
দেখিল ধরিয়া হরি গিরি গোবর্দ্ধন॥
ভক্তের রাখিতে মান প্রভু সনাতন।
করিলা যে কাজ সবে করে নিরীক্ষণ॥
অপ্সর কিন্নর নাচে দেব স্তুতি করে।
রবি শশী তারাগণ শোভে থরে থরে॥
বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রজ শোভিল তখন।
ইহা দেখি ব্রজবাসী সবে মুগ্ধমন॥
কৃষ্ণের প্রভাবে সবে হয়ে চমকিত।
ব্রজভাবে করে সবে মহিমা সংগীত॥
মোহিয়া ব্রজেন্দ্রধামে সবাকার মন।
হেন বীর্য্য প্রদর্শন করি জনার্দ্দন॥
কহিলেন মধুস্বরে ওহে গোপগণ।
করিলাম তোমাদের ভয় নিবারণ॥
এক্ষণে তোমরা সবে হয়ে হরষিত।
গোধন কলত্র আর পুত্রাদি সহিত॥
বহির্গত হও অদ্রি অভ্যন্তর হ'তে।
তোমাদের ভয় আর নাহি কোন মতে॥
জলধর বরিষণে নিবৃত্ত হইল।
নদ নদী-স্রোত স্থির হইয়া আসিল॥

কৃষ্ণের এরূপ বাক্য শুনি গোপগ
দ্রব্যাদি সকল তুলি শকটে তখন ॥
গ্রহণ করিয়া নিজ গোধনাদি যত।
গিরিমধ্য হ'তে সবে হ'লেন নির্গত ॥
নারী শিশু আর যত বৃদ্ধ যুবাজন।
ধীরে ধীরে বাহিরেতে করিল গমন ॥
তার পর যথা ছিল যতেক দর্শক।
সর্ব্বভূত সমক্ষেতে পর্ব্বতধারক ॥
পরাৎপর হরি সেই গিরিকে তখন।
করিলেন অবহেলে স্বস্থানে স্থাপন ॥
প্রেমাবেশে পূর্ণ হয়ে ব্রজবাস' সবে।
আলিঙ্গন অভিলাষ যজ্ঞ মহোৎসবে ॥
আসিতে লাগিল সবে যথা পীতবাস।
গোপিনী সকল স্নেহ করিয়া প্রকাশ
প্রথমে পরম হর্ষে পূজা তাঁর করি।
পরে দধি অক্ষিতাদি সবে করে ধরি ॥
আশীর্ব্বাদ সকলেই করিতে লাগিল।
ভক্তাধীন ভাবে হরি এভাব ধরিল ॥
হেট মুণ্ডে থাকে ভাবে ভক্তে গুরুজন।
সম্মান সবার তাহে বাড়ে সেইক্ষণ ॥
এহেন প্রেমিক লীলা হেরিয়া অবনী।
পুলকিত হ'লেন মেঘে সৌদামিনী
শুনহ মৈত্রেয় বৎস বলি পরে তার
যশোদা রোহিণী নন্দ সঙ্কর্ষন আর ॥
স্নেহবশে আসি কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন।
সকলেই হইলেন পুলকে মগন ॥
গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ দেবগণ আর।
তখন সবার হৃদে লাগে চমৎকার ॥
প্রথমতঃ স্তব স্তুতি করি বিস্তর।
অবিরত পুষ্পবৃষ্টি করেন তৎপর ॥
শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল।
তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব আদি গীত আরম্ভিল ॥
অনন্তর সখীগণে হইয়া শোভিত।
পরাৎপর হরি যান রামের সহিত ॥
গোধন লইয়া গোষ্ঠে করেন গমন।
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় গোপ গোপীগণ
ভক্তি সহকারে সবে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত।
গান করি নিজস্থানে হয় উপস্থিত ॥
আকাশে শোভিল রাব দূর হৈল জল।
বৃন্দাবন হৈল যেন পূর্ণ-শোভা-স্থল ॥
ক্ষণেক হইল তৃণ পুষ্প কুঞ্জবনে।
মুঞ্জরিত শাখীগণ হয় সেইক্ষণে ॥
এইরূপ নিজ বীর্য্যে হরি দয়াময়।
রাখিলেন ভক্তগণে দিয়া পদাশ্রয় ॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা নিত্য বৃন্দাবনে।
পুরাণে অপূর্ব্ব কথা দ্বিজকান্ত ভণে ॥ ১২৫

দ্বাদশ অধ্যায়।

—*—

ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের কথোপকথন।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
পর্ব্বত-ধারণ দেখি দেবেন্দ্র তখন ॥
ঐরাবতে আরোহিয়া পুলকিতমনে।
উপনীত হন আসি কৃষ্ণের সদনে ॥
দেখিলেন গোপশিশু সহিত মিলিয়া।
গোচারণ করে কৃষ্ণ প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
গরুড় উভয় পাখা করিয়া বিস্তার।
কৃষ্ণশির আচ্ছাদিয়া আছে অনিবার ॥
দেখি দেবরাজ [illegible] করে
কহিলেন শুন হরি বলি হে তোমারে ॥
ধরার দুর্ব্বহ ভার করিতে বিনাশ।
অবতীর্ণ তুমি বিশ্বে ওহে শ্রীনিবাস ॥
মম যজ্ঞে ক্ষান্ত হৈল যত গোপগণ।
তাহা দেখি মনে মনে হয়ে ক্রুদ্ধমন ॥
ব্রজ নাশে আজ্ঞা দিনু যত মেঘগণে।
কিন্তু তুমি রক্ষা কৈলে পর্ব্বত ধারণে ॥
তোমার বিচিত্র কাণ্ড করি দরশন।
জানিলাম দেবকাজ হবে সুসাধন ॥
গোগণ কর্ত্তৃক আমি প্রেরিত হইয়ে।
আসিয়াছি তব পাশে জানিবে হৃদয়ে ॥
গোপালত্ব সম্পাদন করার কারণ।
অভিষিক্ত তোমা ধনে করিব এক্ষণ ॥

গোপালন নিবন্ধন অদ্য হ'তে তুমি।
গোবিন্দ নামেতে খ্যাত হবে নীলমণি॥
এত বলি দেবরাজ ঐরাবত হ'তে।
অবিলম্বে ঘণ্টা লয়ে আপন করেতে॥
পবিত্র জলেতে পূর্ণ করিযা তখন।
কৃষ্ণ-অভিষেক ক্রিযা কৈল সম্পাদন॥
তখন গোগণ যত দুগ্ধের দ্বারায়।
অভিষিক্ত করে সবে পুলকে ধরায়॥
দেবরাজ পুনঃ কহে বিনীত-বচনে।
শুন শুন ভগবন্ নিবেদি চরনে॥
মম অংশে পৃথাগর্ভে জন্মেছে তনয়।
অর্জ্জুন তাহার নাম ওহে দয়াময়॥
তোমার আত্মার তুল্য সেই বীরবর।
সহায় তোমার সেই হবে নিরন্তর॥
তাহার সতত তুমি করিবে রক্ষণ।
তোমার নিকটে মম এই আকিঞ্চন॥
হরি বলে জানি আমি সে সব কাহিনী।
আমার পরম সখা সে বীর ফাল্গুনি॥
যত দিন রব আমি জীবিত ধরায়।
তত দিন সযতনে রক্ষিব তাহায়॥
আমি বিদ্যমানে তারে করে পরাজয়।
হেন জন নাহি কেহ জানিবে নিশ্চয়॥
অরিষ্টনরক কংস কেশী কুবলয়।
ইত্যাদি দানব যত গেলে যমালয়॥
ভারতে ভারত যুদ্ধ হবে বিভীষণ।
তখন ধরার ভার করিব হরণ॥
অর্জ্জুনের জন্য পরে পঞ্চ পাণ্ডবেরে।
অর্পণ করিব গিয়া কুন্তীর গোচরে॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিযা শ্রবণ।
দেবরাজ পুলকেতে করি আলিঙ্গন॥
ঐরাবতে আরোহিয়া হরিষ অন্তরে।
পুনশ্চ চলিয়া গেল অমর-নগরে॥
গোপগণে মিলি পরে কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
ব্রজধামে মনসুখে করিলা গমন॥১-২৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—*—

রাসলীলা ও গোপসংগীত।

দেবেন্দ্র অমর-পুরে করিলে গমন।
কৃষ্ণকে সম্বোধি কহে যত গোপগণ॥
গোবর্দ্ধন গিরি ধরি তুমি মহামতি।
মোদের করিলে রক্ষা প্রত্যক্ষ সংপ্রতি॥
তব বাল্যলীলা কৃষ্ণ করি দরশন।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ মোরা হয়েছি এখন॥
গোপালের বেশ তুমি ধরি ওহে হরি।
কি কাজ করিলে আহা যাই বলি হারি।
প্রলম্ব নিধন আর কালিয় দমন।
তার পর এই কাণ্ড পর্ব্বত ধারণ॥
তোমার বিচিত্র কার্য্য হেরিয়া নযনে।
শঙ্কাতে আকুল মোরা আছি সর্ব্বজনে॥
শপথ করিযা মোরা বলিহে এখন।
মানুষ বলিয়া তোমা না করি চিন্তন॥
ব্রজধামে নরনারী শিশু আদি করি।
যত কেহ বাস করে ওহে বনমালী॥
তোমার প্রসাদ দেখি সবার উপরে।
দেবের অসাধ্য কার্য্য করেছ গোকুলে॥
তুমি হও কোন জন বুঝিবারে নারি।
তোমার চরণে মোরা নমস্কার করি॥
এইরূপ গোপগণ বলিলে বচন।
প্রণয়ের কোপ কৃষ্ণ করি প্রদর্শন॥
কহিলেন শুন শুন গোপাল নিকর।
বলিতেছি যেই কথা অবধান কর॥
আমার সহিত সবা-সম্বন্ধ থাকাতে।
লজ্জা যদি নাহি ভাব আপনার চিতে॥
তাহা হলে আমি হই যে কোন প্রকার।
সে বিষয়ে কিবা কাজ করিযা বিচার॥
শ্লাঘ্য হই কিম্বা হই নিন্দনীয় অতি।
সে কাজে নাহিক কাজ শুনহ ভারতী॥
শ্লাঘ্য জ্ঞানে তুষ্ট যদি হও মমোপরে।
বান্ধব সদৃশ কাজ কর তাহা হ'লে॥

গন্ধর্ব্ব দানব নহি অথবা অমর।
বান্ধব বলিযা মোরে ভাব অতঃপর ॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিযা শ্রবণ।
নিরুত্তর হযে সবে করিল গমন ॥
দেখিতে দেখিতে আসি আগত রজনী।
গগণে উদিত হল দেব নিশামণি ॥
কুমুদিনী বিকসিত হয় সর্ব্বস্থানে।
গুন্ গুন্ স্বরে যত মধুকর ভ্রমে ॥
তখন গোপিকা সহ করিতে বিহার।
বাসনা করিয়া হৃদে কৃষ্ণ দযাধার ॥
বলদেব সহ মিলি পুলকিত মনে।
মধুর সঙ্গীত করি মোহে সর্ব্বজনে ॥
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
গৃহকাজ ফেলি আসে যত গোপীজন ॥
কেহ আসি কৃষ্ণরূপ দরশন করে।
তাল দেয কেহ কেহ আনন্দের ভরে ॥
কেহ কেহ কৃষ্ণ মহাসুখে করে গান।
কৃষ্ণ বলি কারো হৃদে প্রেমের উজান ॥
কৃষ্ণে চাহি কেহ হয় লজ্জায় মগন।
লজ্জা ত্যজি কেহ হয প্রেমান্ধ তখন ॥
কেহ কেহ গুরুজনে দেখিযা নয়নে।
অন্তরালে থাকি দেখে সেই কৃষ্ণধনে ॥
গোপীগণ সহ মিলি এইরূপে হরি।
বাঞ্ছিলেন রাসলীলা সেই বনমালী ॥
গোপিকারা চারিদিকে করিযা বেষ্টন।
শ্রীকৃষ্ণের পিছু পিছু করযে গমন ॥
এইরূপে ভ্রমে কৃষ্ণ নানা স্থানে স্থানে
গোপিকারা পুলকিত প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
তার মাঝে এক গোপী রূপের আধার
ঘন ঘন কাঁপে অঙ্গ জানিবে তাহার ॥
সখীগণে সেই ধনী সম্বোধিয়া পরে।
কহিলেন শুন শুন বলি গো সবারে ॥
দেখ দেখ মাধবের কমল-চরণে।
ধ্বজবজ্র কুশচিহ্ন বিরাজে কেমনে ॥
কেহ বলে দেখ দেখ কর দরশন।
হরির চরণ-চিহ্ন অতি বিমোহন ॥

এইরূপ নানাকথা গোপীগণ কয়।
দ্রুতপদে এদিকেতে চলে দয়াময় ॥
পলাযন করি কোথা পশিল কাননে।
কোন গোপী আর নাহি হেরিল নয়নে ॥
কৃষ্ণ-হারা হয়ে সবে করযে রোদন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করে বিচরণ ॥
নিরাশ হইয়া সবে যমুনার তীরে।
উপনীত হয় আসি বিষণ্ণ-অন্তরে ॥
হরিগুণ গান করে সেইখানে বসি।
অকস্মাৎ উপনীত তথা কালশশী ॥
কৃষ্ণের মোহন রূপ করি দরশন।
বিকসিত-মুখপদ্ম গোপবালাগণ ॥
কটাক্ষ বিস্তার করি কোন কোন নারী।
বলে কোথা গিযাছিলে ওহে বংশীধারী ॥
অনিমেষ কেহ কেহ করে দরশন।
কৃষ্ণমুখ সুধাপান করে অনুক্ষণ ॥
গোপিকা সহিত মিলি এ হেন প্রকারে।
বিহার করেন হরি পুলকের ভরে ॥
শ্রীরাসমণ্ডল করি দেব নারায়ণ।
গোপিকাগণের কর করিযা ধারণ ॥
কতরূপ লীলা করে আহা মরি মরি।
মধুময় গীত গায গোপিনী সুন্দরী ॥
কেহ কেহ হরিস্কন্ধে বাহুলতা দিযে।
ঠমকে ঠমকে চলে হরিষ-হৃদয়ে ॥
কেহ কেহ বাহুপাশে করি আলিঙ্গন।
ঘন ঘন কৃষ্ণমুখে করযে চুম্বন ॥
এইরূপে প্রতিদিন যামিনী-যোগেতে।
গোপীরা বিহার করে কৃষ্ণের সহিতে ॥
সর্ব্বাত্মা-স্বরূপ সেই দেব কৃষ্ণধন।
তাঁহার মহিমা জানে হেন কোন জন ॥
অখিল জগত ব্যাপি আছে দয়াধার।
তাঁহার চরণে মতি রাখ অনিবার ॥ ১-৬৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—০—

অরিষ্টাসুর বধ।

একদা প্রদোষকালে কৃষ্ণ মহামতি।
রাসরসে মগ্ন আছে জানিবে সুমতি ॥
অরিষ্ট নামেতে মহাদৈত্য হেনকালে।
মহাবল বৃষরূপ ধরি কুতুহলে ॥
খুরাঘাতে ধরাতল করি বিদারণ।
পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠদ্বয় করিয়া লেহন ॥
গোষ্ঠস্থিত প্রাণীগণে করি বিত্রাসিত।
লোহিত লোচনে তথা হয় উপনীত ॥
লাঙ্গুল উন্নত তার আছে ক্রোধভরে।
উত্থিত ককুদদেশ স্কন্ধের উপরে ॥
পৃষ্ঠভাগে বিষ্ঠামূত্র আছে বিলেপন।
তরুর আঘাতে ক্ষত ভীষণ বদন ॥
কটিদেশ আলম্বিত হ'তেছে লক্ষিত।
ভয়ঙ্কর শব্দ মুখে করি আচম্বিত ॥
অকস্মাৎ সেই স্থানে করে আগমন।
শব্দ শুনি হয় গোর গরভ-পতন ॥
এইরূপে দুরাচার উপনীত হ'লে।
গোপ গোপী সবে হয় শঙ্কিত অন্তরে ॥
কৃষ্ণনাম মুখে সবে করে উচ্চারণ।
রক্ষ রক্ষ বলি কৃষ্ণে চাহে ঘন ঘন ॥
সবারে ব্যাকুল দেখি কৃষ্ণ মতিমান্।
সিংহনাদ তলশব্দ করে অবিরাম ॥
সেই শব্দ শ্রুতিপথে করিয়া শ্রবণ।
দুরাত্মা অসুর হয় রোষে নিমগন ॥
শৃঙ্গেতে কৃষ্ণের কুক্ষি লক্ষ্য করি পরে।
ধাবিত হইল দুষ্ট অতি রোষভরে ॥
তাহাতে চঞ্চল নাহি হয়ে কৃষ্ণধন।
হাস্যমুখে যথাস্থানে রহেন তখন ॥
যেমন নিকটে আসে সেই দুরাচার।
অমনি ধরিল হরি শৃঙ্গদ্বয় তার ॥
নিজ কুক্ষিদেশে তারে করিয়া স্থাপন।
করিতে লাগিলা হরি জানুতে পীড়ন ॥
তাহে শৃঙ্গদ্বয় তার উৎপাটীত হ'লে।
সেই শৃঙ্গ লয়ে হরি তাহারেই মারে ॥
কটিদেশ পরে তার ধরি জনার্দ্দন।
মহাবেগে ঘন ঘন করেন পেষণ ॥
শোণিত বমন দুষ্ট করিয়া তাহায়।
পঞ্চত্ব পাইয়া ত্বরা পড়িল ধরায় ॥
এইরূপে দুষ্ট দৈত্য হ'লে নিপতন।
আনন্দে মগন হয় যত গোপগণ ॥
কৃষ্ণ স্তব করে সবে ভক্তি সহকারে।
অপূর্ব্ব হরির লীলা শুন ভাব পরে ॥ ১-১৭

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—※—

কংস সমীপে নারদের আগমন, কংসের ধনুর্যজ্ঞ ও অক্রুরের প্রতি উপদেশ।

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
তার পর ঘটে যাহা করিব বর্ণন ॥
বাঁচাতে নিজের প্রাণ কংস দুরাশয়।
হরিরে বাঁধিবে কিসে সতত চিন্তয় ॥
একে একে যত বীর কৃষ্ণহস্তে মরে।
তাহা দেখি কংসরাজ চিন্তিত অন্তরে ॥
একদা নারদ আসি কংসের সভায়।
কহিল নিগূঢ় কথা শুন দৈত্যরায় ॥
দেবকী তোমার ভগ্নী শুনহ রাজন।
অষ্টম গর্ভেতে তার জন্মিল যে জন ॥
কন্যা যে জন্মিল তাহা সত্য কভু নয়।
যশোদার কন্যা সেটি জেনেছি নিশ্চয় ॥
ভূমিষ্ঠ হইলে শিশু লইয়া নন্দনে।
বসুদেব গোপনেতে গিয়া বৃন্দাবনে ॥
যশোদার কোলে দিয়া আপন সন্তান।
কন্যাটিকে এনে রাখে আপনার স্থান ॥
আরো এক গুপ্ত কথা শুন নরপতি।
ব্রজের রোহিণীপুত্র রাম মহামতি ॥
সেটীকেও ভাবিও না রোহিণী-নন্দন।
দেবকী-সপ্তমগর্ভে জন্মে সেই জন ॥

দুই গর্ভে জন্ম লয়ে উভয়ে নিশ্চিত।
তোমার নিধন হেতু ব্রজেতে বর্দ্ধিত ॥
খলমতি বসুদেব ছলনা করিয়া।
দুটী পুত্রে রেখে আসে ব্রজধামে গিয়া।
রাম আর কৃষ্ণ নামে যাহারা এখন।
সর্ব্বদা করিছে তব অনিষ্ট সাধন ॥
তাহারাই দেবকীর যুগল তনয়।
এ বিষয়ে কিছুমাত্র নাহিক সংশয় ॥
এত যে অনিষ্ঠ রাজা ঘটিছে তোমার।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই তাঁর মূলাধার ॥
দেখিতে বালক সম দুই ভাই হয়।
বিক্রমে অতুল আমি কহিনু নিশ্চয় ॥
ভোজপতি কংস ইহা করিয়া শ্রবণ।
কোপেতে কম্পিত দেহ হইয়া তখন ॥
বসুদেবে বধিবারে ভাবিয়া অন্তরে।
সত্বরে শাণিত অসি ধরিল স্বকরে ॥
ইহা দেখি ঋষি কহে কি কর রাজন।
বসুদেবে প্রাণে বধ করিলে এখন ॥
এ সংবাদ যদি শুনে উভয় তনয়।
নিশ্চয় পলায়ে যাবে মনে পেয়ে ভয় ॥
বসুদেবে বধ রাজা না হয় উচিত।
রাম কৃষ্ণ বধ হেতু করহ বিহিত ॥
একপ মন্ত্রণা দিয়া নারদ তখন।
রাখিল কৌশলে বসুদেবের জীবন ॥
কিন্তু দুরাচার কংস কুপিত হইয়া।
অবিলম্বে লৌহময় পাশ আনাইয়া ॥
দেবকী ও বসুদেবে করিয়া বন্ধন।
রাখিলেক কারাগারে দোঁহারে তখন ॥
নারদ বিদায় লয়ে গেলে কিছু দূর।
কেশি নামে মহাদৈত্যে কহে কংসাসুর
হ'তেছ আমার তুমি জ্ঞাতি মহাজন।
মম আজ্ঞা অবহেলা না কর কখন ॥
অবিলম্বে ব্রজপুরে গমন করিয়া।
রাম কৃষ্ণে বধ করি আসিবে চলিয়া ॥
ইহা কহি ডাকি কংস সুমন্ত্রী সকল।
চাণূর মুষ্টিক আর শল্য মহাবল ॥
তোষনক আদি যত অমাত্য সুজনে।
প্রধান প্রধান আর বুদ্ধিমানগণে ॥
আহ্বান করিয়া কংস কহেন তখন।
উপায় বিধান এবে করহ এখন ॥
রাম আর কৃষ্ণ উভে মম শত্রু হয়।
বৃন্দাবনে থাকি মম জ্ঞাতি করে ক্ষয় ॥
আর কেহ নহে তারা করিনু শ্রবণ।
নারদের মুখে বসুদেবের নন্দন ॥
বৃন্দাবনে রহিয়াছে নন্দের সদনে।
তাঁহাদের হস্তে আমি মরিব জীবনে ॥
দেবর্ষি এ সমাচার দিলেন আমায়।
আমারো জন্মেছে ভয় তাঁহার কথায় ॥
চাণূর মুষ্টিক ইহা শুনিয়া তখন।
উদ্যত হইল ব্রজে করিতে গমন ॥
বলে তুমি দৈত্যপতি কিবা তব ভয়।
মোদের সম্মুখে বল কে জীবিত রয় ॥
কংস কহে শুনিয়াছি উভে মহাবীর।
নারায়ণরূপে উভে বুদ্ধিতে গভীর ॥
বৃন্দাবনে নিজ স্থানে থাকি দুই জন।
পুতনাদি কত দৈত্যে করিল নিধন ॥
কৌশলে আনিতে হবে দুয়ে মথুরায়।
মল্ললীলাক্রমে বধ করহ ত্বরায় ॥
মল্লভূমি মধ্যে সবে সত্বরে এখন।
বিবিধ প্রকার মঞ্চ করহ রচন ॥
আরো এ সংবাদ দাও সবে স্থলে স্থলে
ব্রজ আর জনপদবাসীরা সকলে ॥
মল্লযুদ্ধ দেখে সবে আসি মথুরায়।
যাহার হইবে ইচ্ছা বাধা নাহি তায় ॥
চাণূরে কহিল রাজা তুমি শুন আর।
কুবলয়াপীড় মম হস্তী যে দুর্ব্বার ॥
রঙ্গদ্বারে রাখি সবে তাহার দ্বারায়।
বধিবে জীবন মম বৈরি দোঁহাকার ॥
আগামী যে চতুর্দ্দশী তিথি সম্মুখেতে।
ধনুর্যজ্ঞারম্ভ হোক্ সেই দিবসেতে ॥
ভূতরাজ ঈশ্বরের প্রীতির কারণ।
বিশুদ্ধ পশ্বাদি বলি হউক এখন ॥

এইরূপে দৈত্যপতি সিদ্ধান্ত করিয়া।
মন্ত্রিগণে বলিলেন কৌশল করিয়া॥
যাঁহার কৌশলে জীবে এই চরাচর।
কিবা থাকে বল দেখি তাঁর অগোচর॥
দৈত্যপতি মন্ত্রী প্রতি এই আজ্ঞা দিয়ে।
যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরেরে ত্বরিতে ডাকিয়ে॥
স্বীয় করদ্বারা কর ধরিয়া তাহার।
কহিল অক্রূর তুমি অতি সদাচার॥
আজি কর বন্ধুকার্য্য আমার কারণ।
আমাকে যদ্যপি থাক ভাবিয়া আপন॥
ভোজ বৃষ্ণি বংশ মধ্যে তুমি হে আমার।
তোমা ভিন্ন হিতকারী কেহ নাহি আর॥
অমরগণের প্রতি বাসব যেমন।
বিষ্ণুকে আশ্রয় করি সার্থ প্রাপ্ত হন॥
তোমাকে আশ্রয় করি আমি মহাশয়।
সংসারে স্বকার্য্য আজ সাধিব নিশ্চয়॥
ওহে সৌম্য [illegible] যাও [illegible]।
তথা [illegible] দুই [illegible] কুমার॥
[illegible]।
[illegible] শুনি [illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible] নন্দন॥
[illegible]।
[illegible] এমন॥
[illegible] এক্ষণে।
ব্রজের নন্দাদি যত গোপগণ সনে॥
সেই দুই বালকেরে আনিহ সত্বরে।
আনীত হইলে তারা মথুরা নগরে॥
কালান্তক যম সম হস্তীর দ্বারায়।
নিধন করিব সেই ভাই দোঁহাকায়॥
হস্তী-হস্ত হ'তে যদি রক্ষা পায় তারা।
বজ্রের সদৃশ মম মল্লদের দ্বারা॥

বিনাশিব পরে দুই শিশুরে নিশ্চয়।
নিহত হইয়া তারা যাবে যমালয়॥
তাহাদের পিতা মাতা বন্ধু যে সকল।
কাঁদিবেক বৃষ্ণি ভোজ হারাইয়া বল॥
বৃদ্ধ উগ্রসেন যিনি জনক আমার।
মম রাজ্য লইবারে বাসনা তাঁহার॥
তাঁর সহ তদনুজ দেবক দুর্জ্জনে।
অপর অপর মম যত দ্বেষ্টাগণে॥
জীবিত কাহারে আমি না রাখিব আর।
সবাকারে অনায়াসে করিব সংহার॥
সকলে অনিষ্ট মম করিছে চিন্তন।
সহজেই এ সকলে করিব নিধন॥
ওহে মিত্র তার পরে ধরণী-আমার।
কণ্টক বিহনে হবে সুখের আগার॥
যদ্যপি এমত বল আত্মীয় স্বজনে।
বধিলে এ রাজ্য রক্ষা করিব কেমনে॥
সে হেতু কিছুই চিন্তা নাহি মম মনে।
মম গুরু জরাসন্ধ বিখ্যাত ভুবনে॥
দ্বিবিদ আমার সখা মহাবলবান।
শম্বর নরক সখা সবে মতিমান্॥
এই তিন মহাসুর ভূষণ ধরার।
ইহাদের সহ আছে প্রণয় আমার॥
এই সব মহাসুরে সহায় লইয়া।
অমর কিঙ্করে আমি আহত করিয়া॥
অনায়াসে রাজ্য ভোগ করিব ধরায়।
আমার উদ্দেশ্য যাহা কহিনু তোমায়॥
কহিনু সকল কথা তোমারে এক্ষণে।
সত্বরে গমন কর সেই বৃন্দাবনে॥
ধনুর্যজ্ঞ নিমন্ত্রণ দিয়া মথুরার।
শোভা দেখাইব ইহা করিয়া প্রচার॥
রাম কৃষ্ণ নামে দুই দেবকী-নন্দনে।
আনয়ন কর মম মথুরা ভবনে॥
কংসাসুর অক্রূরেরে কহিলে এমন।
শ্রবণ করিয়া কহে অক্রূর তখন॥
বলিলে নৃপতি যাহা আমার নিকটে।
সত্য সত্য এ বিষয় হিতকর বটে॥

ইহাতে রবে না তব মৃত্যু ভয় আর।
যদ্যপি বধিতে পার দেবকী-কুমার ॥
ওহে নৃপ হেন কার্য্য কর কি কারণে।
কর্ত্তব্য বলিয়া মম নাহি লয় মনে ॥
অনন্তর ভবিতব্য ভাবনা করিয়া।
কহেন অক্রূর সেই দৈত্যে সম্বোধিয়া ॥
মম মতে শুভ ইহা না বুঝি রাজন।
দৈবের লিখন জানি স্থির কর মন ॥
সিদ্ধি আর অসিদ্ধিরে জ্ঞান করি সম।
থাকিলে মঙ্গল হয় বোধ হয় মম ॥
যে হেতু দৈবই ফলদাতা হয়ে থাকে।
দৈব অবহেলি নাশ করে আপনাকে ॥
দৈবদ্বারা মনোরথ হইলে বিফল।
তাহায়ে ভাবয়ে ধীরে দৈবের কৌশল ॥
দৈববলে অবহেলা করে যেই জন।
আপনিই কর্ত্তা হয়ে করে বিচরণ ॥
দেবতার প্রতিকূল কহিলাম রায়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায় ॥
জন্মি জীবে পায় হর্ষ শোক বা কখন।
দৈববশে এ বিধান কহে সাধুজন ॥
তথাপি যে আজ্ঞা তুমি করিলে আমার।
নিশ্চয় সে আজ্ঞা তব সাধিব ত্বরায় ॥
কিন্তু বাক্য নিজ হিত ভাব ভাল করি।
না করিও কোন কাজ দৈব পরিহরি ॥
এত শুনি দৈত্যপতি না করি চিন্তন।
অক্রূর কহিল বন্ধু যাও বৃন্দাবন ॥
স্বকার্য্য সাধন জন্য করিয়া আদেশ।
নিজ অন্তঃপুরমধ্যে করিল প্রবেশ ॥
অক্রূর তখন বহু চিন্তা করি মনে।
উপস্থিত হইলেন আপন ভবনে ॥
নিকট হইল মৃত্যু ভাবি সেই জন।
প্রস্তুত হইল যাইবারে বৃন্দাবন ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

কেশী বধ

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
হরির অপূর্ব্ব লীলা কে করে বর্ণন ॥
পূর্ব্বে বলিয়াছি তুমি করেছ শ্রবণ।
কেশী নামে মহাদৈত্যে করি সম্বোধন ॥
ব্রজেতে পাঠাল তারে বধিবারে হরি।
মায়ার কৌশলে নানা মায়া ভাব ধরি।
কংসের কথায় দৈত্য আসি বৃন্দাবন।
মায়ায় অশ্বের মূর্ত্তি করিল ধারণ ॥
বায়ু সম বেগগামী অশ্বরূপ ধরি।
খুরাঘাতে অবনীরে বিদারণ করি ॥
কেশর চালনে তার ওহে মহাবল।
যে সকল মেঘ আর বিমান সকল ॥
বিক্ষিপ্ত হইতেছিল তাহার দ্বারায়।
উদ্ধ অধঃ ছাড়ি দৈত্য গর্জ্জিয়া বেড়ায়।
হ্রেষারব করি আসে গ্রামেতে তখন।
ত্রাসিত হইল তাহে ব্রজেন্দ্র ভবন ॥
ব্রজবাসি গণ তার নিষ্ঠুর নিনাদ।
শ্রবণ করিয়া মনে গণিল বিষাদ ॥
পুচ্ছরোম দ্বারা তার জলধর মত।
ঘূর্ণিত হইতেছিল গগনে সতত ॥
আর সেই দুরাচার শ্রীকৃষ্ণের সনে।
সংগ্রাম করিবে ইহা স্থির করি মনে ॥
গর্জ্জন করিয়া করে হরি অন্বেষণ।
জানিলেন মনে মনে দেব নারায়ণ ॥
অবিলম্বে গিয়া কৃষ্ণ কেশীর গোচরে।
আহ্বান করেন তারে সমরের তরে ॥
কৃষ্ণের গর্জ্জন কেশী যেমন শুনিল।
সিংহবৎ সিংহনাদ করিয়া উঠিল ॥
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে করিয়া দর্শন।
মুখেতে গ্রাসিবে যেন এ ভাবে বদন ॥
বিস্তার করিয়া হরি-অভিমুখে গিয়া।
অতি রোষে পশ্চাতের দুই পদ দিয়া ॥

আঘাত করয়ে মনে ভাবিয়া এমন।
নিশ্চয় তাঁহাকে প্রাণে করিতে নিধন॥
কংসের প্রেরিত সেই দৈত্য দুরাচার।
অত্যন্ত বিক্রম আর অতি মদভার॥
কিন্তু অবলীলাক্রমে হরি পরাৎপর।
তাহার আঘাতে নাহি হ'লেন কাতর॥
শ্রীকৃষ্ণে বধিতে কেশী স্থির করি মনে
আঘাত করিতেছিল যে দুই চরণে॥
সেই দুই পদ তার দুই করে ধরি।
লাগিলেন ঘুরাইতে হরি বনমালী॥
সিন্ধুমাঝে সর্প ধরি গরুড় যেমন।
ক্রীড়াবশে তটদেশে করয়ে ক্ষেপণ॥
সেইরূপ তুচ্ছ ভাবি শ্রীহরি অন্তরে।
একেবারে ফেলিলেন শত ধনু দূরে॥
তিল আধ ভয় হরি মনে না ভাবয়ে।
যথায় ছিলেন তথা রহেন দাঁড়ায়ে॥
কিয়ৎক্ষণ পরে দুষ্ট লভিয়া চেতন।
পুনশ্চ দাঁড়ায়ে করে ভীষণ গর্জ্জন॥
পুনর্ব্বার দুরাচার মুখ বিস্তারিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধায় কুপিত হইয়া॥
হাসিতে হাসিতে হরি নির্ভীক অন্তরে।
যেরূপে প্রবেশে সর্প অপর গহ্বরে॥
সেইরূপে বামবাহু মুখমধ্যে তার।
প্রবেশি দিলেন কিবা অতি চমৎকার॥
সামান্য মানব নহে প্রভু জনার্দ্দন।
কেশীর দশন ভাঙ্গে করিতে চর্ব্বণ॥
যেমন কৃষ্ণের বাহু দশনে ধরিল।
তপ্ত-লৌহ সম কর তখন হইল॥
শ্রীকৃষ্ণের বাহু তার কণ্ঠের ভিতর।
প্রবিষ্ট হইল সেই কেশীর উদর॥
উদরী-রোগের তুল্য বাড়িয়া উঠিল।
তাহে তার যাতনার সীমা না রহিল॥
যাহা ইচ্ছা তাহা কৃষ্ণ করেন ইচ্ছায়।
দৈত্যের উদরে হস্ত ক্রমে বৃদ্ধি পায়॥
কেশীর হৃদয়-বায়ু হইল নিরোধ।
তাহাতে কাতর হৈল দানব অবোধ॥
স্নিগ্ধ হৈল কলেবর স্থির দুনয়ন।
এলায়ে চরণ চারি করিয়া ক্ষেপণ॥
বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে।
প্রাণ বিসর্জ্জিয়া থাকে পড়িয়া ধরাতে॥
কর্কটিকা ফল দেখ যেমন প্রকার।
পরিপক্ক হ'লে হয় আপনি বিদার॥
সেরূপ বিদীর্ণ হ'লে গতাসু কেশীর।
দেহ হ'তে বাহু হরি করেন বাহির॥
যদিও সহজে শত্রু হইল সংহার।
তথাচ না গর্ব্ব করি কৃষ্ণ দয়াধার॥
মৌনভাবে সেই স্থানে রহেন তখন।
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ॥
ব্রজের গোপিনী যত চাহি কৃষ্ণ পানে।
মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে আনন্দিত মনে॥
এইরূপে গোপগোপী হইয়া মিলন।
শ্রীকৃষ্ণেরে নিত্য নিত্য করয়ে পূজন॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজকালী প্রফুল্ল অন্তর॥ ১-২৮

সপ্তদশ অধ্যায়।

অক্রুরের বৃন্দাবনে আগমন।

এদিকে অক্রুর রথে করি আরোহণ।
গোকুলের প্রতি সুখে করিলা গমন॥
মনে মনে চিন্তা করে অক্রুর সুমতি।
হেরিব সৌভাগ্যবশে সেই বিশ্বপতি॥
মম সম ভাগ্যবান্ নাহি কেহ আর।
জনম সার্থক আজি হেরিব আমার॥
যাহার বদনপদ্ম করিলে স্মরণ।
অখিল পাতক হয় সমূলে নিধন॥
অখিল বেদাঙ্গ হৈল যেই মুখ হ'তে।
সে মুখ দেখিব আজি আপন চক্ষেতে॥
যাঁহারে সকলে বলে পুরুষ উত্তম।
যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ হয় আচরণ॥
যাঁহার প্রীতির জন্য ইন্দ্র মতিমান্।
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান॥

ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র বসু অন্য দেবগণ।
যাঁহার স্বরূপ নাহি জানেন কখন ॥
সেই বাসুদেবে আজি আপন নয়নে।
সার্থক হইব দেখি পুলকিত মনে ॥
সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বাত্মা অব্যয়।
এই সব নামে যাঁরে ডাকে মুনীচয় ॥
সেই হরি আজি মোরে আহা মধুর বচনে।
করিবেন আলাপন [illegible] সনে ॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি রূপ করিয়া ধারণ।
বিশ্বের মঙ্গল করে যেই সনাতন ॥
সেই জন মম সনে আলাপ করিলে।
ইহা হতে কি সৌভাগ্য আছে মম ভবে ॥
মনোমত বাঞ্ছা সিদ্ধি করাবে [illegible]।
মানুষ-আকার ধরি সেই জনার্দ্দন ॥
ব্রজধামে অবস্থিতি করিছে এক্ষণে।
যে জন ধারণা ধরা পুলকিত মনে।
আমারে অক্রুর বলে সেই নারায়ণ।
ডাকিলেন সম্বোধিয়া মধুর বচন ॥
তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলে।
মায়াজালে বন্দী হয়ে আছয়ে সংসারে ॥
তাঁহার কৃপায় হয় অজ্ঞান বিনাশ।
যজ্ঞীয় পুরুষ যিনি যাজ্ঞিকের ভাস ॥
সনাতন সেই বিষ্ণু বিশ্বের ঈশ্বর।
ভক্তিভরে নমি তাঁর চরণ উপর ॥
সদসৎ সব যাঁহে আছে প্রতিষ্ঠিত।
প্রসন্ন হউন তিনি আমাতে নিশ্চিত ॥
নির্ব্বিকার তুমি হরি ওহে ভগবন্।
পরম পুরুষরূপী বেদের বচন ॥
শরণ লইনু আমি চরণে তোমার।
তোমা ভিন্ন কেবা বল ভব করে পার ॥
এইরূপে হরি চিন্তা করিতে করিতে।
অক্রুর গোকুলে আসি সন্ধ্যার পূর্ব্বেতে ॥
দেখিলেন তথা আসি কমললোচন।
করিছেন হাস্যমুখে সুখে গোদোহন ॥
আজানুলম্বিত বাহু অতি মনোহর।
নীলোৎপলদলশ্যাম [illegible] সুন্দর

শ্রীবৎস শোভিছে কিবা বক্ষের উপরে।
মরি কিবা বনমালা বিরাজিছে গলে ॥
কটিদেশে শোভা পায় কিবা পীতাম্বর।
[illegible] আছে দেব হলধর ॥
[illegible] কৈলাস সমান।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

— ※ —

অক্রুরের সহিত কৃষ্ণের কথোপকথন, কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা, গোপিকাগণের বিলাপ, অক্রুরের যমুনাজলে অবগাহন ও দিব্যরূপ দর্শন এবং স্তব।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
অক্রুরের সহ হরি-কথোপকথন ॥
গোপনে ডাকিয়া হরি অক্রুর সুজনে।
জিজ্ঞাসে একত্রেতে বলরাম সনে ॥
তুমি দেব আমাদের দেও পরিচয়।
কেমনে আছেন মাতা পিতা মহাশয়

পূর্ব্ব কথা জিজ্ঞাসিয়া প্রভু নারায়ণ ।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে কৌশলে তখন ॥
হে পিতৃব্য করিতেছি তোমারে জিজ্ঞাসা ।
সুখেতে হয়েছে তব ব্রজধামে আসা ॥
সুখে বা সম্পদে তাতঃ কুশল তোমার ।
সুহৃদ সপিণ্ড সহ বান্ধবাদি আর ॥
সবে তো সুখেতে কাল করিছে হরণ ।
সবে তো নীরোগ দেহে আছেন এখন ॥
নাম মাত্র মাতুল সে কংস দুরাশয় ।
আমাদের কুলন শী কণ্টক নিশ্চয় ॥
চক্রান্তে থাকিতে সে জ্ঞাতি সবাকার ।
প্রজা সবাকার আর শুভ সমাচার ॥
জিজ্ঞাসা বৃথা ইহা করা জানিতেছি মনে ।
সকলেই কষ্ট পায় খলের কারণে ॥
সে যা হোক্ ওগো তাত মহাদুঃখ গণি ।
আমা দোঁহাকার জন্য জনক জননী ॥
বহু দুঃখে করিছেন জীবন যাপন ।
জীবিত পুত্রের শোকে তারা প্রাপ্ত হন ॥
শুনেছি আছেন তারা বন্ধন দশায় ।
আমরা কবেন মুক্ত হবে হায় হায় ॥
হে পূজ্য আপনি বন্ধু আমাদের হন ।
ভাগ্যক্রমে অদ্য আসি দিলে দরশন ॥
ভালই হইল তাত কি আর বলিব ।
আমারো বাসনা ছিল সাক্ষাৎ করিব ॥
সে যা হোক্ ওগো তাত জিজ্ঞাসি এখন ।
কি কারণে হইয়াছে ব্রজে আগমন ॥
ছলেতে কহিল হরি এ হেন ভারতী ।
মধুবংশোদ্ভব সেই অক্রুরের প্রতি ॥
যে কথা জিজ্ঞাসে তাঁয় প্রভু নারায়ণ ।
যথাযথে কহে সাধু সকল তখন ॥
যেই কালে যেই ভাবে কংস-দুরাচার ।
যাদবগণের প্রতি করে অত্যাচার ॥
বসুদেবে বধিবারে যথা কৈল মন ।
উভয়ে শৃঙ্খলে বাঁধি রাখিল যেমন ॥
পাষাণ চাপায়ে বুকে রাখি নিরাহারে ।
প্রহরী সহিতে রাখে ঘোর কারাগারে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদে যথা দুই জন ।
হরি হেরিবারে মাত্র রাখিল জীবন ॥
ছলে ধনুর্যজ্ঞারম্ভ করে যে কারণ ।
একে একে কহিলেন অক্রুর সুজন ॥
যেমন চাণুর আর মুষ্টিক দ্বারায় ।
হরি-বধ্যভূমি কৈল সেই মথুরায় ॥
আপনি আসেন ব্রজে কংসদূতরূপে ।
বসুদেব পুত্র তিনি হন যেইরূপে ॥
কংস কথা শুনে যাহা নারদের মুখে ।
সমস্ত অক্রুর কহে শ্রীহরি সম্মুখে ॥
এই সমুদায় কথা করিয়া শ্রবণ ।
দৈত্য-নিসূদন হরি আর সঙ্কর্ষণ ॥
হাস্য করি উঠিলেন তখন সত্বরে ।
বলে তাত ভয় কিবা তোমার অন্তরে ॥
দুষ্ট-নিসূদন মোরা ভাই দুই জন ।
অবশ্য আত্মীয়-দুঃখ করিব মোচন ॥
এত বলি দুই ভাই হইলেন অন্তরে ।
উপনীত হন আসি নন্দের গোচরে ॥
কংসাসুর নিমন্ত্রণ করিল যেমন ।
বিজ্ঞাপন করিলেন তাঁহাকে তখন ॥
বিদিত হইয়া নন্দ যত গোপগণে ।
আহ্বান করিয়া আনি আপন স্থানে ॥
কহিলেন শুন ওহে গোপের সমাজ ।
ধনুর্যজ্ঞ করিছেন কংস মহারাজ ॥
পাঠাইয়া দিয়াছেন অক্রুর সুজনে ।
মধুপুরে যাই চল সবে নিমন্ত্রণে ॥
ক্ষীরাদি গোরস করি সংগ্রহ এখন ।
উত্তম উত্তম আর লয়ে উপায়ন ।
শকট যোজন সবে করহ সত্বরে ।
নিশ্চয় যাইতে হবে মথুরা নগরে ॥
দেখা যাবে তথা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান ।
অই দেখ কত লোক করিছে পয়াণ ॥
এইরূপ বলি নন্দ প্রহরী দ্বারায় ।
সংবাদ দিলেন ক্রমে ব্রজে সবাকায় ॥
নন্দের অনুজ্ঞামতে ব্রজবাসী জন ।
মথুরা যাইতে সবে করে আয়োজন ॥

এ কথা শুনিয়া যত গোপাঙ্গনাগণ ।
কি ভাব ধরিল বৎস করহ শ্রবণ ॥
অক্রূর আসিয়া ব্রজে নন্দের নন্দনে ।
লইয়া যাইবে ধনুর্যজ্ঞ নিমন্ত্রণে ॥
প্রভাত হইলে নিশি যত গোপগণ ।
হরি সহ মথুরায় করিবে গমন ॥
এ কথা শুনিলে সবে গোপাঙ্গনাগণ ।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল তখন ॥
অক্রূর রথেতে আসি হৈল উপনীত ।
শ্রবণ করিয়া হৈল অত্যন্ত তাপিত ॥
হৃদয়ে বিরহ হয় এমত প্রবল ।
নিশ্বাসে দেখায় তাহা গোপিনীর দল ॥
প্রফুল্ল কমল তুল্য দিব্য হাস্যানন ।
একেবারে শুষ্ক হৈল বিরহ কারণ ॥
শোকাবেগ হেতু বহু বহু গোপীকার ।
দুকুল বলয় হার কেশগ্রন্থি আর ॥
খুলিয়া ভূমেতে পড়ে নাহি তাহে মন ।
বোধ হয় দেহে যেন নাহিক জীবন ॥
শ্রীহরির ধ্যান জন্য গোপিকা-নিকর ।
অধীর-ইন্দ্রিয় সবে প্রেমেতে কাতর ॥
বাহ্যবৃত্তি সমুদয় নিরুদ্ধ তখন ।
মুক্তজন সম তাঁরা সমাহিত হন ॥
ভাবেতে আপন দেহ জানিবারে পারে ।
ভাবি বিরহেতে মুগ্ধ হয় একেবারে ॥
কোন কোন গোপাঙ্গনা ভাবিল তখন ।
শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ সুহাস্য আনন ॥
উচ্চারিত শ্রীহরির সপ্রেম বচন ।
একে একে স্মরি হয় মোহিত তখন ॥
কোন কোন গোপী তাঁর সুন্দর গমন ।
প্রেম চেষ্টা অনুভবে সহ দরশন ॥
অপূর্ব্ব প্রশংস্য আর উদার চরিত ।
চিন্তা করি বিধবের প্রায় হয় ভীত ॥
বিহ্বল হইল ভাবি সবে মনোদুঃখ ।
দলবদ্ধ হয়ে কাঁদে ত্যজি গৃহসুখ ॥
বিলাপ করয়ে স্নেহে হইয়া মগন ।
নিজ নিজ চিত্ত করি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ ॥

শ্রীহরি করিয়া প্রেম মজায়ে সকলে ।
মন প্রাণ হরি যায় মথুরামণ্ডলে ॥
হরি অদর্শনে কষ্ট ভাবিয়া তখন ।
কাঁদিতে থাকিল বসি যত গোপীগণ ॥
বিধাতার প্রতি কোপ প্রকাশিয়া কয় ।
ওহে বিধি দয়াশূন্য তোমার হৃদয় ॥
মৈত্র প্রেম স্নেহবশে সৃজি নারীজন ।
প্রথমে দেখায়ে ভোগ প্রেম স্নেহ ধন ॥
সমাপ্ত না হ'তে ভোগ করহ হরণ ।
মূর্খ ব'ল মোরা সবে তোমা সে কারণ ॥
বুদ্ধিহীন বালকের চেষ্টা যে প্রকার ।
তোমার অবোধ চেষ্টা ধরে সে আকার ॥
মাধবের শ্যামবর্ণ সুন্দর বদন ।
কুন্তলে আবৃত যাহা হয় সুশোভন ॥
কপোল শশাঙ্ক সম কেমন সুন্দর ।
উন্নত নাসিকা আহা কিবা মনোহর ॥
গূঢ় হাস্য নেহারিলে মোহ যায় দূরে ।
ভবসুখ ছাড়ি ভাবে সে পদ কমলে ॥
সে মুখ দেখায়ে বিধি সবে একবার ।
মায়ায় ঢাকিছ কেন তাহা পুনর্ব্বার ॥
অতীব নির্দ্দয় তুমি তোমারে কি কব ।
সাধুতুল্য কভু নহে এই কার্য্য তব ॥
অতিশয় ক্রূর তুমি জেনেছি বিশেষ ।
তুমিই এসেছ ধরি অক্রূরের বেশ ॥
গোপীগণে দিয়াছিলে তুমি যেই ধন ।
বিশ্বাসঘাতক সম করিছ হরণ ॥
দয়া করি দিয়া বিধি সবে নেত্রদান ।
দেখাও কৃষ্ণের দেহ কত শোভা স্থান ॥
কভু নেত্র কভু হেরি সুন্দর বদন ।
কোথায় আনন্দে থাকি যত গোপীগণ ॥
সৃষ্টির নৈপুণ্য তাহে ছিল চমৎকার ।
করিতাম নেত্র লভি প্রশংসা তোমার ॥
বুঝিয়াছি মোরা সবে তব অভিপ্রায় ।
দেখিতে দিবে না আর কৃষ্ণে গোপীকায় ॥
তাহাতেই ওহে বিধি হয়ে ক্রুদ্ধমন ।
স্থানান্তরে করিতেছ মাধবে প্রেরণ ॥

আমাদের নেত্র হন শ্রীনন্দ কুমার।
সে আঁখি হরিলে তুমি আমা সবাকার॥
এইরূপে গোপীগণ বিধির উপর।
হরি-প্রেমে তিরস্কার করে পরস্পর॥
কোন গোপী সকাতরে আর জনে কহে
শ্রীহরির ভালবাসা স্থির কভু নহে॥
পতি পুত্র গৃহ ধন আর পরিজন।
সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া এখন॥
লইয়াছি দাস্য তাব ভাবি প্রাণধন।
বশে আছি প্রেমমূর্ত্তি করি দরশন॥
এমন বন্ধুত্ব ত্যজি দেখহ কেমনে।
আমা সবে ভুলি যান মথুরা ভবনে॥
আমরা পাব না আর দরশন তাঁর।
কপট পিরীতি তাঁর বুঝিনু এবার॥
যুক্তি স্থির কর সখী সকলে এখন।
কেমনে মথুরাগতি হবে নিবারণ॥
অন্য গোপী কহে মম অনুভব হয়।
মথুরা বাসিনা যত যুবতী নিচয়॥
রাত্রি সুপ্রভাত হোক এমন বলিয়া।
আশীষ প্রার্থনা করে ঈশ্বরে পূজিয়া॥
পুরাইতে হরি সবে বাসনা যেমন।
নিশিশেষে করিবেক মথুরা গমন॥
শ্রীহরির মুখপদ্ম কটাক্ষ সহিত।
প্রেম হাসি প্রেম মধু তাহে সংযোজিত
সে অধর মধুপান করিতে পাইবে।
দেবের অমৃত তুচ্ছ তাহাতে ভাবিবে॥
মৃদুপ্রেমবাক্যে সেই যুবতী-নিচয়।
মুকুন্দের চিত্ত লয়ে হরিয়া নিশ্চয়॥
শ্রীহরি তাদের হেরি ভাব সুকোমল।
বিনয়েতে ভুলিবেন গোপিনী সকল।
আর নাহি তুষিবারে আমা সবাকার।
এই স্থানেতে আসিবেন হরি পুনর্ব্বার।
হায় হায় আমাদের প্রেমভোগ্য ধন।
অপরে করিবে সখী সম্ভোগ এখন॥
দাশার্হ অন্ধক আদি যত সাধুজন।
সকলে করিবে পূজা হেরি নারায়ণ॥

আনন্দে পূরিবে সেই মথুরা নগর।
যেমন যাবেন তথা শ্যাম নটবর॥
দর্শন করিবে সবে হরিষ অন্তরে।
কতই করিবে পূজা যশোদা কুমারে॥
পথেতে যাইলে হরি যাত্রা তখন।
পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে করবে দর্শন॥
তাহাদের নয়নেতে বাড়িবে উৎসব।
আজ হ'তে মথুরার বাড়িল গৌরব॥
ব্রজের গৌরব গেল মোরা দৈন্য পর।
আমাদের ধনে শোভে মথুরা নগর॥
এরূপে বিলাপ করে ব্রজাঙ্গনাগণ।
অক্রুরের প্রতি কোপ করিয়া তখন॥
মনে মনে কহে যার এরূপ ব্যভার।
দয়ার নাহিক লেশ অন্তরে যাহার॥
তাহার অক্রুর নাম না ধরা উচিত।
অতি নিদারুণ সেই অক্রুর নিশ্চিত॥
বিরহ অনলে ফেলি ব্রজ গোপীকারে।
না বুঝায়ে না জানায়ে ইচ্ছা অনুসারে
যেই ধন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অতি।
সেই হরি লয়ে যাবে সেই ক্রূরমতি॥
এত বলি কাঁদে গোপী বসিয়া অঙ্গনে।
প্রভাত হইল নিশি ক্রমে সেইক্ষণে॥
সুদীর্ঘ যামিনী যেন পলকে অতীত।
নেহারি কাতর হয় গোপীজন চিত॥
একে একে সবে গিয়া নিকুঞ্জ কাননে
মনের দুঃখেতে কাঁদে হরির কারণে॥
প্রভাত হইল সই দুঃখের যামিনী।
অধীরা হইয়া কহে কতেক গোপিনী॥
একত্র হইয়া কহে কি ঘটিল সই।
কপালের গুণে শশী হীনপ্রভ অই॥
বিধাতা পাঠায়ে রবি বিকট কিরণে।
চন্দ্রে গ্রাস করি লয় মোদের জীবনে॥
অই শুন ভেরী রব হয় ঘন ঘন।
মৃদঙ্গ পণব বাজে ভেদিয়া গগন॥
অই দেখ রথে আসি ব্রজের মাঝার।
ব্রজকুল রবি ঢাকি করিল আঁধার॥

অই যে বিবিধ সাজে সাজি গোপদল।
অক্রুর সহিত লয়ে যায় প্রাণেশ্বর ॥
রথে উঠিবারে ভার হলেন তৎপর।
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় গোপাল নিকর।
শকট লইয়া ত্বরা করিছ গমন।
বৃদ্ধেরাও কেহ নাহি করিছে বারণ ॥
দেখিতেছি এক সহ গোপা সবাকার।
বিধি প্রতিকূল চেষ্টা করে অনিবার ॥
অনুকূল হইলে কি এ ঘটনা হয়।
দৈব প্রতিকূল বলি বিপদ নিশ্চয় ॥
আর সখী বলে দৈব বল কি করিত।
হয় বজ্রপাত নয় অনিষ্ট হইত ॥
তাহা হইলে নিবারিত হইত গমন।
ভাগ যদি প্রাণ গিয়া থাকে কুঞ্জবন ॥
অনন্তর কোন গোপী এইরূপ কয়।
সাহসে আশ্রয় এস করি এ সময় ॥
সকলে মিলিয়া চল রথ-সমীপেতে।
মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে দিব না যাইতে ॥
কুলবৃদ্ধ আত্মীয়েরে কিবা লজ্জাভয় ॥
শ্রীহরি হইতে সখা শ্রেষ্ঠ তারা নয় ॥
হরির বিরহ অর্দ্ধ নিমিষ কখন।
সহিতে নারিব আর থাকিতে জীবন ॥
ভাবি কষ্টে ভাবি সবে চিত্ত এইক্ষণে।
কিরূপ হয়েছে সখী ভেবে দেখ মনে ॥
এরূপ অবস্থা দেখি হয়েছে যখন।
মান লজ্জা ভয়ে বল কি কাজ তখন ॥
সখিগণ দেখ যার জন্য সুললিত।
মনোহর প্রেমলীলা সর্ব্ব মনোনীত ॥
প্রেম আলিঙ্গনে রাসক্রীড়ায় সবায়।
যাপিনু সমস্ত রাত্রি যেন ক্ষণ প্রায় ॥
প্রেমের রতন সেই শ্রীকৃষ্ণ বিহনে।
বিরহ সাগরে পার হব কেমনে ॥
দিবা অবসানে সেই হরি গুণান্বিত।
ব্রজশিশুগণ দ্বারা হইয়া বেষ্টিত ॥
আসিতেন ব্রজ মাঝে প্রেমের নয়নে।
বাঁশরী বাজায়ে অতি পুলকিত মনে ॥

ব্রজে আসি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি।
যিনি আমাদের চিত্ত লয়েছেন হরি ॥
তাঁহার অভাবে বল আমরা কেমনে।
জীবন ধরিয়া রব কিক এ জীবনে ॥
সেই কৃষ্ণধন বনে করি বিচরণ।
দিবাশেষে ব্রজধামে আসেন যখন ॥
গাভাদের খুরধূলি আবার তাঁহার।
কেশ সহ গলাস্থিত বনফুলহার ॥
অতি মনোহর রূপে হয় ধূসরিত।
সে রূপ বিহনে থাকি কিরূপে জীবিত ॥
কৃষ্ণাসক্ত চিত্ত ছিল ব্রজনারীগণ।
ক্রমেতে বিরহাতুরা হইয়া তখন ॥
লোক লজ্জা বিসর্জন দিয়া একেবারে।
রথপাশে আসি হেন মত সকলে ॥
উচ্চরবে কহে ওহে শ্রীমধুসূদন।
মোদের ভুলিয়া কোথা করিছ গমন ॥
আমাদের পরিহরি গমন করিলে।
তখনি মরিব মোরা পড়িয়া সলিলে ॥
ওহে হরি মথুরায় মঙ্গল হবে না।
পদাশ্রিতা দাস গণে প্রাণে বধিও না ॥
কুলমান লোক লজ্জা সব পরিহরি।
রয়েছি কেবল পদ শ্রীচরণ ধরি ॥
হায় হায় মনোদুঃখ বলিব কাহারে।
কার ধন কেবা আসি হরে লয়ে যায় ॥
ওগো ব্রজভূমি কর কত মাবে আর।
যে হরির পদচিহ্ন ভূষণ তোমার ॥
সে ভূষা হৃদয়ে ভূমি ধারণ করিয়া।
ভাগবতী হয়ে আছ দৈবের নিন্দনা ॥
না জানি মথুরাপুরী কি সাধনা কৈল।
তোমার সৌভাগ্য আজি হরিয়া লইল ॥
এইরূপে গোপীকারা করয়ে রোদন।
তাহাদের দুঃখে দুঃখী না হবে তপন ॥
উদয় অচলে আসি হলেন উদিত।
হেরিয়া অক্রুর মনে হন আনন্দিত ॥
সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম করি সমাপন।
রাম কৃষ্ণ লয়ে রথে করি আরোহণ ॥

ক্ষণেক বিলম্ব আর ব্রজে না করিয়ে।
মথুরার দিকে রথ দিলেন চালায়ে ॥
নন্দ আদি গোপগণ হয়ে হরষিত।
অসংখ্য কলস করি দুগ্ধেতে পূর্ণিত ॥
শকটে তুলিয়া আর লয়ে উপাদান।
পশ্চাতে পশ্চাতে তার করিল গমন ॥
গোপীকারা বিরহেতে ব্যাকুল হইয়া।
বিগলিত ধারে অশ্রু বর্ষণ করিয়া ॥
একদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের চাহিয়া বদন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে করিল রোদন ॥
কভু শিরে কর হানে কভু বা মূর্চ্ছিত।
নেত্রজলে শুষ্ক নদী হয় প্রবাহিত ॥
একবার কাঁদে পুন মুছিয়া নয়ন।
তখনি উঠিয়া হেরে হরির চরণ ॥
রথ হইতে হেরি হরি সেই গোপীগণে।
একদৃষ্টে চাহিলেন করুণ নয়নে ॥
মায়া মূর্ত্তি ধরি হরি কাতরে তখন।
গোপীর সদনে আসি সম্বোধিত হন ॥
একভাব বশে দৈন্য আর ভাব নাশ।
দেখা দিয়া কহিলেন হৃদয় ভিতর ॥
স্থির হয়ে ভাব সবে মোরে দিয়া মন।
কভু না ত্যজিব আমি এই বৃন্দাবন ॥
বিরহে পাইলে সিদ্ধি মম প্রেম ধন।
নিরাকারে ভাবে দিব মনে দরশন ॥
প্রেম-সিদ্ধি কল ইহা ভাবিও না আর।
বিরহে ভাবিলে মোরে পাইবে আবার ॥
সন্তাপিতা গোপীগণে সপ্রেম বচনে।
এই কথা কহি হরি যান সেইক্ষণে ॥
তাহাতে আশ্বস্ত হয়ে ব্রজাঙ্গনাগণ।
কথঞ্চিত আনন্দিত হইয়া তখন ॥
রথের পতাকা চিহ্ন দেখে যতক্ষণ ॥
একদৃষ্টে চাহি সবে রহে ততক্ষণ ॥
যখন সে সব আর না হয় দর্শন।
তখন বিরহ-চিত্তে ব্রজাঙ্গনাগণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের গুণ গানে মোহিত হইয়া।
নিজ নিজ বাসে সবে আসিল ফিরিয়া ॥

আসিবেন নটবর কিছু দিন পরে।
এইরূপ গোপীগণ ভাবিয়া অন্তরে ॥
সেই দুই দিন থাকে বিরহে মগন।
দুই যুগ সম ভাবি করয়ে যাপন ॥
পরাশর কহে বৎস করহ শ্রবণ।
কি করিল তার পর প্রভু নারায়ণ ॥
ভগবান রাম হরি অক্রুরের সনে।
বায়ুসম বেগশালী রথ আরোহণে ॥
পাপক্ষয় যমুনার তটে উত্তরিয়া।
বিমান হইতে নামি স্নানাদি করিয়া ॥
করিলেন যমুনার মিষ্ট জলপান।
পান করি করিলেন শীতল পরাণ ॥
বৃক্ষাদির নিকটেতে একবার গিয়া।
সেই সব তরুগণে দরশন দিয়া ॥
বলভদ্র সহ আসি রথের উপরে।
বসিলেন হৃষীকেশ হরিষ অন্তরে ॥
অনন্তর রাম কৃষ্ণে অক্রুর সুমতি।
রথোপরে রাখে শেষে লয়ে অনুমতি ॥
যমুনার তীরে যান স্নানের কৌশলে।
করিতে যমুনা পূজা অতি কুতুহলে ॥
তীরে গিয়া ভাবে তবে সেই সাধুজন।
শুনিয়াছি কৃষ্ণ ধন ব্রহ্ম সনাতন ॥
মায়াময় নরমূর্ত্তি হেরিনু নয়নে।
আমারে বঞ্চিয়া মূর্ত্তি রাখে সঙ্গোপনে ॥
আমি অতি মূঢ়মতি সেই হেতু হরি।
নাহি দেখা দিল মোরে ব্রহ্মমূর্ত্তি ধরি ॥
এই তো যমুনা জল সুপবিত্র হয়।
স্নান করি পূজি ইথে শ্রীহরি নিশ্চয় ॥
নিমগ্ন হইয়া নীরে অক্রুর তখন।
সনাতন ব্রহ্মরূপ করেন চিন্তন ॥
হেরিলেন সাধু তবে জলের ভিতরে।
রামকৃষ্ণ বিরাজেন কমল উপরে ॥
বিস্মিত হইয়া ভাবে অক্রুর তখন।
রথে বসি রয়েছেন হরি সঙ্কর্ষণ ॥
পুনশ্চ উভয়ে হেরি সলিল ভিতরে।
তবে কি তাঁহারা নাই রথের উপরে ॥

বিষ্ণুপুরাণ,

জল হ'তে উঠি সাধু একরূপ বলিয়া।
দেখিলেন রথে দোঁহে আছেন বসিয়া॥
বিস্ময় ভাবিল মনে অক্রূর তখন।
সলিলে কি করিলাম মিথ্যা দরশন॥
পুনর্ব্বার জলমধ্যে নিমগন হয়ে।
দেখেন অনন্তরূপে [illegible] হয়ে॥
সুরাসুর নাগ যক্ষ আর সিদ্ধগণ।
কায়মনে করিতেছে তাঁহার স্তবন॥
সহস্র মস্তক তাঁর অতি সুশোভিত।
সমস্ত মাথায় আছে কিরীট স্থাপিত॥
পরিধান নীলাম্বর অতি সুশোভন।
মৃণালের সম তার কোমল বরণ॥
যেন বুঝি মরকত শিখর সহিত।
কৈলাস ভূধর যেন আছে বিরাজিত॥
তাঁর ক্রোড়ে অন্য এক পুরুষ সুন্দর।
বরণ নিবিড় শ্যাম ধরি পীতাম্বর॥
চারি বাহু অলঙ্কৃত অতি মনোহর।
অমল কমল সম নয়ন সুন্দর॥
অতিশয় শান্ত মূর্ত্তি করিলে দর্শন।
দূরে যায় ভবতাপ শুদ্ধ কিম্বা মন।
মনোহর ভুরু যুগ প্রসন্ন আনন।
হাস্য ও কটাক্ষ তাহে মোহন শোভন॥
কামের [illegible] পূর্ণ ভুরু মনোহর।
নাসিকা উন্নত তাহে শ্রবণ সুন্দর॥
কপোল [illegible] যেন [illegible] শশী।
বদন মণ্ডলে [illegible] আছে হাসি॥
আজানুলম্বিত [illegible] কটিতট।
[illegible] মনোহর॥
বক্ষঃস্থলে [illegible]।
[illegible] সহিত॥
ত্রিবলী [illegible] উদর সুন্দর।
[illegible] করাগ্রে নখর॥
[illegible] সম কিবা [illegible] সহিত।
হস্ত হ'তে [illegible] অতি বিরাজিত॥
[illegible] মণিময় কিরীট তাঁহার।
[illegible] বিরাজে হৃদে মুকুতার হার॥

কুণ্ডল অঙ্গদ আর নূপুর দ্বারায়।
মোহিত করিল যেন আপন শোভায়॥
চক্র গদা শঙ্খ চক্র সুন্দর কমল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভে কিবা শোভে বক্ষঃস্থল
বনমালা গলে শোভে অতি চমৎকার।
সুনন্দ নন্দাদি আছে পারিষদ তাঁর॥
সনক সনন্দ আদি বিধি পঞ্চানন।
সুরেশ্বর মরীচ্যাদি যত দেবগণ॥
প্রহ্লাদ ও ধ্রুব আর বসুগণ যত।
চারিধারে ভাগবত শোভে কত শত॥
ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে পরম যতনে।
উত্তম উত্তম বাক্যে তাঁহার সদনে॥
প্রেমপূর্ণ চিত্তে সবে মুদিয়া নয়ন।
করিতেছিলেন যত্নে তাহার স্তবন॥
মাতৃকাগণের সহ মহামায়া আর।
করিতেছিলেন প্রেমে সেবন তাঁহার॥
জলমধ্যে এইরূপ অক্রূর সুমতি।
দরশন করি মনে লভি প্রেম অতি॥
পুলকে পূর্ণিত দেহ হইল তাঁহার।
ভাবেতে কাঁপিল দেহ নেত্র অশ্রুভার॥
প্রেমেতে ভুলিল তাঁর নিজ প্রাণ মন।
মনে মনে ভাবিলেন তখন এমন॥
আমাদের এই কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর।
সঙ্কর্ষণ হন বলরাম সহোদর॥
অক্রূর দিলেন শির কৃষ্ণের চরণে।
প্রণাম করিয়া অতি পুলকিত মনে॥
সুপ্রেম আশ্রম করি অতীব বিনয়ে।
গদ গদ বচনেতে কৃতাঞ্জলি হয়ে॥
[illegible] কায়মনে করেন স্তবন।
ক্ষম ক্ষম অপরাধ ওহে নারায়ণ॥
আপনি বালক নহ পুরুষ-প্রধান।
আদি অন্ত নাহি তব তুমি ভগবান্॥
তাহার কারণ এই শুন যদুমণি।
অখিল কার্য্যের মাঝে কারণ আপনি॥
ওহে প্রভো আপনিই দেব নারায়ণ।
নাভিপদ্ম হ'তে তব জন্মে পদ্মাসন॥

সেই ব্রহ্মা হ'তে পরে ওহে দয়াময়।
ত্রিভুবন সমুদ্ভূত হয়েছে নিশ্চয়॥
ওহে ভগবান হরি দেব পীতবাস।
তুমি জল বহ্নি আর অনিল আকাশ॥
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার অব্যক্ত তত্ত্বচয়।
প্রকৃতি পুরুষ মন ইন্দ্রিয়-নিচয়॥
ইন্দ্রিয়-নিচয় আর শক্তি-দেবগণ।
যে সব পদার্থ হয় বিশ্বের কারণ॥
আপনার অষ্ট মূর্ত্তি হ'তে সমুদায়।
উৎপন্ন হয়েছে নাহি তাহাতে সংশয়॥
মায়া আদি যেই সব শক্তি নারায়ণ।
বিশ্ব কার্য্য দ্বারা হয়ে থাকে দরশন॥
জড় সব সেই সব হয় দরশন।
তুমি কিবা বস্তু তাহা কিছু জ্ঞাত নয়॥
ব্রহ্মাণ্ড মায়ার গুণে আবৃত থাকায়।
গুণাতীত রূপ তব দেখিতে না পায়॥
উহারা স্বরূপ তব না জানে কখন।
কিরূপে জানিবে তোমা অন্য জীবগণ।
যদিও কাহারো নহ গোচর শ্রীহরি।
তথাচ যে কোন পথ সমাশ্রয় করি॥
ভজনা করিলে তুমি তাহার মাঝারে।
দেখা দেও কৃপা করি ভকতে সংসারে॥
আমিহ অধ্যাত্ম [illegible] এ সংসার।
তৈজস অধিভূদেব করহ প্রচার॥
যোগী তোমা হেরে যোগে ভাবে মুনিগণ
নানা মূর্ত্তিময় ভাবে তোমা ভক্তজন॥
ত্রিভুবন সাক্ষী তুমি অন্তর্য্যামীরূপ।
সবার নিয়ন্তা তুমি [illegible]
তব উপাসনা [illegible]
আজীবন সঁপে মন তোমার চরণে॥
তুমি বাসুদেব তুমি রোহিণীকুমার।
তুমিই প্রদ্যুম্ন তুমি অনিরুদ্ধ আর॥
এই চতুর্ব্যূহে আর বিশ্বের মাঝারে।
কোটী কোটী নমস্কার করিহে তোমারে
প্রেমিকাজনের বশ তুমি নারায়ণ।
তব পাদপদ্মে করি সতত বন্দন॥

দানবগণের তুমি হও নাশকারি।
ওহে দেব তুমি শুদ্ধ বুদ্ধরূপধারী॥
নমস্কার তব পদে তুমি জনার্দ্দন।
বীর্য্যশালী কল্কিরূপ করিয়া ধারণ॥
ম্লেচ্ছপ্রায় যাবতীয় ক্ষত্রিয়-নিচয়ে।
নাশকারী তুমি তাই নমি পদদ্বয়ে॥
এইরূপে নানামতে করিয়া স্তবন।
আপন মোচন জন্য অক্রূর তখন॥
কহিলেন ওহে দেব লোক সমুদয়।
মোহিত হইয়া রহে তোমার মায়ায়॥
সহজে ইহারা এই মিথ্যা দেহাদিতে।
কর্ম্মমার্গে মত্ত হ'য়ে ভ্রমে মুগ্ধচিতে॥
কেবল ইহারা নাহি করিছে ভ্রমণ।
আমিও হইয়া মূঢ় ওহে ভগবন্॥
দেহ গেহ দারা আদি তনয়েতে আর।
স্বজন ও ধন যাহে বুঝিনু অপার॥
সেই সব সত্যবুদ্ধি করিয়া এখন।
নিরর্থক করিতেছি সংসারে ভ্রমণ॥
যে কারণ মূঢ় আমি শুন দয়াময়।
অনিত্য অনাত্মা ভাবে দুঃখ এই হয়॥
এই সব পদার্থেতে আমার এখন।
বিপরীত বুদ্ধিযোগে হ'তেছে ধারণ॥
যাতে অনিত্য কর্ম্মফলে রমাপতি
নিত্যজ্ঞান করিতেছি কি মম দুর্ম্মতি॥
অনাত্মা এ দেহে ধরিতেছি আত্মজ্ঞান।
এ বিষয়ে আমি প্রভো অতীব অজ্ঞান॥
দুঃখরূপ গৃহাদিতে সুখ ভাবি মনে।
অতিশয় মূঢ় আমি ইহার কারণে॥
সুখ আর দুঃখ আদি দ্বন্দ্বেই আমার।
কল্যাণ হ'তেছে বোধ কারণ তাহার॥
তমোগুণে সমাবৃত আছি একেবারে।
প্রেমাস্পদ আপনাকে না ভাবি অন্তরে॥
যেমন অবোধ জন বুঝিতে না পারি।
না দেখি জলজতৃণে ঢাকা স্বাদু বারি॥
মৃগতৃষ্ণিকায় দূরে করি দরশন।
ধাবিত হইয়া থাকে কেমন [illegible]॥

আপনাকে নাহি দেখি খুঁজিয়া হৃদয়ে ॥
সংসারেতে রহিয়াছি অনুরক্ত হয়ে ॥
ওহে পরাৎপর প্রভো দেব সারাৎসার।
বিষয়-বাসনাযুক্ত বুদ্ধি যে আমার ॥
বিশুদ্ধ করিতে আমি আপনার মনে।
সক্ষম না হইতেছি কুভাগ্য কারণে ॥
বিষয়-সংসারে মন মম মত্ত হস্তী।
কাম্যকর্ম্মে সংযোজিত দিবাবিভাবরী ॥
বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ মনে ইতস্ততঃ।
আকর্ষণ করি করে বিষয়ে নিরত ॥
ওহে ভগবান্ হরি ভুবন-আরাধ্য।
মনের নিরোধ করি কিবা মম সাধ্য ॥
মায়ার অধীন আমি অতি মূঢ় জন।
লইলাম আপনার চরণে শরণ ॥
হে ঈশ্বর হে অন্তর্য্যামী তোমার চরণে।
শরণ লইতে নাহি পারে দুরজনে ॥
আমি যে শরণ প্রাপ্ত শ্রীপদে তোমার।
অনুগ্রহ তব মাত্র ওহে গুণাধার ॥
ওহে পদ্মনাভ হরি কৃপায় তোমার।
জীবের যখন হয় সমাপ্তি সংসার ॥
সাধুসেবা রত জীব হয় সে সময়।
তব প্রতি মতি তার সেইক্ষণে হয় ॥
তব কৃপা নাহি হ'লে ওহে বিশ্বপতি।
সাধুসেবা অথবা কি তব প্রতি মতি ॥
কভু কোন ক্রমে নাহি হয় সম্ভব।
সহজে তোমার প্রেম লাভ অসম্ভব ॥
অক্রুর এতেক বলি পড়িয়া চরণে।
প্রার্থনা করিয়া কহে বিনয় বচনে ॥
বিজ্ঞান যাহার মূর্ত্তি কহে যোগীগণ।
শাস্ত্র মাঝে যিনি সর্ব্বজ্ঞান-কারণ ॥
অপর যিনিই সর্ব্বপুরুষের সার।
সৃষ্ট মাঝে কাল কর্ম্ম স্বভাবাদি আর ॥
সেই সমূহের যিনি নিয়ন্তা নিশ্চয়।
পরিপূর্ণ থাকি সদা বিশ্বকর্ত্তা হয় ॥
যাহার অনন্ত শক্তি যিনি সর্ব্বসার।
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥

ওহে ভগবন্ তুমি ধাতার বিধাতা।
তুমি বাসুদেব সর্ব্বচিত্ত-অধিষ্ঠাতা ॥
সকল প্রাণীর তুমি আশ্রয় সদন।
অহঙ্কার অধিষ্ঠাতা তুমি সঙ্কর্ষণ ॥
ওহে হরি তুমি সর্ব্বভুবনের সার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
ওহে হৃষীকেশ তুমি জগতের পাতা।
বুদ্ধির মনের তুমি হও অধিষ্ঠাতা ॥
প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামেতে কথিত।
কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ নাম তুমিই নিশ্চিত ॥
তোমার শরণাগত হলেম এখন।
ভবে মুক্ত কর কৃপা করি বিতরণ ॥
তুমি সত্য সনাতন ব্রহ্মানন্দ এখন।
নানামূর্ত্তি মায়াবলে করহ ধারণ ॥
সত্য মূর্ত্তি যাহা প্রভু করহ গ্রহণ।
জলে স্থলে তার সত্ত্বা থাকে অনুক্ষণ ॥
যেখানে যে জন ভাবে করিয়া যেমন।
দেখা [illegible] দেও [illegible] তাহারে তেমন
[illegible] ক্রমে [illegible] বৃক্ষে এবং বৃন্দাবনে
[illegible] রয়েছ তুমি প্রেম আচ্ছাদনে ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible] তুমি [illegible]।
[illegible] চরণ ॥
শ্রী[illegible]পুরাণে কথা অতি মনোহর।
বিরচিল দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥ ১-৫৯

একবিংশ অধ্যায়।

কৃষ্ণের মথুরায় গমন, রজক বধ ও
মালাকার গৃহে প্রবেশ।

পরাসর কহে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
বলিব তাহার পর অপূর্ব্ব ভারতী॥
নানাবিধ পুষ্প দিয়া অক্রূর সুজন।
ভগবান্ নারায়ণে করিয়া অর্চ্চন॥
চরিতার্থ আপনারে করি অনুমান।
যমুনা সলিল হ'তে করি গাত্রোত্থান॥
রথের নিকটে পুনঃ করিয়া গমন।
দেখিলেন রাম কৃষ্ণ আছে দুইজন॥
দেখিয়া অক্রূর হৃদে লাগিল বিস্ময়।
অক্রূরে সম্বোধি কহে কৃষ্ণ দয়াময়॥
বিস্ময়ে মগন জলে ওহে মহামতি।
দেখিতে আসিলে কিবা কহ দ্রুতগতি।
তোমার তাদৃশ ভাব করি দরশন।
হইয়াছি আমি অতি বিস্ময়ে মগন॥
এতেক বচন শুনি অক্রূর সুমতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে বিশ্বপতি॥
যমুনার জলে যাহা করিনু দর্শন।
প্রত্যক্ষে এখন তাহা করি নিরীক্ষণ॥
কিছুই বিচিত্র নাহি নিকটে তোমার।
অধিক তোমার পাশে কি কহিব আর॥
এখন বিলম্ব করা নহে শ্রেয়স্কর।
চল হরি যাই দ্রুত মথুরা নগর॥
পরপিণ্ডে যেই করে জীবন ধারণ।
ধিক্ ধিক্ তারে ধিক্ ওহে নারায়ণ॥
কংস হ'তে মম হৃদে হইতেছে ভয়।
এখন চলহ প্রভু মথুরা আলয়॥
এত বলি অশ্বগণে করিল চালান।
তীব্রবেগে অশ্বগণ চলিল তখন॥
সায়াহ্নসময়ে রথ আসে মথুরায়।
অক্রূর সম্বোধি কহে ভাই ব্রজনাথ॥
শুন শুন বারংবার আমার বচন।
এক্ষণে একাকী আমি করিব গমন॥
পদব্রজে তোমা দোঁহে কর আগমন।
কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ॥
বসুদেব তব পিতা আছে কারাগারে।
কদাচ গমন নাহি করিবে সে স্থলে॥
অক্রূর এতেক বলি পশে মধুপুরী।
রথ হ'তে অবতীর্ণ রাম আর হরি॥
নগরে পশিয়া দোঁহে করেন গমন।
নর নারী সবে রূপ করে দরশন।
গজেন্দ্র গমনে দোঁহে চলে ধীরে ধীরে।
কিছুদূর অতিক্রম হ'লে তার পরে॥
জনেক রজকে নেত্রে করিয়া দর্শন।
চাহিলেন রাম কৃষ্ণ বাঞ্ছিত বসন॥
কংসের রজক সেই আছে অহঙ্কার।
ব্যঙ্গোক্তি করিল কত সেই দুরাচার॥
তাহে কোপাবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
করতলাঘাতে শির করেন ছেদন॥
এইরূপে রজকেরে বধিয়া শ্রীহরি।
বসন লইয়া হন পীতাম্বরধারী॥
বলদেব নীলাম্বর করেন গ্রহণ।
মালাকারগৃহে পরে করেন গমন॥
মোহন মুরতিদ্বয় দেখিয়া নয়নে।
মালাকার সবিস্ময়ে ভাবে মনে মনে॥
কোথা হ'তে এই দুই আসিল কুমার।
কাহার তনয় আহা মোহন আকার॥
মানব বলিয়া কভু নাহি হয় জ্ঞান।
সুরশিশু হবে বুঝি হয় অনুমান॥
মালাকার এইরূপ করিয়া চিন্তন।
দোঁহাকার প্রতি ভক্তি করিল তখন॥
রাম কৃষ্ণ গিয়া কহে সেই মালাকারে।
কিঞ্চিৎ কুসুম দেও আমা দোঁহাকারে॥
ইহা শুনি মালাকার করিয়া প্রণাম।
করযোড়ে কহে শুন ওহে ভগবান॥
কৃপা করি মম গৃহে এসেছ দুজনে।
সৌভাগ্য আমার আজি বুঝিলাম মনে॥

চরিতার্থ হৈনু আমি সার্থক জীবন ।
এত বলি নানা পুষ্প করিল অর্পণ ॥
তাহার ভকতি দেখি কৃষ্ণ মহামতি ।
তুষ্ট হয়ে বর দিয়ে কহেন ভারতী ॥
তোমার ভক্তিতে প্রীতি লভিনু এখন ।
কমলা অচলা রবে তোমার ভুবন ॥
পুত্রশোক কভু নাহি ঘেরিবে তোমারে
পরিণামে অন্তিমালো স্মরিয়া আমারে ॥
দিব্য লোকে অবহেলে করিবে গমন ।
ধর্ম্মপ্রতি মতি তব রবে অনুক্ষণ ॥
তোমার সন্তানগণ দীর্ঘজীবী হবে ।
পরম সুখেতে রবে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
যাবত গগনে রবে দেব দিবাকর ।
তাবত তোমার বংশ রবে স্থিরতর ॥
কোনরূপ উপসর্গ করি আগমন ।
তোমার বংশেরে নাহি করিবে আক্রম ।
এইরূপ বর দিয়া সেই মালাকারে ।
রাম সহ যান কৃষ্ণ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর ।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥১-২

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কুব্জানুগ্রহ ধনুশালা-রক্ষক বধ,
চাণূর মুষ্টিক, তোশলক ও কংসবধ
এবং বসুদেব ও দেবকী
বন্ধন মোচন ।

রাজমার্গে কৃষ্ণ যবে করিছে গমন ।
পথিমাঝে কুব্জা এক পাইল দর্শন ॥
অনুলেপনের পাত্র আছে তার করে ।
সম্বোধি কহেন কৃষ্ণ সুমধুর স্বরে ॥
সুন্দরি আমার বাক্য করহ শ্রবণ ।
অনুলেপ হস্তে তব কাহার কারণ ॥
শ্রীহরি সুধামাখা শুনিয়া কাহিনী ।
অনুরাগবতী হয়ে কুবুজা রমণী ॥
কোমল বচনে কহে শুন ওহে নাথ ।
মথুরার রাজা কংস দানবের নাথ ॥
তাঁর জন্য অনুলেপ হইয়া যতনে ।
জান না কি যাইতেছি রাজার ভবনে ॥
অন্যে কেহ অনুলেপ কংসরাজে দিলে ।
তাহা নাহি নৃপতির কভু মনে ধরে ॥
আমার উপরে তুষ্ট সদা নরপতি ।
দিয়াছে যথেষ্ট ধন ওহে মহামতি ॥
কুব্জার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
ধীরে ধীরে বাসুদেব কহেন তখন ॥
রাজযোগ্য অনুলেপ আছে তব করে ।
কৃপা করি দেও ইহা আমা দোঁহাকারে ॥
সুগন্ধ অনুলেপ মোদের দুইজন ।
দেহ দেহ বরাননে কর দরশন ॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ।
অনুলেপ দিল কুব্জা অতীব যতনে ॥
কুব্জার পরশে উভে করেন দরশন ।
বলি বলি দোঁহে হন আনন্দে মগন ॥
অনুলেপ বিলেপন করি কলেবর ।
কিবা শোভা ধরে দোঁহে কে বর্ণিতে পারে
তার পর দয়াময় কৃষ্ণ নিরঞ্জন ।
অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা করি আকর্ষণ ॥
কুব্জার কুব্জত্ব দূর করেন হরিষে ।
ঋজু হৈয়া সুন্দরী ধনী ভাসে প্রেমরসে ॥
নারীশ্রেষ্ঠা ধন্যা হয়ে রূপবতী ।
কহেন বসন ধরি কহিল ভারতী ॥
অনুগ্রহ করিলে মোরে ওহে ভগবন্ ।
এখন আমার গৃহে কর আগমন ॥
ইহা শুনি হাস্যমুখে কহেন শ্রীহরি ।
শুন শুন মম বাক্য শুন গো সুন্দরি ॥
তব গৃহে যাব আমি কিছুকাল পরে ।
এখন যাওগো ধনী আপন আগারে ॥
এত বলি কুবুজারে করিয়া বিদায় ।
সহাস্যবদনে কৃষ্ণ রাম প্রতি চায় ॥
তার পর ধীরে ধীরে করিয়া গমন ।
ধনুঃশালা-মধ্যে ক্রমে পশিল তখন ॥

আয়োগব নামে ধনু আছিল তথায়।
ধনুরত্ন দেখি হরি ঘন ঘন চায়॥
কংস-আজ্ঞা আছে যাহা ধনুর বিষয়ে।
রক্ষীমুখে শুনি কৃষ্ণ প্রফুল্ল-হৃদয়ে॥
সবলে সে শরাসন করিয়া গ্রহণ।
আকর্ণ টানিয়া ভগ্ন করেন তখন॥
মহাশব্দে প্রপূরিত হইল নগরী।
দ্বাররক্ষা হেতু ছিল যতেক দুয়ারী॥
দ্বার রক্ষা হেতু তারা না হৈল সক্ষম।
রাম কৃষ্ণ রক্ষী সৈন্য করি বিদারণ॥
বাহির হলেন সেই ধনুঃশালা হ'তে।
সংবাদ পৌঁছিল হেথা কংসের সাক্ষাতে॥
ধনুর্ভঙ্গ বিবরণ করিয়া শ্রবণ।
চাণুর মুষ্টিক দোঁহে করি সম্বোধন॥
কহিলেন কংসরাজ শুন বীরদ্বয়।
আসিয়াছে হেথা সেই গোপশিশুদ্বয়॥
আমার প্রাণের হন্তা সেই দুই জন।
তাহাদিগে মম পাশে কর আনয়ন॥
মল্লযুদ্ধে নিপাতিত কর দুইজনে।
যা চাহিবে দিব তাহা কহিনু এক্ষণে॥
ন্যায়ত বা অন্যায়ত যেইরূপে হয়।
তাহাদিগে কর বধ ওহে বীরদ্বয়॥
রাজ্যের বাসনা যদি কভু অন্তরে।
তাহাও অর্পিব আমি তোমা দোঁহাকারে।
এইরূপ মল্লদ্বয়ে দিয়া অনুমতি।
হস্তীপালে সম্বোধিয়া কহে নরপতি॥
কুবলয়াপীড় নামা প্রমত্ত বারণ।
মল্লসমাজের দ্বারে করহ স্থাপন॥
গোপশিশু দুইজন আসিলে তথায়।
বধিবে কারণবর তাহা দোঁহাকায়॥
আসন্নমরণ কংস দিয়া অনুমতি।
প্রভাতে দর্শন করে ভাস্করের প্রতি॥
নির্দ্দিষ্ট মঞ্চেতে বসে নাগরিকজন।
রাজমঞ্চে আরোহণ করে রাজগণ॥
মল্ল ও প্রাশ্নিকগণ রঙ্গের মাঝারে।
কংসের নিকটে বৈসে আজ্ঞা অনুসারে॥

নিজে কংস উচ্চমঞ্চে কৈল আরোহণ।
যথাস্থানে বৈসে অন্তঃপুরচারীগণ॥
নগরবাসিং আর যত বারনারী।
সকলে বসিল ক্রমে মঞ্চের উপরি॥
মঞ্চ সকলের প্রান্তে অক্রূর সুজন।
বসুদেব সহ বসে হয়ে হৃষ্টমন॥
নগরবাসিনী নারী আছে যেইখানে।
দেবকী তাদের মাঝে আছে ক্ষুণ্ণমনে॥ *
তূরী ভেরী নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল।
মুষ্টিক চাণুর দোঁহে উঠিয়া দাঁড়াল॥
ঘন ঘন লম্ফ তারা দেয় দুই জন।
স্পর্দ্ধা করি ঘন ঘন করে আস্ফোটন॥
হস্তীপাল মত্ত হস্তী করিয়া চালন।
রাম কৃষ্ণ দোঁহা প্রতি করিল প্রেরণ॥
রাম কৃষ্ণ সেই গজে করিয়া নিধন।
তাহার শোণিত অঙ্গে করিয়া লেপন॥
গজদন্তদ্বয় লয়ে সিংহের সমান।
মহারঙ্গ মধ্যে পশে ওহে মতিমান॥
হাহাকার ধ্বনি উঠে রঙ্গের মাঝারে।
পৌরগণ এই কথা বলে হেনকালে॥
"এই কৃষ্ণ এই রাম কর দরশন।
প্রবলপ্রতাপী হয় এই দুইজন॥
পূতনারে যেই জন করিল সংহার।
যমল অর্জ্জুন ভাঙ্গে যেই বলাধার॥
শকট নিক্ষিপ্ত করে যেই মহাত্মন।
কালিয় নাগেরে যিনি করেন দমন॥
সপ্তরাত্রি গোবর্দ্ধন যেই জন ধরে।
অরিষ্ট ধেনুক কেশী যার হাতে মরে॥
এই সেই কৃষ্ণ দেখ কর দরশন।
উহার অগ্রজ রাম ওই মহাত্মন॥
আহা মরি দেখ দেখ রূপের বাহার।
নারীজনমনোহারী অতি চমৎকার॥
পণ্ডিতেরা এইরূপ করেছে বর্ণন।
সর্ব্বব্যাপী সনাতন বিষ্ণু নিরঞ্জন॥

* বসুদেব ও দেবকী কারাগারে বদ্ধ ছিলেন সত্য, কিন্তু তৎকালে কংসের আজ্ঞায় বন্ধন মোচন করাইয়া

ধরায় দুর্ব্বহ ভার হরিবার তরে।
রাম কৃষ্ণ অবতার অবনী ভিতরে॥
মহিমা দোঁহার বল কি বলিব আর।
করিবেন দোঁহে যদুবংশের উদ্ধার"
পৌরবর্গে এইরূপ কহিছে বচন।
দেবকীর স্তনদুগ্ধ হয় নিপতন॥
বসুদেব পুত্রমুখ হেরিয়া নয়নে।
ঘন ঘন চেয়ে দেখে শ্রীকৃষ্ণের পানে
পুরনারী আর যত নগরবাসিনী।
কৃষ্ণেরে হেরিয়া কহে পরস্পর বাণী॥
"দেখ দেখ সখি দেখ কর দরশন।
কৃষ্ণের কমলমুখ অতি বিমোহন॥
পরিশ্রম হেতু আহা মাতঙ্গসমরে।
স্বেদাম্বু-কণিকা দেখ বদনকমলে॥
শারদায় পদ্ম সম কিবা মনোহর।
দেখ দেখ কর সবে নয়ন সফল॥
শ্রীবৎস শোভিছে দেখ হরি-বক্ষঃস্থলে
ভুজ-শোভা দেখ দেখ দুনয়ন ভরে॥
আর দেখ ওগো সখি সুশুভ্র বদন।
নীলাম্বরধারী অই পুরুষ রতন॥
চাণূর মুষ্টিক সহ সমরের তরে।
উপনীত অই বীর জানিবে অন্তরে॥
দেখ দেখ মল্লযুদ্ধে হয়ে অভিলাষী।
চাণূরেরে .রয়াছে অই কালশশী॥
বৃদ্ধ যুবা কেহ আর নাহি অই খানে।
উহারে নিবৃত্ত করে না হেরি নয়নে॥
কিশোর-বয়স্ক আহা কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
বজ্র হ'তে সুকঠিন চাণূর দুর্জ্জন॥
নবযুবা হয়ে এই কুমারযুগল'
কি হেতু আসিল হায় করিতে সমর॥"
পরস্পর নারীগণ এইরূপ বলে।
গূঢ়ভাবে হাস্য করি করেন অন্তরে॥
রঙ্গমধ্যে লম্ফ ঝম্ফ করে ঘন ঘন।
বলদেব বেগভরে করে আস্ফোটন॥
দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ বাধে দুই দলে।
মাতিলেন রণে কৃষ্ণ লইয়া চাণূরে॥

[মুষ্টি]কের সহ যুদ্ধ করে বলরাম।
দুইজন মহাবল নাহিক বিরাম॥
বজ্র সম মুষ্ট্যাঘাত করে পরস্পরে।
নখাঘাত পদাঘাত ক্রমে তার পরে॥
ক্রমেতে দুর্ব্বল হয় চাণূর দুর্জ্জন।
মহাতেজ ক্রমে ধরে দেব সনাতন॥
চাণূরের বলক্ষয় দেখিয়া নয়নে।
তূর্য্যধ্বনি বন্ধ কংস করে কষ্ট মনে॥
শূন্যমার্গে মৃদঙ্গাদি বাজে ঘন ঘন।
আনন্দেতে দেবগণ করেন তখন॥
"চাণূরেরে পরাজয় কর মাধব।
অসুরেরে কর জয় তুমি হে কেশব॥"
এইরূপে ক্ষণকাল করিয়া সমর।
চাণূরেরে তুলি কৃষ্ণ শূন্যের উপর॥
সবলে ভ্রামিত তারে করে ঘন ঘন॥
তাহে দুষ্ট দৈত্য করে প্রাণ বিসর্জ্জন।
ভূতলে তাহারে ফেলি দিল বনমালী।
শতধা বিদীর্ণ হয়ে যায় গড়াগড়ি॥
অবিরল রক্তধারা হয় বরিষণ;
পঙ্কিল হইল ভূমি ওহে তপোধন॥
এদিকেতে বলদেব মুষ্টিকের সনে।
করিছে দারুণ রণ প্রফুল্লমনে॥
মস্তকেতে মুষ্ট্যাঘাত করে ঘন ঘন।
জানুর প্রহার বক্ষে অতীব ভীষণ॥
তার পর ফেলি তারে ধরার উপরে।
প্রাণ বিনাশিত তার করে অবহেলে॥
মুষ্টিকের কলেবর ধরণীতলে ফেলে।
পোষিত করিল সুখে দেবদেব হলে॥
এদিকেতে মল্লরাজ আছিল তোষণ।
তাহারে করিল বধ কৃষ্ণ সনাতন॥
এইরূপে তিন জন নিপাতিত হ'লে।
প্রাণভয়ে আর সবে পলায়ন করে॥
রঙ্গমধ্যে রাম কৃষ্ণ ভাই দুই জন।
সমবয়া শিশুগণে করি আকর্ষণ॥
করিতে লাগিল নৃত্য আনন্দের ভরে।
তাহা দেখি কংসরাজ সরস অন্তরে॥

অনুচরগণে দ্রুত করি সম্বোধন ।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন ॥
এই দুই গোপশিশু অতি দুরাচার ।
সভা হ'তে দূর কর বচনে আমার ॥
পাপাত্মা নন্দেরে ত্বরা করিয়া ধারণ ।
লৌহপাশে বন্দী করি করহ স্থাপন ॥
দণ্ডাঘাতে বসুদেবে করহ সংহার ।
যে সব গোপেরা আছে নন্দ সমিভ্যার ॥
তাহাদের ধন রত্ন করিয়া হরণ ।
মম কোষাগারে সব করহ রক্ষণ ॥
কংসের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ।
উচ্চৈঃস্বরে হাস্য হরি করি উল্লম্ফনে ॥
মঞ্চের উপরে ত্বরা করি আরোহণ ।
কিরীট-শোভিত কেশ করি আকর্ষণ ॥
ভূমিতলে নিপতিত করিয়া তাহারে ।
বসিলেন মনসুখে তাহার উপরে ॥
গুরুভারে প্রপীড়িত হয়ে কংসরায় ।
জীবন ত্যজিয়া রঙ্গে পতিত ধরায় ॥
তখন হৃষ্টের কেশ করিয়া ধারণ ।
রঙ্গমধ্যে আকর্ষণ করে জনার্দ্দন ॥
পরিখা হইল তার দেহ আকর্ষণে ।
জলরাশি প্রবাহিত হইল সঘনে ॥
কংসের যে ছিল ভ্রাতা সুনামা আখ্যান ।
ভ্রাতৃশোকে দেহ তার হয় কম্পমান ॥
যুদ্ধকামী হইয়া আসে রঙ্গের মাঝারে ।
বলদেব নিপতিত করিল তাহারে ॥
কংসের নিধন হেন করি দরশন ।
রঙ্গমধ্যে হাহাকার উঠিল তখন ॥
তার পর কৃষ্ণ আর রাম দুইজনে ।
প্রণাম করিল মাতা-পিতার চরণে ॥
সেইকালে বসুদেব দেবকী সুন্দরী ।
জন্ম অন্তরের কথা মনে মনে স্মরি ॥
কৃষ্ণকে তুলিয়া তাঁরা করেন স্তবন ।
তুমি হরি দেবদেব নিত্যসনাতন ॥
প্রসীদ প্রসীদ দেব মোদের উপরে ।
এ ঘোর সঙ্কটে ত্রাণ তুমিই করিলে ॥
জন্মান্তরে আরাধিয়া আছিনু তোমায় ।
পুত্ররূপে সেই হেতু এসেছ ধরায় ॥
আত্মারূপে আছ তুমি সবার অন্তরে ।
অচিন্ত্য অচ্যুত তুমি খ্যাত চরাচরে ॥
বসুদেব কহে কৃষ্ণ তুমি গদাধর ।
পুত্রজ্ঞান তোমা প্রতি নাহি অতঃপর ॥
ব্রহ্মাণ্ড মোহিত আছে তোমার মায়ায় ।
অন্তর্যামী আর কিবা কহিব তোমায় ॥
মথুরা হইতে আমি লইয়া তোমারে ।
ভয়েতে রাখিয়াছিনু যাইয়া গোকুলে ॥
দেবগণ মরুদগণ অশ্বিনী-কুমার ।
রুদ্র বায়ু অগ্নি ইন্দ্র অন্য দেব আর ॥
যে কর্ম্ম করিতে কভু না হন সক্ষম ।
প্রত্যক্ষে সে সব কার্য্য করিলে সাধন ॥
মায়ামোহ এবে দূর হয়েছে আমার ।
তুমি হে সাক্ষাৎ বিষ্ণু জগতের সার ॥
জগতের হিত হেতু আমার আগারে ।
অবতীর্ণ তুমি হরি জানিনু অন্তরে ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর ।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর । ১-৯১

একবিংশ অধ্যায় ।

উগ্রসেনাভিষেক ও গুরুর নিকট মৃত
পুত্র দক্ষিণা দান ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন ।
বলিতেছি তার পর কথা মনোরম ॥
পুনশ্চ বৈষ্ণবী মায়া করিয়া বিস্তার ।
সম্বোধিয়া বাসুদেব কহে পুনর্ব্বার ॥
শুন মাতঃ শুন পিতঃ আমার বচন ।
কংস ভয়ে ব্রজধামে ছিনু দুইজনে ॥
তোমা দোঁহা দরশনে আছিনু বঞ্চিত ।
বিষম উদ্বেগে কাল হয়েছে যাপিত ।
মাতা পিতা সেবা নাহি যতদিন হয় ।
বিফল জীবন তার ততদিন রয় ॥

ইহলোকে জন্ম লয়ে সেই সাধুজন।
দেব গুরু দ্বিজে করে সতত পূজন ॥
মাতার পিতার সেবা অনুক্ষণ করে।
সার্থক জনম তার এ ভব সংসারে ॥
কংসভয়ে পরাধীন হয়ে দুই জন।
অপরাধী যদি হোন তোমার সদন ॥
ক্ষমা কর সেই সব প্রসন্নিত মনে।
এইমাত্র নিবেদন তোমার চরণে ॥
এত বলি পিতৃপদে করিয় প্রণাম।
যদুবৃদ্ধগণে করি বিহিত সন্মান ॥
পুর-অভিমুখে গিয়া করেন দর্শন।
ভূতলে পড়িয়া যত কংসপত্নীগণ ॥
পতি-মৃত-দেহ বেড়ি বিষন্ন অন্তরে।
বিলাপ করিছে কত সকাতর স্বরে ॥
তাহা দেখি হরি হন তাপিত হৃদয়।
সবারে প্রবোধ দেন হইয়া সদয় ॥
উগ্রসেন-পাশে পরে করিয়া গমন।
তাহার বন্ধন হরি করিয়া মোচন ॥
রাজ্যে অভিষিক্ত তারে করেন সাদরে।
উগ্রসেন রাজ্য পেয়ে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
তনয়ের প্রেতকার্য্য করে সম্পাদন।
আত্মীয়গণের ক্রিয়া করেন সাধন ॥
উগ্রসেনে সম্বোধিয়া হরি তার পরে।
কহিলেন শুন প্রভো বলি হে তোমারে ॥
কি কাজ করিবে তুমি দেও অনুমতি।
তাহে কোন শঙ্কা নাহি করিও ভূপতি ॥
যযাতির শাপে বংশ অরাজ্য আছে।
আমি ভৃত্য নিয়ত রয়েছি তব কাছে ॥
যত দিন আমি প্রভো রব বিদ্যমান।
সবারে আদেশ তুমি করিবে প্রদান ॥
অন্যান্য রাজার কথা কি বলিব আর।
দেবগণ আজ্ঞাবহ রহিবে তোমার ॥
এত বলি দেবদেব কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
পবনেরে মনে মনে করেন স্মরণ ॥
উপনীত হয় আসি পবন সুমতি।
সম্বোধিয়া কহে তারে কৃষ্ণ যদুপতি ॥
শুন শুন মম বাক্য তুমি হে পবন।
অবিলম্বে ইন্দ্রপুরে করহ গমন ॥
ইন্দ্রেরে বলিবে তুমি ওহে সুরপতি।
গর্ব্ব পরিহার তুমি করি দ্রুতগতি ॥
সুধর্ম্মা নামক সভা দেও উগ্রসেনে।
তিনি হন যোগ্য পাত্র বিদিত ভুবনে ॥
কৃষ্ণের এতেক আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ।
দ্রুতগতি ইন্দ্রপুরে যাইয়া পবন ॥
সুধর্ম্মা নামক সভা আনে মধুরায়।
যাদবের সভা পেয়ে পুলকিতকায় ॥
তার পর রাম হরি ভাই দুইজনে।
অস্ত্রশিক্ষা হেতু যান অবন্তি ভবনে ॥
অবন্তি পুরেতে থাকে কাশ্য সান্দীপনি
তাঁহার সদনে গেল রাম নীলমণি ॥
শিষ্যরূপে সেই স্থানে করি অবস্থান।
দেখালেন গুরু-শিষ্যাচারের বিধান।
সরহস্য ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন ক্রমে।
সমগ্র শিখেন দোঁহে চতুঃষষ্টি দিনে ॥
হেন অলৌকিক কার্য্য করি দরশন।
সান্দীপনি মুনি হয় বিস্ময়ে মগন ॥
মনে মনে ঋষিবর ভাবেন অন্তরে।
চন্দ্র সূর্য্য সমুদিত আমার আগারে ॥
অস্ত্রগ্রামে সুশিক্ষিত হয়ে দুইজন।
দক্ষিণার্থ গুরুপাশে করে নিবেদন ॥
রাম কৃষ্ণে সম্বোধিয়া সেই ঋষিবর।
কহিলেন শুন বলি দোঁহার গোচর ॥
একমাত্র পুত্র মম আছিল আগারে ॥
প্রভাসে মরিল গিয়া লবণ সাগরে ॥
সেই মৃত পুত্রে আনি করহ প্রদান।
ইহাই দক্ষিণা মম জানিবে ধীমান ॥
গুরুর আদেশ শুনি ভাই দুই জন।
অস্ত্র করে অবিলম্বে করিল গমন ॥
উপনীত হ'লে দোহে সাগরের তীরে।
সাগর সম্মুখে আসি কহে যোড়করে ॥
ঋষিপুত্র আমি নাহি করেছি হরণ।
পঞ্চজন্য দৈত্য তারে করেছে নিধন ॥

অদ্যাপি সাগরে আছে সেই দৈত্যবর।
শুনিয়া পশিল জলে কৃষ্ণ হলধর॥
পঞ্চজন্যে ধ্বংস করি সাগর-ভিতরে।
তদস্থি-নির্ম্মিত শঙ্খ দিলেন সাদরে॥
সে শঙ্খের মহাশব্দ করিয়া শ্রবণ।
মহাতেজা হয়ে উঠে যত দেবগণ॥
অধর্ম্মের ক্ষয় হৈল নাহিক সংশয়।
তার পর রাম সহ হরি দয়াময়॥
শঙ্খশব্দ নিরন্তর করিতে করিতে।
উপনীত হন আসি শমন পুরীতে॥
বৈবস্বত যমরাজে করি পরাজয়।
লইলেন মনসুখে ঋষির তনয়॥
অবিলম্বে আনি পুত্রে গুরুর সদনে।
দক্ষিণা দিলেন তারে পুলকিতমনে॥
গুরুর নিকটে পরে লইয়া বিদায়।
দুইজনে মনসুখে মথুরাতে যায়॥
মথুরানিবাসী দোঁহে করি দরশন।
আনন্দ জলধিনীরে হন নিমগন॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর॥১-৩১

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

—:—

জরাসন্ধ সহ যুদ্ধ।

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
বর্ণন করিব এবে অপূর্ব্ব ভারতী॥
জরাসন্ধের দুই তনয়া [illegible]।
অস্তি আর প্রাপ্তি নাম জানে সর্ব্বজনে॥
কংসের সহিত [illegible] সে দোঁহার হয়।
দোঁহে হন কংসরাণী আছে পরিচয়॥
যদ্যপি করিল হরি কংসেরে নিধন।
শুনি জরাসন্ধ হয় রোষে নিমগন॥
যাদব সহিতে কৃষ্ণে নিধনের তরে।
সমর কারণে চলে মথুরা নগরে॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত।
জরাসন্ধ মথুরাতে হৈল উপনীত॥
মথুরাতে অবরোধ করিলে সে জন।
রাম কৃষ্ণ মনে মনে করয়া চিন্তন॥
অল্পমাত্র সৈন্য লয়ে জরাসন্ধ সনে।
সমরে মাতিল দোঁহে পুলকিত মনে॥
হেনকালে শূন্য হতে অস্ত্র পুরাতন।
দেবগণ দোঁহাপাশে করিল প্রেরণ॥
কৌমোদকী গদা শর অক্ষয় তূণীর।
ধরিলেন শার্ঙ্গধনু কৃষ্ণ মহাবীর॥
জ্বলিত লাঙ্গল আর সৌনন্দ মুষল।
ধরিলেন মনসুখে দেব হলধর॥
এই সব অস্ত্র লয়ে রাম আর হরি।
হারালেন জরাসন্ধে মহাবল করি॥
পরাজিত হয়ে তাহে জরাসন্ধ রায়।
সৈন্যগণ সহ দ্রুত নিজপুরে যায়॥
এইরূপে কিছুকাল সমতীত হ'লে।
পুনর্ব্বার জরাসন্ধ আসিল সমরে॥
পুনরায় রাম কৃষ্ণ করে পরাজয়।
পুনশ্চ হারিয়া দুষ্ট গেল নিজালয়॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে অষ্টাদশবার।
জরাসন্ধ রাজা হয় রণে আগুসার॥
যাদবগণের দ্বারা পরাজিত হয়ে।
[illegible] র প্রাণভয়ে॥
ক্রমে ক্রমে যাদবেরা আনন্দিত মনে।
স্থাপিল বহু সেনা মথুরা ভবনে॥
যখন যখন শত্রু করে আগমন।
যাদবেরা তাহে হারি করে পলায়ন॥
ইহার কারণ শুন দেব দেব হ[illegible]।
নি[illegible]র সম্বিধমাত্র কারণ ইহার॥
সকলি হরির লীলা অতি চমৎকার।
কে আছে বুঝিবে তাহা সংসার মাঝার॥
নিমেষে জগৎ নাশে যে জন সক্ষম।
শত্রু নাশে তাঁর কেন এত আয়োজন॥
এইরূপে লীলা করি দেব গদাধর।
দিয়াছেন উপদেশ সংসার ভিতর॥
মানবে করিবে সন্ধি বলবান সনে।
মাতিবে দুর্ব্বল সহ [illegible] রণে॥

সাম দান ভেদ দণ্ড আছে যেই নীতি।
প্রয়োজিবে স্থান-ভেদে সে সব নৃপতি ॥
স্থানভেদে পলায়ন করিবে সুজন।
এই সব শিক্ষা দিল দেব জনার্দ্দন ॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা সুললিত অতি।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী পুলকিতমতি ॥১-১৮

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

কালযবনের উৎপত্তি দ্বারকা নির্ম্মাণ ও
মুচকুন্দ রাজার বৃত্তান্ত।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
অপূর্ব্ব ঘটনা পরে করিব বর্ণন ॥
একদিন গোষ্ঠমধ্যে দেবদেব হরি।
কটূক্তি করেন কত জরাসন্ধোপরি ॥
শ্যাল ষণ্ড আদি করি কর্কশবচন।
মগধ ঈশ্বরে কহে দেব সনাতন ॥
এরূপে বিদ্রূপ যদি করে গদাধর।
হাসিয়া উঠিল তাহে যাদব-নিকর ॥
মগধ ঈশ্বর তাহা শুনিয়া শ্রবণে।
দক্ষিণাপথেতে গেল প্রকুপিতমনে ॥
যদুচক্রভেদক্ষম সন্তান-ইচ্ছায়।
আরম্ভ করিল তপ সেই নররায় ॥
অয়শ্চূর্ণ সেইকালে করিয়া ভক্ষণ।
মহাদেবে আরাধনা করিল রাজন ॥
দ্বাদশ বরষ তপ এরূপে করিলে।
আশুতোষ সুপ্রসন্ন হয়ে সেইকালে ॥
বর দিতে উপনীত নৃপতি-সদন।
নৃপতি মাগিল বর বাসনা যেমন ॥
শিবের বরেতে জরাসন্ধের রমণী।
প্রসবিল মহাবল পুত্র গুণমণি ॥
শ্রীকালযবন নাম পরে সে নন্দন।
পুত্র পেয়ে জরাসন্ধ আনন্দিতমন ॥
যথাকালে পুত্র প্রতি দিয়া রাজ্যভার
জরাসন্ধ গেল তপে কানন-মাঝার ॥

শ্রীকালযবন রাজ্য পেয়ে তার পরে।
বীর্য্যমদে অতি মত্ত হইল সংসারে ॥
একদিন নারদেরে করি সম্বোধন।
জিজ্ঞাসিল কোথা আছে বলিষ্ঠ রাজন ॥
তাহা শুনি দেব ঋষি কহিল তাহারে।
যাদবেরা মহাবল বিদিত সংসারে ॥
এই কথা শুনি ক্রুদ্ধ শ্রীকালযবন।
বহুসংখ্য ম্লেচ্ছ সৈন্য করিয়া গ্রহণ ॥
চতুরঙ্গ সৈন্যগণ লয়ে সমভিব্যাহারে।
করিল সমরযাত্রা মথুরা নগরে ॥
সেইস্থানে উপনীত হ
বহুসংখ্য যদুসৈন্য করিল নিধন ॥
যদুসৈন্য ক্রমে ক্ষীণ হেরিয়া নয়নে।
চিন্তা করে যদুনাথ নিজ মনে মনে ॥
বিদীর্ণ মাগধ সৈন্য নাহি তাহে ক্ষয়।
যবন সহিত যুদ্ধ সমুচিত নয় ॥
একে মহাবলবান শ্রীকালযবন।
যাদব নিধনে সেই উদ্যত এখন ॥
যদুগণে পরিত্রাণ করিবার তরে।
দুর্গ এক আবশ্যক ভেবেছি অন্তরে ॥
হেন দুর্গ বিনির্ম্মাণ করা সমুচিত।
নারীবৃন্দ যার মধ্যে রবে অবস্থিত ॥
সংগ্রাম করিতে পারে হইবে অন্তরে।
হেন দুর্গ প্রয়োজন হতেছে সমরে ॥
যদি আমি হই কিম্বা পরাজিত।
শত্রু আক্রমণ যাতে হয় নিবারিত ॥
হেন দুর্গ অবশ্যই করে প্রয়োজন।
মনে মনে এইরূপ ভাবি জনার্দ্দন ॥
সাগরেরে সম্বোধিয়া আপন গোচরে।
দ্বাদশ যোজন স্থান চাহেন সাদরে ॥
তাহা শুনি জলনিধি করিল প্রদান।
করিলেন কৃষ্ণ তথা দ্বারকা নির্ম্মাণ ॥
অমরাবতীর সম পুরী মনোহর।
প্রাকারে বেষ্টিত কিবা দেখিতে সুন্দর
শতেক তড়াগ তথা হয় সুশোভিত।
নানোদ্যান কত শত সদা বিরাজিত ॥

এইরূপে নিবমিয়া দ্বারকানগরী।
মথুরার সব জনে আনিলেন হরি ॥
নগরীর বহির্ভাগে সৈন্য সম্প্রদায়।
নিবেশিত করি কৃষ্ণ আনন্দিতকায় ॥
নিরস্ত্র হইয়া নিজে করেন ভ্রমণ।
শ্রীকালযবন তাঁরে করিল দর্শন ॥
কৃষ্ণে দেখি অস্ত্র লয়ে সেই দুরাচার।
কৃষ্ণ-পিছু পিছু দ্রুত হয় আগুসার ॥
তাহা দেখি জনার্দ্দন করি পলায়ন।
পর্ব্বত কন্দরে ত্বরা পশেন তখন ॥
পিছু পিছু দুরাচার পশিল তথায়।
মুচুকুন্দ রাজা ছিল শয়ান তথায় ॥
কৃষ্ণজ্ঞানে মুচুকুন্দে শ্রীকালযবন।
ঘন ঘন পদাঘাত করিল তখন ॥
ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হয়ে নরপতি।
যেমন চাহিল কালযবনের প্রতি ॥
অমনি সে দুরমতি ভস্মীভূত হয়ে।
ভূতলে পতিত হৈল বিকলিতকায়ে ॥
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় বৎস বলি হে তোমায় ॥
মুচুকুন্দ রাজা পূর্ব্বে দেবাসুরগণে।
পরাজিত করেছিল মহাসুরগণে ॥
নিদ্রায় আকুল হয়ে নৃপতি তখন।
দীর্ঘ নিদ্রা হেতু বর করিল প্রার্থন ॥
তাহে বর দিয়া যত অমর-নিকর।
বলেছিল শুন শুন ওহে নৃপবর ॥
নিদ্রা হ'তে যেইজন তুলিবে তোমারে।
স্বদায় দেহজ বহ্নি দাহিবে তাহারে ॥
সেই হেতু ভস্ম হৈল শ্রীকালযবন।
মুচুকুন্দ কৃষ্ণে পরে জিজ্ঞাসে তখন ॥
কে তুমি কোথায় থাক বলহ আমারে।
কি হেতু এসেছ এই পর্ব্বত-কন্দরে ॥
ইহা শুনি কৃষ্ণ কহে ওহে নররায়।
যদুকুলে সমুদ্ভূত জানিবে আমায় ॥
পিতা মম বসুদেব ওহে মহাত্মন্।
চন্দ্রবংশে যদুকুলে লভেছি জনম ॥

যেমন শুনিল ইহা নৃপতি শ্রবণে।
গর্গের বচন তাঁর সমুদিল মনে ॥
তখন কৃষ্ণকে তিনি করিয়া বন্দন।
কহিলেন ভগবন তুমি নারায়ণ ॥
বলিয়াছিলেন গর্গ পূর্ব্বেতে আমারে।
দ্বাপরান্তে অষ্টাবিংশ যুগ হ'লে পরে।
যদুবংশে আবির্ভূত হইবেন হরি।
প্রত্যক্ষ হেরিনু তাহা ওহে বংশীধারী ॥
জগতের হিত হেতু তুমি ভগবন।
যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছ এখন ॥
তোমার অতুল তেজ সহিবারে নারি।
ওহে শ্যাম নবঘন ভবের কাণ্ডারী ॥
তোমার প্রভাবে আমি ওহে ভগবন্।
দেবাসুর যুদ্ধে জয় করিনু অর্জ্জন ॥
তব পদে প্রপীড়িত হয়ে দৈত্যগণ।
আমার সহিত যুদ্ধে না হৈল সক্ষম ॥
যাহারা পতিত আছে সংসার-সাগরে।
তাদের আশ্রয় তুমি জানিহ অন্তরে ॥
এখন প্রসন্ন হও আমার উপর।
মঙ্গল বিধান কর ওহে চক্রধর ॥
পৃথিবী আকাশ বায়ু সলিল অনল।
অরণ্য পর্ব্বত নদী অথবা সাগর ॥
তোমার স্বরূপ হয় নাহিক সংশয়।
তুমি বিনা কেহ কিছু জগতেতে নয় ॥
মন বুদ্ধি প্রাণ তুমি তুমি জীবগণ।
অজয় অমর তুমি নিত্য সনাতন ॥
ক্ষয় বৃদ্ধি জন্ম আদি নাহিক তোমার।
পুরুষ অতীত তুমি সার হ'তে সার ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিম্বা অপ্সর কিন্নর।
পিতৃ যক্ষ পশু নর জঙ্গম স্থাবর ॥
তোমা হ'তে এই সব হয়েছে সৃজন।
তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম ওহে জনার্দ্দন ॥
মায়াময় বিশ্বে আমি ভ্রমি নিরন্তর।
তাপত্রয়ে অভিভূত ওহে গদাধর ॥
নিবৃত্তি লভিতে নাহি হতেছি সক্ষম
সুখজ্ঞানে দুঃখরাশি করেছি গ্রহণ ॥

রাজ্য বল কোষ বন্ধু দারা সুত আর।
সুখের কারণ ভাবি ওহে দণ্ডধার ॥
গ্রহণ করিয়াছিনু পরম হরষে।
সন্তাপে পুড়িয়া তাই দহিছি বিশেষে ॥
এখন তোমারে প্রভু লইনু শরণ।
তুমিই জীবের হও মুক্তির কারণ ॥
পরম পুরুষ প্রভু তুমি বিনা আর।
কে আছে দ্বিতীয় বল সংসার মাঝার ॥
এখন প্রসন্ন হয়ে আমার উপরে।
অভিলাষ কর পূর্ণ কৃপাদৃষ্টি করে ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুললিত অতি।
কাশী বলে হরিপদে সদা রাখ মতি ॥১-৪৫

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

—*—

বলদেবের গোকুল গমন।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
অনাদি-নিধন সেই দেবকী-নন্দন ॥
মুচুকুন্দ নৃপ দ্বারা হয়ে স্তুয়মান।
কহিলেন শুন শুন ওহে মতিমান্ ॥
মম বরে দিব্যলোকে করহ গমন।
জাতিস্মর হয়ে তুমি লভিবে জনম ॥
দিব্যভোগ উপভোগ কর পরিণামে।
করিবেক মোক্ষলাভ জানিবে অন্তিমে ॥
এত শুনি মুচুকুন্দ করিয়া প্রণাম।
গিরি হ'তে বাহিরিত হ'লেন ধীমান্ ॥
দেখিলেন খর্ব্বকায় যত নরগণ।
কলিযুগ উপস্থিত জানিয়া তখন ॥
অরিষ্টের উপশান্তি শ্রীগন্ধমাদনে।
নর [illegible] যথা আছে [illegible] ॥
[illegible] কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
[illegible] করি [illegible] নিধন ॥
[illegible] হইতে যত [illegible] সৈন্যগণে।
আনিলেন [illegible] দ্বারকা ভবনে ॥
উগ্রসেনে আধিপত্য করিলা প্রদান।
নির্ব্বিঘ্নে যাদবকুল করে অবস্থান ॥

এ দিকেতে বলদেব জ্ঞাতি সন্দর্শনে।
উৎসুক হইয়া গেল গোকুল ভবনে ॥
গোপ গোপী তাঁরে হেরি আনন্দে মগন।
প্রেমভরে করে কত প্রেম-আলাপন ॥
গোপ গোপী আলিঙ্গন করে সমাদরে।
কেহ কেহ হাস্য করে কত কথাচ্ছলে ॥
প্রিয়ালাপ করে তথা যত গোপগণ।
কেহ কেহ জিজ্ঞাসিল ওহে মহাত্মন্ ॥
চপল প্রেমিক কৃষ্ণ বিদিত সংসারে।
সুখে ত আছেন তিনি বলহ সবারে ॥
করিলাম পূর্ব্বে কত সুমধুর গান।
স্মরণ করেন কিগো কৃষ্ণ মতিমান ॥
জননী দর্শনে কিহে সেই কৃষ্ণধন।
বারেক আসিবে নাই গোকুল ভবন ॥
কিম্বা সে কথার আর কিবা প্রয়োজন।
[illegible] দিগে সেই জন না করে স্মরণ
[illegible] কেন হইব কাতর।
[illegible] ওহে হলধর ॥
[illegible] জন্য পিতা মাতা ভাই বন্ধু করি।
[illegible] মনসুখে ছিনু পরিহরি ॥
[illegible] কৃষ্ণধন।
[illegible] তুমি মহাত্মন
সত্য করি বল [illegible] ওহে হলধর।
[illegible] জিজ্ঞাসে চপল ॥
[illegible] আনন্দ হইয়া।
[illegible] প্রেমেতে মজিয়া ॥
[illegible] বোধ করি।
[illegible] রি ॥
[illegible] গোপবধূগণ।
কৃষ্ণ [illegible] হরিগুণ করয়ে কীর্ত্তন ॥
বলদেবে তাহাদিগে প্রবোধ-বচনে।
সান্ত্বনা করিয়া পরে গোপগণ সনে ॥
মধুর আলাপে করি কথোপকথন।
গোকুলে থাকেন সুখে হয়ে হৃষ্টমন ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুললিত অতি।
বিরচিয়া দ্বিজ কাশী আনন্দিত অতি ॥১-২১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

বলদেবের বিনোদনার্থ বারুণীর
বৃন্দাবনে আবির্ভাব ।

এইরূপে বলদেব গোকুল মাঝারে ।
বিহার করেন সদা প্রফুল্ল অন্তরে ॥
তার উপভোগ হেতু বারুণ সুমতি ।
বারুণীরে সম্বোধিয়া কহেন ভারতী ॥
শুনহ বারুণীদেবী আমার বচন ।
বলদেব-পাশে তুমি করহ গমন ॥
বরুণের আজ্ঞামাত্রে বারুণী সুন্দরী ।
বলদেব পাশে আসি অতি দ্রুত করি ॥
কদম্ব কোটরে রাম ছিলেন তখন ।
মদিরার ঘ্রাণ পেয়ে সেই মহাত্মন্ ॥
মদিরা পানের বাঞ্ছা করেন অন্তরে ।
অমনি মদিরা ধারা কদম্বেতে ঝরে ॥
তাহা দেখি ফুল্লমনে সেই মহাত্মন্ ।
গোপ গোপী সহ মদ্য করিয়া সেবন ॥
মধুর স্বরেতে করে নানা গীত গান ।
শুন শুন তার পর ওহে মতিমান্ ॥
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হয় রামের শরীরে ।
মুক্তাজাল সম আহা কিবা শোভা ধরে
এইরূপে মদ্যপানে হইয়া বিহ্বল ।
যমুনারে সম্বোধিয়া কহে হলধর ॥
শুনহ যমুনে তুমি আমার বচন ।
স্নান হেতু অভিলাষ করেছি এখন ॥
অতএব আগমন করহ হেথায় ।
যমুনা না দিল কাণ রামের কথায় ॥
উন্মত্ত ভাবিয়া তাঁরে যমুনা সুন্দরী ।
অবজ্ঞা করিল নাহি কর্ণপাত করি ॥
তাহে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে দেব হলধর ।
মদিরা-বিহ্বলচিত্তে ধরি করে হল ॥
তাহাতে যমুনা-তীরে করি আকর্ষণ ।
কহিলেন পাপীয়সি শুনরে বচন ॥

যেমন অবজ্ঞা তুমি করিলে আমার ।
তেমতি চলিয়া দ্রুত যাও অন্য স্থলে ॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে আকর্ষণ ।
যমুনা তাহাতে ভীত হইয়া তখন ॥
আছিলেন যেই স্থানে দেব হলধর ।
জলেতে প্লাবিত করি সেই সব স্থল ॥
মূর্তিমতী হয়ে পরে রামের গোচরে ।
কহিল প্রসন্ন এবে হও হে আমারে ।
তখন বলাই কহে শুনহ যমুনে ।
দেখিলেন শক্তি মম প্রত্যক্ষ এক্ষণে ॥
হল নিপীড়নে তোমা সহস্রধা আমি ॥
বিভক্ত করিব দ্রুত দেখিবে এখনি ॥
যমুনা তাহাতে ভীত হইয়া তখন ।
বিবিধ বিনয় করে রামের সদন ॥
তখন প্রসন্ন হয়ে রোহিণী-কুমার ।
যমুনারে সেই ক্ষণে করে পরিহার ॥
যমুনা সলিলে স্নান করি তার পরে ।
হইল অপূর্ব কান্তি রামের শরীরে ॥
লক্ষ্মীদেবী সেইকালে করি আগমন ।
পদ্মমালা বস্ত্র যুগ্ম করিল অর্পণ ॥
অবতংশ-শোভা আর সুচারু কুণ্ডল ।
দিলেন কমলা দেবী করিয়া আদর ॥
সেই সব ধরি রাম আপন শরীরে ।
ধরিয়া বিচিত্র শোভা ব্রজেতে বিহরে ॥
এইরূপে দুই মাস করিয়া বিহার ।
পুনশ্চ আসিল রাম দ্বারকা-আগার ॥
রৈবত রাজার কন্যা রেবতী যুবতী ।
তাহারে করেন বিভা রাম মহামতি ॥
রামের ঔরসে আর রেবতী-উদরে ।
মনোহর দুই পুত্র ক্রমে জন্মে পরে ॥
নিশঠন আর খুক দোঁহাকার নাম ।
বলিনু তোমার পাশে মৈত্রেয় ধীমান ॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা অতি মনোহর ।
বিরচিল দ্বিজ কাশী প্রফুল্ল অন্তর ॥ ১-১৯

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

—০—

রাক্ষস বিধি অনুসারে রুক্মিণীর বিবাহ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
বর্ণন করিব পরে অপূর্ব্ব ঘটন ॥
বিদর্ভ দেশেতে ছিল ভীষ্মক নৃপতি।
এক পুত্র এক কন্যা পায় সে ভূপতি ॥
রুক্মী নামা পুত্র আর রুক্মিণী নন্দিনী।
অনুপম রূপবতী কমলা রূপিণী ॥
রুক্মিণীরে বিভা হেতু বাঞ্ছিলেন হরি।
রুক্মিণীও অনুরক্তা হরির উপরি ॥
কিন্তু কৃষ্ণ দ্বেষী রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের করে।
ভগিনী অর্পিতে নাহি বাঞ্ছেন অন্তরে ॥
শিশুপালে কন্যা দিতে জরাসন্ধ রায়।
করিলেন অনুরোধ ভগ্নিরে রাজায় ॥
তাহাতে ভীষ্মক রাজা করেন স্বীকার।
অসংখ্য নৃপতি আসে বিদর্ভ আগার ॥
বরিবেক শিশুপালে রূপসী রুক্মিণী।
নিমন্ত্রণে আসে ক্রমে যত নৃপমণি ॥
এ দিকেতে রাম কৃষ্ণ যদুবীর সনে।
বিবাহ দেখিতে আসে বিদর্ভ ভবনে ॥
বিবাহের পূর্ব্বদিন কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
বরারোহা ও রুক্মিণীরে করিল হরণ ॥
তাহাতে পৌণ্ড্রক শাল্ব শিশুপাল আর
বিদুরথ দন্তবক্র আদি বলাধার ॥
কুপিত হইয়া সবে কৃষ্ণের নিধনে।
পিছু পিছু ধাবমান হইল সঘনে ॥
ক্রমে দুই দলে যুদ্ধ বাধে ঘোরতর।
যদুসেন হয় জয়ী করিয়া সমর ॥
এরূপ প্রতিজ্ঞা রুক্মী করিল তখন।
যতদিন কৃষ্ণে নাহি করিব নিধন ॥
চতুরঙ্গ সেনা তার না বধি যাবত।
পুরীতে প্রবেশ নাহি করিব তাবত ॥
এরূপ প্রতিজ্ঞা করি সে রুক্মী যেমন।
কৃষ্ণ-পুরোভাগে আসি উপনীত হন ॥
অমনি তাহারে হরি করি পরাজয়।
ভূতলে পাতিত কৈল ওহে মহোদয় ॥
রক্ষোবিধি অনুসারে শ্রীহরি তখন।
রুক্মিণীরে রমণীত্বে করিয়া গ্রহণ ॥
তার পর যথাকালে রুক্মিণী-উদরে।
প্রদ্যুম্ন মদন-অংশে নিজ জন্ম ধরে ॥
সম্বর অসুর তারে করিলে হরণ।
প্রদ্যুম্ন সে দৈত্যবরে করে নিপাতন ॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা সুধার লহরী।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী হরিপদ স্মরি ১-১৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

—※—

সম্বরাসুর কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্ন হরণ ও সম্বরবধ।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
সম্বর প্রদ্যুম্নে কেন করিল হরণ ॥
কি হেতু প্রদ্যুম্ন সেই সম্বরে সংহারে।
সেই কথা কৃপা করি বলহ আমারে ॥
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
প্রদ্যুম্ন ধরায় হয় ভূমিষ্ঠ যেমন ॥
সংহারী জ্ঞানেতে তারে অসুর সম্বর।
হরিয়া নিক্ষেপ করে লবণ সাগর ॥
সূতিকা-আগারে দুষ্ট গিয়া ষষ্ঠদিনে।
হরণ করিয়া আনে প্রদ্যুম্ন নন্দনে ॥
লবণ সাগরে আনি ফেলিল যেমন।
মৎস্য এক তারে গ্রাস করিল তখন ॥
ঘটনা চক্রেতে কিন্তু মীনের জঠরে।
জীবিত রহিল বৎস দীপ্ত কলেবরে ॥
একদিন জালে মৎস্য ধরিয়া ধীবর।
উপহার দিল আনি সম্বর-গোচর ॥
সম্বরের পত্নী ছিল নাম মায়াবতী।
রান্ধিতে পশ্চাতে মৎস্য দিল গুণবতী ॥
যেমন সে মৎস্য সবে করিল কর্ত্তন।
বাহির হইল এক অপূর্ব্ব নন্দন ॥
তাহা দেখি মায়াবতী ভাবে চমৎকার।
মৎস্যের উদরে পুত্র এ কোন ব্যাপার ॥

হেনকালে দেব-ঋষি করি আগমন।
রাণীরে সম্বোধি কহে শুনহ এখন ॥
সামান্য নহেক এই শিশু মহামতি।
কৃষ্ণের তনয় ইনি ওগো মায়াবতী ॥
সূতিকা-আগার হ'তে করিয়া হরণ।
লবণ সাগরে ফেলে সম্বর রাজন ॥
ভক্ষণ করিয়াছিল তাকে মীনবর।
অভিনব বস্তু এই তনয়-প্রবর ॥
সাবধানে রক্ষা কর অতীব যতনে।
এত বলি দেবঋষি গেল নিজ স্থানে ॥
মায়াবতী কুমারেরে করিয়া গ্রহণ।
পরম যতনে করে লালন পালন ॥
বাল্যাবধি কুমারের লাবণ্য দর্শনে।
অনুরাগ সঞ্চারিল মায়াবতী-মনে ॥
প্রদ্যুম্ন পড়িল ক্রমে যৌবনদশায়।
অপরূপ হইল কান্তি বলা নাহি যায় ॥
মায়াবতী রাজরাণী গজেন্দ্রগামিনী।
প্রদ্যুম্ন উপরে হয় প্রণয়-কাঙ্গিনী ॥
একদণ্ডে এক দিন সেই মায়াবতী।
নেত্রপাত করি কাছে প্রদ্যুম্ন প্রতি ॥
তাহা দেখি সঙ্কোচিয়া প্রদ্যুম্ন তখন।
কহিলেন শুন আর্য্যে আমার বচন ॥
মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া আপনি।
ধরিছেন ভাবান্তর কেন নাহি জানি ॥
মায়াবতী কহে শুন প্রাণের ঈশ্বর।
তোমার জননী নহি ওহে গুণধর ॥
কৃষ্ণের তনয় তুমি অমূল্য রতন।
সম্বর অসুর তোমা করিয়া হরণ ॥
ফেলেছিল ওহে নাথ লবণ সাগরে।
ভক্ষণ করিয়াছিল মৎস্য এক পরে ॥
মৎস্যারে ধরিয়া পরে আনিল ধীবর।
পেয়েছি তাহাতে তোমা ওহে প্রাণেশ্বর
আহা মরি স্নেহময়ী তোমার জননী।
অদ্যাপি শোকেতে দহে দিবস যামিনী ॥
এতেক বৃত্তান্ত শুনি প্রদ্যুম্ন তখন।
সমরার্থে সম্বরেরে করে সম্বোধন ॥

দুই জনে ক্রমে যুদ্ধ বাধে ঘোরতর।
দৈত্যসেনা ক্রমে ধ্বংস করি বীরবর ॥
সপ্তমায়া অতিক্রম করি তার পরে।
অষ্টমী মায়াতে বধ সম্বরেরে করে ॥
এরূপে সম্বরাসুরে করিয়া নিধন।
মায়াবতী সহ যান দ্বারকা-ভবন ॥
প্রদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টি করি সেই কালে।
কৃষ্ণ বলি সব নারী ভাবিল তাঁহারে ॥
কেবল রুক্মিণীদেবী করি দরশন।
কহিলেন স্নেহ অশ্রু করি বিসর্জ্জন ॥
এরূপ কুমার যার আহা মরি মরি।
সার্থক জন্মেছে তবে সেই ধন্যা নারী ॥
প্রদ্যুম্ন যদ্যপি মোর থাকিত জীবিত।
রূপে গুণে ঠিক হ'তো এরূপ নিশ্চিত ॥
এত ভাবি প্রদ্যুম্নেরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন বাছা আমার বচন ॥
তব জননীর সম অতি ভাগ্যবতী।
রমণী নাহিক ভূমে ওহে মহামতি ॥
তোমার অপূর্ব্ব রূপ করিয়া দর্শন।
বাৎসল্য হৃদয়ে মম হ'তেছে এখন ॥
অঙ্গের সৌষ্ঠব তব যেরূপ নেহারি।
ইথে বুঝি তব পিতা হবেন শ্রীহরি ॥
রুক্মিণী এরূপ বাক্য জিজ্ঞাসে যখন।
কৃষ্ণ সহ দেবঋষি করে আগমন ॥
নারদ কহেন দেবি শুনহ শ্রবণে।
অবহেলে বধ করি সম্বর দুর্জ্জনে ॥
তোমার তনয় এই কৈল আগমন।
দেখ দেখ ওগো দেবি কর দরশন ॥
সূতিকা-আগার হ'তে দুরাত্মা সম্বর।
হরণ করিয়া ফেলে লবণ সাগর ॥
এই সাধ্বী মায়াবতী হেরিছ নয়নে।
পুত্রবধূ হয় তব জানিবেক মনে ॥
সম্বরের ভার্য্যা নহে এইত সুন্দরী।
বলিতেছি আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বিবরি ॥
হরকোপানলে ভস্ম হইবে মদন।
মায়াবতী-রূপ ধরি শ্রীরতি তখন ॥

বিষ্ণুপুরাণ,

তৎপরায়ণা হয়ে নিজ মায়াবলে।
মোহিত করিয়া ছিল সম্বর অসুরে ॥
সম্বর ইহার সহ না কৈল বিহার।
মায়াতে মোহিত ছিল কহিলাম সার ॥
সেই পুত্র এই তব জানিবে মদন।
কন্দর্পের পত্নী ইনি রতি সতী হন ॥
তব পুত্রবধূ এই মায়াবতী সতী।
সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু ভারতী ॥
এরূপ বলিল যদি দেবঋষিবর।
আনন্দে ভাসিল কৃষ্ণ রুক্মিণী-অন্তর ॥
নগরনিবাসী সবে হরিষে মগন।
বিস্ময়ে নিমগ্ন হয় দ্বারকার জন ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥ ১-৩১

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

—*—

রুক্মীর পৌত্রীর সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
বর্ণন করিব পরে অপূর্ব্ব ভারতী ॥
কৃষ্ণের ঔরসে পরে রুক্মিণী উদরে।
নয় পুত্র এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে ॥
চারুদেষ্ণ আদি করি পুত্রগণ-নাম। *
চারুমতী নামে কন্যা অতীব সুঠাম ॥
রুক্মিণী ব্যতীত আরো সাতটী রমণী।
প্রধানা মহিষী পায় কৃষ্ণ নীলমণি ॥
মিত্রবিন্দা আদি করি তাহাদের নাম।
আরো বহু নারী ছিল ওহে মতিমান্ ॥
ষোড়শ হাজার সংখ্যা আছয়ে গণন।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন্ ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন স্বয়ম্বরে করিয়া গমন।
রুক্মি দুহিতার পাণি করেন গ্রহণ ॥
অনিরুদ্ধ জন্ম লয় তাঁহার উদরে।
রুক্মি পৌত্রী সহ বিভা অনিরুদ্ধ করে।
এ বিবাহে রাম কৃষ্ণ করেন গমন।
সঙ্গে সঙ্গে যান যত যদুবীরগণ ॥
ভোজপুরে যত রাজা সম্বোধি রুক্মীরে।
কহিলেন শুন নৃপ কহি হে তোমারে ॥
দ্যূতক্রীড়া ভাল নাহি জানে হলধর।
খেলাতে আসক্ত কিন্তু বড়ই অন্তর ॥
এত শুনি ভোজপতি বলদেব সনে।
খেলাতে প্রবৃত্ত হয়ে আনন্দিতমনে ॥
প্রথমে হারিয়া তাহে রোহিণী নন্দন।
সহস্রেক নিষ্ক পণ করিল অর্পণ ॥
ঐরূপে দ্বিতীয়বার হারিলেন রাম।
পুনশ্চ তৃতীয় বার হারে মতিমান্ ॥
কলিঙ্গ নৃপতি তাহা করি দরশন।
দশন বাহির করি হাসেন তখন ॥
রুক্মী বলে বলদেব খেলা নাহি জানে।
হারিলেন বারে বারে খেলি মম সনে ॥
পুনরায় ক্রীড়া করি কিবা প্রয়োজন।
কেন আর পাশা রাম করেন ধারণ ॥
এত শুনি ক্রোধভরে দেব হলধর।
কোটী নিষ্ক পণে খেলা করে তার পর।
অক্ষ ফেলি হলধর বলেন তখন।
এই দেখ জয় আমি করিনু অর্জ্জন ॥
রুক্মী বলে তব জয় হইল কেমনে।
করিলাম পরাজয় দেখ না নয়নে ॥
এরূপে বিবাদ করে সেই দুইজন।
দৈববাণী অকস্মাৎ হইয়া তখন ॥
“বিবাদ করিছ রুক্মী কিসের কারণে।
প্রকৃত বলাই জয়ী দেখহ নয়নে ॥”

---

* চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুষেণ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুবিন্দু, সুচারু ও চারু এই কয়টী পুত্র হয়।

মিত্রবিন্দা, সত্যা, জাম্ববতী, রোহিণী, সুশীলা, [illegible], লক্ষ্মণা এই সাতটী প্রধানা মহিষী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে মিত্রবিন্দা কলিঙ্গের কন্যা, সত্যা নগ্নজিতের কন্যা, সুশীলা ভদ্রমাদ্রের দুহিতা এবং সত্যভামা সত্রাজিতের কন্যা।

দৈববাণী শুনি রাম উঠিয়া তখন।
অষ্টাপদ রোষভরে করিয়া গ্রহণ॥
তাহার প্রহারে কৈল রুক্মীরে সংহার।
কলিঙ্গ নৃপের দন্ত ভাঙ্গি পুনর্ব্বার॥
রুক্মীপক্ষে যারা যারা আছিল তখন।
তাহাদের বধ হেতু করিয়া মনন॥
স্বর্ণকুম্ভ আকর্ষণ করি বেগভরে।
তাহা দিয়া মহাবেগে সকলেরে মারে॥
রাজগণ তাহা দেখি করি হাহাকার।
পলায়ন করে সবে ওহে গুণাধার॥
কৃতোদ্বাহ অনিরুদ্ধে লয়ে তার পরে।
যদুগণ সহ কৃষ্ণ গেল নিজপুরে॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা সুললিত অতি।
কালী বলে হরিপদে সদা রাখ মতি -২৮

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নরকাসুর বধ।

একদা দেবেন্দ্র চড়ি ঐরাবতোপরে।
উপনীত হন আসি দ্বারকা নগরে॥
নরক দৈত্যের কথা করে নিবেদন।
বলে নাথ তুমি হও নিত্য সনাতন॥
নরদেহ ধরি তুমি আসিয়া সংসারে।
নাশিলে দৌরাত্ম্য যত কে বলিতে পারে
অরিষ্ট ধেনুক কেশী করিয়া নিধন।
তাপসগণের ভয় করেছ বারণ॥
কুবলয়াপীড় গজে করিয়া সংহার।
পুতনারে নাশ করি ওহে গুণাধার॥
কংস আদি সব দুষ্টে করিয়া নিধন।
জগতের উপদ্রব করেছ বারণ॥
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তব বুদ্ধিবলে আর।
প্রশান্ত হয়েছে বিশ্ব ওহে গুণাধার॥
এখন যে হেতু মম হেথা আগমন।
শুনি প্রতীকার তার কর জনার্দ্দন॥
নরক পৃথ্বীর পুত্র হইয়া প্রবল।
প্রাগজ্যোতিষপুরে এবে হয়েছে ঈশ্বর॥
সর্ব্বভূতে নিরন্তর করিছে পীড়ন।
দেবকন্যা রাজকন্যা করিছে হরণ॥
প্রচেতার চক্র দুষ্ট লয়েছে হরিয়ে।
মণিগিরি হরি আনি রেখেছে আলয়ে॥
অদিতির দিব্য কুণ্ডল করেছে হরণ।
ঐরাবত গজ লাভে এবে তার মন॥
যাহে হয় ওহে প্রভো বিপদ উদ্ধার।
তাহার উপায় কর এ ভিক্ষা আমার॥
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হস্তে হস্ত ধরি উঠে দেব জনার্দ্দন॥
স্মৃতিমাত্র খগপতি আসিল তথায়।
সত্যভামা সহ কৃষ্ণ উঠেন তাহায়॥
প্রাগজ্যোতিস পুরে যাত্রা করেন তখন।
অমর নগরে ইন্দ্র করিল গমন॥
প্রাগ্জ্যোতিষের চারিদিকে যত স্থান।
ক্ষুরান্ত মোরব পাশে ঢাকা মতিমান্॥
সুদর্শন চক্র হরি করিয়া গ্রহণ।
অবহেলে সেই পাশ করিলা ছেদন॥
যুদ্ধপ্রার্থী হয়ে মুরু আসিলে সেখানে।
নিপাতিত তারে করে জনার্দ্দন বলে॥
সপ্ত-সহস্র ছিল মুরুর তনয়।
সমর-উদ্যত তারা সেইকালে হয়॥
চক্রধারী তাহাদিগে করিয়া নিধন।
নরকের পুরে ক্রমে করেন গমন॥
এদিকে নরক আসি সৈন্যগণ সনে।
হরি প্রতি অস্ত্র বর্ষে প্রকোপিত মনে॥
সুদর্শন হরি তারে করিয়া ক্ষেপণ।
দ্বিখণ্ড করিয়া ভূমে ফেলেন তখন॥
নরক নিহত হ'লে দেবী বসুমতী।
কুণ্ডল যুগল হস্তে লয়ে সেই সতী॥
কৃষ্ণপাশে আসি কহে শুনহ ঈশ্বর।
উদ্ধারিয়াছিলে মোরে হইয়া শূকর॥
সেইকালে তব স্পর্শে এই পুত্র পাই।
তুমিই ইহার প্রাণ বধিলে গোঁসাই॥
এখন কুণ্ডলদ্বয় করহ-গ্রহণ।
ইহার অপত্যগণে করহ রক্ষণ॥

সনাতন নারায়ণ তুমি গুণাধার ।
অবতীর্ণ ইহলোক হরিতে ভূভার ॥
তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি হে অব্যয় ।
কি বলি করিব স্তব ওহে দয়াময় ॥
যে সব দৌরাত্ম্য কৈল কৈল নরক নন্দন
প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করহ এখন ॥
পৃথ্বীর এতেক বাক্য শুনি যদুরায় ।
তথাস্তু বলিয়া তাঁরে দিলেন বিদায় ॥
তার পর নরকের যত বস্ত্র ধন ।
সমস্ত লইতে হরি সমুদ্যত হন ॥
ষোড়শ সহস্র কন্যা দেখিলেন পরে ।
বন্দী হয়ে কারাগারে আছে কন্যাপুরে ॥
পুরমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র বারণ ।
একবিংশতি নিযুত অশ্ব মনোরম ॥
এই সব রহিয়াছে করি দরশন ।
কন্যাগণে কারা হ'তে করিল মোচন ॥
তাহাদিগে হস্তীগণে আর অশ্বগণে ।
পাঠায়ে দিলেন হরি দ্বারকা ভবনে ॥
বরুণের ছত্র আর মণি গিরিবর ।
তার পর সংস্থাপিয়া গরুড় উপর ॥
তদুপরি আরোহিয়া সত্যভামা সনে ।
কুণ্ডলে অর্পিতে যান অদিতি-ভবনে ॥১-৩৫

ত্রিংশ অধ্যায় ।

কৃষ্ণ কর্তৃক অদিতিকে কুণ্ডল প্রদান.
পারিজাত হরণ ও কৃষ্ণ সহ
ইন্দ্রের সংগ্রাম ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন ।
গরুড় সবারে পৃষ্ঠে করিয়া বহন ॥
ক্রমে আসি উপনীত স্বরগের দ্বারে ।
দেবগণ তাহা দেখি অর্ঘ্য লয়ে করে ॥
বিধানে কৃষ্ণের পূজা করিলে তখন ।
অদিতির গৃহে কৃষ্ণ করেন গমন ॥
ইন্দ্রসহ সেই স্থানে করিয়া গমন ।
অদিতির পাদপদ্মে করিয়া বন্দন ॥

কুণ্ডল যুগল দিয়া তাঁহার গোচরে ।
আদ্যোপান্ত সব কথা নিবেদন করে ॥
তখন অদিতি কহে ওহে জনার্দ্দন ।
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি নিত্য সনাতন ॥
সতত রয়েছ তুমি সবার অন্তরে ।
তুমি দিবা সন্ধ্যা রাত্রি খ্যাত চরাচরে ॥
তোমার লাগিয়া মুগ্ধ হয়ে জীবগণ ।
তোমারে বুঝিতে নারে ওহে ভগবন্ ॥
পুনঃ পুনঃ তোমা আমি করি নমস্কার ।
তোমার পরম রূপ বুঝা শক্ত ভার ॥
এইরূপ স্তব করে অদিতি সুন্দরী ।
হাসিয়া বলেন তারে [illegible] ॥
আপনি জননী হও আমা সবাকার ।
অতএব বর লও এ [illegible] আমার ॥
ইহা শুনি হাস্য করি কহেন অদিতি ।
বাসনা হউক পূর্ণ তব [illegible] ॥
মম বরে তুমি [illegible] মানবে ।
অজেয় হইয়া [illegible] ॥
সত্য[illegible] [illegible] নন্দন ।
[illegible] হও গো এখন ॥
অদিতি [illegible] সংগে কহি গো তোমারে ।
[illegible] ॥
তব জ্যোতিঃ সমভাবে রবে চিরদিন ।
মম বরে নাহি [illegible] কখন মলিন ॥
এইরূপ বর [illegible] অদিতি ।
অদিতির [illegible] দেব স্বরূপ ত
সত্যভামা সহ কৃষ্ণে বিহিত বিধানে ।
সৎকার করিল কত আনন্দিত মনে ॥
তার পর সত্যভামা আর জনার্দ্দন ।
নন্দন কানন দেখি করেন ভ্রমণ ॥
পারিজাত তরু তথা হেরেন নয়নে ।
সুবর্ণ সমান ত্বক্ না যায় বর্ণনে ॥
তাম্রবর্ণ অভিনব পল্লব সুন্দর ।
গন্ধে আমোদিত করে দিক্ দিগন্তর ॥
অমৃত মন্থন পূর্ব্বে হয় যেইকালে ।
সেইকালে এই তরু উঠিল সাগরে ॥

সত্যভামা সেই তরু করি দরশন।
কৃষ্ণেরে সম্বোধি কহে ওহে জনার্দ্দন॥
"সত্যভামা প্রণয়িনী নিতান্ত আমার॥"
এই কথা মুখে বলে থাক বারবার॥
যদি তাহা সত্য হয় ওহে যদুরায়।
এই তরু লয়ে তবে চল দ্বারকায়।
আমার গৃহেতে ইহা হবে বিভূষণ।
মনে মনে ওহে নাথ এই আকিঞ্চন॥
ইহার মঞ্জরী কেশে বান্ধিয়া যতনে।
বিরাজ করিব আমি সপত্নী সদনে॥
এতেক বচন শুনি দেব জনার্দ্দন।
হাস্যমুখে পারিজাত করিয়া গ্রহণ॥
স্থাপন করেন তাহা গরুড়-উপরে।
তাহা দেখি রক্ষকেরা কহিল হরিরে॥
এই পারিজাত হয় শচীর গৃহীত।
ইহারে হরণ করা না হয় উচিত॥
অমৃত মন্থন যবে হইল সাগরে।
এই পারিজাত বৃক্ষ উঠে সেইকালে॥
শচীর হইল ভূষা এই সে কারণ।
দেবগণ ইন্দ্ররাজে করিল অর্পণ॥
যদ্যপি হরণ তুমি করহ ইহারে।
কুশলে না পাবে যেতে কভু দ্বারকাতে॥
মূঢ়তা বশতঃ তুমি ওহে জনার্দ্দন॥
ইন্দ্র মহিষীর বৃক্ষ করিছ গ্রহণ॥
কোন ব্যক্তি আছে বল জগত-সংসারে।
পারিজাত হরি লয়ে যাইবে কুশলে॥
অবশ্য দেবেন্দ্র তারে দিবে প্রতিফল।
যদি ইন্দ্র বজ্রহস্তে করেন সমর॥
অনুগামী হবে তাঁর যত দেবগণ।
এ হেতু বিরোধে বল কিবা প্রয়োজন॥
পরিণামে অনুতাপ যেই কাজে হয়।
তাহাদের প্রশংসা নাহি করে সুধীচয়॥
রক্ষকগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সত্যভামা কোপভরে কহেন তখন॥
কেবা সেই শচী আর কেবা পুরন্দর।
জন্মিয়াছে পারিজাত সাগর ভিতর॥

জন্মিয়াছে পারিজাত মন্থনের কালে।
ইন্দ্র একা কেন লবে বল দেখি মোরে॥
ইন্দ্র লক্ষ্মী রক্ষী কিম্বা অন্য দেবগণ।
সবে সম অধিকারী ইথে সর্ব্বজন॥
ভর্ত্তার বাহুর বলে যদ্যপি ইন্দ্রাণী।
অবরুদ্ধ করে থাকে হয় গর্ব্বিণী॥
বলো বলো তারে বলো ওহে রক্ষীগণ।
সত্যভামা পারিজাত-করেছে হরণ॥
ক্ষমা যেন নাহি করে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
বলিবে এ সব কথা মম বাক্য গুলি॥
এই কথা বলো বলো ওহে রক্ষীগণ।
সত্যভামা গর্ব্বভরে বলিছে এমন॥
"ভর্ত্তার প্রেয়সী তুমি যদি শচী হও।
দেখিব ভর্ত্তার বল কিরূপেতে লও॥
তব পতি দেবরাজ তাহা আমি জানি।
মানুষী হইয়া কিন্তু হরিলাম আমি॥"
এরূপ গর্ব্বিত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শচীপাশে গিয়া কহে বনরক্ষগণ॥
ইন্দ্রাণী শুনিয়া কহে স্বামীর গোচরে।
যুদ্ধার্থ উদ্যত ইন্দ্র হয় তার পরে॥
দেবরাজ যদি বজ্র করিল ধারণ।
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হৈল দেবগণ
ঐরাবতে আরোহিয়া দেব শচীপতি।
সমরার্থে সমাগত দেখি যদুপতি॥
শঙ্খের নিনাদ করি অতি ঘন ঘন।
আরম্ভিল শরজাল করিতে বর্ষণ॥
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অমর নিকর।
ছেদন করেন সব দেব গদাধর॥
বরুণের পাশ হরি করেন ছেদন।
গদাক্ষেপে যমদণ্ড করেন খণ্ডন॥
কুবেরের শিবিকাতে সুদর্শন মারি।
তিল সম খণ্ড খণ্ড করিলেন হরি॥
সূর্য্যাতেজ অগ্নিপ্রভা বিশীর্ণ হইল।
বসুগণ নানাদিকে পলায়ে চলিল॥
চক্রেতে বিচ্ছিন্ন হ'লে শূলাগ্র তখন।
ভূমিতলে নিপতিত হৈল রুদ্রগণ॥

সাধ্য বিশ্বদেব বায়ু গন্ধর্ব্ব-নিকর।
কৃষ্ণবলে হয়ে সবে ক্ষত কলেবর ॥
শাল্মলি তুলার ন্যায় পড়ে স্থানে স্থানে।
পক্ষীরাজ পক্ষাঘাত করে দেবগণে ॥
হবি আর দেবরাজ দোঁহে তার পর।
হইলেন সমাচ্ছন্ন শরে পরস্পর ॥
ঐরাবত সহ যুদ্ধ গরুড়ের হয়।
হরি সহ যুদ্ধ করে ইন্দ্র মহোদয় ॥
অস্ত্র শস্ত্র ক্রমে ভিন্ন হ'লে তার পর।
সুদর্শন চক্র ধরে দেব গদাধর ॥
ত্বরান্বিত হয়ে ইন্দ্র বজ্র নিল করে।
ত্রিলোকেতে হাহাকার উঠে উচ্চৈঃস্বরে
সুরপতি বজ্র যদি করিল ক্ষেপণ।
বাসুদেব করে তাহা করিয়া গ্রহণ ॥
চক্র পরিত্যাগ নাহি করে সেইকালে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ এই বাক্য কহিলা ইন্দ্রেরে ॥
বজ্র যদি নষ্ট হৈল দেখি সুরপতি।
পলায়ন-পরায়ণ হন দ্রুতগতি ॥
তাহা দেখি সত্যভামা করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন ওহে ত্রিলোক-রাজন্ ॥
শচীপতি পলায়ণ করেন সমরে।
যুক্তিযুক্ত নহে ইহা ভাবহ অন্তরে ॥
পারিজাত পুষ্পভূষা করিয়া ধারণ।
যে শচী তোমার সেবা করে অনুক্ষণ ॥
পারিজাতে অলঙ্কৃতা না হেরি তাঁহারে।
পলায়ন করিতেছ কেমন প্রকারে ॥
ফের ফের ওহে ইন্দ্র কি হেতু লজ্জিত।
এমন করম তব নহেক উচিত ॥
এই পারিজাত তুমি করহ গ্রহণ।
প্রশান্তহৃদয় হোক্ যত দেবগণ ॥
গিয়াছিনু যবে আমি তোমার আলয়ে।
গর্ব্বিত হইয়া শচী না চাহিল ফিরে ॥
সে হেতু পতির শ্লাঘা করিয়া বদনে।
প্রবর্ত্তিত করেছিনু মাধবেরে রণে ॥
পরধন পারিজাতে নাহি প্রয়োজন।
লও লও এই লও করহ গ্রহণ ॥
শচী যে কেবল রূপে গর্ব্বিতা তা নয়।
পতির গৌরবে নারী গরবিণী হয় ॥
সত্যভামা কহে যদি এরূপ বচন।
ফিরি দেবরাজ কহে করি সম্বোধন ॥
ওগো চণ্ডি খেদ তুমি নাহি কর আর।
যে জন করেন সৃষ্টি পালন সংহার ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড জয় যদি করে তিনি।
তাহে মম কিবা লজ্জা ওগো বিনোদিনী ॥
সমস্ত জগত স্থিত রয়েছে যাঁহাতে।
সর্ব্বভূত সমুদ্ভূত হয় যাঁহা হ'তে ॥
আদি-মধ্য হীন যিনি নিত্য নিরঞ্জন।
তাঁর কাছে পরাভবে কি লজ্জা এখন ॥
যাঁর তত্ত্ব নাহি জানে মহাত্মা-নিকর।
সত্য বটে নররূপী সেই গদাধর ॥
কিন্তু তাঁরে পরাজিত কে করিতে পারে।
হেন জন নাহি দেখি এ ভব সংসারে ॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥১-৭৯

একত্রিংশ অধ্যায়।

—০—

কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন।

এইরূপে স্তুতিবাদ কৈলে সুরপতি।
বাসুদেব কহে তাঁরে মধুর-ভারতী ॥
ত্রিলোকের নাথ তুমি ওহে বজ্রধর।
মর্ত্ত্যলোকে থাকি মোরা হই মাত্র নর
অতএব অপরাধ যাহা কিছু হয়।
ক্ষমিয়া এ পারিজাত লহ মহোদয় ॥
তব উপভোগ-ভোগ্য এই তরুবর।
অতএব লও তুমি ওহে বজ্রধর ॥
শ্রীসত্যভামার বাক্যে আমি তব সনে।
সংগ্রাম করিনু ইহা ভাবি দেখ মনে ॥
বজ্র যাহা মেরেছিলে আমার উপর।
এই লও সেই বজ্র ওহে ভগবন্ ॥
এই অস্ত্রে অরিগণে করহ সংহার।
লও লও ইহা লও ওহে গুণাধার ॥

এত শুনি দেবরাজ কহেন তখন।
জানি জানি তোমা জানি ওহে ভগবন॥
মানব বলিয়া কেন দেও পরিচয়।
তব জানি সূক্ষ্ম ভাব ওহে দয়াময়॥
যে কেহ হওনা তুমি ওহে নিরঞ্জন।
পারিজাত লয়ে কর দ্বারকা-গমন॥
করিবে গো তুমি যবে ধরা পরিহার।
আর না রহিবে ভূমে এই বৃক্ষ আর॥
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পারিজাত লয়ে কৃষ্ণ করেন গমন॥
উপনীত হন আসি দ্বারকা নগরে।
দ্বারকাবাসীরা তুষ্ট হেরিয়া তাঁহারে॥
যথাস্থানে পারিজাত করেন স্থাপন।
আশ্চর্য্য তাহার গুণ করহ শ্রবণ॥
তরুর নিকট যদি যায় কোন জন।
পূর্ব্বজন্ম কথা পড়ে মনেতে তখন॥
নরকেরে পরাজয় করি গদাধর।
হস্তী অশ্ব ধন আদি আনে বহুতর॥
গ্রহণ করিয়া তাহা যাদব সকলে।
মনসুখে দ্বারকাতে রহে কুতূহলে॥
ষোড়শ সহস্র আর একশত নারী॥
গ্রহণ করিয়া সুখে থাকেন শ্রীহরি॥
অসংখ্য আকার ধরি প্রভু নিরঞ্জন।
সবাকার মনস্তুষ্টি করেন সাধন॥
সব নারী মনে করে "দেব যদুমণি।
আমারে লইয়া যাপে দিবস রজনী॥"
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুধার ভাণ্ডার।
কালী বলে হরিপদ ভবে কর্ণধার॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

—*—

সত্যভামা প্রভৃতির গর্ভে পুত্রগণের উৎপত্তি ও উষাহরণ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীপুত্র করেছ শ্রবণ॥
সত্যভামা দুই পুত্র প্রসবিল পরে।
ভানু ভৈমরিক নাম জানিবে অন্তরে॥
এইরূপে কৃষ্ণ হ'তে অন্য অন্য নারী।
প্রসবিল পুত্র কন্যা রূপের মাধুরী॥*
প্রদ্যুম্ন সবার জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণের কুমার।
তার পুত্র অনিরুদ্ধ ওহে গুণাধার॥
অনিরুদ্ধ হ'তে বজ্র লভয়ে জনম।
অনিরুদ্ধ-কথা এবে করহ শ্রবণ॥
সংগ্রামেতে অবরুদ্ধ হন গুনাধার।
বাণকন্যা উষা সহ বিভা হয় তাঁর॥
হর হরি যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর।
অতীব বিচিত্র কথা ওহে গুণধর॥
সেই যুদ্ধে দেবদেব কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
বাণের সহস্র বাহু করেন ছেদন॥
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন।
হর হরি যুদ্ধ হয় কিসের কারণ॥
বাণের সহস্র বাহু ছেদিলেন হরি।
শুনিতে কারণ তার অভিলাষ করি॥
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
শিব সহ কেলি করে পার্ব্বতি যখন॥
তাহা দেখি বাণকন্যা উষা করে মনে।
কবে আমি হব সুখী প্রিয় সমাগমে॥
উষার মনের ভাব জানিয়া তখন।
বর দিয়া হরনারী কহেন বচন॥
"মনোমত পতি তুমি লভিবে অচিরে।"
ইহা শুনি উষা সতী মনে মনে করে॥

* রোহিণীর গর্ভে ৺সম্বাদি দীপ্তিমান পুত্রগণ জাম্বুবতীর গর্ভে শাম্ব প্রভৃতি বিশালবাহু পুত্রগণ, নাগজিতীর গর্ভে সংগ্রামজিৎ প্রধানক ভদ্রবিন্দ প্রভৃতি পুত্রগণ, শৈব্যার গর্ভে বৃক প্রভৃতি পুত্রগণ, লক্ষ্মণার গর্ভে মাত্রী নাম্নী কন্যা ও গোত্রবৎ প্রমুখ সন্তানগণ এবং কালিন্দীর গর্ভে শ্রুত প্রভৃতি সন্তানগণ জন্মে। তদ্ভিন্ন কৃষ্ণের অন্যান্য নারীর গর্ভে অষ্টাযুত শত সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হয়।

"কে পতি হবে বা হবে আমার মিলন।
ইহা শুনি উষা পুনঃ কহেন তখন ॥
বৈশাখের শুক্লপক্ষে দ্বাদশীর দিনে।
নেহারিবে স্বপ্নে যেই পুরুষ-রতনে ॥
তোমারে করিবে সতি তিনি পরাজয়।
তোমার হইবে পতি সে জন নিশ্চয় ॥
তার পর সেই দিনে স্বপনের বশে।
পুরুষের সহ উষা মাতে প্রেমরসে ॥
কেলিতে পুরুষ তারে করে পরাজয়।
তাহে অনুরাগী হৈল উষার হৃদয় ॥
নিদ্রাভঙ্গে পুরুষেরে না করি দর্শন।
কহে ধনী হয়ে কোথা করিলে গমন ॥
বাণমন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা সুরূপিণী।
চিত্রলেখা নাম তার উষার সঙ্গিনী ॥
সেই সখা সম্বোধিয়া কহিল উষারে।
কোথা গেলে বলিতেছ উদ্দেশি কাহারে
লজ্জাবশে উষা নাহি দিলেন উত্তর।
চিত্রলেখা মিষ্ট বাক্য কহে বহুতর ॥
তার পর কহে উষা সব বিবরণ।
পার্ব্বতির বর আর স্বপন ঘটন ॥
বলিয়া কহেন পুনঃ ওগো সহচরি।
কি হবে উপায় এবে কহ স্থির করি ॥
উষার বাণী শুনি চিত্রলেখা পরে।
আঁকিলেন চিত্রপট একান্ত অন্তরে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে যারা যারা রয়।
সবাকার প্রতিমূর্ত্তি ক্রমেতে করয় ॥
তাহা দেখি একে একে উষা বিনোদিনী।
অনিরুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি দেখেন তখনি ॥
অমনি সখীরে কহে মধুর বচন।
ওগো সখি এই মম মনচোরা ধন ॥
উষার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
সান্ত্বনা করিয়া তাঁরে প্রবোধ বচনে ॥
চিত্রলেখা যোগবলে যায় দ্বারকায়।
পুরাণ শুনিলে হয় সুপবিত্র কায় ॥১-২৪

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

—※—

বাণযুদ্ধ।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
বাণ রাজা ছিল অতি শিবপরায়ণ ॥
এক দিন প্রণিপাত করি মহেশ্বরে।
কহিলেন বাণ রাজা সুমধুর স্বরে ॥
শুন শুন ভগবন করি নিবেদন।
সহস্রেক বাহু বটে করিছি ধারণ ॥
যুদ্ধ বিনা কিন্তু তাহা সকলি বিফল।
তুমি মম সমযোদ্ধা ভুবন ভিতর ॥
এইকথা শুনি কহে দেব ত্রিনয়ন।
শুন শুন দৈত্যরাজ আমার বচন ॥
তোমার ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হবে যবে।
তখন তোমার সহ সংগ্রাম ঘটিবে ॥
এত শুনি বাণ নৃপ করিল গমন।
কালেতে ময়ূরধ্বজ হইল ভঞ্জন ॥
তাহা দেখি বাণরাজা আনন্দে ভাসিল
তখন ঘটনা এক তথায় ঘটিল ॥
চিত্রলেখা যোগাবলে করিয়া আশায়
অনিরুদ্ধে নিয়ে লয়ে উষার আলয় ॥
হৃদয় রঞ্জনে পেয়ে উষা গুণবতী।
বিহার করেন সুখে লয়ে প্রাণপতি ॥
কালেতে জানিয়া তাহা পুররক্ষগণ।
রাজার নিকটে গিয়া করে নিবেদন ॥
আদেশ দিলেন নৃপ রুদ্ধ করিবারে।
আজ্ঞা পেয়ে রক্ষকেরা চলে দ্রুত করে
অনিরুদ্ধে ধরিবারে করিলে গমন।
অনিরুদ্ধ সবাকারে করিল নিধন ॥
তাহা শুনি বাণরাজা রথ আরোহণে।
অনিরুদ্ধ সহ পরে মাতিলেন রণে ॥
তাহে অনিরুদ্ধ নৃপে করিলেন জয়।
মায়াযুদ্ধ করে পরে নৃপ মহোদয় ॥
নাগপাশে বন্দী করে অনিরুদ্ধে পরে।
রক্ষিলেন মনসুখে নিজ কারাগারে ॥

এদিকে যাদবগণ ভাবিয়া আকুল।
অনিরুদ্ধে নাহি পায় নাহি দেখে কূল।
তখন দেবর্ষি তথা করি আগমন।
আদ্যোপান্ত সব কথা করেন বর্ণন॥
তাহা শুনি হরি আর দেব বলরাম।
প্রদ্যুম্ন সনেতে ত্বরা করেন প্রয়াণ॥
গরুড় উপরে সবে করি আরোহণ।
অবিলম্বে বাণপুরে উপনীত হন॥
পুরদ্বারে রক্ষকেরা করিত বসতি।
প্রথমতঃ যুদ্ধ বাধে তাদের সংহতি॥
তাহাদিগে নিপাতিত করি জনার্দ্দন।
রাজপুরসমীপস্থ হ'লেন তখন॥
বাণ নৃপে রক্ষা হেতু হয়ে মূর্ত্তিমান্।
মাহেশ্বর জ্বর তথা করে অবস্থান॥
ত্রিপদ ত্রিশিরা জ্বর অতীব ভীষণ।
সেই জ্বর রণ হেতু উদ্যত তখন॥
এদিকে বৈষ্ণব জ্বর কৃষ্ণদেহ হ'তে।
যুদ্ধ হেতু বাহিরিল অতি আচম্বিতে॥
শৈবজ্বরে আকুলিত করে সেই জ্বর।
এদিকে সৈন্যেরে মারে দেব চক্রধর॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ কহে দেব পদ্মাসন।
ক্ষমা কর ওহে প্রভু তুমি ভগবন্॥
বৈষ্ণব জ্বরেরে শীঘ্র কর সম্বরণ।
এত শুনি জ্বরে ক্ষান্ত করে নারায়ণ॥
শৈবজ্বর কৃষ্ণে কহে নমস্কার করি।
শুন শুন ভগবন্ গোকুল বিহারী॥
এই যুদ্ধ যেই জন করিবে স্মরণ।
বিজ্বর হইবে সেই আমার বচন॥
এত বলি শৈব জ্বর শিবদেহে গেল।
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সৈন্য বধিতে লাগিল।
তার পরে দৈত্যরাজ আর মহেশ্বর।
কার্ত্তিক এ তিন আসে করিতে সমর॥
হরিহর যুদ্ধ ক্রমে বাধিল ভীষণ।
তাহে লোক সব হয় অতি ক্ষুব্ধমন॥
দেবগণ ভাবে সবে ঘটিল প্রলয়।
জৃম্ভণার্থ হরি ত্যগ করে সে সময়॥

জৃম্ভিত হইয়া তাহে রহিলা শঙ্কর।
মরিতে লাগিল দৈত্যসেনা বহুতর॥
জৃম্ভিত হইয়া শিব রহে রথোপরে।
যুদ্ধে না হ'লেন ক্ষম কৃষ্ণের গোচরে॥
প্রদ্যুম্ন সনেতে যুদ্ধ করি ষড়ানন।
ভয়েতে সমর ত্যজি করে পলায়ন॥
শঙ্কর জৃম্ভিত সব পলায়িত হ'লে।
বলিপুত্র বাণ আসি পশিল সমরে॥
বলরাম বহু শর করি বরিষণ।
বাণসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলা তখন॥
নারায়ণ সনে যুঝে বাণ নরপতি।
ভীষণ সমর সেই শাস্ত্রের ভারতী॥
যত শর মারে কৃষ্ণ বাণের উপরে।
অন্য শরে ছেদ তাহা নরপতি করে॥
কৃষ্ণেরে শরেতে বিদ্ধ কভু করে বাণ।
বাণে বিদ্ধ করে কভু কৃষ্ণ মতিমান্॥
এরূপে জিগীষাবশ হয়ে দুই জন।
রণ করে পরস্পর নিধন কারণ॥
তার পর বাণ-বধে করিয়া মনন।
সুদর্শন করে হরি করেন গ্রহণ॥
নগ্না দৈত্যবিদ্যা আসি এই হেন কালে।
আবির্ভূত আচম্বিতে হরির গোচরে॥
মীলিতাক্ষ হ'য়ে কৃষ্ণ লয়ে সুদর্শন।
সুদর্শন নৃপ প্রতি করেন ক্ষেপণ॥
বাণ বাহু ছেদি চক্র দেখিতে দেখিতে।
উপনীত হয় পুনঃ কৃষ্ণের হাতেতে॥
তখন ভবানীপতি করি আগমন।
কৃষ্ণেরে সম্বোধি কহে 'ওহে ভগবন্॥
অনাদি-নিধন তুমি পুরুষ-উত্তম।
নররূপে ধরাতলে লভেছ জনম॥
লীলামাত্র তব দেব কি বলিব আর।
এখন প্রসন্ন হও ওহে গুণাধার॥
বাণেরে করহ ক্ষমা ওহে ভগবন্।
ইহারে আমিই বর করেছি অর্পণ॥
এত শুনি তুষ্ট হৃদে দেব চক্রধর
কহিলেন সম্বোধিয়া শুনহ শঙ্কর

বিষ্ণুপুরাণ,

তোমার কথায আমি ক্ষমিনু রাজারে।
প্রাণে না মারিনু হর জানিবে ইহারে ॥
তোমাতে আমাতে ভেদ কিছুমাত্র নাই।
রাখিনু তোমার কথা কহি তব ঠাঁই ॥
অবিদ্যা-মোহিত হয়ে যত জীবগণ।
তোমাতে আমাতে ভেদ করে বিবেচন ॥
এত বলি অনিরুদ্ধ আবদ্ধ যেখানে।
দ্রুতগতি বাসুদেব চলেন সেখানে ॥
গরুড়-নিশ্বাসে যত পন্নগ নিকর।
নষ্ট হয়ে গেল সবে শমন-নগর ॥
তখন শ্রীকৃষ্ণ রাম প্রদ্যুম্ন সকলে।
উষা আর অনিরুদ্ধে লয়ে রথোপরে ॥
দ্বারকাভবনে পুনঃ করেন গমন।
পুরাণে অপূর্ব্ব কথা পাতক-নাশন ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥ ১-৫০

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

—*—

পৌণ্ড্রক কপট ও কাশীরাজ সহ
কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ।

মৈত্রেয জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
আর কিবা লীলা করে দেব জনার্দ্দন ॥
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
বর্ণন করিব এবে অপূর্ব্ব ভারতী ॥
যেরূপে নাশেন কৃষ্ণ কপটাবতারে।
বারাণসী দগ্ধ করে বিদিত সংসারে ॥
সেই কথা তব পাশে করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন এবে ওহে [illegible]ধন।
পৌণ্ড্রক নামেতে সেই ছিল পূর্ব্বকালে।
কপটে কৃষ্ণের রূপ সেই দুষ্ট ধরে ॥
ধ্যানবশে[illegible] মত্ত জগ[illegible] [illegible]ন।
বাসুদেব বলে তারে করিত কীর্ত্তন ॥
বাসুদেব বিষ্ণুচিহ্ন ধরি কলেবরে।
দূতেরে পাঠায় দুষ্ট কৃষ্ণের গোচরে ॥
দূত দ্বারা এই কথা করিল প্রেরণ।
"বাসুদেব-চিহ্ন তুমি করহ বর্জ্জন ॥
জীবনের আশা যদি থাকে তব মনে।
অচিরে শরণ আসি লও মম স্থানে ॥
দূতের মুখেতে ইহা করিযা শ্রবণ।
সহাস্য বদনে হরি কহেন তখন ॥
যাও যাও দূত গিয়া বলহ প্রভুরে।
অবিলম্বে যান আমি তাহার গোচরে ॥
তাহার আদেশ আমি করিব পালন।
তার চিহ্ন তার প্রতি করিব বর্জ্জন ॥
তাহা হ'তে ভয় যেন না হয় আমার।
যাও যাও দূত তুমি যাও এইবার ॥"
দূতেরে বিদায় দিয়া প্রভু জনার্দ্দন।
অবিলম্বে গরুড়েরে করেন স্মরণ ॥
তখনি গরুড় আসি উপনীত হয।
চড়িলেন তার পৃষ্ঠে হরি দয়াময় ॥
অবিলম্বে যদুসৈন্য লয়ে নিজ সনে।
চলিলেন দ্রুতগতি পৌণ্ড্রক নিধনে ॥
কাশীরাজ এই বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ হেতু করে আয়োজন ॥
এদিক পৌণ্ড্রক নিজ সৈন্যগণ লয়ে।
কাশীরাজ সনে মিলে ত্বরায আসিয়ে ॥
পৌণ্ড্রকের পীতবাস আছে পরিধান।
শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বক্ষঃ সুন্দর সুঠাম ॥
মনোহর শিখিচূড়া শোভিতেছে শিরে।
গরুড়ের ধ্বজ শোভে রথের উপরে ॥
এ সব কৃত্রিম চিহ্ন করি দরশন।
মৃদু মৃদু হাস্য করে দেব জনার্দ্দন ॥
গদা শক্তি আদি করি লয়ে তার পরে।
মাতেন পৌণ্ড্রক সহ দারুণ সমরে ॥
ক্ষণমধ্যে কাশীসৈন্য হয়ে গেল ক্ষয়।
পৌণ্ড্রকেরে সম্বোধিয়া কহে দয়াময় ॥
গদা শক্তি আদি করি লয়ে তার পরে।
মাতেন পৌণ্ড্রক সহ দারুণ সমরে ॥
ক্ষণমধ্যে কাশীসৈন্য হয়ে গেল ক্ষয়।
পৌণ্ড্রকেরে সম্বোধিয়া কহে দয়াময় ॥

শুনহ পৌণ্ড্রক তুমি আমার বচন।
দূতমুখে তব আজ্ঞা করেছি শ্রবণ॥
সেই হেতু আসিয়াছি তোমার গোচরে
করিব এ চক্র ত্যাগ তোমার উপরে॥
এত বলি চক্র ত্যাগ করেন যেমন।
অমনি পণ্ড্রক হয় সমরে পতন॥
তাহা দেখি হাহাকার করে সব জনে।
কাশীপতি পুনঃ আসি মাতিলেন রণে॥
তাহা দেখি ক্রোধভরে দেব জনার্দ্দন।
বাণেতে তাহার শির করেন ছেদন॥
এইরূপে দুই জনে করিয়া সংহার।
পুনশ্চ আসেন ফিরি দ্বারকা আগার॥
কাশীপতি এইরূপে হইলে নিধন।
তাঁর পুত্র কাশীক্ষেত্রে হয়ে একমন॥
সেই স্থানে দেবদেব প্রভু দিগম্বরে।
সেবিতে লাগিল সদা ভকতির ভরে॥
তাহা দেখি তুষ্ট হয়ে দেব ত্রিনয়ন।
বর দান হেতু আসি উপনীত হন॥
তখন তাঁহারে কহে রাজার কুমার।
যদি তুষ্ট হয়ে থাক ওহে গুণাধার॥
তাহা হলে এই বর দেও গো আমারে
যাহে বসুদেবে বধ করিবারে পারে॥
হেন কৃত্যা সমুদিত হউক এখন।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলা পঞ্চানন॥
দেখিতে দেখিতে অগ্নিনিবেশন হ'তে
মহাকৃত্যা সমুদিত হৈল আচম্বিতে॥
জ্বালা সম হয় তার করাল বদন।
মস্তকে জ্বলন্ত কেশ অতীব ভীষণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে কৃত্যা বলিতে বলিতে।
ধাবমান হয় দ্রুত দ্বারকা-মুখেতে॥
তাহারে দেখিয়া যত দ্বারকার জন।
ভীত হয়ে কৃষ্ণে আসি লইল শরণ॥
অন্তরে জানিয়া সব দেবদেব হরি।
সুদর্শন করে ত্যাগ এই কথা বলি॥
শুন শুন সুদর্শন আমার বচন।
অচিরে কৃত্যারে জয় করহ এখন॥

ইহা শুনি সুদর্শন করিল গমন।
সুদর্শনে দেখি কৃত্যা করে পলায়ন॥
পিছু পিছু সুদর্শন হয় [illegible]
বারাণসী প্রান্তে ক্রমে [illegible]॥
কাশীরাজ সৈন্য আর প্রমথের গণ।
সুদর্শন অভিমুখে করি[illegible] গমন॥
বিষ্ণু চক্রতেজে কিন্তু সৈন্য সমুদায়।
দেখিতে দেখিতে দগ্ধীভূত হয়ে যায়॥
বারাণসী ধামে পরে পশি সুদর্শন।
কৃত্যা সহ বারাণসী করিল দাহন॥
হস্তী অশ্ব আদিযুক্ত যত বীরচয়।
চক্রতেজে সেই সব ভস্মীভূত হয়॥
এইরূপে কাশীপুরী করিয়া দাহন।
পুনশ্চ ফিরিয়া আসে চক্র সুদর্শন॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর॥ ১৪৪

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

--- ※ ---

দুর্য্যোধনসকাশে বলদেবের গমন ও হল দ্বারা হস্তিনা বিদারণ।

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্।
রামের বিষয় পুনঃ করিব শ্রবণ॥
তাঁহার বলের কথা কহ পুনর্ব্বার।
শুনিতে বাসনা বড় হতেছে আমার॥
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
সাক্ষাৎ অনন্ত দেব রাম মহাত্মন্॥
জাম্বুবতী-সুত শাম্ব স্বয়ম্বরস্থলে।
দুর্য্যোধন তনয়ারে দেখিয়া সকলে॥
গ্রহণ করিলে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি।
সংগ্রাম করিল পরে ওহে মহামতি॥
শাম্বেরে রাখেন সবে করিয়া [illegible]
জানিতে পারিল তাহা যত যদু [illegible]
কুপিত হইয়া যত যাদব-নিকর।
সমুদ্যত হয় ত্বরা করিতে সমর॥

বলদেব তাহাদিগে করিয়া বারণ।
কহিলেন ক্ষান্ত হও সমরে এখন ॥
যাইতেছি আমি এবে কৌরব-গোচরে।
এত বলি যান রাম হস্তিনানগরে ॥
পুরেতে প্রবেশ নাহি করি বলরাম।
বাহ্য উপবনে গিযা করে অবস্থান ॥
দুর্য্যোধন আদি যত মহীপালগণ।
বলদেবে সমাগত জানিযা তখন ॥
আদ্য অর্ঘ গাভীদান কবিয়া সাদরে।
করিলেন অভ্যর্থনা বিধি অনুসারে ॥
তার পর রাম কহে শুন কুরুগণ।
উগ্রসেন এই আজ্ঞা করেছে প্রেরণ ॥
তোমরা শাম্বেরে মুক্ত করহ অচিরে।
এত শুনি দ্রোণ আদি কহে কোপভরে
শুন শুন হালায়ুধ মোদের বচন।
তব বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে কদাচন ॥
যদুবংশ রাজ-যোগ্য কভু নাহি হয়।
আরো এক কথা বলি শুন মহোদয় ॥
কুরুগণে আজ্ঞা করে হেন কোন জন।
বীর বলি গণ্য হয় এ তিন ভুবন ॥
উগ্রসেন কৌরবেরে দেয় অনুমতি।
কি আছে তাহার বল এমন শকতি ॥
রক্ষিত পাণ্ডবচ্ছত্রে বল যে তাহার।
এখন ফিরিয়া তুমি যাও নিজাগার ॥
তোমরা যেমন বলী সকলি তা জানি।
বৃথা কেন বাক্যব্যয় করিছ আপনি ॥
অন্যায় করম শাম্ব কৈল আচরণ।
তাহার উচিত ফল পেতেছে এখন ॥
উগ্রসেন আজ্ঞা দিবে মোরা সেই ভয়ে
শাম্বেরে ছাড়িয়া দিব না ভাব হৃদয়ে ॥
কৌরবেরা এত বলি পশিলেন পুরে।
উঠিলেন বলদেব অতি রোষভরে ॥
পার্ষ্ণির আঘাতে পৃথ্বী কৈল বিদারণ।
ভীষণ নিনাদ করি কহেন তখন ॥
অসুরগণের এত মদগর্ব্ব হায়।
আশ্চর্য্য অতীব ইহা জানিনু ধরায় ॥
কৌরবের আধিপত্য কাল সহকারে।
অবশ্য আয়ত্ত হবে মোদের গোচরে ॥
দেবগণ যার আজ্ঞা না করে লঙ্ঘন।
সেই উগ্রসেনে ঘৃণা করে দুষ্টগণ ॥
পারিজাত পুষ্পভূষা যার নারী ধরে।
তাঁহারে এ সব দুষ্ট অবহেলা করে ॥
উগ্রসেন মহারাজ ধরার ঈশ্বর।
কৌরব রাখিব নাহি বসুধা উপর ॥
নিষ্কৌরবা পৃথ্বী করি পশিব পুরীতে।
সস্ত্রীক শাম্বেরে লয়ে যাব দ্বারকাতে ॥
কিম্বা ভাগীরথী নীরে হস্তিনা নগর।
নিক্ষেপিয়া ধরাভার হরিব সত্বর ॥
এত বলি হল দিয়া হস্তিনা নগরী।
আকর্ষিতে আরম্ভিল দেবদেব হলী ॥
তাহে আঘূর্ণিত হয় হস্তিনানগর।
কৌরবেরা ভীত হ'য়ে কহে তার পর ॥
ক্ষমা কর ক্ষমা কর ওহে বলরাম।
পত্নী সহ শাম্বে মোরা করিনু প্রদান ॥
তখন সন্তুষ্ট হয়ে দেব হলধর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃষ্ণে বন্দি কহে তার পর ॥
শুন শুন বীরগণ অমোঘ বচন।
তোমাদের অপরাধ ক্ষমিনু এখন ॥
হস্তিনানগরী রাম আকর্ষণ করে।
এ হেতু নগরী আছে আঘূর্ণিতাকারে ॥
রামের বিক্রম যত করিনু কীর্ত্তন।
এরূপ প্রভাব তাঁর কবি দরশন ॥
শাম্বের সৎকার করি কৌরব-নিকর।
বিধানে বিবাহ দিয়া ওহে গুণধর ॥
দ্বারকানগরে তারে করিল প্রেরণ।
শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে তপোধন ১-৪০

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

—*—

বলদেব কর্তৃক নরকসখা দ্বিবিধ নামক বানরের নিপাতন।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
আরো যাহা করে যত রোহিণী নন্দন
দ্বিবিধ নামেতে এক আছিল বানর।
নরকের সখা সেই অতি বলধর॥
বসুদেব নরকেরে করিলে নিধন।
দ্বিবিধ নরক-সখা হয়ে ক্রুদ্ধমন॥
বৈরনির্যাতন ইচ্ছা করিয়া অন্তরে।
যজ্ঞবিঘ্ন করিবারে আরম্ভিল পরে॥
মানব বিনাশ দুষ্ট করিতে লাগিল।
দেহিগণ ক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকিল॥
সাধুর মর্য্যাদা ভেদ হৈল অত্যাচারে।
কভু দুষ্ট নানা দেশ দগ্ধীভূত করে॥
গ্রাম আদি কভু করে চূর্ণ বিচূর্ণিত।
কভু গিয়া শৈলরাজি করে উৎপাটিত
পর্ব্বত উপাড়ি কভু পুলকের ভরে।
নিক্ষেপ করয়ে তাহা তরীর উপরে॥
সাগরস্থ পোতে কভু করে নিক্ষেপণ।
জলনিধি বিলোড়িত হয় ঘন ঘন॥
তাহাতে উদ্বেল হয়ে অগাধ সাগর।
প্লাবিত করিয়া ফেলে পুরাদি-নিকর।
ভীষণ আকার কভু করিয়া ধারণ।
কামরূপী কপি করি যথেচ্ছ ভ্রমণ॥
বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে শস্য সমুদয়।
এরূপে ভীষণ কাণ্ড করে দুরাশয়॥
বষট্‌কারশূন্য আর স্বাধ্যায়-বর্জ্জিত।
ক্রমেতে জগত হয় হয়ে বিদ্রাবিত॥
হেনকালে এক দিন দেব হলধর।
রেবতী সহিতে গিয়া উদ্যান ভিতর॥
মধুপান করি গান করেন পুলকে।
আরো বহু নারী সঙ্গে ছিল মনসুখে
রমণীমণ্ডলে স্থিত হয়ে হলধর।
কুবের সমান শোভে অতীব সুন্দর॥
সহসা দ্বিবিদ তথা করি আগমন।
রামের সম্মুখে গিয়া দিল দরশন॥
লাঙ্গল মুষল ছিল রামের তথায়।
দুরাচার লিখা তাহা আনন্দিত কায॥
রামের সম্মুখে কত মুখভঙ্গী করে।
নারীগণ সমীপেতে গিয়া তার পরে॥
পদাঘাতে নবকাদি করে নিক্ষেপণ:
তাহা দেখি হলধর কোপে নিমগন॥
ভর্ৎসনা করেন তিনি কপিরে বিস্তর।
কিল কিল করি শব্দ করে কপিবর॥
তখন মুষল হলী লয় রোষভরে।
শৈলশিলা কপিবর লয় নিজ করে॥
সেই শিলা নিক্ষেপিল রামের উপর।
সহস্রধা ছেদে রাম মারিয়া মুষল॥
তাহা দেখি কপিবর যাইয়া সত্বরে।
চপেট-আঘাত করে রাম বক্ষঃস্থলে॥
মুষ্ট্যাঘাত রাম করে মস্তকে তাহার।
তাহে কপিবর ত্যজে প্রাণ আপনার॥
রুধির বমন করি কপি দুরাত্মন্।
পরাণ ত্যজিয়া ভূমে হয় নিপতন॥
তাহার পতনে মহানিনাদ উঠিল।
গিরিশৃঙ্গ শতভাগে বিদীর্ণ হইল॥
দেবগণ তুষ্ট হয়ে থাকিয়া অম্বরে।
রামের মস্তকে পুষ্প বরিষণ করে॥
ভূয়সী প্রশংসা করি কহেন তখন।
ধন্য ধন্য ওহে বীর রোহিণী-নন্দন॥
কপি অত্যাচারে কষ্টে আছিল সংসার।
সেই দুষ্টে এবে তুমি করিলে সংহার॥
এত বলি দেবগণ করেন গমন।
পুরাণে পবিত্র কথা ব্যাসের বচন॥ ১-২৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

মুষলোৎপত্তি, যদুবংশধ্বংস ও কৃষ্ণের লীলাসম্বরণ।

এইরূপে জনার্দ্দন বলরাম সনে।
জগতের পরিত্রাণ করার কারণে ॥
কত দৈত্য কত দুষ্ট রাজগণে আর।
বধিয়া হরিলা ক্রমে ধরণীর ভার ॥
ব্রহ্মশাপচ্ছলে হরি আশ্চর্য্য কৌশলে।
আত্মকুল সমুচ্ছেদ করিলেন পরে ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয় সুজন।
যদুকুল কিবা রূপে হয় নিপতন ॥
কিরূপে মানুষ দেহ ত্যজিলেন হরি।
সেই কথা কহ প্রভু কৃপাদৃষ্টি করি ॥
এত শুনি পরাশর কহে ধীরে ধীরে।
বিচিত্র কাহিনী বলি তোমার গোচরে
একদা যৌবনে মত্ত যদুশিশুগণ।
পিণ্ডারক তীর্থে আসি উপনীত হন ॥
বিশ্বামিত্র কণ্ব আর নারদ সুমতি।
সহসা সে স্থান দিয়া করিছেন গতি ॥
তাঁহাদিগে দরশন করি শিশুগণ।
শাম্বেরে নারীর বেশ করায়ে ধারণ ॥
ঋষিগণপাশে গিয়া অতি দ্রুতগতি।
তাঁহাদের পদতলে করিয়া প্রণতি ॥
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ।
গর্ভবতী বভ্রুপত্নী কর দরশন ॥
কি পুত্র জন্মিবে বল ইহার উদরে।
ছলনা শুনিয়া ঋষিগণ কহে পরে ॥
শুন শুন যদুকুল কুমার-নিকর।
ইহার উদরে এক জন্মিবে মুষল ॥
যদুকুলধ্বংসি সেই মুষল হইবে।
মোদের বচন সত্য অন্তরে জানিবে ॥
এই কথা শুনি যত কুমার-নিকর।
উপনীত হয় উগ্রসেনের গোচর ॥
উগ্রসেন পাশে সব করে নিবেদন।
উগ্রসেন শুনি হন চিন্তায় মগন ॥
মুষল জন্মিলে পরে শাম্বের উদরে।
উগ্রসেন আজ্ঞা দিল বধিতে সবারে ॥
আজ্ঞা পেয়ে সবে মিলি করিয়া ঘর্ষণ।
চূর্ণিত করিতে হয় উদ্যত তখন ॥
তোমর-আকৃতিমাত্র রহে যেই কালে।
আর না ঘষিয়া ক্ষয় করিবারে পারে ॥
তখন ফেলিয়া দিল সাগর ভিতর।
মৎস্য এক গ্রাস তাহা করিল সত্বর ॥
জরা নামে ব্যাধ সেই মীনে পরে ধরে।
মুষল পাইল তার উদর ভিতরে ॥
হেনকালে জনার্দ্দন বিজন কাননে।
বসিয়া ছিলেন একা পুলকিত মনে ॥
অকস্মাৎ দেবদূত করি আগমন।
প্রণতি করিয়া কহে ওহে ভগবন্ ॥
দেবতারা পাঠায়েছে তোমার গোচর।
নিবেদন করি সব শুন চক্রধর ॥
ভূভার হরিতে তুমি আসিয়া ধরায়।
দুর্দ্দান্ত দানব বধ করিলে হেলায় ॥
শত বর্ষ সমাতীত হয়েছে এখন।
ধরাধামে তুমি প্রভু কৈলে আগমন ॥
এখন চলহ পুনঃ অমর-নগরে।
দেবেরা সনাথ হোক্ হেরিয়া তোমারে
দূতের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কৃষ্ণ কহে শুন দূত আমার বচন ॥
যা বলিলে সত্য বটে নাহিক সংশয়।
যদুকুল এইবারে হয়ে যাবে ক্ষয় ॥
সপ্ত রাত্রি মাঝে সব হবে নিপতন।
আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ ॥
যে স্থান লয়েছি আমি সাগর-সদনে।
ফিরি দিব তাহা পুনঃ পুলকিত মনে ॥
তারপর যদুকুল হ'লে নিপতন।
রাম সনে এই দেহ করি বিসর্জ্জন ॥
অবিলম্বে গিয়া আমি অমর-নগরে।
মিলিব দেবেন্দ্র সহ হরিষ অন্তরে ॥

এই সব বল গিয়া দেবতা সদন।
যাও যাও দূত এবে করহ গমন॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দূত গিয়া ইন্দ্র-পাশে করে নিবেদন॥
এদিকে উৎপাত দৃষ্ট হয় দ্বারকায়।
তাহা দেখি কৃষ্ণ কহে যাদব সবায়॥
শুন শুন মম বাক্য যদুবীরগণ।
দুর্নিমিত্ত সব যত হতেছে দর্শন॥
অতএব এই সব শান্তির কারণে।
প্রভাস তীর্থেতে চল যাই সব জনে॥
শুনিয়া উদ্ধব কহে ওহে ভগবন্।
আমার কর্ত্তব্য কিবা বলহ এখন॥
দুর্নিমিত্ত দেখি বোধ মনে মনে করি।
স্বীয় কুল নাশ তুমি করিবে হে হরি॥
শুনিয়া উদ্ধবে কহে কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
বদরিকাশ্রমে তুমি করহ গমন॥
নর নারায়ণ স্থানে গিয়া সেইখানে।
মোরে চিত্ত সমর্পিয়া ঐকান্তিকমনে॥
তপস্যা সাধনে রত হও হে সুজন।
লভিবে পরম গতি কহিনু বচন॥
আত্মকুল সংহারিয়া আমি এই দিকে।
অমর নগরে ত্বরা যাব মনসুখে॥
দ্বারকা ছাড়িলে আমি প্রবল সাগর।
প্লাবিত করিবে ইহা ওহে বিজ্ঞবর॥
উদ্ধব এতেক শুনি করিয়া বন্দন।
নরনারায়ণ-স্থানে করিলা গমন॥
এদিকে যাদবগণ চড়ি রথোপরে।
প্রভাস তীর্থেতে চলে অতি দ্রুত করে॥
কুকুর অন্ধকগণ রাম কৃষ্ণ সনে।
উপনীত হয় আসি প্রভাস-সদনে॥
প্রযত অন্তরে তথা করিলেক স্নান।
কৃষ্ণের আদেশে পরে মদ্য করে পান॥
সুরাপানে মত্ত হয় সবে পরস্পর।
অস্ত্র শস্ত্র বর্ষে কত আর ঘোরতর॥
অস্ত্র শস্ত্র ক্রমে ক্ষয় হয় যেইকালে।
আসন্ন এরকা সব লয় নিজ করে॥
তাহা দিয়া পরস্পর করয়ে প্রহার।
একে একে ক্রমে সবে হইল সংহার॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ সনাতন।
এরকার মুষ্টি এক করিয়া গ্রহণ॥
মারিতে লাগিল তাহা যাদব-নিকরে।
তারাও প্রহার করে সবে পরস্পরে॥
শ্রীকৃষ্ণের রথ পরে সাগরে ডুবিল।
শঙ্খ চক্র গদা আদি যত অস্ত্র ছিল॥
কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ করি তাহারা সকলে।
আদিত্যপথেতে গেল অতি ত্বরা করে॥
শ্রীকৃষ্ণ দারুক ভিন্ন অন্য যদুগণ।
একে একে সবে ক্রমে হয় নিপতন॥
এদিকে তরুর মূলে ছিল বলরাম।
অপূর্ব্ব ঘটনা তথা কর অবধান॥
ভীষণ ভুজঙ্গ এক দেখিতে দেখিতে।
বাহির হ'তেছে বলদেব মুখ হ'তে॥
সেই সর্প বাহিরিয়া সাগর ভিতর।
আশ্রয় লইল আসি ওহে মুনিবর॥
সিদ্ধ আদি সবে মিলি একান্ত অন্তরে।
পূজিতে লাগিল সেই পন্নগপ্রবরে॥
জলনিধি অর্ঘ্য লয়ে করি আগমন।
অনন্তদেবের পূজা করেন সাধন॥
এইরূপে পূজা লয়ে অনন্ত সুজন।
সাগর-সলিলে পশে ওহে তপোধন॥
রামের নির্য্যাণ দেখি গোলক-বিহারী।
দারুকেরে সম্বোধিয়া কহে ত্বরা করি॥
রামের নির্বাণ আর যদুকুলক্ষয়।
পিতার নিকটে বলো ওহে মহোদয়॥
উগ্রসেনপাশে আর করো নিবেদন।
অচিরে এ দেহ আমি দিব বিসর্জ্জন॥
সমুদ্র দ্বারকা পুরী করিবে প্লাবিত।
দ্বারকাতে সবে তুমি করিবে বিদিত॥
সজ্জিত করিয়া রথ পার্থের কারণ।
প্রতীক্ষা করিবে তুমি ওহে মহাত্মন্॥
অর্জ্জুন নিষ্ক্রান্ত হ'লে সেই দ্বারকায়।
আর না থাকিও তুমি কখন তথায়॥

যেইখানে ধনঞ্জয় করিবে গমন।
তুমিও তথায় যাবে ওহে মহাত্মন্ ॥
বলিও বলিও তুমি অর্জ্জুন সদনে।
পালন করেন যেন মম পরিজনে ॥
বজ্রের যাদবরাজ্যে করিও নৃপতি।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহামতি ॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দারুক তাঁহার পদে করিয়া বন্দন ॥
প্রদক্ষিণ করি পরে হইল বিদায়।
উপনীত হয় আসি ক্রমে দ্বারকায় ॥
অর্জ্জুনেরে সেই স্থানে করি আনয়ন
কৃষ্ণের যতেক কথা করে নিবেদন ॥
এদিকেতে বাসুদেব নিজ জানুদেশে
পদ রাখি যে গযুক্ত হইয়া হরিষে ॥
আত্মাতে পরম ব্রহ্ম করেন স্থাপন।
হেনকালে জরাব্যাধ করে আগমন ॥
সে ব্যাধ তোমর দ্বারা কৃষ্ণ-পদতল।
ভ্রমেতে করিল বিদ্ধ ওহে গুণধর ॥
তার পর চতুর্ব্বাহু দেব জনার্দ্দনে।
নিরখিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণমে চরণে ॥
বলে প্রভো ক্ষমা কর তুমি দয়াধার।
গর্হিত করম কৈনু ওহে সারাৎসার ॥
হরিণ আশঙ্কা করি মেরেছি তোমর।
প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর গদাধর ॥
তখন কহেন কৃষ্ণ নাহি তব ভয়।
আমার প্রসাদে যাও অমর-নিলয় ॥
হেনকালে দিব্য রথ করে আগমন।
তাহে চড়ি গেল ব্যাধ অমর ভবন ॥
এদিকেতে বাসুদেব ত্যজি কলেবর।
মনের হরিষে যান গোলক নগর ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুললিত অতি।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী আনন্দিত মতি। ১-৬৯

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

-*-

অর্জ্জুনের বলক্ষয়, আভীরগণ কর্ত্তৃক যদু-মহিলাহরণ এবং ব্যাসের নিকট অর্জ্জুনের খেদ।

মৈত্রেয়েরে সম্বোধিয়া কহে পরাশর।
শুন শুন তার পর ওহে গুণধর ॥
অর্জ্জুন প্রভাসে পরে করিয়া গমন।
রামের কৃষ্ণের দেহ করি অন্বেষণ ॥
সৎকার করিল তাহা বিহিত বিধানে।
সৎকার করিল পরে অন্য যদুগণে ॥
সৎসঙ্গ পাইয়া যত আসিল কামিনী।
পতি সনে সহমৃতা হইল তখনি ॥*
তার পর ব্রজে আর দ্বারবাসী জনে।
অর্জ্জুন লইয়া সঙ্গে বিষাদিত মনে ॥
দ্বারকা ছাড়িয়া ক্রমে করেন গমন।
দ্বারকা হইল শূন্য ওহে তপোধন ॥
যখন শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ কৈল কলেবর।
পারিজাত ত্যজি গেল দ্বারকা-নগর ॥
সুধর্ম্মা চলিয়া গেল অমর ভবনে।
কলি আসি দিল দেখা মানব-সদনে ॥
দ্বারকা সাগরজলে হইল প্লাবিত।
একমাত্র দেবালয় রহে পূর্ব্বমত ॥
বিধবা রমণীগণে লয়ে নিজ সনে।
এদিকে অর্জ্জুন যায় বিষাদিত মনে ॥
পঞ্চনদ দেশে যবে উপনীত হন।
যতেক আভীর দস্যু করে আগমন ॥
বিধবা রমণীগণে দরশন করি।
কামেতে উন্মত্ত হয়ে ধায় দ্রুত করি ॥
তাহা দেখি কোপবশে অর্জ্জুন তখন।
বদন ফিরায়ে কহে কর্কশ বচন ॥
দুরাচার নরাধম তোমরা সকলে।
আসিয়াছ যাবে বলি শমন-গোচরে ॥

* রুক্মিণী আদি অষ্ট মহিলা কৃষ্ণের সহিত, রেবতী রামের সহিত এবং অন্যান্য যাদবরমণী স্ব স্ব পতির মৃতদেহ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।

এত বলি করে ধরি গাণ্ডীব তখন।
তাহে গুণ দিতে পার্থ করে আয়োজন ॥
কিন্তু গুণ দিতে নাহি হয়েন সক্ষম।
বহুকষ্টে দিল পরে ওহে তপোধন ॥
তথাপি শিথিল হয়ে পড়িতে লাগিল।
অস্ত্ররাজি মন হ'তে বিস্মৃত হইল ॥
এদিকে আভীর দস্যু মিলিয়া সকলে।
রমণীগণের হরি যায় কুতুহলে ॥
তাহা দেখি পার্থ করে সঘনে রোদন।
হায় হায় কোথা কৃষ্ণ ক'রলে গমন ॥
কৃষ্ণবলে বল ছিল আমার শরীরে।
সকলি বিফল মম এখন সংসারে ॥
এত বলি বহুক্ষণ করিয়া রোদন।
ক্ষুণ্ণমনে মথুরাতে করেন গমন ॥
বজ্রে অভিষিক্ত পরে করিয়া তথায়।
ব্যাসের নিকটে পার্থ দ্রুতগতি যায় ॥
পার্থের মলিন মুখ করি দরশন।
জিজ্ঞাসা করেন তারে ব্যাস তপোধন ॥
কেন পার্থ বিষাদিত নেহারি তোমারে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ কিহে ঘিরেছে শরীরে ॥
অথবা কাহারো আশা করেছ ভঞ্জন।
অথবা করেছ তুমি অগম্যা গমন ॥
কিম্বা বিপ্রজনে নাহি করিয়া প্রদান।
মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছ মতিমান ॥
সূর্পের বাতাস কিম্বা লেগেছে শরীরে।
অথবা হয়েছ সিক্ত নখস্পৃষ্ট জলে ॥
কিম্বা কেহ যুদ্ধে তোমা করিয়াছে জয়।
বল বল সেই কথা বিনাশি সংশয় ॥
ব্যাসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আদ্যোপান্ত সব পার্থ করে নিবেদন ॥
বলিলেন হায় হায় সকলি অসার।
কৃষ্ণ বিনা সব মিথ্যা জানিলাম সার ॥
যে শরে ভীষ্মাদি সবে বধিনু সমরে।
কৃষ্ণ বিনা সেই শর বিফল সংসারে ॥
সামান্য আভীরগণ করি পরাজয়।
রমণী লইল কাড়ি ওহে মহোদয় ॥

ইহাপেক্ষা লজ্জা দুঃখ কিবা আছে আর।
অধিক বলিব কিবা নিকটে তোমার ॥
এত শুনি মিষ্টবাক্যে কহে তপোধন।
বৃথা কেন দুঃখ কর কুন্তীর নন্দন ॥
কালে পরাভব হয় কালে হয় জয়।
কালেরে খণ্ডিতে কেহ কভু ক্ষম নয় ॥
ধরণীর ভার দূর করিবার তরে।
অবতীর্ণ হন কৃষ্ণ মানব-সংসারে ॥
বিধর্মী নৃপতিগণে করিয়া সংহার।
হরিলেন ধরণীর যত গুরুভার ॥
আপন করম তিনি করিয়া সাধন।
পুনশ্চ গেলেন চলি গোলক-ভবন ॥
তাঁহার বলেতে বলী ছিলে ধনঞ্জয়।
তাই ভীষ্ম আদি বীরে কৈলে পরাজয় ॥
নৈলে কিবা সাধ্য আছে বলহ তোমার।
তেমন তেমন বীরে করিতে সংহার ॥
প্রত্যক্ষ এখন দেখ যত দস্যুগণ।
তোমারে জিনিয়া নারী করিল হরণ ॥
অতএব লজ্জা দুঃখ নাহি কর চিতে।
কালের ঈদৃশী গতি কহিনু সাক্ষাতে ॥
যে কারণে নারী হরি নিল দস্যুগণ।
তাহার বৃত্তান্ত বলি করহ শ্রবণ ॥
একদা সুমেরু-শিরে মিলি দেবগণ।
মহোৎসব করে এক ওহে বাছাধন ॥
রম্ভা তিলোত্তমা আদি অপ্সরা সকলে।
উপস্থিত ছিল তথা মনকুতুহলে ॥
সেই স্থানে জল মগ্ন হয়ে বহুদিন।
ধ্যানরত অষ্টাবক্র আছিল প্রবীণ ॥
অপ্সরীরা করযোড় করিয়া তখন।
নানামতে ঋষিবরে করয়ে স্তবন ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে ঋষি বর দিতে চায়।
করযোড়ে অপ্সরীরা কহিল তাঁহায় ॥
যদি তুষ্ট হয়ে থাক ওহে ঋষিবর।
কৃষ্ণে যেন পতি পাই দেও এই বর ॥
তথাস্তু বলিয়া বর দিয়া তপোধন।
সলিল মাঝার হ'তে উঠেন তখন ॥

অসক্তো জাহরম [illegible]

৩০৮/২

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

বক্র দেহ দেখি তাঁর অপ্সরা সকলে ।
হাসিয়া বিদ্রূপ করে ইঙ্গিতের ছলে ॥
তাহে ক্রুদ্ধ হয়ে সেই মহাতপোধন ।
অভিশাপ দিয়া কহে কর্কশ বচন ॥
সত্য বটে কৃষ্ণধনে পাবে প্রাণপতি ।
কিন্তু দস্যুহস্তে পড়ি লভিবে দুর্গতি ॥
ইহা শুনি অপ্সরীরা করিয়া রোদন ।
ঋষির করয়ে স্তব ধরিয়া চরণ ॥
তাহে তুষ্ট হয়ে মুনি কহে পুনর্ব্বার ।
আমার বচন কভু নহে খণ্ডিবার ॥
তোমা সবে দস্যুগণ করিবে হরণ ।
পুনশ্চ আসিবে কিন্তু অমর ভবন ॥
এইরূপে অভিশাপ দেয় ঋষিবর ।
সে হেতু হরিল নারী অভীর সকল ॥
ইথে লজ্জা দুঃখ নাহি করিও অন্তরে ।
এখন তপেতে মন দেও যত্ন করে ॥
জন্ম মৃত্যু ক্ষয় বৃদ্ধি বিধির লিখন ।
ইহা ভাবি শোক ত্যজে যত সুধীজন ॥

যুধিষ্ঠির-পাশে তুমি যাও দ্রুতগতি ।
মম উপদেশ সব জানাও সুমতি ॥
ব্যাসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
দ্রুতগতি গিয়া পার্থ হস্তিনা-ভবন ॥
ভ্রাতৃগণ পাশে ক্রমে এক এক করি ।
কহিলেন সব কথা করিয়া বিস্তারি ॥
যুধিষ্ঠির সব কথা করিয়া শ্রবণ ।
পরীক্ষিতে রাজ্যভার করি সমর্পণ ॥
ভ্রাতৃ সকলের সহ সানন্দ অন্তরে ।
আশ্রয় লয়েন আসি কানন মাঝারে ॥
হরির মহাত্ম্য এই করিনু কীর্ত্তন ।
শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন ॥
পঞ্চম অংশের কথা হৈল এতক্ষণে ।
হরি হরি বল সবে আপন বদনে ॥
মনের বাসনা পূর্ণ হইবে নিশ্চয় ।
কালী বলে হরি পদে হই যেন লয় ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুললিত অতি ।
পবিত্র পঞ্চম খণ্ড করিলাম ইতি ॥১-৯৩

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণ।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

কালবর্ণন।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
যেরূপে প্রলয় ঘটে করিব কীর্ত্তন॥
মানুষের একমাস হয় যত দিনে।
পিতৃগণ অহোরাত্র তাহারেই ভণে॥
মানুষের একবর্ষে ওহে তপোধন।
এক অহোরাত্রি ধরে যত দেবগণ॥
দ্বিসহস্র চতুর্যুগ হ'লে অবসান।
ব্রহ্মার দিবস হয় ওহে মতিমান॥
এইরূপে কত শত চতুর্যুগ হয়।
কি বলি তোমার পাশে ওহে মহোদয়॥
তাহার প্রথম কাল সত্যের অধীন।
কলির আয়ত্ত শেষে কহেন প্রবীণ॥
প্রথমতঃ সত্যযুগে করিয়া সৃজন।
শেষ কলিযুগে ব্রহ্মা করেন নিধন॥
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ এই সব শুনি।
কলির স্বরূপ বল ওহে মহামুনি॥
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
কলিযুগ সমাসম কর দরশন॥
বেদ উক্ত বর্ণ আর আশ্রম আচার।
কালক্রমে একে একে হইবে সংহার॥
বলবান্ হলে সেই হবে সর্ব্বেশ্বর।
ধনী হলে কন্যাদানে হবে [illegible]॥
গুরুশিষ্য মর্য্যাদাদি না রবে কখন।
ধর্ম্মযুক্ত বিবাহ আর না হবে দর্শন॥
প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়াকাণ্ডে নিয়ম না রবে।
শাস্ত্র বলি যাহা ইচ্ছা গণনা করিবে॥
ধনমদে মত্ত হবে যত নরগণ।
ভয়ে যোগ উপবাস করিবে কখন॥
স্বর্ণ মণি রত্ন আদি ক্রমে হবে ক্ষয়।
কেশমাত্র হবে ভূষা নারীর নিশ্চয়॥
পতিরে করিয়া ত্যাগ যতেক রমণী।
আশ্রয় লইবে গিয়া যেথানেতে ধনী॥
স্বৈরিণী হইবে নারী সংসারে [illegible]।
অর্থলোভী হবে নর প্রতি ঘরে ঘরে॥
কপর্দ্দক নাহি কেহ দিবে বন্ধুজনে।
অন্যজাতি সম জ্ঞান করিবে ব্রাহ্মণে॥
যে গাভী নাহিক দুগ্ধ করিবে প্রদান।
ভ্রমেতেও তাহার নাহি করিবে সম্মান॥
অনাবৃষ্টি নিরন্তর হইবে সংসারে।
প্রজাবর্গ পাবে কষ্ট ক্ষুধার্ত্ত অন্তরে॥
সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষ ভূমে দিবে দরশন।
অস্নাত হইয়া লোক করিবে ভোজন॥
দেবপূজা পিতৃপূজা অতিথি সৎকার।
এ সবে প্রবৃত্তি নাহি রহিবে কাহার॥
[illegible] দিবাভাগে করিবে ভোজন।
হীন দেহ লুব্ধ হবে যত নরগণ॥
পিতৃ আজ্ঞা গুরু আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
দুশ্চরিত্রা হইবে ভূমে যত নারীগণ॥
ঘোর কলি যবে হবে ওহে মুনিবর।
প্রজার হরিবে বিত্ত যত নরবর॥
প্রভুগণ পোষ্যে নাহি করিবে পালন।
মন্ত্রীরা সবলে রাজ্য করিবে হরণ॥
বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্য করি পরিহার।
করিবেক কারুকর্ম্ম ওহে গুণাধার॥
পাষণ্ড-আচার বৃদ্ধি হইবে সংসারে।
[illegible] অকাল মৃত্যু ক্রমে [illegible]

সপ্তবর্ষে রমণীর হইবে সন্তান।
দশবর্ষে পুরুষেরা হবে পুত্রবান্ ॥
দ্বাদশ বরষে বৃদ্ধ হবে জনগণ।
বিংশতি বরষ মাত্র ধরিবে জীবন ॥
সাধুর মর্য্যাদা হানি হইবে যখন।
ঘোর কলি তারে বলি জানিবে সুজন ॥
কৃষ্ণপূজাহীন নর যেইকালে হবে।
কলির প্রাবল্য ঋষে তখনি ঘটীবে ॥
ফলহীন সেইকালে হবে তরুগণ।
শ্যালকের বশ হবে যত নরগণ ॥
একমাত্র বন্ধু জ্ঞান করিবে ভার্য্যারে।
শ্বশুরের অনুগত রহিবে সাদরে ॥
সতত করিবে কত পাপ আচরণ।
ব্রহ্মণ্য বিলুপ্ত হবে ওহে তপোধন ॥
কিন্তু এক কথা বলি শুন মহাত্মন্।
সত্যযুগে বহু তপ করিলে সাধন ॥
যেই পুণ্য উপার্জ্জন তাহা দ্বারা হয়।
অল্প যত্নে কলিকালে সে পুণ্য সঞ্চয় ॥
অল্প যত্নে বহু ফল হয় এইকালে।
শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু তোমারে॥১-৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়।

-:*:-

কলিযুগাদির মাহাত্ম্য।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
মম পুত্র ব্যাসদেব খ্যাত বসুমতী ॥
কলিযুগ সম্বন্ধেতে সেই দ্বৈপায়ন।
বর্ণন করেছে যাহা শুনহ এখন ॥
কোনকালে অল্পধর্ম্মে মহাফল হয়।
ইহা লয়ে তর্ক করে যত মুনিচয় ॥
সন্দেহ নিরাস হেতু ব্যাসের সদনে।
উপনীত হয় সবে ভাগীরথী স্থানে ॥
অর্দ্ধ স্নাত সেইকালে ছিল দ্বৈপায়ন।
তাহা দেখি তীরে রহে যত মুনিগণ ॥
স্নান করি ব্যাসদেব আপন বদনে।
"ধন্য ধন্য কলিযুগ" এই কথা ভণে ॥
পুনর্ব্বার জলমধ্যে করিয়া মজ্জন।
"ধন্য ধন্য শূদ্রজাতি" করি উচ্চারণ ॥
আবার সলিলে স্নান করি তার পরে।
"নারীজাতি ধন্যা" বলে বদন বিবরে ॥
ইহা শুনি সবিস্ময় যত মুনিগণ।
স্নান অন্তে উঠে পরে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ॥
ঋষিগণে জিজ্ঞাসিল কি হেতু সকলে।
আসিয়াছ একত্রেতে আমার গোচরে ॥
ইহা শুনি কহে যত তাপস-নিকর।
আসিয়াছি যেই জন্য ওহে মুনিবর ॥
সে কথা এখন থাক তাহে কাজ নাই।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা বলহ গোঁসাই ॥
প্রথমে সলিলে স্নান করি মহাত্মন্।
কলিযুগেধন্যবাদ করিলে অর্পণ ॥
তার পর শূদ্রে আর রমণী জাতিরে।
প্রশংসা করিলে কত বদন বিবরে ॥
ইহার কারণ কিবা করহ বর্ণন।
বিস্মিত হয়েছি মোরা ওহে ভগবন ॥
শুনিয়া সহাস্যে কহে ব্যাস মহামতি।
শুন শুন ঋষিগণ আমার ভারতী ॥
সত্যকালে দশবর্ষ ধর্ম্ম আচরিলে।
একবর্ষ ত্রেতাযুগে মাসৈক দ্বাপরে ॥
এইরূপে ধর্ম্মকর্ম্ম কৈলে আচরণ।
যেই পুণ্য তাহে লাভ করে জীবগণ ॥
অহোরাত্রি ধর্ম্মকর্ম্ম কৈলে কলিকালে।
সেই পুণ্য উপার্জ্জন হয় অবহেলে ॥
তপশ্চর্য্যা ব্রহ্মচর্য্যা জপ আদি আর।
যাহা কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম সংসার মাঝার ॥
তাহার যতেক ফল আছে নিরূপণ।
একদিনে কলিকালে হয় উপার্জ্জন ॥
ত্রেতাযুগে যজ্ঞক্রিয়া কৈলে অনুষ্ঠান।
সত্যকালে একমনে যদি করে ধ্যান ॥
দ্বাপরে অর্চ্চনা আর করিলে বিধানে।
তাহে যেই ফল হয় বিধির নিয়মে ॥

কলিতে শ্রীহরিগুণ করিলে কীর্ত্তন।
সেই ফল অবহেলে হয় উপার্জ্জন ॥
এহেতু কলিরে ধন্য বলেছি বদনে।
তার পর শুন শুন বলি সবাস্থানে ॥
কত কষ্টে নিজ ধর্ম্ম করিলে পালন।
তবেত পুণ্যের ফল লভয়ে ব্রাহ্মণ ॥
বৃথাবাক্য বৃথা ভোজ্য যদি কভু করে।
বিপ্রের পতন হয় শাস্ত্রের বিচারে ॥
সুমহৎ ক্লেশ সহ্য করি অনুক্ষণ।
নিজলোক জয় করে দ্বিজাতি নন্দন ॥
কিন্তু শূদ্রাজাতি হের প্রত্যক্ষ নয়নে।
দ্বিজসেবা করি তারা আনন্দিত মনে ॥
অনায়াসে নিজলোক করে তারা জয়।
এহেতু তাহারা ধন্য নাহিক সংশয় ॥
বহু কষ্টে করে জীব পুণ্য উপার্জ্জন।
কিন্তু দেখ রমণীরা ওহে মুনিগণ ॥
একমাত্র পতিসেবা-করম দ্বারায়।
অবহেলে মনসুখে মুক্তিপদ পায় ॥
এই হেতু নারীগণে ধন্য বলি মানি।
বলিনু সকল কথা শুন যত মুনি ॥
এখন কি হেতু সবে এসেছ হেথায়।
বল বল সেই কথা শুনিব ত্বরায় ॥
এত শুনি ধীরে ধীরে কহে মুনিগণ।
কিছুই জিজ্ঞাস্য আর নাহি ভগবন ॥
জিজ্ঞাসা করিব যাহা ভেবেছিনু মনে।
আগেই শুনিনু তাহা তোমার বদনে ॥
এত শুনি হাস্য করি কহে দ্বৈপায়ন।
শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন ॥
যে জন্য এসেছ হেথা তোমরা সকলে।
জেনেছি সকল আমি তাহা ধ্যানবলে ॥
স্নানকালি তিন কথা কৈনু উচ্চারণ।
এখন আপন স্থানে করহ গমন ॥
ব্যাসের মুখেতে শুনি এতেক কাহিনী।
তুষ্ট হয়ে চলি গেল যত মহামুনি ॥
অধিক বলিব কিবা মৈত্রেয় সুজন।
প্রলয়ের বিবরণ শুনহ এখন ॥ ১৪০

তৃতীয় অধ্যায়

—*—

প্রলয় বর্ণন।

নৈমিত্তিক আত্যন্তিক প্রাকৃতিক আর।
ভূতের প্রলয় হয় এ তিন প্রকার ॥
কল্পান্তে প্রলয় যাহা হয় ব্রাহ্ম নাম।
নৈমিত্তিক তার নাম ওহে মতিমান্ ॥
মোক্ষরূপ প্রলয়েরে আত্যন্তিক বলি।
প্রাকৃতিক দ্বিপারার্দ্ধ শাস্ত্রের বিচারি ॥
এত শুনি পুনঃ কহে মৈত্রেয় সুজন।
পরার্দ্ধ কাহারে কহে করহ কীর্ত্তন ॥
পরাশর কহে বৎস শুন অবহিতে।
এক হ'তে দশগুণ গণিলে ক্রমেতে ॥
অষ্টাদশ স্থানে হয় পরার্দ্ধ গণন।
শাস্ত্রের নিয়ম এই ওহে তপোধন ॥*
যহেতুতে লয় হয় প্রকৃতি সেকালে।
মানুষিক মাত্রামাত্রে নিমেষ যে বলে ॥
পঞ্চদশ নিমেষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা জানিবে নিশ্চয় ॥
পোনের কলায় এক নাড়ী নিরূপণ।
দ্বিদণ্ডে মুহূর্ত্ত এক শাস্ত্রের বচন ॥

* এক হইতে দশ দশ হইতে শত, শত হইতে সহস্র, সহস্র হইতে অযুত, অযুত হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে নিযুত, নিযুত হইতে কোটি, কোটি হইতে অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদ হইতে বৃন্দ, বৃন্দ হইতে খর্ব্ব, খর্ব্ব হইতে নিখর্ব্ব, নিখর্ব্ব হইতে শঙ্খ, শঙ্খ হইতে পদ্ম পদ্ম হইতে সাগর, সাগর হইতে অন্ত্য অন্ত্য হইতে মধ্য ও মধ্য হইতে পরার্দ্ধ গণিত হয়। এই পরার্দ্ধ দ্বিগুণীকৃত হইলেই তৎপরিমিতকালে প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

* নাড়ী অর্থাৎ দণ্ড। দণ্ডপরিমিত সময় নির্দ্ধারণের নিয়ম এই যে, মাষচতুষ্টয় স্বর্ণে নির্ম্মিত চতুরঙ্গুলিপ্রমাণ শলাকা দ্বারা জলপাত্রবিশেষ ছিদ্রান্বিত করিয়া জলোপরি নিবেশিত করিলে যে সময়মধ্যে উহা এক প্রস্থ জলে পূর্ণ হয়, তৎকালকে কেহ নাড়ী অর্থাৎ দণ্ড কহে।

ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্রি হয়।
ত্রিশ দিনে একমাস আছে পরিচয়॥
দ্বাদশমাসেতে করি এক বর্ষ গণন।
একবর্ষে অহোরাত্র ত্রিদিব দেবগণ॥
ষষ্ট্যাধিক তিনশত বর্ষ এ প্রমাণে।
দেবতার এক বর্ষ শাস্ত্রে হেন ভণে॥
দ্বাদশ সহস্র দিব্য বর্ষ হলে পর।
চতুর্যুগ হয় তাহে ওহে বিজ্ঞবর॥
সহস্র এ চতুর্যুগ হলে তার পরে।
ব্রহ্মার দিবস হয় শাস্ত্রের বিচারে॥
চতুর্দ্দশ মনু শেষ এই দিনে হয়।
নৈমিত্তিকনামা হয় এইত প্রলয়॥
প্রাকৃতিক লয় এবে করহ শ্রবণ।
চতুর্যুগ সহস্রান্তে ওহে তপোধন॥
মহাতল ক্ষীণপ্রায় হয় সেইকালে।
ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি ভূমে মহাবলে॥
রুদ্ররূপী হয়ে হরি ওহে তপোধন।
আত্মস্থ করিতে থাকে যত প্রজাগণ॥
অবস্থিত হয়ে হরি সূর্য্যের রশ্মিতে।
সলিল সকল পান করেন ক্রমেতে॥
পৃথিবীস্থ সব রস ক্রমে শুষ্ক হয়।
সূর্য্যরশ্মি হরিতেজে বাড়য়ে নিশ্চয়॥
সপ্তসূর্য্যরূপে ক্রমে হয় প্রকাশিত।
ত্রিলোক তাহাতে দগ্ধ হয় আচম্বিত॥
সাগর পর্ব্বত নদী স্নেহশূন্য হয়।
কূর্ম্মপৃষ্ঠসম এই বসুমতী রয়॥
শ্রীকলাগ্নিরুদ্ররূপী হইয়া তখন।
শ্রীহরি পাতাল অগ্রে করেন দহন॥
পাতাল হইতে অগ্নি উঠি তার পরে।
বসুধা ব্যাপিয়া ফেলে ভীষণ আকারে॥
জ্বালাবর্ত্তে তিন লোক সমাকীর্ণ হয়।
মহর্লোকে যায় ভয়ে স্বর্গবাসীচয়॥
মহর্লোকবাসী সবে পরে তপ্ত হয়ে।
জনলোকে যায় চলি সন্তপ্ত হৃদয়ে॥
এরূপে জগত দগ্ধ কৈলে নারায়ণ।
তাঁহার নিশ্বাসে হয় মেঘের সৃজন॥
সম্বর্ত্তনামক ঘোর মেঘ সমুদয়।
গম্ভীর গর্জ্জন করি গগনে বেড়ায়॥
নানাবর্ণ ধরে সেই জলধরগণ।
প্রবল সলিল দ্বারা করে বরিষণ॥
তাহাতে ভীষণ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।
শতবর্ষ এইরূপে সেই বৃষ্টি রয়॥
জগত প্লাবিত করি যত দেবগন।
ভুবর্লোক তার পর করয়ে প্লাবন॥
স্থাবর-জঙ্গম হয় অন্ধকারময়।
তার পর মহামেঘ মিলি সমুদয়॥
পুনর্ব্বার শত বর্ষ করে বরিষণ।
বলিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন।১-৪০

চতুর্থ অধ্যায়।

নৈমিত্তিক ও প্রাকৃতিকপ্রলয় বর্ণন।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত জল করে অতিক্রম॥
লোকত্রয় একার্ণব সেই হেতু হয়।
তখন শ্রীব্রহ্মরূপী হরি দয়াময়॥
জলোপরি শেষোপরি হইয়া শয়ান।
যোগনিদ্রাগত হন ওহে মতিমান্॥
জনলোক ব্রহ্মলোকস্থিত সিদ্ধগণ।
সেইকালে তাঁর স্তব করে অনুক্ষণ॥
যখন নিমিত্তপ্রাপ্তি হন নিরঞ্জন।
নৈমিত্তিক লয় ঘটে জানিবে তখন॥
জাগরিত হন যবে প্রভু দয়াময়।
চেষ্টাযুক্ত হয় বিশ্ব তখন নিশ্চয়॥
শেষশয্যা যেইকালে করেন আশ্রয়।
নিমীলিত থাকে বিশ্ব ওহে মহোদয়॥
লোকত্রয় একার্ণব এরূপে হইলে।
হরির রজনী হয় জানিবে সেকালে॥
যবে পুনঃ সেই রাত্রি হবে অবসান।
পুনঃ সৃষ্টিকার্য্যে রত হন ভগবান্॥
নৈমিত্তিক লয় এই করিনু কীর্ত্তন।
শুন শুন তার পর মৈত্রেয় সুজন॥

অনাবৃষ্টিবশে আর অগ্নির যোগেতে।
সব লোক ক্ষয় প্রাপ্ত হইল ক্রমেতে ॥
মহত্তত্ত্ব আদি ক্ষয় হয় নিবন্ধন।
প্রাকৃতিক লয় ঘটে ওহে তপোধন ॥
প্রথমেতে জলরাশি জানিবে তখন।
পৃথিবীর গন্ধগুণ করে আকর্ষণ ॥
গন্ধশূন্য হয়ে ভূমি হয়ে যায় লয়।
জলাত্মিকা হয় পৃথ্বী ওহে মহোদয় ॥
রস-তন্মাত্রেতে জল পরিণত হয়।
ক্রমে বৃদ্ধি পায় জল সে হেন সময় ॥
মহাশব্দে সেই জল থাকে কোন স্থানে।
বিচলিত হয়ে কভু কোথাও বা ভ্রমে ॥
তরঙ্গ তাহার হয় অতীব ভীষণ।
মহাবেগে ব্যাপ্ত করে অখিল ভুবন ॥
জলগুণ আকর্ষণ তেজ করে পরে।
রস-তন্মাত্রের ধ্বংস হয় সেইকালে ॥
সলিল বিনষ্ট হয়ে জ্যোতিরূপ হয়।
সেই তেজে ব্যাপ্ত হয় দিক্ চতুষ্টয় ॥
তার পর সমীরণ সে তেজে সংহারে।
রূপহীন হয়ে তেজ ক্ষয় হয় পরে ॥
অন্ধকারময় হয় জগত-সংসার।
জগতে কেবল বায়ু বহে অনিবার ॥
তার পর ঘোরশব্দে নিজে সমীরণ।
অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয় তপোধন ॥
বায়ুর যতেক গুণ আকাশ সংহারে।
বায়ুরাশি নষ্ট হয় এ হেন প্রকারে ॥
আকাশ কেবলমাত্র অবশিষ্ট রয়।
রূপ রস আদি গুণ সব হয় ক্ষয় ॥
তার পর একাদশ ইন্দ্রিয় যখন।
অহঙ্কারে লয় পায় ওহে তপোধন ॥
অহঙ্কার শব্দগুণ বিনাশে তখন।
অহঙ্কারমাত্র হয় সংসারে দর্শন ॥
বুদ্ধিরূপ মহত্তত্ত্ব আসি তার পরে।
গ্রাস করে তমোগুণযুত অহঙ্কারে ॥
জগতের মধ্যভাগে অবস্থিত ক্ষিতি।
মহত্তত্ত্ব আবরণরূপে প্রান্তে স্থিতি ॥

এ সপ্ত প্রকৃতি হয় কহে সাধুগণ।
তাহার বৃত্তান্ত বলি করহ শ্রবণ ॥
মধ্যস্থলে ক্ষিতি আছে ওহে মহামতি।
চারিদিকে আবরণ জলের বিস্তৃতি ॥
তার চতুর্দ্দিকে আছে তেজ আবরণ।
তার পরে চারিদিকে আছে সমীরণ ॥
তার চারিদিকে হয় আকাশের স্থিতি।
অহঙ্কার তার পর ওহে মহামতি ॥
মহত্তত্ত্ব তার পর চারিদিকে রয়।
এ সপ্ত প্রকৃতি হয় কহে সাধুচয় ॥
মহাপ্রলয়ের কাল উপজে যখন।
এ সপ্ত প্রকৃতি লয় পায় সেইক্ষণ ॥
প্রবেশ করয়ে পর পর আবরণে।
বিশেষ করিয়া বলি শুন অবধানে ॥
ভূতল বিলীন হয় প্রথমে সলিলে।
সলিল প্রবেশ পারে তেজের ভিতরে ॥
সমীরণে তেজ পরে প্রবেশিত হয়।
সমীরণ পায় শেষে গগনে বিলয় ॥
গগন বিলীন পরে হয় অহঙ্কারে।
অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয় পরে ॥
মহত্তত্ত্বে গ্রাস করে পরেতে প্রকৃতি।
ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা জানিবে প্রকৃতি ॥
সৃষ্টির কারণ যারে এ প্রকৃতি হয়।
ইহা হ'তে বিশ্ব সৃষ্ট জানিহ নিশ্চয় ॥
কার্য্য ও কারণভেদে এই সে প্রকৃতি।
দ্বিরূপ হইয়া থাকে ওহে মহামতি ॥
ব্যক্ত ও অব্যক্ত নাম উভয়ের হয়।
অব্যক্তেতে ব্যক্ত পরে লভেন বিলয় ॥
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষ উত্তম।
নিরুপম শুদ্ধ নিত্য জানিবে সুজন ॥
পরাত্মার অংশ তিনি ওহে তপোধন।
পরমাত্মা সর্ব্বেশ্বর জানে সর্ব্বজন ॥
পরাৎপর বিভু আত্মা হইতে প্রধান।
তিনি ব্রহ্ম নিত্যানন্দ ওহে মতিমান্ ॥
অখিল সংসার হয় রূপভেদ তাঁর।
মুমুক্ষুরা লয় পায় তাঁহাতে আবার ॥

প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে পরম-আত্মাতে।
বিলীন হইয়া থাকে জানিবেক চিতে॥
পরমাত্মা বিশ্বাধার আছে পরিচয়।
পরম-ঈশ্বর তাঁরে বেদাদিতে কয়॥
বিষ্ণুরূপী হন তিনি ওহে তপোধন।
অধিক বলিব কিবা তোমার সদন॥
দ্বিবিধ বৈদিক কর্ম্ম শাস্ত্রে হেন ভণে।
প্রবৃত্তিমূলক এক কহি তব স্থানে॥
সুখের সাধক ইহা স্বর্গাদি-কারণ।
নিবৃত্তিমূলক হয় মোক্ষের সাধন॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ এই দুই করমে।
বিষ্ণু আরাধনা করে ভুবনের জনে॥
প্রকৃতি-পথেতে গিয়া করিলে অর্চ্চন।
স্বর্গলাভ সুখলাভ করে সেই জন॥
নিবৃত্তি পথেতে যায় যদি নরবর।
জ্ঞানযোগ লভি হয় বিশুদ্ধ অন্তর॥
জ্ঞানমূর্ত্তি বিষ্ণুদেবে সে করে পূজন।
তাহে বিষ্ণু মোক্ষ তারে করেন অর্পণ॥
পরমাত্মা হন বিষ্ণু সর্ব্ববিশ্বময়।
প্রকৃতি প্রধান তাহে লীন হয়ে রয়॥
পুরুষ তাহাতে লীন হয় তপোধন।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বচন॥
বিপরার্দ্ধ কাল যাহা বলিনু তোমারে।
বিষ্ণুর দিবস তাহে জানিবে অন্তরে॥
প্রকৃতি পুরুষ লীন বাসুদেবে হ'লে।
বিষ্ণুর রজনী হয় শাস্ত্রে হেন বলে॥
দিবারাত্রি ভেদ বটে নাহিক তাঁহার।
কেননা পরম-আত্মা সেই সারাৎসার॥
তথাপি মহত্ত্ব তাহার প্রচার করিতে।
দিবারাত্রি-ব্যবহার কহিনু সাক্ষাতে॥
প্রাকৃতির লয় এই করিনু বর্ণন।
আত্যন্তিক লয়-কথা শুনহ এখন॥
বিষ্ণুপুরাণের কথা সুললিত অতি।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী পুলকিতমতি॥ ১-৪৯

পঞ্চম অধ্যায়

জীবের গর্ভবাসাদি যন্ত্রণা বর্ণন, ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপণ ও ভগবৎ শব্দের মাহাত্ম্য।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
আধ্যাত্মিক আদি তাপ জানে যেইজন॥*
বৈরাগ্য উদিত হয় তাদের অন্তরে।
আত্যন্তিক লয় লাভ করে তার পরে॥
মোক্ষ হয় তার নাম ওহে তপোধন।
জীবের যতেক কষ্ট কে করে বর্ণন॥
জীবগণ যবে করে গর্ভমধ্যে বাস।
কত যে লভয়ে কষ্ট করিব প্রকাশ॥
ভগ্নপৃষ্ঠ ভগ্নগ্রীব ভগ্ন-অস্থি হয়ে।
অতি কষ্টে থাকে গর্ভে জানিবে হৃদয়ে॥
মাতৃভুক্ত কটু অম্ল রসাদি দ্বারায়।
তাপিত হইয়া কষ্ট নানামতে পায়॥
হস্ত পদ প্রসারিতে কভু নাহি পারে।
বিষ্ঠা-মূত্র পথে শুয়ে সদা কাল হরে॥

* তাপ ত্রিবিধ,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ,—শারীরিক ও মানসিক। শরীরসন্তাপ বহুবিধ। শিরোরোগ, প্রতিশ্যায়, জ্বর, শূল, ভগন্দর, গুল্ম, অর্শ, শ্বাস, শোথ, ছর্দ্দি, অক্ষরোগ, অতিসার, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ দ্বারা যে ভিন্ন ভিন্ন তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শারীরিক সন্তাপ। কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দ্বারা যে যন্ত্রণার উৎপত্তি হয়, তাহার নাম মানসিক সন্তাপ। মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ রাক্ষস ও সরীসৃপ প্রভৃতি দ্বারা যে সন্তাপ জন্মে, তাহার নাম আধিভৌতিক আর শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বাত ও বিদ্যুতাদি দ্বারা যে তাপ জন্মে, তাহার নাম আধিদৈবিক। এতদ্ভিন্ন গর্ভজন্ম, জরা, অজ্ঞান মৃত্যু ও নরক গমন নিবন্ধন জীবের দুঃখ সহস্র সহস্র রূপে বিভিন্ন হইয়াছে।

সূতিবায়ু দ্বারা পরে অধোমুখ হয়।
জঠর হইতে হয় ভূমেতে উদয় ॥
কিছুমাত্র সেইকালে নাহি রহে জ্ঞান।
করাতে দারিত অঙ্গ করে অনুমান ॥
পার্শ্বপরিবর্ত্ত কিম্বা গাত্র-কণ্ডুয়ন।
কভু না করিতে পারে সেই শিশুজন ॥
স্নান পান আহারাদি অন্য দ্বারা হয়।
এরূপে আধিভৌতিক দুঃখের উদয় ॥
কোথা হ'তে আসিলাম যাইব কোথায়।
কিছু না বুঝিতে পারে এই অবস্থায় ॥
অজ্ঞানেতে দুঃখ ভোগ করে নরগণ।
বার্দ্ধক্যে অশেষ ক্লেশ করয়ে ভুঞ্জন ॥
শিথিলাঙ্গ শীর্ণদন্ত সেইকালে হয়।
নাসারন্ধ্রে রোমপুঞ্জ হয় সমুদয় ॥
পৃষ্ঠ-অস্থি নত হয় কাঁপে কলেবর।
অবসাদ-গ্রস্ত হয় জঠর অনল ॥
শ্রুতিশক্তি দৃষ্টিশক্তি খর্ব্ব হয়ে যায়।
সর্ব্বদা বদন হ'তে লালা বাহিরায় ॥
বার্দ্ধক্যে এরূপ কষ্ট পেয়ে নরগণ।
মৃত্যুকালে পুনঃ দুঃখ করয়ে ভুঞ্জন ॥
মৃত্যুকালে গ্রীবা হস্ত পদ শ্লথ হয়।
পুনঃ পুনঃ গ্লানি আর কম্পের উদয় ॥
ভার্য্যা পুত্র ভৃত্য আদি ধনের মায়ায়।
মুগ্ধ হয়ে হয় নর ব্যাকুলিতকায় ॥
হস্ত পদ ক্ষিপ্ত হয় ঘুরয়ে নয়ন।
তালু ওষ্ঠ শুষ্ক হয় ভীম দরশন ॥
কণ্ঠ হতে ঘুরু ঘুরু শব্দ বাহিরায়।
শ্লেষ্মারুদ্ধ-কণ্ঠে হয় সকাতরকায় ॥
যমদূত দ্বারা পরে তাড়িত হইয়ে।
সে দেহ করয়ে ত্যাগ জানিবে হৃদয়ে ॥
মরণের অন্তে করে নরকে গমন।
কত যে দুর্গতি তথা কি করি বর্ণন ॥
কখন করাতে তথা করয়ে ছেদন।
কভু ভূমিগর্ভে তারে পোতে দূতগণ ॥
কখন নিক্ষেপ করে ব্যাঘ্রের বদনে।
তপ্ত তৈলে ফেলে কভু আনন্দিত মনে

এইরূপে কত কষ্ট দেয় দূতগণ।
ইয়ত্তা নাহিক তার ওহে তপোধন ॥
কেবল যাতনা পায় নরক-ভিতরে।
তাহা না ভাবিও ঋষে কখন অন্তরে ॥
স্বর্গেও নিষ্কৃতি নাহি পায় নরগণ।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ ॥
পুণ্যক্ষয় হলে জীব স্বর্গ হতে পড়ে।
পুনশ্চ জনমে আসি জননী-জঠরে ॥
পুনরায় সেইরূপ লভয়ে মরণ।
মরণ নিশ্চয় ইহা ওহে তপোধন ॥
জীবের কিছুতে সুখ না আছে কখন।
এ হেতু মুকতি লাভে করিবে যতন ॥
একমাত্র হরিভক্তি ইহার উপায়।
পাপনাশে মহৌষধ জানিবে তাহায় ॥
সেই ভক্তি লাভ হয় যেরূপ প্রকারে।
করিবে সে কাজ জীব একান্ত অন্তরে ॥
জ্ঞান-যোগ কর্ম্ম যোগ আছে পথদ্বয়।
জ্ঞান ভক্তি অবশ্য লাভ তাহা দ্বারা হয় ॥
আগমোক্ত বিবেকজ দুইরূপ জ্ঞান।
আগমোক্ত শব্দ ব্রহ্ম ওহে মতিমান্ ॥
বিবেকজ পরব্রহ্ম জানিবে অন্তরে।
সূর্য্যসম প্রভা সেই বিবেকজ ধরে ॥
পাপালোক সম হয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান।
মনুর বচন এবে শুনহ ধীমান্ ॥
মনুর মতেতে জ্ঞান হয় দ্বিপ্রকার।
শব্দজ্ঞান প্রথমতঃ ওহে গুণাধার ॥
পরমার্থ জ্ঞান আর জানিবে অন্তরে।
এই দুই রূপ হয় কহিনু তোমারে ॥
শব্দজ্ঞান বিনা নাহি হয় পরজ্ঞান।
ঋগ্বেদাদিময় হয় সেই শব্দজ্ঞান ॥
পরব্রহ্ম প্রবোধক পরজ্ঞান হয়।
এই জ্ঞান লাভ করি পণ্ডিত-নিচয় ॥
অচিন্ত্য অব্যয় সেই পুরুষ-রতনে।
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে আপন নয়নে ॥
সেই বিষ্ণু ধ্যেয় বস্তু পরব্রহ্ম হন।
তাঁর পদ অতি সূক্ষ্ম ওহে তপোধন ॥

ভগবান নামে তিনি বিদিত ভূতলে।
তাঁর স্বরূপেরে শাস্ত্রে ভগবৎ বলে॥
তাঁর তত্ত্ব জানা যায় যাহার দ্বারায়।
তাহাই পরম জ্ঞান কহিনু তোমায়॥
তাহা ভিন্ন অন্য জ্ঞান পরজ্ঞান হয়।
ভগবান্ শব্দ-অর্থ শুন মহোদয়॥
ভরণের কর্ত্তা যিনি ভর্ত্তা সবাকার।
সকলের গময়িতা স্রষ্টা সারাৎসার॥
ষড়ৈশ্বর্য্য-সমাযুক্ত হয় যেই জন।
সর্ব্বভূত যাঁতে বাস করে অনুক্ষণ॥
তাঁহারেই শাস্ত্রে ঋষে কহে ভগবান্।*
বলিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্॥
সর্ব্বভূত পরাত্মাতে করে অবস্থিতি।
বাসুদেব নাম তাই খ্যাত বসুমতী॥
কেশিধ্বজ রাজা পূর্ব্বে খাণ্ডিক্য-গোচরে।
বাসুদেব নাম ব্যাখ্যা যেইরূপে করে॥
বলিতেছি সেই কথা শুন তপোধন।
নৃপতি বলিল শুন খাণ্ডিক্য সুজন॥
জগত-বিধাতা হন এই সে কারণে।
সর্ব্বভূত আছে তাঁহে জানিতেছ মনে॥
এই হেতু বাসুদেব হয় তাঁর নাম।
প্রকৃতি স্বরূপ তিনি ওহে মতিমান্॥

অখিলাত্মা হন তিনি আর নির্ব্বিকার।
কল্যাণ-গুণের তিনি হয়েন আধার॥
সর্ব্বপ্রাণী সৃষ্টি করি নিজ শক্তিবলে।
আবৃত করিয়া তিনি আছেন সকলে॥
অভিমত দেহ তিনি করিয়া ধারণ।
জগতের হিতকার্য্য করেন সাধন॥
তাঁর তেজ বল আর ঐশ্বর্য্য দ্বারায়।
ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে ব্যাপ্ত কহিনু তোমায়॥
শক্তি আদি গুণ দ্বারা পরিপূর্ণ তিনি।
পরাৎপর তাঁরে বলি ওহে মহামুনি॥
ক্লেশ কভু তার পাশে না করে গমন।
ব্যক্তাব্যক্তরূপী তিনি নিত্য সনাতন॥
পরম ঈশ্বর তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ববেত্তা জানিবে ধীমান্॥
সেই ব্রহ্ম যাহে হন প্রকাশ অন্তরে।
তাহাই যথার্থ জ্ঞান কহিনু তোমারে॥
তদ্ভিন্ন সমস্ত ঋষে জানিবে অজ্ঞান।
পুরাণে গাঁথা অপূর্ব্ব আখ্যান॥১-৮৭

ষষ্ঠ

যোগবিষয়ক প্রশ্ন এবং কেশিধ্বজ ও
খাণ্ডিক্য সংবাদ।

স্বাধ্যায় সংযম দ্বারা বিষ্ণু সনাতন।
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ওহে তপোধন॥
তৎপ্রাপ্তি-কারণ ব্রহ্ম ওহে মহামতি।
ব্রহ্মভূত আর কিছু নাহি বসুমতী॥
বেদজ্ঞান হতে ঋষে যোগপ্রাপ্তি হয়।
বেদজ্ঞান লাভে হবে সযত্ন হৃদয়॥
বেদজ্ঞান যোগ ইহাদের সমবায়ে।
পরমাত্মা স্ফূর্ত্তি হয় জানিবে হৃদয়ে॥
বেদজ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা জীবগণ।
পরব্রহ্ম দৃষ্টি করে ওহে তপোধন॥
মাংসময় নেত্রে তাঁরে দেখিবারে নারে।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে॥

---

* ভগবান্ শব্দের প্রথমেই ভকার। সনাতন বিষ্ণু অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সম্যক্ ভরণকর্ত্তা ও ভর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নামের প্রথমেই ভকার রহিয়াছে। তৎপর তাঁহার নামে গ শব্দের ভ যোগ থাকিবার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি সর্ব্ববিষয়ের গময়িতা ও স্রষ্টা ঐ ভ ও এই উভয় অক্ষরের এইরূপ ব্যাখ্যাত হয় তিনি ভগ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, তাৎপর্য্য সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য তাঁহাতে নিবেশিত রহিয়াছে। আর বকারার্থ এই যে, সেই অখিলাত্মা বিষ্ণুরত সর্ব্বভূত বাস করে, এইরূপে সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন বিষ্ণু ভগবান্ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। পরব্রহ্মভূত বাসুদেব ভিন্ন ভগবান্ শব্দ আর কাহাতেও সংযুক্ত হয় না।

মৈত্রেয় কহেন শুন ওহে ভগবন্।
যোগের বিষয় এবে করহ বর্ণন ॥
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
কেশিধ্বজ নামে পূর্ব্বে আছিল নৃপতি ॥
খাণ্ডিক্য নিকটে তিনি যোগের বিষয়।
কীর্ত্তন করিয়াছিল ওহে মহোদয় ॥
মৈত্রেয় শুনিয়া কহে ওহে ভগবন্।
কেশিধ্বজ কেবা আর খাণ্ডিক্য কে হন
কি কারণে দুইজনে যোগের বিষয়।
আন্দোলন করেছিল ওহে মহোদয় ॥
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
জনকবংশেতে পূর্ব্বে আছিল রাজন্ ॥
ধর্ম্মরাজ জনক তাহার আখ্যান।
দুই পুত্র ছিল তাঁর অতি মতিমান্ ॥
মিতধ্বজ কৃতধ্বজ দুই নাম ধরে।
কৃতধ্বজ জ্ঞানা অতি জানিবে অন্তরে ॥
আধ্যাত্মিক জ্ঞানে রত ছিল সেই জন।
তাঁর পুত্র কেশিধ্বজ ওহে তপোধন ॥
মিতধ্বজ খাণ্ডিক্যেরে পুত্র লাভ করে।
কর্ম্মমার্গে পটু ছিল এ পুত্র সংসারে ॥
আত্মবিদ্যা-পারদর্শী কেশিধ্বজ ছিল।
জিগীষার বশ দোঁহে হইয়া রহিল ॥
খাণ্ডিক্যেরে পুরোহিত মন্ত্রীগণ সাথে।
কেশিধ্বজ বহিষ্কৃত করে রাজ্য হ'তে ॥
রাজ্যচ্যুত হয়ে পরে খাণ্ডিক্য তখন।
রহিলেন দুর্গমধ্যে ওহে তপোধন ॥
কেশিধ্বজ মৃত্যু হ'তে ত্রাণের কারণে।
রত হৈল বহু কর্ম্ম কাণ্ড আচরণে ॥
একদা করিছে নৃপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
অকস্মাৎ ব্যাঘ্র এক ওহে মতিমান্ ॥
কামধেনু পেয়ে তাঁর বিজন কাননে।
সংহার করিল ত্বরা পুলকিত মনে ॥
সংবাদ পাইয়া রাজা বিষাদে মগন।
ঋত্বিক্‌গণেরে ডাকি কহেন তখন ॥
এ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।
কৃপা করি অনুমতি দেও তোমা সবে।

ঋত্বিকেরা কহে শুন ওহে মহীপতি।
পরিজ্ঞাত নহি মোরা প্রায়শ্চিত্তবিধি ॥
জিজ্ঞাসা করহ নৃপ কশেরু-সদনে।
এত শুনি নৃপ গেল কশেরুর স্থানে ॥
কশেরু শুনিয়া কহে ওহে মহীপতি।
প্রায়শ্চিত্ত বিধি মম নহে অবগতি ॥
জনক-সমীপে তুমি করহ গমন।
এত শুনি নৃপ কহে শুনক সদন ॥
শুনক কহিল শুন ওহে মহীপতি।
পৃথিবীতে কারো ইহা নহে অবগতি ॥
কেবল খাণ্ডিক্য জানে শুনহ রাজন।
তাঁহার নিকটে তুমি করহ গমন ॥
এত শুনি কেশিধ্বজ কহিল তাঁহারে।
চলিনু এখন আমি খাণ্ডিক্য-গোচরে ॥
মোরে বধ নাহি যদি করে সেই জন।
তবেত হইবে মম এ যজ্ঞ সাধন ॥
এত বলি গেল নৃপ কানন মাঝারে।
যেখানে খাণ্ডিক্য আছে অবস্থিতি করে ॥
কেশিধ্বজ সমাগত করি দরশন।
কার্ম্মুক করেতে ধরি খাণ্ডিক্য তখন ॥
কহিলেন শুন মূঢ় বচন আমার।
নিবসতি করি আমি কানন-মাঝার ॥
শত্রুতা সাধিতে তুমি এসেছ হেথায়।
রাজ্য অপহারী আমি জানি যে তোমায় ॥
অবশ্য তোমার প্রাণ করিব নিধন।
এত শুনি কেশিধ্বজ কহেন তখন ॥
বধিতে তোমারে আমি ওহে মহামতি।
আসি নাই কভু এই কানন-বসতি ॥
কোন এক বিষয়েতে হয়েছে সংশয়।
সন্দেহ নাশিতে আসিয়াছি তবালয় ॥
অতএব কোপ তুমি কর সম্বরণ।
আমার উপরে শর না কর ক্ষেপণ ॥
শুনিয়া খাণ্ডিক্য নিজ অমাত্য-নিকরে।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিবা জিজ্ঞাসে সবারে ॥
মন্ত্রীগণ শুনি কহে শুনহ রাজন্।
প্রবল শত্রুরে বধ করহ এখন ॥

ইহারে মারিলে ধরা হইবে তোমার ।
আর না থাকিতে হবে কানন-মাঝার ॥
শুনিয়া খাণ্ডিক্য কহে শুন মন্ত্রীগণ ।
ইহারে যদ্যপি আমি করি হে নিধন ॥
সত্য বটে মমাধীন হবে বসুমতী ।
কিন্তু তাহে হবে মম সুবিস্তর ক্ষতি ॥
সত্য বটে হবে মম বসুন্ধরা জয় ।
পরলোকজয়ী কিন্তু কেশিধ্বজ হয় ॥
ইহারে যদ্যপি আমি না করি সংহার ।
পরলোক জয় তাহে হইবে আমার ॥
এ হেতু ইহারে আমি না করি নিধন ।
ইহার সংশয় এবে করিব ছেদন ॥
এত বলি কেশিধ্বজ করি সম্বোধন ।
খাণ্ডিক্য কহেন শুন আমার বচন ॥
জিজ্ঞাস্য কি আছে তব বলহ আমায় ।
সমুচিত প্রত্যুত্তর দিব হে তোমায় ॥
এত শুনি কেশিধ্বজ আদ্যোপান্ত করি ।
কহিলেন সব কথা খাণ্ডিক্যে বিবরি ॥
তাহা শুনি যথা প্রায়শ্চিত্তের বিধান ।
খাণ্ডিক্য কহিল সব ওহে মতিমান্ ॥
কেশিধ্বজ তুষ্ট হয়ে আপন ভবনে ।
আসিয়া করিল কার্য্য বিহিত বিধানে ॥
যথাবিধি যজ্ঞকার্য্য করি সমাপন ।
মনে মনে নরনাথ করেন চিন্তন ॥
খাণ্ডিক্যে না করি যদি দক্ষিণা প্রদান ।
করম নিষ্ফল হবে তাহে নাহি আন ॥
এত ভাবি রথোপরি করি আরোহণ ।
উপনীত হন আসি খাণ্ডিক্য সদন ॥
পুনঃ কেশিধ্বজে দেখি খাণ্ডিক্য সুমতি ।
করেতে ধরিল অস্ত্র অতি দ্রুতগতি ॥
তাহা দেখি কেশিধ্বজ কহিল তখন ।
হৃদি হ'তে ক্রোধ তুমি কর সম্বরণ ॥
তব উপদেশে যজ্ঞ করেছি সাধন ।
শ্রীগুরু দক্ষিণা দিতে এসেছি এখন ॥
বাসনা কি আছে তব বলহ আমারে ।
যা চাহিবে তাহা আমি দিব অকাতরে ॥
খাণ্ডিক্য এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
মন্ত্রীগণে পরামর্শ জিজ্ঞাসে তখন ॥
মন্ত্রীগণ বলে নৃপ কি বলিব আর ।
রাজ্য চাহি লও তুমি বচনে সবার ॥
শুনিয়া খাণ্ডিক্য কহে সহাস্য-বদনে ।
পৃথ্বীরাজ্যে কিবা ফল ভাব দেখি মনে ॥
অল্পকালস্থায়ী মাত্র এই রাজ্য হয় ।
এ রাজ্যে বাসনা মম নাহিক নিশ্চয় ॥
তোমরা নাহিক জান পরমার্থ জ্ঞান ।
এত বলি কেশিধ্বজে কহে মতিমান্ ॥
শুন শুন কেশিধ্বজ আমার বচন ।
অধ্যাত্ম-বিদ্যায় তুমি অতি বিচক্ষণ ॥
যদ্যপি দক্ষিণা তুমি দিবে হে আমারে ।
তবে যা জিজ্ঞাসি তাহা বলহ সাদরে ॥
কি কর্ম্ম করিলে আর দুঃখ নাহি হয় ।
সেই কথা কহ তুমি ওহে সদাশয় ॥
পরমার্থ জ্ঞান বল আমার গোচরে ।
এইত দক্ষিণা চাহি জানিবে অন্তরে ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর ।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর ॥১-৪৯

সপ্তম অধ্যায় ।

খাণ্ডিক্যের নিকট কেশিধ্বজের
অধ্যাত্ম-বিষয় বর্ণন ও
যোগকথন ।

কেশিধ্বজ বলে শুন খাণ্ডিক্য সুমতি ।
রাজ্য না মাগিলে কেন বল দ্রুতগতি ॥
ক্ষত্রিয়ের একমাত্র রাজ্য প্রিয়ধন ।
শুনিয়া হাসিয়া কহে খাণ্ডিক্য তখন ॥
অবিবেকী নর যারা এ ভব-সংসারে ।
ভোগে অভিলাষ সদা তাহারাই করে ॥
রাজ্য লাভে বাঞ্ছা করে সেই সব জন ।
তুচ্ছ রাজ্য নাহি চাহি যারা বুধজন ॥
ধর্ম্মে থাকি প্রজা রক্ষা ক্ষত্রিয় করিবে ।
ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুগণে রণেতে জিনিবে ॥

শত্রুগণে জয় করি কহে মহাত্মন্ ।
অকণ্টকে রাজ্য আদি করিবে ভুঞ্জন ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই শাস্ত্রের বিধানে ।
তুমিও লয়েছ রাজ্য জিতি মোরে রণে ॥
ক্ষমতা নাহিক মম জিনিব তোমারে ।
কিরূপে রক্ষিব রাজ্য বলহ আমারে ॥
ইথে মম ক্ষত্র-ধর্ম্ম ত্যাগ নাহি হয় ।
প্রার্থনা করিব কেন ওহে মহোদয় ॥
প্রার্থনা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম নহেত কখন ।
কেন তবে রাজ্য আমি করিব যাচন ॥
অহঙ্কার মান ধনে মত্ত যেই জন ।
মমত্বে আকৃষ্ট যারা ওহে মহাত্মন্ ॥
রাজ্য বাঞ্ছা করে তারা সদত অন্তরে ।
সেরূপ নহিক আমি কহিনু তোমারে ॥
এত শুনি তুষ্ট হ'যে কেশিধ্বজ রায় ।
কহিলেন শুন শুন বলি হে তোমায় ॥
ভাগ্যেতে বিবেক তব উদিযাছে মনে ।
অবিদ্যাস্বরূপ এবে কহি তব স্থানে ॥
দেহ আদি জড় দ্রব্যে ওহে মতিমান্ ।
আপন বলিয়া হয় যেইরূপ জ্ঞান ॥
অবিদ্যা তাহারে কহে বিচক্ষণগণ ।
অবিদ্যা দ্বিবিধ হয় করহ শ্রবণ ॥
বৃক্ষের বীজের সম দ্বিভাগে মিলিত ।
অবিদ্যা সংসারে কর্ম্ম করিছে নিশ্চিত ॥
ভৌতিক দেহেতে থাকি যত জীবগণ ।
মোহপাশে বদ্ধ তারা হয়ে অনুক্ষণ ॥
"আমি খাই মম এই পুষ্ট কলেবর ।
মম দেহ ক্ষীণ এই বদন সুন্দর ॥"
প্রকাশে এরূপ বুদ্ধি সদা সর্ব্বক্ষণ ।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন্ ॥
পঞ্চভূত হ'তে ভিন্ন জানিবে আত্মারে ।
নির্ম্মল পরম জ্যোতিঃ নিত্য বলি তারে ॥
দেহে আত্মা বলে যেই মূর্খ সেই জন ।
দেহ ভাগ্য গৃহ ক্ষেত্র ওহে মহাত্মন্ ॥
দেহ হ'তে আত্মা ভিন্ন হইল যখন ।
আমার হইবে গৃহ কিরূপে তখন ॥
কেমনে আত্মার বলি হবে অভিমান ।
বুঝিয়া দেখহ মনে ওহে মতিমান্ ॥
আত্মা হ'তে দেহ ভিন্ন হতেছে যখন ।
সেই দেহ হ'তে জন্মে পুত্র আদি জন ॥
বল দেখি হবে তবে কেমনে আত্মার ।
অবিদ্যা-সাগরে মূর্খ ভাসে অনিবার ॥
দেহের ভোগের জন্য সব কাজ করে ।
বন্ধনের হেতু কিন্তু হয় তার পরে ॥
মৃত্তিকা লেপিয়া যথা মৃণ্ময় আগারে ।
সদা রক্ষা করে নর অতি যত্ন করে ॥
সেরূপ মৃত্তিকা-লেপে দেহ রক্ষা হয় ।
বুঝিয়া দেখহ হৃদে ওহে মহোদয় ॥
মল মূত্র আদি দ্বারা পূর্ণ কলেবর ।
তার জন্য অহঙ্কার কেন নরবর ॥
বিফল সংসারে মুগ্ধ হয়ে জীবগণ ।
পঙ্কময় পথে ভ্রমে ওহে মহাত্মন্ ॥
তাদের অন্তর নাহি পবিশুদ্ধময় ।
জ্ঞানজল যদি পড়ে ওহে মহোদয় ॥
সংসারের মোহ ভ্রম হয় বিনাশন ।
পরম নির্ব্বাণ শেষে করয়ে ভুঞ্জন ॥
পরম নির্ব্বাণময় আত্মা নিরন্তর ।
সুখ দুঃখ নাহি তার ওহে নরবর ॥
সুখ দুঃখ কভু নহে আত্মার ধরম ।
প্রকৃতির ধর্ম্ম উহা জানিবে রাজন ॥
স্থালীমধ্যে বারি যথা থাকে বিদ্যমান ।
সম্পর্ক অগ্নির সম নাহি মতিমান্ ॥
শব্দ স্ফীতি আদি ধর্ম্ম কিন্তু তার হয় ।
সেরূপ প্রকৃতি সঙ্গে আত্মার নিশ্চয় ॥
অভিমান আদি দোষ হয় সঙ্ঘটন ।
লাভ করে ওহে নৃপ প্রকৃতি ধরম ॥
ফল কথা আত্মা সেই ধর্ম্মযুক্ত নয় ।
অব্যয় সে আত্মা হয় আর জ্ঞানময় ॥
অবিদ্যার মূল বীজ করিনু বর্ণন ।
বিচার করিয়া দেখ ওহে মহাত্মন্ ॥
সংসারের দুঃখ যত বিনাশিতে হয় ।
করিবে তা হ'লে নৃপ যোগের আশ্রয় ॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন।

নিমিবংশে জন্ম তব ওহে মহীপতি।
শ্রেষ্ঠ যোগী বলি গণ্য তুমি হে সুমতি॥
যোগশাস্ত্র তব পাশে করিব বর্ণন।
এত বলি কেশিধ্বজ কহিল তখন॥
যোগবলে মুনিগণ লভেন মুকতি।
বিনাশ করেন তাঁরা সংসারের গতি॥
মন হয় জ্ঞান মোক্ষ বন্ধের কারণ।
বন্ধ হেতু বিষয়েতে আসক্তি জনম॥
বিষয়-বাসনা-শূন্য হয় সেইকালে।
তখন মুকতি পায় জানিবে অন্তরে॥
তত্ত্বজ্ঞানী যারা হয় সংসার-মাঝার।
বিষয় ত্যজিয়া তারা হয় গুণাধার॥
ব্রহ্মরূপ ঈশ্বরেরে করিবে চিন্তন।
দৃঢ়চিত্তে নিষ্ঠামাত্র করিবে ধারণ॥
চুম্বক লৌহের যথা করে আকর্ষণ।
সেইরূপ ব্রহ্ম তারে করি আকর্ষণ॥
একীভূত করি দেয় জানিবে অন্তরে।
তাহাতে নির্ব্বাণ লাভ জীবগণ করে॥
ব্রহ্ম প্রতি লীন নৃপ হয় যবে মন।
তাহাকেই কহে যোগ যত বুধগণ॥
সেই যোগ যাঁহে থাকে যোগী বলে তারে।
মোক্ষে অধিকারী তিনি জানিবে অন্তরে॥
বাসনা ত্যজিয়া তিনি শুদ্ধ করি মন।
যোগের অভ্যাস করে অগ্রেতে রাজন্॥
যোগযুক্ত কহে তারে ওহে মহামতি।
শুন শুন তার পর নিগূঢ় ভারতী।
অনেকাংশে যোগ ক্রমে অভ্যাস হইলে।
যুঞ্জান তাঁহার নাম বুধগণ বলে॥
ব্রহ্মের সহিত যাঁর দরশন হয়।
নিষ্পন্ন সমাধি তাঁরে কহে সুধীচয়॥
বিঘ্ন যদি নাহি আসি করে আক্রমণ।*
যোগাভ্যাসে রত থাকে তাহে যেই জন॥
এক জন্মে নাহি হোক্ জন্ম জন্মান্তরে।
অবশ্য মুকতি পাবে কহিনু তোমারে॥
নিষ্পন্ন সমাধি হয় যদি যোগীবর।
একজন্মে মুক্তি পায় ওহে নরবর॥
যোগানলে দগ্ধ হয় সকল করম।
বন্ধশূন্য হয়ে রহে জানিবে সুজন॥
যোগে অষ্ট অঙ্গ আছে শাস্ত্রের বিধান।
যোগীর কর্ত্তব্য তাহা ওহে মতিমান্॥ ১
বিষয়-বাসনা ত্যজি ব্রহ্মধ্যান কৈলে।
অনুত্তম যোগ হয় সুধীগণ বলে॥
শৌচ তপ ও সন্তোষ বেদ-অধ্যয়ন।
এ সব করিয়া ব্রহ্মে দিবে নিজমন॥
যম ও নিয়ম এই কহিনু তোমারে।
ইহা আচরিলে ফল অবশ্যই ফলে॥
কামনা ত্যজিয়া ইহা কৈলে আচরণ।
অবশ্য মুকতি লভে শাস্ত্রের বচন॥
যে কোন আসন করি একান্ত অন্তরে।
প্রাণবায়ু জয় যদি করিবারে পারে॥
প্রাণায়াম বলে তারে যত বুধগণ।
দ্বিবিধ ও প্রাণায়াম ওহে মহাত্মন্॥
সবীজ নির্ব্বীজ আর এই দুই হয়।*
অভ্যাসে হৃদয়ে হয় ব্রহ্মরূপোদয়॥
যোগবিৎ যারা হয় এ ভব-সংসারে।
নেত্রকে নিগ্রহ তারা করিয়া সাদরে॥
চিত্তেরে আযত্ত করিবেক অনুক্ষণ।
প্রত্যাহার এই হয় ওহে মহাত্মন্॥ ১

* অশ্রদ্ধা, বিষয়স্পৃহা, আলস্য, প্রমাদ, ভ্রান্তি, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অনবস্থিতচিত্ততা, তীব্রপীড়া প্রভৃতিই যোগের বিঘ্ন।

১ যোগের অষ্ট অঙ্গ যথা—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধ্যান, (৭) ধারণা, (৮) সমাধি।

* বীজমন্ত্রোচ্চারণ সহিত কুম্ভকের নাম সবীজ প্রাণায়াম আর মন্ত্র ভিন্ন কুম্ভকের নাম নির্বীজ প্রাণায়াম। নারায়ণের স্থূলরূপ চিন্তা করিতে করিতে যোগীর হৃদয়গত প্রাণ ও অপান বায়ু সকল পরস্পরের অভিভবে প্রবৃত্ত হয়, তখন উহারা প্রাণায়াম বৃত্তির অথবা সবীজ ও নির্বীজ এই উভয় হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপে অভ্যাস সহকারে অনন্তের রূপ হৃদয়ে প্রকাশমান হয়।

১ প্রত্যাহার দ্বারাই অতি বলবান, ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হয়. ইন্দ্রিয় বশ করিতে না পারিলে যোগী

ঐক্য জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহাত্মন্ ।
শুভাশ্রয় মম পাশে করহ কীর্ত্তন ॥
চিত্তের আধার হয় সেই শুভাশ্রয় ।
দোষরাশি ধ্বংস করে ওহে মহোদয় ॥
কেশিধ্বজ বলে শুন খাণ্ডিক্য সুজন ।
চিত্তের আশ্রয়ীভূত শুভাশ্রয় হন ॥
তাঁহারেই ব্রহ্ম বলে জানিবে অন্তরে ।
দ্বিবিধ সে ব্রহ্ম হন কহিনু তোমারে ॥
মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত নাম জানিবে রাজন্ ।
বিশেষ করিয়া বলি শুনহ এখন ॥
সগুণ ব্রহ্মের হয় মূর্ত্ত অভিধান ।
পরব্রহ্ম অমূর্ত্তেরে জানিবে ধীমান্ ॥
যোগিগণ ব্রহ্মে চিত্ত করি সমর্পণ ।
ভাবনা করেন তাঁরে জানিবে রাজন্ ॥
ত্রিবিধ ভাবনা হয় কহি যে তোমারে ।
ব্রহ্মাখ্যা ও কর্ম্মসংজ্ঞা জানিবে অন্তরে ॥
কর্ম্ম-ব্রহ্ম-দ্বয়াত্মিকা এই তিন হয় ।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥*

বিষ্ণুর অমূর্ত্ত রূপে সৎ বলি কয় ।
যোগীদের ধ্যেয় তাহা ওহে মহোদয় ॥
সৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুর শকতি ।
অমূর্ত্ততে বিশ্বরূপ হিত মহামতি ॥
জগতের হিতকার্য্য করিবার তরে ।
দেবযোনি সেই বিষ্ণু লীলাচ্ছলে ধরে ॥
তাঁহার মহিমা বল বুঝে কোন জন ।
কভু নর কখন বা তির্য্যকরূপী হন ॥
অপ্রমেয় রূপ তিনি নিত্য-সনাতন ।
কর্ম্মের অধীন তিনি কভু নাহি হন ॥
তাঁহার স্বরূপ চিন্তা যোগিগণ করে ।
পাপরাশি ধ্বংস হয় এই চিন্তাদ্বারে ॥
পাইয়া পরম পদ ব্রহ্মময় হয় ।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥
বিষ্ণুরূপ যোগীহৃদে হইয়া উদয় ।
মানসিক পাপ যত নাশে সমুদয় ॥

যোগসাধক হইতে পারে না। প্রাণায়ামে প্রাণাদি বায়ু ও প্রত্যাহারে ইন্দ্রিয় সমুদায় বশীভূত হইয়া শুভাশ্রয়ে স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

* সনন্দনাদি ব্রহ্মভাবনাযুক্ত, দেবাদি চরাচর প্রাণীসমুদায় কর্ম্মভাবনাযুক্ত এবং বশিষ্ঠাদি কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় ভাবনাযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অধিকার ভেদে প্রাণিগণের ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন। বিশেষ জ্ঞান-প্রভাবে সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে জীবগণের এই বিশ্ব, আর ব্রহ্ম ইহা হইতে পৃথক্ এইরূপ ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয় না। ভেদযুক্ত সত্তামাত্র বাক্যের অগোচর আত্মসংবেদ্য জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানরূপে কথিত আছে। সেই ব্রহ্মজ্ঞানই বিশ্বরূপী রূপবিবর্জ্জিত পরমাত্মার পররূপ। উহাই অজয় অক্ষয় ও বিশ্বরূপের বৈরূপ-লক্ষণযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যোগশীল ব্যক্তি সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তনে সক্ষম হইতে পারে না, এই নিমিত্ত হরির স্থূল বিশ্বরূপ চিন্তা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হিরণ্য-গর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রজাপতি, মরুৎ, বসু, রুদ্র, ভাস্কর, তারকা ও গ্রহগণ, গন্ধর্ব্ব যক্ষ ইত্যাদি সমস্ত দেবযোনি, মনুষ্য, পশু, শৈল সমুদ্র সরিৎ ও বৃক্ষ সমুদায়, অশেষ প্রাণী ও প্রাণিগণের হেতু, প্রকৃত্যাদি, চেতনাচেতনাত্মক পদার্থ এবং এক-পাদ দ্বিপাদ বহুপাদ ও অপাদ, প্রাণিগণ সমু-দায় সমবেত চরাচর বিশ্ব হরির স্থূলরূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ইহাতেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তি সংযুক্ত আছে। ঐ বিষ্ণুশক্তি পরমা ক্ষেত্রজ্ঞা অবিদ্যা এই ত্রিবিধ রূপে খ্যাত। কর্ম্মসংজ্ঞা শক্তি অবিদ্যারূপে কথিত আছে। ক্ষেত্রজ্ঞা অর্থাৎ জীব শক্তিরূপিণী ঐ কর্ম্মাখ্যা অবিদ্যার প্রভাবেই সর্ব্বকারিণী হয়, তাহাতেই প্রাণিগণ তদাশ্রয় নিবন্ধন সংসারতাপ ভোগ করিয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি [illegible] তারতম্য নিবন্ধন প্রাণিসমুদায়ে তারতম্যানুসারে লক্ষিত হয়। পরমাণু অপেক্ষা স্থাবর, স্থাবর অপেক্ষা সরীসৃপ, সরীসৃপ অপেক্ষা পক্ষী পক্ষী অপেক্ষা মৃগ মৃগ অপেক্ষা পশু, ও পশু অপেক্ষা মনুষ্যগণে ক্ষেত্রজ্ঞা অর্থাৎ জীবনী শক্তি অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এইরূপ মনুষ্য অপেক্ষা নাগ, নাগ অপেক্ষা গন্ধর্ব, গন্ধর্ব অপেক্ষা যক্ষাদি, যক্ষাদি অপেক্ষা দেবগণ ও সমস্ত দেব অপেক্ষা ইন্দ্র পর্য্যায়-ক্রমে সমধিক শক্তি—সমন্বিত। আবার ঐ ইন্দ্র অপেক্ষাও প্রজাপতি। ব্রহ্মার আত্মশক্তি অধিক, এই অশেষরূপই হরির বিশ্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বিষ্ণুর ঐ শক্তিযোগেই ব্রহ্মাণ্ড নভোমণ্ডলে আকৃষ্ট আছে।

ইহারে ধারণা কহে শাস্ত্রের বচন।
ধারণা ধরিয়া যোগ করিবে সাধন ॥
বিষ্ণু হন সমুদয় কল্যাণ আধার।
নিরাকার নিত্য তিনি আশ্রয় সবার ॥
তাঁহার কৃপায় যোগী লভয়ে মুকতি।
জন্ম-মৃত্যু-জরাশূন্য সেই বিশ্বপতি ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান এবে করহ শ্রবণ।
ধারণা মূরতি ভিন্ন না হয় কখন ॥
কমললোচন তাঁর প্রসন্ন বদন।
শ্রীবৎসে শোভিত তাঁর বক্ষঃ মনোরম ॥
ভূষণে ভূষিত কিবা শ্রবণ যুগল।
ললাটফলক মরি অতীব উজ্জ্বল ॥
কপোলপ্রদেশ কিবা মনোহর অতি।
পীতবাস পরিধান ওহে মহামতি ॥
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ অসি শোভে শিরে
সুরম্য কিরীট শোভে মস্তক উপরে ॥
চতুর্ভুজ মরি মরি অতি মনোহর।
যোগীর অবশ্য ধ্যেয় অতীব সুন্দর ॥
যোগপরায়ণ যারা এ ভব-সংসারে।
ধারণা যাবৎ দৃঢ় নাহি তারা করে ॥
ততদিন আত্মচিত্ত করি সমাধান।
বিষ্ণুরে করেন চিন্তা ওহে মতিমান্ ॥
স্বেচ্ছা-অনুসারে কর্ম্ম কৈলে আচরণ।
ঐ ধারণা নাহি ভুলে যাঁহাদের মন ॥
তাদের ধারণা সিদ্ধ জানিবে নিশ্চয়।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয় ॥
ধারণা সুদৃঢ় হ'লে সেই যোগী জন।
বিষ্ণুর প্রশান্ত রূপ করিবে চিন্তন ॥
কিরীটাদি বিবর্জ্জিত যেই রূপ হয়।
তখন চিন্তিবে তাহা যোগীরা নিশ্চয় ॥
এক-অবয়ব বিষ্ণু চিন্তিবেন পরে।
এক-অবয়বে মন যোজিবে সাদরে ॥
একরূপে সুবিস্তৃত করি নিজমন।
অন্যদ্রব্যে স্পৃহাহীন হইলে তখন ॥
শ্রীবিষ্ণুর এক অঙ্গ করিবেক ধ্যান।
তার পর শুন শুন ওহে মতিমান্ ॥

অবয়ব-হীন ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি হয় পরে।
পরম পুরুষে হেরে ধ্যানেতে অন্তরে ॥
ইহারে সমাধি কহে শাস্ত্রের বচন।
সমাধির বলে হয় বিজ্ঞান-জনম ॥
এই যে বিজ্ঞান যাহা বলিনু তোমারে।
ব্রহ্মজ্ঞান বলি ইহা জানিবে অন্তরে ॥
পরব্রহ্ম প্রাপ্তি নৃপ এই জ্ঞানে হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মজ্ঞান বলে আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়।
ভাবনা-বিহীন হয় ওহে মহোদয় ॥
বিজ্ঞান ব্যতীত নৃপ কোনই প্রকারে।
ব্রহ্মধনে যোগীজন লভিবারে পারে ॥
বিজ্ঞানপ্রভাবে হয় আত্মার মুকতি।
বিজ্ঞান করয়ে মুক্তি জানিবে সুমতি ॥
পরাত্ম্যচিন্তাতে আত্মা সমাবৃত হ'লে।
ভেদজ্ঞানশূন্য হয় জানিবে অন্তরে ॥
ভেদজ্ঞান নাশ হ'লে ওহে মহাত্মন্।
আত্মাতে ব্রহ্মেতে ভেদ না রহে তখন ॥
আর কি খাণ্ডিক্য আমি কহিব তোমারে
কহিনু যোগের কথা তোমার গোচরে ॥
অন্য কিছু শ্রবণেতে বাঞ্ছা যদি হয়।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মহোদয় ॥
শুনিয়া খাণ্ডিক্য কহে ওহে মহাত্মন্।
যোগের বিষয় যাহা করিলে কীর্ত্তন ॥
শুনি উপকার মম যথেষ্ট হইল।
আমার অশেষ পাপ বিনাশ পাইল ॥
তব উপদেশ আমি ওহে মহামতি।
অশেষ পাতক হ'তে লভিনু নিষ্কৃতি ॥
আমি ও আমার যাহা বলিনু বদনে।
সর্ব্বথা অসৎ উহা কহি তব স্থানে ॥
অবিদ্যার কর্ম্ম উহা নাহিক সংশয়।
ব্যবহার হেতু কিন্তু প্রয়োজিত হয় ॥*

* অসৎ অর্থাৎ অজ্ঞান-বিলসিত। ভেদজ্ঞ-ব্যক্তিরা ঐরূপ কীর্ত্তন করিলেও ব্যবহার রক্ষা ঐ বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইল। আমি ও আমার ইত্যাকার জ্ঞান অবিদ্যার কর্ম্ম বটে, কিন্তু ব্যবহার উহা প্রযুক্ত হইয়াছে।

পরমার্থ অসংলাপ্য বাক্য অগোচর।
অধিক বলিব কিবা ওহে গুণধর ॥
তব উপদেশে মম হইল কল্যাণ।
যোগের বিষয় এবে জানিনু ধীমান্ ॥
জানিতে পারিনু এবে মুক্তির কারণ।
আমার জিজ্ঞাস্য আর নাহি মহাত্মন্ ॥
.. কর এবে আপন নগরে।
এত বলি সে খাণ্ডিক্য প্রসন্ন অন্তরে ॥
কেশিধ্বজে যথাবিধি করিলে সম্মান।
স্বীয় পুরে নরপতি করিলা পয়াণ ॥
এদিকে খাণ্ডিক্য যোগসিদ্ধির কারণ।
ভগবানে নিজ চিত্ত করি সমর্পণ ॥
কানন নিবাস পরে করিয়া আশ্রয়।
শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন হন মহোদয় ॥
মন আদি-গুণশুদ্ধ হয়ে তার পরে।
পরব্রহ্মে লীন হৈল হরিষ-অন্তরে ॥
এদিকেতে কে... নিজ মুক্তির কারণ।
ভাল অভিসন্ধি হৃদে করিয়া বর্জ্জন ॥
রাজ্যভোগ করি ক্রমে ধর্ম্ম-অনুসারে।
শাপপাপ শুদ্ধচিত্ত হইয়া অন্তরে ॥
লভিলেন মহাসিদ্ধি ওহে তপোধন।
বলিনু তোমার পাশে অপূর্ব্ব কথন ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা সুললিত অতি।
বিরচিল দ্বিজ কালী করিয়া ভকতি ॥১-১০৪

অষ্টম অধ্যায়।

—※—

বিষ্ণুপুরাণের ফলশ্রুতি।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
আত্যন্তিক লয় কথা কহিনু কীর্ত্তন ॥
স্বাশ্বত পরমব্রহ্মে যদি হয় লয়।
আত্যন্তিক লয় তারে কহে বিজ্ঞচয় ॥
সর্গ প্রতিসর্গ বংশ আর মন্বন্তর।
বংশানুচরিত আমি কহিনু সকল ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হয় পাতক-নাশন।
পুরুষার্থ সিদ্ধিপ্রদ সর্ব্বশাস্ত্রোত্তম।

সমগ্র পুরাণ আমি কহিনু...
আর কি বাসনা এবে বলহ আমারে।
মৈত্রেয় কহিল গুরো তুমি ভগবন্।
জিজ্ঞাস্য নাহিক আর তোমার সদন ॥
তব উপদেশ মম নাশিল সংশয়।
জানিনু অখিল বিশ্ব হয় বিশ্বময় ॥
পুরাণ বর্ণিয়া কষ্ট হয়েছে তোমার।
কৃপা করি ক্ষমা কর এ ভিক্ষা আমার ॥
পুত্রে শিষ্যে নাহি ভেদ কহে সাধুগণ।
এত বলি মৌন হয় মৈত্রেয় সুজন ॥
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
যেই জন শুনে বিষ্ণুপুরাণ ভারতী ॥
সর্ব্বপাপে মুক্তি লাভ করে সেই জন।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে মহাত্মন্ ॥
হরির মাহাত্ম্য আমি বলেছি তোমারে।
নামের গুণেতে পাপ চলি যায় দূরে ॥
ধাতুরাশি দ্রব্য করে পাবক যেমন।
হরিনাম পাপ তথা করে বিনাশন ॥
বারেক তাঁহার নাম ... স্মরে।
নরকের ভয় আর ... সংসারে ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি যত অমর-নিকর।
যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ আদি গন্ধর্ব্ব অপ্সর ॥
গ্রহ তারা সপ্ত ঋষি নর পশুগণ।
বৃক্ষ পক্ষী নদ নদী সাগর কানন ॥
যাহা কিছু আছে এই সংসার-মাঝারে।
শ্রীবিষ্ণুর অংশ সব জানিবে অন্তরে ॥
সেই পাপ প্রণাশন বিষ্ণুর কাহিনী।
বলিলাম এ পুরাণে ওহে মহামুনি ॥
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন মহাস্বস্ত্যয়ন।
ইহার সমান নাহি কল্যাণ কারণ ॥
যজ্ঞশেষে অবভৃত-স্নানে যেই ফল।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-পাঠে লভে সে সকল ॥
কুরুক্ষেত্রে অর্ব্বুদেতে প্রয়াগে পুষ্করে।
উপবাস স্নান কৈলে যেই ফল ফলে ॥
এ পুরাণ শ্রবণেতে ...
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে মহোদয় ॥

যাগে যেই ফল।
ইহাকে ধারণা ... লে হয় সে ফল সকল ॥
জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দ্বাদশীতে গিয়া মথুরাতে।
হরিপদ নেহারিলে যে ফল তাহাতে ॥
এ পুরাণ কীর্ত্তনেতে সেই ফল হয়।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে মহোদয় ॥
শুক্লপক্ষে জ্যৈষ্ঠা আর মূলা নক্ষত্রেতে।
যমুনাসলিলে স্নান কৈলে একচিতে ॥
তাহে যেই ফল হয় ওহে মহাত্মন্।
সেই ফল হয় ইহা করিলে শ্রবণ ॥
পিতৃগণে পিণ্ডদানে যেই ফল হয়।
এ পুরাণ পড়িলে হয় সে ফল নিশ্চয় ॥
পরম সুশ্রাব্য ইহা দুঃস্বপ্ন নাশন।
একমাত্র উদ্ধারের ইহাই কারণ ॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহা রচনা করিলে।
বিধাতা কীর্ত্তন করে ঋভুর
ক্রমে সমাগত হয় আমার।
কহিনু তোমারে আমি ও
কলিশেষে তুমি ইহা শমীক
গোপ্রদান করিও বৎস কহিনু

প্রত্যহ যে জন ইহা করয়ে শ্রবণ।
পিতৃস্তুতি-ফল পায় সেই মহাত্মন্ ॥
দেবস্তুতি ফল হয় জানিবে তাহার।
অধিক ...
দশটি ...
কপিল ...
বিষ্ণুকে ...
একমনে ...
অশ্বমেধ ...
হরি অ... ॥
পিতৃরূপে কব্য তিনি করেন গ্রহণ।
দেবরূপে হব্য তিনি করেন ভোজন ॥
তিনি স্বধা তিনি স্বাহা জানিবে অন্তরে।
তাঁর মাহাত্ম্যের সীমা কে করিতে পারে

ত্রিগুণ আত্মক যিনি জগত-ক
জন্মাদি-বিহীন যিনি বিকা
পঞ্চভূত যাঁর সৃষ্টি আছয়ে
যাঁহার কৃপার গুণে ওহে
শব্দাদি বিষয় ভোগ করে
সেই নারায়ণে আমি করি ...।
পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তাঁহার ॥
জনম রহিত হ'য়ে যেই নিরঞ্জন।
অসংখ্য রূপেতে ভবে প্রকাশিত হন ॥
প্রকৃতি পুরুষরূপী যেই ভগবান্।
দুঃখবন্ধে মুক্তি তিনি করুন প্রদান ॥
জন্ম জরা আদি যত দুঃখের বন্ধন।
কৃপা করি সেই বিষ্ণু করুণ ছেদন ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ শেষ হৈল এতক্ষণে
হরি ধ্বনি কর সবে আপন বদনে ॥১৬২

* পূর্বে ব্রহ্মা দ্বৈপায়নপ্রণীত এই পুরাণ ঋভুর নিকট কীর্ত্তন করেন। পরে ঋভু প্রিয়ব্রতের নিকট, প্রিয়ব্রত ভাগুরির নিকট, ভাগুরি স্তম্ভমিত্রের নিকট, স্তম্ভমিত্র দধীচির নিকট, দধীচি সারস্বতের নিকট, সারস্বত ভৃগুর নিকট, ভৃগু পুরুকুৎসের নিকট, পুরুকুৎস নর্ম্মদার নিকট, নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্র ও পূরণ নামক নাগদ্বয়ের নিকট, ঐ নাগদ্বয়ে বাসুকির নিকট, বাসুকি বৎসের নিকট, বৎস্য অশ্বতরের নিকট, অশ্বতর কম্বলের নিকট, ও কম্বল এলাপত্রের নিকট বর্ণন করেন। পরে মহর্ষি বেদশিরা পাতালে গিয়া এলাপত্র সকাশে অবগত হন। সেই বেদশিরা প্রমতির নিকট ও প্রমতি জাতুকর্ণের নিকট কীর্ত্তন করেন সেই জাতুকর্ণ হইতেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের উহা বিদিত হইয়াছে। মহর্ষি বশিষ্ঠের বরদানে এই পুরাণ আমার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।

ইতি ষষ্ঠখণ্ড সমাপ্ত।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।

সূচীপত্র।

চতুর্থ খণ্ড।

পঞ্চম খণ্ড।

সূচীপত্র

ষষ্ঠ ।

সূচীপত্র সমাপ্ত ।